Contents

تحقيق
رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ
তাহক্বীক
রিয়াযুস স্বা-লিহীন
ইমাম নাবাবী (রহ.)
তাহক্বীক
মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা–বাংলাদেশ

تحقيق

رِيَاضُ الصَّالِحِيْنَ

তাহক্বীক

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

মূল :

মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া বিন শারফ আন্-নাবাবী (রহ.)

(৬৩১-৬৭৬ হিজরী)

তাহক্বীক

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক

আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

(১৯১৪-১৯৯৯ ঈসায়ী)

অনুবাদ সম্পাদনায়

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

সম্পাদনা সহযোগী

মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বদীউযযামান

অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

তাহক্বীক রিয়াযুস স্বা-লিহীন

মূল : মুহিউদ্দীন আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শারফ আন্-নাবাবী (রহ.)

তাহক্বীক : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বই মেলা ফেব্রুয়ারী ২০১১ ঈসায়ী

প্রকাশনায় :
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : 027112762, 01190368272, 01711646396, 01611646396, 01919646396,
ইমেল : tawheedpp@gmail.com, ওয়েব সাইট : www.tawheedpublications.com

মূল্য : ৬৮০ (ছয়শত আশি) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8766-46-4

9 789848 766464

মুদ্রণ : **হেরা প্রিন্টার্স**. হেমন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

Tahqiq Riyazus Saleheen by : Imam Nabawi, Tahqia by : Allama Muhammad Nasirum Albani, Edited by : Abdul Hamid Al Faidhi Al-Madani, First Edition : 2007 Esai, Published by : Tawheed Publications, 90 Hazi Abdullah, Sarkar lane, Dhaka-1100, email : tawheedpp@gmail.com, Web : www.tawheedpublications.com,

Price : Bangladesh Taka 680 Saudi Riyal 55, 18 $.

সম্পাদকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

অনুবাদের বাজারে 'রিয়াযুস স্বালেহীন' মজুদ থাকার পরেও এর প্রয়োজন কেন?

প্রথমতঃ সে সব অনুবাদে নানা ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে দ্বীনী ভাইদের চাহিদাক্রমে যথাসম্ভব ভুল এড়িয়ে এ অনুবাদ সম্পাদিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থে কিছু যঈফ হাদীস রয়েছে, যেগুলো আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তাহক্বীক করেছেন এবং যঈফ হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো চিহ্নিত করে যঈফ রাবী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। যেন পাঠক দুর্বল হাদীসের উপর আমলের ব্যাপারে সতর্ক হন।

অনুবাদের অধিকাংশ অনুকরণ করা হয়েছে জনাব মাওলানা আব্বাস আলী তারানগরী ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় ভাই জনাব মওলানা আবদুস সালাম মাদানী সাহেবের অনূদিত গ্রন্থের।

আমার সবগুলো গ্রন্থ বাংলাদেশের তাওহীদ পাবলিকেশন্সকে ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেছি। বাংলাদেশে প্রকাশিত রিয়াযুস সালেহীনটি সবধরনের পাঠকের দিকে লক্ষ রেখে আরো গবেষণাধর্মী আকারে বের হলো।

গ্রন্থটির প্রকাশের ব্যাপারে যারা বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে শায়খ হাবীবুর রহমান ফাইযী ও শায়খ মুহাম্মাদ হাশেমী মাদানী, শায়খ সফিউর রহমান রিয়াযী, বাংলাদেশের অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন সহ যাঁরাই এ গ্রন্থে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাঁদের সকলকে নেক প্রতিদান দেন এবং আমলকে কিয়ামতের সকলের নেকীর পাল্লায় রাখেন। আমীন।

ইহকালের প্রমোদোদ্যান ও বিলাস বাগে মানুষ বিলাস-বিহার তথা অবসর বিনোদন ক'রে আনন্দ উপভোগ ক'রে থাকে। কিন্তু সৎশীল মুসলিমরা এ তাহক্বীক 'রিয়াযুস স্বা-লিহীন' তথা সৎশীলদের বাগান-এ ভ্রমণ করে পরকালের জান্নাতে ইচ্ছা-সুখের বাগানে বিলাস-বিহার করতে পারবেন। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন. আমীন।

বিনীত

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

২৪ শে রমযান ১৪২৯হিঃ

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থকারের ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি একক, প্রতাপশালী, পরাক্রমশালী, মহা ক্ষমাশীল। যিনি রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা হৃদয়বান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, বিচক্ষণ ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য জ্ঞানালোক স্বরূপ। যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্য হতে যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাদেরকে সচেতন করেছেন, সুতরাং তাদেরকে এ পার্থিব সংসারের মোহমুক্ত করেছেন, তাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্কতা ও সতত চিন্তা-গবেষণায় ব্যাপৃত রেখেছেন, তাদেরকে প্রতিনিয়ত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণে রত রেখেছেন। তিনি তাদেরকে নিরবধি নিজ আনুগত্য করার, পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার, যে বিষয় তাঁকে অসন্তুষ্ট করে এবং ধ্বংস অনিবার্য করে সে বিষয় থেকে সতর্ক থাকার এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তাতে যত্নবান থাকার তওফীক দিয়েছেন।

আমি তাঁর প্রশংসা করি, অতিশয় ও পবিত্রতম প্রশংসা, ব্যাপকতম ও অধিকতম বর্ধনশীল প্রশংসা। আর সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, যিনি কৃপানিধি ও দানশীল, চরম দয়াশীল, পরম করুণাময়। সাক্ষ্য দিই যে, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল, তাঁর প্রিয়পাত্র ও বন্ধু, যিনি সরল পথ প্রদর্শক এবং সঠিক দ্বীনের প্রতি আহবানকারী।আল্লাহর অসংখ্য দরূদ ও সালাম তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং সকল আম্বিয়া, সকলের বংশধর এবং সকল নেক বান্দাদের উপরও।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴾

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত)*

এটি স্পষ্ট ঘোষণা যে, জিন-ইনসান ইবাদতের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তাদের উচিত, সেই কর্মের প্রতি যত্ন নেওয়া, যার জন্য তারা সৃষ্ট হয়েছে এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার সাথে পার্থিব ভোগ-বিলাস হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। যেহেতু পার্থিব জীবন হল ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী নয়। তা হল পারের নাও মাত্র, আনন্দের বসত-বাড়ি নয়। অস্থায়ী পানি পানের ঘাট, চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। এই জন্য তার সচেতন বাসিন্দা তারাই, যারা আল্লাহর ইবাদত-গুযার এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ তারাই, যারা তার প্রতি আসক্তিহীন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা করে থাকি। (সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)

আর এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন,

নিশ্চয় আল্লাহর অনেক বিচক্ষণ বান্দা আছেন,
যাঁরা দুনিয়াকে তালাক দিয়েছেন এবং ভয় করেছেন ফিতনাকে।
দুনিয়া নিয়ে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করে জেনেছেন যে,
তা কোন জীবের জন্য (চির) বাসস্থান নয়।
তাকে তাঁরা সমুদ্র গণ্য করেছেন
এবং তা পারাপারের জন্য কিশ্তী বানিয়েছেন নেক আমলকে।

সুতরাং এই যদি তার অবস্থা হয়, যা বর্ণনা করলাম এবং এই যদি আমাদের ও যে জন্য আমরা সৃষ্ট হয়েছি তার অবস্থা হয়, যা পূর্বে উল্লেখ করলাম, তাহলে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত যে, সে নিজেকে সৎলোকদের দলভুক্ত করবে, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের পথ অবলম্বন করবে, ইতিপূর্বে যার ইঙ্গিত করেছি, তার জন্য প্রস্তুত হবে এবং যার প্রতি সতর্ক করেছি, তাতে যত্নবান হবে। আর এর জন্য সবচেয়ে সঠিক পথ ও নির্ভুল পন্থা হল, আমাদের নবীর সহীহ হাদীসের সাথে আদব প্রদর্শন করা (তার আদর্শ গ্রহণ করা), যিনি পূর্বাপর সকল মানুষের সর্দার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক সম্মানীয়। তাঁর উপর এবং সকল আম্বিয়ার উপর আল্লাহর অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও সংযমশীলতার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়িদাহ ২ আয়াত)*

আর সহীহসূত্রে প্রমাণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দাহ নিজ ভায়ের সাহায্যে থাকে।" *(মুসলিম ২৬৯৯নং)*

"যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(ইবনে হিব্বান)*

"যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়) সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।" *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উঁটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।"

(বুখারী ৩৭০১, মুসলিম ২৪০৬নং)

সুতরাং আমি মনস্থ করলাম যে, সহীহ হাদীস সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সঞ্চয়ন করি, যাতে এমন সব বিষয়ের সমাবেশ ঘটবে, যা পাঠকের জন্য পরকালের পাথেয় হবে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক আদব ও শিষ্টাচারিতা অর্জন হবে, যাতে উৎসাহদান, ভীতিপ্রদর্শন এবং পরহেযগার মানুষদের নানা আদব সম্বলিত বিষয়-বিরাগমূলক, আত্মা-অনুশীলন ও চরিত্রগঠনমূলক, অন্তরশুদ্ধি ও হৃদরোগের চিকিৎসামূলক, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংশুদ্ধি ও তার বক্রতা দূরীকরণমূলক ইত্যাদি আল্লাহ-ভক্তদের উদ্দেশ্যমূলক আরো অন্যান্য হাদীস পরিবেশিত হবে।

আর এতে আমি বাধ্যবাধকতার সাথে স্পষ্ট সহীহ হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস উল্লেখ করব না এবং যা উল্লেখ

করব, তাতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থের হাওয়ালা দিব। কুরআন আযীযের আয়াত কারীমা দিয়ে এর পরিচ্ছেদগুলির সূচনা করব। শব্দের সঠিক উচ্চারণ এবং নিগূঢ় অর্থ-সম্বলিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনবোধে মূল্যবান টীকা-টিপ্পনী ব্যবহার করব। যখন বলব, متفق عليه তখন তার মানে হবে, হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিম (সহীহহায়নে) বর্ণনা করেছেন।

আমি আশা করি যে, এ গ্রন্থ যদি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে, তাহলে তা যত্নবান (পাঠকের) জন্য কল্যাণের পথপ্রদর্শক হবে এবং সকল প্রকার মন্দ ও সর্বনাশী কর্ম থেকে বিরত রাখবে।

আমি সেই ভায়ের কাছে আবেদন রাখব, যিনি এ গ্রন্থের কিছু অংশ দ্বারাও উপকৃত হবেন, তিনি যেন আমার জন্য, আমার মাতা-পিতার জন্য, আমার উস্তাদ, সকল বন্ধু-বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানের জন্য দুআ করেন। আর আমি মহানুভব আল্লাহর উপর ভরসা করি, তাঁকেই আমার সবকিছু সমর্পণ করি, তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-সরার) কোন শক্তি নেই।

তাহক্বীক রিয়াযুস স্বা-লিহীন গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী :

১। স্পেশাল ফন্টে আরবী ইবারতের পাশাপাশি বাংলা সরল অনুবাদ।

২। প্রতিটি হাদীসকে ৯টি হাদীসগ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুয়াত্তা মালিক, মুসনাদ আহমাদ ও দারেমী)র আলোকে তাখরীজ করা হয়েছে।

৩। প্রতিটি হাদীসের শেষে ৯টি গ্রন্থের যে নম্বরগুলো দেয়া হয়েছে তাতে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ একই বিষয়ের উপর ৯টি গ্রন্থের কোথায় কতটি হাদীস আছে তা সহজেই জানতে পারবেন। মূল হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মিল থাকা হাদীসগুলোর নম্বর উল্লেখ করেছি। কোন হাদীসগ্রন্থে এক বিষয়ের একাধিক হাদীস থাকলে তার অধিকাংশ পুনরাবৃত্তি নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। গ্রন্থে উল্লেখিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীস ব্যাতীত প্রতিটি হাদীস যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানীর তাহক্বীক কৃত।

৫। এ গ্রন্থে আলবানীর তাহক্বীকৃত হাদীস যেগুলো যঈফ সেগুলোর চারিদিকে সিঙ্গেল বর্ডার দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর ফুটনোটের মাধ্যমে প্রতিটি যঈফ হাদীসের দুর্বল রাবী চিহ্নিত করে এ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস আলবানীর পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬। যে হাদীসগুলোতে আল্লামা আলবানী (রহ.) তাঁর পূর্বের মত থেকে ফিরে অন্য মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ প্রথমে যঈফ না বললেও সর্বশেষ তাহকীক অনুযায়ী যঈফ বলেছেন সে হাদীসগুলো হচ্ছে : ৪৮৮, ১৩৯৩, ১৭২০ নং হাদীস। আর তিনি প্রথম তাহকীকে যঈফ মন্তব্য করলেও পরে তিনি সহীহ আখ্যা দিয়েছেন এমন একটি হাদীস হচ্ছে ১৫০০ নং হাদীস।

৭। কতগুলো হাদীস দুর্বল না হলেও রেজাল শাস্ত্রের আলোকে মূল গ্রন্থকার যেমন তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ ইমামের সাথে আলবানী (রহ.) দ্বিমত পোষণ করেছেন। সে হাদীসগুলো একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

হাদীস নং	মূল গ্রন্থের হুকুম	আলবানীর তাহক্বীক
১১০	তিরমিযী হাসান বলেছেন	সহীহ
৩৬৬	তিরমিযী হাসান বলেছেন, কতক কপিতে গারীব বলেছেন	আলবানী বলেছেন : হাসান লিগাইরিহী
৩৭১	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : হাসান লিগাইরিহী
৪৭৬	ইবনু মাজাহ প্রমুখ হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : শাহেদ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ
৪৯০	তিরমিযী হাসান সহীহ	আলবানী বলেছেন : শাহেদ থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ

হাদীস নং	মূল গ্রন্থের হুকুম	আলবানীর তাহক্বীক
৫২১	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ
৬৩১	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ
৬৩৬	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ
৬৭৮	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ
৯৪৭	হাকেম সহীহ বলেছেন	আলবানী বলেছেন : হাসান
৯৮৭	তিরমিযী হাসান বলেছেন	আলবানী বলেছেন : হাসান লিগাইরিহী
১১২৮	আবূ দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন	ركعتين শব্দে শায
১৩৫৬	আবূ দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন	আলবানী বলেছেন : হাসান
১৭০০	আবূ দাউদ মুসলিমের শর্তে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ
১৮৮৩	হাকিম এটিকে বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন	আলবানী বলেছেন : সহীহ লিগাইরিহী

৮। প্রতিটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখ নিঃসৃত বাণীগুলো বোল্ড বা মোটা অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯। হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে বুখারীর নম্বর ফাতহুল বারীর নম্বরের সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুয়াদ আবদুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকেরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুসনাদ আহমাদের নম্বর এহইয়াউত তুরাস আল-ইসলামীর নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈর নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।

১০। প্রতিটি হাদীসে পরিচ্ছেদের বিষয়ের সঙ্গে হাদীসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অনুবাদে বোল্ড বা মোটা অক্ষরে দেখানো হয়েছে।

১১। মাঝে মাঝে হাদীসের অনুবাদের শেষে অনুবাদক কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

১২। বাংলা সূচীপত্রের পাশাপাশি আরবী সূচীও উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। যঈফ হাদীসের একটি আলাদা তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪। সর্বোপরি রয়েছে উন্নতমানের কাগজ, ছাপা ও আকর্ষণীয় বাঁধাই।

রিয়াযুস স্বা-লিহীন-এর পরিচ্ছেদ ভিত্তিক বিষয়সূচী

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

রিয়াযুস স্বা-লিহীন গ্রন্থের যঈফ (দুর্বল) হাদীসের তালিকা

হাদীস নং	হাদীসের মতন	ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী
৬৭	সে ব্যক্তি জ্ঞানবান যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে .... আবার আল্লাহর (অনুগ্রহের) আশা পোষণ করে।	আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারইয়াম
৬৯	উপযুক্ত কারণে স্ত্রীকে প্রহার করলে সে জন্য স্বামীকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না।	আব্দুর রহমান মাসলামী
৯৪	সাতটি জিনিসের পূর্বেই তোমরা জলদি সব কর্ম করে ফেল। তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে যে, এমন দারিদ্র এসে যাক ইসলামের আদেশ পালন হতে যা বিস্মৃত রাখে?	মুহরিয ইবনু হারূন
২০১	বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে অন্যায় ও অপকর্ম প্রবেশ করে ঃ এক (আলিম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো	আবূ ওবাইদাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ
২৯২	স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।	মুসাবির আলহিমইয়ারী ও তার মা তারা উভয়ে মাজহূল
৩৬০	আশিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সামনে দিয়ে একজন ভিক্ষুক যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুকরা রুটি প্রদান করলেন।	মাইমূন
৩৬৩	যদি কোন বৃদ্ধ লোককে কোন যুবক তার বার্ধক্যের কারনে সম্মান দেখায়, তবে .... যে তাকে সম্মান দেখাবে।	ইয়াযীদ ইবনু বায়ান
৩৭৮	আমি উমরাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম........... গোটা পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়।	আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্
৪১৩	তোমরা কি জানো যমীন সেদিন কী বর্ণনা করবে? .... যমীন বলবে, এই এই কর্ম তুমি এই এই দিন করেছো।	ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী সুলাইমান
৪৮৬	আদম সন্তানের তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই। .... একটি বাড়ি, শরীর আবৃত করার জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি।	হুরাইস ইবনুস সায়েব
৫২৪	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার হাতা ছিলো কব্জি পর্যন্ত।	শাহ্‌র ইবনু হাওশাব
৫৮৩	সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা ভাল কাজের দিকে অগ্রসর, ...(৭) অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্তকর।	মুহরিয ইবনু হারূন
৫৮৯	"হে কবরের অধিবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, ... তোমরা আমাদের অগ্রগামী। আমরা তোমাদের উত্তরসুরি।"	কাবূস ইবনু আবী যিবইয়ান
৬০১	ঐ পর্যন্ত বান্দাহ্ মুত্তাক্বীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না, ...নির্দোষ হয়ে বাঁচার জন্য নিস্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ না করে।	আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ দেমাস্কী
৭১৮	প্রিয় ভাই আমার, তোমার দু'আর সময় আমাদেরকে যেন ভুলো না। .... সমস্ত পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক হিসাবে (গণ্য) নয়।	আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্
৭৩৬	রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার খাচ্ছিলো। ....শাইতানের পেটে যা কিছু ছিল, বমি করে সবকিছু ফেলে দিল।	মুসান্না ইবনু আব্দুর রহমান খুযা'ঈ
৭৬২	উঁটের ন্যায় তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই তিনবার	ইবনু আতা ইবনে আবী

	(শ্বাস নিয়ে) পান করো। ....শেষ করো তখন 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলো।	রাবাহ
৭৯৪	'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।'	র ইবনু হাওশাব
৮০১	.....যাও, পুনরায় ওযূ কর। সে আবার ওযূ করে করে এলো। তিনি আবার বললেন ঃ যাও, পুনরায় ওযূ কর। .....আল্লাহ এমন ব্যক্তির সালাত কবূল করেন না, যে তার পায়জামা এরকম ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত আদায় করে।	আবূ জা'ফার
৮০২	.....(আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের যুবক। ..... আমার মতে (অহংকারের কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে।	কায়েস ইবনু বিশ্‌র
৮৩৪	এমন লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোক মাজলিশের মধ্যখানে গিয়ে বসে পড়ে।	আবূ মিজলায
৮৯৪	এক ইয়াহূদী তার সাথীকে বলল ঃ এসো আমরা এই নাবীর নিকট যাই। ফলে তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল	আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেমাহ্ আলমুরাদী
৮৯৫	অতঃপর আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে চুম্বন দিলাম।	আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেমাহ্ আলমুরাদী
৮৯৬	.......যাইদ (দেখা করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন। নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গিয়ে নাবী ﷺ তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমা দিলেন।	মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক
৯১৭	আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তাঁর উপর তখন মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি ....বলছিলেন ঃ আল্লাহ! মৃত্যুর কঠোরতা ও তার ভীষণ কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা কর।	
৯৫১	আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেছি, তাঁর উপর তখন মৃত্যু ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি পাত্র ছিল। তাতে তিনি.........	উরওয়া ইবনু সা'ঈদ আনসারী
৯৫৪	ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের নিকট কুরআনের কিছু অংশ পড়া উত্তম। যদি তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে তা উত্তম হবে।	
৯৯০	রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত্রি হয়ে যেতো, তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়া আরযু রাব্বী ও রাব্বুকিল্লাহ,	যুবায়ের ইবনুল ওয়ালীদ
১০০৭	কুরআনের কোন অংশই যে ব্যক্তির পেটে নেই সে (সেই পেট বা উদর) বিরান ঘরের সমতুল্য।	কাবূস ইবনু আবী যিবইয়ান
১০৬৭	কোন ব্যক্তিকে তোমরা যখন মাসজিদে যাওয়া আসায় অভ্যস্ত দেখতে পাও তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষী দাও। কারণ	দার্‌রাজ ইবনু আবিস সাম্‌হ্
১১০৩	"তোমরা ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে কর। আর কাতারের ফাঁক বন্ধ করো।"	ইয়াহ্ইয়া ইবনু বাশীর ইবনে খাল্লাদ এবং তার মা
১১৬৬	রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে আমরা মক্কা থেকে মাদীনার পানে রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন 'আযওয়ারা নামক স্থানের	ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হাসান
১২৪৪	"যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।"	কুর্‌রা ইবনু আব্দির রহমান
১২৫৬	নিজের জীবনকে তুমি কষ্ট দিয়েছো। অতঃপর বললেন, রামাযানে রোযা	মুজীবাহ্ বাহেলিয়্যাহ্

	রাখো, এরপর প্রতি মাসে একদিন করে (রোযা রাখো)।	
১২৭৪	রোযাদারের সামনে যখন খাবার আহারকারীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা পেট ভরে না খাওয়া পর্যন্ত তার (রোযাদারের) জন্য ফেরেশতারা	লাইলা
১৩৪৩	আল্লাহ্ তিন ব্যক্তিকে একটি তীরের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তীর প্রস্তুত কারক, যে তা প্রস্তুতে সাওয়াব কামনা করে, তীরটি নিক্ষেপকারী	খালেদ ইবনু যায়েদ
১৩৯৪	মু'মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে।	আবুল হায়াসাম হতে বর্ণনাকারী দাররাজ
১৪০২	প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসার সাথে আরম্ভ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়।	কুররা ইবনু আব্দির রহমান মু'য়াফিরী
১৪৯৫	নবী ﷺ তাঁর (রাবী) পিতা হুসাইন (রাঃ)-কে দু'টি কালিমা শিখিয়েছেন যা দিয়ে তিনি দুআ করতেন : "হে আল্লাহ! আমার অন্তকরণে	শাবীব
১৪৯৮	দাউদ (আঃ)-এর এতটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইয়্যুহিব্বুকা ওয়াল 'আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা,	আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাবী'য়াহ্ দেমাস্কী
১৫০০	রাসূলুল্লাহ ﷺ অগণিত দু'আ করেছিলেন, তার কোনটি আমরা স্মরণ রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ....।	লাইস ইবনু আবী সুলাইম
১৫০১	নাবী ﷺ-এর একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা, ওয়া 'আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াস	খালাফ ইবনু খালীফাহ্
১৫২৬	আল্লাহর যিকর ভিন্ন অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার যিকর শূন্য অধিক কথা বার্তা অন্তরকে শক্ত করে ফেলে আর শক্ত অন্তরের লোক আল্লাহ থেকে সবচাইতে দূরে।	ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে হাতেব
১৫৪৭	আমার সম্মুখে আমার সাহাবীদের কেউ যেন অন্য কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে। কেননা তোমাদের সঙ্গে আমি প্রশান্ত মন নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই।	*ওয়ালীদ ইবনু আবী হিশাম*
১৫৭৭	তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের উত্তম কাজগুলো এভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠ বা ঘাস ছাই করে ফেলে।	*ইবরাহীম ইবনু আবী উসায়েদের দাদা*
১৬৪৯	রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীদেরকে তাদের মাথার চুল মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন।	
১৬৭৯	রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আমি বলতে শুনেছি ঃ 'ইয়াফাহ' অর্থাৎ রেখা টেনে, 'তিয়ারাহ' অর্থাৎ কোন কিছু দর্শন করে এবং 'তারক' অর্থাৎ পাখি	*হাইয়্যান ইবনু আলা*
১৬৮৬	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ এর মধ্যে ভাল হলো ফাল। কিন্তু কোন মুসলিমকে	*উরওয়া ইবনু আমের*
১৭৩১	রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর সত্ত্বার দ্বারা জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়।	
১৭৬৫	সালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকিও না। কেননা নামাযের ভিতর এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত একটি বিপর্যয়। যদি ডানে-বামে	
১৮৪১	রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "মহান আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন করো না, ...	সা'লাবা আলখুশানী
১৮৮২	যে লোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকে) আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে	*হাকাম ইবনু মুস'য়াব*

١-بَابُ الْإِخْلَاصِ وَإِحْضَارِ النِّيَّةِ فِيْ جَمِيْعِ الأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالأَحْوَالِ الْبَارِزَةِ وَالْـخَفِيَّةِ

পরিচ্ছেদ - ১ : ইখলাস প্রসঙ্গে

প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমল, (কর্ম) কথা ও অবস্থায় আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত জরুরী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الـصَّلَاةَ وَيُؤْتُـوا الـزَّكَاةَ وَذَلِـكَ دِيـنُ الْقَيِّمَةِ﴾ (سورة البينة : ٥)

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(সূরা বাইয়িনাহ্ ৫নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿لَن يَنَالَ اللهَ لُـحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِـن يَنَالُهُ التَّقْوَى منكُـمْ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)। *(সূরা হাজ্জ ৩৭ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُوْرِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُ﴾

অর্থাৎ, বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। *(সূরা আলে ইমরান ২৯ নং আয়াত)*

١/١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَـتْ هِجْرَتُـهُ لِدُنْيَـا يُـصِيبُهَا أَوْ امْـرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (متفقٌ على صحته)

১/১। উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।"[১]

[১] সহীহুল বুখারী হাদীস নং ১, ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩, মুসলিম ১৯০৭, তিরমিযী ১৬৪৭, নাসায়ী ৭৫, ৩৪৩৭, ৩৭৯৪, আবূ দাউদ ২২০১, ইবনু মাজাহ ৪২২৭, আহমাদ ১৬৯, ৩০২

Contents

এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) এটিকে 'এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দ্বীন' বলে অভিহিত করেছেন।

এটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল কর্মের বিশুদ্ধতা ও কর্মের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত---সে কথা প্রমাণ করা।

٢/٢. وَعَن أُمِّ المُؤمِنِينَ أُمِّ عَبدِ الله عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَغْـزُو جَـيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. (متفقٌ عليه. هذا لفظ البخاري)

২/২। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তরে (বাইদা) পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।"[২]

٣/٣.وعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». متفق عليه

৩/৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরত নেই; বরং **বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত**। সুতরাং যদি তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা (জিহাদে) বেরিয়ে পড়।"[৩]

'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই' এর অর্থ এই যে, মক্কা এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে এখান থেকে মুসলমানেরা আর হিজরত করতে পারবে না।

٤/٤.وعَنْ أَبِي عبدِ اللهِ جابر بن عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضي اللهُ عنهما ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ ، فَقالَ : « إِنَّ بالمدِينَةِ لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً ، إلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ» . وَفي رِوَايَة : « إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأَجْرِ ». رواهُ مسلمٌ

৪/৪। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে।

---

[২] সহীহুল বুখারী ২১১৮ মুসলিম ২৮৮৪, শব্দগুচ্ছ বুখারীর

[৩] সহীহুল বুখারী ৩০৮০, ৩৯০০, ৪৩১২, মুসলিম ১৮৬৪

অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, "তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।"[৪]

٥/٥.ورواهُ البخاريُّ عن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فقال : « إنَّ أقْواماً خَلْفَنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادياً ، إلاّ وَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ » .

৫/৫। সহীহ বুখারীতে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে তাবূক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, "আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। **বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে।**"

٦/٦.وعَنْ أَبِي يَزِيدَ مَعْنِ بنِ يَزِيدَ بنِ الأخنسِ ﷺ، وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون ، قَالَ : كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصدَّقُ بِهَا ، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فأَخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فقالَ : واللهِ ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ، فقَالَ : « لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ ، ولَكَ ما أخَذْتَ يَا مَعْنُ ». رواهُ البخاريُّ .

৬/৬। আবূ ইয়াযীদ মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) - তিনি (মা'ন) এবং তাঁর পিতা ও দাদা সকলেই সাহাবী---তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। (ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) আমি আমার পিতাকে নিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, "হে ইয়াযীদ! তোমার জন্য সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ এবং হে মা'ন! তুমি যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল।"[৫]

٧/٧. وَعَنْ أَبِي إسحَاقَ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ مالِكِ بنِ أُهَيْب بنِ عبدِ مَنَافِ بنِ زُهرَةَ بنِ كِلاَبِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعبِ بنِ لُؤَيٍّ القُرشِيِّ الزُّهريِّ ﷺ، أَحَدِ العَشَرَةِ المشهودِ لَهُم بِالْجَنَّةِ ﷺ، قَالَ : جَاءَنِي رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يَرِثُني إلا ابْنَةٌ لِي ، أفأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : « لاَ » ، قُلْتُ : فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فقَالَ : « لا » ، قُلْتُ : فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : «الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثيرٌ ـ أَوْ كَبيرٌ ـ إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغْنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجهَ اللهِ إلاَّ

[৪] সহীহুল বুখারী ২৮৩৮, ২৮৩৯, ৪৪২৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬৪
[৫] সহীহুল বুখারী ১৪২২, আহমাদ ১৫৪৩৩, ১৭৮১১, দারেমী ১৬৩৮

أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ» ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسولَ اللهِ ، أُخَلَّفُ بعدَ أصْحَابِي ؟ قَالَ : « إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتعملَ عَمَلاً تَبتَغي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْدَدتَ بِهِ دَرَجةً ورِفعَةً ، وَلَعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنتَفِعَ بِكَ أقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرونَ . اَللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أعقَابهمْ ، لكِنِ البَائِسُ سَعدُ بْنُ خَوْلَةَ » يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ ماتَ بمَكَّة . مُتَّفَقٌ عليهِ .

৭/৭। সা'দ বিন আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন-। বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে--যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) **আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।**" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?' তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) পিছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু মিসকীন সা'দ ইবনে খাওলা।" তাঁর মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন।[৬]

٨/٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ صَخرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم ». رواه مسلم

৮/৮। আবূ হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং **তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল** দেখেন।"[৭]

---

[৬] সহীহুল বুখারী ১২৯৫, ১২৯৬, ৫৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৮৮, ১৫২৭, ১৫৪৯, ১৬০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬

[৭] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪

٩/٩. وعَنْ أَبِي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأشعريِّ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً ، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذٰلِكَ فِي سبيلِ الله ؟ **فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا ، فَهوَ فِي سَبِيلِ اللهِ »**. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

৯/৯। আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "**যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে,** একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।"[৮]

١٠/١٠.وعَنْ أَبِي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، **قَالَ : « إِذَا التَقَى المُسلِمَان بِسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النّارِ »** قُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ! هَذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المقْتُولِ ؟ **قَالَ : « إنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قتلِ صَاحِبِهِ »**. مُتَّفَقٌ عليهِ.

১০/১০। আবূ বাক্‌রাহ নুফাই বিন হারেস সাক্বাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী?' তিনি বললেন, "**সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।**"[৯]

١١/١١.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قالَ رَسُول الله ﷺ : **« صَلاةُ الرَّجلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاتهِ فِي سُوقِهِ وبيتِهِ بِضْعاً وعِشرِينَ دَرَجَةً ، وَذَلِكَ أنَّ أَحدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلاَّ الصَّلاةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَلاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ ، فإِذا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ ، وَالمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيهِ ، مَا لَم يُؤْذِ فيه ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ »** . مُتَّفَقٌ عليه ، وهذا لفظ مسلم .

১১/১১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মানুষের জামাআতের সঙ্গে নামায পড়ার নেকী, তার বাজারে ও বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী। আর তা এ জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে এবং সালাতই তাজক মসজিদে নিয়ে যায়, তখন তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ

[৮] সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০

[৯] সহীহুল বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩, মুসলিম ২৮৮৮, নাসায়ী ৪১১৭, ৪১২০, ৪১২১, ৪১২২, ৪১২৩, আবূ দাউদ ৪২৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৬৫, আহমাদ ১৯৯১১, ১৯৯২৬, ১৯৯৫৯, ১৯৯৮০, ১৯৯৯৫

করে, তখন যে পর্যন্ত সালাত তাকে (মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফিরিশতারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকেন---যে পর্যন্ত সে ঐ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে সালাত আদায় করেছে। তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল কর।' (ফিরিশতাদের এই দুআ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয়, যে পর্যন্ত তার ওযূ নষ্ট না হয়।"[১০]

١٢/١٢.وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَن رَسُول الله ﷺ ، فِيمَا يَروِي عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : « إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ والسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً ،وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعمئةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضعَافٍ كَثيرةٍ ، وإنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » مُتَّفَقٌ عليهِ .

১২/১২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বর্কতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।"[১১]

١٣/١٣.وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : «انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إِلَى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقالُوا : إنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ . قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ : اَللّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ ، وكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أهْلاً ولاَ مالاً ، فَنَأَى بِي طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْماً فلم أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ ، فَكَرِهْتُ أنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلاً أو مالاً ، فَلَبَثْتُ - والْقَدَحُ عَلَى يَدِي - أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما . اَللّهُمَّ إنْ

---

[১০] সহীহুল বুখারী ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯০

[১১] সহীহুল বুখারী ৬৪৯১, মুসলিম ১৩১, আহমাদ ২০০২, ২৫১৫, ২৮২৩, ৩৩৯২

كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِغَاء وَجهِكَ فَفَرّجْ عَنّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ مِنْهُ.

قَالَ الآخر : اَللّٰهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمّ ، كَانَتْ أَحَبَّ النّاسِ إليَّ – وفي رواية : كُنْتُ أُحِبُّها كأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ – فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فامْتَنَعَتْ منّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءتْني فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمئَةَ دينَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَتْ ، حَتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا – وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا ، قالتْ : اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاّ بِحَقِّهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيتُها . اَللّٰهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحدٍ تَـرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأمْوَالُ، فَجَاءنِي بَعدَ حِينٍ، فَقالَ : يَا عبدَ اللهِ، أَدِّ إِلَيَّ أجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ: مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنَمِ والرَّقيقِ، فقالَ : يَا عبدَ اللهِ، لاَ تَسْتَهْزِىءْ بِي! فَقُلْتُ : لاَ أسْتَهْزِئُ بِكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يتْرُكْ مِنهُ شَيئاً. اَللّٰهُمَّ إنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ ، فانفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ » مُتَّفَقٌ عليهِ .

১৩/১৩। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, 'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।' সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর।"

এই দুআর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়-জন দুআ করল, “হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু’পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।”

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দুআ করল, “হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও।’ আমি বললাম, ‘এসব উঁট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (আদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল।’ সে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।’ সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত কর।” এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল।[১২]

٢- بَابُ التَّوْبَةِ

পরিচ্ছেদ - ২ : তওবার বিবরণ

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১। পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। ৩। ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি

[১২] সহীহুল বুখারী ২২১৫, ২২৭২, ২৩৩৩, ৩৪৬৫, ৫৯৭৪, মুসলিম ২৭৪৩, আবূ দাউদ ৩৩৮৭, আহমাদ ৫৯৩৭

শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোন দোষ ক'রে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে তা বৈধ করে নেবে।

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী উলামাগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٣١]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা **সফলকাম হতে** পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ [هود : ٣]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে **তওবা (প্র**ত্যাবর্তন) কর। *(সূরা হূদ ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحا ﴾ [التحريم : ٨]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। *(সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)*

١٤/١٤.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : سمعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : « **والله إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً** ». رواه البخاري .

১/১৪। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, **তিনি** বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর **কসম! আমি** প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি।"[১৩]

١٥/١٥.عَنِ الأَغَرِّ بنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « **يَـا أَيُّهَـا النَّـاسُ ، تُوبُـوا إِلَى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَومِ مِئَةَ مَرَّةٍ**». رواه مسلم .

২/১৫। আগার্র ইবনে য়্যাসার মুযানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **তিনি** বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "**হে লোক** সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! কেননা, আমি **প্রতিদিন ১০০** বার করে তওবাহ ক'রে থাকি।"[১৪]

١٦/٣.وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بنِ مَالكٍ الأنصَارِيِّ ، خَادِمِ رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُـولُ الله ﷺ:

«**لَلّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أضلَّهُ في أرضِ فَلاةٍ**». مُتَّفَقٌ عليه

---

[১৩] সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫

[১৪] মুসলিম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭

وفي رواية لمُسْلِمٍ : « للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بأرضِ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ فأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً فاضطَجَعَ فِي ظِلِّهَا وقد أيِسَ مِنْ رَاحلَتِهِ، فَبَيْنَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ».

৩/১৬। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খাদেম, আবূ হামযাহ আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উঁট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়।"

(বুখারী ৬৩০৯, মুসলিম ২৭৪৭, আহমাদ ১২৮১৫)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এইভাবে এসেছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু!' সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল ক'রে ফেলে।"

١٧/٤.وعَنْ أَبِي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشعريِّ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ : « إنَّ الله تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهارِ ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها». رواه مسلم .

৪/১৭। আবূ মূসা আশআরী رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।"[১৫]

١٨/٥.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ » .رواه مسلم .

৫/১৮। আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।"[১৬]

١٩/٦.وعَنْ أَبِي عبد الرحمان عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رَضيَ اللهُ عنهما ، عن النَّبي ﷺ، قَالَ : «

---

[১৫] মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২

[১৬] মুসলিম ২৭০৩, আহমাদ ৭৬৫৪, ৮৮৮৫, ৯২২৫, ১০০৪৭, ১০২০৩

إِنَّ الله – عز وجل – يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ». رواه الترمذي، وَقالَ : « حديث حسن » .

৬/১৯। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবাহ সে পর্যন্ত কবুল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়।"[১৭]

٢٠/٧.وعن زِرِّ بن حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ﷺ أسْألُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ، فَقالَ : ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ ؟ فقُلْتُ : ابتِغَاء العِلْمِ ، فقالَ : إنَّ المَلائكَةَ تَضَعُ أجْنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضًى بِمَا يطْلُبُ . فقلتُ : إنَّهُ قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ بَعْدَ الغَائِطِ والبَولِ ، وكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ فَجِئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِي ذلِكَ شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنا إذَا كُنَّا سَفراً – أَوْ مُسَافِرِينَ – أنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، لكِنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونَوْمٍ . فقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكرُ فِي الهَوَى شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ ، فبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ نَادَاه أَعرابِيٌّ بصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ : يَا مُحَمَّدُ ، فأجابهُ رسولُ الله ﷺ نَحْواً مِنْ صَوْتِهِ : « هَاؤُمْ » فقُلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوتِكَ فَإنَّكَ عِنْدَ النَّبي ﷺ، وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هذَا ! فقالَ : والله لاَ أغْضُضُ . قَالَ الأعرَابيُّ : المَرْءُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بِهِمْ ؟ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: « المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَومَ القِيَامَةِ » . فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ المَغْرِبِ مَسيرَةُ عَرْضِهِ أَوْ يَسِيرُ الرَّاكِبُ في عَرْضِهِ أَرْبَعينَ أَوْ سَبعينَ عاماً – قَالَ سُفْيانُ أَحدُ الرُّواةِ : قِبَلَ الشَّامِ – خَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ مفْتوحاً للتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وَقالَ: «حديث حسن صحيح».

৭/২০। যির্র ইবনে হুবাইশ বলেন যে, আমি মোজার উপর মাসাহ করার মসলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে আস্সালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, 'হে যির্র! তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি?' আমি বললাম, 'জ্ঞান অন্বেষণ।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ফিরিশতামণ্ডলী ঐ অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।'

অতঃপর আমি বললাম, 'পেশাব-পায়খানার পর মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আপনি নবী (সাঃ)-এর একজন সাহাবী, তাই আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী (সাঃ)-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি না?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! যখন আমরা বিদেশ সফরে বের হতাম, তখন তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খোলার আদেশ দিতেন (অর্থাৎ আমরা যেন এই সময়সীমা পর্যন্ত মাসাহ করতে থাকি), কিন্তু বড় অপবিত্রতা (সঙ্গম, বীর্যপাত ইত্যাদি) হেতু অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে)। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুম থেকে উঠলে নয়। (এ সবের পর রীতিমত মাসাহ করা জায়েয)।' আমি বললাম, 'আপনি কি তাঁকে ভালবাসা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন অতি উঁচু গলায় ডাক দিল, "হে মুহাম্মাদ!" রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাকে উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন,

[১৭] তিরমিযী , ৩৫৩৭, ইবনু মাজাহ ৪২৫৩

"এখানে এস!" আমি তাকে বললাম, "আরে তুমি নিজের আওয়াজ নীচু কর! কেননা, তুমি নবী ﷺ-এর নিকট আছ। তাঁর নিকট এ রকম উঁচু গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ।" সে (বেদুঈন) বলল, "আল্লাহর কসম! আমি তো আস্তে কথা বলবই না।" বেদুঈন বলল, "কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালবাসে; কিন্তু সে তাদের (মর্যদায়) পৌঁছতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?)।" নবী ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, "মানুষ কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের সঙ্গে থাকবে, যাদেরকে সে ভালবাসবে।" পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব ৪০ কিংবা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি বললেন, ওর প্রস্থে একজন আরোহী ৪০ কিম্বা ৭০ বছর চলতে থাকবে। (সুফয়ান এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।) **আল্লাহ তাআলা এই দরজাটি আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় থেকে তা তওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না।**'[১৮]

٢١/٨.وعَنْ أَبِي سَعِيد سَعْدِ بن مالكِ بنِ سِنَانٍ الخدريِّ ﷺ : أنّ نَبِيَّ الله ﷺ ، قَالَ : « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعينَ نَفْساً ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأرضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ ، فَأَتَاهُ . فقال : إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَةٍ ؟ فقالَ : لا ، فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مئَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ . فقَالَ : إنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فقالَ : نَعَمْ ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلِقْ إِلى أرضِ كَذَا وكَذَا فإنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ الله تَعَالَى فاعْبُدِ الله مَعَهُمْ ، ولاَ تَرْجِعْ إِلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أرضُ سُوءٍ ، فانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ ومَلائِكَةُ العَذَابِ . فَقَالَتْ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً ، مُقْبِلاً بِقَلبِهِ إِلى اللهِ تَعَالَى ، وقالَتْ مَلائِكَةُ العَذَابِ : إنَّهُ لمْ يَعْمَلْ خَيراً قَطُّ ،، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أيْ حَكَماً - فقالَ : قِيسُوا ما بينَ الأرضَيْنِ فَإلَى أيّتهما كَانَ أدنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أدْنَى إِلَى الأرْضِ التي أَرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحمةِ ». مُتَّفَقٌ عليه. وفي رواية في الصحيح : « فَكَانَ إِلَى القَريَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا » . وفي رواية في الصحيح : « فَأَوحَى الله تَعَالَى إِلَى هذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وإِلَى هذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ، وقَالَ : قِيسُوا مَا بيْنَهُما ، فَوَجَدُوهُ إِلَى هذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ » . وفي رواية : « فَنَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا » .

৮/২১। আবূ সাঈদ সা'দ বিন মালেক বিন সিনান খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে একটি খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল, 'সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন

[১৮] তিরমিযী ৯৬, ৩২৮৭, ৩৫৩৫, ৩৫৩৬, নাসায়ী ১২৬, ১২৭, ১৫৮, ১৫৯, ইবনু মাজাহ ৪৭৮, আহমাদ ১৭৬২৩, ১৭৬২৮

কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'না।' সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা ক'রে একশত পূরণ ক'রে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এবারও তাকে এক আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? সে বলল, 'হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ।' সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল, তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, 'এই ব্যক্তি তওবা ক'রে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে।' আর আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, 'এ এখনো ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)।' এমতাবস্থায় একজন ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ ক'রে উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, 'তোমরা দু' দেশের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে, সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে।' অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশতাগণ তার জান কবয করলেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, "পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সৎশীল লোকদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সৎশীল ব্যক্তিদের দেশবাসী বলে গণ্য করা হল।"

সহীহতে আরো একটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, "আল্লাহ তাআলা ঐ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, 'তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ।' সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।"

আরো একটি বর্ণনায় আছে, "সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর করে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গিয়েছিল।"[১৯]

٢٢/٩.وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ ، وَكَانَ قَائِدَ كَعبٍ ﷺ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ : سَمِعتُ كَعْبَ بنَ مالكٍ ﷺ يُحَدِّثُ بحَديثِهِ حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ . قَالَ كعبٌ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رسولِ الله ﷺ في غَزْوَةٍ غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ ، غَيْرَ أنّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةِ بَدْرٍ ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ إنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ ميعادٍ . ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسولِ الله ﷺ لَيلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإسْلامِ ، وما أُحِبُّ أنَّ لي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أَذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا. وكَانَ مِنْ خَبَرِي حينَ

[১৯] সহীহুল বুখারী ৩৪৭০, মুসলিম ২৭৬৬, ইবনু মাজাহ ২৬২৬, আহমাদ ১০৭৭০, ১১২৯০

تَخَلَّفْتُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أنِّي لم أكُنْ قَطُّ أَقْوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ في تِلكَ الغَزْوَةِ ، وَالله ما جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رسولُ الله ﷺ يُرِيدُ غَزْوَةً إلاَّ وَرَّى بِغَيرِها حَتَّى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ ، فَغَزَاها رسولُ الله ﷺ في حَرٍّ شَدِيدٍ ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَاستَقْبَلَ عَدَداً كَثِيراً ، فَجَلَّى للْمُسْلِمينَ أمْرَهُمْ ليتَأهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فأَخْبرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ ، والمُسلِمونَ مَعَ رسولِ الله كثيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابُ حَافِظٌ (يُرِيدُ بِذلِكَ الدّيوَانَ) قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أنْ يَتَغَيَّبَ إلاَّ ظَنَّ أنَّ ذلِكَ سيخْفَى بِهِ ما لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الله ، وَغَزا رَسُول الله ﷺ تِلْكَ الغَزوَةَ حِينَ طَابَت الثِّمَارُ وَالظِّلالُ ، فَأنَا إلَيْهَا أصْعَرُ ، فَتَجَهَّزَ رسولُ الله ﷺ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فأرْجِعُ وَلَمْ أقْضِ شَيْئاً ، وأقُولُ في نفسي : أنَا قَادرٌ عَلَى ذلِكَ إذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمادى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الجِدُّ ، فأصْبَحَ رسولُ الله ﷺ غَادياً والمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أقْضِ مِنْ جِهَازِي شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْضِ شَيئاً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بي حَتَّى أسْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ ، فَهَمَمْتُ أنْ أرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لم يُقَدَّرْ ذلِكَ لي ، فَطَفِقْتُ إذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أنِّي لا أرَى لي أُسْوَةً ، إلاَّ رَجُلاً مَغْمُوصَاً عَلَيْهِ في النِّفَاقِ ، أوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْمِ بِتَبُوكَ : « ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يا رَسُولَ اللهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ! واللهِ يا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَبَيْنَا هُوَ عَلى ذَلِكَ رَأى رَجُلاً مُبْيِضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كُنْ أبَا خَيْثَمَةَ » ، فَإذَا هُوَ أبُو خَيْثَمَةَ الأنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ المُنَافِقُونَ .قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي ، فَطَفِقْتُ أتَذَكَّرُ الكَذِبَ وأقُولُ : بِمَ أخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً ؟ وأسْتَعِيْنُ عَلى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رأيٍ مِنْ أهْلِي ، فَلَمَّا قِيْلَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أظَلَّ قَادِماً ، زَاحَ عَنّي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أنّي لَنْ أنْجُوَ مِنْهُ بِشَيءٍ أبَداً ، فَأجْمَعْتُ صِدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِماً ، وَكَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جَاءهُ المُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرونَ إلَيْه ويَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمانينَ رَجُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى الله تَعَالَى ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ. ثُمَّ قَالَ : « تَعَالَ » ، فَجِئْتُ أمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فقالَ لي : « مَا خَلَّفَكَ ؟ ألَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : يَا رسولَ الله ، إنّي واللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا لَرَأيتُ أنّي سَأخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً ، ولَكِنّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليوم حَدِيثَ كَذبٍ تَرْضَى به عنّي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وإنْ حَدَّثْتُكَ

Contents

حَدِيثَ صِدقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إنّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى الله – عز وجل – ، والله ما كَانَ لي مِنْ عُذْرٍ ، واللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ : فقالَ رسولُ الله ﷺ: « **أمَّا هَذَا فقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ** » . وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة فاتَّبَعُوني فَقالُوا لِي : واللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أنْ لا تَكونَ اعتَذَرْتَ إلَى رَسُول الله ﷺ بما اعْتَذَرَ إليهِ المُخَلَّفُونَ ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ . قَالَ : فَوالله ما زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُّ أَنْ أرْجِعَ إلَى رسولِ الله ﷺ فأُكَذِّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ ، وَقيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قيلَ لَكَ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُما ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبيعِ الْعَمْرِيُّ ، وهِلاَلُ ابنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ ؟ قَالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَينِ صَالِحَينِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فيهِما أُسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُما لِي . ونَهَى رَسُول الله ﷺ عَنْ كَلامِنا أيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ – أوْ قَالَ : تَغَيَّرُوا لَنَا – حَتَّى تَنَكَّرَتْ لي فِي نَفْسي الأَرْض ، فَمَا هِيَ بالأَرْضِ الَّتي أعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً . فَأمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا في بُيُوتِهِمَا يَبْكيَان . وأمَّا أنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَومِ وأجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أخْرُجُ فَأشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ ، وأطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُني أَحَدٌ ، وَآتِي رسولَ الله ﷺ فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَأَقُولُ في نَفسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ برَدِّ السَّلام أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَريباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإذَا أقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إلَيَّ وَإذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أعْرَضَ عَنّي ، حَتَّى إذَا طَال ذلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلمينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِط أبي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاس إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُني أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ ﷺ ؟ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أمْشِي في سُوقِ الْمَدِينة إذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أهْلِ الشَّام مِمّنْ قَدِمَ بالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالمَدِينَةِ يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إلَيَّ حَتَّى جَاءنِي فَدَفَعَ إلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتباً . فَقَرَأْتُهُ فإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنا أنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا : وَهَذِهِ أَيضاً مِنَ البَلاءِ ، فَتَيَمَّمْتُ بهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إذَا رسولُ رسولِ الله ﷺ يَأْتِيني ، فَقالَ : إنَّ رسولَ الله ﷺ يَأْمُرُكَ أنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أمْ مَاذَا أفْعَلُ ؟ فَقالَ : لاَ ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذلِكَ . فَقُلْتُ لامْرَأَتِي : الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَذَا الأَمْرِ. فَجَاءتِ امْرَأَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ الله ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أنْ أخْدُمَهُ ؟ قَالَ : « **لاَ ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ** » فَقَالَتْ : إنَّهُ واللهِ ما بِهِ مِنْ

حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَومِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله ﷺ في امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِن لامْرَأَةِ هلاَل بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَأْذِنُ فيها رسولَ الله ﷺ ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يقُول رسولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ ! فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ الله تَعَالَى مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوتِهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فآذَنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله – عز وجل – عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِيْ ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبشارته، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبسْتُهُما ، وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رسولَ الله ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنِّئونَنِي بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسولُ الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ﷺ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي ، والله مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيرُهُ – فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ – . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور : « **أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ** » فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ عِندِ الله ؟ قَالَ : « **لاَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِ الله – عز وجل –** » ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذلِكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: « **أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ** » . فقلتُ : إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيبَر . وَقُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصِّدْقِ ، وإنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إلاَّ صِدْقاً مَا بَقِيتُ ، فوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمينَ أَبْلاهُ الله تَعَالَى فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي الله تَعَالَى ، واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذلِكَ لِرسولِ الله ﷺ إِلَى يَومِيَ هَذَا ، وإِنِّي لأَرْجُو أنْ يَحْفَظَنِي الله تَعَالَى فيما بَقِيَ ، قَالَ : فأَنْزَلَ الله تَعَالَى : ﴿لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيم وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة : ١١٧-١١٩] قَالَ كَعْبٌ : واللهِ ما أَنْعَمَ الله عَلَيَّ مِنْ نعمةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ للإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ الله ﷺ أَنْ لا أكونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذينَ كَذَبُوا ؛ إنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ

أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ ، فقال الله تَعَالَى : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة : ٩٥-٩٦] قَالَ كَعْبٌ : كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ الله ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ الله ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى الله تَعَالَى فِيهِ بِذلِكَ . قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا﴾ وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عن الغَزْوِ ، وإنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إيّانا وإرْجَاؤُهُ أمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فقبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عليه .

وفي رواية : أَنَّ النَّبِيّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَومَ الخَمِيسِ وكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يومَ الخَمِيس . وفي رواية : وكَانَ لاَ يَقْدمُ مِنْ سَفَرٍ إلاَّ نَهَاراً فِي الضُّحَى ، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

৯/২২। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই আব্দুল্লাহ কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেককে ঐ ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, 'আমি তাবূক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুসলিমগণ কুরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না।) পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে (পূর্বঘোষিত) মেয়াদ ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্বাবার রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন,) আর আমার তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দু'টি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দু'টি সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)। এই যুদ্ধ এইভাবে চলে এল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট ক'রে দিলেন; যাতে তাঁরা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন, যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে অনেক মুসলমান ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার

অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধ ফল পাকার মৌসমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) আমি সকালে আসতাম, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই। কিন্তু কোন ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ এগুতে লাগল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম, তখন এ জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিংবা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমার্হ বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন।

সম্পূর্ণ রাস্তা রসূল ﷺ আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, "কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল, "হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।" (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বললেন, "বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।" রসূল ﷺ নীরব থাকলেন।

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ ক'রে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যেন আবূ খাইসামাহ হও।" (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবূ খাইসামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প মনে করে) তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল।'

কা'ব বলেন, 'অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক থেকে ফিরার সফর শুরু ক'রে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রসূল ﷺ ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কি উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প করে নিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে (মদীনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন।

সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সামনে এসো!" আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি?" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাক্‌চাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট ক'রে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। (সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোন ফায়সালা না করবেন।"

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল এবং আমাকে বলল যে, "আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।" কা'ব বলেন, 'আল্লাহর কসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দিই।) আবার আমি তাদেরকে বললাম, "আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। (রসূল ﷺ-এর নিকটে) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে।" আমি তাদেরকে বললাম, "তারা দু'জন কে?" তারা বলল, "মুরারাহ ইবনে রাবী' আম্‌রী ও হিলাল ইবনে উমাইয়্যাহ ওয়াক্বেফী।" এই দু'জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করল, তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)। (এরপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ ক'রে দিলেন।'

কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।' অথবা বললেন, 'লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে অপরিচিত মনে

হতে লাগল। যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ ক'রে দিলেন। কিন্তু আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন, তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। (দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন!

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন একদিন আমি আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবূ ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, "হে আবূ কৃতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসি?" সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার কসম দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে সে বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন।" এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম, আমি সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে---যে মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল---বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'ব বিন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাস্সান'-এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম তাই আমি পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিল ঃ-

'--- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী (মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, "এটাও অন্য এক বালা (পরীক্ষা)।" সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী আসা বন্ধ ছিল এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, "রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন!" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি তাকে তালাক দেব, না কী করব?" সে বলল, "তালাক নয় বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না।" আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর---যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন।" (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "ইয়া রসূলাল্লাহ! হিলাল বিন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত করি, তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন?" তিনি বললেন, "না, (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার (মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়।"

(হিলালের স্ত্রী) বলল, "আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।"

(কা'ব বলেন,) 'আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, "তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত।) তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন।" আমি বললাম, "এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইব না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কী বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।"

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকদেরকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম। নামায পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন- আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল--- এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়ায শুনতে পেলাম, সে সালআ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চৈঃস্বরে বলছে, "হে কা'ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি তখন (খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল আমাদের তওবা কবূল ক'রে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং পাহাড়ের উপর চড়ে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু'খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দু'টি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল, "আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ।" অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন এবং তাঁর চারিপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না।' সুতরাং কা'ব ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না।

কা'ব বলেন, 'যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, "তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে, তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও!" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে?" তিনি বললেন, "না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় সাদকাহ ক'রে দিচ্ছি।" তিনি

বললেন, "তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম হবে।" আমি বললাম, "যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) অংশ রেখে নিচ্ছি।" আর আমি এ কথাও বললাম যে, "হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব।" সুতরাং আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রসূল ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম আমি জানি না যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে সত্য কথার বলার প্রতিদান স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ তাআলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।'

কা'ব বলেন, 'আল্লাহ তাআলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), "আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" *(সূরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত)*

কা'ব বিন মালেক বলেন, 'আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি। নচেৎ তাদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন, তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বললেন, "যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না।" *(ঐ ৯৫-৯৬ আয়াত)*

কা'ব (রাঃ) বলেন, 'হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ব্যাপারটা পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেওয়া

হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে ঐ লোকদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবূল ক'রে নিয়েছিলেন।'[২০]

আর একটি বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি সফর থেকে কেবল দিনে চাশ্তের (সূর্য একটু উপরে উঠার) সময় আসতেন এবং এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর সেখানেই বসে যেতেন (এবং লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসায় যেতেন।)'

٢٣/١٠.وَعَنْ أَبِي نُجَيد عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنهما : أنَّ امْـرَأةً مِـنْ جُهَيْنَـةَ أتَـتْ رسولَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فقالتْ : يَا رسولَ الله، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَـدَعَا نَـبيُّ الله ﷺ وَلِيَّها ، فقالَ : « **أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِنِي** » فَفَعَلَ فَأَمَرَ بهَا نبيُّ الله ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ: «**لَقَـدْ تَابَـتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ بنفْسِها لله – عز وجل – ؟!**» .رواه مسلم .

১০/২৩। আবূ নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের একটি নারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন!' সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, "তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ, প্রসবের পর তাকে রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী ﷺ তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত ক'রে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল?' তিনি বললেন, "(উমার! তুমি জান না যে,) **এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বণ্টন করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত**। এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান ক'রে দিল?"[২১]

٢٤/١١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : « لَوْ أنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَـبٍ أَحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وَادِيانِ ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ ». مُتَّفَقٌ عليه

১১/২৪। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যদি আদম সন্তানের

[২০] সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৫, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৭, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭

[২১] মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, দারেমী ২৩২৫

সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক। (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। **আর যে তওবা করে, আল্লাহ তওবা গ্রহণ করেন।**"[২২]

٢٥/١٢. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رسولَ الله ﷺ ، قَالَ : « يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقتـلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَـبيلِ اللهِ فَيُقْتَـلُ ، ثُـمَّ يتُـوبُ اللهُ عَلَى القَاتـلِ فَيُـسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ ». مُتَّفَقٌ عليه

১২/২৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা ঐ দু'টি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে **তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন।** ফলে সে ইসলাম গ্রহণ ক'রে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়।"[২৩]

٣- بَابُ الصَّبْرِ

পরিচ্ছেদ - ৩ : সবর (ধৈর্যের) বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا ﴾ [آل عمران : ٢٠٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)*

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)*

তিনি আরও বলেন, ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر : ١٠]

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শুরা ৪৩ আয়াত)*

﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة : ١٥٣]

---

[২২] সহীহুল বুখারী ৬৪৩৬, ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯, তিরমিযী ৩৭৯৩, ৩৮৯৮, আহমাদ ৩৪৯১, ২০৬০৭, ২০৬৯৭

[২৩] সহীহুল বুখারী-২৮২৬, মুসলিম ১৮৯০, নাসায়ী ৩১৬৫, ৩১৬৬, ইবনু মাজাহ ১৯১, আহমাদ ৭২৮২, ২৭৪৪৬, ৯৬৫৭, ১০২৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১০০০

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ﴾ [محمد : ٣١]

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)*

আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ।

٢٦/١.وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الحَارِثِ بنِ عَاصِمٍ الأشعريِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ: « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمان ، والحَمدُ لله تَمْلأُ الميزَانَ ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَينَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ ، والصَّبْرُ ضِياءٌ ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها ». رواه مسلم

১/২৬। আবূ মালিক হারিস ইবনে আ'সেম আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। **ধৈর্য হল আলো**। আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।"[২৪]

٢٧/٢.وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعدِ بنِ مَالِكِ بنِ سِنَانٍ الخُدرِي رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنصَارِ سَأَلُوا رسولَ الله ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَأَلوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِندَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيءٍ بِيَدِهِ : « مَا يَكُنْ عِنْدي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». مُتَّفَقٌ عليه

২/২৭। আবূ সায়ীদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান ক'রে দিলেন, তখন তিনি বললেন, "আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা ক'রে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। **যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।**

---

[২৪] সহীহুল বুখারী ২২৩, মুসলিম ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১, দারেমী ৬৫৩

আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।"[২৫]

٢٨/٣.وَعَنْ أَبِي يَحيَى صُهَيبِ بنِ سِنَانٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « عَجَباً لأَمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمِن : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ ، وإنْ أصَابَتْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ ». رواه مسلم

৩/২৮। আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। **আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে**। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"[২৬]

٢٩/٤.وعن أنَسٍ ﷺ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ ﷺ جَعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنهَا : وَاكَربَ أَبَتَاهُ . فقَالَ : « لَيْسَ عَلَى أَبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ » فَلَمَّا مَاتَ ، قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبّاً دَعَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الفِردَوسِ مَأْوَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، إِلَى جبْريلَ نَنْعَاهُ ! فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضي الله عنها : أَطَابَتْ أنْفُسُكُمْ أنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُول الله ﷺ التُّرَابَ ؟! رواه البخاري

৪/২৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হায়! আব্বাজানের কষ্ট!' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা শুনে বললেন, "আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোন কষ্ট হবে না।" অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।' অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) (সাহাবাদেরকে) বললেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল?'[২৭]

٣٠/٥.وعَنْ أَبي زَيدٍ أُسَامَةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ مَوْلَى رسولِ الله ﷺ وحِبِّه وابنِ حبِّه رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ: أرْسَلَتْ بنْتُ النَّبيِّ ﷺ إنَّ ابْني قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنَا ، فَأَرْسَلَ يُقرِئُ السَّلامَ ، ويقُولُ : « إنَّ للهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأجَلٍ مُسَمًّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » فَأَرسَلَتْ إلَيهِ تُقسِمُ عَلَيهِ لَيَأتِيَنَّهَا . فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيدُ بنُ ثَابتٍ، وَرجَالٌ ﷺ، فَرُفعَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الصَّبيُّ ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ : يَا رسولَ

[২৫] সহীহুল বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ১০৫৩, তিরমিযী ২০২৪, নাসায়ী ২৫৮৮, ১৬৪৪, আহমাদ ১০৬০৬, ১০৬২২, ১০৬৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮০, দারেমী ১৬৪৬

[২৬] মুসলিম ২৯৯৯, আহমাদ ১৮৪৫৫, ১৮৪৬০, ২৩৪০৬, ২৩৪১২, দারেমী ২৭৭৭

[২৭] সহীহুল বুখারী ৪৪৬২, নাসায়ী ১৮৪৪, ইবনু মাজাহ ১৬২৯, ১৬৩০, আহমাদ ১২০২৬, ১২৬১৯, ১২৭০৪, দারেমী ৮৭

الله ، مَا هَذَا ؟ فَقالَ : « هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَها اللهُ تَعَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ ». وفي رواية : « فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّما يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَمَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩০। আবূ যায়েদ উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারেসাহ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস এবং তাঁর প্রিয়পাত্র তথা প্রিয়পাত্রের পুত্র হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, 'আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন।' তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, "আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন, তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে।" রসূল ﷺ-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। ফলে তিনি সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যাইদ ইবনে সাবেত ﷺ এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সেখানে গেলেন। শিশুটিকে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তুলে দেওয়া হল। তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। সে সময় তার প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করছিল। (তার এই অবস্থা দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! একি?' তিনি বললেন, "এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে, "যে সব বান্দার অন্তরে তিনি চান তাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল মাত্র দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।"[২৮]

٣١/٦.وَعَن صُهَيبٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : « كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ : إنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إلَيَّ غُلاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعثَ إِلَيْهِ غُلاماً يُعَلِّمُهُ ، وَكانَ في طرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعدَ إِلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، وَكانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ، مَرَّ بالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْه ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى الرَّاهِب ، فَقَالَ : إِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهلَكَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَما هُوَ عَلَى ذلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ ، فَقَالَ : اليَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أفْضَلُ أم الرَّاهبُ أفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إنْ كَانَ أمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمضِيَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ اليَومَ أَفْضَل مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ ؛ وَكَانَ الغُلامُ يُبْرِىءُ الأكْمَهَ وَالأَبْرَصَ ، ويـداوي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الأَدْوَاء . فَسَمِعَ جَليسٌ لِلملِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ ، فأتاه بَهَدَايا كَثيرَةٍ ، فَقَالَ : مَا ها هُنَا لَكَ أَجْمعُ إنْ أنتَ شَفَيتَنِي ، فَقَالَ : إنِّي لا أشْفِي أَحَداً إِنَّمَا يَشفِي اللهُ تَعَالَى ، فَإنْ آمَنْتَ بالله تَعَالَى دَعَوتُ اللهَ فَشفَاكَ ، فَآمَنَ بالله تَعَالَى فَشفَاهُ اللهُ تَعَالَى ، فَأَتَى المَلِكَ فَجَلسَ إِلَيْهِ كَما كَانَ يَجلِسُ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَنْ رَدّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي ، قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيري ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ

[২৮] সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২

يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلامِ ، فَجِيء بالغُلاَمِ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : أيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وتَفْعَلُ وتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إنِّي لا أَشْفِي أحَداً ، إنَّمَا يَشفِي الله تَعَالَى . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَـزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهبِ ؛ فَجِيء بالرَّاهبِ فَقيلَ لَهُ : ارجِعْ عَنْ دِينكَ ، فَأَبَى ، فَدَعَا بالمِنْشَارِ فَوُضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرق رَأسِهِ ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِجَليسِ المَلِكِ فقيل لَهُ : ارْجِعْ عَنْ دِينِـكَ، فَأَبَى ، فوضِعَ المِنْشَارُ في مَفْرِقِ رَأسِهِ ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بالغُلاَمِ فقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينكَ ، فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أصْحَابهِ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإلاَّ فَاطْرَحُوهُ . فَذَهَبُوا بِـهِ فَـصَعِدُوا بِـهِ الجَبَـلَ ، فَقَـالَ : اَللَّهُمَّ أكْفنيهمْ بِمَا شِئْتَ ، فَرَجَفَ بهِمُ الجَبلُ فَسَقَطُوا، وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَـا فَعَـلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهمُ الله تَعَالَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فاحْمِلُوهُ في قُرْقُورٍ وتَوَسَّطُوا بِهِ البَحْرَ ، فَإنْ رَجعَ عَنْ دِينِهِ وإلاَّ فَاقْذِفُوهُ . فَذَهَبُوا بِهِ ، فَقَالَ : اَللَّهُمَّ أكْفِنيهمْ بمَا شِـئْتَ ، فانْكَفَأَتْ بِهمُ السَّفينةُ فَغَرِقُوا ، وَجَاء يَمْشي إِلَى المَلِكِ . فَقَالَ لَهُ المَلِكُ : مَا فعلَ أَصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانِيهمُ الله تَعَالَى . فَقَالَ لِلمَلِكِ : إنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ . قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيدٍ وَاحِدٍ وتَصْلُبُني عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً مِنْ كِنَانَتي ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبدِ القَوْسِ ثُمَّ قُلْ : بِسْمِ الله ربِّ الغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِني، فَإنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلِكَ قَتَلتَني، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيدٍ واحِدٍ ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبِدِ القَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : بِسمِ اللهِ رَبِّ الغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ في صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ ، فَأُتِيَ المَلِكُ فقيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ والله نَزَلَ بكَ حَذَرُكَ . قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بأفْواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وأُضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجعْ عَنْ دِينهِ فَأقْحموهُ فيهَا ، أَوْ قيلَ لَهُ: اقـتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأةٌ وَمَعَهَا صَبيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أنْ تَقَعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ : يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإنَّكِ عَلَى الحَقِّ ! ». رواه مسلم

৬/৩১। সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বাদশাহ ছিল এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক যাদুকর ছিল। যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি।' ফলে বাদশাহ তার কাছে একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে যাদু শিক্ষা দিত। তার যাতায়াত পথে এক পাদরী বাস করত। যখনই বালকটি যাদুকরের কাছে যেত, তখনই পাদরীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা তাকে ভাল লাগত। ফলে সে যখনই যাদুকরের নিকট যেত, তখনই যাওয়ার সময় সে পাদরীর কাছে বসত। যখন সে পাদরীর কাছে আসত যাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদরীর নিকটে এর অভিযোগ করল। পাদরী বলল, 'যখন তোমার ভয় হবে যে, যাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে,

আমার বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, যাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল।'

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল। একদিন বালকটি তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। ঐ (জন্তু)টি লোকের পথ অবরোধ ক'রে রেখেছিল। বালকটি (মনে মনে) বলল, 'আজ আমি জানতে পারব যে, যাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদরী?' অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! যদি পাদরীর বিষয়টি তোমার নিকটে যাদুকরের বিষয় থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে।' (এই দুআ করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুঁড়ল এবং তাকে হত্যা ক'রে দিল। এর পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল। বালকটি পাদরীর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদরী তাকে বলল, 'বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ ক'রে দিও না।'

আর বালকটি (আল্লাহর ইচ্ছায়) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে বলল যে, 'তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত উপঢৌকন তোমার।' সে বলল, 'আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে পারি না, আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান ক'রে থাকেন। যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন।' সুতরাং সে তার প্রতি ঈমান আনল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, 'কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে দিল?' সে বলল, 'আমার প্রভু!' সে বলল, 'আমি ব্যতীত তোমার অন্য কেউ প্রভু আছে?' সে বলল, 'আমার প্রভু ও আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ।' বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ (চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার দরবারে) নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, 'বৎস! তোমার কৃতিত্ব ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ।' বালকটি বলল, 'আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ।' বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার ক'রে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাদরীর কথা বলে দিল।

অতঃপর পাদরীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদরীকে বলা হল যে, 'তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও।' কিন্তু সে অস্বীকার করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাকে (চিরে) দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা হল যে, 'তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর।' কিন্তু সেও (বাদশার কথা) প্রত্যাখান করল। ফলে তার মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। তা দিয়ে তাকে (চিরে) দ্বিখণ্ডিত ক'রে দিল; এমনকি তার দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস।' কিন্তু সেও অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও,

তার উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায়, তাহলে ভাল। নচেৎ তাকে ওখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই চাও যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা সকলেই নীচে পড়ে গেল।

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার সঙ্গীদের কি হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।'

বাদশাহ আবার তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, 'একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নচেৎ তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর।' সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় চড়ে) দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও।' সুতরাং নৌকা উল্টে গেল এবং তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল।

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল। বাদশাহ বলল, 'তোমার সঙ্গীদের কী হল?' বালকটি বলল, 'আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন।' পুনরায় বালকটি বাদশাহকে বলল যে, 'আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।' বাদশাহ বলল, 'তা কী?' সে বলল, 'আপনি একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখুন, তারপর বলুন, "বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!" (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে তীর মারুন। এভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল হবেন।'

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গুলাম!' (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, 'আমরা এ বালকটির প্রভুর উপর ঈমান আনলাম।' বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, 'আপনি যার ভয় করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে।' সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল। ফলে তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল যে, 'যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর' অথবা তাকে বলা হল যে, 'তুমি আগুনে প্রবেশ কর।' তারা তাই করল। শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল। তার সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল, 'আম্মা! তুমি সবর কর। কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ।"[২৯]

٣٢/٧.وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : مَرَّ النَّبيُّ ﷺ بِامرَأةٍ تَبكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : « اتَّقِي اللهَ واصْبِري » فَقَالَتْ

[২৯] মুসলিম ৩০০৫, তিরমিযী ৩৩৪০, আহমাদ ২৩৪১৩

: إِلَيْكَ عَنِّي ؛ فإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعرِفْهُ ، فَقيلَ لَهَا : إنَّه النَّبيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فقالتْ : لَمْ أعْرِفكَ ، فَقَالَ : « **إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى**». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وفي رواية لمسلم : « تَبكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا »

৭/৩২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, "**তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।**" সে বলল, 'আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি।' সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল যে, 'তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন।' সুতরাং (এ কথা শুনে) সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুয়ারের কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে (সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, 'আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "**আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল প্রকৃত সবর।**"[৩০]

মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল।

٣٣/٨. وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ : « **يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلاَّ الجَنَّةَ** ». رواه البخاري

৮/৩৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে **সওয়াবের নিয়তে সবর করে।**"[৩১]

٣٤/٩. وعن عائشةَ رضيَ الله عنها: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِي الطَّاعُونِ فَيَمْكُثُ فِي بلدِهِ صَابراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِ الشَّهيدِ . رواه البخاري

৯/৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, "এটা আযাব; আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মু'মিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে (এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং **সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে,** সে জানবে যে, তাকে তাইই পৌঁছবে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তির

---

[৩০] সহীহুল বুখারী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০

[৩১] সহীহুল বুখারী ১২৮৩, ১২৫২, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০

জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে।"[৩২]

৩৫/১٠. وعن أنس ﷺ قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : « **إنَّ الله – عز وجل – قَالَ** : إِذَا ابْتَلَيْتُ عبدي بِحَبِيبَتَيه فَصَبرَ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ » يريد عينيه. رواه البخاري

১০/৩৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং **সে সবর করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।**"[৩৩]

৩৬/১১. وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ ، قَالَ : قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما : ألاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : هذِهِ المَرْأَةُ السَّودَاءُ أتَتِ النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : إنِّي أُصرَعُ، وإنِّي أتَكَشَّفُ ، فادْعُ الله تَعَالَى لي . قَالَ : «**إنْ شئْتِ صَبَرتِ وَلَكِ الجَنَّةُ ، وَإنْ شئْتِ دَعَوتُ الله تَعَالَى أنْ يُعَافِيكِ**» فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إنِّي أتَكَشَّفُ فَادعُ الله أنْ لا أَتَكَشَّف ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১১/৩৬। আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন।' তিনি বললেন, **"তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।** আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ করব।" স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য দুআ করলেন।[৩৪]

৩৭/১২. وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِياءِ ، صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأدْمَوهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، يَقُولُ : « **اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومِي ، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمونَ**». مُتَّفَقٌ علَيهِ

১২/৩৭। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যেন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নবীদের মধ্যে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি; (আলাইহিমুস স্বালাতু অস্‌সালাম) যাঁকে তাঁর স্বজাতি প্রহার ক'রে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে। আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করছেন আর বলছেন, **"হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা, তারা জ্ঞানহীন।"**[৩৫]

---

[৩২] সহীহুল বুখারী ৩৪৭৪, ৫৭৩৪, ৬৬১৯ আহমাদ ২৩৮৩৭, ২৪৬৮৬, ২৫৬০৮

[৩৩] সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭

[৩৪] সহীহুল বুখারী ৫৬৫৩, তিরমিযী ২৪০০, আহমাদ ১২০৫৯, ১২১৮৫, ১৩৬০৭

[৩৫] সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, ৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩

٣٨/١٣. وعَنْ أَبِي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهما ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَا يُصيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ ، وَلاَ حَزَنٍ ، وَلاَ أذَىً ، وَلاَ غَمٍّ ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَاياهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৩/৩৮। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি, অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেন।"[৩৬]

٣٩/١٤. وَعَنِ ابنِ مَسعودٍ ﷺ ، قَالَ : دخلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فقلت : يَا رَسُولَ الله ، إنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَدِيداً ، قَالَ : « أجَلْ ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنكُمْ » قلْتُ: ذلِكَ أن لَكَ أجْرينِ ؟ قَالَ : « أَجَلْ ، ذلِكَ كَذلِكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أذىً ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا إلاَّ كَفَّرَ اللهُ بهَا سَيِّئَاتِهِ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৪/৩৯। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার যে প্রচণ্ড জ্বর!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে।" আমি বললাম, 'তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! ব্যাপার তা-ই। (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন ক'রে দেন এবং তার পাপসমূহকে এভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।"[৩৭]

٤٠/١٥.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ ». رواه البخاري

১৫/৪০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন।"[৩৮]

٤١/١٦. وعن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسول الله ﷺ : « لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ فاعلاً ، فَلْيَقُلْ : اَللَّهُمَّ أحْيِني مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيراً لِي، وَتَوفَّنِي إذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لِي ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৪১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাঙ্ক্ষা না করে। আর যদি তা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর

---

[৩৬] সহীহুল বুখারী ৫৬৪২, মুসলিম ২৫৭৩, তিরমিযী ৯৬৬, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২১৯, ৮৯৬৬, ১০৬২৪

[৩৭] সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭ মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, ৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১

[৩৮] সহীহুল বুখারী ৫৬৪৫, আহমাদ ৭১৯৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭৫২

আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় হয়।"[৩৯]

٤٢/١٧. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ خَبَّابِ بنِ الأَرتِّ ﷺ ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رسولِ الله ﷺ وَهُوَ متَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ ، فقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا ؟ فَقَالَ : «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَيْنِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، مَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ الله هَذَا الأَمْر حَتَّى يَسيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَموتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ والذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، ولكنكم تَسْتَعجِلُونَ». رواه البخاري، وفي رواية : «وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِينا مِنَ المُشْرِكِينَ شِدَّةً».

১৭/৪২। খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, 'আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না?' তিনি বললেন, "(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ' থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।"[৪০]

একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী (সাঃ) চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম।

٤٣/١٨. وعن ابن مسعودٍ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومُ حُنَيْنٍ آثَرَ رَسُولُ الله ﷺ نَاساً فِي القِسْمَةِ ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مئَةً مِنَ الإبِلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَة بْنَ حصن مِثْلَ ذلِكَ ، وَأعطَى نَاساً مِنْ أشْرافِ العَرَبِ وآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي القِسْمَةِ . فَقَالَ رَجُلٌ : واللهِ إنَّ هذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا ، وَمَا أُرِيدَ فيهَا وَجْهُ اللهِ ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ رسولَ الله ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرتُهُ بِمَا قَالَ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كالصِّرْفِ . ثُمَّ قَالَ : «فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لم يَعْدِلِ اللهُ وَرسولُهُ ؟» ثُمَّ قَالَ : « يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبر » . فَقُلْتُ : لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْه بَعدَهَا حَدِيثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৮/৪৩। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

---

[৩৯] সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, ১৮২২, আবূ দাউদ, ১৩০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫, আহমাদ ১১৫৬৮, ১১৬০৪, ১২২৫৩, ১২৩৪৪, ১২৬০৮

[৪০] সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০

কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' ইবনে হাবেসকে একশত উঁট দিলেন এবং উয়াইনা ইবনে হিস্নকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বণ্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বণ্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?" অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।" অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।'[৪১]

٤٤/١٩. وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « إِذَا أَرَادَ الله بعبدِهِ الخَيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنيا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يومَ القِيَامَةِ ». وَقالَ النَّبيُّ ﷺ : « إنَّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاَءِ ، وَإنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ » رواه الترمذي ، وَقالَ: «حديث حسن».

১৯/৪৪। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে (পাপের) শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে (শাস্তিদানে) বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেবেন।" নবী ﷺ আরো বলেন, "বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।"[৪২]

٤٥/٢٠. وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ ﷺ يَشتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ ، قَالَ : مَا فَعَلَ ابْنِي ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيم وَهِيَ أُمُّ الصَّبِيِّ : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ ، فَقَرَّبَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَتْ : وَارُوا الصَّبيَّ فَلَمَّا أَصْبحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رسولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : «أَعَرَّسْتُمُ اللَّيلَةَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا » ، فَوَلَدَتْ غُلاماً ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبيَّ ﷺ ، وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَراتٍ، فَقَالَ : «أَمَعَهُ شَيءٌ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، تَمَراتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِيِّ الصَّبِيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبدَ

---

[৪১] সহীহুল বুখারী ৩১৫০, ৩৪০৫, ৪৩৩৫, ৪৩৩৬, ৬০৫৯, ৬১০০, ৬২৯১, ৬৩৩৬, মুসলিম ১০৬২, আহমাদ ৩৫৯৭, ৩৭৫০, ৩৮৯২, ৪১৩৭

[৪২] মুসলিম ২৩৯৬, ইবনু মাজাহ ৪০৩১

الله . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبُخَارِيّ : قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ : فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ : فَرَأيْتُ تِسعَةَ أوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَؤُوا القُرْآنَ ، يَعْنِي : مِنْ أوْلادِ عَبدِ الله المَولُودِ .

وَفي رواية لمسلِم : مَاتَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أمّ سُلَيمٍ ، فَقالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أنَا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إلَيْه عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلِكَ ، فَوَقَعَ بِهَا . فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وأَصَابَ مِنْهَا ، قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَرَأَيتَ لو أنَّ قوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أن يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَتْ : فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلَطَّخْتُ ، ثُمَّ أخْبَرتِنِي بِابْنِي؟! فانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رسولَ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: « بَارَكَ اللهُ فِي لَيْلَتِكُمَا » ، قَالَ : فَحَمَلَتْ . قَالَ : وَكَانَ رسولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا أَتَى المَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقاً فَدَنَوا مِنَ المَدِينَةِ ، فَضَرَبَهَا المَخَاضُ ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ ، وانْطَلَقَ رسولُ الله ﷺ . قَالَ : يَقُولَ أَبُو طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أنْ أخْرُجَ مَعَ رسولِ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أجِدُ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَت غُلاماً. فَقَالَتْ لِي أُمِّي : يَا أَنَسُ ، لا يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رسولِ الله ﷺ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ الله ﷺ ..وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيثِ

২০/৪৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবূ ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন তখন ছেলেটি মারা গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'আমার ছেলে কেমন আছে?' ছেলেটির মা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'সে পূর্বের চেয়ে আরামে আছে।' অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। তিনি তা খেলেন। অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবূ ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশপ্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, '(আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে।) সুতরাং শিশুটিকে এখন দাফন করুন।' সকাল হলে আবূ ত্বালহা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, "তোমরা কি আজ রাতে মিলন করেছ?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি এ দুজনের জন্য বর্কত দাও?" অতএব (তাঁর দুআর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে উম্মে সুলাইম) একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। (আনাস বলেন,) আমাকে আবূ ত্বালহা বললেন, 'তুমি একে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে নিয়ে যাও।' আর তার সঙ্গে কিছু খেজুরও পাঠালেন। তিনি বললেন, 'তার সঙ্গে কি কিছু আছে?' আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'জী হ্যাঁ! কিছু খেজুর আছে।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেগুলো নিলেন এবং তা চিবালেন। অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের ক'রে শিশুটির মুখে রেখে দিলেন। আর তার নাম 'আব্দুল্লাহ' রাখলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উয়াইনাহ বলেন যে, জনৈক আনসারী বলেছেন, 'আমি

এই আব্দুল্লাহর নয়টি ছেলে দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন।'

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ ত্বালহার একটি ছেলে, যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল। সুতরাং তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, 'তোমরা আবূ ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ কথা বলব।' সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি (স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ ক'রে নিয়েছেন, তখন বললেন, 'হে আবূ ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে?' তিনি জবাব দিলেন, 'না।' অতঃপর স্ত্রী বললেন, 'আপনি নিজ পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ, আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।)' আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস ক'রে যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে!' এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের দু'জনের জন্য এই রাতে বর্কত দাও।' সুতরাং (এই দুআর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবূ ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদীনায় আসতেন তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল। সুতরাং আবূ ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (মদীনায়) চলে গেলেন।' আনাস বলেন, 'আবূ ত্বালহা বললেন, "হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনা থেকে বাইরে যান, তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম।" উম্মে সুলাইম বললেন, 'হে আবূ ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন।' সুতরাং আমরা সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করলাম। যখন তাঁরা দু'জনে মদীনা পৌঁছলেন, তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, 'যে পর্যন্ত তুমি একে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে না নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ পান না করায়।' ফলে আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমত নিয়ে গেলাম। অতঃপর আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন।[৪৩]

٤٦/٢١.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أنّ رَسولَ الله ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২১/৪৬। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "(প্রকৃত) বলবান সে নয়,

[৪৩] সহীহুল বুখারী ১৩০১, ১৫০২, ৫৪৭০, ৫৫৪২, ৫৮২৪, মুসলিম ২১১৯, ২১৪৪, আবূ দাউদ ২৫৬৩, ৪৯৫১, আহমাদ ১১৬১৭, ১২৩৩৯, ১২৩৮৪, ১২৪৫৪, ১২৫৪৬

যে কুস্তিতে (অপরকে পরাজিত করে)। প্রকৃত বলবান (কুস্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে কাবুতে রাখতে পারে।"[৪৪]

٤٧/٢٢.وعن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ جالِساً مَعَ النَّبيِّ ﷺ ، وَرَجُلانِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَـدُهُمَا قدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أعُوذ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ » . فَقَالُوا لَهُ : إنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَـالَ : « تَعَـوَّذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২২/৪৭। সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে।" লোকেরা তাকে বলল, 'নবী ﷺ বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ, উপরোক্ত বাক্যটি পড়)।'[৪৫]

٤٨/٢٣.وَعَن مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ : أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ». رواه أبو داود والترمذي ، وَقالَ : «حديث حسن»

২৩/৪৮। মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে নিক।"[৪৬]

٤٩/٢٤.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِّ ﷺ : أَوصِنِي . قَالَ : « لا تَغْـضَبْ » فَـرَدَّدَ مِـراراً ، قَالَ: « لاَ تَغْضَبْ ». رواه البخاري

২৪/৪৯। আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর সমীপে আবেদন জানাল যে, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।"[৪৭]

٥٠/٢٥.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « مَا يَزَالُ البَلاَءُ بالمُؤمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ فِي نفسِهِ

---

[৪৪] সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৮১

[৪৫] সহীহুল বুখারী ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিম ২৬১০, আবূ দাউদ ৪৭৮১, আহমাদ ২৬৬৬৪

[৪৬] (ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান।) তিরমিযী ২০২১, ২৪৯৩, আবূ দাউদ ৪৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১৮৬, আহমাদ ১৫১৯২, ১৫২১০

[৪৭] সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ৯৬৮২, ২৭৩১১

وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيهِ خَطِيئَةٌ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : «حديث حسن صحيح»

২৫/৫০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধনে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা হতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করবে।"[৪৮]

٥١/٢٦.وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ﷺ وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيهِ : يَا ابْنَ أخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أَميرَ المُؤْمِنِينَ ، إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف : ١٩٨] وَإنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهاَ عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

২৬/৫১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। আর কুরআন বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও।' ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার ((রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু))কে বললেন, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না!' (এ কথা শুনে) উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার ক'রে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ।' আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) সত্বর থেমে যেতেন।[৪৯]

٥٢/٢٧. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أن رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إنَّهَا سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها !» قَالُوا : يَا رَسُول الله ، فَمَّا تَأْمُرُنا ؟ قَالَ : «تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسألُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

[৪৮] (তিরমিযী, হাসান সহীহ) তিরমিযী ২৩৯৯, আহমাদ ৭৭৯৯, ২৭২১৯
[৪৯] সহীহুল বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬

২৭/৫২। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার পরে (শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (সেই অবস্থায়) আমাদেরকে কী আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "যে অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।"[৫০]

٢٨/٥٣. وَعَنْ أَبِي يَحْيَى أُسَيْد بن حُضَير ﷺ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصارِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَلاَ تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً ، فَقَالَ : «إِنَّكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَونِي عَلَى الحَوْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২৮/৫৩। আবূ ইয়াহইয়্যা উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কোন সরকারী পদ দেবেন না কি, যেমন অমুক লোককে দিয়েছেন?' তিনি বললেন, "তোমরা আমার (মৃত্যুর) পর (অবৈধভাবে) অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ দেখবে! সুতরাং ধৈর্য ধারণ করবে; যে অবধি তোমরা হাওযের কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করবে।"[৫১]

٢٩/٥٤. وَعَنْ أَبِي إبرَاهِيمَ عَبدِ اللهِ بنِ أبي أوفَى رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ في بَعْضِ أيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهِمْ ، فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ، فَإِذَا لقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أنّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ». ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২৯/৫৪। আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর! আর জেনে রেখো যে, জান্নাত আছে তরবারির ছায়ার নীচে।" অতঃপর তিনি দুআ ক'রে বললেন, "হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।"[৫২]

---

[৫০] সহীহুল বুখারী ৩৬০৩, ৭০৫২, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ৪০৫৬, ৪১১৬, ২৭২০৭,

[৫১] সহীহুল বুখারী ৩৭৯২, ৭০৫৭, মুসলিম ১৮৪৫, তিরমিযী ২১৮৯, নাসায়ী ৫৩৮৩, আহমাদ ১৮৬১৩, ১৮৬১৫

[৫২] সহীহুল বুখারী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ২৯৬৬, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭, ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭

٤- بَابُ الصِّدْقِ

পরিচ্ছেদ - ৪ : সত্যবাদিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [التوبة : ١١٩] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [الأحزاب : ٣٥] ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾

অর্থাৎ, ---সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী ---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহ্যাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [محمد : ٢١] ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। *(সূরা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত)*

এ বিষয়ে উল্লেখনীয় হাদীসসমূহঃ-

١/٥٥.عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ ، وإنَّ البر يَهـدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ صِـدِّيقاً . وَإِنَّ الكَـذِبَ يَهْـدِي إِلَى الفُجُـورِ ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৫৫। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।"[৫৩]

٢/٥٦.عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُما ، قَالَ : حَفِظْتُ مِـنْ رَسُـول الله ﷺ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الصِّدقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ » رواه الترمـذي ، وَقـالَ: «حديث صحيح »

২/৫৬। আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, "তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।"[৫৪]

---

[৫৩] সহীহুল বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৯, দারেমী ২৭১৫

[৫৪] তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২

٣/٥٧.عَنْ أَبِي سفيانَ صَخرِ بنِ حربٍ ﷺ في حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ في قِصَّةِ هِرَقْلَ، قَالَ هِرَقْلُ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يعني : النَّبِيّ ﷺ قَالَ أبو سفيانَ : قُلْتُ : يقولُ : « اعْبُدُوا اللهَ وَحدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، ويَأْمُرُنَا بالصَلاةِ ، وَالصِّدْقِ ، والعَفَافِ ، وَالصِّلَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৫৭। আবূ সুফয়ান স্বাখ্‌র ইবনে হার্‌ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যাতে (রোমের বাদশাহ) হিরাক্লের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হিরাক্ল আবূ সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন (তখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) 'তিনি---অর্থাৎ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)---তোমাদেরকে কোন্ কাজের আদেশ করছেন?' আবূ সুফয়ান বলেন, আমি বললাম, 'তিনি বলছেন যে, "তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না এবং ঐসব কথা পরিহার কর, যা তোমাদের বাপ-দাদারা বলত (এবং করত)।" আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন।'[৫৫]

٤/٥٨.عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، وَقِيلَ: أبي سَعِيدٍ، وَقِيلَ : أبي الوليد ، سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بدريٌّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». رواه مسلم

৪/৫৮। আবূ সাবেত, মতান্তরে আবূ সাঈদ বা আবুল অলীদ সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, (আর তিনি বাদরী সাহাবী ছিলেন) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়।"[৫৬]

٥/٥٩.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ : لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أوْلادَها. فَغَزا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إنَّكِ مَأمُورَةٌ وَأنَا مَأمُورٌ، اَللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ - يعني النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطعَمْها ، فَقَالَ : إنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايعْنِي مِنْ كُلِّ قَبيلةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا فَجاءت النَّارُ فَأكَلَتْها . فَلَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لأحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

[৫৫] সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ৩১৭৪, ৪৫৯৩, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী ২৭১৭, আবূ দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬

[৫৬] মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী ২৪০৭

৫/৫৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নবীদের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'আমার সঙ্গে যেন ঐ ব্যক্তি না যায়, যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে গর্ভবতী ভেড়া-ছাগল কিম্বা উঁটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষায় আছে।' অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর নিকটবর্তী সময়ে ঐ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, 'তুমিও (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ। হে আল্লাহ! একে তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য যেন না ডোবে)।' বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি আল্লাহ তাআলা (ঐ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল; কিন্তু সে তা খেল না (ভস্ম করল না)। (এ দেখে) তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে খিয়ানত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে)। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের মধ্য হতে একজন আমার হাতে 'বায়আত' করুক।' অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে 'বায়আত' করুক।' সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন যে, 'তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে।' সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন এসে তা খেয়ে ফেলল। (শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যে,) আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল না। পরে আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন, তখন আমাদের জন্য তা হালাল ক'রে দিলেন।"[৫৭]

٦٠/٦.عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : «البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بيعِهمَا ، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهما». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৬০। আবূ খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতি) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বর্কত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বর্কত রহিত করা হয়।"[৫৮]

[৫৭] সহীহুল বুখারী ৩১২৪, ৫১৫৭, মুসলিম ১৭৪৭, আহমাদ ২৭৪৫৭

[৫৮] সহীহুল বুখারী ২০৬৩, ৩০৭৯, ৪৩০৬, ৪৩০৮, মুসলিম ১৮৬৩, আহমাদ ১৫৪২০, ১৫৪২৩

٥-بَابُ الْمُرَاقَبَةِ

পরিচ্ছেদ - ৫ : মুরাক্বাবাহ্ (আল্লাহর ধ্যান)

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الشعراء : ٢١٩ - ٢٢٠] ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দণ্ডায়মান হও (নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। *(সূরা শুআরা ২১৮-২১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [الحديد : ٤] ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [آل عمران : ٥] ﴿إِنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই।

(সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, [الفجر : ١٤] ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্র ১৪ আয়াত)*

তাঁর অমোঘ বাণী, [غافر : ١٩] ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। উক্ত মর্মবোধক হাদীসসমূহ ঃ-

٦١/١.عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، قَالَ : بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ ذَاتَ يَومٍ ، إذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّيابِ ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لا يُرَى عَلَيهِ أثَرُ السَّفرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبتَيهِ ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَقالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أخْبرني عَنِ الإسلامِ ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : «**الإسلامُ : أنْ تَشْهدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وأنَّ مُحمَّداً** رسولُ الله **، وتُقيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيتَ إن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً**». قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقهُ ! قَالَ : فَأَخبِرنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ : « **أنْ تُؤْمِنَ باللهِ ، وَمَلائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ** » . قَالَ : صَدقت . قَالَ : فأَخْبرني عَنِ الإحْسَانِ . قَالَ : « **أنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأنَّكَ تَرَاهُ فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ** » . قَالَ : فَأَخْبِرني عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : « **مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ** » . قَالَ : فأخبِرني عَنْ أَمَاراتِهَا . قَالَ : « **أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ** » . ثُمَّ انْطلقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً ، ثُمَّ قَالَ : « **يَا عُمَرُ ، أَتَدْري مَنِ السَّائِلِ ؟** » قُلْتُ : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : « **فإنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أمْرَ دِينكُمْ** ». رواه مسلم

১/৬১। উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ।" সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, 'আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।" সে বলল, 'আপনি যথার্থ বলেছেন।' সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, 'আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, **"ইহসান হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে; যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।"** সে (পুনরায়) বলল, 'আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন (সেদিন কবে সংঘটিত হবে?)' তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)।" সে বলল, '(তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন।' তিনি বললেন, "(ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,) কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।" অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,) 'আমি অনেকক্ষণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে থাকলাম।' পুনরায় তিনি বললেন "হে উমার! তুমি, কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "ইনি জিব্রাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন।"[৫৯]

٦٢/٢. عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنادَةَ وأَبِي عَبدِ الرحمانِ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، عَن رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : « اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

২/৬২। আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **"তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর** এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর।"[৬০]

٦٣/٣. عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيِّ ﷺ يَوماً ، فَقَالَ : «يَا غُـلامُ ، إنِّي

[৫৯] মুসলিম ৮, তিরমিযী ২৬১০, নাসায়ী ৪৯৯০, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, ইবনু মাজাহ ৬৩, আহমাদ ১৮৫, ১৯২, ৩৬৯, ৩৭৬, ৫৮২২

[৬০] তিরমিযী ১৯৮৭, আহমাদ ২০৮৪৭, ২০৮৯৪, ২১০২৬, দারেমী ২৭৯১

أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإِن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ». رواه الترمذي ، وَقالَ : «حديث حسن صحيح»

وفي رواية غيرِ الترمذي : « احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أمَامَكَ ، تَعرَّفْ إِلَى اللهِ في الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ في الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ : أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ ، وَمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً » .

৩/৬৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। **তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন**। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।"[৬১]

তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ, তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেনো, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুঃখ তোমার ভাগ্যে নেই), তা তোমার নিকট পৌঁছবে না। আর যা তোমার নিকট পৌঁছবে, তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।"

٦٤/٤. عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَعمَلُونَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ في أَعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ مِنَ المُوبِقاتِ . رواه البخاري

৪/৬৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (তাঁর যুগের লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলেছেন যে, 'তোমরা বহু এমন (পাপ) কাজ করছ, সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সূক্ষ্ম (নগণ্য)। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে বিনাশকারী মহাপাপ বলে গণ্য করতাম।'[৬২]

٦٥/٥. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيرَةُ الله تَعَالَى ، أنْ يَأْتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ». متفق عَلَيهِ

[৬১] তিরমিযী ২৫১৬ (তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০

[৬২] সহীহুল বুখারী ৬৪৯২, আহমাদ ১২১৯৩, ১৩৬২৫

৫/৬৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আত্ম মর্যাদাবোধ করেন। আর আল্লাহর আত্ম মর্যাদা জেগে ওঠে তখন যখন কোন মানুষ এমন কাজ ক'রে ফেলে, যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন।"[৬৩]

٦٦/٦. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ ، يقُولُ : «إنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ : أبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً ، فَأَتَى الأَبْرَصَ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسنٌ ، وَجِلدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوناً حَسناً . فَقَالَ : فَأيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيكَ؟ قَالَ : الإبلُ - أَوْ قالَ : البَقَرُ شكَّ الرَّاوي - فَأُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَقَالَ : بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا. فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً . قالَ : فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : البَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقالَ : بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا . فَأَتَى الأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدَّ الله إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ النَّاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : الغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً والداً ، فَأُنْتِجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الإبلِ ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجلٌ مِسْكينٌ قَدِ انقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلا بَلاغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ ، والجِلْدَ الحَسَنَ ، وَالمَالَ ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي ، فَقَالَ : الحُقُوقُ كثِيرةٌ . فَقَالَ : كأنِّي اعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيراً فأعْطَاكَ اللهُ!؟ فَقَالَ : إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذا ، وَرَدَّ عَلَيهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إنْ كُنتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابنُ سَبيلٍ انْقَطَعتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاَغَ لِيَ اليَومَ إلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسألُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَركَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفرِي؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أعمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ مَا أَجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ - عز وجل. فَقَالَ : أَمْسِكْ مالَكَ فإنَّمَا ابْتُلِيتُمْ . فَقَدْ رضيَ الله عنك ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৬৬। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "বানী ইস্রাঈলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্‌তা পাঠালেন। ফিরিশতা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়মত বস্তু কি?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত

[৬৩] সহীহুল বুখারী ৫২২২, ৫২২৩, তিরমিযী ১১৬৮, আহমাদ ২৬৪০৩, ২৬৪২৯, ২৬৪৩১

হোক---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কী?' সে বলল, 'উট অথবা গাভী।' (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) সুতরাং তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বর্কত (প্রাচুর্য) দান করুন।'

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিস কী?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া---যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্‌টা?' সে বলল, 'গাভী।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বর্কত দান করুন।'

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কী?' সে বলল, 'এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই।' সুতরাং তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্‌তা বললেন, 'তুমি কোন্ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর?' সে বলল, 'ছাগল।' সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল।

অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

পুনরায় ফিরিশ্‌তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিল যে, '(আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।'

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্‌তা বললেন, 'তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' ফিরিশ্‌তা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল, যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্‌তা তাকেও বললেন যে, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন!'

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছার জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে বলল, 'নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর

আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে, সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না।' এ কথা শুনে ফিরিশ্তা বললেন, 'তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।"[৬৪]

٦٧/٧.عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وتَمَنَّى عَلَى اللهِ الْأَمَانِيَّ» رواه التِّرمِذيُّ وقالَ حديثٌ حَسَنٌ

৭/৬৭। শাদ্দাদ বিন আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : সে ব্যক্তি জ্ঞানবান যে তার নিজের আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য (নেক) আমল করে। আর ঐ লোক দুর্বল যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আবার আল্লাহর (অনুগ্রহের) আশা পোষণ করে।[৬৫]

٦٨/٨.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ »

حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه.

৮/৬৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা।"[৬৬] *(হাসান হাদীস, তিরমিযী প্রমুখ)*

٦٩/٩.عَنْ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ اِمْرَأَتَهُ » رواه أبو داود وغيرُه.

৯/৬৯। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন : উপযুক্ত কারণে স্ত্রীকে প্রহার করলে সে জন্য স্বামীকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না। আবূ দাউদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এটি বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ।[৬৭]

---

[৬৪] সহীহুল বুখারী ৩৪৬৪, মুসলিম ২৯৬৪

[৬৫] হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান। কিন্তু আসলে হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী ছাড়াও ইমাম আহমাদ, হাকিম ও ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির কোন সূত্রই দুর্বল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়। মুসনাদু আহমাদে বর্ণিত সূত্রে আবূ বাক্র ইবনু আবী মারইয়াম নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : ... তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না ...। ইবনু হাজার বলেন : তিনি দুর্বল। তার বাড়িতে চুরি সংঘটিত হওয়ার পর থেকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। ["সিলসিলা য'ঈফা" গ্রন্থের (২১১০) নম্বর হাদীসে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে]। এছাড়া আরো অনেকেই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর অন্য সূত্রে ইবরাহীম ইবনু আম্র ইবনে বাক্র সাকসাকী রয়েছেন যাকে দারাকুতনী মাতরূক আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন : তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তার পিতাও কিছুই না। [বিস্তারিত দেখুন "সিলসিলা য'ঈফা" (৫৩১৯)]

[৬৬] তিরমিযী ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৬

[৬৭] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসের সনদ দুর্বল। এ সম্পর্কে আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (২০৩৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদীসটিকে আবূ দাউদ (২১৪৭), নাসায়ী "আলকুবরা" গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ্ (১৯৮৬), বাইহাক্বী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান মাসলামীর কারণে হাদীসটি দুর্বল। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে শুধুমাত্র এ হাদীসেই চেনা যায়। তার থেকে শুধুমাত্র দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আওদী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর শাইখ

٦- بَابُ التَّقْوٰى

পরিচ্ছেদ - ৬ : আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران : ١٠٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*
উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে;

তিনি বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن :١٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً﴾ [الأحزاب :٧٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহ্‌যাব ৭০ আয়াত)*
তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق : ٢-٣]

অর্থাৎ, আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার নিস্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

আল্লাহভীতি, সংযমশীলতা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ-

٧٠/١.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، مَنْ أكرمُ النَّاس؟ قَالَ: «**أَتْقَاهُمْ**» . فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسأَلُكَ ، قَالَ : «**فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ نَبِيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ**» قَالُوا : لَيْسَ عَن هَذَا نسأَلُكَ، قَالَ: «**فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا**». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৭০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা হল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে **আল্লাহ-ভীরু**।" অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।' তিনি বললেন, "তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী,

---

আহমাদ শাকের "মুসনাদু আহমাদ" এর টীকায় দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ্ আওদীকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ দুর্বল হচ্ছেন দাউদ ইবনু ইয়াযীদ আওদী, যিনি এ সনদে নেই।

পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।” তাঁরা বললেন, ‘এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।’ তিনি বললেন, “তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে।”[৬৮]

٧١/٢.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسرائيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ » رواه مسلم

২/৭১। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত ক'রে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) **দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ**। কারণ, বানী ঈস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।”[৬৯]

٧٢/٣.عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى». رواه مسلم

৩/৭২। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুআ করতেন, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা, অলআফা-ফা অলগিনা।’ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সৎপথ, **সংযমশীলতা**, চারিত্রিক পবিত্রতা ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করছি।[৭০]

٧٣/٤.عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عَدِيّ بنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ ﷺ ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ ، يقول : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ». رواه مسلم

৪/৭৩। আবূ ত্বারীফ আদী ইবনে হাতেম ত্বাই (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (এ কথা) বলতে শুনেছি, “যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাবে অতঃপর তার চেয়ে বেশী **আল্লাহ-ভীতির** বিষয় দেখবে, তার উচিত **আল্লাহ-ভীতির বিষয় গ্রহণ করা**।”[৭১]

٧٤/٥.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيّ بنِ عجلانَ الباهِلِيّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يَخْطُبُ فِي حجةِ الوداع ، فَقَالَ : «اتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ» رواه الترمذي وَقالَ : «حديث حسن صحيح»

৫/৭৪। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, আমি বিদায় হজ্জের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ভাষণ

---

[৬৮] সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৪৬৮৯, মুসলিম ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৭২, আহমাদ ৭৪৪৪,৭৪৯০, ৮৮৩৬, মুওয়াত্তা মালেক ১৮৬৪

[৬৯] মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩

[৭০] মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০

[৭১] মুসলিম ১৬৫১, নাসায়ী ৩৭৮৫, ৩৭৮৬, ৩৭৮৭, ইবনু মাজাহ ২১০৮, আহমাদ ১৭৭৮৭, ১৭৭৯৩, দারেমী ২৩৪৫

দিতে শুনেছি, **"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর**, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৭২]

٧- بَابُ الْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ

পরিচ্ছেদ - ৭ : দৃঢ়-প্রত্যয় ও (আল্লাহর প্রতি) ভরসা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ﴾ [الأحزاب : ٢٢]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। *(সূরা আহ্‌যাব ২২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হন তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩-১৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان :٥٨]

অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। *(সূরা ফুরক্বান ৫৮-আয়াত)*

﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم : ١١]

অর্থাৎ, মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা। *(সূরা ইব্রাহীম ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।) *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

[৭২] তিরমিযী ৬১৬, আহমাদ ২১৬৫৭, ২১৭৫৫, (তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

আরো আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق : ٣]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। *(সূরা ত্বালাক ৩ আয়াত)*

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال : ٢]

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

একীন (দৃঢ়প্রত্যয়) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)র গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

١/٧٥.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « **عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَـمُ ، فَرَأَيْـتُ النَّبِيَّ ومَعَهُ الرُّهَيطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ ، وَالنبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِـعَ لي سَـوَادٌ عَظـيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ ، ولكـِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ ، فَنَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِـيمٌ، فقيلَ لِي : انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ ، فقيلَ لِي : هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ** » ، ثُمَّ نَهَضَ فَدخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أُولئكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذينَ صَحِبوا رسولَ الله ﷺ، وَقالَ بعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُـمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ يُشرِكُوا بِالله شَيئاً - وذَكَرُوا أشيَاءَ - فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَـالَ : « **مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟** » فَأَخْبَرُوهُ فقالَ : « **هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُـونَ وَلا يَـسْتَرْقُونَ، وَلا يَتَطَـيَّرُونَ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون** » فقامَ عُكَّاشَةُ ابنُ محصنٍ ، فَقَالَ : ادْعُ الله أنْ يَجْعَلني مِنهُمْ ، فَقَالَ : « **أنْتَ مِـنْهُمْ** » ثُـمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: « **سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৭৫। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও বিনা আযাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু ক'রে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ?" তারা ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন, "ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না,[৭৩] ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, **বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।**"

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, '(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন!' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে একজন।" অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন।' তিনি বললেন, "উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।"[৭৪]

٧٦/٢.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا أيضاً : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بعِزَّتِكَ؛ لاَ إِلَهَ إلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ والإنْسُ يَمُوتُونَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري

২/৭৬। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু। আল্লাহুম্মা আউযু বিইয্‌যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুযিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূত, অলজিন্নু অলইন্‌সু য়্যামূতূন।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, **তোমারই উপর ভরসা করলাম।** হে আল্লাহ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, তোমারই ক্ষমতায় (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিবাদ করলাম। হে আল্লাহ! তোমার ইয্‌যতের অসীলায় আমি আশ্রয় চাচ্ছি---তুমি ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই---তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি সেই চিরঞ্জীব, যে কখনো মরবে না এবং দানব ও মানবজাতি মৃত্যুবরণ করবে।[৭৫]

٧٧/٣.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا أيضاً ، قَالَ : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ حِينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا : «إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيْمَاناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ» . رواه البخاري، وفي رواية لَهُ عَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُما، قَالَ : كَانَ آخِرَ قَولِ إبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ : حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

---

[৭৩] (এ কথাটি বুখারীতে নেই। তাছাড়া জিবরীল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন, ঝাড়ফুঁক করেছেন মহানবী ﷺ। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে 'দাগায় না' কথা এসেছে।

[৭৪] সহীহুল বুখারী ৫৭০৫, ৩৪১০, ৫৭৫২, ৬৪৭২, ৬৫৪১, ২২০, তিরমিযী ২৪৪৬, আহমাদ ২৪৪৪

[৭৫] সহীহুল বুখারী ৭৩৮৩, মুসলিম ২৭১৮, আহমাদ ২৭৪৩, (বুখারী-মুসলিম, এই শব্দগুলো মুসলিমের। ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।)

৩/৭৭। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" কথাটি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলেছিল যে, '(কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর।' কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, **আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট** এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। (বুখারী) অন্য এক বর্ণনায় ইবনে আব্বাস বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর শেষ কথা ছিল, "হাসবিয়াল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।"[৭৬]

٧٨/٤.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « **يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثلُ أَفْئِـدَةِ الطَّـيرِ** ». رواه مسلم

৪/৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে, যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।"[৭৭]

* কারো নিকট এর অর্থ হল এই যে, তারা পাখীর মত আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে। আর অনেকের নিকট এর অর্থ এই যে, (পাখীর অন্তরের মত) তাদের অন্তর নরম হবে।

٧٩/٥.عَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّـبِيِّ ﷺ قِبـلَ نَجْـدٍ ، فَلَمَّـا قَفَـلَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ قَفَـلَ معَهُـمْ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ في وَادٍ كثيرِ العِضَاه ، فَنَزَلَ رَسُول الله ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَـسْتَظِلُّونَ بالـشَّجَرِ ، وَنَـزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَحتَ سَمُرَة فَعَلَّقَ بِهَا سَيفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ يَدْعونَا وَإِذَا عِنْـدَهُ أَعْـرَابِيٌّ ، فَقَالَ : «**إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلتاً ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُـكَ مِـنِّي ؟ قُلْتُ : الله – ثلاثاً**» وَلَمْ يُعاقِبْهُ وَجَلَسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية قَالَ جَابرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَـا عَلَى شَـجَرَةٍ ظَلِيلَـةٍ تَرَكْنَاهَـا لِرَسُولِ الله ﷺ ، فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكينَ وَسَـيفُ رَسُـول الله ﷺ معَلَّـقٌ بالـشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَـهُ، فَقَـالَ: تَخَافُنِي ؟ قَالَ : « **لاَ** » فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قَالَ : « **الله** ».

وَفي رِوَايَةِ أَبي بَكْـرٍ الإسمَاعِيلِي في صَحِيحِه، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي ؟ قَالَ : «**اللهُ**» . قَـالَ : فَـسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدِهِ ، فَأَخَذَ رسولُ الله ﷺ السَّيْفَ ، فَقَالَ : « **مَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟** » . فَقَالَ : كُنْ خَيرَ آخِذٍ . فَقَالَ : « **تَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله وَأَنِّي رَسُول الله ؟** » قَالَ : لاَ ، وَلَكنِّي أُعَاهِدُكَ أنْ لا أُقَاتِلَكَ ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتِلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبيلَهُ ، فَأَتَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ : جِئتُكُمْ مِنْ عِنْد خَيْرِ النَّاسِ .

৫/৭৯। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে নাজ্‌দের (বর্তমানে রিয়ায অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (বাড়ী) ফিরতে লাগলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে

[৭৬] সহীহুল বুখারী ৪৫৬৩, ৪৫৬৪

[৭৭] মুসলিম ২৮৪০, আহমাদ ৮১৮২

ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং (সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলার গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, "আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারি খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম, তখন তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম। (তারপর) সে আমাকে বলল, 'আমা হতে তোমাকে (আজ)কে বাঁচাবে?' **আমি বললাম, 'আল্লাহ!'** এ কথা আমি তিনবার বললাম।" তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। (অথবা সে বসে গেল।) *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা 'যাতুর রিক্বা'তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে এলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের ক'রে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।"

আবূ বাক্‌র ইসমাঈলীর 'সহীহ' গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, 'আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিখানি তুলে নিয়ে বললেন, "(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" সে বলল, 'তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল?" সে বলল, 'না। কিন্তু আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথ দেবো না, যারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে।' সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তাঁর সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, 'আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এলাম।'[৭৮]

٨٠/٦. عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : « لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً » رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

৬/৮০। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "**যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য ভরসা রাখ,** তবে তিনি তোমাদেরকে সেই মত রুযী দান করবেন যেমন পাখীদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ ক'রে (বাসায়) ফিরে।"[৭৯]

[৭৮] সহীহুল বুখারী ২৯১০, ২৯১৩, ৪১৩৫, ৪১৩৭, ৪১৩৯, আহমাদ ১৩৯২৫, ১৪৫১১, ১৪৭৬৮

[৭৯] তিরমিযী ২৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪১৬৪, আহমাদ ২০৫, ৩৭২, (তিরমিযী, হাসান)

٨١/٧. عَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا فُلانُ ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَقُل : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إلاَّ إِلَيْكَ ، آمنتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحتَ أَصَبْتَ خَيراً ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين ، عن البراءِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُول الله ﷺ : «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ ، وَقُلْ ... وذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ».

৭/৮১। বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে অমুক! তুমি যখন বিছানায় শোবে, তখন (এই দুআ) পড়, যার অর্থ, হে আল্লাহ! **আমি আমার আত্মা তোমাকে সঁপে দিলাম, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার ব্যাপার তোমাকে সঁপে দিলাম এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়ে দিলাম;** তোমার (জান্নাতের) আগ্রহে ও (জাহান্নামের) ভয়ে। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই। আমি সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম যেটি তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই রসূলের প্রতি যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ। (অবশেষে তিনি বলেন,) অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি তুমি সকালে ওঠ তবে, তুমি (এর) উপকার পাবে।"[৮০]

বারা ইবনে আযেব থেকেই বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন তুমি (রাতে শোবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন তুমি নামাযের মত ওযূ কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে যাও এবং (উপরোক্ত দুআ) পড়।" পুনরায় তিনি বললেন, "তুমি উপরোক্ত দুআটি তোমার শেষ কথা কর।" (অর্থাৎ, এই দুআ পড়ার পর অন্য দুআ পড়বে না বা কোন কথা বলবে না)।

٨٢/٨. عَنْ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ : نَظَرتُ إِلَى أَقْدَامِ المُشْرِكِينَ وَنَحنُ فِي الغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لأَبْصَرَنَا . فَقَالَ : « مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكرٍ بِاثنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/৮২। আবূ বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের মধ্যে কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।' নবী ﷺ বললেন, **"হে আবূ বাক্র! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ।"**[৮১]

[৮০] সহীহুল বুখারী ৬৩১৩, ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২১০, তিরমিযী ৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, দারেমী ২৬৮৩

[৮১] সহীহুল বুখারী ৩৬৫৩, ৩৯২২, ৪৬৬৩, মুসলিম ২৩৮১, তিরমিযী ৩০৯৬, আহমাদ ১২

Contents

٨٣/٩. عَن أمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ ، قَالَ : « **بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ ، اَللّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ أنْ اَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أظلِمَ أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ** » حديثٌ صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ . قَالَ الترمذي : « حديث حسن صحيح » وهذا لفظ أبي داود

৯/৮৩। উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন (এই দুআ) বলতেন---যার অর্থ, আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), **আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম**। হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয়---এসব থেকে।[৮২]

٨٤/١٠. عن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « **مَنْ قَالَ – يَعْنِي : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ – : بِسمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ ، يُقالُ لَهُ : هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ** » رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وَقَالَ الترمذي : « حديث حسن » ، زاد أبو داود : «**فَيَقُولُ – يَعنِي : اَلشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَر : كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟** »

১০/৮৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (অর্থাৎ, **আল্লাহর উপর ভরসা করলাম**। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ) তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, "ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, 'ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে?'"[৮৩]

٨٥/١١. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَخَوانِ عَلَى عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ أحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أخَاهُ لِلنَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : «**لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ**» . رواه الترمذي بإسناد صحيحٍ عَلَى شرطِ مسلم

১১/৮৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে (দ্বীন শিক্ষার জন্য) আসত এবং আর একজন হাতের কোন কাজ ক'রে উপার্জন

[৮২] তিরমিযী ৩৪২৭, আবূ দাউদ ৫০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৪, আহমাদ ২৬০৭৬

[৮৩] তিরমিযী ৩৪২৬, আবূ দাউদ ৫০৯৫

Contents

করত। অতঃপর উপার্জনশীল (ভাইটা) নবী ﷺ-এর কাছে তার (শিক্ষার্থী) ভাইয়ের (কাজ না করার) অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, **"সম্ভবতঃ তোমাকে তার কারণেই রুযী দেওয়া হচ্ছে।"**[৮৪]

٨- بَابُ الْاِسْتِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ - ৮ : দ্বীনে অটল থাকার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾ [هود : ١١٢]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ সেইরূপ সুদৃঢ় থাক। *(সূরা হুদ ১১২ আয়াত)*

তিনি আরোও বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ [فصلت : ٣٠- ٣٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।' *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف : ١٣-١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। *(সূরা আহক্বাফ ১৩-১৪ আয়াত)*

١/٨٦.وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبِي عَمْرَةَ سُفيَانَ بنِ عَبدِ الله ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَولاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قَالَ : « **قُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ استَقِمْ** ». رواه مسلم

১/৮৬। আবূ আম্‌র (মতান্তরে) আবূ আম্‌রাহ সুফ্‌য়ান ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করতে হয়।' তিনি বললেন, "তুমি বল, **আমি**

[৮৪] তিরমিযী ২৩৪৫, (ইমাম তিরমিযী এটিকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।)

Contents

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) অনড় থাক।"[৮৫]

٢/٨٧.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ » قَالُوا : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «وَلاَ أَنا إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ الله بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ». رواه مسلم

২/৮৭। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা (হে মুসলমানেরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং সোজা হয়ে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা (পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনিও নন?' তিনি বললেন, "আমিও নই। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে রেখেছেন।"[৮৬]

* উলামাগণ বলেন, 'ইস্তিক্বামাত' বা আল্লাহর দ্বীনে অটল থাকার অর্থ হল ঃ সর্ব কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। এটি হল সর্ব কাজের জন্য সুন্দর নীতি। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

٩- بَابُ فِي التَّفَكُّرِ فِيْ عَظِيْمِ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ تَعَالَى وَفَنَاءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الآخِرَةِ وَسَائِرِ أُمُوْرِهِمَا وَتَقْصِيْرِ النَّفْسِ وَتَهْذِيْبِهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ

পরিচ্ছেদ - ৯ : আল্লাহ তাআলার বিশাল সৃষ্টিজগৎ, পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালের ভয়াবহতা এবং ইহ-পরকালের বিষয়াদি নিয়ে, আত্মার ত্রুটি ও তার শুদ্ধীকরণ এবং তাকে আল্লাহর দ্বীনে অটল রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ [سبأ :٤٦]

অর্থাৎ, বল, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন করে অথবা একা একা দাঁড়াও এবং চিন্তা ক'রে দেখ। *(সূরা সাবা ৪৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً

---

[৮৫] মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দারেমী ২৭১০

[৮৬] সহীহুল বুখারী ৫৬৭৩, ৩৯,৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩

سُبْحَانَكَ ﴾ الآيات[آل عمران : ١٩٠-١٩١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র।' *(সূরা আলে ইমরান ১৯০ -১৯১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴾ [الغاشية :١٧-٢١]

অর্থাৎ, তবে কি তারা উঁটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে উর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে? অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। *(সূরা গাশিয়াহ ১৭-২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا ﴾ الآية[القتال : ١٠]

অর্থাৎ, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখত (যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে।) *(সূরা মুহাম্মাদ ১০ আয়াত)*

١٠- بَابُ فِي الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ

وَحَثِّ مَنْ تَوَجَّهَ لِخَيْرٍ عَلَى الإِقْبَالِ عَلَيْهِ بِالْجِدِّ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ

পরিচ্ছেদ -১০ : শুভকাজে প্রতিযোগিতা ও শীঘ্র করা এবং পুণ্যকামীকে পুণ্যের প্রতি তৎপরতার সাথে নির্দ্বিধায় সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন, [١٤٨ : البقرة] ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾

অর্থাৎ, এতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

١/٨٨.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : «بَادِرُوا بِالأَعْمَال فتناً كَقِطَعِ اللَّيْـلِ المُظْلِـمِ ،

يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤْمِناً ويُصبحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا». رواه مسلم

১/৮৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিত্‌নাসমূহ আসার পূর্বে **নেকীর কাজ দ্রুত ক'রে ফেল**। মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে।[৮৭]

٨٩/٢.عَنْ أَبِي سِرْوَعَةَ عُقبةَ بنِ الحارِثِ ﷺ، قَالَ : صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيهِمْ، فَرأى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرعَتِهِ، قَالَ : «ذَكَرتُ شَيئاً مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكَرِهتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرتُ بِقِسْمَتِهِ». رواه البخاري

وفي رواية لَهُ: «كُنتُ خَلَّفتُ في البَيْتِ تِبراً مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ».

২/৮৯। আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, "(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বণ্টন করার আদেশ দিলাম।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখণ্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ করলাম না।"[৮৮]

٩٠/٣.عَن جَابِرٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﷺ يَومَ أُحُد : أَرَأَيتَ إنْ قُتِلتُ فَأَيْنَ أَنَا ؟ قَالَ : « في الجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدِهِ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِل . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৯০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন এক সাহাবী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আপনি বলুন! আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই, তাহলে আমি কোথায় যাব?' তিনি বললেন, "জান্নাতে।" এ কথা শোনামাত্র তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।[৮৯]

---

[৮৭] মুসলিম ১১৮, তিরমিযী ২১৯৫, আহমাদ ৭৯৭০, ৮৬৩১, ৮৮২৯

[৮৮] সহীহুল বুখারী ৮৫১, ১২২১, ১৪৩০, ৬২৭৫, নাসায়ী ১৩৬৫, আহমাদ ১৫৭১৮, ১৮৯৩৩

[৮৯] সহীহুল বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১০১৪

٤/٩١.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رسولَ الله ، أيُّ الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجْراً؟ قَالَ : « أنْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخْشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى ، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৯১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সাদ্‌কাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়?' তিনি বললেন, "তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তখন বলবে, 'অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুকের (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।'"[৯০]

٥/٩٢.عَن أَنَسٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ سَيفاً يَومَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : « مَنْ يَأخُذُ مِنِّي هَذَا ؟ » فَبَسطُوا أيدِيَهُمْ كُلُّ إنسَانٍ مِنْهُمْ يقُولُ : أنَا أنَا . قَالَ : « فَمَنْ يَأخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ » فَأَحْجَمَ القَومُ، فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ ﷺ : أنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ، فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ المُشرِكِينَ . رواه مسلم

৫/৯২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একখানি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, 'আমার কাছ থেকে এই তরবারি কে নেবে?' সাহাবীগণ নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, 'আমি, আমি।' তিনি বললেন, "কে এর হক আদায়ের জন্য নেবে?" (এ কথা শুনে) সবাই থমকে গেলেন। অতঃপর আবূ দুজানা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি এর হক আদায়ের জন্য নেব।' তারপর তিনি তা নিয়ে নিলেন এবং তার দ্বারা মুশরিকদের শিরোচ্ছেদ করতে থাকলেন।[৯১]

٦/٩٣.عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَدِيٍّ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بنَ مَالِكٍ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ . فَقَالَ : «اصْبِرُوا ؛ فَإنَّهُ لاَ يَأتِي زَمَانٌ إلاَّ وَالَّذِي بَعدَهُ شَرٌّ مِنهُ حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُمْ » سَمِعتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ . رواه البخاري

৬/৯৩। যুবাইর ইবনে আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকটে এলাম এবং তাঁর কাছে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, এখন যে যুগ আসবে তার পরবর্তী যুগ ওর চেয়ে খারাপ হবে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।' (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,) 'এ কথা আমি তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে শুনেছি।'[৯২]

---

[৯০] সহীহুল বুখারী ১৪১৯, ২৮৪৮, মুসলিম ১০৩২, নাসায়ী ২৫৪২, ৩৬১১ আবূ দাউদ ২৮৬৫, আহমাদ ৭১১৯, ৭৩৫৯, ৭১১৪

[৯১] মুসলিম ২৪৭০, আহমাদ ১১৮২৬

[৯২] সহীহুল বুখারী ৭০৬৮, তিরমিযী ২২০৬, আহমাদ ১১৯৩৮, ১২৪০৬, ১২৪২৭

٩٤/٧.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إلاَّ فَقْراً مُنْسِياً، أَوْ غِنَيً مُطْغِياً، أَوْ مَرَضاً مُفْسِداً، أَوْ هَرَماً مُفْنِداً أَوْمَوْتاً مُجْهِزاً أَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٌ يُنْتَظِرُ، أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأَمَرُّ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن .

৭/৯৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সাতটি জিনিসের পূর্বেই তোমরা জলদি সব কর্ম করে ফেল। তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে যে, এমন দারিদ্র এসে যাক ইসলামের আদেশ পালন হতে যা বিস্মৃত রাখে? অথবা এমন ধন-দৌলত হোক যা ইসলাম দ্রোহিতার দিকে ধাবিত করে? অথবা এমন ব্যাধি হোক যা শরীরকে দুর্বল করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা জ্ঞান বিনষ্ট করে? অথবা হঠাৎ মরণ এসে যাক, অদৃশ্য দুই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটুক অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো নিতান্তই বিভীষিকাময় ও তিক্ত।[৯৩]

٩٥/٨.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أن رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَر : «لأُعْطِيَنَّ هذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيهِ» قَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أحبَبْتُ الإمَارَةَ إلاَّ يَومَئِذٍ ، فَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أنْ أُدْعَى لَهَا ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ فَأَعْطَاهُ إيَّاهَا ، وَقَالَ : «امْشِ وَلا تَلتَفِتْ حَتَّى يَفتَحَ اللهُ عَلَيكَ» فَسَارَ عليٌّ شيئاً ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلتَفِتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ الله ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ ؟ قَالَ : «قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فَإِذَا فَعَلُوا فقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا ، وحِسَابُهُمْ عَلَى الله». رواه مسلم

৮/৯৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি, এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ তাআলা তার হাতে বিজয় দান করবেন।" উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি কখনো কর্তৃত্বভার গ্রহণের ইচ্ছা করিনি (কিন্তু সেদিনই আমার বাসনা হল)। সুতরাং আমি এই আশাতে উঠে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে থাকলাম; যেন আমাকে এর জন্য ডাকা হয়।' অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী বিন আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডাকলেন। তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, "তুমি চলতে শুরু কর এবং কোন দিকে তাকাবে না; যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিজয় দান করবেন।" অতঃপর আলী কিছু দূর গিয়ে থেমে গেলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কিসের জন্য লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?' তিনি বললেন, "তুমি সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত তারা এ

---

[৯৩] হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান। কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থে (নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না। তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। অন্য একটি সূত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ না করা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মা'মার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবূরী হতে বর্ণনা করেছেন। ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহূল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল।

কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (কেউ সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। যখন তারা এ কাজ করবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের জান ও মালকে তোমার হাত হতে বাঁচিয়ে নেবে। কিন্তু তার অধিকারের সাথে (অর্থাৎ সে যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তাহলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে এবং সে যদি কারোর মাল ছিনিয়ে নেয় অথবা যাকাত না দেয়, তাহলে সে মাল তার কাছ থেকে আদায় করা জরুরী।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।"[৯৪]

١١- بَابُ الْمُجَاهَدَةِ

পরিচ্ছেদ -১১ : মুজাহাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت : ٦٩]

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন, [الحجر : ٩٩] ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [المزمل : ٨] ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। *(সূরা মুয্‌যাম্মিল ৮ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, [الزلزلة : ٧] ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً ﴾ [المزمل : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। *(সূরা মুয্‌যাম্মিল ২০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, [البقرة : ٢٧٣] ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾

[৯৪] মুসলিম ২৪০৫

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)

এ বিষয়ে সুবিদিত আয়াত অনেক রয়েছে। উক্ত মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

٩٦/١.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإنْ سَأَلَنِي أعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ». رواه البخاري

১/৯৬। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা---যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরয ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।"[৯৫]

('আমি তার কান হয়ে যাই---- ।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

٩٧/٢.عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فيما يرويه عن ربّه – عز وجل – ، قَالَ : « إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْه ذِرَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَربْتُ مِنهُ بَاعاً ، وإِذَا أَتَانِي يَمشي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ». رواه البخاري

২/৯৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।"[৯৬]

٩٨/٣.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « نِعْمَتَانِ مَغبونٌ فِيهِمَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ ، وَالفَرَاغُ ». رواه البخاري

[৯৫] সহীহুল বুখারী ৬৫০২

[৯৬] সহীহুল বুখারী ৭৫৩৬, ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫২৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬

৩/৯৮। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এমন দুটি নিয়ামত আছে, বহু মানুষ সে দু'টির ব্যাপারে ধোঁকায় আছে। (তা হল) সুস্থতা ও অবসর।"[৯৭]

٤/٩٩.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله ، وَقدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : «أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন ক'রে দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?"[৯৮]

১০০। মুগীরাহ বিন শু'বাহ কর্তৃক বুখারী-মুসলিমে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٥/١٠٠.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، أنَّها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحيَا اللَّيلَ ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَر . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/১০১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যখন (রমযানের শেষ) দশক শুরু হত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন।'[৯৯]

٦/١٠٢.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفي كُلٍّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فَإنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطَانِ ». رواه مسلم

৬/১০২। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, (দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিসে যত্নবান হও, যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয়, তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম, তাহলে এ রকম হত।' বরং বলো, 'আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়।[১০০]

---

[৯৭] সহীহুল বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দারেমী ২৭০৭

[৯৮] সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, মুসলিম ৭৩১, ২৮২০, তিরমিযী ৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮, ১৬৪৯, ১৬৫০, আবূ দাউদ ১২৬২, ১২৬৩, ১৬৪৯, ১৬৫০, ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭

[৯৯] সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, ইবনু মাজাহ ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ১২৩৮৫৬, ২৩৮৬৯

[১০০] সহীহুল বুখারী ২৬৬৪, ইবনু মাজাহ ৭৯, ৪১৬৮, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১

٧/١٠٣.عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: « حُجِبَتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/১০৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এটিও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা।"[১০১]

'ঘিরে দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ ঐ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা জান্নাতের মাঝে পর্দা স্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা ছিঁড়ে তাতে প্রবেশ করবে।

٨/١٠٤.عَنْ أَبِي عبد الله حُذَيفَةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنهما ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ ذَاتَ لَيلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المِئَةِ ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكعَة فَمَضَى، فقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقرأُ مُتَرَسِّلاً : إِذَا مَرَّ بآية فِيهَا تَسبيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ » فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحواً مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ » ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَريباً مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى » فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ . رواه مسلم

৮/১০৪। আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি এক রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন।' কিন্তু তিনি (তা না ক'রে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি এই সূরা এক রাকাআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন।' কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। পুনরায় তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্বিরাআত বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন। আর যখন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।' সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল! অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন ও (রুকু হতে উঠে) প্রায় রুকু সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলেন এবং (সাজদায়) তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (দীর্ঘ সময় ধরে) পড়লেন ফলে তাঁর সাজদাহ তাঁর কিয়ামের সমান হয়ে গেল![১০২]

٩/١٠٥.عن ابن مسعود ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ لَيلَةً ، فَأَطَالَ القِيامَ حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ !

---

[১০১] সহীহুল বুখারী ৬৪৮৭, তিরমিযী ২৫৬০, নাসায়ী ৩৭৬৩, আবূ দাউদ ৪৭৪৪, আহমাদ ৭৪৭৭, ২৭৫১২, ৮৬৪৪, ৮৭২১

[১০২] মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১০৫১, আহমাদ ২২৭২৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, দারেমী ১৩০৬

قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯/১০৫। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, 'আমি এক রাতে নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম।' তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, 'আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমি বসে যাই এবং (তাঁর অনুসরণ) ছেড়ে দিই।'[১০৩]

١٠٦/١٠.عَن أَنَسٍ ﷺ ، عَن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : « يَتْبَعُ المَيتَ ثَلاَثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبقَى عَملُهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১০/১০৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় ঃ তার আত্মীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর দু'টি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার আত্মীয়স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) রয়ে যায়।[১০৪]

١٠٧/١١.عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيّ ﷺ : « الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلِكَ ». رواه البخاري

১১/১০৭। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ﷺ) বলেন, "জান্নাত তোমাদের জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রূপ।"[১০৫]

١٠٨/١٢.عَنْ أَبِي فِراسٍ رَبيعةَ بنِ كَعبٍ الأَسلَميّ خَادِمِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَمِن أَهلِ الصُّفَّةِ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ ، فَقَالَ : « سَلْنِي » فقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ . فَقَالَ : « أَوَ غَيرَ ذلِكَ » ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : « فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم

১২/১০৮। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খাদেম ও আহলে সুফ্ফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ ফিরাস রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই।' তিনি বললেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'বাস্ ওটাই।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর।"[১০৬]

١٠٩/١٣.عَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبدِ الرَّحمَانِ ثَوبَانَ ـ مَولى رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ

---

[১০৩] সহীহুল বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, ১৩৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭

[১০৪] সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০

[১০৫] সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৬

[১০৬] সহীহুল বুখারী ৪৮৯, তিরমিযী ৩৪১৬, নাসায়ী ১১৩৮, ১৬১৮, আবূ দাউদ ১৩২০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৯, আহমাদ ১৬১৩৮

رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ : « عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ للهِ سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرجَةً ، وَحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئَةً ». رواه مسلم

১৩/১০৯। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তুমি অধিকাধিক সাজদাহ করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও। কারণ, তুমি যে কোন সাজদাহ করবে, আল্লাহ তাআলা তার দ্বারায় তোমাকে মর্যাদায় এক ধাপ উঁচু করে দেবেন এবং তোমা থেকে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেবেন।"[১০৭]

١١٠/١٤.عَنْ أَبِي صَفوَانَ عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ الأسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

১৪/১১০। আবূ সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়।"[১০৮]

١١١/١٥.عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ﷺ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتال قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشركِينَ لَيُرِيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمونَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ أعْتَذِرُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاَءِ ـ يعني : أصْحَابهُ ـ وَأبْرَأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاَءِ ـ يَعنِي : المُشركِينَ ـ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعدُ بْنُ مُعاذٍ ، فَقَالَ : يَا سعدَ بنَ معاذٍ ، الجَنَّةُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ إنِّي أجِدُ ريحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ . قَالَ سعدٌ : فَمَا اسْتَطَعتُ يَا رسولَ الله مَا صَنَعَ ! قَالَ أنسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمانينَ ضَربَةً بالسَّيفِ ، أَوْ طَعْنةً بِرمْحٍ ، أَوْ رَمْيَةً بسَهْمٍ ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ المُشْرِكونَ فما عَرَفهُ أَحَدٌ إلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هـذِهِ الآيـة نَزَلَـت فِيـهِ وَفِي أشبَاهِهِ : ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخِرِها . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৫/১১১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নায্‌র বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)।' অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে সা'দ

---

[১০৭] মুসলিম ৪৮৮, তিরমিযী ৩৮৮, নাসায়ী ১১৩৯, ইবনু মাজাহ ১৪২৩, আহমাদ ২১৮৬৫, ২১৯০৫, ২১৯৩৬
[১০৮] তিরমিযী ২৩২৯, আহমাদ ১৭২২৭, ১৭২৪৫, (তিরমিযী, হাসান)

ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি।' (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল, আমি তা পারলাম না।' আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল।' আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।"[১০৯]

١١٢/١٦.عَنْ أَبِي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو الأنصَارِي البَدرِي ﷺ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيءٍ كَثيرٍ ، فقالوا : مُراءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فقالُوا : إنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا ! فَنَزَلَتْ : ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ﴾ [التوبة : ٧٩] . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، هذا لفظ البخاري

১৬/১১২। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্র আনসারী বাদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন (সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম)। অতঃপর এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল। মুনাফিকরা বলল, 'এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে।)' আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা' (আড়াই কিলো) জিনিস দান করল। তারা বলল, 'এ (ক্ষুদ্র) এক সা' দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন।' অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "বিশ্বাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[১১০]

١١٣/١٧.عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادَةَ ﷺ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فِيمَا يَروِي عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : «يَا عِبَادي ! إنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي وَجَعَلْتُهُ بيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ ضَالّ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُوني أهْدِكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أطْعَمْتُهُ فَاستَطعِمُوني أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فاسْتَكْسُونِي أكْسُكُمْ . يَا عِبَادي ! إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ

[১০৯] সহীহুল বুখারী ২৮০৫, ২৭০৩, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, ৬৮৯৪, মুসলিম ১৯০৩, নাসায়ী ৪৭৫৫, ৪৭৫৬, ৪৭৫৭, আবূ দাউদ ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, ১২২৯৩, ১২৬০৩

[১১০] সহীহুল বুখারী ১৪১৫, ১৪১৬, ২২৭৩, ৪৬৬৮, ৪৬৬৯, মুসলিম ১০১৮, নাসায়ী ২৫২৯, ২৫৩০, ইবনু মাজাহ ৪১৫৫, (সূরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী-মুসলিম)

بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادي! إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادي ! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ في مُلْكي شيئاً . يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذلِكَ من مُلْكي شيئاً. يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُونِي فَأعْطَيتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْألَتَهُ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلاَّ كَمَا يَنْقصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ الله، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ». قَالَ سعيد : كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حَدَّثَ بهذا الحديث جَثا عَلَى رُكبتيه . رواه مسلم

১৭/১১৩। আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা সূঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুণে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।"

(হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, আবূ ইদরীস (এই হাদীসের অন্য একজন বর্ণনাকারী) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন।[১১১]

---

[১১১] মুসলিম ২৫৭৭, ২৪৯৫, ইবনু মাজাহ ৪২৫৭, আহমাদ ২০৮৬০, ২০৯১১, ২১০৩০, দারেমী ২৭৮৮

١٢- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْاِزْدِيَادِ مِنَ الْخَيْرِ فِيْ أَوَاخِرِ الْعُمْرِ

পরিচ্ছেদ - ১২ : শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে পুণ্য করার প্রতি উৎসাহ দান

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন,

﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ [فاطر : ٣٧]

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? পরবর্তী হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, এর অর্থ ১৮ বছর। আর কিছু লোক ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান (বাসরী) কালবী ও মাসরুকের মত। বরং এ কথা ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন মদীনাবাসী চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের জন্য মুক্ত করেন। কিছু লোক এর অর্থ পরিণত বয়স করেছেন। আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত 'সতর্ককারী' বলতে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল বার্ধক্য। এটা ইকরিমাহ্, ইবনে উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত।

এ মর্মে হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

١/١١٤. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ : « أَعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً». رواه البخاري

১/১১৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ, ওজর গ্রহণ করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ বছর বয়সে পৌঁছল।"[১১২]

উলামাগণ বলেন, 'এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।'

٢/١١٥. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﷺ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدرٍ فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نفسِهِ ، فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أبْنَاءٌ مِثلُهُ ؟! فَقَالَ عُمَرُ : إنَّهُ مَنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ ! فَدعانِي ذاتَ يَومٍ فَأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأيتُ أنَّهُ دَعَانِي يَومَئذٍ إلاَّ لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ في قَولِ الله : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ؟ [النصر : ١] فَقَالَ بعضهم : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَصرنَا وَفتحَ عَلَيْنَا ، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيئاً . فَقَالَ لي : أَكَذلِكَ تقُولُ يَا ابنَ عباسٍ ؟ فقلت : لا. قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟

---

[১১২] সহীহুল বুখারী ৬৪১৯, আহমাদ ৭৬৫৬, ৮০৬৩, ৯১২৮

قُلْتُ : هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أعلَمَهُ لَهُ، قَالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ وَذَلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أعلَمُ مِنْهَا إلاَّ مَا تَقُولُ . رواه البخاري

২/১১৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (তাঁর সভায়) প্রবেশ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক যেন মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন। অতএব বললেন, 'এ আমাদের সঙ্গে কেন প্রবেশ করছে? এর মত (সমবয়স্ক) ছেলে তো আমাদেরও আছে।' (এ কথা শুনে) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এ কে, তা তোমরা জান।' সুতরাং তিনি একদিন আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁদের সঙ্গে (সভায়) প্রবেশ করালেন। আমার ধারণা ছিল যে, এদিন আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আমার মর্যাদা দেখানো। তিনি (পরীক্ষাস্বরূপ সভার লোককে) বললেন, 'তোমরা আল্লাহর এই কথা "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় উপস্থিত হবে।" (সূরা নাস্‌র ১ আয়াত) এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কী বলছ?' কিছু লোক বললেন, 'আমাদেরকে এতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন, তখন যেন আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।' আর কিছু লোক নিরুত্তর থাকলেন; তাঁরা কিছুই বললেন না। (ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি এ কথাই বলছ?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি (এর ব্যাখ্যা) কী বলছ?' আমি বললাম, 'তা হল আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যু সংবাদ, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন।' তিনি বলেন, "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে।" আর সেটা হল তোমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। "তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তাঁর কাছে স্বীয় ক্রটির জন্য ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা গ্রহণকারী।" (সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত) অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এর অর্থ আমি তাই জানি, যা তুমি বললে।[১১৩]

١١٦/٣.عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا صَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلتْ عَلَيهِ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلاَّ يَقُولُ فِيهَا : «سُبحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ عَنهَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ أنْ يقُولَ فِي رُكُوعِه وسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي» ، يَتَأَوَّلُ القُرآنَ . معنىَ : « يَتَأَوَّلُ القُرآنَ » أي يعمل مَا أُمِرَ بِهِ في القرآن في قوله تَعَالَى : ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴾.

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُكثِرُ أنْ يَقُولَ قَبلَ أنْ يَمُوتَ : « سُبحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » . قَالَت عائشة : قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، مَا هذِهِ الكَلِماتُ الَّتِي أرَاكَ أحْدَثْتَها تَقُولُهَا ؟ قَالَ : « جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُها قُلتُها ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ إِلَى آخِرِ السورة ».

وفي رواية لَهُ : كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَولِ : « سبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْتَغفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ » .

---

[১১৩] সহীহুল বুখারী ৪৯৭০, ৩৬২৭, ৪২৯৪, ৪৪৩০, ৪৯৬৯, তিরমিযী ৩৩৬২, আহমাদ ৩১১৭, ৩৩৪৩

قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رسولَ اللهِ ، أَرَاكَ تُكثِرُ مِنْ قَولِ سُبحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إلَيْهِ ؟ فَقَالَ : «أخبَرَنِي رَبِّي أنِّي سَأرَى عَلامَةً فِي أُمَّتِي فإذا رَأيْتُها أكْثَرْتُ مِنْ قَولِ : سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمدِهِ أسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ فتح مكّة ، ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً﴾» .

৩/১১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্‌হ' অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক নামাযে অবশ্যই এই (দুআ) পড়তেন 'সুবহানাকা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী' (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসায় তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহায়নের তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিকাধিক 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী' পড়তেন। তিনি কুরআনের হুকুম তামিল করতেন। অর্থাৎ এই দুআ পড়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত "(হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।" আল্লাহর এই আদেশ পালন করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে (এই দুআ) পড়তেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলায়ক।' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এই শব্দগুলো কী, যেগুলোকে আমি আপনাকে নতুন ক'রে পড়তে দেখছি?' তিনি বললেন, "আমার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে, যখন আমি তা দেখব তখন এটি পড়ব। (চিহ্নটি হল) 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অল্‌ফাত্‌হ----শেষ সূরা পর্যন্ত।"

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ' (দুআটি) বেশী বেশী পড়তেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে বেশী বেশী "সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ" (দুআটি) পড়তে দেখছি (কী ব্যাপার)?' তিনি বললেন, "আমার প্রভু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখব। সুতরাং আমি যখন তা দেখব, তখন 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ' (দুআটি) বেশী বেশী পড়ব। এখন আমি তা দেখে নিয়েছি, 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্‌হ।' যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। অর্থাৎ, মক্কাবিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তওবা গ্রহণকারী।[১১৪]

٤/١١٧–عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : إنَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلّ – تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَبلَ وَفَاتِهِ حَتَّى

[১১৪] সহীহুল বুখারী ৪৯৬৭, ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৮, মুসলিম ৪৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, আবূ দাউদ ৮৭৭, ৮৮৯, আহমাদ ২৩৫৪৩, ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩

تُوُفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/১১৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর **মৃত্যুর পূর্বে** (পূর্বাপেক্ষা) বেশী অহী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ করেছেন।[১১৫]

١١٨/٥.عَن جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ** ». رواه مسلم

৫/১১৮। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।[১১৬]

١٣- بَابُ فِيْ بَيَانِ كَثْرَةِ طُرُقِ الْخَيْرِ

পরিচ্ছেদ -১৩ : পুণ্যের পথ অনেক

আল্লাহ তাআলা বলেন, [البقرة : ٢١٥] ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত।

(সূরা বাক্বারা ২১৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন, [البقرة :١٩٧] ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। *(ঐ ১৯৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الزلزلة : ٧] ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الجاثية : ١٥] ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে, সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে। *(সূরা জাষিয়াহ ১৫ আয়াত)*

এ বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত রয়েছে। তার মধ্যে কিছু আমরা বর্ণনা করব।

١١٩/١.عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدبِ بنِ جُنَادَةَ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ الأَعْمَالِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : «**الإيمانُ بِاللهِ وَالجِهادُ في سَبيلِهِ**» . قُلْتُ : أيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : « **أنْفَسُهَا عِنْدَ أهلِهَا وَأكْثَرُهَا ثَمَناً** » . قُلْتُ : فإنْ لَمْ أفْعَلْ ؟ قَالَ : « **تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ** » . قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أرأيْتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ ؟ قَالَ : « **تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ** ». مُتَّفَقٌ عليه

১/১১৯। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন্ আমল

[১১৫] সহীহুল বুখারী ৪৯৮২, মুসলিম ৩০১৬, আহমাদ ১৩০৬৭
[১১৬] মুসলিম ২৮৭৮, আহমাদ ১৪১৩৪

সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" আমি বললাম, 'কোন্ গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান।" আমি বললাম, 'যদি আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি।' তিনি বললেন, "তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ ক'রে দেবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কি করব)?' তিনি বললেন, "তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ।"[১১৭]

٢/١٢٠.عَنْ أَبِي ذَرٍّ أيضاً ، : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأمْرٌ بالمعرُوفِ صَدَقَةٌ ، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى ». رواه مسلم

২/১২০। আবূ যার্র (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্‌মীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্‌তের দু'রাক্‌আত নামায যথেষ্ট হবে।"[১১৮]

٣/١٢١.عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ أعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أعْمَالِهَا الأذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ في مَسَاوِىءِ أعمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ في المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ». رواه مسلم

৩/১২১। ঐ আবূ যার্র (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মতের ভালমন্দ কর্ম আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের মধ্যে ঐ কষ্টদায়ক জিনিসও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে ঐ কফও পেলাম, যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি।"[১১৯]

* মাটি চাপা দেওয়ার কথা তিনি এই জন্য বলেছেন যে, সে যুগে মসজিদের মেঝে মাটিরই ছিল। বর্তমানে পাকা মেঝে কাপড় অথবা পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

٤/١٢٢.وَعَنْهُ : أنَّ نَاساً قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أمْوَالِهِمْ ، قَالَ : « أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ

[১১৭] সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮
[১১৮] মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫১২৮৬
[১১৯] মুসলিম ৫৫৩, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৩, আহমাদ ২১০৩৯, ২১০৫৭

بِهِ : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفي بُضْعِ أحَدِكُمْ صَدَقَةٌ » قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أيَأتِي أحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ : « أرَأيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فَكَذلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ». رواه مسلم

৪/১২২। উক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, "কি রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।"[১২০]

١٢٣/٥.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبيُّ ﷺ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَليقٍ». رواه مسلم

৫/১২৩। উক্ত আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)।[১২১]

١٢٤/٦.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رَضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « إنَّهُ خُلِقَ كُلُّ

وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَريقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظماً عَن طَريقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بمَعْرُوف

[১২০] মুসলিম ১০০৬, আবূ দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৯২৭, আহমাদ ২০৯১৭, ২০৯৫৮, ২১০৩৮

[১২১] মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯

إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وثلاثمئة مفصَل ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ ، وحَمِدَ الله ، وَهَلَّلَ اللهَ ، وَسَبَّحَ اللهَ ، ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَر ، عَدَدَ السِّتِّينَ والثَّلاثِمئة فَإنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفسَهُ عَنِ النَّارِ » .

৬/১২৪। আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি ক'রে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।”

এটিকে ইমাম মুসলিম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় সাদকা রয়েছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহু আকবার’ বলল, ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল, ‘সুবহানাল্লাহ’ বলল, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড় সরাল, কিম্বা ভাল কাজের আদেশ করল অথবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করল, (এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যক পুণ্যকর্ম করল, সে ঐদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর ক'রে নিল।”[১২২]

١٢٥/٧.وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/১২৫। আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।”[১২৩]

١٢٦/٨.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شاةٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/১২৬। উক্ত আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন প্রতিবেশিনীর (উপঢৌকনকে) অবশ্যই তুচ্ছ না ভাবে। যদিও তা ছাগলের খুর হয়।”[১২৪]

١٢٧/٩.وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً : فَأفْضَلُهَا قَولُ : لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[১২২] সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ৯০০৯ আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪

[১২৩] সহীহুল বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭, ৬৬৯, আহমাদ ১০২৩০

[১২৪] সহীহুল বুখারী ৬০১৭, ২৫৬৬, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, ১০০২৯

৯/১২৭। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[১২৫]

١٢٨/٩.وعَنْهُ : أنَّ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : « بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَريقٍ اشْتَدَّ عَلَيهِ العَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَـذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيهِ حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » قالوا : يَا رَسُول اللهِ ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْـراً ؟ فقَـالَ : « في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية للبخاري : « فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ » وفي روايـة لهـما : « بَيْنَـما كَلْـبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إذْ رَأتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَني إسْرَائِيل ، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ » .

১০/১২৮। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের ক'রে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, 'পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে।' অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।"

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা ক'রে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তা হতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।"[১২৬]

---

[১২৫] সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ ৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪

[১২৬] সহীহুল বুখারী ২৩৬৩, ১৭৪, ২৪৬৬, ৬০০৯, মুসলিম ২২৪৪, আবূ দাউদ ২৫৫০, আহমাদ ৮৬৫৭, ১০৩২১, ১০৩৭৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৯

١٢٩/١١.وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي المُسْلِمِينَ ». رواه مسلم

وفي رواية : «مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِمْ ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ». وفي رواية لهما : «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ».

১১/১২৯। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল।"[১২৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে পার হল। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে প্রবেশ করানো হল।"

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, "একদা এক ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাদার ডাল দেখতে পেল। অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমল কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।"

١٣٠/١٢.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا ». رواه مسلم

১২/১৩০। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল, অতঃপর জুমআহ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে নীরব থেকে খুতবাহ শুনল, সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) পাপসমূহ মাফ ক'রে দেওয়া হল। আর যে ব্যক্তি (খুৎবাহ্ চলাকালীন সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কর্ম করল।" (অর্থাৎ, সে জুমআর সওয়াব বরবাদ ক'রে দিল।)[১২৮]

١٣١/١٣.وعَنْهُ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ ، أَو المُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَينيهِ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَة كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلاَهُ مَعَ المَاء أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ ». رواه مسلم

১৩/১৩১। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলিম বা মু'মিন বান্দা যখন ওযূর উদ্দেশ্যে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন ওযূর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল।

---

[১২৭] সহীহুল বুখারী ৬৫৪, ৭২১, ৬১৫, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ১৫১, ২৯৫

[১২৮] মুসলিম ৫৮৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০,ইবনু মাজাহ ১০১০, আহমাদ ৯২০০

অতঃপর যখন সে তার হাত দু'টিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায়, যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে, যা সে তার দু'পায়ে চলার মাধ্যমে ক'রে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।"[১২৯]

١٣٢/١٤.وعَنْهُ ، عَن رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ : « الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ ». رواه مسلم

১৪/১৩২। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত (সংঘটিত সাগীরা গোনাহ) মুছে ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা নয়)।"[১৩০]

١٣٣/١٥.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ ». رواه مسلم

১৫/১৩৩। উক্ত আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন?" সাহাবাগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।"[১৩১]

١٣٤/١٦.وعَنْ أَبِي مُوسى الأَشْعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﷺ : « مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/১৩৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৩২]

١٣٥/١٧.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً ». رواه البخاري

১৭/১৩৫। উক্ত আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন বান্দা

[১২৯] মুসলিম ২৪৪, তিরমিযী ২, আহমাদ ৭৯৬০,মুওয়াত্তা মালেক ৭১৮, দারেমী ৬৩
[১৩০] মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৮৯৪৪
[১৩১] মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫২, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১
[১৩২] সহীহুল বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯

অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য ঐ আমলের মতই (সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন করত।"[১৩৩]

١٣٦/١٨.وعن جَابرٍ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : « كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ». رواه البخاري

১৮/১৩৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক নেকীর কাজ সাদকাহ স্বরূপ।"[১৩৪]

١٣٧/١٩.وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ ». رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : « فَلاَ يَغْرِسُ المُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقة إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ». وفي رواية لَهُ : « لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرساً ، وَلاَ يَزرَعُ زَرعاً ، فَيَأْكُلَ مِنهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيءٌ ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ».

১৯/১৩৭। উক্ত জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে কোন মুসলিম কোন গাছ লাগায়, অতঃপর তা থেকে যতটা খাওয়া হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয়, তা থেকে যতটুকু চুরি হয়, তা তার জন্য সাদকাহ হয় এবং যে কোন ব্যক্তি তার ক্ষতি করে, সেটাও তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।"[১৩৫]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলিম যে গাছ লাগায় তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু এবং কোন পাখী যা কিছু খায়, তা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলিম যে গাছ লাগায় এবং ফসল বুনে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু অথবা অন্য কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।"

١٣٨/١٩. ورويَاه جميعاً مِنْ رواية أَنَسٍ رضي اللهعنه قولُهُ : « يرْزَؤُهُ » أي : يَنْقُصهُ .

১৯/১৩৮। উক্ত হাদীসটি বুখারী-মুসলিম উভয়েই আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন যাতে يَرْزَؤُهُ শব্দ আছে।[১৩৬]

١٣٩/٢٠.وعَنْهُ ، قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَن يَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ لهم : « إنَّهُ قَدْ بَلَغَني أنَّكُمْ تُرِيدُونَ أنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِد ؟ » فقالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُول اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ . فَقَالَ : « بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ » رواه مسلم . وفي روايةٍ : « إنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً ». رواه مسلم . رواه البخاري أيضاً بِمَعناه مِنْ رواية أنس .

[১৩৩] সহীহুল বুখারী ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩০৯১, আহমাদ ১৯১৮০, ১৯২৫৪
[১৩৪] সহীহুল বুখারী ৬০২১, তিরমিযী ১১৭০, আহমাদ ১৪২৯৯, ১৪৪৬৩
[১৩৫] মুসলিম ১৫৫২, আহমাদ ১৩৮৫৯, ১৪৭৭৯, দারেমী ২৬১০
[১৩৬] সহীহুল বুখারী ২৩২০, ৬০১২, মুসলিম ১৫৫২, তিরমিযী ১৩৮২, আহমাদ ১২০৮৬, ১২৫৮৭, ১২৯৭৬, ১৩১৪১

২০/১৩৯। উক্ত জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত যে, বনু সালেমাহ মাসজিদের নিকটে স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন ক'রে মাসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করছ?" তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এর ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, "হে বনূ সালেমাহ! তোমরা তোমাদের (বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে।" (মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।"[১৩৭]

১৪০। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও ঐ মর্মে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।[১৩৮]

١٤١/٢١.وعَنْ أَبِي الْمُنذِرِ أُبَيِّ بنِ كَعْب ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجلاً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْـهُ ، وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاةٌ ، فَقيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ فِي الظَلْمَاء وفِي الرَّمْضَاء ؟ فَقَـالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذلِكَ كُلَّهُ ». رواه مسلم

وفي رواية : « إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ » .

২১/১৪১। আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার কোন নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি (কা'ব) তাকে বললাম যে, 'তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত?)' সে বলল, 'আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তার কথা শুনে) বললেন, "আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র ক'রে দিয়েছেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।"[১৩৯]

١٤٢/٢٢.عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَـالَ رَسُـول الله ﷺ : «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً : أَعْلاَهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَـصْلَة مِنْهَـا ؛ رَجَـاءَ ثَوَابِهَـا وتَـصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ». رواه البخاري

২২/১৪২। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

[১৩৭] মুসলিম ৬৬৫, আহমাদ ১৪১৫৬, ১৪৫৭৪, ১৪৭৭২

[১৩৮] সহীহুল বুখারী ৬৫৬

[১৩৯] মুসলিম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, দারেমী ১২৮৪

ﷺ বলেন, “চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[১৪০]

١٤٣/٢٣.عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ ، يَقُولُ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّار تِلقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».

২৩/১৪৩। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়!” *(বুখারী-মুসলিম)*

উক্ত আদী হতে বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে।”[১৪১]

١٤٤/٢٤.عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ». رواه مسلم

২৪/১৪৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।”[১৪২]

١٤٥/٢٥.عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : «يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ : أرأيتَ إن لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : «يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ» قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : « يَأمُرُ بِالمَعْرُوفِ أَوِ الخَيْرِ » قَالَ : أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ :

[১৪০] সহীহুল বুখারী ৬৬৩১, ইবনু মাজাহ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪

[১৪১] সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ৩৫১৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫২২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২

[১৪২] মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮

Contents

«يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

২৫/১৪৫। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ করা জরুরী।" আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?' তিনি বললেন, "সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (পয়সা উপার্জন করবে) অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।" পুনরায় আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য করবে।" আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।" আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'যদি সে এটাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে (অপরের) [তি করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সেটাও হল সাদকাহ স্বরূপ।"[১৪৩]

١٤- بَابُ فِي الاِقْتِصَادِ فِي الْعِبَادَةِ

পরিচ্ছেদ -১৪ : ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه : ١]

অর্থাৎ, ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। *(সূরা ত্বাহা ১-২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة : ١٨٥]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

١/١٤٦.وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ النَّبيَّ ﷺ دخل عَلَيْهَا وعِندها امرأةٌ ، قَالَ : « مَنْ هٰذِهِ ؟ » قَالَتْ : هذِهِ فُلاَنَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا . قَالَ : « مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَواللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا » وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/১৪৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে।[১৪৪]

---

[১৪৩] সহীহুল বুখারী ১৪৪৫, ৬০২২, মুসলিম ১০০৮, নাসায়ী ২৫৩৮, আহমাদ ১৯০৩৭, ১৯১৮৭, দারেমী ২৭৪৭

[১৪৪] সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১২২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪, ৬৪৬৫, ৬৪৬৬, ৬৪৬৭, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১১৫৬, ২৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬২৬, ১৬৪২, ১৬৫২, ২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, ৫০৩৫, আবূ দাউদ ১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬৬০, ৪২৪০৯, ২৫৬০০

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না'– এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

١٤٧/٢.وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أحدُهُم : أَمَّا أنا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أبداً . وَقالَ الآخَرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَداً وَلا أُفْطِرُ . وَقالَ الآخر : وَأَنا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أتزَوَّجُ أبَداً . فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ إليهم ، فَقَالَ : « أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/১৪৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[১৪৫]

١٤٨/٣.وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » قالها ثَلاثاً . رواه مسلم

৩/১৪৮। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[১৪৬]

١٤٩/٤.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ». رواه البخاري .

[১৪৫] সহীহুল বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১, নাসায়ী ৩২১৭, আহমাদ ১৩১২২, ১৩০১৬, ১৩৬৩১

[১৪৬] মুসলিম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৪৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭

وفي رواية لَهُ : «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا».

৪/১৪৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।"[১৪৭]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

١٥٠/٥.وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبيُّ ﷺ المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : « مَا هَذَا الحَبْلُ ؟ » قالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : « حُلُّوهُ ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/১৫০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা ক'রে বাঁধা রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, "এই দড়িটা কি (জন্য)"? লোকেরা বলল, 'এটি যয়নাবের দড়ি। যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান!' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে স্ফূর্তি থাকাকালে নামায পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে যায়।"[১৪৮]

١٥١/٦.وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فإنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/১৫১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি দিচ্ছে।[১৪৯]

---

[১৪৭] সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, মুসলিম ২৮১৬, নাসয়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০

[১৪৮] সহীহুল বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪, নাসায়ী ১৬৪৩, আবূ দাউদ ১৩১২, ইবনু মাজাহ ১৩৭১, আহমাদ ১১৫৭৫, ১২৫০৪, ১২৭০৮, ১৩২৭৮

[১৪৯] সহীহুল বুখারী ২১২, মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯,মুওয়াত্তা মালেক -২৫৯, দারেমী ১৩৮৩

١٥٢/٧.وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ جَابِرِ بـنِ سَـمُرَةَ رَضِيَ الله عَنهُمـا ، قَـالَ : كُنْـتُ أُصَـلِّي مَـعَ النَّـبِيِّ ﷺ الصَّلَوَاتِ ، فَكَانَتْ صَلاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً . رواه مسلم

৭/১৫২। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন যে, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে নামায পড়তাম। সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর খুৎবাও মধ্যম হত।'[১৫০]

١٥٣/٨.وعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْب بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : آخَى النَّـبِيُّ ﷺ بَـيْنَ سَـلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْداءِ ، فزارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرداءِ فَرَأى أُمَّ الدَّرداءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أخُوكَ أَبُـو الدَّرداءِ لَـيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَا أنـا بِـآكِلٍ حَـتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرداءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَـمْ . فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآن ، فَصَلَّيَا جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّـكَ عَلَيْـكَ حَقّـاً ، وَإنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، وَلأَهْلِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، فَأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « صَدَقَ سَلْمَانُ ». رواه البخاري

৮/১৫৩। আবূ জুহাইফা অহ্‌ব ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতোমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।"[১৫১]

---

[১৫০] মুসলিম ৮৬৬, তিরমিযী ৫০৭, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩৫, ১৫৮২, ১৫৮৩, ১৫৮৪, ১৬০০, ১৬০২, আবূ দাউদ ১০৯৩, ১০৯৪, ১১০১, ১২৯৩, ইবনু মাজাহ ১১০৬, ১১১৬, আহমাদ ২০৩০৬, ২০৩১৬, ম২০৩২২, ২০৩৩৫, দারেমী ১৫৫৭

[১৫১] সহীহুল বুখারী ১৯৬৮, ৬১৩৯, তিরমিযী ২৪১৩

١٥٤/٩.وعَنْ أَبِي محمد عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بن العَاصِ رَضي الله عنهما ، قَالَ : أُخْبِرَ النَّبيُّ ﷺ أنِّي أقُولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أنتَ الَّذِي تَقُولُ ذلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بأبي أنْتَ وأمِّي يَا رسولَ الله . قَالَ : « فَإنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْرِ» قُلْتُ : فَإنِّي أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ، قَالَ : « فَصُمْ يوماً وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ » قُلْتُ : فَإنِّي أُطِيقُ أفضَلَ مِنْ ذلِكَ ، قَالَ : « فَصُمْ يوماً وَأفْطِرْ يَوماً فَذلِكَ صِيَامُ دَاوُد ﷺ ، وَهُوَ أعْدَلُ الصيامِ» .

وفي رواية: «هُوَ أفْضَلُ الصِّيامِ» فَقُلْتُ: فَإنِّي أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: «لاَ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ»، وَلأنْ أكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأيَّامِ الَّتي قَالَ رَسُول الله ﷺ أحَبُّ إليَّ مِنْ أهْلي وَمَالي.

وفي رواية : « أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ ؟ » قُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُول الله ، قَالَ : «فَلاَ تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ بِحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ في كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا ، فَإنَّ ذلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ » فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، إنِّي أجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : « صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ الله دَاوُد وَلاَ تَزد عَلَيهِ» قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد ؟ قَالَ : « نِصْفُ الدَّهْرِ » فَكَانَ عَبدُ الله يقول بَعدَمَا كَبِرَ : يَا لَيتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُول الله ﷺ .

وفي رواية : « أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة ؟ » فقلت : بَلَى ، يَا رَسُول الله ، وَلَمْ أُرِدْ بذلِكَ إلاَّ الخَيرَ ، قَالَ : « فَصُمْ صَومَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُد ، فَإنَّهُ كَانَ أعْبَدَ النَّاسِ ، وَاقْرَأْ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْر » قُلْتُ : يَا نَبيَّ اللهِ ، إنِّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : « فاقرأه في كل عشرين » قُلْتُ : يَا نبي الله ، إني أطيق أفضل من ذلِكَ ؟ قَالَ : « فَاقْرَأْهُ في كُلِّ عَشر » قُلْتُ : يَا نبي اللهِ ، إنِّي أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلِكَ ؟ قَالَ : « فاقْرَأْهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلِكَ » فشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ وَقالَ لي النَّبيّ ﷺ : « إنَّكَ لا تَدري لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ » قَالَ : فَصِرْتُ إلَى الَّذِي قَالَ لي النَّبيُّ ﷺ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أنِّي كُنْتُ قَبِلتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ الله ﷺ . وفي رواية : « وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً » .

وفي رواية : « لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ » ثلاثاً .

وفي رواية: «أَحَبُّ الصِيَامِ إلَى اللهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إلَى اللهِ تَعَالَى صَلاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوماً وَيُفطِرُ يَوماً، وَلاَ يَفِرُّ إذَا لاقَى».

وفي رواية قال : « أنْكَحَنِي أَبِي امرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ - أي : امْرَأَةَ وَلَدِهِ - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا . فَتقُولُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُنْذُ أَتَيْنَاهُ . فَلَمَّا طَالَ ذلِكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : « **القَنِي بِهِ** » فَلَقِيتُهُ بَعد ذلك ، فَقَالَ : « **كَيْفَ تَصُومُ ؟** » قُلْتُ : كُلَّ يومٍ ، قَالَ : « **وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟** » قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ ، وَكَانَ يَقْرأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيهِ بِاللَّيلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيئاً فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِيَّ ﷺ . كُلّ هـذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ ، مُعظَمُهَا في الصَّحِيحَين ، وَقَلِيل مِنْهَا في أحدِهِما .

৯/১৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, 'আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব।' সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "তুমি এ কথা বলছ?" আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক।' তিনি বললেন, "তুমি এর সাধ্য রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে।" আমি বললাম, 'আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ, আর দু'দিন রোযা ত্যাগ কর।" আমি বললাম, 'আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে একদিন রোযা রাখ, আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোযা। আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "এটা সর্বোত্তম রোযা।" কিন্তু আমি বললাম, 'আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এর চেয়ে উত্তম রোযা আর নেই।" (আব্দুল্লাহ বলেন,) 'যদি আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন,) "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাঊদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোযা রাখ

এবং তার চেয়ে বেশী করো না।” আমি বললাম, ‘দাউদের রোযা কেমন ছিল?’ তিনি বললেন, “অর্ধেক জীবন।” অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, ‘হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!’

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) “আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।” আমি বললাম, ‘(সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া অন্য কিছু নয়।’ তিনি বললেন, “তুমি আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখ। কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি।’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে (কুরআন খতম) পড়।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি।’ তিনি বললেন, “তাহলে তুমি প্রত্যেক সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ, এর চাইতে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)” কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আর নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, “তুমি জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।” আব্দুল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি ঐ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) “আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে---।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ, রোযা বিফল যাবে) সে সর্বদা রোযা রাখে।” এ কথা তিনবার বললেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে দাউদ عليه السلام-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নামায হচ্ছে দাউদ عليه السلام-এর নামায। তিনি মধ্য রাতে শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন করতেন না।”

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র) বলেন, আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধুর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলত, ‘এত ভালো লোক যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি, সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ, মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি।)’ যখন এই আচরণ অতি লম্বা হয়ে গেল, তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী ﷺ-কে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, “তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।” সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, “তুমি কিভাবে রোযা রাখ?” আমি বললাম, ‘প্রত্যেক দিন।’ তিনি বললেন, “কিভাবে কুরআন খতম কর?” আমি বললাম,

'প্রত্যেক রাতে।' অতঃপর তিনি ঐ কথাগুলি বর্ণনা করলেন, যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) ঐ সপ্তম অংশ পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন, যেন এমন আছে যা এই দুটির মধ্যে একটিতে আছে।[১৫২]

١٠/١٥٥.وعَنْ أَبِي رِبعِي حَنظَلَةَ بنِ الربيعِ الأُسَيِّدِيِّ الكَاتِبِ أَحَدِ كُتَّابِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكرٍ ؓ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُول الله ﷺ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيراً ، قَالَ أَبُو بكر ؓ : فَوَالله إنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا، فانْطَلَقْتُ أَنَا وأبُو بَكْر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول الله ﷺ . فقُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُول الله ! فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : « وَمَا ذَاكَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بالنَّارِ والجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ العَيْن فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الأَزْواجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَاتِ نَسينَا كَثِيراً . فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدِي ، وَفي الذِّكر ، لَصَافَحَتْكُمُ المَلائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفي طُرُقِكُمْ ، لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً » ثَلاَثَ مَرَات . رواه مسلم

১০/১৫৫। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন কেরানী আবূ রিব্য়ী হান্‌যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!' তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কি কথা বলছ?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবূ বাক্‌র গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কি কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি, তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান; যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে,

---

[১৫২] সহীহুল বুখারী ১৯৭৬, ১১৩১, ১১৩২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৬, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, আবূ দাউদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ১৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১

তাহলে ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন।[১৫৩]

١٥٦/١١.وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَينَمَا النَّبيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَـائِمٍ فَـسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ ، وَلاَ يَسْتَظِلَ ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ ، وَيَصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : « مُرُوهُ ، فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». رواه البخاري

১১/১৫৬। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, কোন এক সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, একটি লোক (রোদে) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, 'আবূ ইসরাঈল। ও নযর মেনেছে যে, ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা ওকে আদেশ কর, ও যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পুরা করে।"[১৫৪]

١٥- بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَعْمَالِ

পরিচ্ছেদ - ১৫ : আমলের রক্ষণাবেক্ষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الأِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন

---

[১৫৩] মুসলিম ২৭৫০, তিরমিযী ২৪৫২, ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩৯, আহমাদ ১৭১৫৭, ১৮৫৬৬

[১৫৪] সহীহুল বুখারী ৬৭০৪, আবূ দাউদ ৩৩০০, ইবনু মাজাহ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১০২৯

করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا﴾ [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত ক'রে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট ক'রে দেয়। *(সূরা নাহ্ল ৯২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر : ٩٩]

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্র ৯৯ আয়াত)*

এ মর্মের অন্যতম হাদীস আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-র হাদীস, "সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যা তার আমলকারী লাগাতার করে থাকে।" যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে।

١٥٧/١.وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيلِ ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاةِ الفَجْرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ ». رواه مسلم

১/১৫৭। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি তার রাতের অযীফা (নামায বা তেলাঅত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়।"[১৫৫]

١٥٨/٢.وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَا عبدَ اللهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/১৫৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মত হয়ো না, যে রাতে নফল নামায পড়ত, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে।"[১৫৬]

١٥٩/٣.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها ، قَالَتْ : كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

৩/১৫৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, 'যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের নামায কোন ব্যথা-বেদনা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন।'[১৫৭] *(মুসলিম)*

---

[১৫৫] মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৪০৩, নাসায়ী ১৭৯০, ১৭৯১, ১৭৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, ইবনু মাজাহ ১৩৪৩, আহমাদ ২২০, ৩৭৯, ৪৫,মুওয়াত্তা মালেক -৪৭০, দারেমী ১৪৭৭

[১৫৬] বুখারী ১১৫২, ১১৩১, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৩৯৪, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০, ২৪০১, ২৪০২, ২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮, ১৩৮৯, ১৩৯০, ১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬৮২৩, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬

[১৫৭] মুসলিম ৭৪৬, তিরমিযী ৪৪৫, ৭৩৬, ৭৬৮, নাসায়ী ১৩১৫, ১৬০১, ১৬৪১, ১৬৪১, ১৬৫১, ১৭১৮, আবূ দাউদ ৫৬, ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ১৩৫১, ইবনু মাজাহ ১১৯১, ১৩৪৮, ১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৪৭৮৯, ২৫৫২২, ২৫৬৮৭, ২৫৭৭৮

١٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّةِ وَآدَابِهَا

পরিচ্ছেদ -১৬ : সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧]

অর্থাৎ, আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم :٣-٤]

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣١]

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرِ ﴾ [الأحزاب:٢١]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহ্‌যাব ২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩]

قَالَ العلماء : معناه إِلَى الكتاب والسُّنّة ،

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(ঐ ৫৯ আয়াত)*

উলামাগণ বলেন, এর অর্থ হল ঃ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ [النساء :٨٠]

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *(ঐ ৮০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, [الشورى : ٥٢-٥٣] ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِراطِ اللهِ ﴾

অর্থাৎ, আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর---সেই আল্লাহর পথ----। *(সূরা শুরা ৫২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الأحزاب : ٣٤] ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখ। *(সূরা আহ্‌যাব ৩৪ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

١٦٠/١.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عن النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: « دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/১৬০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।"[১৫৮] *(বুখারী ও মুসলিম)*

١٦١/٢.عَنْ أَبِي نَجِيحٍ العِربَاضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ: وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ موعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فإنَّ كُلَّ بدعة ضلالة». رواه أَبُو داود والترمذي، وَقالَ: « حديث حسن صحيح »

২/১৬১। আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই

[১৫৮] নাসায়ী ১৭১৯, ১৭২০, ১৭২১, ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭৮৯, ২১৭৭, ২১৭৮, ২১৭৯, ২৬১৯, আবূ দাউদ ২৪৩৪

আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"[১৫৯]

١٦٢/٣.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أبَى». قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أبَى ». رواه البخاري

৩/১৬২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন, "যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।"[১৬০]

١٦٣/٤.عَنْ أَبِي مُسلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبِي إيَاسٍ سَلَمَةَ بنِ عَمرِو بنِ الأكوَعِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : « **كُلْ بِيَمِينكَ** » قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ . قَالَ : « **لاَ استَطَعْتَ** » **مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ** فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

৪/১৬৩। আবূ মুসলিম মতান্তরে আবূ ইয়াস সালামাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আকওয়া' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকটে বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার ডান হাতে খাও।" সে বলল, 'আমি পারব না।' তখন তিনি বললেন, "তুমি যেন না পারো।" একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।[১৬১]

١٦٤/٥.عَنْ أَبِي عَبدِ الله النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عنهما ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يقول : «**لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كأنَّما يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فقامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأَى رَجلاً بَادياً صَدْرُهُ ، فَقَالَ : «**عِبَادَ الله ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ** ».

৫/১৬৪। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "**তোমরা**

[১৫৯] আবূ দাউদ ৪৬০৭, দারেমী ৯৫, (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)
[১৬০] সহীহুল বুখারী ৭২৮০, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, আহমাদ ৫৩১১
[১৬১] মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৫৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২

তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)" *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তাঁর নিকট থেকে এর গুরুত্ব বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন তিনি (নামায পড়ার জন্য) বের হয়ে তিনি (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তকবীর বলে নামায শুরু করতে যাচ্ছেন, এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে দেখলেন যে, সে তার বুক কাতার থেকে বের ক'রে রেখেছে। সুতরাং তিনি বললেন, "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে; নচেৎ তিনি তোমাদের চেহারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)"[১৬২]

١٦٥/٦.عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رسولُ اللهِ ﷺ بِشَأنِهِمْ ، قَالَ : «إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/১৬৫। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন যে, মদীনায় রাতের বেলায় একটি ঘর তার বাসিন্দা সমেত পুড়ে গেল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সংবাদ দেওয়া হল, তখন তিনি বললেন, "এই আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমোতে যাবে, তখন তা নিভিয়ে দাও।"[১৬৩]

١٦٦/٧.عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أرْضاً فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ والعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ بمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/১৬৬। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং

[১৬২] সহীহুল বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯

[১৬৩] সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, আহমাদ ১৯০৭৬

(অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।"[১৬৪]

١٦٧/٨.عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ». رواه مسلم

৮/১৬৭। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।"[১৬৫]

١٦٨/٩. عَنْهُ : أَنَّ رَسُول الله ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ : « إنَّكُمْ لا تَدْرونَ في أَيِّها البَرَكَةُ». رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً، وَلْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ».

وفي رواية لَهُ : « إنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذَىً ، فَلْيَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ ».

৯/১৬৮। উক্ত জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (খাবার পর) আঙ্গুলগুলি ও বাসন চেটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "ওর মধ্যে কোন্‌টিতে বর্কত আছে তা তোমরা জান না।" *(মুসলিম)*

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যখন তোমাদের কারো (হাত থেকে) গ্রাস পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিস্কার ক'রে তা খেয়ে নেয় এবং তা শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুল না চাটবে, ততক্ষণ যেন সে রুমালে হাত না মুছে। কেননা, সে জানে না যে, তার কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।"

তাঁর এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় শয়তান তোমাদের কারো নিকট তার প্রত্যেক কাজে হাজির হয়; এমনকি সে তার খাবার সময়েও হাজির হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কারো গ্রাস পড়ে যাবে, তখন তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিস্কার করে খেয়ে নেয় এবং তা শয়তানের জন্য না ছাড়ে।"[১৬৬]

١٦٩/١٠.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِمَوعِظَةٍ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا

---

[১৬৪] **সহীহুল বুখারী** ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২

[১৬৫] মুসলিম ২২৮৫, আহমাদ ১৪৪৭১, ১৪৭৯১

[১৬৬] মুসলিম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, ১৪৮০২, ১৪৮১৫

النَّاسُ ، إنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى الله تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ ﷺ ، ألاَ وَإنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي . فَيُقَالُ : إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إِلَى قولِهِ: ﴿ العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [المائدة : ١١٧ - ١١٨] فَيُقَالُ لِي : إنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১০/১৬৯। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, 'হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী।' কিন্তু আমাকে বলা হবে, 'এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা আপনি জানেন না।' (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা (ঈসা (আলাইহিস সালাম)) বলেছিলেন, "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা মায়েদা ১১৭ আয়াত)* অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, 'নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল।'"[১৬৭]

١٧٠/١١.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ : « إنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ ، وإنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية : أنَّ قَرِيباً لاِبْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ ، وَقالَ : إنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ ، وَقَالَ: « إنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيداً» ثُمَّ عادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهُ ، ثُمَّ عُدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

১১/১৭০। আবূ সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না এবং শত্রুকে ঘায়েলও করা যায় না। বরং তাতে চোখ নষ্ট হয় ও দাঁত ভাঙ্গে। *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক আত্মীয় দুই আঙ্গুল দিয়ে কাঁকর

---

[১৬৭] মুসলিম ২৮৬০, ৩৩৪৯, ৩৪৪৭, ৪৬২৫, ৪৬২৬, ৪৭৪০, ৬৫২৪, ৬৫২৫, ৬৫২৬, তিরমিযী ২৪২৩, ৩১৬৭, ৩৩৩২, নাসায়ী ২০৮১, ২০৮২, ২০৮৭, আহমাদ ১৯১৬, ১৯৫১, ২০২৮, ২০৯৭, ২২৮১, ২৩২৩

ছুঁড়ছিল। তা দেখে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ঐভাবে) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না। কিন্তু সে আবার ঐ কাজ করতে লাগল। তখন তিনি বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন আবার তুমি ছুঁড়তে লাগলে? যাও! তোমার সাথে আর কথাই বলব না।'[১৬৮]

١٧١/١٢.وعَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ يُقَبِّلُ الحَجَرَ - يَعْنِي : الأَسْوَدَ - وَيَقُولُ: إنِي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَولا أَنِي رَأَيتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১২/১৭১। আবেস ইবনে রাবিআহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে 'হাজ্‌রে আসওয়াদ' চুমতে দেখেছি, তিনি বলছিলেন, 'আমি সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার, আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমতাম না।'[১৬৯]

١٧- بَابُ فِي وُجُوْبِ الْاِنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللهِ تَعَالَى

পরিচ্ছেদ -১৭ : আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সে কী উত্তর দেবে?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٥١]

---

[১৬৮] সহীহুল বুখারী ৬২২০, ৪৮৪২, ৫৪৭৯, মুসলিম ১৯৫৪, নাসায়ী ৩৬, ৪৮১৫, আবূ দাউদ ২৭, ৫২৭০, ইবনু মাজাহ ৩২২৭, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০, দারেমী ৪৩৯, ৪৪০

[১৬৯] সহীহুল বুখারী ১৫৯৭, ১৬০৫, ১৬১০, মুসলিম ১২৭০, তিরমিযী ৮৬০, নাসায়ী ২৯৩৭, ২৯৩৮, আবূ দাউদ ১৮৭৩, ২৯৪৩, আহমাদ ১০০, ১৩২, ১৭৭, ২২৭, ২৫৫, ২৭৬, ৩২৭, ৩৬৩, ৩৮৩, ৩৮২, মুওয়াত্তা মালেক -৮২৪, দারেমী ১৮৬৪

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে সব হাদীস সম্বন্ধ রাখে তার মধ্যে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত; যা পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরো হাদীস রয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

١/١٧٢.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ الآية[البقرة : ٢٨٣] اشْتَدَّ ذلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَتَوا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ ، فَقَالُوا : أَيْ رسولَ الله ، كُلِّفْنَا مِنَ الأَعمَالِ مَا نُطِيقُ : الصَّلاةَ والجِهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِهِ الآيَةُ وَلا نُطيقُهَا .قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ** » فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا القومُ ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلسنَتُهُمْ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي إثْرِهَا : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة : ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى ، فَأَنزَلَ اللهُ - عز وجل - : ﴿ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة : ٢٨٦] قَالَ : نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ قَالَ : نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قَالَ : نَعَمْ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم

১/১৭২। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ, "আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৪ আয়াত)* তখন এটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের জন্য প্রচণ্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা (এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি, যা (সম্পাদন) করা আমাদের ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, 'আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম?' বরং তোমরা বল, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।'

সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, “রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্‌তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) ‘আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।’ আর তারা বলে, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।” *(সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)* যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ (রহিত) ক’রে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, “আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! ‘আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।’ আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ![১৭০]

١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ

পরিচ্ছেদ -১৮ : বিদআত এবং (দ্বীনে) নতুন নতুন কাজ আবিষ্কার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন, [يونس : ٣٢] ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلال ﴾

অর্থাৎ, সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী আছে? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الأنعام : ٣٨] ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

অর্থাৎ, আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। *(সূরা আনআম ৩৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [النساء : ٥٩] ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)* অর্থাৎ, কিতাব ও সুন্নাহর দিকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام : ١٥٣]

---

[১৭০] মুসলিম ১২৫, আহমাদ ২৭৯০৪

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলবে। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣١]

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

١٧٣/١.عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وفي رواية لمسلم : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ».

১/১৭৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।"[১৭১]

١٧٤/٢.وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ ، وَعَلا صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ ، يَقُولُ : « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ » وَيَقُولُ : «بُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ» وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصبُعَيهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ». رواه مسلم

২/১৭৪। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ ধারণ করত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলতেন, "(সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে।" আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিত ক'রে বলতেন যে, "আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দু'টির মত (কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।" আর তিনি বলতেন, "আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" অতঃপর তিনি বলতেন, "আমি প্রত্যেক মু'মিনদের নিকট তার আত্মার চেয়েও নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে ঋণ

---

[১৭১] সহীহুল বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭

অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত।"[১৭২]

৩/১৭৫। ইরবায ইবনে সারিয়ার যে (১৬১নং) হাদীসটি 'সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব' পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ্য।

١٩- بَابُ فِيْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

পরিচ্ছেদ -১৯ : যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ রীতি চালু করবে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً﴾ [الفرقان :٧٤]

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা করে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।' *(সূরা ফুরক্বান ৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [الأنبياء : ٧٣]

অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। *(সূরা আম্বিয়া ৭৩ আয়াত)*

١/١٧٦.عَنْ أَبِي عَمرٍو جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ العَبَاءِ ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ ، عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ رَسُولُ الله ﷺ لمَاَّ رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : « ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إِلَى آخر الآية : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾، والآية الأُخْرَى التي فِي آخر الحَشْرِ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرهمِهِ، مِنْ ثَوبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ » فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجِزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الإسلامِ سنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ ». رواه مسلم

---

[১৭২] মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৯৫৪, ২৯৫৬, ইবনু মাজাহ ৪৫, ২৪১৬, আহমাদ ১৩৭৪৪, ১৩২৪, ১৪০২২, ১৪১৯, ১৪৫৬৫

১/১৭৬। আবূ আম্‌র জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা 'আবা' (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর) প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন ক'রে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা নিসা ১ আয়াত)* অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" *(সূরা হাশ্‌র ১৮ আয়াত)*

"সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদকাহ করে।" এমনকি তিনি বললেন, "খেজুরের আধা টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)।" সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।"[১৭৩]

٢/١٧٧.وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ؓ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

[১৭৩] মুসলিম ১০১৭, তিরমিযী ২৬৭৫, নাসায়ী ২৫৫৪, ইবনু মাজাহ ২০৩, আহমাদ ১৮৬৭৫, ১৮৬৯৩, ১৮৭০১, ১৮৭২৪, দারেমী ৫১২, ৫১৪

২/১৭৭। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান (কাবীল) এর উপর বর্তাবে। কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু করেছে।”[১৭৪]

٢٠- بَابُ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَىٰ خَيْرٍ وَالدُّعَاءِ إِلَى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ

পরিচ্ছেদ -২০ : মঙ্গলের প্রতি পথ-নির্দেশনা এবং সৎপথ অথবা অসৎপথের দিকে আহবান করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ [القصص : ٨٧]

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। *(সূরা ক্বাস্বাস্ ৮৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل : ١٢٥]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহ্ল ১২৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة :٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ [آل عمران :١٠٤]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

١٧٨/١.وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقبةَ بنِ عَمرِو الأَنصَارِيِّ البَدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ». رواه مسلم

১/১৭৮। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্র আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে তার প্রতি আমলকারীর সমান নেকী পাবে।”[১৭৫]

١٧٩/٢.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَه ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ ، كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً ». رواه مسلم

২/১৭৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহবান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের

---

[১৭৪] সহীহুল বুখারী ৩৩৩৬, ৬৮৬৭, ৭৩২১, মুসলিম ১৬৭৭, তিরমিযী ২৬৭৭, নাসায়ী ৩৯৮৫, ইবনু মাজাহ ২৬১৬, আহমাদ ৩৫২৩, ৪০৮১, ৪১১২

[১৭৫] মুসলিম ১৮৯৩, তিরমিযী ২৬৭১, আবূ দাউদ ৫১২৯, আহমাদ ২৭৫৮৫, ২১৮৩৪, ২১৮৪৬, ২১৮৫৫

নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে, তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না।"[১৭৬]

١٨٠/٣.وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَرَ : « لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ ، يُحبُّ اللهَ وَرَسولَهُ ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسولِ الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ : « أينَ عَلِيُّ ابنُ أبي طالب ؟ » فقيلَ: يَا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيهِ . قَالَ : « فَأَرْسِلُوا إلَيهِ » فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رسولُ الله ﷺ في عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِىءَ حَتَّى كَأنْ لَمْ يكُن بِهِ وَجَعٌ ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ . فقَالَ عَليٌّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أقاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلاَمِ ، وَأخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللهِ لأنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/১৮০। আবূল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।" অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকব?' তিনি বললেন, "তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও। **আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উঁটনী অপেক্ষাও উত্তম।**"[১৭৭]

١٨١/٤.وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ فتىً مِنْ أَسلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أتَجَهَّزُ بِهِ ، قَالَ : « ائتِ فُلاَناً فإنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: إنَّ رسولَ الله ﷺ يُقرِئُكَ السَّلاَمَ ،

---

[১৭৬] মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬১৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩

[১৭৭] সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪

وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيئاً ، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِين مِنْهُ شَيئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

৪/১৮১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করছি; কিন্তু আমার কাছে তার প্রস্তুতির সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "**তুমি অমুকের কাছে যাও**। কেননা সে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুতি নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে (যুবকটি) তার নিকট এসে বলল, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে সরঞ্জাম তুমি (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছ, তা তুমি আমাকে দাও।' অতএব সে (তার স্ত্রীকে) বলল, 'হে অমুক! আমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিলাম, তুমি সব একে দিয়ে দাও এবং তা হতে কোন জিনিস আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।'[১৭৮]

٢١- بَابُ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

পরিচ্ছেদ -২১ : নেকী ও সংযমশীলতার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ!। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(সূরা আস্র)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, লোকেরা অথবা তাদের অধিকাংশই এই সূরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে উদাসীন। *(তফসীর ইবনে কাসীর)*

١٨٢/١.وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﷺ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/১৮২। আবূ আব্দুর রাহ্মান যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন মুজাহিদ প্রস্তুত ক'রে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল।" (অর্থাৎ, সেও জিহাদের নেকী পাবে।)[১৭৯]

١٨٣/٢.وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بَعثاً إِلَى بَنِي لِحْيَان مِنْ هُذَيلٍ ، فَقَالَ :

[১৭৮] মুসলিম ১৮৯৪, আবূ দাউদ ২৭৮০, আহমাদ ১২৭৪৮

[১৭৯] সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮. ২১১৬৮, ২১১৭৩, নাসায়ী ৩১৮০. ৩১৮১, দারেমী ২৪১৯

«لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا». رواه مسلم

২/১৮৩। আবূ সাইদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহ্ইয়ানের দিকে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ (করার ইচ্ছা) করলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যাবে; **আর সওয়াব দু'জনেই পাবে**।"[১৮০]

٣/١٨٤.وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَ رَكْباً بالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : « مَنِ القَوْمُ ؟» قَالُوا : المُسلِمُونَ ، فَقَالُوا : مَن أنتَ ؟ قَالَ : « رَسُولُ الله » ، فَرَفَعَت إِلَيْهِ امرأةٌ صَبياً ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ ». رواه مسلم

৩/১৮৪। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, "তোমরা কারা?" তারা বলল, '(আমরা) মুসলমান।' অতঃপর তারা বলল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, "(আমি) আল্লাহর রসূল।" অতঃপর একজন মহিলা তার এক বাচ্চাকে তাঁর দিকে তুলে বলল, 'এর কি হজ্জ আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, **আর তুমিও নেকী পাবে**।"[১৮১]

٥/١٨٥.وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : « الخَازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ فيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/১৮৫। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে মুসলমান আমানাতদার কোষাধ্যক্ষ মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং সে ভালো মনে তাকে পূর্ণ মাল দেয়, যাকে মালিক দেওয়ার আদেশ করে, **সেও সাদকাহকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়**।"[১৮২]

٢٢- بَابُ النَّصِيْحَةِ

পরিচ্ছেদ -২২ : হিতাকাঙ্ক্ষিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الحجرات : ١٠] ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾

অর্থাৎ, সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজরাত ১০ আয়াত)*

তিনি নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, [الأعراف : ٦٢] ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾

অর্থাৎ, (নূহ বলল,) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (বা হিতকামনা করছি)। *(সূরা আ'রাফ ৬২ আয়াত)*

[১৮০] মুসলিম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, ১১১৩৩, ১১৪৫৭,

[১৮১] মুসলিম ১৩৩৬, আবূ দাউদ ১৭৩৫, আহমাদ ১৯০১, ২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা মালেক -৯৬১, নাসায়ী ২৬৪৫, ২৬৪৬, ২৬৪৭, ২৬৪৮, ২৫৪৯

[১৮২] মুসলিম ১৪৩৮, ২২৬০, ২৩১৯, মুসলিম ১০২৩, ১৬৯৯, আবূ দাউদ ১৬৮৪, আহমাদ ১৯০১৮, ১৯১২৭, ১৯১২৮, ১৯১৫৩, ১৯২০৭, নাসায়ী ২৫৬০

তিনি হূদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, ﴿ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [الأعراف : ٦٨]

অর্থাৎ, (হূদ বলল,) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা (বা হিতাকাঙ্ক্ষী)। *(সূরা ঐ ৬৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

١٨٦/١.عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيم بنِ أوسٍ الدَّارِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((**الدِّينُ النَّصِيحةُ**)) قُلنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : «**لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ**». رواه مسلم

১/১৮৬। আবূ রুক্বাইয়াহ তামীম বিন আওস দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "**দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।**" আমরা বললাম, 'কার জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।[১৮৩]

١٨٧/٢.عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

২/১৮৭। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল **মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার** উপর বায়আত করেছি।[১৮৪]

١٨٨/٣.عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « **لاَ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/১৮৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।"[১৮৫]

٢٣- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

পরিচ্ছেদ - ২৩ : ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلْتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٤]

---

[১৮৩] মুসলিম ৫৫, নাসায়ী ৪১৯৭, ৪১৯৮, আবূ দাউদ ৪৯৪৪, আহমাদ ১৬৪৯৩

[১৮৪] সহীহুল বুখারী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, মুসলিম ৫৬, তিরমিযী ১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪, ১৮৭৪৩, ১৮৭৫০, দারেমী ২৫৪০

[১৮৫] সহীহুল বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, ১৩১৮০, ১৩২০৭, ১৩৪৬২, ১৩৫৪৭, ১৩৬৫৬, দারেমী ২৭৪০

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমণ্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, আর অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর। *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

অন্যত্রে বলেছেন,

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾

অর্থাৎ, আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসিনী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾[المائدة : ٧٨-٧٩]

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন, ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾

অর্থাৎ, বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। *(সূরা ক্বাহফ ২৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤]

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। *(সূরা হিজ্র ৯৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

﴿ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ১৬৫ আয়াত)*

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

١٨٩/١.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: « مَـنْ رَأى مِـنْكُمْ مُنْكَـراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ ». رواه مسلم

১/১৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে **যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়**। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[১৮৬]

١٩٠/٢.عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّة قَبْلِي إلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ». رواه مسلم

২/১৯০। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন এবং **যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন**। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।"[১৮৭]

١٩١/٣.عَنْ أَبِي الوَلِيدِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ قَـالَ: بَايَعْنَـا رَسُـولُ اللهِ ﷺ عَلَى الـسَّمْعِ والطَّاعَـةِ فِي العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأَمْرَ أهْلَـهُ إلاَّ أنْ تَـرَوْا كُـفْـراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بِالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَـافُ فِي اللهِ لَوْمَـةَ لاَئِـمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/১৯১। আবূ অলীদ উবাদাহ ইবনে স্বামেত (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী

[১৮৬] সহীহুল বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮, ৫০০৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০, ইবনু মাজাহ ১২৭৫, ৪০১৩, আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১১৪৫, ১১৪৬৬, দারেমী ২৭৪০১

[১৮৭] মুসলিম ৫০, আহমাদ ৪৩৬৬

দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। **আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।**"[১৮৮]

١٩٢/٤.عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا، عَنِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: « مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإنْ أَخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعاً». رواه البخاري

৪/১৯২। নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি ক'রে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র ক'রে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) **পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।**"[১৮৯]

١٩٣/٥.عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هِندِ بِنتِ أَبي أُمَيَّةَ حُذَيفَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : « إنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ نُقَاتِلُهم؟ قَالَ: «لاَ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاَةَ». رواه مسلم

৫/১৯৩। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামাহ হিন্দ্ বিন্তে আবী উমাইয়া হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে)

---

[১৮৮] সহীহুল বুখারী ৭০৫৬, ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১৬৮৭৩৩, ৭১৯৯, ৭২১৩, ৭৪৬৮, মুসলিম ১৭০৯, তিরমিযী ১৪৩৯, নাসায়ী ৪১৪৯, ৪১৫১৪, ৪১৫২, ৪১৫৩, ৪১৫৪, ৪১৬১, ৪১৬২, ৪১৭৮, ৪২১০, ৫০০২, ইবনু মাজাহ ২৬০০, ২৮৬৬, আহমাদ ৪৩৮৮, ১৫২২৬, ২২১৬০, ২২১৯২, ২২২০৯, ২২২১৮, ২২২৪৮, ২২২৬৩.

[১৮৯] সহীহুল বুখারী ২৪৯৩, ২৬৮৬, তিরমিযী ২১৭৩, আহমাদ ১৭৮৯৭, ১৭৯০৪, ১৭৯১২, ১৭৯৪৪

ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং **যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে**। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।"[১৯০]

١٩٤/٦.عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ الحَكَمِ زَيْنَبَ بِنتِ جَحشٍ رَضِيَ الله عَنهَا : أن النَّبيّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً ، يَقُولُ: « **لا إلَهَ إلاّ الله ، وَيلٌ للْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثلَ هذِهِ** » ، وحلّق بأُصبُعيهِ الإبهامِ وَالّتِي تَلِيهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : « **نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ**». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/১৯৪। উম্মুল মু'মিনীন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জূজ-মা'জূজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।" এবং তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধ ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, **যখন নোংরামি বেশী হবে**।"[১৯১]

١٩٥/٧.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : « **إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ !** » فقالوا : يَا رَسُولَ الله ، مَا لَنَا مِنْ مجالِسِنا بُدٌّ ، نتحدث فِيهَا . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : « **فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ** » . قالوا : وما حَقُّ الطَّريقِ يَا رسولَ الله ؟ قَالَ : « **غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ** » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/১৯৫। আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা রাস্তায় বসা হতে বিরত থাক।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কি?' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, **ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা**।"[১৯২]

١٩٦/٨.عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أن رَسُولَ الله ﷺ رَأى خاتماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : «**يَعْمِدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ !**» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَالله لاَ آخُذُهُ أبداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ الله ﷺ. رواه مسلم

[১৯০] মুসলিম ১৮৫৪, তিরমিযী ২২৬৫, ৪৭৬০, আহমাদ ২৫৯৮৯, ২৬০৩৭, ২৬১৮৮

[১৯১] সহীহুল বুখারী ৩৩৪৬, ৩৫৯৮, ৭০৫৯, ৭১৩৫, মুসলিম ২৮৮০, তিরমিযী ২১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৩, আহমাদ ২৬৮৬৭, ২৬৮৭০

[১৯২] সহীহুল বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, আবূ দাউদ ৪৮১৫, আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, ১১১৯২

৮/১৯৬। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুক্‌রা নিয়ে তা স্বহস্তে রাখতে চায়!" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, 'তুমি তোমার আংটিটা তুলে নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা উপকৃত হও।' সে বলল, 'না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা ফেলে দিয়েছেন, তা আমি কখনই তুলে নেব না।'[১৯৩]

١٩٧/٩.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَسَنِ البَصرِي : أَنَّ عَائِذَ بنَ عَمرٍو ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَاد ، فَقَالَ : أي بُنَيَّ ، إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ» فَإيَّاكَ أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : اجلِسْ فَإِنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ ، فَقَالَ : وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ . رواه مسلم

৯/১৯৭। আবূ সাঈদ হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, আয়েয ইবনে আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইরাকের গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, 'বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।' যিয়াদ তাঁকে বলল, 'আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের চালা আটার অবশিষ্ট ভুসি (অপদার্থ)!' তিনি বললেন, 'তাঁদের মধ্যেও কি ভুসি আছে? (কখনই না।) বরং ভুসি তো তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁরা ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে।'[১৯৪]

١٩٨/١٠.عَن حُذَيفَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ: « وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ ». رواه الترمذي، وَقالَ : « حديث حسن ».

১০/১৯৮। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।"[১৯৫]

١٩٩/١١.عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « أفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه أبُو داود والترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن ».

১১/১৯৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।"[১৯৬]

---

[১৯৩] মুসলিম ২০৯০, আহমাদ ২০১১৪

[১৯৪] মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪

[১৯৫] তিরমিযী ২১৬৯

[১৯৬] তিরমিযী ২১৭৪, আবূ দাউদ ৪৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৪০১১, আহমাদ ১০৭৫৯, ১১১৯৩; (আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সূত্রে)

١٢/٢٠٠.عَنْ أَبِي عَبدِ الله طَارِقِ بن شِهَابٍ البَجَلِيِّ الأَحْمَسِيِّ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيّ ﷺ وَقَد وَضَعَ رِجلَهُ فِي الغَرْزِ: أيُّ الجِهادِ أفضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ». رواه النسائي بإسناد صحيح

১২/২০০। আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে শিহাব বাজালী আহমাসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল এমতাবস্থায় যে, তিনি (সওয়ারীর উপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে দিয়েছিলেন, 'কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ?' তিনি বললেন, "অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলা।"[১৯৭]

١٣/٢٠١.عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ : يَا هٰذَا اتَّقِ اللهِ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنَ أَكِيلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللهِ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ » ثُمَّ قَالَ : ﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ، كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ تَرٰى كَثِيْراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾

إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ فَاسِقُوْنَ ﴾ [المائدة : ٧٨، ٨١] ثُمَّ قَالَ : « كَلاَّ ، وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ ، وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا ، وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْراً ، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللهِ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنْكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ » رواه أبو داود، والترمذي وقال : حديث حسن .

১৩/২০১। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন ঃ বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে অন্যায় ও অপকর্ম প্রবেশ করে ঃ এক (আলিম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হতো এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ কর, কারণ, তোমার জন্য এ কাজ অবৈধ, সে তার সঙ্গে দ্বিতীয় দিনও মিলিত হয়ে তাকে একই অবস্থায় দেখতে পেত কিন্তু সে কাজ তাকে তার পানাহার ও উঠা-বসায় অংশীদার হতে বাধা দিত না, তাদের অবস্থা এরকম হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের একের অন্তরের (কালিমার) মাধ্যমে অপরের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা অন্ধকার করে দিলেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ "বানী ইসলাঈলের মাঝে যারা কুফরীর পথ ধরল দাঊদ ও 'ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদের প্রতি লানত করা হলো। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অতিরিক্ত সীমালঙ্ঘন করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ করতে নিষেধ করত না। তারা অতিশয় নিকৃষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিল। বহু লোককে তোমরা দেখছ, যারা (মু'মিনদের বদলে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহায়তা করতে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই

[১৯৭] নাসায়ী ৪২০৯, আহমাদ ১৮৩৫১, (নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)

সামনে খুব মন্দ পরিণতিই রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের আযাবভোগ স্থায়ী হবে। আল্লাহ, রাসূল এবং সেই জিনিসের প্রতি তারা যদি প্রকৃতই ঈমান আনত, তাঁর (নাবীর) প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে তারা কখনও বন্ধুরূপে (ঈমানদার লোকদের বিপরীতে) কাফিরদেরকে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ফাসিক"- (সূরা আল-মায়িদাহ্ ঃ ৭৮-৮১)। তারপর তিনি (মহানবী) বললেন ঃ কখনও নয়! ﷺ আল্লাহর কসম! অবশ্যই তোমরা সৎ কর্মের আদেশ দিতে থাক এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে (মানুষকে) বিরত রাখ, অত্যাচারীর হাত মজবূত করে ধর এবং তাকে টেনে তুলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (নেককার ও গুনাহ্গার) পরস্পরের অন্তরকে একত্রিত করে (অন্ধকার করে) দিবেন, তারপর তোমাদেরকেও বানী ইসরাঈলের ন্যায় অভিশপ্ত করবেন। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযি বলেছেন, এটা হাসান হাদীস। হাদীসের মূল শব্দগুলো আবূ দাউদের-৪৩৩৬।

মূল হাদীসের অর্থ নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন বানী ইসরাঈল গর্হিত কর্মে লিপ্ত হলো, তাদেরকে তাদের আলিমগণ তা হতে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু তারা তা করল না। তাদের সাথে আলিমগণ উঠা-বসা ও পানাহার চালিয়ে যেতে থাকল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের পরস্পরের হৃদয়কে একত্রিত করে দিলেন (ফলে আলিমরাও অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়ল)। আল্লাহ তা'আলা দাউদ ও ঈসা ইবনু মারইয়ামের মুখ দিয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিলেন। কেননা, তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ঃ কখনও নয়, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! তাদেরকে তোমরা (অত্যাচারীদেরকে) হাত ধরে টেনে এনে হক্ব ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ছেড়ে দিবে না।[১৯৮]

٢٠٢/١٤.عَنْ أَبِي بَكـرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُم لَتَقرَؤُونَ هَذِهِ الآيَـةَ: ﴿ يَـا أَيُّهَـا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥] وَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْـهُ ».

رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة

১৪/২০২। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি

[১৯৮] আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন। কিন্তু তার হাসান আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ হাদীসটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আবূ ওবাইদাহ্ ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনু মাসউদ আর তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসাউদ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি। যেমনটি ইমাম তিরমিযী বারবার উল্লেখ করেছেন। অতএব এ সনদটি বিচ্ছিন্ন। এছাড়া তার সনদে চারভাবে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। আমি এগুলো সম্পর্কে "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থে (নং ১৬৬৬) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।"[১৯৯]

٢٤- بَابُ تَغْلِيْظِ عُقُوْبَةِ مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ نَهٰى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ قَوْلُهُ فِعْلَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৪ : সেই ব্যক্তির শাস্তির বিবরণ যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; কিন্তু সে নিজেই তা মেনে চলে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة : ٤٤]

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

তিনি শুআইব ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [هود :٨٨]

অর্থাৎ, (শুআইব বলল,) আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি, যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি।' *(সূরা হূদ ৮৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

١/٢٠٣.وَعَنْ أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بنِ حَارِثَةَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : « يُؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القيَامَةِ فَيُلْقَى في النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ في الرَّحَى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أَهْلُ النَّارِ ، فَيقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ ، وأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২০৩। আবূ যায়দ উসামাহ ইবনে যায়দ ইবনে হারেসাহ رضي الله عنهما বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে,

---

[১৯৯] আবূ দাউদ ৪৩৩৮, আহমাদ ১, ১৭, ৩০, ৫৪, (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, সহীহ সনদ সূত্রে)

‘ওহে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে?’ সে বলবে, ‘অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম; অথচ আমি নিজেই তা করতাম!”[২০০]

٢٥- بَابُ الْأَمْرِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ

পরিচ্ছেদ - ২৫ : আমানত আদায় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [النساء : ٥٨] ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ [الأحزاب : ٧٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

হাদীসমূহ ঃ

١/٢٠٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية: « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » .

১/২০৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।”[২০১]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, “যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।”

٢/٢٠٥. وَعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَينِ قَدْ رأَيتُ أحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخَر : حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَت في جَذرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ نَزَلَ القُرآنُ فَعَلِمُوا مِنَ القرآن ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفعِ الأَمَانَةِ ، فَقَالَ : « يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ

[২০০] সহীহুল বুখারী ৩২৬৭, ৭০৯৮, মুসলিম ২৯৮৯, আহমাদ ২১২৭৭, ২১২৮৭, ২১২৯৩, ২১৩১২

[২০১] সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৯, তিরমিযী ২৬৩১, নাসায়ী ৫০২১, আহমাদ ৮৪৭০, ৮৯১৩, ১০৫৪২

دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيهِ شَيءٌ » ثُـمَّ أخَـذَ حَـصَاةً فَدَحْرَجَـهُ عَلَى رِجْلِـهِ « فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ ، فَلا يَكَادُ أحدٌ يُؤَدّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ : إنَّ فِي بَنِي فُلان رَجُلاً أميناً ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أجْلَدَهُ ! مَا أظْرَفَهُ ! مَا أعْقَلَهُ ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِن خَرْدَل مِنْ إيمَان » . وَلَقدْ أتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئِن كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدَّنَّهُ عليَّ دِينهُ ، وَإنْ كَانَ نَصْرانِيّاً أَوْ يَهُودِياً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ ، وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايعُ مِنْكُمْ إلاَّ فُلاناً وَفُلاناً». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/২০৫। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই।[২০২]

٣/٢٠٦.وَعَن حُذَيفَةَ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « يَجمَـعُ اللهُ تبَـارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ المُؤمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ ، فَيَأتُونَ آدَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِ ، فَيقُولُونَ : يَـا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّةَ ، فَيقُولُ : وَهَلْ أخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلاَّ خَطِيئَةُ أبيكُمْ ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إبْراهيمَ خَلِيلِ اللهِ . قَالَ : فَيَأتُونَ إبرَاهِيمَ فَيَقُولُ إبراهيم : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ إِنَّمَـا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكليماً. فَيَأتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُ : لستُ

[২০২] সহীহুল বুখারী ৬৪৯৭, ৭০৮৬, ৭২৭৬, মুসলিম ১৪৩, তিরমিযী ২১৭৯, ইবনু মাজাহ ৪০৫৩, আহমাদ ২২৭৪৪

بِصَاحِبِ ذلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كلمةِ اللهِ ورُوحه ، فيقول عيسى : لستُ بصَاحبِ ذلِـكَ ، فَيَـأْتُونَ مُحَمَّداً ﷺ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومانِ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً فَيَمُرُّ أَوَّلُكُمْ كَالبَرْقِ » قُلْتُ : بِأَبِي وَأُمِّي ، أَيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ يمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَال تَجْرِي بهِمْ أَعْمَالُهُمْ ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّراطِ ، يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ العِبَادِ ، حَتَّى يَجِيء الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلاَّ زَحْفاً ، وَفِي حَافَتَي الصِّراطِ كَلاَلِيبُ معَلَّقَةٌ مَأمُورَةٌ بِأَخذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ ، وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ ». وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، إنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. رواه مسلم

৩/২০৬। হুযাইফাহ ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী ক'রে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন।' তিনি বলবেন, '(তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।" নবী ﷺ বলেন, "অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।" ইব্রাহীম বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।' ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, 'আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।' কিন্তু ঈসাও বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই।' অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু'দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবূ হুরাইরাহ) বললাম, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কী?' তিনি বললেন, "তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?" অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, "হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!" শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে (সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই

সত্তার কসম, যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)।[২০৩]

٢٠٧/٤.وعَنْ أَبِي خُبَيبٍ عَبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ، إنَّهُ لاَ يُقْتَلُ اليومَ إلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظلُومٌ، وَإنِّي لا أراني إلاَّ سَأُقْتَلُ اليوم مظلوماً، وإنَّ مِنْ أكبرَ هَمِّي لَدَيْنِي ، أفَتَرَى دَيْننا يُبقي من مالِنا شَيئاً ؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، بعْ مَا لَنَا وَاقْضِ دَيْنِي ، وَأوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ ، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث . قَالَ : فَإنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّينِ شَيء فَثُلُثُه لِبَنِيكَ . قَالَ هِشَام : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبيبٍ وَعَبَّادٍ ، وَلَهُ يَوْمَئذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَات . قَالَ عَبدُ الله : فَجَعَلَ يُوصيني بدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ ، إنْ عَجَزْتَ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيهِ بِمَوْلاَيَ . قَالَ : فَوَاللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أبَتِ مَنْ مَوْلاَكَ ؟ قَالَ : الله . قَالَ : فَوَاللهِ مَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إلاَّ قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ . قَالَ : فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعْ دِينَاراً وَلا دِرْهماً إلاَّ أرَضِينَ ، مِنْهَا الغَابَةُ وإحْدَى عَشْرَةَ دَاراً بالمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بالبَصْرَةِ ، ودَاراً بالكُوفَةِ ، ودَاراً بِمِصْرَ . قَالَ : وَإنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيهِ أنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأتِيهِ بالمال ، فَيَسْتَودِعُهُ إيَّاهُ ، فَيقُولُ الزُّبَيْرُ : لا ، وَلَكِنْ هُوَ سَلَفٌ إنِّي أخْشَى عَلَيهِ الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إمَارَةً قَطُّ وَلا جِبَايَةً ولا خراجاً وَلاَ شَيئاً إلاَّ أنْ يَكُونَ فِي غَزْوٍ مَعَ رسولِ الله ﷺ أوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، قَالَ عَبدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيهِ مِن الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ ألْفي ألْفٍ وَمِئَتَي ألْف ! فَلَقِيَ حَكِيمُ بنُ حِزَام عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أخِي ، كَمْ عَلَى أخي مِنَ الدَّيْنِ ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مِئَةُ ألْف . فَقَالَ حَكِيمٌ : واللهِ مَا أرَى أمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذِهِ . فَقَالَ عَبدُ اللهِ : أرَأيْتَكَ إنْ كَانَتْ ألْفَي ألف وَمئَتَيْ ألْف ؟ قَالَ : مَا أرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَا ، فَإنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيرُ قَد اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ ومئة ألف ، فَبَاعَهَا عَبدُ اللهِ بِألْفِ ألْف وَسِتِّمِئَةِ ألْف ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ شَيْء فَلْيُوافِنَا بِالغَابَةِ ، فَأتَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَر ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ أرْبَعمئةِ ألْف ، فَقَالَ لعَبدِ الله : إنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ ؟ قَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَإنْ شِئتُم جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إنْ أخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قطعَةً ، قَالَ عَبدُ الله : لَكَ مِنْ هاهُنَا إلَى هَاهُنَا . فَبَاعَ عَبدُ اللهِ مِنها فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأوْفَاهُ ، وَبَقِيَ مِنْهَا أرْبَعَةُ أسْهُم

---

[২০৩] সহীহুল বুখারী ৩১৯৯, মুসলিম ১৯৫, তিরমিযী ২১৮৬, ৩২২৭

وَنِصْفٌ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَالمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَتِ الغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْم بمئَة ألف، قَالَ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، فَقَالَ المُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيرِ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهماً بِمئَةِ ألفِ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمئَةِ أَلْفِ . وَقالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بِمئَةِ أَلْفِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ ونِصْفُ سَهْم ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بخَمْسِينَ وَمئَةِ أَلْف . قَالَ : وَبَاعَ عَبدُ الله بْنُ جَعفَر نَصيبهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِستِّمِئَةِ أَلْفِ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ، قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ : اقسمْ بَينَنَا ميراثَنا ، قَالَ : وَاللهِ لا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أنَادِي بالمَوْسم أَرْبَعَ سنينَ : ألا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأتِنَا فَلْنَقْضِهِ . فَجَعَلَ كُلّ سَنَةٍ يُنَادِي في المَوْسِمِ ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ . وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَأَصَابَ كُلَّ امرَأَةٍ أَلْفُ ألف وَمِئَتَا أَلْف ، فَجَميعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَلفَ أَلْفِ وَمِئَتَا أَلْفِ . رواه البخاري

৪/২০৭। আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)?' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বেচে আমার ঋণ পরিশোধ ক'রে দিও।' আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তাঁর অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, 'যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায়, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।'

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, 'হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও।' তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, 'আব্বাজান! আপনার মওলা কে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ।' আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, 'হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও।' সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল

আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দু'টি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর (রাঃ) বলতেন, **'না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।'** (কারণ আমানত নষ্ট হলে তা আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ), আবূ বাক্‌র, উমর ও উসমান (রাঃ)দের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, 'হে ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে?' আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, 'এক লাখ।' পুনরায় হাকীম বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, ' কী রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়?' তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।'

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে 'গাবাহ' কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, 'যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক।' (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, 'তোমরা যদি চাও, তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মওকুফ ক'রে দেব?' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও।' আব্দুল্লাহ বললেন, 'এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।'

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার) ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ ক'রে দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আম্‌র ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহর কত দাম হয়েছে?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ভাগের এক লাখ।' তিনি বললেন, 'কয়টি ভাগ বাকী রয়ে গেছে?' তিনি বললেন, 'সাড়ে চার ভাগ।' মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, 'আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' আম্‌র ইবনে উসমান বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' ইবনে যামআহ বললেন, 'আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম।' অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, 'আর কত ভাগ বাকী থাকল?' তিনি বললেন, 'দেড় ভাগ।' তিনি বললেন, 'আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।'

আব্দুল্লাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।'

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ ক'রে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, '(এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বণ্টন ক'রে দাও।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বণ্টন করব না, যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ ক'রে দেব।' অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বণ্টন ক'রে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ ক'রে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ।[২০৪]

٢٦- بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَالْأَمْرِ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ

পরিচ্ছেদ - ২৬ : অন্যায়-অত্যাচার করা হারাম এবং অন্যায়ভাবে নেওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়া জরুরী

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(সূরা মু'মিন ১৮ আয়াত)*

﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [الحج: ٧١]

অর্থাৎ, যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা হাজ্জ ৭১ আয়াত)*

হাদীসমূহ ঃ

এই পরিচ্ছেদে আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর (১১৩নং) হাদীসটিও উল্লেখ্য, যেটি 'মুজাহাদাহ' পরিচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

١/٢٠٨. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ». رواه مسلم

১/২০৮। জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা অত্যাচার করা থেকে বাঁচো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ। (অর্থাৎ, অত্যাচারী সেদিন আলো পাবে না)। আর তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কৃপণতা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করার এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।"[২০৫]

[২০৪] সহীহুল বুখারী ৩১২৯

[২০৫] মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২

٢٠٩/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ ». رواه مسلم ، إنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأعْوَرَ وإنَّهُ أعْوَر

২/২০৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে।"[২০৬]

٢١٠/٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، والنَّبيُّ ﷺ بَيْنَ أظْهُرِنَا ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللهَ رَسُول اللهِ ﷺ وَأثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسيحَ الدَّجَال فَأطْنَبَ في ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيّ إلاَّ أنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، أنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإنَّهُ إنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم، عَيْنِ اليُمْنَى ، كَأنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . ألا إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، في بَلَدِكُم هَذَا ، في شَهْرِكُمْ هَذَا ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » قالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : « اَللَّهُمَّ اشْهَدْ » ثلاثاً « وَيْلَكُمْ - أَوْ وَيْحَكُمْ - انْظُروا : لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه

৩/২১০। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এমতবস্থায় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কী? পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি নিজ জাতিকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের হয়, তবে তার অবস্থা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। সতর্ক হয়ে যাও, **নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম ক'রে দিয়েছেন।** যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে। শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি?" সাহাবীগণ বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন,) তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস। দেখো, তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা একে অপরের গর্দান মারবে।"[২০৭]

٢١١/٤. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[২০৬] মুসলিম ২৫৮২, তিরমিযী ২৪২০, আহমাদ ৭১৬৩, ৭৯৩৬, ৮০৮৯, ৮৬৩০

[২০৭] সহীহুল বুখারী ৪৪০৩, ১৭৪২, ৬০৪৩, ৬১৬৬, ৬৭৭৫, ৬৮৫৮, ৭০৭৭, মুসলিম ৬৬, নাসায়ী ৪১২৫, ৪১২৬, ৪১২৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৪৩, আহমাদ ৪৭৮৯, ৬১০৯, ৬১৫০, ৬৩২৯, (বুখারী, কিছু অংশ মুসলিম)

৪/২১১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।"[২০৮]

٢١٢/٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، فَإذَا أخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود : ١٠٢] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২১২। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন, তখন তাকে ছাড়েন না।" তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন---যার অর্থ, "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও ক'রে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।" *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*[২০৯]

٢١٣/٦. وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « إنَّكَ تَأتِي قَوْماً مِنْ أهلِ الكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأنِّي رسولُ اللهِ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأعْلِمْهُمْ أنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ؛ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/২১৩। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল ক'রে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)।"[২১০]

٢١٤/٧.وَعَنْ أَبِي حُمَيدٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ : اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ

---

[২০৮] সহীহুল বুখারী ২৪৫৩, ৩১৯৫, মুসলিম ১৬১২, আহমাদ ২৩৮৩২, ২৫৬১২, ২৫৬৯২

[২০৯] সহীহুল বুখারী ৪৬৮৬, মুসলিম ২৫৮৩, তিরমিযী ৩১১০, ইবনু মাজাহ ৪০১৮

[২১০] সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৩১১০, ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪

الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَقَامَ رسولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا بَعدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ إِلَيَّ ، أَفَلا جَلَسَ فِي بيت أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إنْ كَانَ صَادِقاً ، واللهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إلاَّ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى ، يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلا أعْرِفَنَّ أحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ» ثُمَّ رفع يديهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ ، فَقَالَ : « اَللّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» ثلاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/২১৪। আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আয্দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মালসহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মিম্বরে উঠে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?"[২১১]

٢١٥/٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه ، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيهِ». رواه البخاري

৮/২১৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলমান) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল ক'রে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই

---

[২১১] সহীহুল বুখারী ২৫৯৭, ৯২৫, ১৫০০, ৬৬৩৬, ৬৯৭৯, ৭১৭৪, মু-১৮৩২, আবূ দাউদ ২৯৪৬, আহমাদ ২৩০৮৭, ২৩০৯০, দারেমী ১৬৬৯

থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুমের পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থেকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"[২১২]

٢١٦/٩.وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « **المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯/২১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (ﷺ) বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীনের খাতিরে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই, যে আল্লাহ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করে।"[২১৩]

٢١٧/١٠.وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : « **هُوَ فِي النَّارِ** » فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه ، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا . رواه البخاري

১০/২১৭। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (ﷺ)-এর সামানের জন্য একটি লোক নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরাহ বলা হত। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "সে জাহান্নামী।" অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে গেলেন (ব্যাপার কী?) সুতরাং তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি ক'রে নিয়েছিল।[২১৪]

٢١٨/١١. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحَارِثِ ﷺ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: « **إنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرَاً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَة، وذُو الحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟** » قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ : « **أَلَيْسَ ذَا الحِجَّةِ ؟** » قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : « **فَأيُّ بَلَد هَذَا ؟** » قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيرِ اسْمِهِ . قَالَ : « **ألَيْسَ البَلْدَةَ ؟** » قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : « **فَأيُّ يَوْم هَذَا ؟** » قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيرِ اسْمِهِ . قَالَ : « **أَلَيسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟** » قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : « **فَإنَّ دِمَاءكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْألُكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ ، ألا فَلا تَرْجعوا بعدي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض، ألا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ**

[২১২] সহীহুল বুখারী ২৪৪৯, ৬৫৩৪, আহমাদ ৯৩৩২, ১০১৯৫

[২১৩] সহীহুল বুখারী ১০, ৬৪৮৪, মুসলিম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবূ দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, ৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, দারেমী ২৭১৬

[২১৪] সহীহুল বুখারী ৩০৭৪, ইবনু মাজাহ ২৮৪৯, আহমাদ ৬৪৫৭

، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِلاَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟» قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : «اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১১/২১৮। আবূ বাক্‌রাহ নুফাই ইবনুল হারেস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ ক'রে দেওয়া হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। এটা কোন্ মাস?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কোন্ শহর?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এ শহর (মক্কা) নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "আজ কোন্ দিন?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কি কুরবানীর দিন নয়?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে।" অবশেষে তিনি বললেন, "সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।"[২১৫]

٢١٩/١٢. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ » فَقَالَ رَجُلٌ : وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول الله ؟ فَقَالَ : « وإنْ قَضيباً مِنْ أَرَاك ». رواه مسلم

১২/২১৯। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবা হারেসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

[২১৫] সহীহুল বুখারী ৩১৯৭, ৬৭, ১০৫, ১৭৪১, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭, মুসলিম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬

বলেছেন, "যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন।" একটি লোক বলল, 'যদি তা নগণ্য জিনিস হয় হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যদিও তা পিলু গাছের একটি ডালও হয়।"[২১৬]

٢٢٠/١٣. وَعَن عَدِيّ بنِ عَمِيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : سمعت رَسُول الله ﷺ ، يقول : « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي به يَومَ القِيَامَةِ » فَقَامَ إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، اقبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ : « وَمَا لَكَ ؟ » قَالَ: سَمِعْتك تَقُولُ كَذَا وكَذَا، قَالَ : « وَأَنَا أَقُولُه الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى». رواه مسلم

১৩/২২০। আদী ইবনে আমীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে সূঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিম্বা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে।" এ কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।' তিনি বললেন, "তোমার কি হয়েছে?" সে বলল, 'আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম।' তিনি বললেন, "আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি, সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে।"[২১৭]

٢٢١/١٤. وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فقَالُوا : فُلاَنٌ شَهِيدٌ ، وفُلاَنٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ ، فقالوا : فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءة». رواه مسلم

১৪/২২১। উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন খাইবারের যুদ্ধ হল, তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু সাহাবী এসে বললেন, 'অমুক অমুক শহীদ হয়েছে।' অতঃপর তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, 'অমুক শহীদ।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সে জন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম।"[২১৮]

[২১৬] মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৭৩৬, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৫, দারেমী ২৬০৩

[২১৭] মুসলিম ১৮৩৩, আবূ দাউদ ৩৫৮১, আহমাদ ১৭২৬৪

[২১৮] মুসলিম ১১৪, তিরমিযী ১৫৭৪, আহমাদ ২০৩,৩৩০, দারেমী ২৪৮৯

١٥/٢٢٢. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بنِ رِبعِيٍّ ﷺ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فِيهِم، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالإِيمَانَ باللهِ أفضَلُ الأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سبيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ ﷺ: «**نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِر**» ثُمَّ قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: «**كَيْفَ قُلْتَ؟**» قَالَ: أرَأَيتَ إنْ قُتِلْتُ فِي سبيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ ﷺ: «**نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلاَّ الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبْرِيلَ ﷺ قَالَ لِي ذلِكَ**». رواه مسلم

১৫/২২২। আবূ ক্বাতাদাহ হারেস ইবনে রিবয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, "আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল।" এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা ক'রে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে।" পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি কি যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন ক'রে দেওয়া হবে?' রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে এ কথা বললেন।"[২১৯]

١٦/٢٢٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «**أتدرُونَ مَنِ المُفْلِسُ؟**» قَالُوا: المفلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع، فَقَالَ: «**إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتِي يَومَ القيامَةِ بصَلاَةٍ وَصِيامٍ وزَكَاةٍ، ويأتِي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُه قَبْلَ أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ**». رواه مُسلم

১৬/২২৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে?" তাঁরা বললেন, 'আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই।' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ

[২১৯] মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬, ৩১৫৭, ৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, ২২০৭৯, ২২১২০,মুওয়াত্তা মালেক ১০০৩, দারেমী ২৪১২

করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[২২০]

٢٢٤/١٧. وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّما أَقطَعُ لَهُ قِطعةً مِنَ النَّارِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৭/২২৪। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভায়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।"[২২১]

٢٢٥/١٨. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ». رواه البخاري

১৮/২২৫। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়।"[২২২]

٢٢٦/١٩. وَعَن خَولَةَ بِنتِ عَامِرٍ الأَنصَارِيَّة ، وَهِيَ امرأَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ ». رواه البخاري

১৯/২২৬। হামযাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে আমের আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বণ্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।"[২২৩]

---

[২২০] মুসলিম ২৫৮১, তিরমিযী ২৪১৮, আহমাদ ৭৯৬৯, ৮২০৯, ৮৬২৫

[২২১] সহীহুল বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫, মুসলিম ১৭১৩, নাসায়ী ৫৪০১, আবূ দাউদ ৩৫৮৩, ইবনু মাজাহ ২৩১৭, আহমাদ ২৫৯৫২, ২৬০৭৮, ২৬০৮৬, ২৬১৭৭

[২২২] (অর্থাৎ, খুন করলে দ্বীন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং খুনী কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়।) সহীহুল বুখারী ৬৮৬২, ৬৮৬৩, আহমাদ ৫৬৪৮

[২২৩] সহীহুল বুখারী ৩১১৮, তিরমিযী ২৩৭০, আহমাদ ২৬৫১৪, ২৬৫৮৩, ২৬৭৭২

٢٧- بَابُ تَعْظِيْمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيَانِ حُقُوْقِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ২৭ : মুসলিমদের মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

আরো বলেন, ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

তিনি বলেন, ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(হিজ্র ৮৮আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾ [المائدة : ٣٢]

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দণ্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

١/٢٢٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « **الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً** ». وشبَّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২২৭। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত ক'রে রাখে।" তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন।[২২৪]

٢/٢٢٨. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « **مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا ، أَوْ أَسْوَاقِنَا ، وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّه ؛ أنْ يُصِيبَ أحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

[২২৪] সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৫, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬৮৭, তিরমিযী ১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭

২/২২৮। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোন মসজিদ অথবা কোন বাজারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার উচিত হবে, হাতের চেটো দ্বারা তার ফলাকে ধরে নেওয়া। যাতে কোন মুসলিম তার দ্বারা কোন প্রকার কষ্ট না পায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২২৫]

٣/٢٢٩.وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ : « مَثَـلُ المُـؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২২৯। নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মু'মিনদেন আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৬]

٤/٢٣٠.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَليٍّ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، وَعِنْـدَهُ الأَقْـرَعُ بْنُ حَابِس ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إنَّ لِي عَشرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أحَداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُول الله ﷺ ، فَقَالَ : «مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ !». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৩০। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে চুমু দিলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্বরা' বিন হাবেস বসেছিলেন। আক্বরা' বললেন, 'আমার দশটি ছেলে আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনদিন চুমু দিইনি।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৭]

٥/٢٣١.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْـرَابِ عَلَى رَسُـولِ الله ﷺ ، فَقَـالُوا : أتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُـمْ ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ » قَالُوا : لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ! فَقَـالَ رَسُـولُ الله ﷺ : « أَوَ أَمْلِـكُ إنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُـم الرَّحْمَةَ ! ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২৩১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'আপনারা কি আপনাদের শিশু-সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে থাকেন?' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হ্যাঁ।" তারা বলল, 'কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দিই না।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার যিম্মেদার হতে পারি?" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২২৮]

٦/٢٣٢.وَعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ الله ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[২২৫] সহীহুল বুখারী ৪৫২, ৭০৭৫, মুসলিম ২৬৫১, আবূ দাউদ ২৫২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৮

[২২৬] সহীহুল বুখারী ৬০১১, মুসলিম ২৫৮৬, আহমাদ ১৭৮৯১, ১৭৯০৭, ১৯৯২৬, ১৭৯৪৯, ১৭৯৬৫

[২২৭] সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, আহমাদ ৭০৮১, ৭২৪৭, ৭৫৯২, ১০২৯৫

[২২৮] সহীহুল বুখারী ৫৯৯৮, মুসলিম ২৩১৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৫, আহমাদ ২৩৭৭০, ২৩৮৮৭

৬/২৩২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২২৯]

٢٣٣/٧.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإنَّ فِيهِمِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/২৩৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩০]

٢٣٤/٨.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : إنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أنْ يَعْمَلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أنْ يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ علَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/২৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো (নফল) আমল করতে পছন্দ করা সত্ত্বেও এই ভয়ে ছেড়ে দিতেন যে, লোকেরা তা আমল করবে এবং তার ফলে তাদের উপর তা ফরয ক'রে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩১]

٢٣٥/٩.وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : نَهَاهُمُ النَّبيُّ ﷺ عنِ الوِصَالِ رَحمَةً لَهُمْ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : « إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

৯/২৩৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে দয়াপূর্বক 'সওমে বিসাল' (বিনা ইফতারে একটানা রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, "আপনি তো 'সওমে বিসাল' রাখছেন?" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার প্রতিপালক রাতে পানাহার করান।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩২]

অর্থাৎ, পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেন।

٢٣٦/١٠.وَعَنْ أَبِي قَتادَةَ الحَارِثِ بن رِبعِي ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاةِ ، وَأُرِيدُ أنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيِّ فَأَتَجَوَّزَ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ». رواه البخاري

১০/২৩৬। আবূ কাতাদাহ্ হারেস ইবনে রিবয়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক'রে নামায সংক্ষিপ্ত করি।" *(বুখারী)* [২৩৩]

---

[২২৯] সহীহুল বুখারী ৬০১৩, ৭৩৭৬, মুসলিম ২৩১৯, তিরমিযী ১৯২২, আহমাদ ১৮৭০৭, ১৮৭২১, ১৮৭৫৬, ১৮৭৭৭

[২৩০] সহীহুল বুখারী ৭০৩, মুসলিম ৪৬৭, তিরমিযী ২৩৬, নাসায়ী ৮২৩, আবূ দাউদ ৭৯৪, ৭৯৫, আহমাদ ৭৬১১, ২৭৪৪০, ৮৮৬০, ৯৭৪৯, ৯৯৩৩, ১০১৪৪, ১০৫৫৫

[২৩১] সহীহুল বুখারী ১১২৮, ১১৭৭, মুসলিম ৭১৮, আবূ দাউদ ১২৯২, ১২৯৩, আহমাদ ২৩৫৩৬, ২৪০৩০, ২৪০৩৮, ২৪৮২২, ২৪৮৩৫, ২৪৮৫৭, ২৪৯১৬

[২৩২] সহীহুল বুখারী ১৯৬৪, মুসলিম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, ২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯

[২৩৩] সহীহুল বুখারী ৭০৭, ৮৬৮, নাসায়ী ৮২৫, আবূ দাউদ ৭৮৯, ইবনু মাজাহ ৯৯১, আহমাদ ২৩০৯৬

٢٣٧/١١.وَعَن جُندُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ منْ ذمَّته بشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». رواه مسلم

১১/২৩৭। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।" *(মুসলিম)* [২৩৪]

(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে, সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)

٢٣٨/١٢.وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أخيه ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১২/২৩৮। ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৩৫]

٢٣٩/١٣.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمُ ، لاَ يَخُونُهُ ، وَلاَ يَكْذِبُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوى هاهُنَا ، بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن » .

১৩/২৩৯। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না ক'রে তাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহভীতি এখানে (অন্তরে) রয়েছে। কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [২৩৬]

٢٤٠/١٤.وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ،

---

[২৩৪] মুসলিম ৬৫৭১, তিরমিযী ২২২, নাসায়ী ৮২৫, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫

[২৩৫] সহীহুল বুখারী ২৪৪২, মুসলিম ২৫৮০, তিরমিযী ১৪২৬, নাসায়ী ৪৮৯৩, আহমাদ ৫৩৩৪, ৫৬১৪

[২৩৬] মুসলিম ২৫৬৪, তিরমিযী ১৯২৭

وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً ، المُسْلِمُ أخُو المُسْلمِ : لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلا يَحْقِرُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلمِ عَلَى المُسْلمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ». رواه مسلم

১৪/২৪০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, একে অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং একে অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম)* [২৩৭]

٢٤١/١٦.وَعَن أَنَسٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/২৪১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৮]

٢٤٢/١٧.وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « انْصُرْ أخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً ». فَقَالَ رجل : يَا رَسُولَ اللهِ، أنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً ، أرَأيْتَ إنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أنْصُرُهُ ؟ قَالَ : « تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ - مِنَ الظُّلْمِ فَإنَّ ذلِكَ نَصرُهُ ». رواه البخاري

১৭/২৪২। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত।" তিনি (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে।" *(বুখারী)* [২৩৯]

٢٤٣/١٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ

---

[২৩৭] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৪, ২৫৬৩, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪ আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, ২৭৩৩৪, ৮২৯৯, ২৭৪৮৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৯১, ১৬৮৪

[২৩৮] সহীহুল বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, আহমাদ ১১৫৯১, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১২৯৯৪, দারেমী ২৭৪০

[২৩৯] সহীহুল বুখারী ৬৯৫২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, তিরমিযী ২২৫৫, আহমাদ ১১৫৩৮, ১২৬৬৬

السَّلامِ ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإجَابَةُ الدَّعْوَة ، وتَشْمِيتُ العَاطِسِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفي رواية لمسلم : «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ ستٌّ : إذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ ، وَإذَا دَعَاكَ فَأجبْهُ ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

১৮/২৪৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে ঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) রোগীকে দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার ছয়টি ঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশ গ্রহণ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪০]

٢٤٤/١٩. وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبعٍ ، وَنَهَانَا عَن سَبعٍ : أمَرَنَا بعيَادَة المَرِيض ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ ، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإبْرَارِ المُقْسِمِ، ونَصْرِ المَظْلُوم ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ ، ونَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ ، وَعَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ ، وَعَنِ القَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والإسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৯/২৪৪। আবূ উমারাহ বারা' ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশমী পোশাক) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪১]

---

[২৪০] সহীহুল বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ ২৭৫১১, ১০৫৮৩

[২৪১] সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৫৭, ৫৬৩৫, ৫৬৫০,৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, ৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ ২১১৫, আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০

٢٨- بَابُ سَتْرِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالنَّهْيِ عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

পরিচ্ছেদ - ২৮ : মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা জরুরী এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ﴾

অর্থাৎ, যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

١/٢٤٥.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبيِّ ، قَالَ : «لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه مسلم

১/২৪৫। আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, নবী বলেন, "যে দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।" *(মুসলিম)* [২৪২]

٢/٢٤٦.وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ، يَقُولُ : «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافىً إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بالليلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ، فَيقُولُ : يَا فُلانُ ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصبحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/২৪৬। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি, "আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত। আর এক প্রকার প্রকাশ এই যে, কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপকাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি।' অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে!" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৩]

٣/٢٤٧.وعنه ، عن النَّبيِّ ، قَالَ : « إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২৪৭। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী বলেছেন, "(কারো) দাসী যখন ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক

---

[২৪২] মুসলিম ২৫৯০, আহমাদ ২৭৪৮৪, ৮৯৯৫

[২৪৩] সহীহুল বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৯৯০

নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। পুনরায় যদি ব্যভিচার করে, তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি ক'রে দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৪]

٢٤٨/٤.وَعَنهُ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً ، قَالَ : « **اضْرِبُوهُ** » قَـالَ أَبُـو هريـرة : فَمِنَّـا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، والضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعضُ القَومِ : أَخْزَاكَ اللهُ، قَـالَ : « **لا تَقُولُوا هَكَذا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ** ». رواه البخاري

৪/২৪৮। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের মাঝে কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক।' তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না।" *(বুখারী)* [২৪৫]

٢٩- بَابُ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ

পরিচ্ছেদ - ২৯ : **মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব**

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الحج : ٧٧] ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

অর্থাৎ, উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার । *(সূরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত)*

٢٤٩/١.عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: «**المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لا يَظْلِمهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخِيه ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ**». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২৪৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর ক'রে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর ক'রে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৪৬]

---

[২৪৪] সহীহুল বুখারী ২১৫২, ২১৫৪, ২২৩৩, ২২৩৪, ২৫৫৬, ৬৮৩৮, ৬৮৩৯, মুসলিম ১৭০৩, ১৭০৪, তিরমিযী ১৪৩৩, ১৪৪০, আবূ দাউদ ৪৪৬৯, ৪৪৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৬৫, আহমাদ ৭৩৪৭, ৮৬৬৯, ৯১৭৪, ১০০৩৩, ১৬৫৯৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৫৬৪, দারেমী ২৩২৬

[২৪৫] সহীহুল বুখারী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯২৬

[২৪৬] সহীহুল বুখারী ২৪৪২, ৬৯৫১, মুসলিম ২৫৮০, তিরমিযী ১৪২৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৩, আহমাদ ৭৯২৬

٢٥٠/٢.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُـرَبِ الدُّنيَـا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، واللهُ فِي عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَونِ أخِيهِ ، وَمَـنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيت مِنْ بُيُـوتِ اللهِ تَعَالَى ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِندَهُ . وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». رواه مسلم

২/২৫০। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলমান ভায়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে চলে-- যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ ক'রে দেন। আর যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও আপোসে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিশ্‌তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিশ্‌তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্‌গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।" *(মুসলিম)* [২৪৭]

٣٠- بَابُ الشَّفَاعَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩০ : সুপারিশ করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ বলেন, ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ﴾ [النساء : ٨٥]

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

٢٥١/١.وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ، قَالَ : كَانَ النَّبيُّ ﷺ إِذَا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أقبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ ، فَقَالَ : « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية : « مَا شَاءَ ».

১/২৫১। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, যখন নবী (ﷺ)-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী আসত, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, "(এর জন্য) তোমরা সুপারিশ কর,

[২৪৭] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪

তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন, তা ফায়সালা ক'রে দেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা ইচ্ছা করেন (তা ফায়সালা ক'রে দেন)।

২/২৫২.وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا ، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ!» قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ تَأمُرُنِي ؟ قَالَ : «إنَّمَا أشْفَعُ» قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ . رواه البخاري

২/২৫২। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বারীরাহ ও তার স্বামীর (বিচ্ছেদের) ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারীরাকে বললেন, "তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে (তাহলে ভাল হত)!" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "(না।) আমি (কেবলমাত্র) সুপারিশ করছি।" সে বলল, '(তাহলে) তার আমার কোন প্রয়োজন নেই।' *(বুখারী)* [২৪৯]

٣١- بَابُ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ

পরিচ্ছেদ - ৩১ : (বিবাদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء:١١٤]

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء : ١٢٨]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আপোস করা অতি উত্তম। *(ঐ ১২৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال : ١]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। *(সূরা আনফাল ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

١/٢٥٣.عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَهُ

[২৪৮] সহীহুল বুখারী ৪৮১, ১৪৩২, ২৪৪৬, ৬০২৭, ৬০২৮, ৭৪৭৬, মুসলিম ২৫৮৫, ২৬২৭, তিরমিযী ১৯২৮, নাসায়ী ২৫৫৬, ২৫৬০, আবূ দাউদ ৫১৩১, আহমাদ ১৯০৮৭, ১৯১২৭, ১৯১৬৩, ১৯২০৭

[২৪৯] সহীহুল বুখারী ৫২৮৩, ৫২৮০, ৫২৮১, ৫২৮২, তিরমিযী ১১৫৬, নাসায়ী ৫৪১৭, ২২৩১

عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وتُميطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২৫৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৫০]

٢٥٤/٢.وَعَن أمِّ كُلْثُومِ بِنتِ عُقْبَةَ بنِ أَبي مُعَيطٍ رَضِيَ الله عَنهَا ، قَالَت : سمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيراً ، أَوْ يقُولُ خَيْراً ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفي رِوَايَةِ مُسلِمٍ زِيَادَة ، قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرْخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إلاَّ في ثَلاثٍ ، تَعْنِي: الحَرْبَ ، وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

২/২৫৪। উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫১]

মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী (ﷺ)-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়।'

٢٥٥/٣.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : سَمِعَ رسولُ الله ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيءٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « أَيْنَ المُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ ؟ » ، فَقَالَ : أَنَا يَا رسولَ اللهِ ، فَلَهُ أَيُّ ذلِكَ أَحَبَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২৫৫। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দরজার নিকট দু'জন বিবাদকারীর উচ্চ আওয়ায শুনতে পেলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু ঋণ কমাবার এবং নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর ঋণদাতা বলছিল, 'আল্লাহর কসম! আমি (এটা) করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সে দু'জনের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, "সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে ভাল কাজ (ঋণ কম এবং নম্রতা) করবে না?" সে বলল, 'আমি, হে আল্লাহর রসূল! (এখন) সে (ঋণ কম করা অথবা সময় নেওয়া) যা পছন্দ করবে, আমি তাতেই রাজি।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫২]

---

[২৫০] সহীহুল বুখারী ২৭০৭,২৮৯১, ২৯৮৯, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪

[২৫১] সহীহুল বুখারী ১৬৯২, মুসলিম ২৬০৫, তিরমিযী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৪৯২০, ৪৯২১, আহমাদ ২৬৭২৭, ২৬৭৩১

[২৫২] সহীহুল বুখারী ২৭০৫, মুসলিম ১৫৫৭

٤/٢٥٦.وَعَنْ أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمرِو بنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ ، فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَينَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاة ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكرٍ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاس ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمشي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكرٍ ﷺ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي التَّصْفيقِ الْتَفَتَ ، فإِذَا رَسُول اللهِ ﷺ ، فَأَشَارَ إِلَيْه رسولُ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ أَبُو بَكرٍ ﷺ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى للنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « **أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصفيق ؟! إِنَّمَا التَّصفيق للنِّساء . مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ الله ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحدٌ حِينَ يقُولُ : سُبْحَانَ الله ، إلاَّ الْتَفَتَ . يَا أَبَا بَكرٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بالنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ ؟** » ، فَقَالَ أَبُو بَكرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৫৬। আবুল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনে আউফ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে কিছু ঝগড়া-বিবাদ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আটকে গেলেন। অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এসে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আটকে গেছেন। এদিকে নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকেদের ইমামতি করবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যদি চাও।' অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং লোকেরাও তকবীর বলল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম ক'রে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকালেন না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে গিয়ে লোকদের ইমামত করলেন এবং নামায শেষ ক'রে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "হে লোক সকল! কি ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি দিতে শুরু করলে? (জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, এটা শুনলে

কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে পারবে না। হে আবূ বক্‌র! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন ইমামত করতে তোমার কিসের বাধা ছিল?" তিনি বললেন, 'আবূ কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকেদের ইমামত করবে।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৩]

٣٢- بَابُ فَضْلِ ضِعْفَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفُقَرَاءِ وَالْخَامِلِيْنَ

পরিচ্ছেদ - ৩২ : দুর্বল, গরীব ও খ্যাতিহীন মুসলিমদের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা ক'রে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

١/٢٥٧.عَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২৫৭। হারেসাহ ইবনে অহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা ক'রে দেন। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৫৪]

٢/٢٥٨.وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ : « مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟ » ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا واللهِ حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ يُنْكَحَ ، وَإنْ شَفَعَ أنْ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رسولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَراءِ المُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ لا يُنْكَحَ ، وَإنْ شَفَعَ أنْ لاَ يُشَفَّعَ ، وَإنْ قَالَ أنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأرْضِ مِثْلَ هَذَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[২৫৩] সহীহুল বুখারী ৬৮৪, ১২০১, ১২০৪, ১২১৮, ১২৩৪, ২৬৯০, ২৬৯৩, ৭১৯০, মুসলিম ৪২১, নাসায়ী ৭৮৪, ৭৯৩, ১১৮৩, ৫৪১৩

[২৫৪] সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, আহমাদ ১৮২৫৩

২/২৫৮। আবু আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?" সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, "এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৫৫]

٢٥٩/٣.وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ ، فَقَالتِ النَّـارُ : فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَـضَى اللهُ بَيْنَهُمَـا : إنَّـكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أرْحَمُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا ». رواه مسلم

৩/২৫৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, 'তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)* [২৫৬]

٢٦٠/٤.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّهُ لَيَـأتِي الرَّجُـلُ الـسَّمِينُ العَظِـيمُ يَـوْمَ القِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৬০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তার মাছির ডানার সমানও ওজন হবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৭]

٢٦١/٥.وَعَنهُ : أنَّ امْرَأةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ ، أَوْ شَابّاً ، فَفَقَـدَهَا ، أَوْ فَقَـدَهُ رَسُـولُ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، أو عَنهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : « أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي » فَكَأَنَّهُمْ صَـغَّرُوا أمْرَهَـا ، أَوْ أمْـرهُ، فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : « إنَّ هذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءةٌ ظُلْمَةً عَلَى أهْلِهَا ، وَإنَّ

[২৫৫] সহীহুল বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭,ইবনু মাজাহ ৪১২০

[২৫৬] সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৬,২৮৪৭, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ ৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৭২২৪, ১০২১০

[২৫৭] সহীহুল বুখারী ৪৭২৯, মুসলিম ২৭৮৫

اللهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২৬১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'সে মারা গেছে।' তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?" তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, "আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও।" সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময়। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার কারণে তা আলোময় ক'রে দেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৮]

٢٦٢/٦.وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « رُبَّ أشْعَثَ أغبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأبْوابِ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». رواه مسلم

৬/২৬২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(মুসলিম)* [২৫৯]

٢٦٣/٧.وَعَن أُسَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/২৬৩। উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য) জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের বেশীর ভাগই নারীর দল। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬০]

٢٦٤/٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إلاَّ ثَلاثَةٌ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ ، فَقَالَتْ : اَللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى

---

[২৫৮] সহীহুল বুখারী ১৩৩৭, ৪৫৮, ৪৬০, মুসলিম ৯৫৬, আবূ দাউদ ৩২০৩, ইবনু মাজাহ ১৫২৭, আহমাদ ৮৪২০, ৮৮০৪, ৯০১৯

[২৫৯] মুসলিম ২৬২২, ২৮৫৪

[২৬০] সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮

يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ . فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرائِيل جُرَيْجاً وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ : إنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ ، قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيج ، فَأتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَالَ : مَا شَأنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بهذِهِ البَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قَالَ : أيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فَقَالَ : دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي ، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقالَ : يَا غُلامُ مَنْ أبُوكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ الرَّاعِي ، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب . قَالَ : لاَ ، أعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعلُوا . وبَينَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهِ فَجَعَلَ يَرتَضِعُ » ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول الله ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأُصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ، قَالَ : « وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُم يَضْرِبُونَهَا ، ويَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِيَ تَقُولُ : حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ : اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ ونَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مثلَهَا ، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَديث، فَقَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ ، فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ : اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بهذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، فقلتُ : اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ؟! قَالَ : إنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّاراً ، فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَإنَّ هذِهِ يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَزْنِ وَسَرقْتِ ، وَلَمْ تَسْرِقْ ، فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/২৬৪। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর (বনী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। জুরাইজ ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম) বানিয়েছিল। একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল। এমন সময় তার মা তার নিকট এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিই, তার সুমতি দাও)।' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। আর তার মা ফিরে গেল। পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, 'জুরাইজ!' সে (মনে মনে) বলল, 'হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কী করি?)' সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তখন (তিন তিন দিন সাড়া না পেয়ে তার মা তাকে বদ্দুআ দিয়ে) বলল, 'হে আল্লাহ! বেশ্যাদের মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিও না।'

বনী ইস্রাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে লাগল। এক মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্ত মূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। সে বলল, 'তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি।' সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত। সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল, তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) বলল, 'এটি জুরাইজের সন্তান।' সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল। (সে বেরিয়ে এলে) তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল। জুরাইজ বলল, ' কী ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?)' লোকেরা বলল, 'তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান জন্ম দিয়েছে।' সে বলল, 'সন্তানটি কোথায়?' অতঃপর লোকেরা শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, 'আমাকে নামায পড়তে দাও।' সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে শিশু! তোমার পিতা কে?' সে জবাব দিল, 'অমুক রাখাল।' অতএব লোকেরা (তাদের ভুল বুঝে এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও (বর্কত নিতে) স্পর্শ করতে লাগল। তারা বলল, 'আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে দেব।' সে বলল, 'না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, যেমন পূর্বে ছিল।' সুতরাং তারা তাই করল।

(তৃতীয় শিশুর ঘটনা হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের) এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ ক'রে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মত করো।' শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ আমাকে ওর মত করো না।' তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল। আবূ হুরাইরাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, 'তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস!' আর দাসীটি বলছিল, 'হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না।' **ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।'** অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 'একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা ঐ দাসীকে নিয়ে পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! (এর কারণ কী?)' শিশুটি বলল, '(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর আমি ভিতর দেখে বলেছি।) ঐ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর ঐ দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, অথচ ও এ সব কিছুই করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' *(বুখারী)* [২৬১]

---

[২৬১] সহীহুল বুখারী ৩৪৩৬, ২৪৮২, ৩৪৬৬, মুসলিম ২৫৫০, আহমাদ ৮০১০, ৮৭৬৮, ৯৩১৯

٣٣- بَابُ مُلَاطَفَةِ الْيَتِيْمِ وَالْبَنَاتِ وَسَائِرِ الضَّعْفَةِ وَالْمَسَاكِيْنَ وَالتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لَهُمْ

পরিচ্ছেদ - ৩৩ : অনাথ-এতীম, কন্যা-সন্তান ও সমস্ত দুর্বল ও দরিদ্রের সঙ্গে নম্রতা, তাদের প্রতি দয়া ও তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না। *(সূরা যুহা ৯-১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ﴾ [الماعون:٦]

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে থাকে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। *(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত)*

١/٢٦٥.وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اُطْرُدْ هَؤُلَاءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا ، فَوَقَعَ فِي نَفسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الأنعام : ٥٢] رواه مسلم

১/২৬৫। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ছ'জন লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম। ইতোমধ্যে মুশরিকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'এদেরকে (আপনার মজলিস থেকে) তাড়িয়ে দিন, যেন এরা আমাদের ব্যাপারে দুঃসাহসী হতে না পারে।' (সা'দ বলেন,) আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আরও দু'জন ছিলেন, যাদের নাম আমি করছি না। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটল। সুতরাং তিনি মনে

মনে (তাঁদেরকে তাড়ানোর) কথা ভাবলেন। যার জন্য আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না।" *(সূরা আনআম ৫২ আয়াত, মুসলিম)* [২৬২]

٢٦٦/٢.عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ عَائِذِ بنِ عَمرٍو المُزَنِي وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ﷺ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ ، فَقَالُوا : مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ الله مَأْخَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : أَتَقُولُون هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : « يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعلَّكَ أَغْضَبتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبتَ رَبَّكَ ». فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : يَا إخْوَتَاهُ ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا : لاَ ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ . رواه مسلم

২/২৬৬। বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন (সাহাবী) আবূ হুবাইরাহ আইয ইবনে আম্র মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়আতের পর) আবূ সুফিয়ান (কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবূ সুফিয়ানের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে) বললেন, 'আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর হক আদায় করেনি।' (এ কথা শুনে) আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার সম্পর্কে বলছ?' অতঃপর আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ দিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "হে আবু বাক্র! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক, তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।" সুতরাং আবূ বাক্র তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?' তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক ভাইজান!' *(মুসলিম)* [২৬৩]

٢٦٧/٣.وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيمِ فِي الجَنَّةِ هَكَذا » وَأَشارَ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . رواه البخاري

৩/২৬৭। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আমি ও এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব।" এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা ক'রে দেখালেন। *(বুখারী)* [২৬৪]

٢٦٨/٤.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كافِلُ اليَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ » وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى . رواه مسلم

৪/২৬৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টির মত (পাশাপাশি) বাস করব।" বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(মুসলিম)* [২৬৫]

---

[২৬২] মুসলিম ২৪১৩, ইবনু মাজাহ ৪১২৮
[২৬৩] মুসলিম ২৫০৪, আহমাদ ২০১১৭
[২৬৪] সহীহুল বুখারী ৫৩০৪, ৬০০৫, তিরমিযী ১৯১৮, আবূ দাউদ ৫১৫০, আহমাদ ২২৩১৩
[২৬৫] মুসলিম ২৯৮৩, আহমাদ ৮৬৬৪

٢٦٩/٥.وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ إنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفي رِوَايَةٍ في الصَّحِيحَينِ : « لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتانِ ، وَالتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنىً يُغْنِيه ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ».

৫/২৬৯। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মিসকীন সে নয়, যাকে একটি খেজুর এবং দু'টি খেজুর এবং এক গ্রাস বা' দুগ্রাস (অন্ন) ফিরিয়ে দেয়। বরং মিসকীন তো ঐ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে দূরে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মিসকীন সে নয়, যে এক অথবা দু টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে যায়। কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। আর সে নিজে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।" (অর্থাৎ, পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ করে।)

٢٧٠/٦.وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ ، كَالمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ » وَأحسَبُهُ قَالَ : « وَكَالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/২৭০। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করায় চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন,) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, "সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না।" *(বুখারী)* [২৬৭]

٢٧١/٧.وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ». رواه مسلم

وَفي رِوَايَةٍ في الصَّحِيحَينِ : عَنْ أَبي هُرَيرَةَ مِن قَولِهِ : «بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ».

৭/২৭১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও

---

[২৬৬] সহীহুল বুখারী ১৪৭৬, ১৪৭৯,৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৩, আবূ দাউদ ১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালেক -১৪৩৭, দারেমী ১৬১৫

[২৬৭] সহীহুল বুখারী ৫৩৫৩, ৬০০৭, ৬০০৬, মুসলিম ২৯৮২, তিরমিযী ১৯৬৯, নাসায়ী ২৫৭৭, ইবনু মাজাহ ২১৪০, আহমাদ ৮৫১৫

তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।” *(মুসলিম)* [২৬৮]

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, ‘অলীমার খাবার নিকৃষ্টতম খাবার, যাতে বিত্তশালীদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।’

٢٧٢/٨.وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ » وضَمَّ أَصَابِعَهُ . رواه مسلم

৮/২৭২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব।” অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মিলিত ক'রে (দেখালেন)। *(মুসলিম)* [২৬৯]

٢٧٣/٩.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ولَمْ تَأكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَينَا ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : « مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّارِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯/২৭৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ ক'রে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতোমধ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, “যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে।” *(বুখারী, মুসলিম)* [২৭০]

٢٧٤/١٠.وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : جَاءَتني مِسْكينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمرَات ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعتْ إلَى فِيها تَمْرَةً لِتَأكُلها ، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَا ، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأعجَبَنِي شَأنُهَا ، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : « إنَّ اللهَ قَدْ أوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ ، أَوْ أعتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ ». رواه مسلم

১০/২৭৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি ক'রে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল।

[২৬৮] সহীহুল বুখারী ৫১৭৭, মুসলিম ১৪৩২, আবূ দাউদ ৩৭৪২, ইবনু মাজাহ ১৯১৩, আহমাদ ৭২৩৭, ৭৫৬৯, ৭০০৮, ১০০৪০, মুওয়াত্তা মালেক -১১৬০, দারেমী ২০৬৬

[২৬৯] মুসলিম ২৬৩১, তিরমিযী ১৯১৪, আহমাদ ১২০৮৯

[২৭০] সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬২৯, তিরমিযী ১৯১৫, আহমাদ ২৩৫৩৬, ২৪০৫১, ২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯

কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল, সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিল। সুতরাং তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজেব ক'রে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন।" *(মুসলিম)* [২৭১]

٢٧٥/١١.وَعَنْ أَبِي شُرَيحٍ خُوَيْلِدِ بنِ عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ : اليَتِيمِ وَالمَرْأَةِ ». حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد

১১/২৭৫। আবূ শুরাইহ্ খুওয়াইলিদ ইবনে আম্র খুযায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(নাসায়ী, উত্তম সূত্রে)* [২৭২]

٢٧٦/١٢.وَعَنْ مُصعَبِ بنِ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا، قَالَ: رَأى سَعدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ». رواه البخاري هكذا مُرسلاً، فَإِنَّ مُصعَبَ بنَ سَعدَ تَابِعيٌّ، وَرَوَاهُ الحَافِظ أَبُو بَكرٍ البَرقَانِي في صَحِيحِهِ مُتَّصِلاً عَن مُصعَبٍ، عَنْ أَبِيهِ ﷺ.

১২/২৭৬। মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (তাঁর পিতা) সা'দ ধারণা করলেন যে, তার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন, "তোমাদেরকে দুর্বলদের কারণেই সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়।[২৭৩] *(বুখারী মুরসাল সূত্রে। যেহেতু মুসআব বিন সা'দ তাবেঈ। তবে হাফেয আবূ বাক্র বারক্বানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুসআব নিজ পিতা হতে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)*

٢٧٧/١٣.وَعَنْ أَبِي الدَّرداءِ عُوَيمِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ ، بِضُعَفَائِكُمْ ». رواه أَبُو داود بإسناد جيد

১৩/২৭৭। আবূ দারদা উআইমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আমার জন্য তোমরা দুর্বলদেরকে খুঁজে আনো, কেননা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়।" *(আবূ দাউদ, উত্তম সূত্রে)* [২৭৪]

---

[২৭১] সহীহুল বুখারী ১৪১৮, ৫৯৯৫, মুসলিম ২৬৩০, ২৯২৯, তিরমিযী ১৯১৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৬৮, আহমাদ ২৩৫৩৫, ২৪০৫১, ২৪০৯০, ২৪৮০৪, ২৫৫২৯

[২৭২] ইবনু মাজাহ ৩৬৭৮, আহমাদ ৯৩৭৪

[২৭৩] সহীহুল বুখারী ২৮৯৬, নাসায়ী ৩১৭৮, আহমাদ ১৪৯৬

[২৭৪] তিরমিযী ১৭০২, আবূ দাউদ ২৫৯৪

٣٤- بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৩৪ : স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النساء : ١٢٩]

অর্থাৎ, তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১২৯ আয়াত)*

١/٢٧٨.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ ، وَإنَّ أعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أعْلاهُ ، فَإنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإنْ تَرَكْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أعْوجَ ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين : « المَرأةُ كالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإن اسْتَمتَعْتَ بِهَا ، اسْتَمتَعْتَ وفِيهَا عوَجٌ » .

وفي رواية لمسلم : « إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة ، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عوَجٌ ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها ، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا » .

১/২৭৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭৫]

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহিলা পাঁজরের হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।"

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে

---

[২৭৫] সহীহুল বুখারী ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮

কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল তালাক দেওয়া।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

٢٧٩/٢.وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ ﷺ : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ انبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزيزٌ ، عَارِمٌ مَنيعٌ فِي رَهْطِهِ » ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ ، فَوعَظَ فِيهِنَّ ، فَقَالَ : « **يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَومِهِ** ». ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقالَ : « **لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟!** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/২৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খুৎবাহ দিতে শুনলেন। তিনি (খুৎবার মাধ্যমে) (সালেহ নবীর) উটনী এবং ঐ ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন, যে ঐ উঁটনীটিকে কেটে ফেলেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যখন তাদের মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল। *(সূরা শাম্‌স ১২ আয়াত)* (অর্থাৎ) উঁটনীটিকে মেরে ফেলার জন্য নিজ বংশের মধ্যে এক দুরন্ত চরিত্রহীন প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল।" অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের কথা আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার করে। অতঃপর সম্ভবতঃ দিনের শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (এরূপ উচিত নয়।)" পুনরায় তিনি তাদেরকে বাতকর্মের ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে?" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭৬]

٢٨٠/٣.وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : « **لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ** » ، أَوْ قَالَ : « **غَيْرَهُ** » رواه مسلم

৩/২৮০। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে।" *(মুসলিম)* [২৭৭]

٢٨١/٤.وَعَنْ عَمرِو بنِ الأحوَصِ الجُشَمِي ﷺ : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أنْ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَأثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ، ثُمَّ قَالَ : « **ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيراً ، فَإنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إلاَّ أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً ؛ ألاَ إنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ** ،

[২৭৬] সহীহুল বুখারী ৩৩৭৭, ৪৯৪২,৫২০৪, ৬০৪২, মুসলিম ২৮৫৫, তিরমিযী ৩৩৪৩, ইবনু মাজাহ ১৯৮৩, আহমাদ ১৫৭৮৮, দারেমী ২২২০

[২৭৭] মুসলিম ১৪৬৯, আহমাদ ৮১৬৩

وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ »

رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

৪/২৮১। আম্‌র ইবনে আহ্‌ওয়াস জুশামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "শোনো! তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিসের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মার। কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানায় ঐ সব লোককে আসতে না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন ঐ সব লোককে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দেবে।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [২৭৮]

* কয়েদী অর্থাৎ বন্দিনী। স্বামীর হুকুম পালনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রীকে বন্দিনীর সাথে তুলনা করেছেন। যন্ত্রণাদায়ক না হয় ঃ অর্থাৎ, তাতে কেটে-ফুটে না যায় এবং কঠিন ব্যথা না হয়। অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না ঃ অর্থাৎ, এমন পথ অনুসন্ধান করো না, যাতে তাদেরকে নাজেহাল ক'রে কষ্ট দাও। (অথবা তালাক ইত্যাদি দেওয়ার কথা ভেবো না।)

٢٨٢/٥.وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ حَيدَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا حَقُّ زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : « أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إلاَّ فِي البَيْتِ ». حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود وَقالَ : معنى « لا تُقَبِّحْ » أي : لا تقل : قبحكِ الله .

৫/২৮২। মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু?' তিনি বললেন, "তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে 'কুৎসিত হ' বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে।" (অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না।) *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)* [২৭৯]

* 'কুৎসিত হ' বলবে না ঃ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুক' বলে অভিশাপ দেবে না।

٢٨٣/٦.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً،

[২৭৮] তিরমিযী ১১৬৩, ইবনু মাজাহ ১৮৫১

[২৭৯] আবূ দাউদ ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৪, ইবনু মাজাহ ১৮৫০

وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِمْ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح » .

৬/২৮৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।" *(তিরমিযী)* [২৮০]

٢٨٤/٧.وَعَن إِيَاسِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي ذِبَابٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ» فجاء عُمَرُ ﷺ إِلَى رسولِ الله ﷺ ، فقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৭/২৮৪। ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না।" পরবর্তীতে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, 'মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে।' সুতরাং নবী (ﷺ) প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট প্রচুর মহিলাদের সমাগম, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) ঐ (স্বামী)রা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ নয়।" *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [২৮১]

٢٨٥/٨.وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ». رواه مسلم

৮/২৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী নারী।" *(মুসলিম)* [২৮২]

٣٥- بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৫ : স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ [النساء : ٣٤]

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন

---

[২৮০] তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২

[২৮১] আবূ দাউদ ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৫, দারেমী ২২১৯

[২৮২] মুসলিম ১৪৬৭, নাসায়ী ৩২৩২, ইবনু মাজাহ ১৮৫৫, আহমাদ ৬৫৩১

এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লার হিফাযতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

১/২৮৬। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে; তার মধ্যে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আম্‌র ইবনে আহওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর (২৮১নং) হাদীসটি অন্যতম।

٢٨٧/٢.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ ، فَبَاتَ غَضبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : « إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ » .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيهِ إلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها » .

২/২৮৭। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্‌তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৮৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্‌তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে যে, "সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।"

٢٨٨/٣.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أيضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بإِذنِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري

৩/২৮৮। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য নফল রোযা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়।" *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)* [২৮৪]

٢٨٩/٤.وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأمِيرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أهْلِ بَيتِهِ ، وَالمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجها وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৮৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল,

---

[২৮৩] সহীহুল বুখারী ৩২৩৭, ৫১৯৩, ৫১৯৪, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৭৪২২, ৮৩৭৩, ৮৭৮৬, ৯৭০২, ৯৮৬৫, ১০৫৬৩

[২৮৪] সহীহুল বুখারী ৫১৯৫, ২০৬৬, ৫১৯২, ৫৩৬০, মুসলিম ১০২৬, আবূ দাউদ ১৬৮৭, আহমাদ ২৭৪০৫

সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৮৫]

٥/٢٩٠.وَعَنْ أَبِي عَلِيّ طَلْقِ بنِ عَلِيّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور» . رواه الترمذي والنسائي ، وَقَالَ الترمذي : « حديث حسن صحيح »

৫/২৯০। আবূ আলী ত্বাল্‌ক ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহবান করবে, তখন সে যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে।" *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)* [২৮৬]

٦/٢٩١.وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأةَ أنْ تَسْجُدَ لِزَوجِهَا ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

৬/২৯১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।" *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)* [২৮৭]

٧/٢٩٢.وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الجَنَّةَ » رواه الترمذي وقال حديث حسن .

৭/২৯২। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ স্ত্রীর প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট ও খুশি থাকা অবস্থায় কোন স্ত্রীলোক মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা হাসানী হাদীস।[২৮৮]

٨/٢٩٣.وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﷺ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تُؤْذِي امْرَأةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلاَّ قَالَتْ

---

[২৮৫] সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০

[২৮৬] তিরমিযী ১১৬০

[২৮৭] তিরমিযী ১১৫৯

[২৮৮] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে দু'জন মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থের (১৪২৬) নং হাদীসে আলোচনা করেছি। বর্ণনাকারী মুসাবির আলহিমইয়ারী ও তার মা তারা উভয়ে মাজহূল (অপরিচিত)। ইবনুল জাওযী "আলওয়াহিয়্যাত" গ্রন্থে (২/১৪১) উভয়কেই মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হাজার ছেলে মুসাবির মাজহূল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর তার পূর্বে হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে ছেলে মুসাবির সম্পর্কে বলেন ঃ তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে আর এ হাদীসটি মুনকার। আর তার মা সম্পর্কে বলেছেন ঃ তার থেকে ছেলে মুসাবির এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব মাও মাজহূলাহ্। তা সত্ত্বেও হাফিয যাহাবী তার "আত্‌তালখীস" গ্রন্থে ভুল করে ভিন্ন কথা বলেছেন, যে গ্রন্থের মধ্যে বহু সন্দেহযুক্ত কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ ! فَإنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أنْ يُفَارِقَكِ إلَيْنَا ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

৮/২৯৩। মুআয বিন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হূর (বেহেশতী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, 'আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে।" *(তিরমিযী)* [২৮৯]

٢٩٤/٩. وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৯/২৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক অন্য কোন ফিত্না ছাড়লাম না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯০]

٣٦- بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬ : পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, [البقرة : ٢٣٣] ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

অর্থাৎ, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ مَا آتَاهَا﴾

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। *(সূরা ত্বালাক্ব ৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [سبأ : ٣٩] ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

٢٩٥/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « دِينَارٌ أنْفَقْتَهُ في سَبيلِ اللهِ ، وَدِينار أنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ ، أعْظَمُهَا أجراً الَّذِي أنْفَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ ». رواه مسلم

১/২৯৫। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি

---

[২৮৯] তিরমিযী ১১৭৪, ইবনু মাজাহ ২০১৪

[২৯০] সহীহুল বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, ২৭৪১, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, আহমাদ ২১২৩৯, ২১৩২২

আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে।" *(মুসলিম)* [২৯১]

٢٩٦/٢. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَبو عَبدِ الرَّحمَانِ ثَوبَانَ بن بُجْدُد مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « **أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ الله ، وَدِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ** ». رواه مسلم

২/২৯৬। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত গোলাম আবূ আব্দুল্লাহ মতান্তরে আবূ আব্দুর রহমান সাওবান ইবনে বুজদুদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(সওয়াবের দিক দিয়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় তার সওয়ারীর উপর ব্যয় করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে খরচ করে।" *(মুসলিম)* [২৯২]

٢٩٧/٣. وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِي أَجرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا إنَّمَا هُمْ بَنِيَّ ؟ فَقَالَ : « **نَعَمْ ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২৯৭। উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামাহর সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করি, তাতে কি আমি নেকী পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারছি না, তারা তো আমারই সন্তান।' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তাদের উপর ব্যয় করার দরুন নেকী পাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৩]

٢٩٨/٤. وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَدَّمنَاهُ فِي أَوَّلِ الكِتَابِ فِي بَابِ النِّيَّةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : « **وَإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِيِّ امْرَأَتِكَ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৯৮। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর দীর্ঘ (বিগত ৬ নম্বর) হাদীসে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় তুমি পাবে!" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৯৪]

---

[২৯১] মুসলিম ৯৯৫, আহমাদ ৯৭৬৯, ৯৮১৮

[২৯২] মুসলিম ৯৯৪, তিরমিযী ১৯৬৬, ইবনু মাজাহ ২৭৬০, আহমাদ ২১৮৭৫, ২১৯০০, ২১৯৪৭

[২৯৩] সহীহুল বুখারী ১৪৬৭, ৫৩৬৯, মুসলিম ১০০১, আহমাদ ২৫৯৭০, ২৬১০২, ২৬১৩১

[২৯৪] সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৮, ৫৩৫৪, ৫৬৫৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ৯৭৫, ২১১৬, ৩০৭৯, ৩১৮৯, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, আবূ দাউদ ২৭৪০, ২৮৬৪, ৩১০৪, ইবনু মাজাহ ২৭০৮, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, ১৪৯১, ১৫০৪, ১৫২৭, ১৫৪৯, ১৬০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৫, ৩১৯৬

٢٩٩/٥. وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِي ﷺ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২৯৯। আবূ মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, "সওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৫]

٣٠٠/٦. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ». حديث صحيح رواه أبُو داود وغيره .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ في صَحِيحِهِ بِمَعنَاهُ ، قَالَ : « كَفَى بِالمَرْءِ إثْمَاً أنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ » .

৬/৩০০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল।" *(আবূ দাউদ প্রমুখ, সহীহ)* [২৯৬]

উক্ত অর্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, (নবী (ﷺ) বলেন,) "মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে।"

٣٠١/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيقُولُ أحَدُهُمَا : اَللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اَللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تلَفاً ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/৩০১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৭]

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : « اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ » رواه البخاري

উক্ত সাহাবী হতেই বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, "উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক'রে দেন।" *(বুখারী)*

---

[২৯৫] সহীহুল বুখারী ৫৫, ৪০০৬, ৫৩৫১, মুসলিম ১০০২, তিরমিযী ১৯৬৫, নাসায়ী ২৫৪৫, আহমাদ ১৬৬৩৪, ১৬৬৬১, ২১৮৪২, দারেমী ২৬৬৪

[২৯৬] মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮০, ৬৭৮৯, ৬৮০৯

[২৯৭] মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ১৬৯২, আহমাদ ৬৪৫৯, ৬৭৮৯, ৬৮০৯

٣٧- بَابُ الإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ وَمِنَ الْجَيِّدِ

পরিচ্ছেদ - ৩৭ : নিজের পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিস খরচ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة : ٢٦٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে থাকি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

١/٣٠٢. عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أَكْثَرَ الأَنْصَار بالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرُحَاء ، وَكَانتْ مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّب . قَالَ أنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قام أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّ الله تَعَالَى أنْزَلَ عَلَيْكَ : ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى ، أرْجُو بِرَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُول الله حَيْثُ أرَاكَ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « **بَخٍ ! ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا فِي الأقْرَبينَ** » ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أفْعَلُ يَا رَسُولَ الله ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أقَارِبِهِ ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩০২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সবচেয়ে অধিক খেজুর-বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন,

তাকে দান করে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।" আবূ তালহা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব।' তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন ক'রে দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৮]

٣٨- بَيَانُ وُجُوْبِ أَمْرِهِ وَأَوْلاَدِهِ الْمُمَيِّزِيْنَ وَسَائِرِ مَنْ فِيْ رَعِيَّتِهِ بِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِمْ عَنْ الْمُخَالَفَةِ، وَتَأْدِيْبِهِمْ، وَمَنْعِهِمْ عَنْ اِرْتِكَابِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ - ৩৮ : পরিবার-পরিজন, স্বীয় জ্ঞানসম্পন্ন সন্তান-সন্ততি ও আপন সমস্ত অধীনস্থদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাঁর অবাধ্যতা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা, তাদেরকে আদব শেখানো এবং শরয়ী নিষিদ্ধ জিনিষ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা ওয়াজিব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه : ١٣٢]

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। *(সূরা ত্বাহা ১৩২আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً ﴾ [التحريم : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিশিতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

١/٣٠٣. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَخْ كَخْ إرْمِ بِهَا ، أمَا عَلِمْتَ أنَّا لاَ نَأكُلُ الصَّدَقَةَ !؟». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رِوَايَةٍ : « أنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » .

১/৩০৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, হাসান বিন আলী (রাঃ) সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে রাখলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ছিঃ ছিঃ! ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না?" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, "....আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।"

---

[২৯৮] সহীহুল বুখারী ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৬৯, ৪৫৫৫, ৪৬১১, মুসলিম ৯৯৮, তিরমিযী ২৯৯৭, নাসায়ী ৩৬০২, আবূ দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, ১৩৬২২

[২৯৯] সহীহুল বুখারী ১৪৯১, ১৪৮৫, ৩০৭২, মুসলিম ১০৬৯, আহমাদ ৭৭০০, ৯০১৪. ৯০৫৩, ৯৪৩৫, ২৭২৫৭, ৯৮১৭, দারেমী ১৬৪২

٢/٣٠٤. وَعَن أَبِي حَفصٍ عُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الأَسَدِ رَبِيبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا غُلامُ، سَمِّ الله تَعَالَى، وَكُلْ بيَمِينكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتي بَعْدُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/৩০৪। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সৎ ছেলে আবূ হাফ্স উমার ইবনে আবী সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি ছোট হিসাবে নবী ﷺ-এর কোলে ছিলাম। খাবার (সময়) বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও।" তারপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০০]

٣/٣٠٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ في أهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالخَادِمُ رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩০৫। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০১]

٤/٣٠٦. وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مُرُوا أوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَاجِعِ». حديث حسن رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৪/৩০৬। আম্র ইবনে শুআইব ﷺ তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আম্রের দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের সন্তান হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*[৩০২]

---

[৩০০] সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫

[৩০১] সহীহুল বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৫৫৮, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৫, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০

[৩০২] আবূ দাউদ ৪৯৫, আহমাদ ১৬৬৫০, ৬৭১৭

٣٠٧/٥. وَعَن أَبِي ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بنِ مَعبَدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ ». حديث حسن رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن » . ولفظ أَبي داود : « مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ».

৫/৩০৭। আবূ সুরাইয়াহ সাবরাহ ইবনে মা'বাদ জুহানী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* [৩০৩]

আবূ দাউদের শব্দে ঃ "শিশু সাত বছর বয়সে পৌঁছলে তাকে তোমরা নামাযের আদেশ দাও।"

٣٩- بَابُ حَقِّ الْجَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৯ : প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

٣٠٨/١/١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩০৮। ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জিব্রাইল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত ক'রে থাকেন। এমনকি আমার মনে হল যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারেস বানিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৪]

٣٠٩/٢. وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً ، فَأَكْثِرْ مَاءهَا ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ ». رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ عن أَبي ذر ، قَالَ : إنّ خَلِيلِي ﷺ أوْصَانِي : « إِذَا طَبَخْتَ مَرَقاً فَأَكْثِرْ مَاءها ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمعرُوفٍ ».

২/৩০৯। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবূ যার্র! যখন তুমি

---

[৩০৩] তিরমিযী ৪০৭, আবূ দাউদ ৪৯৪ দারেমী ১৪৩১

[৩০৪] সহীহুল বুখারী ৬০১৪, মুসলিম ২৬২৪, তিরমিযী ১৯৪২, আবূ দাউদ ৫১৫১, ইবনু মাজাহ ৩৬৭৩, আহমাদ ২৩৭৩৯, ২৪০৭৯, ২৪৪২১, ২৫০১২

ঝোল (ওয়ালা তরকারি) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর এবং তোমার প্রতিবেশীদের খেয়াল রাখ।" *(মুসলিম)* [৩০৫]

অন্য এক বর্ণনায় আবূ যার্র বলেন, আমাকে আমার বন্ধু (নবী ﷺ) অসিয়ত ক'রে বলেছেন যে, "যখন তুমি ঝোল (ওয়ালা তরকারী) রান্না করবে, তখন তাতে পানির পরিমাণ বেশী কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর বাড়িতে রীতিমত পৌঁছে দাও।"

٣/٣١٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ ! » قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ! ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : « لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » .

৩/৩১০। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৬]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।

٤/٣١١. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩১১। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীর উপঢৌকনকে তুচ্ছ মনে না করে; যদিও তা ছাগলের পায়ের ক্ষুর হোক না কেন। *(বুখারী, মুসলিম)* [৩০৭]

٥/٣١٢. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ » ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ! وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩১২। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেওয়ালে কাঠ (বাঁশ ইত্যাদি) গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, কী ব্যাপার আমি তোমাদেরকে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাতে দেখছি! আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এ (সুন্নাহ)কে তোমাদের ঘাড়ে নিক্ষেপ করব (অর্থাৎ এ কথা বলতে থাকব)। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৮]

٦/٣١٣. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ

---

[৩০৫] মুসলিম ২৬২৫, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, আহমাদ ২০৮১৭, ২০৮৭৩, ২০৯১৮, ২০৯১০, দারেমী ২০৭৯

[৩০৬] সহীহুল বুখারী ৬০১৬, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬২০

[৩০৭] সহীহুল বুখারী ২৫৬৬, ৬০৪৭, মুসলিম ১০৩০, তিরমিযী ২১৩০, আহমাদ ৭৫৩৭, ৮০০৫, ৯২৯৭, ১০০২৯, ১০১৯৭

[৩০৮] সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯, তিরমিযী ১৩৫৩, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৬২

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৩১৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩০৯]

٣١٤/٧. وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ ». رواه مسلم بهذا اللفظ ، وروى البخاري بعضه.

৭/৩১৪। আবূ শুরায়হ খুযায়ী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অথবা নীরব থাকে।" *(মুসলিম, কিছু শব্দ বুখারীর)* [৩১০]

٣١٥/٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ : « إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً ». رواه البخاري

৮/৩১৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। (যদি দু'জনকেই দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে) আমি তাদের মধ্যে কার নিকট হাদিয়া (উপঢৌকন) পাঠাব?' তিনি বললেন, "যার দরজা তোমার বেশী নিকটবর্তী, তার কাছে (পাঠাও)।" *(বুখারী)* [৩১১]

٣١٦/٩. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيرُ الجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ ». رواه الترمذي ، وَقَالَ : «حديث حسن»

৯/৩১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর দৃষ্টিতে সর্বাধিক উত্তম।" *(তিরমিযী-হাসান)* [৩১২]

---

[৩০৯] সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮ আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২

[৩১০] সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৪৯৩৫,. ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৮, ২০৩৬

[৩১১] সহীহুল বুখারী ৬০২০, ২২৫৯, ২৫৯৫, আবূ দাউদ ৫১৫৫, আহমাদ ২৪৮৯৫, ২৫০০৯, ২৫০৮৭, ২৫৪৯৫

[৩১২] তিরমিযী ১৯৪৪, আহমাদ ৬৫৩০, দারেমী ২৪৩৭

٤٠- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الأَرْحَامِ

পরিচ্ছেদ - ৪০ : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ﴾ [النساء : ١]

অর্থাৎ, সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। *(সূরা নিসা ১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ [الرعد : ٢١]

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে। *(সূরা রা'দ ২১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, ﴿ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً ﴾ [العنكبوت : ٨]

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছি। *(সূরা আনকাবূত ৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ [الإسراء : ٢٣ - ٢٤]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।' *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু'বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। *(সূরা লুকমান ১৪ আয়াত)*

٣١٧/١. وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : « **الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا** » ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « **بِرُّ الوَالِدَيْنِ** » ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « **الجِهَادُ فِي سبيلِ الله** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩১৭। আবূ আব্দুর রাহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "**পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।**" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩১৩]

٣١٨/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِداً إلاَّ أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً ، فَيَشْتَرِيهُ فَيُعْتِقَهُ** » رواه مسلم

২/৩১৮। আবূ হুরাইরাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন সন্তান (তার) পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত ক'রে দেয়। (তাহলে তা পরিশোধ হতে পারে।)" *(মুসলিম)* [৩১৪]

٣١٩/٣. وَعَنهُ أيضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩১৯। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩১৫]

٣٢٠/٤. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ : هَذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ القَطِيعةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أمَا تَرْضَيْنَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكِ** ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **اقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ**

---

[৩১৩] সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, ৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১,দারেমী ১২২৫

[৩১৪] মুসলিম ১৫১০, তিরমিযী ১৯৬০, আবূ দাউদ ৫১৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৫৯, আহমাদ ৭১০৩, ৭৫১৬, ৮৬৭৬, ৯৪৫২

[৩১৫] সহীহুল বুখারী ৬১৩৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২

عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد : ٢٢ – ٢٣] مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية للبخاري : فَقَالَ الله تَعَالَى : « مَنْ وَصَلَكِ ، وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ ، قَطَعْتُهُ » .

৪/৩২০। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সকল কিছুকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, '(আমার এই দণ্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দণ্ডায়মান হওয়া।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।' সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বললেন, 'তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হল।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; 'ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম) বুখারীর অন্য বর্ণনায় ভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে।* [৩১৬]

٣٢١/٥. وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : « **أُمُّكَ** » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « **أُمُّكَ** » ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «**أُمُّكَ**»، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « **أَبُوكَ** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ قَالَ : « **أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أُمُّكَ ، ثُمَّ أَبَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ** » .

৫/৩২১। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "**তোমার মা।**" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তোমার বাপ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩১৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'হে আল্লাহর রসূল! সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশী হকদার কে?' তিনি বললেন, "তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাপ, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী।"

٣٢٢/٦. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « **رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيهِ عِنْدَ الكِبَرِ ، أَحَدهُمَا أَوْ كِلَيهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ** ». رواه مسلم

---

[৩১৬] সহীহুল বুখারী ৫৯৮২, ৪৮৩২, ৫৯৮৮, ৭৫০২, মুসলিম ২৫৫৪, আহমাদ ৭৮৭২, ৮১৬৭, ৮৭৫২, ৯০২০, ৯৫৬১

[৩১৭] সহীহুল বুখারী ৫৯৭১, মুসলিম ২৫৪৮, ইবনু মাজাহ ২৭৩৮, ৩৭০২, আহমাদ ৮১৪৪, ৮৮৩৮, ৮৯৬৫

৬/৩২২। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, অতঃপর তার নাক ধূলিধূসরিত হোক, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল; একজনকে অথবা দু'জনকেই। অতঃপর সে (তাদের খিদমত ক'রে) জান্নাত যেতে পারল না।" *(মুসলিম)* [৩১৮]

٧/٣٢٣. وَعَنهُ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « **لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأنَّمَا تُسِفُّهُمُ المَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ** ». رواه مسلم

৭/৩২৩। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন, "যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অনড় থাকবে।" *(মুসলিম)* [৩১৯]

٨/٣٢٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : «**مَنْ أَحَبَّ أنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، ويُنْسأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ**». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/৩২৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রুযী (জীবিকা) প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২০]

٩/٣٢٥. عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أكْثَرَ الأَنْصَار بالمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوالِهِ إِلَيْه بَيْرُحَاء ، وَكَانتْ مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيةُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قام أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى ، أرْجُو بِرَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُول اللهِ حَيْثُ أرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **بَخ ! ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا فِي الأقْرَبِينَ** » ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أفْعَلُ يَا رَسُولَ الله ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أقَارِبِهِ ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[৩১৮] মুসলিম ২৫৫১, আহমাদ ৮৩৫২

[৩১৯] সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, আহমাদ ৮৩৫২, ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪

[৩২০] সহীহুল বুখারী ২০৬৭, ৫৯৮৬, মুসলিম ২৫৫৭, আবূ দাউদ ১৬৯৩, আহমাদ ১২১৭৮, ১২৯৮৮, ম১৩১৭৩, ১৩৩৯৯

৯/৩২৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার আনসারীগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তাঁর কাছে অধিক প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাগানে প্রবেশ ক'রে সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল; যার অর্থ, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" *(আলে ইমরান ৯২আয়াত)* তখন আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার উপর (আয়াত) অবতীর্ণ ক'রে বলেছেন, "তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ।" আর বায়রুহা বাগানটি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। এটি আল্লাহর নামে সদকাহ করা হল। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য জমা হয়ে থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন, তাকে দান ক'রে দিন।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আরে! এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনেছি। আমি মনে করি, **তুমি তোমার আপন-জনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও।**" আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করব।' তারপর তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরদের মধ্যে তা বণ্টন ক'রে দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)* [৩২১]

١٠/٣٢٦. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أقبلَ رَجُـلٌ إِلَى نَـبِيِّ الله ﷺ ، فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى . قَالَ : « **فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟**» قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كِلاهُمَا . قَالَ : « **فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعَالَى ؟** » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « **فارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ ، فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، وهذا لَفْظُ مسلِم .

وفي رواية لَهُمَا : جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ في الجِهَادِ ، فقَالَ : « **أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟** » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: «**فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ**» .

১০/৩২৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে।' রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর।" *(বুখারী, আর শব্দগুলি মুসলিমের)* [৩২২]

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।"

---

[৩২১] সহীহুল বুখারী ১৪৬১, ২৩১৮, ২৭৫২, ২৭৬৯, ৪৫৫৫, ৫৬১১, মুসলিম ৯৯৮, তিরমিযী ২৯৯৭, নাসায়ী ৩৬০২, আবূ দাউদ ১৬৮৯, আহমাদ ১১৭৩৪, ১২০৩০, ১২৩৭০, ১৩২৭৬, ১৩৩৫৬, ১৩৬২২, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭৫, দারেমী ১৬৫৫

[৩২২] সহীহুল বুখারী ৩০০৪, ৫৯৭২, মুসলিম ১৯৬০, ২৫৪৯, তিরমিযী ১৬৭১, নাসায়ী ৩১০৩, আবূ দাউদ ২৫২৯, ইবনু মাজাহ ২৭৮২, আহমাদ ৬৪৮৯, ৬৫০৮, ৬৭২৬, ৬৭৭২, ৬৭৯৪, ৬৮১৯

٣٢٧/١١. وَعَنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ ، وَلكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ». رواه البخاري

১১/৩২৭। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সেই ব্যক্তি, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে।" *(বুখারী)* [৩২৩]

٣٢٨/١٢. وَعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرْشِ تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِي ، وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَنِي ، قَطَعَهُ اللهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১২/৩২৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জ্ঞাতিবন্ধন আরশে ঝুলন্ত আছে এবং সে বলছে, 'যে আমাকে অবিচ্ছিন্ন রাখবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। আর যে আমাকে বিচ্ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাঁর সম্পর্ক তার সাথে বিচ্ছিন্ন করবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৩২৪]

٣٢٩/١٣. وَعَن أُمِّ الْمُؤمِنِينَ مَيمُونَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَستَأذِنِ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ، قَالَتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنِّي أَعتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ قَالَ: «أَوَ فَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: « أما إنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৩/৩২৯। উম্মুল মু'মেনীন মায়মূনাহ বিন্তুল হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি তাঁর একটি ক্রীতদাসীকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি না নিয়েই মুক্ত করলেন। অতঃপর যখন ঐ দিন এসে পৌঁছল, যেদিন তাঁর কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যাওয়ার পালা, তখন মায়মূনাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যে আমার ক্রীতদাসীকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি, আপনি কি তা বুঝতে পেরেছেন?' তিনি বললেন, "তুমি কি (সত্যই) এ কাজ করেছ?" মায়মূনা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি যদি ক্রীতদাসীটিকে তোমার মামাদেরকে দিতে, তাহলে তুমি বেশী সওয়াব পেতে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২৫]

٣٣٠/١٤. وَعَن أسماءَ بِنتِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشرِكَةٌ فِي عَهْدِ رسولِ الله ﷺ ، فاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، قُلْتُ : قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৪/৩৩০। আসমা বিন্তে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এল। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম; বললাম, 'আমার মা (ইসলাম) অপছন্দ করা অবস্থায় (আমার সম্পদের লোভ রেখে) আমার নিকট এসেছে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২৬]

---

[৩২৩] সহীহুল বুখারী ৫৯৯১, তিরমিযী ১৯০৮, আবূ দাউদ ১৬৯৭, আহমাদ ৬৪৮৮, ৬৭৪৬, ৬৭৪৬, ৬৭৭৮

[৩২৪] সহীহুল বুখারী ৫৯৮৯, মুসলিম ২৫৫৫, আহমাদ ২৩৮১৫

[৩২৫] সহীহুল বুখারী ২৫৯২, মুসলিম ৯৯৯, আবূ দাউদ ১৬৯০, আহমাদ ২৬২৭৭

[৩২৬] সহীহুল বুখারী ২৬২০, ৩১৮৩, ৫৯৭৯, মুসলিম ১০০৩, আবূ দাউদ ১৬৬৮, আহমাদ ২৬৩৭৩, ২৬৩৯৯, ২৬৪৫৪

١٥/٣٣١. وَعَن زَينَبَ الثَّقَفِيَّةِ امرَأَةِ عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ وَعَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ » ، قَالَتْ : فَرَجَعْتُ إِلَى عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ، فَقُلتُ لَهُ : إنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ اليَدِ ، وَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ ، فَاسأَلْهُ ، فَإنْ كَانَ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنِّي وَإلاَّ صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ . فَقَالَ عَبدُ اللهِ : بَلِ ائْتِيهِ أنتِ ، فانْطَلَقتُ ، فَإذَا امْرأةٌ مِنَ الأنْصارِ بِبَابِ رسولِ اللهِ ﷺ حَاجَتِي حَاجَتُها ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ المَهَابَةُ ، فَخَرجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : ائتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأخْبِرْهُ أنَّ امْرَأتَيْنِ بِالبَابِ تَسألانِكَ : أتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أزْواجِهِمَا وَعَلَى أيْتَامٍ فِي حُجُورِهِما ؟ ، وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ ، فَدَخلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَسَألَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ هُمَا ؟ » قَالَ : امْرَأةٌ مِنَ الأنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « أيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ ؟ » ، قَالَ : امْرَأةُ عَبدِ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَهُمَا أجْرَانِ : أجْرُ القَرَابَةِ وَأجْرُ الصَّدَقَةِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৫/৩৩১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে মহিলাগণ! তোমরা সাদকাহ কর; যদিও তোমাদের অলংকার থেকে হয়।" যায়নাব (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি (আমার স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'আপনি গরীব মানুষ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাদকাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব আপনি তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জেনে আসুন যে, (আমি যে, আপনার উপর ও আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করি তা) আমার পক্ষ থেকে সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? নাকি আপনাদেরকে বাদ দিয়ে আমি অন্যকে দান করব?' ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বললেন, 'বরং তুমিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জেনে এসো।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তাঁর দরজায় আরও একজন আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রয়োজনও আমার প্রয়োজনের অনুরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ভাবগম্ভীরতা দান করা হয়েছিল। (তাঁকে সকলেই ভয় করত।) ইতোমধ্যে বিলাল (রাঃ)-কে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে দেখে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বলুন, 'দরজার কাছে দু'জন মহিলা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা যদি নিজ স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত এতীমদের উপর খরচ করে, তাহলে তা সাদকাহ হিসাবে যথেষ্ট হবে কি? আর আমরা কে, সে কথা জানাবেন না।' তিনি প্রবেশ ক'রে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা কে?" বিলাল (রাঃ) বললেন, 'এক আনসারী মহিলা ও যায়নাব।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ যায়নাব?" বিলাল (রাঃ) উত্তর দিলেন, 'আব্দুল্লাহর স্ত্রী।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাদের জন্য দু'টি সওয়াব রয়েছে, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকাহ করার সওয়াব।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩২৭]

[৩২৭] সহীহুল বুখারী ১৪৬৬, মুসলিম ১০০০, তিরমিযী ৬৩৫, নাসায়ী ২৫৮৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৪, আহমাদ ১৫৬৫২, ২৬৫০৮, দারেমী ১৬৫৪

١٦/٣٣٢. وَعَنْ أَبِي سُفيَانَ صَخرِ بنِ حَربٍ ﷺ في حَديثِهِ الطويل في قِصَّةِ هِرَقْلَ: أنَّ هِرَقْلَ قَالَ لأَبِي سُفْيَانَ: فَمَاذَا يَأمُرُكُمْ بِهِ؟ يَعْنِي النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ: « اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً، واتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، وَيَأمُرُنَا بِالصَّلاةِ ، وَالصِّدْقِ ، والعَفَافِ ، والصِّلَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৩৩২। আবূ সুফ্য়ান স্বাখ্র ইবনে হার্ব (রাঃ) থেকে (রোম-সম্রাট) হিরাক্লের ঘটনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত, হিরাক্ল আবূ সুফিয়ানকে বললেন, 'তিনি (নবী ﷺ) তোমাদেরকে কী নির্দেশ দেন?' আবূ সুফ্য়ান বলেন, আমি বললাম, 'তিনি বলেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তার সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ কর।" আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্যবাদিতার, চারিত্রিক পবিত্রতার এবং আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২৮]

١٧/٣٣٣. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أرْضاً يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاط» . وفي رِوَايَةٍ : « سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا القِيرَاطُ ، فَاسْتَوْصُوا بأهْلِهَا خَيْراً ؛ فَإنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً » وفي رواية : « فَإِذَا افتَتَحتُمُوهَا ، فَأَحسِنُوا إِلَى أَهلِهَا ؛ فَإِنَّ لَهُم ذِمَّةً وَرَحِماً»، أَوْ قَالَ : « ذِمَّةً وصِهْراً ». رواه مسلم

১৭/৩৩৩। আবূ যার্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা অদূর ভবিষ্যতে এমন এক এলাকা জয় করবে, যেখানে ক্বীরাত্ব (এক দীনারের ২০ ভাগের একভাগ স্বর্ণমুদ্রা) উল্লেখ করা হয়।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা অচিরে মিসর জয় করবে এবং এটা এমন ভূখণ্ড যেখানে কীরাত্ব (শব্দ) সচরাচর বলা হয়। (সেখানে ঐ মুদ্রা প্রচলিত।) তোমরা তার অধিবাসীদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যখন তোমরা তা জয় করবে, তখন তার অধিবাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করো। কেননা, তাদের প্রতি (আমাদের) দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং আত্মীয়তা রয়েছে।" অথবা বললেন, "দায়িত্ব (অধিকার ও মর্যাদা) এবং বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।" *(মুসলিম)*[৩২৯]

* উলামাগণ বলেন, তাদের সাথে নবী ﷺ-এর আত্মীয়তা এভাবে যে, ইসমাঈল (আঃ)-এর মা হাজার (বা হাজেরা) তাদেরই বংশের ছিলেন। বৈবাহিক সম্পর্ক এভাবে যে, রসূল ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীমের মা মারিয়াহ তাদের বংশের ছিলেন।

١٨/٣٣٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشاً ، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ ، وَقالَ : « يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ ، يا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ ، أنقِذُوا أنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي مُرَّةَ بنِ كَعْبٍ ، أنْقِذُوا أنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي

---

[৩২৮] সহীহুল বুখারী ৭, ৫১, ২৬৮১, ২৮০৪, ২৯৩৬, ২৯৪১, ২৯৭৮, ৩১৭৪, ৪৫৫৩, ৫৯৮০, ৬২৬১, ৭১৯৬, মুসলিম ১৭৭৩, তিরমিযী ২৭১৭, আবূ দাউদ ৫১৩৬, আহমাদ ২৩৬৬

[৩২৯] মুসলিম ২৫৪৩

عَبْدِ مَنَاف ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يَا بَنِي هَاشِم ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّـار ، يَـا بَـنِي عَبـدِ الْمُطَّلِب ، أَنقِذُوا أَنفُسَكُم مِنَ النَّار ، يَا فَاطِمَةُ ، أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ . فَإِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِـنَ اللهِ شَيئاً ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأَبُلُّهَا بِبِلالِهَا ». رواه مسلم

১৮/৩৩৪। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল যার অর্থ হল, "তুমি তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।" *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)* তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরায়েশ (সম্প্রদায়)কে আহবান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে বানী আব্দে শাম্‌স! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। **তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব।** (পরকালে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না।)" *(মুসলিম)* [৩৩০]

* উক্ত হাদীসে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে আগুনের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে, যা পানি দিয়ে নিভাতে হয়। তাই আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখাকে তা আর্দ্র বা ভিজে রাখা বলা হয়েছে।

٣٣٥/١٩. وَعَن أَبِي عَبدِ اللهِ عَمرو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِهَـاراً غَيْرَ سِرٍّ ، يَقُولُ : « إنَّ آل بَني فُلاَنٍ لَيْسُوا بِأوليَائِي ، إنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ المُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبلاَلِهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ ، واللفظ للبخاري

১৯/৩৩৫। আবূ আব্দুল্লাহ আম্‌র ইবনে আ'স (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে গোপনে নয় প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "অমুক গোত্রের লোকেরা (যারা আমার প্রতি ঈমান আনেনি তারা) আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু তো আল্লাহ এবং নেক মু'মিনগণ। কিন্তু ওদের সাথে আমার (রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, **আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই তা আর্দ্র রাখব।**" (বুখারী ও মুসলিম, শব্দ বুখারীর)[৩৩১]

٣٣٦/٢٠. وَعَن أَبي أَيُّوبِ خَالِدِ بنِ زَيدٍ الأَنصَارِي ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَـلٍ يُدْخِلُني الجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّارِ . فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : « تَعْبُدُ الله ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وتَصِلُ الرَّحمَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

[৩৩০] সহীহুল বুখারী ২৭৫৩, ৩৫২৭, ৪৭৭১, মুসলিম ২০৪, ২০৬, তিরমিযী ৩০৯৪, নাসায়ী ৩৬৪৪, ৩৬৪৬, ৩৬৪৭, আহমাদ ৮১৯৭, ৮৩৯৫, ৮৫০৯, ৮৯২৬, ৯৫০১, দারেমী ২৭৩২

[৩৩১] সহীহুল বুখারী ৫৯৯০, মুসলিম ২১৫, আহমাদ ১৭৩৪৮

২০/৩৩৬। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' নবী ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে এবং রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩২]

٣٣٧/٢١. وَعَن سَلمَانَ بنِ عَامِرٍ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : .... « **الصَّدَقَةُ عَلَى المِسكِينِ صَدَقَةٌ ، وعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ** ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن ».

৩৩৭/২১। সালমান ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "---মিসকীনকে সাদকাহ করলে সাদকাহ (করার সওয়াব) হয়। আর আত্মীয়কে সাদকাহ করলে দু'টি সওয়াব হয় ঃ সাদকাহ করার ও আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার।" *(তিরমিযী, উল্লেখ্য যে, হাদীসের প্রথম অংশ সহীহ নয় বলে উল্লেখ করা হয়নি।)* [৩৩৩]

٣٣٨/٢٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ، فَأَبَيْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : « **طَلِّقْهَا** ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

২২/৩৩৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমার বিবাহ বন্ধনে এক স্ত্রী ছিল, যাকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু (আমার পিতা) উমার তাকে অপছন্দ করতেন। সুতরাং তিনি আমাকে বললেন, "তুমি ওকে ত্বালাক দাও।" কিন্তু আমি (তা) অস্বীকার করলাম। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং এ কথা উল্লেখ করলেন। নবী ﷺ (আমাকে) বললেন, "তুমি ওকে ত্বালাক দিয়ে দাও।" (সুতরাং আমি তাকে ত্বালাক দিয়ে দিলাম।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)* [৩৩৪]

* (উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঐ মহিলার চরিত্রে এমন কিছু দেখেছিলেন, যার জন্য তাঁর কথা মেনে ত্বালাক দেওয়া জরুরী ছিল। অনুরূপ কারো পিতা দেখলে বা জানতে পারলে তাঁর কথা মেনে পুত্রের উচিত স্ত্রীকে ত্বালাক দেওয়া। নচেৎ পিতামাতার কথা শুনে ভালো স্ত্রীকে অকারণে ত্বালাক দেওয়া পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয়।)

٣٣٩/٢٣. وَعَن أَبي الدَّرداءِ : أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ ، قَالَ : إنّ لِي امرَأَةً وإنّ أُمّي تَأمُرُني بِطَلاقِهَا، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « **الوَالِدُ أوْسَطُ أبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَإنْ شِئْتَ ، فَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ** ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

---

[৩৩২] সহীহুল বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ ২৩০২৭, ২৩০৩৮

[৩৩৩] তিরমিযী ৬৫৮, নাসায়ী ২৫৮২, আবূ দাউদ ২৩৫৫, ইবনু মাজাহ ১৬৯৯, ১৮৪৪, আহমাদ ১৫৭৯২, ১৫৭৯৮, ১৭৪১৪, ২৭৭৪৮, ১৭৪৩০, দারেমী ১৬৮০, ১৭০১

[৩৩৪] তিরমিযী ১১৮৯, আবূ দাউদ ৫১৩৮, ইবনু মাজাহ ২০৮৮

২৩/৩৩৯। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, 'আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' আবূ দার্দা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)* [৩৩৫]

٢٤/٣٤٠. وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

২৪/৩৪০। বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "খালা মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।" *(তিরমিযী)*[৩৩৬]

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, তার মধ্যে গুহাবন্দী তিন ব্যক্তির (১৩নং) হাদীস, জুরাইজের (২৬৪নং) লম্বা হাদীস এবং আরো অন্যান্য সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলাম না। তার মধ্যে আম্‌র বিন আবাসাহর (৪৪৩নং) হাদীসটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ইসলামের অনেকানেক মৌলনীতি ও শিষ্টাচারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেটিকে পূর্ণরূপে **'আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব'** পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব -ইনশাআল্লাহ। যে হাদীসে সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবুঅতের শুরুর দিকে মক্কায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এলাম এবং বললাম, 'আপনি কি?' তিনি বললেন, "আমি নবী।" আমি বললাম, 'নবী কি?' তিনি বললেন, "আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" আমি বললাম, ' কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেন, "জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।---" (অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।)

٤١- بَابُ تَحْرِيمِ الْعُقُوْقِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحْمِ

পরিচ্ছেদ - ৪১ : পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد : ٢٢-٢٣]

অর্থাৎ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ২২-২৩ আয়াত)*

---

[৩৩৫] তিরমিযী ১৯০০, ইবনু মাজাহ ২০৮৯, ৩৬৬৩, আহমাদ ২১২১০, ২৬৯৮০, ২৭০০৪
[৩৩৬] সহীহুল বুখারী ২৭০০, ৪২৫১, তিরমিযী ১৯০৪

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ [الرعد : ٢٥]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস। *(সূরা রা'দ ২৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ [الإسراء : ٢٣-٢٤]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর; যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।' *(সূরা বানী ইস্রাঈল ২৩-২৪ আয়াত)*

٣٤١/١. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيعِ بنِ الحَارِثِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟** » – ثلاثاً – قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «**الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ**»، وكان مُتَّكِئاً فَجَلَسَ، فَقَالَ: «**أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ**» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৪১। আবূ বাকরাহ নুফাই ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় (কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?" সবাই বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং **পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া**।" তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "শুনে রাখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, 'আর যদি তিনি না বলতেন!' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৩৭]

٣٤٢/٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « **الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ** ». رواه البخاري

২/৩৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা

[৩৩৭] সহীহুল বুখারী ২৬৫৪, ৫৯৭৬, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, ২৯০১, ৩০১৯, আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১

করেন, তিনি বলেছেন, "কাবীরাহ গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী)* [৩৩৮]

٣/٣٤٣. وَعَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: « مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيهِ ! »، قَـالُوا : يَـا رَسُـولَ اللهِ ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟! قَالَ : « نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أَبَاه ، وَيَسُبُّ أُمَّـهُ ، فَيَسُـبُّ أُمَّـهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رِوَايَةٍ : « إنَّ مِنْ أكْبَرِ الكَبَائِرِ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ! » ، قِيلَ :يَـا رَسُـولَ اللهِ ، كَيْـفَ يَلْعَـنُ الرَّجُلُ وَالِدَيهِ ؟! قَالَ: « يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَسُبُّ أباهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ » .

৩/৩৪৩। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া।" জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা।" জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ করে?' তিনি বললেন, "সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে। আর সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়।"

٤/٣٤٤. وَعَن أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ ». قَالَ سُفيَانُ في رِوَايَتِهِ : يَعْنِي : قَاطِعُ رَحِم . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩৪৪। আবূ মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুত্বইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" সুফিয়ান তাঁর বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৪০]

٥/٣٤٥. وَعَن أَبِي عِيسَى المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعاً وَهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وكَرِهَ لَكُمْ : قِيلَ وَقالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩৪৫। আবূ ঈসা মুগীরা বিন শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের জন্য

---

[৩৩৮] সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, দারেমী ২৩৬০

[৩৩৯] সহীহুল বুখারী ৫৯৭৩, মুসলিম ৯০, তিরমিযী ১৯০২, আবূ দাউদ ৫১৪১, আহমাদ ৬৪৯৩, ৬৮০১, ৬৯৬৫, ৬৯৯০

[৩৪০] সহীহুল বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬, তিরমিযী ১৯০৯, আবূ দাউদ ১৬৯৬, আহমাদ ১৬২৯১, ১৬৩২২, ১৬৩৩১

অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাচঞা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫নং ও মুসলিম)* [৩৪১]

٤٢- بَابُ فَضْلِ بِرِّ أَصْدِقَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأَقَارِبِ وَالزَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُهُ

পরিচ্ছেদ - ৪২ : পিতা-মাতার ও নিকটাত্মীয়ের বন্ধু, স্ত্রীর সখী এবং যাদের সম্মান করা কর্তব্য তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার মাহাত্ম্য

١/٣٤٦. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إنّ أَبَرَّ البرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبيهِ ».

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ ، قَالَ ابنُ دِينَار : فَقُلْنَا لَهُ : أَصْلَحَكَ الله ، إنَّهُمُ الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليَسِير ، فَقَالَ عبد الله بن عمر : إن أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بنِ الخطاب ﷺ ، وإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ أبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أهْلَ وُدِّ أَبِيهِ » .

وفي رِوايَةٍ عَنِ ابنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ : أنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلةِ ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأسَهُ ، فَبيْنَا هُوَ يَوماً عَلَى ذلِكَ الحِمَارِ إذْ مَرَّ بِهِ أعْرابِيٌّ، فَقَالَ : أَلَسْتَ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ ؟ قَالَ : بَلَى . فَأَعْطَاهُ الحِمَارَ ، فَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا ، وَأَعْطَاهُ العِمَامَةَ وَقالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعضُ أصْحَابِهِ : غَفَرَ الله لَكَ أعْطَيْتَ هَذَا الأعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيهِ ، وعِمَامةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأسَكَ ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ مِنْ أبَرِّ البِرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أبيهِ بَعْدَ أنْ يُوَلِّيَ ». وَإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقاً لعُمَرَ ﷺ . رَوَى هذِهِ الرواياتِ كُلَّهَا مسلم

১/৩৪৬। ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যার সাথে পিতার মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, তা অক্ষুণ্ণ রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।"

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আব্দুল্লাহ (রাঃ) ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি

---

[৩৪১] সহীহুল বুখারী ২৪০৮, ৮৪৪, ১৪৭৭, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৩, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১

যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার উপর চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো স্বল্পেই তুষ্ট হয় (ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)?' আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, **"পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।"**

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে দীনারের সূত্রে ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে পড়তেন, তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) ঐ গাধার উপর চেপে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, 'তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও?' সে বলল, 'অবশ্যই!' অতঃপর তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, 'এর উপর আরোহন কর' এবং তাকে পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার মাথায় বাঁধ।' (এ দেখে) তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে ঐ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে ঐ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, **"পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।"** আর এর পিতা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বন্ধু ছিলেন।[৩৪২]

এ সমস্তগুলি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

٣٤٧/٢. وعن أبي أُسَيْد بضم الهمزة وفتح السين مالكِ بنِ ربيعَةَ السَّاعِدِيِّ ﷺ قال : بَيْنا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اللهِ ﷺ إذ جاءَهُ رجُلٌ مِنْ بَني سَلَمَة فقالَ : يارسولَ اللهِ هَلْ بقي مِن بِرِّ أَبَويَّ شيءٌ أَبرُّهُمَا بِهِ بَعدَ مَوْتِهِمَا ؟ فقال : « **نَعَمْ ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا ، والاسْتِغْفَارُ لَهُما ، وإنْفاذُ عَهْدِهِما ، وصِلَةُ الرَّحِمِ التي لا تُوصَلُ إلاَّ بِهِمَا ، وإكْرَامُ صَدِيقهما** » رواه أبو داود .

২/৩৪৭। আবূ উসাইদ মালিক ইবনু রাবী'আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, কোন একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় বানী সালামা সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিতা-মাতার মারা যাবার পরও আমার উপর তাদের প্রতি সদাচারণ করার দায়িত্ব আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, তাদের গুনাহের মাগফিরাত প্রার্থনা করবে, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে এ জন্যে উত্তম ব্যবহার করবে যে, এরা তাদেরই আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব এবং তাদেরকে সম্মান দেখাবে।[৩৪৩]

٣٤٨/٣. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ ، وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ، ثُمَّ يقَطِّعُهَا

---

[৩৪২] মুসলিম ২৫৫২, তিরমিযী ১৯০৩, আবূ দাউদ ৫১৪৩, আহমাদ ৫৫৮০, ৫৬২১. ৫৬৮৮, ৫৮৬২

[৩৪৩] আবূ দাউদ (হাঃ ৫১৪২), ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৬৬৪), মিশকাত (হাঃ ৪৯৩৬), হাদীসটি যঈফ, দুর্বল; দেখুন তাহক্বীক্ব আলবানী- আবূ দাউদ (হাঃ ১১০১)।

أَعْضَاء ، ثُمَّ يَبْعثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ : كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلاَّ خَدِيجَةَ ! فَيَقُولُ: « إنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية : وإنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاءَ ، فَيُهْدِي فِي خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ .

وفي رواية:كَانَ إِذَا ذبح الشاة، يقولُ : « أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ » .

وفي رواية : قَالَت : اسْتَأذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِد أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَعَرَفَ اسْتِئذَانَ خَدِيجَةَ ، فَارتَاحَ لِذَلِكَ ، فَقَالَ : « اَللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ » .

قولُهَا : « فَارتَاحَ » هُوَ بالحاء ، وفي الجمع بَيْنَ الصحيحين للحُميدِي: « فَارتَاعَ » بالعينِ ومعناه : اِهتَمَّ بِهِ.

৩/৩৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই।' তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, "সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'একদা খাদীজার বোন হালা বিনতে খুআইলিদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করলেন, সুতরাং তিনি আনন্দবোধ করলেন এবং বললেন, "আল্লাহ! হালা বিনতে খুআইলিদ?"

এ বর্ণনায় فَارتَاحَ (আনন্দবোধ করলেন) শব্দ এসেছে। আর হুমাইদীর 'আল-জামউ বাইনাস স্বাহীহাইন'-এ এসেছে فَارتَاعَ শব্দ। অর্থাৎ, তার প্রতি যত্ন নিলেন ও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। [৩৪৪]

٤/٣٤٩. وَعَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : خَرَجتُ مَعَ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ تَفْعَل ، فَقَالَ : إنِّي قَدْ رَأَيْتُ الأنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَيئاً آلَيْتُ عَلَى نَفسِي أنْ لاَ أَصْحَبَ أحَداً مِنْهُمْ إلاَّ خَدَمْتُهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩৪৯। আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমি জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-

[৩৪৪] সহীহুল বুখারী ৩৮১৬, ৩৮১৭, ৩৮১৮, ৫২২৯, ৬০০৪, ৭৪৮৪, মুসলিম ২৪৩৫, তিরমিযী ২০১৭, ৩৮৭৫, ইবনু মাজাহ ১৯৯৭, আহমাদ ২৩৭৮৯, ২৫১৩০, ২৫৮৪৭

এর সাথে সফরে বের হলাম। (আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও) তিনি আমার খিদমত করতেন। সুতরাং আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি এমন করবেন না।' তিনি বললেন, 'আমি আনসারগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (অনেক) কিছু করতে দেখেছি। তাই আমি শপথ করেছি যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরই সঙ্গী হব, তাঁরই খিদমত করব।'*(মুসলিম)* [৩৪৫]

٤٣- بَابُ إِكْرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانِ فَضْلِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ৪৩ : রসূল ﷺ -এর বংশধরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং তাঁদের মাহাত্ম্যের বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

অর্থাৎ, হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

١/٣٥٠. وَعَن يَزِيدَ بنِ حَيَّانَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَة ، وَعَمْرُو ابنُ مُسْلِم إِلَى زَيْدِ بْنِ أرقَمَ ﷺ، فَلَمَّا جَلسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْن : لَقَدْ لقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثِيراً ، رَأيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَسَمِعتَ حَدِيثَهُ ، وغَزْوْتَ مَعَهُ ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ : لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْراً كَثيراً ، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : يَا ابْنَ أخِي ، وَاللهِ لقد كَبِرَتْ سِنِّي ، وَقَدُمَ عَهدِي ، وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أعِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَمَا حَدَّثْتُكُمْ ، فَاقْبَلُوا ، وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونيهِ . ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يوماً فِينَا خَطِيباً بمَاءٍ يُدْعَى خُمّاً بَيْنَ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ ، فَحَمِدَ الله ، وَأثْنَى عَلَيهِ ، وَوعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : « **أمَّا بَعدُ ، ألاَ أيُّهَا النَّاسُ ، فَإنَّمَا أنَا بَشَرٌ يُوشِكَ أنْ يَأتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأنَا تَارِكٌ فِيكُم ثَقَلَيْنِ : أوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله ، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ** » ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله ، وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : « **وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أَهلِ بَيتِي** » فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ : وَمَنْ أهْلُ بَيتهِ يَا زَيْدُ ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أهْلِ بَيتهِ ، وَلكِنْ أهْلُ بَيتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعدَهُ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعفَرَ وَآلُ

[৩৪৫] সহীহুল বুখারী ২৮৮৮, মুসলিম ২৫১৩

عَبَّاسٍ . قَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. رواه مسلم ، وفي رواية : « أَلاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَحَدُهُما كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى ، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ » .

১/৩৫০। ইয়াযীদ ইবনে হাইয়ান বলেন, আমি, হুস্বাইন ইবনে সাবরাহ ও আম্র ইবনে মুসলিম যায়দ ইবনে আরক্বামের নিকট গেলাম ﷺ। যখন আমরা তাঁর পাশে বসলাম, তখন হুস্বাইন তাঁকে বললেন, 'হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন; আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পিছনে নামায পড়েছেন। হে যায়দ! আপনি প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন কথা শুনান, যা আপনি (স্বয়ং) তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন।' তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা! আল্লাহর কসম! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (নবী ﷺ-এর সাথে) আমার যে যুগটা কেটেছে, তাও যথেষ্ট পুরানো হয়ে গেছে। (ফলে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যে কথা আমার স্মরণে ছিল, তার কিছু ভুলে গেছি। সুতরাং আমি যা বলব, তা গ্রহণ কর এবং যা বর্ণনা করব না, তার জন্য আমাকে বাধ্য করো না।' অতঃপর তিনি বললেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে মক্কা ও মদীনার মধ্যে 'খুম' নামক ঝর্ণার নিকটে খুতবাহ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। তিনি সর্বাগ্রে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ওয়ায করলেন ও উপদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, "আম্মা বা'দ। হে লোকেরা! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত ক'রে ধারণ কর।" সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর (আমল করার প্রতি) উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, "(আর দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে,) আমার পরিবার; আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি। আমি তোমাদেরকে আমার পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহর স্মরণ দিচ্ছি।" তারপর হুস্বাইন তাঁকে বললেন, 'রসূল ﷺ-এর পরিবার কারা? হে যায়দ! তাঁর স্ত্রীরা কি তাঁর পরিবারভুক্ত নন?' তিনি (যায়দ) বললেন, '(নিঃসন্দেহে) স্ত্রীরা তাঁর পরিবারভুক্ত। কিন্তু তাঁর পরিবার (বলতে) তাঁরা, যাঁদের উপর তাঁর (মৃত্যুর) পর সাদকাহ হারাম করা হয়েছে।' হুস্বাইন জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁরা কারা?' যায়দ জবাব দিলেন, 'তাঁরা হচ্ছেন আলীর পরিবার, আক্বীলের পরিবার, জা'ফরের পরিবার এবং আব্বাসের পরিবার।' হুস্বাইন বললেন, 'এদের সকলের প্রতি সাদকাহ হারাম করা হয়েছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, শোনো, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে, সে ভ্রষ্টতায় থাকবে।" *(মুসলিম)* [৩৪৬]

٢/٣٥١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَن أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ - مَوقُوفاً عَلَيهِ - أَنَّهُ قَالَ :

[৩৪৬] মুসলিম ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮২৬, দারেমী ৩৩১৬

Contents

«ارْقَبُوا مُحَمداً ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ» . رواه البخاري

২/৩৫১। ইবনে উমার (রাঃ) আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) থেকে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন কর।" *(বুখারী)*[৩৪৭]

* *(অর্থাৎ তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা হবে।)*

٤٤- بَابُ تَوْقِيْرِ الْعُلَمَاءِ وَالْكِبَارِ وَأَهْلِ الْفَضْلِ وَتَقْدِيْمِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ ، وَرَفْعِ مَجَالِسِهِمْ ، وَإِظْهَارِ مَرْتَبَتِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ৪৪ : উলামা, বয়স্ক ও সম্মানী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা, তাঁদেরকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া, তাঁদের উচ্চ আসন দেওয়া এবং তাঁদের মর্যাদা প্রকাশ করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ [الزمر : ٩]

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা যুমার ৯ আয়াত)*

٣٥٢/٣. وَعَن أَبِي مَسعُودٍ عُقبَةَ بنِ عَمرٍو البَدرِي الأَنصَارِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَـؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله ، فَإنْ كَانُوا فِي القِراءَةِ سَوَاءً ، فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَـوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سِناً ، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإذْنِهِ ». رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : « فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً » بَدَلَ « سِنّاً » : أيْ إسْلاماً .

وفي رواية : « يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، وَأَقْدَمُهُمْ قِراءةً ، فَإنْ كَانَتْ قِرَاءتُهُمْ سَوَاءً فَيَـؤُمُّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَواء ، فَلْيَؤُمُّهُمْ أكْبَرُهُمْ سِنّاً » .

১/৩৫২। আবূ মাসঊদ উক্‌বাহ ইবনে আম্‌র বাদরী আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে

---

[৩৪৭] সহীহুল বুখারী ৩৭১৩, ৩৭৫১

হিজরতকারী। যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ (ইমামতি করবে)। আর কোন ব্যক্তি যেন কোন ব্যক্তির নেতৃত্বস্থলে ইমামতি না করে এবং গৃহে তার বিশেষ আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।" *(মুসলিম)* [৩৪৮]

অন্য এক বর্ণনায় 'বয়োজ্যেষ্ঠ'র পরিবর্তে 'সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী' শব্দ রয়েছে।

আর এক বর্ণনায় আছে, "জামাআতের ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে, যার ক্বিরাআত বেশী ভালো, অতঃপর ক্বিরাআতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে আগে হিজরত করেছে। হিজরতে সবাই সমান হলে সে ইমামতি করবে, যে তাদের মধ্যে বয়সে বড়।"

٣٥٣/٢. وَعَنهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ ، وَيَقُولُ : « اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». رواه مسلم

২/৩৫৩। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (নামায শুরু করার সময় আমাদের (বাজুর উপরি অংশে) কাঁধ ছুঁয়ে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না, (নতুবা) তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্ন হয়ে যাবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিমান, তারাই যেন আমার নিকটে (প্রথম কাতারে আমার পশ্চাতে) থাকে। অতঃপর যারা বয়স ও বুদ্ধিতে তাদের নিকটবর্তী তারা। অতঃপর তাদের যারা নিকটবর্তী তারা।" *(মুসলিম)* [৩৪৯]

٣٥٤/٣. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثَلاثاً « وَإيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ ». رواه مسلم

৩/৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। অতঃপর যারা (উভয় ব্যাপারে) তাদের নিকটবর্তী।" এরূপ তিনি তিন বার বললেন। (অতঃপর তিনি বললেন,) "আর তোমরা (মসজিদে) বাজারের ন্যায় হৈচৈ করা হতে দূরে থাকো।" *(মুসলিম)* [৩৫০]

٣٥٥/٤. وَعَن أَبي يَحيَى ، وَقِيلَ : أَبي مُحَمَّدٍ سَهلِ بنِ أَبي حَثْمَةَ الأنصَارِي ﷺ ، قَالَ : انطَلَقَ عَبدُ اللهِ ابنُ سهلٍ وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَومَئذٍ صُلْحٌ ، فَتَفَرَّقَا ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عبدِ اللهِ بنِ سَهلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، فَدَفَنَهُ ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ سَهلٍ وَمُحَيِّصَةُ وحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبيِّ ﷺ ، فَذَهَبَ عَبدُ الرَّحمَانِ يَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ : « كَبِّرْ كَبِّرْ » وَهُوَ أَحْدَثُ القَوم ، فَسَكَتَ ، فَتَكَلَّمَا ، فَقَالَ : « أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ ؟ » وذكر تمام الحديث . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[৩৪৮] মুসলিম ৬৭৩, তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, আবূ দাউদ ৫৮২, ইবনু মাজাহ ৯৮০, আহমাদ ১৬৬১৫, ১৬৬৪৩, ২১৮৩৫

[৩৪৯] মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬, আহমাদ ১৬৬৫৩, দারেমী ১২৬৬

[৩৫০] মুসলিম ৪৩২, তিরমিযী ২২৮, আবূ দাউদ ৬৭৪, আহমাদ ৪৩৬০, দারেমী ১২৬৭

৪/৩৫৫। আবূ ইয়াহয়্যা মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ সাহ্ল ইবনে আবূ হাসমা আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল এবং মুহাইয়িস্বাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খায়বার রওয়ানা হলেন। সে সময় (সেখানকার ইয়াহুদী এবং মুসলমানের মধ্যে) সন্ধি ছিল। (খায়বার পৌঁছে স্ব স্ব প্রয়োজনে) তাঁরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর মুহাইয়িস্বাহ আব্দুল্লাহ ইবনে সাহলের নিকট এলেন, যখন তিনি আহত হয়ে রক্তাক্ত দেহে তড়পাচ্ছিলেন। সুতরাং মুহাইয়িস্বাহ তাঁকে (তাঁর মৃত্যুর পর) সেখানেই সমাধিস্থ করলেন। তারপর তিনি মদীনা এলেন। (মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মৃতের ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্ল এবং মাসউদের দুই ছেলে মুহাইয়িস্বাহ ও হুওয়াইয়িস্বাহ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান কথা বলতে গেলেন। তা দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **"বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও, বয়োজ্যেষ্ঠকে কথা বলতে দাও।"** আর ওঁদের মধ্যে আব্দুর রহমান বয়সে ছোট ছিলেন। ফলে তিনি চুপ হয়ে গেলেন এবং তাঁরা দু'জন কথা বললেন। (সব ঘটনা শোনার পর) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি কসম খাচ্ছ এবং (নিজ ভাইয়ের) হত্যাকারী থেকে অধিকার চাচ্ছ?" অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৫১]

٣٥٦/٥. وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُد يَعْنِي فِي القَبْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « **أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أخذاً للقُرآنِ ؟** » فَإِذَا أُشيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ . رواه البخاري

৫/৩৫৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একটি কবরে একত্র ক'রে জিজ্ঞেস করছিলেন, "এদের মধ্যে কুরআন হিফ্য কার বেশী আছে?" সুতরাং দু'জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। *(বুখারী)* [৩৫২]

٣٥٧/٦. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « **أَرَانِي فِي المَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ ، فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ ، أَحَدُهُما أكبَرُ مِنَ الآخرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ ، فَقِيلَ لِي : كَبِّرْ ، فَدَفَعْتهُ إِلَى الأَكْبَرِ مِنْهُمَا** ». رواه مسلم مسنداً والبخاري تعليقاً.

৬/৩৫৭। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমি নিজেকে স্বপ্নে দাঁতন করতে দেখলাম। অতঃপর দু'জন লোক এল, একজন অপরজনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে দাঁতনটি দিলাম, তারপর আমাকে বলা হল, **'বড়জনকে দাও।'** সুতরাং আমি তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকটিকে (দাঁতন) দিলাম।" *(মুসলিম, বুখারী ছিন্ন সনদে)* [৩৫৩]

٣٥٨/٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إنَّ مِنْ إجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ** ».

حديث حسن رواه أَبُو داود

---

[৩৫১] সহীহুল বুখারী ৩১৭৩, ২৭০২, ৬১৪২, ৬৮৯৮, ৭১৯২, মুসলিম ১৬৬৯, তিরমিযী ১৪২২, নাসায়ী ৪৭১৩, ৪৭১৪, ৪৭১৫, ৪৭১৬, আবূ দাউদ ৪৫২০, ৪৫২১, ৪৫২৩, ইবনু মাজাহ ২৬৭৭

[৩৫২] সহীহুল বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, ৪০৮০, তিরমিযী ১০৩৬, নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭

[৩৫৩] মুসলিম ২২৭১, ৩০০৩

৭/৩৫৮। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।" *(আবূ দাউদ)* [৩৫৪]

٣٥٩/٨. وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا ». حديث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ الترمذي : « حديث حسن صحيح » . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد : « حَقَّ كَبِيرِنَا ».

৮/৩৫৯। আম্‌র ইবনে শুআইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি (শুআইব) তাঁর (আম্‌রের) দাদা (আব্দুল্লাহর ইবনে আম্‌র) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সে আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান জানে না।" *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)* আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে ঃ "আমাদের বড়দের অধিকার জানে না।" [৩৫৫]

٣٦٠/٩.وَعَنْ مَيْمُوْنَ بْنِ أَبِيْ شَبِيْبٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً ، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وهَيْئَةٌ ، فَأَقْعَدَتْهُ ، فَأَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِيْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « أَنْزِلُوْا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ » رواه أبو داود . لٰكِنْ قَالَ : مَيْمُوْنُ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ .
وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِيْ أَوَّلِ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقاً فَقَالَ : وَذُكِرَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ ، وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ فِيْ كِتَابِهِ « مَعْرِفَةُ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ » وقال : هو حديثٌ صحيح .

৯/৩৬০। মাইমুন ইবনু আবূ শাবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আশিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সামনে দিয়ে একজন ভিক্ষুক যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুকরা রুটি প্রদান করলেন। আবার তার সম্মুখ দিয়ে সজ্জিত পোশাকে এক ব্যক্তি যাচ্ছিল। তাকে তিনি বসালেন এবং খাবার খাওয়ালেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী স্থান দাও। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু বলেছেন, আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সঙ্গে মাইমুনের সাক্ষাৎ হয়নি। ইমাম মুসলিম তার সহীহ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "আমাদেরকে আদেশ করেছেন মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে"। এ হাদীসটি ইমাম হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ (রাহ:) তার "মারিফাতু উলুমিল হাদীস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি সহীহ হাদীস।[৩৫৬]

---

[৩৫৪] আবূ দাউদ ৪৮৪৩

[৩৫৫] তিরমিযী ১৯২০, আহমাদ ৬৬৯৪, ৬৮৯৬, ৭০৩৩

[৩৫৬] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ্ তার "মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে যে, বলেছেন : হাদীসটি সহীহ্। কিন্তু তিনি যেরূপ বলেছেন আসলে হাদীসটি সেরূপ নয়, এর সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে। যেমনটি আমি "আলমিশকাত"

٣٦٠/١٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ ﷺ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيهِ : يَا ابْنَ أخِي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيهِ، فاسْتَأذَنَ فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِيْ يَا ابنَ الخَطَّابِ، فَواللهِ مَا تُعْطِينَا الجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ ، إنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف : ١٩٨] وَإنَّ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهاَ عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

১০/৩৬১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। **আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার (রাঃ)-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন।** উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও।' ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার (রাঃ)কে বললেন, 'হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না!' (এ কথা শুনে) উমার (রাঃ) রেগে গেলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ।' আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার (রাঃ) একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন। *(বুখারী)* [৩৫৭]

٣٦٢/١١. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ ﷺ ، قَالَ : لَقَد كُنتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلاماً ، فَكُنْتُ أحْفَظُ عَنْهُ ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ القَوْلِ إلاَّ أنَّ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১১/৩৬২। আবূ সাঈদ সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে কিশোর ছিলাম। আমি তাঁর কথাগুলি মুখস্থ ক'রে নিতাম। কিন্তু আমাকে বর্ণনা করতে একটাই জিনিস বাধা সৃষ্টি করত যে, সেখানে আমার চেয়ে **বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ** উপস্থিত থাকত।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৫৮]

গ্রন্থে (তাহ্‌ক্বীক সানীতে - ৪৯৮৯) আলোচনা করেছি। আবূ দাঊদ (নিজেই) বলেন ঃ বর্ণনাকারী মাইমূন আয়েশা (রাঃ)কে পাননি। আরও দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৮৯৪নং)

[৩৫৭] সহীহুল বুখারী ৪৬৪২, ৭২৮৬

[৩৫৮] সহীহুল বুখারী ৩৩২, মুসলিম ৯৬৪, তিরমিযী ১০৩৫, নাসায়ী ১৯৭৬, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫, ইবনু মাজাহ ১৪৯৩, আহমাদ ১৯৬৪৯, ১৯৭০১

١٢/٣٦٣. وعن أنس ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ: « ما أَكْرَم شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْد سِنِّه » رواه الترمذي وقال حديث غريب .

১২/৩৬৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যদি কোন বৃদ্ধ লোককে কোন যুবক তার বার্ধক্যের কারনে সম্মান দেখায়, তবে তার বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ এমন লোককে নির্ধারণ করে দিবেন, যে তাকে সম্মান দেখাবে। তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব বলেছেন।[৩৫৯]

٤٥- بَابُ زِيَارَةِ أَهْلِ الْخَيْرِ وَمُجَالَسَتِهِمْ وَصُحْبَتِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ وَطَلَبِ زِيَارَتِهِمْ وَالدُّعَاءِ مِنْهُمْ وَزِيَارَةِ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ

পরিচ্ছেদ - ৪৫ : ভাল লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করা, তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, তাঁদের কাছে দুআ চাওয়া এবং বর্কতময় স্থানসমূহের দর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً ﴾ إِلَى قوله تَعَالَى : ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً ؟ ﴾ [الكهف : ٦٠ - ٦٦]

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। ---- মূসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? *(সূরা কাহফ ৬০-৬৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

١/٣٦٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ

---

[৩৫৯] আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমি হাদীসটি সম্পর্কে "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থের (৩০৪) নং হাদীসে আলোচনা করেছি এবং এর দু'টি সমস্যা উল্লেখ করেছি। [ওকাইলী ইয়াযীদ ইবনু বায়ান সম্পর্কে বলেন ঃ তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। আর হাদীসটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল। আর ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। ইবনু আদী বলেন ঃ এটি মুনকার হাদীস। আর তার শাইখ আবুর রিহাল সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার নিকট আজব আজব বর্ণনা রয়েছে। দেখুন উক্ত (৩০৪) নম্বর হাদীসে]।

أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَكِنْ أَبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم

১/৩৬৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, 'চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।' সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।' উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)* [৩৬০]

٣٦٥/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ : « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ في قَريَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ ، قَالَ : أيْنَ تُريدُ ؟ قَالَ : أُريدُ أخاً لي في هذِهِ القَريَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ في اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فإنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيكَ بأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ ». رواه مسلم

২/৩৬৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' ফিরিশ্তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।" *(মুসলিম)* [৩৬১]

٣٦٦/٣. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ في اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : بِأنْ طِبْتَ ، وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن»، وفي بعض النسخ : « غريب »

৩/৩৬৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন

[৩৬০] মুসলিম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫

[৩৬১] মুসলিম ২৫৬৭, আহমাদ ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২

রোগীকে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।" *(তিরমিযী, হাসান বা গরীব সূত্রে)*[৩৬২]

٣٦٧/٤. وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ الكِيرِ : إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৩৬৭। আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।"[৩৬৩] *(বুখারী, মুসলিম)*

٣٦٨/٥. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৩৬৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ ক'রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)" *(বুখারী)*

* এর অর্থ ঃ লোকেরা সাধারণতঃ মহিলার এই চার গুণ দেখে বিবাহ ক'রে থাকে। তুমি দ্বীনদার পেতে আগ্রহী হও, তাকে বিবাহ কর এবং তার সঙ্গ ও সাহচর্য পেয়ে ধন্য হও।[৩৬৪]

٣٦٩/٦. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبرِيلَ : « مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ » فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [مريم : ٦٤] رواه البخاري

৬/৩৬৯। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ জিব্রাঈলকে বললেন, 'আপনি যতটা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তার চেয়ে বেশী সাক্ষাৎ করতে আপনার বাধা কিসের?' ফলে এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "(জিব্রাঈল বললেন,) আমরা তোমার প্রতিপালকের আদেশ ব্যাতিরেকে অবতরণ করি না। যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে এবং উভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে সে সকলই তাঁর মালিকানাধীন।" *(সূরা মারয়্যাম ৬৪ আয়াত, বুখারী)*[৩৬৫]

---

[৩৬২] তিরমিযী ২০০৮, ইবনু মাজাহ ১৪৪৩

[৩৬৩] সহীহুল বুখারী ২১০১, ৫৫৩৪, মুসলিম ২৬২৮, আহমাদ ১৯১২৭, ১৯১৬৩

[৩৬৪] সহীহুল বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাউদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, আহমাদ ৯২৩৭, দারেমী ২১৭০

[৩৬৫] সহীহুল বুখারী ৪৭৩১, ৩২১৮, ৭৪৫৫, তিরমিযী ৩১৫৮, আহমাদ ২০৪৪, ২০৭৯, ৩৩৫৫

٣٧٠/٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لا تُصَاحِبْ إلاَّ مُؤْمِناً، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلاَّ تَقِيٌّ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس بِهِ.

৭/৩৭০। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, "মু'মিন মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* [৩৬৬]

٣٧١/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وَقالَ الترمذي: «حديث حسن».

৮/৩৭১। আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।" *(আবূ দাউদ, তিরিমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৩৬৭]

٣٧٢/٩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ لِلنَّبِي ﷺ: الرَّجُلُ يُحِبُّ القَومَ وَلَمَّا يَلْحَق بِهِمْ؟ قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

৯/৩৭২। আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসে (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, "কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি। তিনি বললেন, মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৬৮]

٣٧٣/١٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ أَعرَابِياً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم،

وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلاَ صَلاَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.

১০/৩৭৩। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ?" সে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা।' তিনি বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)* [৩৬৯]

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বেশি নামায-রোযা ও সাদকাহ্র মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পরিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।)"

---

[৩৬৬] তিরমিযী ২৩৯৫, আবূ দাউদ ৪৮৩২, আহমাদ ১০৯৪৪

[৩৬৭] তিরমিযী ২৩৭৮, আবূ দাউদ ৪৮৩৩, আহমাদ ৭৯৬৮, ৮২১২

[৩৬৮] সহীহুল বুখারী ৬১৭০, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ১৯০০২, ১৯০৩২, ১৯১৩১

[৩৬৯] সহীহুল বুখারী ৩৬৮৮, ৬১৬৭, ৬১৭১, ৭১৫৩, মুসলিম ২৬৩৯, তিরমিযী ২৩৮৫, ২৩৮৬, নাসায়ী ৫১২৭, আহমাদ ১১৬০২, ১১৬৬৫, ১২২১৪, ১২২৮১, ১২২৯২, ১২৩০৪

٣٧٤/١١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَق بِهِمْ ؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : « المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১১/৩৭৪। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "মানুষ যাকে ভালবাসে, সে তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭০]

٣٧٥/١٢. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ». رواه مسلم

১২/৩৭৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সোনা-রূপার খণিরাজির মত মানব জাতিও নানা গোত্রের খণিরাজি। যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিল, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম; যখন তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে। আর আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(মুসলিম)* [৩৭১]

١٣-٣٧٦. وروى البخاري قوله : « الأَرْوَاحُ » إلخ ، من رواية عائشة رضي الله عنها .

১৩/৩৭৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, "আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।" *(বুখারী)*

٣٧٧/١٤. وَعَن أُسَيْرِ بنِ عَمرٍو ، وَيُقَالُ : ابنِ جَابِرٍ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ إِذَا أَتَى عَلَيهِ أَمْدَادُ أَهْلِ اليَمَنِ سَأَلَهُمْ : أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ أُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ ، فَبَرَأَ مِنْهُ إلاَّ مَوْضِعَ

[৩৭০] সহীহুল বুখারী ৬১৬৯, ৬১৬৮, মুসলিম ২৬৪১, আহমাদ ৩৮১০, ১৯১৩১

[৩৭১] সহীহুল বুখারী ৩৩৫৩, ৩৩৭৪, ৩৩৮৩, ৩৪৯০, ৩৪৯৪, ৪৬৮৯, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ২৬৩৮, ২৩৭৮, ২৫২৬, তিরমিযী ২০২৫, আবূ দাউদ ৪৮৩৪, ৪৮৭২, আহমাদ ৭৪৪৪, ৭৪৮৮, ৭৮৩০, ৮০০৮, ৮২৩৩, ৮৫৬৩, ৮৮৩৬, ৮৯২০

دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ » فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : الكُوفَةَ ، قَالَ : ألاَ أكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أشْرَافِهِمْ ، فَوافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ ، فَقَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أمْدَادٍ مِنْ أهْلِ اليَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إلاَّ مَوضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، فَإنِ اسْتَطعتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ ، فَافْعَلْ » فَأَتَى أُوَيْساً ، فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : أنْتَ أحْدَثُ عَهْداً بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ أَيضاً عَن أُسَيْر بنِ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ وَفَدُوا عَلَى عُمَرَ ﷺ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : هَلْ هاهُنَا أَحَدٌ مِنَ القَرَنِيِّينَ ؟ فَجَاءَ ذلِكَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ عمرُ : إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ : « إنَّ رَجُلاً يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، لاَ يَدَعُ باليَمَنِ غَيْرَ أُمٍّ لَهُ ، قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى ، فَأَذْهَبَهُ إلاَّ مَوضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ ، فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » .

وفِي رِوَايَةٍ لَهُ : عَنْ عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ خَيْرَ التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : أُوَيْسٌ ، وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ ، فَمُرُوهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ » .

১৪/৩৭৭। উসাইর ইবনে আম্‌র মতান্তরে ইবনে জাবের থেকে বর্ণিত, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট যখনই ইয়ামান থেকে সহযোগী যোদ্ধারা আসতেন, তখনই তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে আমের আছে?' শেষ পর্যন্ত (এক দলের সঙ্গে) উয়াইস (ক্বারনী) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (মদীনা) এলেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি উয়াইস ইবনে আমের?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ললেন, 'মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের)?' উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শরীরে শ্বেত রোগ ছিল, তা এক দিরহাম সম জায়গা ব্যতীত (সবই) দূর হয়ে গেছে?' উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তোমার মা আছে?' উয়াইস বললেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন্ (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের কাছে আসবে। তার দেহে ধবল দাগ আছে, যা এক দিরহাম সম স্থান ছাড়া সবই ভাল হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী হবে। সে যদি আল্লাহর প্রতি কসম খায়, তবে আল্লাহ তা পূরণ ক'রে দেবেন। সুতরাং (হে উমার!) তুমি যদি নিজের জন্য তাকে দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করায়ো।" সুতরাং তুমি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর।'

শোনামাত্র উয়াইস উমারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। অতঃপর উমার তাঁকে বললেন, 'তুমি

কোথায় যাবে?' উয়াইস বললেন, 'কূফা।' তিনি বললেন, 'আমি কি তোমার জন্য সেখানকার গর্ভনরকে পত্র লিখে দেব না?' উয়াইস বললেন, 'আমি সাধারণ গরীব-মিসকীনদের সাথে থাকতে ভালবাসি।'

অতঃপর যখন আগামী বছর এল তখন কূফার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হজ্জে এল। সে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে উয়াইস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, 'আমি তাঁকে এই অবস্থায় ছেড়ে এসেছি যে, তিনি একটি ভগ্ন কুটির ও স্বল্প সামগ্রীর মালিক ছিলেন।' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "মুরাদ (পরিবারের) এবং ক্বার্ন (গোত্রের) উয়াইস ইবনে আমের ইয়ামানের সহযোগী ফৌজের সঙ্গে তোমাদের নিকট আসবে। তার দেহে ধবল রোগ আছে, যা এক দিরহামসম স্থান ছাড়া সবই ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের সাথে সদাচারী (মা-ভক্ত) হবে। সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেবেন। যদি তুমি তোমার জন্য তার দ্বারা ক্ষমাপ্রার্থনার দুআ করাতে পার, তাহলে অবশ্যই করায়ো।"

অতঃপর সে (কূফার লোকটি হজ্জ সম্পাদনের পর) উয়াইস (ক্বারনীর) নিকট এল এবং বলল, 'আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।' উয়াইস বললেন, 'তুমি এক শুভযাত্রা থেকে নব আগমন করেছ। অতএব তুমি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি উমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' সুতরাং উয়াইস তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। (এসব শুনে) লোকেরা (উয়াইসের) মর্যাদা জেনে নিল। সুতরাং তিনি তার সামনের দিকে (অন্যত্র) চলে গেলেন। *(মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, কুফার কিছু লোক উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট এল। তাদের মধ্যে একটি লোক ছিল, সে উয়াইসের সাথে উপহাস করত। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ক্বার্ন গোত্রের কেউ আছে কি?' অতঃপর ঐ ব্যক্তি এল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের নিকট ইয়ামান থেকে উয়াইস নামক একটি লোক আসবে। সে ইয়ামানে কেবলমাত্র তার মা-কে রেখে আসবে। তার দেহে ধবল রোগ ছিল। সে আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা এক দীনার অথবা এক দিরহাম সম স্থান ব্যতীত সবই দূর ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো যদি তার সাথে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেঈন হল এক ব্যক্তি, যাকে উয়াইস বলা হয়। তার মা আছে। তার ধবল রোগ ছিল। তোমরা তাকে আদেশ করো, সে যেন তোমাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমাপ্রার্থনা করে।" [৩৭২]

١٥/٣٧٨.وَعَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ ﷺ قَالَ : اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ العُمْرَةِ ، فَأَذِنَ لِيْ ، وَقَالَ : « لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ » فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا. وفي روايةٍ قَالَ : « أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ » .حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

[৩৭২] মুসলিম ২৫৪২, আহমাদ ২৬৮, দারেমী ৪৩৯

১৫/৩৭৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আমি উমরাহ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ প্রিয় ভাই আমার, তোমার দু'আর সময় আমাদেরকে যেন ভুলো না। (উমার বলেন) এমন বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে গোটা পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক (বিবেচিত) নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ ভাইয়া! তোমার দু'আয় তুমি আমাদেরকেও শরীক রেখো। (আবূ দাউদ ও তিরমিযি) যঈফ।[৩৭৩]

٣٧٩/١٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِباً وَمَاشِياً ، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وفِي رواية : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِد قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِباً ، وَمَاشِياً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৫/৩৭৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওয়ার হয়ে ও পায়ে হেঁটে (মসজিদে) কুবার যিয়ারত করতেন। অতঃপর তাতে দু' রাকআত নামায পড়তেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি শনিবার সওয়ার হয়ে এবং কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবা যেতেন। আর ইবনে উমারও এরূপ করতেন।'

* (প্রকাশ থাকে যে, এ মসজিদে কোন নামায পড়লে একটি উমরাহ আদায় করার সমান সওয়াব লাভ হয়।) *(ইবনে মাজাহ ১৪১২নং, সহীহ নাসাঈ ৬৭৫নং)*

٤٦- بَابُ فَضلِ الْحُبِّ فِي اللهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَإِعْلاَمِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ، وَمَاذَا يَقُوْلُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

পরিচ্ছেদ - ৪৬ : আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে ভালবাসা রাখার মাহাত্ম্য এবং তার প্রতি উৎসাহ প্রদান ও যে ব্যক্তি অন্য কাউকে ভালবাসে তাকে সে ব্যাপারে অবহিত করা ও কী বলে অবহিত করবে তার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح : ٢٩] إِلَى آخر السورة

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত অবস্থায় আল্লাহর

[৩৭৩] এটিকে আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন "মিশকাত" নং (২২৪৮) ও "য'ঈফ আবী দাউদ" নং (২৬৪)। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ দুর্বল। তাকে ইবনু আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

[৩৭৪] সহীহুল বুখারী ১১৯২, ১১৯৪, ৭৩১৬, মুসলিম ১৩৯৯, নাসায়ী ৫৬৪, ৬৯৮, ৫৬৩, আবূ দাউদ ২০৪০, আহমাদ ৪৪৭১, ৪৫৯৮, ৪৬৮০, ৪৭৫৭, ৪৮৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৪০২, ৫১৩

অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং দৃঢ়ভাবে কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে যায়, যা চাষীদেরকে মুগ্ধ করে। এভাবে (আল্লাহ বিশ্বাসীদের সমৃদ্ধি দ্বারা) অবিশ্বাসীদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। ওদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের। *(সূরা ফাত্হ ২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الحشر : ٩]

অর্থাৎ, আর (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্বে যারা এ নগরী (মদীনা)তে বসবাস করেছে ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে। *(সূরা হাশ্র ৯ আয়াত)*

٣٨٠/١. وَعَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأنْ يُحِبَّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ للهِ ، وَأنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৮০। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭৫]

٣٨١/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ - عز وجل - ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

২/৩৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই

---

[৩৭৫] সহীহুল বুখারী ১৬, ২১, ৬০৪১, ৬৯৪১, মুসলিম ৪৩, তিরমিযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ৪৯৮৮, ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪০৩৩, আহমাদ ১১৫৯১, ১১৭১২, ১২৩৫৪, ১২৩৭২, ১২৩৯০

চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে অশ্রু বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৭৬]

٣٨٢/٣. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي ». رواه مسلم

৩/৩৮২। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।" *(মুসলিম)* [৩৭৭]

٣٨٣/٤. وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أوَلاَ أدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أفْشُوْا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ». رواه مسلم

৪/৩৮৩। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম)* [৩৭৮]

٣٨٤/٥. وَعَنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « أنَّ رَجُلاً زَارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً »، وَذَكَرَ الحديثَ إلى قَولِهِ: « إنَّ اللهَ قَدْ أحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ ». رواه مسلم

৫/৩৮৪। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন।" অতঃপর বাকী হাদীস উল্লেখ করে বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।" *(মুসলিম) (৩৬৫ নং হাদীস দ্রষ্টব্য)* [৩৭৯]

٣٨٥/٦. وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قَالَ فِي الأنصَارِ : « لاَ يُحِبُّهُمْ إلاَّ مُؤمِنٌ ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إلاَّ مُنَافِقٌ ، مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ الله ، وَمَنْ أبْغَضَهُمْ أبْغَضَهُ الله ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৩৮৫। বারা' ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসার সম্পর্কে বলেছেন, "তাদেরকে কেবলমাত্র মু'মিনই ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি কেবলমাত্র মুনাফিকই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে,

---

[৩৭৬] সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭

[৩৭৭] মুসলিম ২৫৬৬, আহমাদ ৭১৯০, ৮২৫০, ৮৬১৪, ১০৪০১, ১০৫২৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৬, দারেমী ২৭৫৭

[৩৭৮] মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবূ দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, ৯৮২১, ২৭৩১৪, ১০২৭২

[৩৭৯] মুসলিম ২৫৬৭, ৯০৩৬, ৯৬৪২, ৯৮৮৭, ১০২২২

আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৮০]

٣٨٦/٧. وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : المُتَحَابُّونَ فِي جَلالِي ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ » . رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن صحيح » .

৭/৩৮৬। মুআয (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৩৮১]

٣٨٧/٨. وَعَنْ أَبِي إِدرِيسَ الخَوْلاَنِي رَحِمَهُ الله ، قَالَ :دخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْق ، فَإذَا فَتىً بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْه ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ، فَقِيلَ : هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَل ﷺ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ ، هَجَّرْتُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بالتَّهْجِيرِ ، ووَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فانْتَظَرتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاتَهُ ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللهِ إنِّي لأُحِبُّكَ لِلهِ، فَقَالَ : آلله ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَقَالَ : آللهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهِ ، فَأَخَذَنِي بِحَبْوَةِ رِدَائِي ، فجبذني إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَبْشِرْ ! فإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ ». حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح .

৮/৩৮৭। আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক'রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা হল যে, 'ইনি মুআয বিন জাবাল।' অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদে গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার আগেই পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, 'সুসংবাদ নাও।' কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(মুওয়াত্তা, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৩৮২]

---

[৩৮০] সহীহুল বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ৭৫, তিরমিযী ৩৯০০, ইবনু মাজাহ ১৬৩, আহমাদ ১৮০৩০, ১৮১০৪

[৩৮১] তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২১৫২৫, ২১৫৫৯, ২১৫৭৫, ২২২৭৬

[৩৮২] আহমাদ ২১৫২৫, ২১৬২৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৯

٣٨٨/٩. وَعَن أَبِي كَرِيمَةَ المِقدَادِ بنِ مَعدِ يكَرِب ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ ، فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِي ، وَقَالَ : « حديث صحيح »

৯/৩৮৮। আবূ কারীমা মিকদাদ ইবনে মা'দীকারিব ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন কোন মানুষ তার ভাইকে ভালবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৩৮৩]

٣٨٩/١٠. وَعَن مُعَاذٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : « يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ ، إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». حديث صحيح ، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح

১০/৩৮৯। মুআয ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর আমি তোমাকে অসিয়ত করছি, হে মুআয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে এ শব্দগুলো বলা ছাড়বে না, 'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্রিকা অশুকরিকা অহুস্নি ইবা-দাতিক।" (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার যিক্র করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং উত্তমরূপে তোমার ইবাদত করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।) *(আবূ দাউদ, নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৩৮৪]

٣٩٠/١١. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ، ﷺ ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَنِّي لأُحِبُّ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ ﷺ : « أَأَعْلَمْتَهُ ؟ » قَالَ : لاَ . قَالَ : « أَعْلِمْهُ » فَلَحِقَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي الله ، فَقَالَ : أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ . رواه أبو داود بإسناد صحيح

১১/৩৯০। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট (বসে) ছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। (যে বসেছিল) সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি একে ভালবাসি।' (এ কথা শুনে) নবী ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি (এ কথা) তাকে জানিয়েছ?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও।" সুতরাং সে (দ্রুত) তার পিছনে গিয়ে (তাকে) বলল, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে ভালবাসি।' সে বলল, 'যাঁর ওয়াস্তে তুমি আমাকে ভালবাস, তিনি তোমাকে ভালবাসুন।' *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৩৮৫]

[৩৮৩] আবূ দাউদ ৫১২৪, আহমাদ ১৬৭১৯

[৩৮৪] নাসায়ী ১৩০৩, আবূ দাউদ ১৫২২, আহমাদ ২১৬২১

[৩৮৫] আবূ দাউদ ৫১২৫, আহমাদ ১২০২২, ১২১০৫, ১৩১২৩

٤٧- بَابُ عَلَامَاتِ حُبِّ اللهِ تَعَالَى لِلْعَبْدِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهَا وَالسَّعْيِ فِيْ تَحْصِيْلِهَا

পরিচ্ছেদ - ৪৭ : বান্দাকে আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শনাবলী, এমন নিদর্শন অবলম্বন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং তা অর্জন করার জন্য প্রয়াসী হওয়ার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

١/٣٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإنْ سَأَلَنِي أعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ ». رواه البخاري

১/৩৯১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ

করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।" *(বুখারী)* [১]

('আমি তার কান হয়ে যাই----।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

٣٩٢/٢. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى العَبْدَ ، نَادَى جِبْرِيلَ : إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ فُلاناً ، فَأَحْبِبْهُ ، فَيُحِبُّهُ جِبريلُ ، فَيُنَادِي في أَهْلِ السَّمَاءِ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاناً ، فَأحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أهْلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأَرْضِ ». متفق عليه .

وَفي رِوَايَةٍ لمسلم : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ تَعَالى إِذَا أَحَبَّ عَبداً دَعَا جِبريلَ ، فَقَال : إنّي أُحِبُّ فُلاَنَاً فأحْبِبهُ، فَيُحِبُّهُ جِبرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادِي في السَّمَاءِ ، فَيَقُولُ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنَاً فَأَحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهلُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُوضَعُ لهُ القَبُولُ في الأَرضِ ، وَإِذَا أبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ ، فَيَقُولُ : إنّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأبْغِضْهُ . فَيُبغِضُهُ جِبريلُ ثُمَّ يُنَادِي في أَهْلِ السَّماءِ : إنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاناً فَأبْغِضُوهُ ، فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاءُ في الأَرْضِ » .

২/৩৯২। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।' সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস।' তখন জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো।' তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।

আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, 'আমি অমুককে ঘৃণা করি, অতএব তুমিও তাকে ঘৃণা কর।' তখন জিবরীল তাকে ঘৃণা করতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা ক'রে দেন যে, 'আল্লাহ অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন। কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর।' তখন আকাশবাসীরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগে। অতঃপর

[১] সহীহুল বুখারী ৬৫০২

[২] সহীহুল বুখারী ৩২০৯, ৬০৪০, ৭৪৮৫, মুসলিম ২৬৩৭, তিরমিযী ৩১৬১, আহমাদ ৭৫৭০, ৮২৯৫, ৯০৮৮, ১০২৩৭, ১০২৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৮

পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণ্য করার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়।"

٣/٣٩٣. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بـ ﴿ قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ» ؟ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ : لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩৯৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের আমীর ক'রে জিহাদে পাঠালেন। তিনি যখন নামাযে ইমামতি করতেন, তখনই (প্রত্যেক রাকআতে সূরা পড়ার পর) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) দিয়ে (ক্বিরাআত) শেষ করতেন। মুজাহিদগণ সেই অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এ কাজটি করেছে?" সুতরাং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বললেন, 'এই সূরাটিতে পরম করুণাময় (আল্লাহ)র গুণাবলী রয়েছে। এই জন্য সূরাটি তেলাঅত করতে আমি ভালবাসি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালবাসেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩]

٤٨- بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ إِيْذَاءِ الصَّالِحِيْنَ وَالضَّعَفَةِ وَالْمَسَاكِيْنَ

পরিচ্ছেদ - ৪৮ : নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ ﴾ [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না। *(সূরা যুহা ৯-১০ আয়াত)*

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে ৯৬ নং হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার সঙ্গে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল।"

যেমন ২৬৬ নং হাদীসটিও এই পরিচ্ছেদের সাথে সম্পর্ক রাখে; যাতে বলা হয়েছে, "সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বিলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে থাক, তাহলে তুমি তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।"

---

[৩] সহীহুল বুখারী ৭৩৭৫, মুসলিম ৮১৩, নাসায়ী ৯৯৩

١/٣٩٤. وَعَن جُندُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيءٍ ، فَإنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ». رواه مسلم

১/৩৯৪। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।” *(মুসলিম)*[৪]
(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)

٤٩- بَابُ إجْرَاءِ أَحْكَامِ النَّاسِ عَلَى الظَّاهِرِ وَسَرَائِرِهِمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى

পরিচ্ছেদ - ৪৯ : লোকের বাহ্যিক অবস্থা ও কার্যকলাপের ভিত্তিতে বিধান প্রয়োগ করা হবে এবং তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তওবাহ ৫ আয়াত)*

١/٣٩٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَيُقيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بحَقِّ الإسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله تَعَالَى ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৩৯৫। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আমাকে লোকেদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। যখন তারা এ কাজগুলো সম্পাদন করবে, তখন তারা আমার নিকট থেকে তাদের রক্ত (জান) এবং মাল বাঁচিয়ে নেবে; কিন্তু ইসলামের হক ব্যতীত (অর্থাৎ সে যদি কাউকে হত্যা করে, তবে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করা হবে।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর উপর ন্যস্ত হবে।”[৫]

---

[৪] মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী ২২২, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫

[৫] সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২

(বুখারী ও মুসলিম)

٢/٣٩٦. وَعَن أَبي عَبدِ اللهِ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ، وَكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى الله تَعَالَى ». رواه مسلم

২/৩৯৬। আবূ আব্দুল্লাহ ত্বারেক ইবনে আশয়্যাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।" *(মুসলিম)* [৬]

٣/٣٩٧. وَعَن أَبي مَعبَدٍ المِقدَادِ بنِ الأَسْوَدِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ إنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ ، فَاقْتَتَلْنَا ، فَضَرَبَ إحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ ، فَقَالَ : أَسْلَمْتُ لِلهِ ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أنْ قَالَهَا ؟ فَقَالَ : « لاَ تَقْتُلهُ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَطَعَ إحْدَى يَدَيَّ ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا ؟! فَقَالَ : « لا تَقْتُلْهُ ، فإنْ قَتَلْتَهُ فَإنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أنْ تَقْتُلَهُ ، وَإنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৩৯৭। আবূ মা'বাদ মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বললাম, "আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পরের মধ্যে লড়ি, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত কেটে দেয়, তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, 'আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম।' তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব?" তিনি বললেন, "তাকে হত্যা করো না।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে। কাটার পর সে ঐ কথা বলবে তাও?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি তার ঐ কথা বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭]

٤/٣٩٨. وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إلَى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا القَوْمَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَلَحِقْتُ أنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ، فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِي ، وطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، بَلَغَ ذلِكَ النَّبيَّ ﷺ فَقَالَ لِي : « يَا أُسَامَة ، أقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ؟! » قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذاً ، فَقَالَ : « أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ؟! » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أكُنْ أسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليَوْمِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

---

[৬] মুসলিম ২৩, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৬২৭০

[৭] সহীহুল বুখারী ৪০১৯, ৬৮৬৫, মুসলিম ৯৫, আবূ দাউদ ২৬৪৪, আহমাদ ২৩২৯৯, ২৩৩০৫, ২৩৩১৯

وفي رواية : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أقالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟! » قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إنَّمَا قَالَهَا خَوْفاً مِنَ السِّلاحِ ، قَالَ : « أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أمْ لاَ ؟! » فمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أنِّي أسْلَمْتُ يَوْمَئذٍ.

৪/৩৯৮। উসামা ইবনে যায়দ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক'রে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, তখন নবী (ﷺ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল (ﷺ) বললেন, "সে কি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।' তিনি বললেন, "তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?" অতঃপর একথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

٣٩٩/٥. وَعَن جُندُبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَى قَومٍ مِنَ المُشرِكِينَ ، وَأنَّهُمُ التَقَوْا ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشرِكينَ إِذَا شَاءَ أنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُل مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ ، وَأنَّ رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ . وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيهِ السَّيفَ ، قَالَ : لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، فَقَتَلهُ ، فَجَاءَ البَشيرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَألَهُ وَأخبَرَهُ ، حَتَّى أخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ ، فَدَعَاهُ فَسَألَهُ ، فَقَالَ : « لِمَ قَتَلْتَهُ ؟ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أوْجَعَ فِي المُسلِمِينَ ، وَقَتَلَ فُلاَناً وَفُلاناً ، وَسَمَّى لَهُ نَفَراً ، وَإنِّي حَمَلْتُ عَلَيهِ ، فَلَمَّا رَأى السَّيفَ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أقَتَلْتَهُ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَكَيفَ تَصْنَعُ بلاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، إِذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : « وكَيفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إلاَّ الله إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ » فَجَعَلَ لاَ يَزِيدُ عَلَى أنْ يَقُولَ : « كَيفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ إِذَا جَاءتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه مسلم

[৮] সহীহুল বুখারী ৪২৬৯, ৬৮৭২, মুসলিম ৯৬, আবূ দাউদ ২৬৪৩, আহমাদ ২১২৩৮, ২১২৯৫

৫/৩৯৯। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলমান মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল। মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল সে যখন কোন মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত, তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা ক'রে দিত। (এ অবস্থা দেখে) একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ। (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা ক'রে দিলেন। অতঃপর (মুসলমানদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এল। তিনি তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, "তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে।' উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন। '(এ দেখে) আমি তার উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন বলল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি তাকে হত্যা ক'রে দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কী করবে?" উসামা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) [মা প্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কী করবে?" (তিনি বারংবার একথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, "কিয়ামতের দিন যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আসবে, তখন তুমি কী করবে?"(মুসলিম)[৯]

٦/٤٠٠. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ ، يَقُولُ : إنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ، وَإنَّ الوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ، وإنَّمَا نَأخُذُكُمُ الآنَ بما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أعمَالِكُمْ ، فَمَنْ أظْهَرَ لَنَا خَيْراً أمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْء ، اللهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإنْ قَالَ : إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ . رواه البخاري

৬/৪০০। আব্দুল্লাহ ইবনে উত্‌বাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে কিছু লোককে অহী দ্বারা পাকড়াও করা হত। কিন্তু অহী এখন বন্ধ হয়ে গেছে। (সুতরাং) এখন আমরা তোমাদের বাহ্যিক কার্যকলাপ দেখে তোমাদেরকে পাকড়াও করব। অতঃপর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য ভাল কাজ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব এবং তাকে আমরা নিকটে করব। আর তাদের অন্তরের অবস্থার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহই তার অন্তরের হিসাব নেবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের জন্য মন্দ কাজ প্রকাশ করবে, তাকে আমরা নিরাপত্তা দেব না এবং তাকে সত্যবাদীও মনে করব না; যদিও সে বলে আমার ভিতর (নিয়ত) ভাল।' *(বুখারী)* [১০]

[৯] মুসলিম ৯৭

[১০] সহীহুল বুখারী ২৬৪১, নাসায়ী ৪৭৭৭, আবূ দাউদ ৪৫৩৭, আহমাদ ২৮৮

Contents

٥٠- بَابُ الْخَوْفِ

পরিচ্ছেদ - ৫০ : আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে ভয় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [البقرة : ٤٠] ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾

অর্থাৎ, তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ৪০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [البروج : ١٢] ﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরূজ ১২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾

অর্থাৎ, আর এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। নিশ্চয় এ সব ঘটনায় সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন। আর আমি ওটা নির্দিষ্ট একটি কালের জন্যই বিলম্বিত করছি। যখন সেদিন আসবে তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। অতএব যারা দুর্ভাগ্যবান তারা তো হবে দোযখে; তাতে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে। *(সূরা হূদ ১০২-১০৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন, [آل عمران : ٢٨] ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(আলে ইমরান ২৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। *(সূরা আবাসা ৩৪-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ﴾

অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; (আর জেনে রেখো যে,)

নিঃসন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত ক'রে ফেলবে। আর মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়; বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি বড় কঠিন। *(সূরা হজ্জ্ব ১-২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمان : ٤٦]

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। *(সূরা রাহ্‌মান ৪৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ، فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ [الطور : ٢٥-٢٨]

অর্থাৎ, তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে এবং বলবে, নিশ্চয় আমরা পূর্বে পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর আমাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে উত্তপ্ত ঝড়ো হাওয়ার শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম। নিশ্চয় তিনি কৃপাময়, পরম দয়ালু। *(সূরা তূর ২৫-২৮ আয়াত)*

এ বিষয়ে বহু আয়াত রয়েছে। যেমন হাদীসও রয়েছে অনেক। নিম্নে কতিপয় হাদীস উল্লিখিত হলঃ

١/٤٠١. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصدُوقُ : « إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ . فَوالَّذِي لاَ إلهَ غَيْرُهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ فيَدْخُلُهَا ، وَإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيهِ الكِتَابُ فَيعْمَلُ بِعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/৪০১। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি সত্যবাদী ও যাঁর কথা সত্য বলে মানা হয় সেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, "তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ট না পুণ্যবান হবে তা লিখা হয়। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! (জন্মের পর) তোমাদের এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের মত কাজ-কর্ম করতে থাকে এবং তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থেকে যায়। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে এবং সে জাহান্নামীদের মত আমল করতে লাগে; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আর তোমাদের অন্য এক ব্যক্তি প্রথমে জাহান্নামীদের মত আমল করে এবং তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত তফাৎ থাকে। এমতাবস্থায় তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতীদের মত

ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করে; পরিণতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১১]

٢/٤٠٢. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ». رواه مسلم

২/৪০২। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এ অবস্থায় নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফিরিশতা থাকবেন। তাঁরা তা টানতে থাকবেন।" *(মুসলিম)* [১২]

٣/٤٠٣. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ . مَا يَرَى أنَّ أَحَداً أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَأنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৪০৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামতের দিবসে ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা হাল্কা আযাব হবে, যার দু' পায়ের তেলোয় জ্বলন্ত দু'টি অঙ্গার রাখা হবে। যার ফলে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে না যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব অন্য কেউ ভোগ করছে। অথচ তারই আযাব সবার চেয়ে হাল্কা!" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩]

٤/٤٠٤. وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ ﷺ: أنَّ نَبيَّ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى حُجزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأخُذُهُ إِلَى تَرْقُوَتِهِ ». رواه مسلم

৪/৪০৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "জাহান্নামীদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ের গাঁট পর্যন্ত আগুন হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো কণ্ঠাস্থি (গলার নিচের হাড়) পর্যন্ত হবে।" *(মুসলিম)* [১৪]

٥/٤٠٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى يَغِيبَ أحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أنْصَافِ أُذُنَيهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/৪০৫। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (এবং তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫]

---

[১১] সহীহুল বুখারী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪, মুসলিম ২৬৪৩, তিরমিযী ২১৩৭, আবূ দাউদ ৪৭০৮, ইবনু মাজাহ ৭৬, আহমাদ ৩৫৪৩, ৩৬১৭, ৪০৮০

[১২] মুসলিম ২৮৪২, তিরমিযী ২৫৭৩

[১৩] সহীহুল বুখারী ৬৫৬১, ৬৫৬২, মুসলিম ২১৩, তিরমিযী ২৬০৪, আহমাদ ১৭৯২৩, ১৭৯৪৬

[১৪] মুসলিম ২৮৪৫, আহমাদ ১৯৫৯৭, ১৯৬৯৫

[১৫] সহীহুল বুখারী ৪৯৩৮, ৬৫০১, মুসলিম ২৮৬২, তিরমিযী ২৪২২, ৩৩৩৫, ইবনু মাজাহ ৪২৭৮, আহমাদ ৪৫৯৯, ৪৬৮৩, ৪৮৪৭, ৫২৯৬, ৫৩৬৫, ৫৭৮৯

٤٠٦/٦. وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مِثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً » فَغَطَّى أصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ وفي رواية : بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : « عُرِضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَلَمْ أرَ كَاليَومِ في الخَيرِ وَالشَّرِّ ، وَلَوْ تَعْلَمونَ مَا أعلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً» فَمَا أَتَى عَلَى أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ ، غَطَّوْا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ .

৬/৪০৬। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা আমাদেরকে এমন ভাষণ শুনালেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। তিনি বললেন, "যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।" (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে সাহাবীদের কোন কথা পৌঁছল। অতঃপর তিনি ভাষণ দিয়ে বললেন, "আমার নিকট জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হল। ফলে আমি আজকের মত ভাল ও মন্দ (একত্রে) কোন দিনই দেখিনি। যদি তোমরা তা জানতে, যা আমি জানি, তাহলে কম হাসতে আর বেশি কাঁদতে।" সুতরাং সাহাবীদের জন্য সেদিনকার মত কঠিনতম দিন আর ছিল না। তাঁরা তাঁদের মাথা আবৃত ক'রে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

٤٠٧/٧. وَعَنِ المِقدَادِ ﷺ ، قَالَ : سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ». قَالَ سُلَيم بنُ عَامِرٍ الرَّاوِي عَنِ المِقدَادِ : فَوَاللهِ مَا أدْرِي مَا يَعنِي بِالمِيلِ ، أَمَسَافَةَ الأرضِ أم المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ ؟ قَالَ : « فَيكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أعْمَالِهِمْ فِي العَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ ، وَمِنهُم مَن يَكُونُ إِلَى رُكبَتَيهِ ، وَمِنهُم مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ إلجَاماً». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بيدهِ إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

৭/৪০৭। মিক্বদাদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।" মিক্বদাদ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানিনা যে, নবী (ﷺ) 'মীল' শব্দের কী অর্থ নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? "সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।" (অর্থাৎ, নাক পর্যন্ত ঘামে ডুববে।) এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন। *(মুসলিম)* [১৭]

---

[১৬] সহীহুল বুখারী ৪৬২১, ৯৩, ৫৪০, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসলিম ২৩৫৯, আহমাদ ১১৫০৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪

[১৭] মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ২৪২১, আহমাদ ৯৩৩০।

٤٠٨/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَعْرَقُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرضِ سَبْعِينَ ذِراعاً ، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৮/৪০৮। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের প্রচণ্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। এমন কি কান পর্যন্তও।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮]

٤٠٩/٩. وَعَنهُ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ » قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : « هذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً ، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِها فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا ». رواه مسلم

৯/৪০৯। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি কোন জিনিস পড়ার আওয়াজ শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা জান এটা কি?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশী জানেন।' তিনি বললেন, "এটা ঐ পাথর, যেটিকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এখনই তা জাহান্নামের গভীরতায় (তলায়) পৌঁছল। ফলে তারই পড়ার আওয়াজ তোমরা শুনতে পেলে।" *(মুসলিম)* [১৯]

٤١٠/١٠. عَن عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيهِ فَلاَ يَرَى إلاَّ النَّار تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَةٍ» . متفق عليه

১০/৪১০। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২০]

٤١١/١١. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ ، مَا فِيهَا مَوضِعُ أَرْبَعِ أَصَابعَ إلاَّ وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِداً للهِ تَعَالَى . وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً ، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بالنِّسَاءِ عَلَى الفُرُشِ ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ

[১৮] সহীহুল বুখারী ৬৫৩২, মুসলিম ২৮৬৩, আহমাদ ৯১৪৪

[১৯] মুসলিম ২৮৪৪, আহমাদ ৮৬২২

[২০] সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২

تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

১১/৪১১। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "অবশ্যই আমি দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। আকাশ কট্‌কট্ ক'রে শব্দ করছে। আর এ শব্দ তার করা সাজে। এতে চার আঙ্গুল পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যেখানে কোন ফিরিশ্‌তা আল্লাহর জন্য সিজদায় নিজ কপাল অবনত রাখেননি। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি জানতে যা আমি জানি, তবে তোমরা কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় তোমরা স্ত্রীদের সাথে আনন্দ উপভোগ করতে না। (বরং) তোমরা আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার জন্য পথে পথে বের হয়ে যেতে।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)* [২১]

٤١٢/١٢. وَعَن أَبي بَرزَةَ نَضلَةَ بنِ عُبَيدٍ الأَسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟ » رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن صحيح »

১২/৪১২। আবূ বারযাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্‌ম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [২২]

٤١٣/١٣.وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﷺ ، قَالَ : قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا » ثُمَّ قَالَ : « أَتَدْرُوْنَ مَا أَخْبَارُهَا؟ » قَالُوْا : اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَلَى ظَهْرِهَا ، تَقُوْلُ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، فَهَذِهِ أَخْبَارَهَا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن.

১৩/৪১৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ "সেদিন তা (যমীন) তার প্রত্যেক বিষয় বর্ণনা করবে"- (সূরা আয্-যিলযালঃ ৪)। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি জানো যমীন সেদিন কী বর্ণনা করবে? উপস্থিত সকলেই বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ যমীন বলবে, এই এই কর্ম তুমি এই এই দিন করেছো। এগুলো হলো তার বর্ণনা। [২৩]

---

[২১] তিরমিযী ২৩১২, ইবনু মাজাহ ৪১৯০, আহমাদ ২১০০৫

[২২] তিরমিযী ২৪১৭, দারেমী ৫৩৭

[২৩] আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিরমিযীর কোন কোন কপিতে সহীহ্ শব্দটি নেই আর হাদীসটির বর্ণনাকারীদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটিই সঠিকের নিকটবর্তী। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" (৪৮৩৪)। হাদীসটিকে ইবনু হিব্বান (২৫৮৬) ও হাকিমও (২/৫৩২) বর্ণনা করেছেন। এর এক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। [৪৮৩৪]।

٤١٣/١٤. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَيْفَ أَنْعَمُ ! وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤمَرُ بالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ » فَكَأَنَّ ذلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ فَقَالَ لَهُمْ : « قُولُوا : حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : حديث حسنٌ

১৪/৪১৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি কেমন ক'রে হাসিখুশি করব, অথচ শিঙ্গা ওয়ালা (ইস্রাফীল তো ফুৎকার দেওয়ার জন্য) শিঙ্গা মুখে ধরে আছেন। আর তিনি কান লাগিয়ে আছেন যে, তাঁকে কখন ফুৎকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তিনি ফুৎকার দেবেন।" অতঃপর এ কথা যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের জন্য ভারী বোধ হল। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা বল, 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।' অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম সাহায্যকারী।" *(তিরমিযী, হাসান)* [২৪]

٤١٥/١٥. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المَنْزِلَ . أَلاَ إنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إنَّ سِلْعَةَ اللهِ الجَنَّةُ ». رواه الترمذي ، وَقالَ : « حديث حسن »

১৫/৪১৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গভীর রাত্রিকে ভয় করে সে যেন সন্ধ্যা রাত্রেই সফর শুরু করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যারাত্রে চলতে লাগে সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় আক্রা। শোনো! আল্লাহর পণ্য হল জান্নাত।" *(তিরমিযী, হাসান)* [২৫]

٤١٦/١٦. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعاً يَنْظُرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟! قَالَ : « يَا عائِشَةُ ، الأمرُ أَشَدُّ مِنْ أنْ يُهِمَّهُمْ ذلِكَ » .

وفي رواية : « الأَمْرُ أَهمُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعضُهُمْ إِلَى بَعضٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৪১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাত্‌নাবিহীন অবস্থায়।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?' তিনি বললেন, "হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে।"

---

[২৪] তিরমিযী ২৪৩১, ৩২৪৩, আহমাদ ১০৬৫৫

[২৫] তিরমিযী ২৪৫০

[২৬] সহীহুল বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩, ২০৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২৭৬, আহমাদ ২৩৭৪৪, ২৪০৬৭

٥١- بَابُ الرَّجَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৫১ : আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر : ٥٣]

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা যুমার ৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [سبأ : ١٧] ﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلاَّ الْكَفُورَ ﴾

অর্থাৎ, আমি অকৃতজ্ঞ (বা অস্বীকারকারী)কেই শাস্তি দিয়ে থাকি। *(সূরা সাবা ১৭ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেন, ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমাদের প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা মনে করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা ত্বাহা ৪৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الأعراف : ١٥٦] ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

অর্থাৎ, আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। *(সূরা আ'রাফ ১৫৬ আয়াত)*

٤١٧/١. وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ شَهِدَ أَنَّ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمداً عَبْدهُ ورَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ورُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ ، وَالنَّارَ حَقٌّ ، أدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَلِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : « مَنْ شَهِدَ أنْ لا إلٰهَ إلاَّ اللهُ وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ النَّارَ ».

১/৪১৭। উবাদাহ ইবনে স্বামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল, আর তাঁর বাণী যা তিনি মারয়্যামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন এবং তাঁর রূহ। আর জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য। তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাতে সে যে কর্মই ক'রে থাকুক না কেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম ক'রে দেবেন।"

٤١٨/٢. وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيّ ﷺ : « يَقُولُ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ

---

[২৭] সহীহুল বুখারী ৩৪৩৫, মুসলিম ২৮, তিরমিযী ২৬৩৮, আহমাদ ২২১৬৭, ২২২১৬৩, ২২২৬২

عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزْيَد ، وَمَنْ جَاءَ بالسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ . وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيئاً ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغفِرَةً ». رواه مسلم

২/৪১৮। আবূ যার্র বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, "যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে, তার জন্য দশ গুণ নেকী রয়েছে অথবা ততোধিক বেশী। আর যে ব্যক্তি একটি পাপ করবে, তার বিনিময় (সে) ততটাই (পাবে; তার বেশী নয়) অথবা আমি তাকে ক্ষমা ক'রে দেব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত নিকটবর্তী হবে, আমি তার প্রতি দু'হাত নিকটবর্তী হব। যে আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব। আর যে ব্যক্তি প্রায় পৃথিবী সমান পাপ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, অথচ সে আমার সাথে কাউকে শরীক করেনি, তার সাথে আমি তত পরিমাণই ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাৎ করব।" *(মুসলিম)* [২৮]

٤١٩/٣. وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ أَعرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا المُوجِبَتَانِ؟ قَالَ : « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيئاً دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّار ». رواه مسلم

৩/৪১৯। জাবের ﷺ বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্মদু'টি কি?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না ক'রে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)* [২৯]

٤٢٠/٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ » قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ » قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : « يَا مُعَاذُ» قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ، ثَلاثاً ، قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إلاَّ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهَا النَّاس فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ : « إذاً يَتَّكِلُوا ». فأخبر بِهَا مُعاذٌ عِنْدَ موتِه تَأثُّماً . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/৪২০। আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মুআয যখন নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ারীর উপর বসেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' তিনি (পুনরায়) বললেন, "হে মুআয!" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।'

---

[২৮] মুসলিম ২৬৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২১, আবূ দাউদ ২০৮০৮, ২০৮৫৩, ২০৮৬৬, ২০৯৬১, ২০৯৭৭, ২০৯৯৪, ২১০৫৫, দারেমী ২৭৮৮

[২৯] মুসলিম ৯৩, আবূ দাউদ ১৪০৭৯, ১৪৩০১, ১৪৫৯৮, ১৪৭৭৮

তিনি (আবার) বললেন, "হে মুআয!" (মুআযও) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং আপনার খিদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছি।' রসূল ﷺ এ কথা তিনবার বললেন। (এরপর) তিনি বললেন, "যে কোন বান্দা খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল, তাকে আল্লাহ তাআলা দোযখের জন্য হারাম ক'রে দেবেন।"

মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে এই খবর বলে দেব না? যেন তারা (শুনে) আনন্দিত হয়।' তিনি বললেন, "তাহলে তো তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে নেবে (এবং আমল ত্যাগ করে বসবে)।" অতঃপর মুআয (ইল্‌ম গোপন রাখার) পাপ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর মৃত্যুর সময় (এ হাদীসটি) জানিয়ে দিয়েছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০]

٥/٤٢١. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا - شَكَّ الرَّاوِي - ولاَ يَضُرُّ الشَّكُّ في عَينِ الصَّحَابِيّ ؛ لأنَّهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ – قَالَ : لَمَّا كَانَ غَزوَةُ تَبُوكَ ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **افْعَلُوا** » فَجَاء عُمَرُ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ، وَلَكِن ادعُهُمْ بفَضلِ أزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ ادعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالبَرَكَةِ ، لَعَلَّ اللهَ أنْ يَجْعَلَ فِي ذلِكَ البَرَكَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **نَعَمْ** » فَدَعَا بِنَطْعٍ فَبَسَطَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِفضلِ أزْوَادِهِمْ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بكَفّ ذُرَةٍ وَيَجِيءُ بِكَفّ تَمرٍ وَيَجِيءُ الآخرُ بِكِسرَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطعِ مِنْ ذلِكَ شَيءٌ يَسيرٌ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ : « خُذُوا في أوعِيَتِكُمْ » فَأَخَذُوا فِي أوْعِيَتِهِم حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إلاَّ مَلأُوهُ وَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أشْهَدُ أنْ لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ، وَأنِّي رَسُولُ اللهِ، لا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الجَنَّةِ** ». رواه مسلم

৫/৪২১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ অথবা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, (বর্ণনাকারী সন্দেহে পড়েছেন। অবশ্য সাহাবীর ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে সন্দেহ ক্ষতিকর কিছু নয়। কেননা সকল সাহাবাই নির্ভরযোগ্য।) সাহাবী বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় সাহাবীগণ অতিশয় খাদ্য-সংকটে পড়লেন। সুতরাং তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা আমাদের সেচক উট জবাই করে তার গোশ্‌ত ভক্ষণ এবং চর্বি ব্যবহার করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা কর। (এ সংবাদ শুনে) উমার ﷺ এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি (এমন) করেন, তাহলে সওয়ারী কমে যাবে। বরং আপনি (এই করুন যে,) তাদেরকে নিজেদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য আনতে বলুন এবং তাদের জন্য তাতে আল্লাহর কাছে বর্কতের দুআ করুন। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, (তাই-ই করি।)" সুতরাং তিনি চামড়ার একখানি দস্তরখান আনিয়ে নিয়ে তা বিছালেন। অতঃপর তিনি তাঁদের অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য জমা করার

[৩০] সহীহুল বুখারী ১২৮, ১২৯, মুসলিম ৩২, আবূ দাউদ ১১৯২৩, ১২১৯৫, ১৩১৪, ১৩৩৩১, ২১৪৮৬

Contents

নির্দেশ দিলেন। ফলে কেউ তো এক খাবল ভুট্টা আনলেন, কেউ তো এক খাবল খুরমা এবং কেউ তো রুটির একটি টুকরাও আনলেন। পরিশেষে কিছু পরিমাণ খাদ্য জমা হয়ে গেল। তারপর রসূল ﷺ বর্কতের দুআ করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমরা আপন আপন পাত্রে নিয়ে নাও।" সুতরাং তাঁরা স্ব স্ব পাত্রে নিতে আরম্ভ করলেন। এমনকি সৈন্যের মধ্যে কোন পাত্র শূন্য রইল না। তাঁরা সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হলেন এবং কিছু বেঁচেও গেল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে কোন বান্দা সন্দেহমুক্ত হয়ে এ দু'টি (সাক্ষ্য) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাকে যে জান্নাতে যেতে বাধা দেওয়া হবে -তা হতেই পারে না (বরং সে বিনা বাধায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।"** *(মুসলিম)* [৩১]

٦/٤٢٢. وَعَن عِتبَانَ بن مالك ﷺ وَهُوَ مِمَّن شَهِدَ بَدراً ، قَالَ : كُنتُ أُصَلِّي لِقَـوْمِي بَـنِي سَـالِم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَار ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهم ، فَجِئـتُ رَسُـولَ اللهِ ﷺ فَقُلتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وبَيْنَ قَومِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأمْطَارُ فَيَشُقُّ عَـلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلّى ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « **سَـأَفْعَلُ** » فَغَـدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكـرٍ ﷺ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ ، وَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَـتَّى قَالَ : « **أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ ؟** » فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ ، فَقَـامَ رَسُـول الله ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكعَتَينِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ فَحَبَـسْتُهُ عَلَى خَزِيـرَةٍ تُـصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أهلُ الدَّارِ أنَّ رَسُول الله ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي البَيْتِ ، فَقَالَ رَجُـلٌ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ لا أَرَاهُ ! فَقَالَ رَجُلٌ : ذلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ الله ورسولَهُ ، فَقَـالَ رَسُـول الله ﷺ : « **لاَ تَقُـلْ ذلِكَ ، ألاَ تَرَاهُ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجهَ الله تَعَالَى** » فَقَالَ : اللهُ ورَسُولُهُ أعلَمُ أمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى المُنَافِقينَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « **فإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَـالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ الله** ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৪২২। ইতবান ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি বদর যুদ্ধে নবী ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন, আমি আমার গোত্র বানু সালেমের নামাযে ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের (মসজিদের) মধ্যে একটি উপত্যকা ছিল। বৃষ্টি হলে ঐ উপত্যকা পেরিয়ে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হত। তাই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার দৃষ্টিশক্তিতে কমতি অনুভব করছি। (এ ছাড়া) আমার ও আমার গোত্রের মধ্যকার উপত্যকাটি বৃষ্টি হলে প্লাবিত হয়ে যায়। তখন তা পার হওয়া আমার জন্য কষ্টকর হয়। তাই আমার একান্ত আশা যে, আপনি এসে আমার ঘরের এক স্থানে নামায আদায় করবেন। আমি সে স্থানটি নামাযের স্থান রূপে নির্ধারিত ক'রে নেব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আচ্ছা তাই করব।" সুতরাং

---

[৩১] মুসলিম ২৭, আবূ দাউদ ৯১৭০

পরের দিন সূর্যের তাপ যখন বেড়ে উঠল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমার বাড়ীতে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ঘরের কোন্ স্থানে আমার নামায পড়া তুমি পছন্দ কর?" আমি যে স্থানে তাঁর নামায পড়া পছন্দ করেছিলাম, তাঁকে সেই স্থানের দিকে ইশারা ক'রে (দেখিয়ে) দিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (নামাযে) দাঁড়িয়ে তকবীর বললেন। আমরা সারিবদ্ধভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরলেন। তাঁর সালাম ফিরার সময় আমরাও সালাম ফিরলাম। তারপর তাঁর জন্য যে 'খাযীর' (চর্বি দিয়ে পাকানো আটা) প্রস্তুত করা হচ্ছিল, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে আটকে দিলাম। ইতোমধ্যে মহল্লার লোকেরা শুনল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে। সুতরাং তাদের কিছু লোক এসে জমায়েত হল। এমনকি বাড়িতে অনেক লোকের সমাগম হল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'মালেক (ইবনে দুখাইশিন) করল কী? তাকে দেখছি না যে?' একজন জবাব দিল, 'সে মুনাফিক! আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এমন কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে?" সে ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তবে আল্লাহর কসম! আমরা মুনাফিকদের সাথেই তার ভালবাসা ও আলাপ-আলোচনায় তাকে দেখতে পাই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"নিশ্চয় আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কামনায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।"** *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২]

٤٢٣/٧. وَعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، قَالَ : قُدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْيٍ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى ، إِذْ وَجَدَتْ صَبِياً فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا فَأَرضَعَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَتَرَوْنَ هٰذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَها فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لاَ وَاللهِ. فَقَالَ: « للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِهَا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/৪২৩। উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন, "এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩]

٤٢٤/٨. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوقَ العَرْشِ : إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي » . متفق عليه

---

[৩২] সহীহুল বুখারী ৭৭, ১৮৯, ৪২৫, ৪২৪, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, ৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, ৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, ২৩১২৬

[৩৩] সহীহুল বুখারী ৫৯৯৯, মুসলিম ২৭৫৪

৮/৪২৪। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ রচনা সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৪]

٩/٤٢٥. وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذلِكَ الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الخَلائِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : « إنّ للهِ تَعَالَى مئَةَ رَحمَةٍ ، أنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنّ وَالإنسِ وَالبهائِمِ وَالهَوامّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وبِهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأخَّرَ اللهُ تَعَالَى تِسْعاً وَتِسْعينَ رَحْمَةً يرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَة ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ أَيضاً مِنْ رِوَايَةِ سَلْمَانَ الفَارِسيّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ للهِ تَعَالَى مِئَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْهَا رَحْمَةٌ يَتَرَاحمُ بِهَا الخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعٌ وَتِسعُونَ لِيَومِ القِيَامَةِ » .

وَفِي رِوَايَةٍ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مَئَةَ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلَى الأرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الأَرضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطفُ الوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْض ، فَإذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ أكْمَلَهَا بِهذِهِ الرَّحمَةِ » .

৯/৪২৫। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ হাদীসটিকে ইমাম মুসলিমও সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েছে।"

---

[৩৪] সহীহুল বুখারী ৩১৯৪,৭৪০৪, ৭৪২২, ৭৪৫৩, ৭৫৫৩, ৭৫৫৪, মুসলিম ২৭৫১, তিরমিযী ৩৫৪৩, ইবনু মাজাহ ১৮৯, ৪২৯৫, আহমাদ ৭২৫৭, ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৯৩১৪

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া ক'রে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৫]

١٠/٤٢٦.وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَال: « أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْباً ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أذنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغفِرُ الذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذنَبَ عبدِي ذَنباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً ، يَغفِرُ الذَّنبَ ، وَيَأْخُذُ بالذَّنْبِ ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১০/৪২৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর প্রতিপালক থেকে বর্ণনা করেন, কোন বান্দা একটি পাপ ক'রে বলল, 'হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন।' অতঃপর সে আবার পাপ করল এবং বলল, 'হে প্রভু! তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর।' তখন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা বলেন, 'আমার বান্দা একটি পাপ করেছে, অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করেন অথবা তা দিয়ে পাকড়াও করেন। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সুতরাং সে যা ইচ্ছা করুক।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৬]

* 'সে যা ইচ্ছা করুক' কথার অর্থ হল, সে যখন এইরূপ করে; অর্থাৎ পাপ ক'রে সাথে সাথে তওবা করে এবং আমি তাকে মাফ ক'রে দিই, তখন সে যা ইচ্ছা করুক, তার কোন চিন্তা নেই। যেহেতু তওবা পূর্বকৃত পাপ মোচন ক'রে দেয়।

١١/٤٢٧. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ الله بِكُمْ ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ». رواه مسلم

১১/৪২৭। উক্ত সাহাবী رضي الله عنه থেকেই বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম)* [৩৭]

١٢/٤٢٧. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بنِ زَيدٍ رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « لَوْلاَ أنَّكُمْ تُذْنِبُونَ، لَخَلَقَ الله خَلْقاً يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرونَ ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ». رواه مسلم

---

[৩৫] সহীহুল বুখারী ৬০০০, ৬৪৬৯, মুসলিম ২৭৫২, তিরমিযী ৩৫৪১, ইবনু মাজাহ ৪২৯৩, আহমাদ ৮২১০, ৯৩২৬, ৯৯১০, ১০২৯২, ১০৪২৯, দারেমী ২৭৮৫

[৩৬] সহীহুল বুখারী ৭৫০৭, মুসলিম ২৭৫৮, আহমাদ ৭৮৮৮, ৯০০৩, ১০০০৬

[৩৭] মুসলিম ২৭৪৯, তিরমিযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১

১২/৪২৮। আবূ আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে তারপর তারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম)* [৩৮]

٤٢٩/١٣. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، فِي نَفَرٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا أَنْ يُقتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً للأنْصَارِ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى قوله : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اذهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، مُسْتَيقِناً بِهَا قَلبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ ». رواه مسلم

১৩/৪২৯। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ও লোকেদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (সভা থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খোঁজে বের হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। (অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি যাও! অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।" *(মুসলিম)* [৩৯]

٤٣٠/١٤. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَولَ اللهِ - عز وجل - فِي إِبرَاهِيمَ عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [إبراهيم : ٣٦] الآيَة ، وقَولَ عِيسَى عليه السلام : ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيهِ وَقَالَ : « اَللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي » وبَكَى ، فَقَالَ اللهُ - عز وجل - : « يَا جِبْرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أعْلَمُ - فَسَلْهُ مَا يُبْكِيهِ ؟ » فَأَتَاهُ جبريلُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ ، بِمَا قَالَ - وَهُوَ أعْلَمُ - فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : « يَا جِبرِيلُ ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمّدٍ ، فَقُلْ : إنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمّتِكَ وَلاَ نَسُوءكَ ». رواه مسلم

১৪/৪৩০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত

---

[৩৮] মুসলিম ২৭৪৮, তিরমিযী ৩৫৩৯, আবূ দাউদ ২৩০০৪

[৩৯] মুসলিম ৩১

করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬)* এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন), "যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত)* অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'খানি উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর?' সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না।' *(মুসলিম)* [৪০]

٤٣١/١٥. وَعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﷺ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: « يَا مُعَاذُ ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ ؟ » قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : «فإنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أنْ يَعْبُدُوهُ ، وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً ». فقلتُ : يَا رَسُولَ الله ، أفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟ قَالَ : « لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৫/৪৩১। মুআয ইবনে জাবাল ﷺ বলেন, আমি গাধার উপর নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জানো, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, সে তাঁরই ইবাদত করবে, এতে তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক এই যে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না তিনি তাকে আযাব দেবেন না।" অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি লোকেদেরকে (এ) সুসংবাদ দেব না?' তিনি বললেন, "তাদেরকে সুসংবাদ দিও না। কেননা, তারা (এরই উপর) ভরসা ক'রে বসবে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪১]

٤٣٢/١٦. وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « المُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ، وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله ، فَذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم : ٢٧] ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১৬/৪৩২। বারা ইবনে আযিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মুসলিমকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। এই অর্থ রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে, 'যারা মু'মিন তাদেরকে আল্লাহ

---

[৪০] মুসলিম ২০২

[৪১] সহীহুল বুখারী ২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩, মুসলিম ৩০, তিরমিযী ২৬৪৩, আবূ দাউদ ২৫৫৯, ইবনু মাজাহ ৪২৯৬, আহমাদ ১৩৩৩১, ২১৪৮৬, ২১৪৯৯, ২১৫০১, ২১৫৩৪, ম২১৫৫৩, ২১৫৬৮, ২১৫৯১

সুপ্রতিষ্ঠিত বাণী দ্বারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রতিষ্ঠা দান করেন।" *(সূরা ইব্রাহীম ১৭ আয়াত) (বুখারী ও মুসলিম)* [৪২]

٤٣٣/١٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً ، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤْمِنُ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ».

وَفِي رِوَايَةٍ : « إنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، وَيُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ . وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخرَةِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». رواه مسلم

১৭/৪৩৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কাফের যখন দুনিয়াতে কোন পুণ্য কাজ করে, তখন বিনিময়ে তাকে দুনিয়ার (কিছু আনন্দ) উপভোগ করতে দেওয়া হয়। (আর পরকালে সে এর কিছুই প্রতিদান পাবে না)। কিন্তু মু'মিনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পরকালে তার প্রতিদানকে সঞ্চিত করে রাখেন এবং দুনিয়াতে তিনি তাকে জীবিকা দেন তাঁর আনুগত্যের বিনিময়ে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মহান আল্লাহ কোন মু'মিনের উপর তার নেকীর ব্যাপারে যুলুম করেন না। তাকে তার প্রতিদান দুনিয়াতেও দেওয়া হয় এবং আখেরাতেও দেওয়া হবে। কিন্তু কাফেরকে ভাল কাজের বিনিময়--যা সে আল্লাহর জন্য করে--দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি যখন সে পরকাল পাড়ি দেবে, তখন তার এমন কোন পুণ্য থাকবে না যে, তার বিনিময়ে তাকে কিছু (পুরস্কার) দেওয়া যাবে।" *(মুসলিম)* [৪৩]

٤٣٤/١٨. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّات ». رواه مسلم

১৮/৪৩৪। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ ঐ নদীর মত, যা তোমাদের কারো দুয়ারের (সামনে বয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে।" *(মুসলিম)* [৪৪]

٤٣٥/١٩. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيئاً، إلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ ». رواه مسلم

১৯/৪৩৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক শরীক হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না। নিশ্চয় আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করেন।" *(মুসলিম)* [৪৫]

---

[৪২] সহীহুল বুখারী ১৩৬৯, ৪৬৯৯, মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, নাসায়ী ২০৫৬, ২০৫৭, আবূ দাউদ ৪৭৫০, ইবনু মাজাহ ৪২৬৯, আহমাদ ১৮০১৩, ১৮০৬৩, ১৮১০৩, ১৮১৪০

[৪৩] মুসলিম ২৮০৮, আহমাদ ১১৮২৮, ১১৮৫৫, ১৩৬০৪

[৪৪] মুসলিম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দারেমী ১১৮২

[৪৫] মুসলিম ৯৪১, আহমাদ ২৫০৫

٤٣٦/٢٠. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في قُبَّةٍ نَحواً مِنْ أربَعِينَ ، فَقَالَ : «أتَرْضَونَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَنَّةِ ؟» قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : « أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهلِ الجَنَّةِ ؟ » قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إنِّي لأَرْجُو أنْ تَكُونُوا نِصْفَ أهْلِ الجَنَّةِ وَذَلِكَ أنَّ الجَنَّةَ لاَ يَدْخُلُهَا إلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، ومَا أنْتُم في أهْلِ الشِّركِ إلاَّ كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جِلدِ الثَّورِ الأَسْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ في جِلدِ الثَّورِ الأحْمَر ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২০/৪৩৬। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। একসময় তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৬]

٤٣٧/٢١. وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِياً ، فَيَقُولُ : هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ » .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الجِبَالِ يَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ ». رواه مسلم

২১/৪৩৭। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টানকে দিয়ে বলবেন, 'এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।"

উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক মুসলমান পাহাড় সম পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তা (সবই) তাদের জন্য ক্ষমা করে দেবেন।" *(মুসলিম)*[৪৭]

* 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে একজন ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টানকে দিয়ে বলবেন, এই তোমার জাহান্নাম থেকে বাঁচার মুক্তিপণ।' এ কথার অর্থ আবূ হুরাইরার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে; 'প্রত্যেকের জন্য বেহেশ্তে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং দোযখেও আছে। সুতরাং মু'মিন যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তখন দোযখে তার স্থলাভিষিক্ত হবে কাফের। যেহেতু সে তার কুফরীর কারণে তার উপযুক্ত। আর 'মুক্তিপণ' অর্থ এই যে, তুমি দোযখের সম্মুখীন ছিলে; কিন্তু এটি হল

[৪৬] সহীহুল বুখারী ৬৫২৮, ৬৬৪২, মুসলিম ২০২১, তিরমিযী ২৫৪৭, ইবনু মাজাহ ৪২৮৩, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪১৫৫, ৪২৩৯, ৪৩১৬
[৪৭] মুসলিম ২৭৬৭, আহমাদ ১৮৯৯১, ১৯০৬৬, ১৯১০৩, ১৯১৫৩, ১৯১৬১, ১৯১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ৮

তোমার মুক্তির বিনিময়। যেহেতু মহান আল্লাহ দোযখ ভরতি করার জন্য একটি সংখ্যা নির্ধারিত রেখেছেন। সুতরাং তারা যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে সেখানে প্রবেশ করবে, তখন তারা হবে মু'মিনদের 'মুক্তিপণ।' আর আল্লাহই অধিক জানেন।

٤٣٨/٢٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « يُدْنَى المُؤْمِنُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيهِ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ ، فَيَقُولُ : أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ : رَبِّ أَعْرِفُ ، قَالَ : فَإنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنيا ، وَأنَا أغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২২/৪৩৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আনা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি?' মু'মিন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি।' তিনি বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা ক'রে দিচ্ছি।' অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮]

٤٣٩/٢٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أنَّ رَجُلاً أصَابَ مِن امْرَأةٍ قُبْلَةً ، فَأتَى النَّبيَّ ﷺ فَأخْبَرَهُ ، فَأنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيلِ إنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ﴾ [هود : ١١٤] فَقَالَ الرجل: أَلِي هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২৩/৪৩৯। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, "দিনের দু'প্রান্তে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।" *(সূরা হূদ ১১৪)* লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কি শুধু আমার জন্য?' তিনি বললেন, "না, এ আমার সকল উম্মতের জন্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৯]

٤٤٠/٢٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ . قَالَ : « هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ »؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « قَدْ غُفِرَ لَكَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২৪/৪৪০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন।' ইতোমধ্যে নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ করে পুনরায় সে বলল,

[৪৮] সহীহুল বুখারী ২৪৪১, ৪৬৮৫, ৬০৭০, ৭৫১৪, মুসলিম ২৭৬৮, ইবনু মাজাহ ১৮৩, আহমাদ ৫৪১৩, ৫৭৯১

[৪৯] সহীহুল বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, ৩১১৪, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, ইবনু মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪, আবূ দাউদ ৩৬৪৫, ৩৮৪৪, ৪০৮৩, ৪২৩৮, ৪৩১৩

'হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দণ্ড প্রয়োগ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "নিশ্চই তোমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫০]

* উক্ত হাদীসে 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দণ্ড আছে; যেমন মদপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দণ্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন সে দণ্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়।

٢٥/٤٤١. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ». رواه مسلم

২৫/৪৪১। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দার (এ কাজে) সন্তুষ্ট হন যে, (কিছু) খেলে সে তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা কিছু পান করলে সে তার উপর তাঁর প্রশংসা করে।" *(মুসলিম)* [৫১]

٢٦/٤٤٢. وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ». رواه مسلم

২৬/৪৪২। আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা রাতে নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন দিবাভাগের অপরাধী তাওবাহ ক'রে নেয়। আর তিনি দিনেও নিজ হাত প্রসারিত করেন, যেন রাতের অপরাধী তাওবাহ ক'রে নেয়। যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে (এ নিয়ম অব্যাহত থাকবে)।" *(মুসলিম)* [৫২]

٢٧/٤٤٣. وَعَن أَبي نَجِيحٍ عَمرِو بنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ وأنَا في الجاهِلِيَّةِ أظُنُّ أنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ، وَأنَّهُمْ لَيسُوا عَلَى شَيْءٍ ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أخْبَاراً ، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ، فَقَدِمْتُ عَلَيهِ ، فإذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِياً ، جُرَءَاءُ عَلَيهِ قَومُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيهِ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أنْتَ ؟ قَالَ : « أنَا نَبيٌّ » قُلْتُ : وَمَا نَبِيٌّ ؟ قَالَ : «أرْسَلَنِي اللهُ » قُلْتُ : وَبِأيِّ شَيْءٍ أرْسَلَكَ ؟ قَالَ : « أرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأرْحَامِ ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ ، وَأنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ » قُلْتُ : فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : « حُرٌّ وَعَبْدٌ » وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكرٍ وَبِلاَلٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قُلْتُ : إنِّي مُتَّبِعُكَ ، قَالَ : « إنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلِكَ يَومَكَ هَذَا ، ألا تَرَى حَالي وحالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجعْ إِلَى أهْلِكَ فَإذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي » قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى أهْلِي وقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ

---

[৫০] সহীহুল বুখারী ৬৮২৩, মুসলিম ২৭৬৪

[৫১] মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৭৫৮

[৫২] মুসলিম ২৭৫৯, আহমাদ ১৯০৩৫, ১৯১২২

أَهْلِي المَدِينَةَ ، فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاس إلَيهِ سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَومُـهُ قَتْلَهُ ، فلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذلِكَ ، فقَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيـهِ ، فَقُلـتُ : يَـا رَسُـولَ اللهِ أَتَعْـرِفُنِي ؟ قَـالَ : «نَعَمْ ، أنْتَ الَّذِي لَقَيْتَنِي بمكَّةَ » قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أخبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ الله وأَجْهَلُـهُ ، أخْـبِرْنِي عَنِ الصَّلاَةِ ؟ قَالَ : « صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيـدَ رُمْـحٍ ، فَإنَّهَـا تَطْلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيطَان ، وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإنَّ الصَلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْـضُورةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بالرُّمْحِ ، ثُمَّ اقْصُرْ عَنِ الصَّلاةِ ، فَإنَّهُ حينئذ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فإذَا أقْبَلَ الفَيْءُ فَصَلِّ ، فَإنَّ الصَّلاةَ مَشْهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي العَصرَ ، ثُمَّ اقصرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فإنَّهَا تَغْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الكُفّارُ » قَالَ : فَقُلتُ : يَا نَبيَّ اللهِ ، فَالوُضُوءُ حَدِّثنِي عَنْهُ ؟ فَقَالَ : « مَـا مِنْـكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ ، فَيَتَمَضْمَضُ وَيسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيهِ إِلَى المِرفَقَيْنِ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أنَامِلِهِ مَعَ الماءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأسَهُ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِن أطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَغسِلُ قَدَمَيهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ، إلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجلَيْهِ مِنْ أنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، فَإنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بالَّذِي هُوَ لَهُ أهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلبَهُ للهِ تَعَالَى ، إلاَّ انْصَرفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيئَتِهِ يَومَ وَلَدَتهُ أُمُّهُ » . فَحَدَّثَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الحَـدِيثِ أَبَـا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَة : يَا عَمْرَو بنَ عَبَـسَةَ ، انْظُـر مَـا تقـولُ! فِي مَقَـامٍ وَاحِـدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، لَقَد كَبُرَتْ سِـنِّي ، وَرَقَّ عَظـمِي ، وَاقْـتَرَبَ أجَـلِي ، وَمَـا بِي حَاجَةٌ أنْ أكْذِبَ عَلَى اللهِ تَعَالَى ، وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَـوْ لَـمْ أسـمعه مِـنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ ، إلاَّ مَـرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ أَوْ ثَلاثاً – حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات – مَا حَدَّثْتُ أبَداً بِهِ ، وَلكِنِّي سَمِعتُهُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ . رواه مسلم

২৭/৪৪৩। আবূ নাজীহ আম্র ইবনে আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, জাহেলিয়াতের (প্রাগৈসলামিক) যুগ থেকেই আমি ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আজব আজব খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তিনি গুপ্তভাবে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি (দুর্ব্যবহার ক'রে) দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ নিলাম। পরিশেষে আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি কী?' তিনি বললেন, "আমি নবী।" আমি বললাম, 'নবী কী?' তিনি বললেন, "আমাকে মহান আল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" আমি বললাম, ' কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন?' তিনি বললেন, "জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আল্লাহকে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে।" আমি বললাম, 'এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে?' তিনি বললেন, "একজন স্বাধীন

মানুষ এবং একজন কৃতদাস।" তখন তাঁর সঙ্গে আবূ বাক্‌র ও বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। আমি বললাম, 'আমিও আপনার অনুগত।' তিনি বললেন, "তুমি এখন এ কাজ কোন অবস্থাতেই করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা ও লোকেদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি ফিরে যাও। অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো।"

সুতরাং আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (পরিশেষে) মদীনা চলে এলেন, আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। আমি বললাম, 'ঐ লোকটার অবস্থা কি, যিনি (মক্কা ত্যাগ ক'রে) মদীনা এসেছেন?' তারা বলল, 'লোকেরা তার দিকে ধাবমান। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।'

অতঃপর আমি মদীনা এসে তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিল।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা---তা আমাকে বলুন? আমাকে নামায সম্পর্কে বলুন?' তিনি বললেন, "তুমি ফজরের নামায পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি নামায পড়। কেননা, নামাযে ফিরিশ্‌তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর নামায থেকে বিরত হও। কেননা, তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন নামায পড়। কেননা, এ নামাযে ফিরিশ্‌তা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের নামায পড়। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত নামায পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য শয়তানের দু' শিঙ্গের মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।"

পুনরায় আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে ওযূ সম্পর্কে বলুন?' তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি নিকটে করে (হাত ধোওয়ার পর) কুল্লি করে এবং নাকে পানি নিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা ধোয়, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার হাত দু'খানি কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধোয়, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে গিয়ে নামায পড়ে, আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে--যার তিনি যোগ্য এবং অন্তরকে আল্লাহ তাআলার জন্য খালি করে, তাহলে সে ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।"

তারপর আম্‌র ইবনে আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ উমামার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিকট বর্ণনা করলেন। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে বললেন, 'হে আম্‌র ইবনে আবাসাহ! তুমি যা বলছ তা চিন্তা করে বল! একবার ওযূ করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হবে?' আম্‌র

বললেন, 'হে আবূ উমামাহ! আমার বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আল্লাহ তাআলা অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার আমার কী প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহলে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি।' *(মুসলিম)* [৫৩]

٢٨/٤٤٤. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ، قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرطاً وَسَلَفاً بَيْنَ يَدَيْهَا، وإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةٍ، عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ، فَأَهلَكَهَا وَهُوَ حَيٌّ يَنظُرُ، فَأَقَرَّ عَينَهُ بِهَلاَكِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوا أمْرَهُ ». رواه مسلم

২৮/৪৪৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখন আল্লাহ তাআলা কোন উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নবীকে তাদের পূর্বেই তুলে নেন। অতঃপর তিনি তাঁকে সেই উম্মতের জন্য অগ্রগামী ও ব্যবস্থাপক বানিয়ে দেন। আর যখন তিনি কোন উম্মতকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন তাদেরকে তাদের নবীর উপস্থিতিতে শাস্তি দেন। তিনি নিজ জীবদ্দশায় তাদের ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেন। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস ক'রে নবীর চক্ষুশীতল করেন, যখন তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী মনে করে এবং তাঁর আদেশ অমান্য করে।" *(মুসলিম)* [৫৪]

٥٢- بَابُ فَضْلِ الرَّجَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৫২ : আল্লাহর কাছে ভাল আশা রাখার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা (মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী) এক নেক বান্দার ব্যাপারে সংবাদ দিয়ে বলেন,

﴿ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ، فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ﴾ [غافر : ٤٤-٤٥]

অর্থাৎ, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করল। *(সূরা গাফির ৪৪-৪৫ আয়াত)*

١/٤٤٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : « قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللهِ، للهُ أفْرَحُ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بالفَلاَةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً، وَإِذَا أقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْوِلُ ». متفقٌ عليه

১/৪৪৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে

---

[৫৩] মুসলিম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪, ইবনু মাজাহ ২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪, আহমাদ ১৬৫৬৬, ১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০

[৫৪] মুসলিম ২২৮৮

আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি খুশী হন, যে তার মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া বাহন ফিরে পায়। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। যে আমার দিকে এক হাত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত পরিমাণ অগ্রসর হই। আর সে যখন আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৫]

٢/٤٤٦. وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبلَ مَوْتِه بِثَلاَثَـةِ أَيَّـامٍ ، يَقُولُ : « لاَ يَمُوتَنّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ - عَزَّ وَجَلَّ ». رواه مسلم

২/৪৪৬। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে তাঁকে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম)* [৫৬]

٣/٤٤٧. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَت ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي . يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا ، ثُمَّ لَقَيْتَـنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً ». رواه الترمذي، وقال: « حديث حسن»

৩/৪৪৭। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, তাবৎ আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না ক'রে থাক, তাহলে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৫৭]

٥٣- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৫৩ : একই সাথে আল্লাহর প্রতি ভয় ও আশা রাখার বিবরণ

জ্ঞাতব্য যে, সুস্থ অবস্থায় বান্দার উচিত হল, অন্তরে আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তাঁর রহমতের আশা রাখা। এ ক্ষেত্রে ভয় ও আশা উভয়ই সমান হবে। পক্ষান্তরে অসুস্থ অবস্থায় নিছকভাবে আশা রাখা উচিত। কুরআন ও সুন্নাহ এবং অন্যান্য স্পষ্ট উক্তিতে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান।

---

[৫৫] সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৭২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ২৭৪০৯, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭

[৫৬] মুসলিম ২৭৭৭, আবূ দাউদ ৩১১৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ১৩৭১১, ১৩৯৭৭, ১৪০৭২, ১৪১২৩, ১৪১৭০, ১৪৭৭৫

[৫৭] তিরমিযী ৩৫৪০

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الأعراف : ٩٩] ﴿ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الخَاسِرُونَ ﴾

অর্থাৎ, তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুতঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর কৌশলের হতে নিরাপদ বোধ করে না। *(সূরা আ'রাফ ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [يوسف : ٨٧] ﴿ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ القَوْمُ الكَافِرُونَ ﴾

অর্থাৎ, অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না। *(সূরা ইউসুফ ৮৭ আয়াত)*

অন্য জায়গায় তিনি বলেন, [آل عمران: ١٠٦] ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾

অর্থাৎ, সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল সাদা (উজ্জ্বল) হবে এবং কতকগুলো মুখমণ্ডল কালো হবে। *(আলে ইমরান ১০৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الأعراف : ١٦٧] ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে সত্বর এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুও। *(সূরা আ'রাফ ১৬৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [الانفطار : ١٣-١٤] ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে। *(সূরা ইনফিত্বার ১৩-১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ [القارعة:٦-٩]

অর্থাৎ, তখন যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। *(সূরা ক্বারিয়াহ ৬-৯ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আশা ও ভয় রাখার কথা কুরআন মাজীদের কোন কোন স্থানে মাত্র একটি আয়াতে, কোন স্থানে দু'টি আয়াতে এবং কোন স্থানে তিন বা ততোধিক আয়াতে একত্রে বিবৃত হয়েছে।

١/٤٤٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ العُقُوبَةِ ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ ». رواه مسلم -

১/৪৪৮। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যদি মু'মিন জানত যে, আল্লাহর নিকট কী শাস্তি রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাতের আশা করত না। আর যদি কাফের জানত যে, আল্লাহর নিকট কী করুণা রয়েছে, তাহলে কেউ তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।" *(মুসলিম)* [৫৮]

٢/٤٤٩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « إِذَا وُضِعَتِ الجنازةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَى أعناقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَتْ: يَا

[৫৮] মুসলিম ২৭৫৫, তিরমিযী ৩৫৪২, আহমাদ ৮২১০, ২৭৫০৬, ৯৯১০

وَيْلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». رواه البخاري

২/৪৪৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা অথবা পুরুষরা কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, 'আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও।' আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, 'হায় ধ্বংস আমার! তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ শুনতে পায়। মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত। (বা মারা যেত।)" *(বুখারী)* [৫৯]

٣/٤٥٠. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذلك ». رواه البخاري

৩/৪৫০। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "জান্নাত তোমাদের কারো জুতোর ফিতার চাইতেও বেশী নিকটবর্তী, আর জাহান্নামও তদ্রূপ।" *(বুখারী)* [৬০]

٥٤- بَابُ فَضْلِ الْبُكَاءِ خَشْيَةِ اللهِ تَعَالَى وَشَوْقًا إِلَيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৫৪ : আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সাক্ষাতের আনন্দে কান্না করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ [الإسراء : ١٠٩]

অর্থাৎ, তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১০৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴾ [النجم : ٥٩]

অর্থাৎ, তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! ক্রন্দন করছ না? *(সূরা নাজ্‌ম ৫৯-৬০ আয়াত)*

١/٤٥١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : « اِقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَقرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : « إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيرِي » فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هذِهِ الآيَةِ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلاءِ شَهِيداً ﴾ [النساء : ٤١] قَالَ : « حَسْبُكَ الآنَ » فَالتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৪৫১। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।" উত্তরে আমি আরজ করলাম, 'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে

---

[৫৯] সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০১, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮

[৬০] সহীহুল বুখারী ৬৪৮৮, আহমাদ ৩৬৫৮, ৩৯১৩, ৪২০৪

ভালবাসি।" অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "যথেষ্ট, এবার থাম।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দু'টি থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬১]

٢/٤٥٢. وَعَن أَنَسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطبَةً مَا سَمِعْتُ مِثلَهَا قَطُّ ، فَقَالَ : « لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ ، لَضحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيتُمْ كَثِيراً ». فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُوهَهُمْ ، وَلَهُمْ خَنِينٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/৪৫২। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা এমন ভাষণ দিলেন যে, ওর মত (ভাষণ) কখনোও শুনিনি। (তাতে) তিনি বললেন, "যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।" (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাঁদের চেহারা ঢেকে নিলেন এবং তাদের বিলাপের রোল আসতে লাগল। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬২]

٣/٤٥٣. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ »

৩/৪৫৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [৬৩]

٤/٤٥٤. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

৪/৪৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তাআলার

---

[৬১] সহীহুল বুখারী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫০, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, তিরমিযী ৩০২৪, ৩০২৫, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ ৩৫৫০, ৩৫৯৫, ৪১০৭

[৬২] সহীহুল বুখারী ৯৩, ৫৪০, ৪৬২১, ৬৩৬২, ৬৪৮৬, ৭০৯১, ৭২৯৪, ৭২৯৫, মুসলিম ২৩৫৯, আহমাদ ১১৬৩৩, ১২২৪৮, ১২৩৭৫, ১২৪০৯, ১২৭৩৫, ১৩২৫৪

[৬৩] তিরমিযী ১৬৩৩, ২৩১১, নাসায়ী ৩১০৭, ৩১০৮, ৩১০৯, ৩১১০, ১৩১১১, ৩১১২, ইবনু মাজাহ ২৭৭৪, আহমাদ ১০১৮২

ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৬৪]

٥/٤٥٥. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، قَالَ : أَتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ . حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح

৫/৪৫৫। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে চুলার হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।' *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে, শামায়েলে তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৬৫]

٦/٤٥٦. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ : « إنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ : ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ قَالَ : وَسَمَّانِي ؟ قَالَ : « نَعَمْ » فَبَكَى أُبَيٌّ . متفقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِي .

৬/৪৫৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 'সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শুনাই।" কা'ব বললেন, '(আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" সুতরাং উবাই (খুশীতে) কেঁদে ফেললেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬৬]

٧/٤٥٧. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا ، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا ، بَكَتْ ، فَقَالاَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَكِنْ أبكي أَنَّ الوَحْيَ قدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّماءِ ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى البُكَاءِ ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا . رواه مسلم

৭/৪৫৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাবসানের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, 'চলুন, আমরা উম্মে আইমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই, যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

[৬৪] সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭

[৬৫] নাসায়ী ১২১৪, আবূ দাউদ ৯০৪, আহমাদ ১৫৮৭৭

[৬৬] সহীহুল বুখারী ৩৮০৯, ৪৯৫৯, ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসলিম ৭৯৯, তিরমিযী ৩৭৯২, আহমাদ ১১৯১১, ১১৯৯৫, ১২৫০৮, ১২৮৭৩, ১৩০৩০, ১৩৪৭২, ১৩৬১৮

তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন।' সুতরাং যখন তাঁরা উম্মে আইমানের কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তাঁরা তাঁকে বললেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য (দুনিয়া থেকে) অধিক উত্তম?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি এ জন্য কান্না করছি না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অধিকতর উত্তম, সে কথা আমি জানি না। কিন্তু আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আসমান হতে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।' উম্মে আইমান (তাঁর এ দুঃখজনক কথা দ্বারা) ঐ দু'জনকে কাঁদতে বাধ্য করলেন। ফলে তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন। *(মুসলিম)* [৬৭]

٤٥٨/٨. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعُهُ ، قِيلَ لَهُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : « **مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ** » فَقَالَت عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ ، إذَا قَرَأَ القُرْآنَ غَلَبَهُ البُكَاءُ ، فَقَالَ : « **مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ** » .

وَفِي رِوَايَةٍ عَن عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قُلتُ : إنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكَاءِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৪৫৮। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, যখন (মরণ রোগে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট বেড়ে গেল, তখন তাঁকে (জামাআত সহকারে) নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, "তোমরা আবূ বাক্‌রকে নামায পড়াতে বল।" আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'আবূ বাক্‌র নরম মনের মানুষ, কুরআন পড়লেই তিনি কান্না সামলাতে পারেন না।' কিন্তু পুনরায় তিনি বললেন, "তাকে নামায পড়াতে বল।"

আয়েশা থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'আবূ বাক্‌র যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখন তিনি কান্নার কারণে লোকেদেরকে (কুরআন) শুনাতে পারবেন না।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬৮]

٤٥٩/٩. وَعَن إِبرَاهِيمَ بنِ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ عَوفٍ : أَنَّ عَبدَ الرَّحمَانِ بنَ عَوفٍ ﷺ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِماً، فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ﷺ ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إلاَّ بُرْدَةٌ إنْ غُطِّيَ بِهَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاهُ ؛ وَإنْ غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ – أَو قَالَ : أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا – قَدْ خَشِينا أنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَبكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ . رواه البخاري

৯/৪৫৯। ইব্রাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর কাছে খাবার আনা হল, তখন তাঁর রোযা ছিল। তিনি বললেন, 'মুসআব ইবনে

[৬৭] মুসলিম ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৫

[৬৮] সহীহুল বুখারী ৬৮২, ১৯৮, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৯, ৬৮৩, ৬৮৭, ৭১২, ৭১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, ৩৩৮৪, ৪৪৪২, ৪৪৪৫, ৫৭১৪, ৭৩০৩, মুসলিম ৪১৮, তিরমিযী ৩৬৭২, ইবনু মাজাহ ১১২৩২, ১২৩৩, ১৬১৮, আহমাদ ৫১১৯, ২৩৫৮৩, ২৪১২৬, ২৫৭৯১, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৪, দারেমী ১২৫৭

উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভাল লোক। (অথচ) তাঁকে কাফন দেওয়ার মত এমন একটি চাদর ভিন্ন অন্য কিছু পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা দু'টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল! তারপর আমাদের জন্য পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হল, তা হল।' অথবা তিনি বললেন, 'আমাদেরকে পার্থিব সম্পদ যা দেওয়া হল, তা হল। আমাদের আশংকা হয় যে, আমাদের সৎকর্মের (বিনিময়) আমাদের জন্য ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার করলেন।' *(বুখারী)* [৬৯]

١٠/٤٦٠. وَعَن أَبِي أُمَامَة صُدَيّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةُ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبيلِ اللهِ. وَأَمَّا الأَثَرَانِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله تَعَالَى ». رواه الترمذي ، وقال: « حديثٌ حسنٌ »

১০/৪৬০। আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা কোন বস্তু প্রিয় নয়। (এক) ঐ অশ্রু বিন্দু যা আল্লাহর ভয়ে বের হয় (দুই) ঐ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। **কিন্তু দু'টি চিহ্ন যা আল্লাহর ভয়ে বের হয় (দুই) ঐ রক্ত বিন্দু যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়।** কিন্তু দু'টি চিহ্ন হল ঃ (এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) হয় (দুই) আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় করে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৭০]

এ বিষয়ে আরো হাদীস রয়েছে। তার মধ্যে একটি ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস, 'একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল।' যা ১৬১ নম্বরে অতিবাহিত হয়েছে।

٥٥- بَابُ فَضْلِ الزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا

পরিচ্ছেদ - ৫৫ : দুনিয়াদারি ত্যাগ করার মাহাত্ম্য, দুনিয়া কামানো কম করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং দারিদ্রের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [يونس:٢٤]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর

[৬৯] সহীহুল বুখারী ১২৭৫, ১২৭৪, ৪০৪৫

[৭০] তিরমিযী ১৬৬৯

তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা ক'রে থাকি। *(সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ [الكهف : ٤٥-٤٦]

অর্থাৎ, তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী, ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। *(সূরা কাহফ ৪৫-৪৬ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা হাদীদ ২০ আয়াত)*

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ ﴾ [آل عمران : ١٤]

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভাণ্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ১৪)*

তিনি আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحياةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ﴾ [فاطر : ٥]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। *(সূরা ফাত্বির ৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ المَقَابِرَ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ [التكاثر : ١-٥]

অর্থাৎ, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা (মরে) কবরে উপস্থিত হও। কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। আবার বলি, কখনও নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। সত্যিই, তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা জানতে (ঐ প্রতিযোগিতার পরিণাম)। *(সূরা তাকাসুর ১-৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا هذِهِ الحياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। *(সূরা আনকাবূত ৬৪ আয়াত)*

এ মর্মে প্রচুর আয়াত রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত। তার মধ্যে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করছি ঃ-

١/٤٦١. عَن عَمرِو بنِ عَوفٍ الأنصارِي ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيدَةَ بنَ الجَرَّاحِ ﷺ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، فَقَدِمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، انْصَرَفَ ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ رَآهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: « أَظُنُّكُمْ سَمعتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ؟ » فَقَالُوا : أَجَل ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ : « أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৪৬১। আম্র ইবনে আউফ আনসারী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে দেখে হেসে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমরা আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তা শুনেছ।" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত

করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭১]

٤٦٢/٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৪৬২। আবূ সাইদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বরে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তোমাদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হল এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭২]

٤٦٣/٣. وَعَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ». رواه مسلم

৩/৪৬৩। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে।" *(মুসলিম)* [৭৩]

٤٦٤/٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ: « اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلاَّ عَيْشَ الآخِرَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৪৬৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৪]

٤٦٥/٥. وَعَنهُ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ : فَيَرْجِعُ اثْنَانِ ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৪৬৫। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে (সঙ্গে যায়)। দাফনের পর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। সে তিনটি হল তার পরিবারবর্গ, তার মাল ও তার আমল। দাফনের পর তার পরিবারবর্গ ও মাল ফিরে আসে। আর তার আমল তার সাথেই থেকে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৫]

٤٦٦/٦. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْـلِ النَّـارِ يَـوْمَ القِيَامَـةِ ،

[৭১] সহীহুল বুখারী ৩১৫৮, ৪০১৫, ৬৪২৫, মুসলিম ২৯৬১, তিরমিযী ২৪৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৭, আহমাদ ১৬৭৮৩, ১৮৪৩৬

[৭২] সহীহুল বুখারী ১৪৬৫, ৯২২, ২৮৪২, ৬৪২৭, মুসলিম ১০৫২, নাসায়ী ২৫৮১, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৫, আহমাদ ১০৫৫১, ১০৭৭৩, ১১৪৫৫

[৭৩] মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১০৭৮৫, ১১০৩৪, ১১১৯৩

[৭৪] সহীহুল বুখারী ২৮৩৪, ২৮৩৫, ২৯৬১, ৩৭৯৫, ৩৭৯৬, ৪০৯৯, ৪১০০, ৬৪১৩, ৭২০১, মুসলিম ১৮০৫, তিরমিযী ৩৮৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৪২, আহমাদ ১১৭৬৮, ১২৩১১, ১২৩২১, ১২৩৪৬, ১২৪৩৯, ১২৫৩৯

[৭৫] সহীহুল বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০

فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُؤساً قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فيَقُولُ : لاَ وَاللهِ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ ». رواه مسلم

৬/৪৬৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী ও বিলাসী ছিল। অতঃপর তাকে জাহান্নামে একবার (মাত্র) চুবানো হবে, তারপর তাকে বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো ভাল জিনিস দেখেছ? তোমার নিকটে কি কখনো সুখ-সামগ্রী এসেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! হে প্রভু!' আর জান্নাতীদের মধ্য হতে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে দুনিয়ার সবচেয়ে দুখী ও অভাবী ছিল। তাকে জান্নাতে (মাত্র একবার) চুবানোর পর বলা হবে, 'হে আদম সন্তান! তুমি কি (দুনিয়াতে) কখনো কষ্ট দেখছ? তোমার উপরে কি কখনো বিপদ গেছে?' সে বলবে, 'না। আল্লাহর কসম! আমার উপর কোনদিন কষ্ট আসেনি এবং আমি কখনো কোন বিপদও দেখিনি।" *(মুসলিম)* [৭৬]

٤٦٧/٧. وَعَنِ المُسْتَوْرِدِ بنِ شَدَّادٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي اليَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ ». رواه مسلم

৭/৪৬৭। মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের ক'রে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।" *(মুসলিম)* [৭৭]

٤٦٨/٨. وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّكُم يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ؟ » فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟ ثُمَّ قَالَ : « أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ؟ » قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً ، إِنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ ! فَقَالَ : « فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ». رواه مسلم

৮/৪৬৮। জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?" তাঁরা বললেন, 'আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা এটা নিয়ে করবই বা কি?' তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও

[৭৬] মুসলিম ২৮০৭, আহমাদ ১২৬৯৯, ১৩২৪৮

[৭৭] মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৩, ইবনু মাজাহ ৪১০৮, আহমাদ ১৭৫৪৭, ১৭৫৪৮, ১৭৫৫৯

সে ছোট কানের কারণে দোষযুক্ত ছিল। এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।" *(মুসলিম)* [৭৮]

٤٦٩/٩. وَعَن أَبِي ذَرٍّ ﷺ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِي ﷺ فِي حَرَّةٍ بِالمَدِينَةِ، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فقال: « يَا أَبَا ذَرٍّ » قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : « **مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَباً تَمْضِي عَلَيَّ ثَلاثَةُ أيَّامٍ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلاَّ أنْ أقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَهكَذَا** » عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ثُمَّ سَارَ، فَقَالَ : « **إنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالمَالِ هكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا** » عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وِمنْ خَلْفِهِ «**وَقَلِيلٌ مَاهُمْ** » . ثُمَّ قَالَ لِي : « **مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ** » ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَمِعْتُ صَوتاً، قَدِ ارْتَفَعَ ، فَتَخَوَّفْتُ أنْ يَكُونَ أحَدٌ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَأَرَدْتُ أنْ آتِيهِ فَذَكَرتُ قَوْلَه : « **لا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ** » فَلَم أَبْرَحْ حَتَّى أتَانِي ، فَقُلْتُ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوتاً تَخَوَّفْتُ مِنْهُ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، فَقَالَ : « **وَهَلْ سَمِعْتَهُ ؟** » قُلتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « **ذَاكَ جِبريلُ أتَانِي فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ** » ، **قلت : وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ ؟** قَالَ: « **وَإنْ زَنَى وَإنْ سَرَقَ** ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

৮/৪৬৯। আবূ যার্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) নবী (ﷺ)-এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে পড়ল। তিনি বললেন, "হে আবূ যার্র! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।"

অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, "প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি এক জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে, কোন শত্রু হয়তো নবী (ﷺ)-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, 'আমি এক জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম।' সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি শব্দ শুনেছিলে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ!' তিনি বললেন, "তিনি জিব্রাঈল ছিলেন। তিনি আমার

---

[৭৮] মুসলিম ২৯৫৭, আবূ দাউদ ১৮৬, আহমাদ ১৪৫১৩

কাছে এসে বললেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না ক'রে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' আমি বললাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?' তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৯]

١٠/٤٧٠. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ، لَسَرَّنِي أنْ لاَ تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৪৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ক'রে ফেলি।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৮০]

١١/٤٧١. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي : « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ».

১১/৪৭১। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)* [৮১]

বুখারীর বর্ণনায় আছে, "তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।"

١٢/٤٧٢. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمِ ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ ، إنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ ». رواه البخاري

১২/৪৭২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।" *(বুখারী)* [৮২]

١٣/٤٧٣. وَعَنهُ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إمَّا إزارٌ ،

---

[৭৯] সহীহুল বুখারী ৬২৬৮, ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৭৪৮৭, মুসলিম ৯৪, তিরমিযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩

[৮০] সহীহুল বুখারী ২৩৮৯, ৬৪৪৫, ৭২২৮, মুসলিম ৯৯১, ইবনু মাজাহ ৪১৩২, আহমাদ ৭৪৩৫, ২৭৪১২, ৮৩৮৯, ৮৫৭৮, ৮৯২৭, ৯১৪৫, ২৭২২৫

[৮১] সহীহুল বুখারী ৬৪৯০, মুসলিম ২৯৬৩, আহমাদ ২৭৩৬৪, ৯৮৮৬

[৮২] সহীহুল বুখারী ২৮৮৭, ৭৪৩৫, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৩৬

وَإمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا فِي أعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصفَ السَّاقَيْن ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

১৩/৪৭৩। উক্ত সাহাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্‌ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা ক'রে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়!' *(বুখারী)* [৮৩]

١٤/٤٧٤. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ ، وَجَنَّةُ الكَافِرِ** ». رواه مسلم

১৪/৪৭৪। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।" *(মুসলিম)* [৮৪]

١٥/٤٧٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : « **كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبيلٍ** » . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

১৫/৪৭৫। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' *(বুখারী)* [৮৫]

* এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিও না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেও না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা।

١٦/٤٧٦. وَعَن أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ، فَقَالَ : « **ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبّكَ النَّاسُ** ». حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة

---

[৮৩] সহীহুল বুখারী ৪৪২

[৮৪] মুসলিম ২৯৫৬, তিরমিযী ২৩২৪, ইবনু মাজাহ ৪১১৩, আহমাদ ৮০৯০, ২৭৪৯১, ৯৯১৬

[৮৫] সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫০, ৪৯৮২, ৬১২১

১৬/৪৭৬। আবুল আব্বাস সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" *(ইবনে মাজাহ প্রমুখ, হাসান সূত্রে, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)* [৮৬]

٤٧٧/١٧. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِـهِ بَطْنَـهُ. رواه مسلم

১৭/৪৭৭। নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম)* [৮৭]

٤٧٨/١٨. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/৪৭৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই অবস্থায় ইন্তেকাল করলেন যে, তখন একটা প্রাণীর খেয়ে বাঁচার মত কিছু খাদ্য আমার ঘরে ছিল না। তবে আমার তাকের মধ্যে যৎসামান্য যব ছিল। এ থেকে বেশ কিছুদিন আমি খেলাম। কিন্তু যখন একদিন মেপে নিলাম, সেদিনই তা শেষ হয়ে গেল।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৮]

٤٧٩/١٩. وَعَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ أَخِي جُوَيْرِيَّةَ بِنتِ الحَارِثِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، رَضِيَ اللهُ عَنهُمَـا ، قَـالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِينَاراً ، وَلاَ دِرْهَماً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ أَمَةً ، وَلاَ شَيْئاً إِلاَّ بَغْلَتَـهُ الْبَيـضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَسِلاَحَهُ ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لاِبْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً . رواه البخاري

১৯/৪৭৯। উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেসের ভাই আম্র ইবনে হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর সময় কোন দীনার, দিরহাম, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী এবং কোন জিনিসই ছেড়ে যাননি। তবে তিনি ঐ সাদা খচ্চরটি ছেড়ে গেছেন, যার উপর তিনি সওয়ার হতেন এবং তাঁর হাতিয়ার ও কিছু জমি; যা তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদকাহ ক'রে গেছেন।' *(বুখারী)* [৮৯]

---

[৮৬] ইবনু মাজাহ ৪১০২

[৮৭] মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ২৪২৪৭

[৮৮] সহীহুল বুখারী ৩০৯৭, ৬৪৫১, মুসলিম ২৯৭৩, তিরমিযী ২৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৫, আহমাদ ২৪২৪৭

[৮৯] সহীহুল বুখারী ৪৪৬১, ২৭৩৯, ২৮৭৩, ২৯১২, ৩০৯৮, নাসায়ী ৩৫৯৪, ৩৫৯৫, ৩৫৯৬, আহমাদ ১৭৯৯০

٤٨٠/٢٠. وَعَن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ﷺ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأكُل مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً ، مِنْهُمْ : مُصْعَبُ بن عُمَيْرٍ ﷺ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُد ، وَتَرَكَ نَمِرَةً ، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ ، بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ ، بَدَا رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أنْ نُغَطِّي رَأْسَهُ ، وَنَجْعَلُ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئاً مِنَ الإذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

২০/৪৮০। খাব্বাব ইবনে আরাত্ত্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে (মদীনা) হিজরত করলাম। যার সওয়াব আল্লাহর নিকট আমাদের প্রাপ্য। এরপর আমাদের কেউ এ সওয়াব দুনিয়াতে ভোগ করার পূর্বেই বিদায় নিলেন। এর মধ্যে মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু); তিনি উহুদ যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং শুধুমাত্র একখানা পশমের রঙিন চাদর রেখে গেলেন। আমরা (কাফনের জন্য) তা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে তাঁর পা বেরিয়ে গেল। আর পা ঢাকলে তাঁর মাথা বেরিয়ে গেল। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, "তা দিয়ে ওর মাথাটা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর 'ইযখির' ঘাস বিছিয়ে দাও।" আর আমাদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছেন, যাঁদের ফল পেকে গেছে। আর তাঁরা তা সংগ্রহ করছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৯০]

٤٨١/٢١. وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِي ﷺ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « **لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ** ». رواه الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح»

২১/৪৮১। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি আল্লাহর নিকট মাছির ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৯১]

٤٨٢/٢٢. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: « **أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً** » رواه الترمذي، وقال: «حديث حسنٌ»

২২/৪৮২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্ম নয়।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৯২]

٤٨٣/٢٣. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا** ». رواه الترمذي ، وقال : « حديثٌ حسنٌ »

---

[৯০] সহীহুল বুখারী ১২৭৬, ৩৮৯৭, ৩৯১৪, ৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৩২, ৬৪৪৮

[৯১] তিরমিযী ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১১০

[৯২] তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২

২৩/৪৮৩। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা জমি-জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায়ে বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৯৩]

٤٨٤/٢٤. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُعَالِجُ خُصّاً لَنَا ، فَقَالَ : « مَا هَذَا ؟ » فَقُلْنَا : قَدْ وَهَى ، فَنَحْنُ نُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : « مَا أرَى الأَمْرَ إلاَّ أعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ » . رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم ، وقال الترمذي : «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ »

২৪/৪৮৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, "এটা কী?" আমরা বললাম, 'কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি।' তিনি বললেন, "আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, বুখারী ও মুসলিমের সূত্রে)* [৯৪]

٤٨٥/٢٥. وَعَن كَعبِ بنِ عِيَاضٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وفِتْنَةُ أُمَّتِي : المَالُ » رواه الترمذي ، وقال : « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ »

২৫/৪৮৫। কা'ব ইবনে ইয়ায (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি; "প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে এবং আমার উম্মতের ফিত্‌না হচ্ছে মাল।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ সূত্রে)* [৯৫]

٤٨٦/٢٦.وَعَنْ أَبِيْ عَمْرٍو ، وَيُقَالُ : أَبُوْ عَبْدِ الله ، وَيُقَالُ : أَبُوْ لَيْلَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيْ سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ : بَيْتٌ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ ، وَالْمَاءِ » رواه الترمذي وقال : حديث صحيح.

২৬/৪৮৬। আবূ 'আম্র 'উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাঃ) (তাকে আবূ 'আব্দুল্লাহ ও আবূ লাইলাও বলা হয়) হতে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেছেন : আদম সন্তানের তিনটি বস্তু ব্যতীত কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো : তার বসবাস করার জন্য একটি বাড়ি, শরীর আবৃত করার জন্য কিছু কাপড় এবং কিছু রুটি ও পানি। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করে বলেন, এটি সহীহ হাদীস। [৯৬]

---

[৯৩] তিরমিযী ২৩২৮, আহমাদ ৩৫৬৯, ৪০৩৮, ৪২২২

[৯৪] তিরমিযী ২৩৩৫, আবূ দাউদ ৫২৩৫, ইবনু মাজাহ ৪১৬০, আহমাদ ৬৪৬৬

[৯৫] তিরমিযী ২৩৩৬, আহমাদ ১৭০১৭

[৯৬] আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীসটি দুর্বল। এর সনদ দুর্বল হওয়ার দু'টি কারণ রয়েছে। "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থে (১০৬৩) এর দুর্বল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। (১) বর্ণনাকারী হুরাইস ইবনুস সায়েব সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার সমস্যা ছিল না কিন্তু তিনি উসমান (রাঃ) এর উদ্ধৃতিতে নাবী (সাঃ) হতে এ মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ এটি নাবী (সাঃ) হতে বর্ণিত হয়নি। আর সাজী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (২) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, হাদীসটি আসলে ইসরাঈলী কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত হয়েছে। দারাকুতনীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

٤٨٧/٢٧. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ الشِّخِّيرِ ﷺ ، أنه قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَهُوَ يَقْرَأُ : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ قَالَ: « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي ، مالي ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟! » رواه مسلم

২৭/৪৮৭। আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলাম, এমতাবস্থায় যে, তিনি 'আলহাকুমুত তাকাসুর' অর্থাৎ, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। *(সূরা তাকাসুর)* পড়ছিলেন। তিনি বললেন, "আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা তুমি খেয়ে শেষ ক'রে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান ক'রে পুরাতন ক'রে দিয়েছ অথবা সাদকাহ ক'রে (পরকালের জন্য) জমা রেখেছ।" *(মুসলিম)* [৯৭]

٤٨٨/٢٨. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : « انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ؟ » قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، ثَلاَثَ مَرَّات ، فَقَالَ : « إنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافاً ، فإنَّ الفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن » .

২৮/৪৮৮। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে বল।" সে বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালবাসি।' এরূপ সে তিনবার বলল। তিনি বললেন, "যদি তুমি আমাকে ভালবাসো, তাহলে দারিদ্রের জন্য বর্ম প্রস্তুত রাখো। কেননা, যে আমাকে ভালবাসবে স্রোত তার শেষ প্রান্তের দিকে যাওয়ার চাইতেও বেশি দ্রুতগতিতে দারিদ্র্য তার নিকট আগমন করবে।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৯৮]

٤٨٩/٢٩. وَعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

২৯/৪৮৯। কা'ব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(তিরমিযী)* [৯৯]

তিনি উত্তরে বলেন ঃ হুরাইস সন্দেহ্ করেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, হাসান ইবনু হুমরান কোন এক কিতাবী হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" উক্ত নম্বরে।

[৯৭] মুসলিম ২৯৫৮, তিরমিযী ২৩৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ১৫৮৭০, ১৫৮৮৭

[৯৮] হাদীসটিকে শাইখ আলবানী প্রথমে দুর্বল আখ্যা দিলেও তিনি পরবর্তীতে পূর্ব সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন এবং "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৮২৭) সহীহ্ আখ্যা দেন। তিরমিযী ২৩৫০

[৯৯] তিরমিযী ২৩৭৬, আহমাদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭, দারেমী ২৭৩০

٤٩٠/٣٠. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ، قَالَ : نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصيرٍ ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً . فَقَالَ : « مَا لِي وَلِلدُّنيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا » رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩০/৪৯০। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদা চাটাই-এর উপর শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ সওয়ারের মত যে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটি ছেড়ে দিল।" *(তিরমিযী, হাসান-সহীহ)* [১০০]

٤٩١/٣١. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَدْخُلُ الفُقَرَاءُ الجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمئَةِ عَامٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث صحيح »

৩১/৪৯১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "গরীব মু'মিনরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী, সহীহ)* [১০১]

٤٩٢/٣٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩২/৪৯২। ইবনে আব্বাস ও ইমরান ইবনে হুস্বাইন (থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই গরীব লোক। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীরাই মহিলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০২]

٤٩٣/٣٣. ورواه البخاري أيضاً من روايةِ عِمْرَان بنِ الحُصَينِ ..

৩৩/৪৯৩। ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসকে ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।

٤٩٤/٣٤. وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩৪/৪৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, "আমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, সেখানে অধিকাংশ নিঃস্ব লোক রয়েছে। আর ধনবানরা তখনো (হিসাবের

---

[১০০] তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৪১০৯, আহমাদ ৩৭০১, ৪১৯৬

[১০১] তিরমিযী ২৩৫৩, ২৩৫৪, ইবনু মাজাহ ৪১২২, আহমাদ ৭৮৮৬, ৮৩১৬, ২৭৭৯৩, ১০২৭৬, ১০২৫২

[১০২] সহীহুল বুখারী ৩২৪১, ৫১৯৮, ৬৪৪৯, ৬৫৪৬, মুসলিম ২৭৩৮, তিরমিযী ২৬০৩, আহমাদ ১৯৩১৫, ১৯৪২৫, ১৯৪৮০

জন্য) অবরুদ্ধ রয়েছে। অথচ দোযখীদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়ে গেছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০৩]

٤٩٥/٣٥. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩৫/৪৯৫। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "সবচেয়ে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,) 'শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।" *(বুখারী)* [১০৪]

٥٦- بَابُ فَضْلِ الْجُوْعِ وَخُشُوْنَةِ الْعَيْشِ وَالْاِقْتِصَارِ عَلَى الْقَلِيْلِ مِنَ الْمَأْكُوْلِ وَالْمَشْرُوْبِ وَالْمَلْبُوْسِ وَغَيْرِهَا مِنْ حُظُوْظِ النَّفْسِ وَتَرْكِ الشَّهَوَاتِ

পরিচ্ছেদ - ৫৬ : উপবাস, রুক্ষ ও নীরস জীবন যাপন করা, পানাহার ও পোশাক ইত্যাদি মনোরঞ্জনমূলক বস্তুতে অল্পে তুষ্ট হওয়া এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব বর্জন করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً ﴾ [مريم : ٥٩-٦٠]

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে; তারা তো জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯-৬০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও

[১০৩] সহীহুল বুখারী ৫১৯৬, ৬৫৪৭, মুসলিম ২৭৩৬, আহমাদ ২১২৭৫, ২১৩১৮

[১০৪] সহীহুল বুখারী ৩৮৪১, ৬১৪৭, ৬৪৮৯, মুসলিম ২২৫৬, তিরমিযী ২৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৭৫৭, আহমাদ ৭৩৩৬, ৮৮৪০, ৮৮৬৬, ৯৪৪৪, ৯৫৯০, ৯৭২৪, ৯৮৭০

সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। *(সূরা কাস্বাস ৭৯-৮০ আয়াত)*

আরো অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন, ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر : ٨]

অর্থাৎ, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা সুখ-সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। *(সূরা তাকাষুর ৮)*
অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً ﴾ [الإسراء : ١٨]

অর্থাৎ, কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ১৮ আয়াত)*

٤٩٦/١. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً حَتَّى قُبِضَ .

১/৪৯৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিজন তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত দু'দিন যবের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিজন মদীনায় আগমনের পর থেকে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত ক্রমাগত তিনদিন পর্যন্ত গমের রুটি পরিতৃপ্ত হয়ে খেতে পাননি।'

٤٩٧/٢. وَعَن عُروَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَاللهِ، يَا ابْنَ أُخْتِي، إنْ كُنَّا نَنْظُرُ إِلَى الهِلاَلِ ، ثُمَّ الهِلالِ : ثَلاَثَةُ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ. قُلْتُ : يَا خَالَةُ! فَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَت : الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالمَاءُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৪৯৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার) উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে বললেন, 'হে ভগিনীপুত্র! আমরা দু'মাসের মধ্যে তিনবার নয়া চাঁদ দেখতাম। কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহসমূহে (রান্নার) জন্য আগুন জ্বালানো হত না।' উরওয়াহ বললেন, 'খালা! তাহলে আপনারা কী খেয়ে জীবন কাটাতেন?' তিনি বললেন, 'কালো দু'টো জিনিস দিয়ে। অর্থাৎ, শুকনো খেজুর আর পানিই (আমাদের খাদ্য হত)। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিবেশী কয়েকজন আনসারী সাহাবীর দুগ্ধবতী উটনী ও ছাগী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দুধ পাঠতেন, তখন তিনি আমাদেরকে

---

[১০৫] সহীহুল বুখারী ৫৪১৬, ৫৪২৩, ৫৪৩৮, ৬৪৫৪, ৬৬৮৭, মুসলিম ২৯৭০, তিরমিযী ২৩৫৭, নাসায়ী ৪৪৩২, ইবনু মাজাহ ৩১৫৯, ৩৩১৩, ৩৩৪৪, ৩৩৪৬, আহমাদ ২৩৬৩১, ২৩৮৯৯, ২৪১৪৪, ২৪৪৪১, ২৪৪৪২, ২৪৫২৬, ২৪৬৯৮, ২৫১০১৩, ২৫২২৩, ২৫২৯৭, দারেমী ১৯৫৯

তা পান করাতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০৬]

٤٩٨/٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَومٍ بَيْنَ أَيدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ، فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يأْكُلَ . وَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعيرِ . رواه البخاري

৩/৪৯৮। আবূ সাঈদ মাক্বুবুরী বলেন, একদা আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের সামনে ভুনা বকরী ছিল। তারা তাঁকে (খেতে) ডাকল। তিনি খেতে রাজী হলেন না এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অথচ তিনি কোন দিন যবের রুটিও পেট পুরে খাননি।' *(বুখারী)* [১০৭]

٤٩٩/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَمْ يَأكُلِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ ، وَمَا أكَلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ . رواه البخاري . وفي رواية لَهُ : وَلاَ رَأى شَاةً سَمِيطاً بِعَيْنِهِ قَطُّ .

৪/৪৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (ﷺ) কখনো (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি[১০৮] এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি। বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি। *(বুখারী)* [১০৯]

٥٠٠/٥. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ، مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ اليَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأُ بِهِ بَطْنَهُ. رواه مسلم

৫/৫০০। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে, সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম)* [১১০]

٥٠١/٦. وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : مَا رَأى رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّقِيَّ مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ الله تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ الله تَعَالَى . فَقِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَ لَكُمْ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ : مَا رَأى رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَأكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيرَ مَنْخُولٍ ؟ قَالَ : كُنَّا نَطحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ ، فيَطيرُ مَا طَارَ ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ . رواه البخاري

---

[১০৬] সহীহুল বুখারী ২৫৬৭, ৬৪৫৮, ৬৪৫৯, মুসলিম ২৯৭২, তিরমিযী ২৪৭১, ইবনু মাজাহ ৪১৪৪, ৪১৪৫, আহমাদ ১৩৭১২, ১৩৮৯৯, ১৪০৪০, ২৪২৪৭, ২৪৯৬৩, ২৫৪৭৩, ২৫৫৪৬

[১০৭] সহীহুল বুখারী ৫৪১৪

[১০৮] অবশ্য অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি ঐ শ্রেণীর উঁচু স্থানে রেখে খাবার খেতেন। সুতরাং ঐভাবে খাওয়া অবৈধ নয়।

[১০৯] সহীহুল বুখারী ৫৪২১, ৫৩৮৫, ৫৩৮৬, ৫৪১৫, ৬৪৫০, ৬৪৫৭, তিরমিযী ১৭১৮, ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ৩২৯২, ৩২৯৩, ৩৩৩৯, আহমাদ ১১৮৮৭, ১১৯১৬, ১১৯৬৫, ১৩১৯৮

[১১০] মুসলিম ২৯৭৭, ২৯৭৮, তিরমিযী ২৩৭২, ইবনু মাজাহ ৪১৪৬, আহমাদ ১৬০, ১৭৮৯২

৬/৫০১। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) ময়দা দেখেননি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি ছিল?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি আটা চালার চালুনি দেখেননি।' তাঁকে বলা হল, 'তাহলে আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খমীর বানাতাম।' *(বুখারী)* [১১১]

٧/٥٠٢. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُول اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، فَقَالَ: «**مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُما هَذِهِ السَّاعَةَ ؟** » قَالاَ : الجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : « **وَأَنَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما ، قُومَا** »، فقامَا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ المَرْأَةُ ، قَالَت : مَرْحَباً وَأهلاً .فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ :« **أَيْنَ فُلاَنٌ ؟** » قَالَت : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لنَا المَاءَ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافاً مِنِّي ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِيَّاكَ وَالحَلُوبَ** » فَذَبَحَ لَهُمْ ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ العِذْقِ وَشَرِبُوا . فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : « **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ** ». رواه مسلم

৭/৫০২। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন একদিন অথবা কোন এক রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)এর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তিনি বললেন, "এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?" তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমিও সেই কারণে বাড়ি থেকে বের হয়েছি, যে কারণে তোমরা বের হয়েছ। তোমরা ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)।" অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি এক আনসারীর বাড়ী এলেন। আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর স্ত্রী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলেন তখন অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "অমুক (আনসারী) কোথায়?" তিনি বললেন, 'আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন।' এর মধ্যে আনসারী এসে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই।' অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং পাকা (টাটকা) খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, 'আপনারা খান এবং তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "দুধালো ছাগল জবাই

[১১১] সহীহুল বুখারী ৫৪১৩, ৫৪১০, তিরমিযী ২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩৫, আহমাদ ২২৩০৭

করো না।" অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) খেলেন, ঐ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার ক'রে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ ক'রে নিজেদের (বাড়ী) ফিরে যাচ্ছ।" *(মুসলিম)* [১১২]

উক্ত আনসারীর নাম ছিল ঃ আবুল হাইসাম তাইয়িহান; যেমন তিরমিযীতে আছে। আর উক্ত জিজ্ঞাসাবাদ গণনার উদ্দেশ্যে করা হবে, ধমকি বা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

٥٠٣/٨. وَعَن خَالِدِ بنِ عُمَيْرٍ العَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بنُ غَزْوَانَ، وَكَانَ أمِيراً عَلَى البَصْرَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، فَإنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْمٍ، وَوَلَّتْ حَذَّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الإنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، وَإنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إلَى دَارٍ لاَ زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، فَإنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أنَّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً، لاَ يُدْرِكُ لَهَا قَعْراً ، وَاللهِ لَتُمْلأَنَّ أفَعَجِبْتُمْ ؟! وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ مَسيرَةُ أرْبَعِينَ عَاماً ، وَلَيَأتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأيْتُنِي سَابعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَا لَنَا طَعَامٌ إلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أشْدَاقُنَا ، فَالتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ ، فاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا ، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا ، فَمَا أصْبَحَ اليَوْمَ مِنَّا أحَدٌ إلاَّ أصْبَحَ أمِيراً عَلَى مِصرٍ مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإنِّي أعُوذُ بِاللهِ أنْ أكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً ، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً . رواه مسلم

৮/৫০৩। খালেদ ইবনে উমাইর আদাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, একদা বাসরার গভর্নর উত্‌বাহ ইবনে গাযওয়ান খুতবাহ দিলেন। তিনি (খুতবায় সর্বপ্রথমে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'আম্মা বাদ! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা ক'রে দিয়েছে এবং সে মুখ ফিরিয়ে দ্রুতগতিতে পলায়মান আছে। এখন তার (বয়স) পাত্রের তলায় অবশিষ্ট পানীয়র মত বাকী রয়ে গেছে, যা পাত্রের মালিক (সবশেষে) পান করে। (আর তোমরা এ দুনিয়া থেকে এমন (পরকালের) গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করছ যার ক্ষয় নেই, সুতরাং তোমরা তোমাদের সামনের উত্তম জিনিস নিয়ে প্রত্যাবর্তন কর। কারণ, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, জাহান্নামের উপর কিনারা থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তা ওর মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত পড়তে থাকবে, তবুও তা তার গভীরতায় (শেষ প্রান্তে) পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! জাহান্নামকে (মানুষ দিয়ে) পরিপূর্ণ ক'রে দেওয়া হবে। তোমরা এটা আশ্চর্য মনে করছ? আর আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, জান্নাতের দুয়ারের দু'টি চৌকাঠের মধ্যভাগের দূরত্ব চল্লিশ বছরের পথ। তার উপর এমন এক দিন আসবে যে, তাতে লোকের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকবে।

[১১২] মুসলিম ২০৩৮, তিরমিযী ২৩৬৯, ইবনু মাজাহ ৩১৮০

আমি (ইসলাম প্রচারের শুরুতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাত জনের মধ্যে একজন ছিলাম। (তখন আমাদের এ অবস্থা ছিল যে,) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এমনকি (তা খেয়ে) আমাদের কশে ঘা হয়ে গেল। (সে সময়) আমি একখানি চাদর কুড়িয়ে পেলাম, অতঃপর তা আমি দু'টুকরো করে আমার এবং সা'দ ইবনে খালেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিলাম। তারপর আমি তার অর্ধেকটাকে লুঙ্গী বানিয়ে পরলাম এবং সা'দও অর্ধেক লুঙ্গী বানিয়ে পরলেন। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের শাসনকর্তা হয়ে আছে। আর আমি নিজের কাছে বড় এবং আল্লাহর কাছে ছোট হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' *(মুসলিম)* [১১৩]

٩/٥٠٤. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ ، قَالَ : أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا كِسَاءً وَإِزاراً غَلِيظاً ، قالَتْ : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৫০৪। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) আমাদের জন্য একখানি চাদর এবং একখানি মোটা লুঙ্গী বের ক'রে বললেন, 'এ দু'টি (পরে থাকা অবস্থা)তেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করেছেন।' *(বুখারী-মুসলিম)* [১১৪]

١٠/٥٠٥. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : إِنِّي لأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَقَـدْ كُنَّـا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، وَهذَا السَّمُرُ ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَـضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خَلْطٌ . متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৫০৫। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করি, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, হুবলাহ গাছের পাতা ও এই বাবলা ছাড়া আমাদের অন্য কিছুই খাবার ছিল না। এ জন্য আমাদের প্রত্যেকেই ছাগলের লাদির মত মলত্যাগ করতেন; যার একটি আরেকটির সাথে মিশত না।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৫]

١١/٥٠٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً** ». متفقٌ عَلَيْهِ

১১/৫০৬। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৬]

١٢/٥٠٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيـرَةَ ﷺ ، قَـالَ : وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُـوَ ، إنْ كُنْـتُ لأَعْتَمِـدُ بِكَبِـدِي عَلَى الأَرْضِ مِنَ الجُوعِ ، وَإنْ كُنْتُ لأَشُدُّ الحَجَرَ عَلَى بَطنِي مِنَ الْجُوعِ . وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوماً عَلَى طَـرِيقِهِمُ الَّذِي

[১১৩] মুসলিম ২৯৬৭, তিরমিযী ২৫৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৫৬, আহমাদ ১৭১২৩, ২০০৮৬

[১১৪] সহীহুল বুখারী ৩১০৮, ৫৮১৮, মুসলিম ২০৮০, তিরমিযী ১৭৩৩, আবূ দাউদ ৪০৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৫১, আহমাদ ২৩৫১৭, ২৪৪৭৬

[১১৫] সহীহুল বুখারী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৪৫৩, ২৯৬৬, তিরমিযী ২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবূ দাউদ ৮০৩, ইবনু মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, ১৫৬০

[১১৬] সহীহুল বুখারী ৫৪৬০, মুসলিম ১০৫৫, তিরমিযী ২৩৬১, ইবনু মাজাহ ৪১৩৯, আহমাদ ৭১৩৩, ৯৪৬১, ৯৮৭৭

يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ ، فَتَبَسَّمَ حِيْنَ رَآنِي ، وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : « أَبَا هِرٍّ » قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « **الْحَقْ** » وَمَضَى فَاتَّبَعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ ، فَوَجَدَ لَبَناً فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : « **مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟** » قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلانٌ – أَو فُلانَةٌ – قَالَ : « **أَبَا هِرٍّ** » قُلتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « **الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي** » قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلاَمِ ، لاَ يَأْوُونَ عَلَى أَهْلٍ وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلَى أَحَدٍ ، وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئاً ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ، وَأَصَابَ مِنْهَا ، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا . فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ! كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا وَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : « **يَا أَبَا هِرٍّ** » قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « **خُذْ فَأَعْطِهِمْ** » قَالَ : فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ ، فَقَالَ : « **أَبَا هِرٍّ** » قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « **بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ** » قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «**اقْعُدْ فَاشْرَبْ** » فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ « **اشْرَبْ** » فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : « **اشْرَبْ** » حَتَّى قُلْتُ: لاَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً ! قَالَ: « **فَأَرِنِي** » فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَسَمَّى وَشَرِبَ الفَضْلَةَ . رواه البخاري

১২/৫০৭। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই! আমি ক্ষুধার জ্বালায় মাটিতে কলিজা (পেট) লাগাতাম এবং পেটে পাথর বাঁধতাম। একদিন লোকেরা যে রাস্তায় বের হয়, সে রাস্তায় বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর নবী (সাঃ) আমাকে অতিক্রম করা কালীন সময়ে দেখে মুচকি হাসলেন এবং আমার চেহারার অবস্থা ও মনের কথা বুঝে ফেলে বললেন, "আবূ হির্র্!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমার পিছন ধর।" সুতরাং তিনি চলতে লাগলেন এবং আমি তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি (নিজ ঘরে) প্রবেশ করলেন। অতঃপর তিনি আমার জন্য অনুমতি চাইলেন। তারা আমার জন্য অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম। ঘরে এক পিয়ালা দুধ (দেখতে) পেলেন। তিনি বললেন, "এ দুধ কোত্থেকে এল?" তারা বলল, 'আপনার জন্য অমুক লোক বা মহিলা উপঢৌকন পাঠিয়েছে।' তিনি বললেন, "আবূ হির্র্!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আহলে সুফ্ফাদের ডেকে আন।" তাঁরা ইসলামের মেহমান ছিলেন, তাঁদের কোন আশ্রয় ছিল না। ছিল না কোন পরিবার ও ধন-সম্পদ বা অন্য কিছু। (সাদকাহ ও হাদিয়াতে তাঁদের জীবন কাটত।) তাঁর

নিকট কোন সাদকাহ এলে তিনি সবটুকুই তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তা থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন এলেও তাঁদের নিকট পাঠাতেন। কিন্তু তা থেকে কিছু গ্রহণ করতেন এবং তাঁদেরকে তাতে শরীক করতেন। (তিনি যখন তাঁদেরকে ডাকতে বললেন,) তখন আমাকে খারাপ লাগল। আমি (মনে মনে) বললাম, 'এই টুকু দুধে আহলে সুফ্ফাদের কী হবে? আমিই তো বেশী হকদার যে, এই দুধ পান ক'রে একটু শক্তিশালী হতাম। কিন্তু যখন তাঁরা আসবেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করলে আমি তাঁদেরকে দুধ পরিবেশন করব। তারপর আমার ভাগে এই দুধের কতটুকুই বা জুটবে!' অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মান্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং আমি তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে ডাকলাম। তাঁরা এসে প্রবেশ অনুমতি নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "আবূ হির্র্!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পিয়ালা নাও এবং ওদেরকে দাও।" সুতরাং আমি পিয়ালাটি নিয়ে এক একজনকে দিতে লাগলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। অতঃপর আর একজনকে দিলাম। তিনি তৃপ্তিসহকারে পান ক'রে আমাকে পিয়ালা ফেরৎ দিলেন। এইভাবে পরিশেষে নবী ﷺ-এর নিকট এসে উপস্থিত হলাম। সে পর্যন্ত তাঁদের সবাই পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর তিনি পিয়ালাটি নিয়ে নিজের হাতে রাখলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "আবূ হির্র্!" আমি বললাম, 'খিদমতে হাযির, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "এখন বাকী আমি আর তুমি।" আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বসো এবং পান কর।" আমি বসে পান করলাম। তিনি আবার বললেন, "পান কর।" সুতরাং আমি আবার পান করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে পান করার কথা বলতেই থাকলেন। পরিশেষে আমি বললাম, 'না। (আর পারব না।) সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এর জন্য আমার পেটে আর কোন জায়গা নেই!' অতঃপর তিনি বললেন, "কৈ আমাকে দেখাও।" সুতরাং আমি তাঁকে পিয়ালা দিলে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে অবশিষ্ট দুধ পান করলেন। *(বুখারী)* [১১৭]

١٣/٥٠٨. وَعَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ ، عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَغْشِيّاً عَلَيَّ ، فَيَجِيءُ الجَائِي ، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي ، وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ . رواه البخاري

১৩/৫০৮। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বর এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কক্ষের মধ্যস্থলে (ক্ষুধার জ্বালায়) বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম। অতঃপর আগন্তুক আসত এবং আমাকে পাগল মনে ক'রে সে তার পা আমার গর্দানের উপর রাখত, অথচ আমার মধ্যে কোন পাগলামি ছিল না। কেবলমাত্র ক্ষুধা ছিল। (যার তীব্রতায় আমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলতাম!)' *(বুখারী)* [১১৮]

١٤/وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍ فِي ثَلاثِـينَ

[১১৭] সহীহুল বুখারী ৫৩৭৫, ৬২৪৬, ৬৪৫২, তিরমিযী ২৪৭৭, আহমাদ ১০৩০১

[১১৮] সহীহুল বুখারী ৭৩২৪, তিরমিযী ২৩৬৭

صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ . متفق عَلَيْهِ

৫০৯. ১৪/৫০৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বর্ম ত্রিশ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখা ছিল।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৯]

٥١٠/١٥. وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لآلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى» وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبيَات. رواه البخاري

১৫/৫১০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। আমি তাঁকে (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে) বলতে শুনেছি যে, "মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।" (আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন।' *(বুখারী)* [১২০]

٥١١/١٦. وَ عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ : إمَّا إزَارٌ ، وَإمَّا كِسَاءٌ ، قَدْ رَبَطُوا في أعنَاقِهِمْ ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَةَ أنْ تُرَى عَوْرَتُهُ . رواه البخاري

১৬/৫১১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন (আহলে সুফ্‌ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারো কাছে (গা ঢাকার) জন্য চাদর ছিল না, কারো কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারো কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দু'টি বস্ত্রই কারো কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারো পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা ক'রে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়।' *(বুখারী)* [১২১]

٥١٢/١٧. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَت: كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أُدْمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. رواه البخاري

১৭/৫১২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া।' *(বুখারী)* [১২২]

٥١٣/١٨. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ

---

[১১৯] সহীহুল বুখারী ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২৩৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩, ২৯১৬, ৪৪৬৭, মুসলিম ১৬০৩, নাসায়ী ৪৬০৯, ৪৬৫০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৬, আহমাদ ২৩৬২৬, ২৪৭৪৬, ২৫৪০৩, ২৫৪৬৭

[১২০] সহীহুল বুখারী ২০৬৯, ২৫০৮, তিরমিযী ১২১৫, নাসায়ী ৪৫১০, ইবনু মাজাহ ২৪৩৭, ৪১৪৭, আহমাদ ১১৫৮২, ১১৯৫২, ১২৭৫৭, ১৩০২৩, ১৩০৮৫

[১২১] সহীহুল বুখারী ৪৪২

[১২২] সহীহুল বুখারী ৬৪৫৬, মুসলিম ২০৮২, তিরমিযী ১৭৬১, আবূ দাউদ ৪১৪৬, ৪১৪৭, ইবনু মাজাহ ৪১৫১, আহমাদ ২৩৬৮৯, ২৩৭৭২, ২৩৯৩০, ২৪২৪৭, ২৫২০১, ২৫২৪৫

الأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَخَا الأَنْصَارِ ، كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ؟ » فَقَالَ : صَالِحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ » فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلاَ خِفَافٌ، وَلاَ قَلاَنِسُ، وَلاَ قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم

১৮/৫১৩। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম, ইতোমধ্যে এক আনসারী এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। অতঃপর আনসারী ফিরে যেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হে আনসারের ভাই! আমার ভাই সা'দ ইবনে উবাদাহ কেমন আছে?" তিনি বললেন, 'ভাল আছে।' তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে (অসুস্থ সা'দকে) দেখতে যাবে?" সুতরাং তিনি উঠে দাড়ালেন এবং আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। আমরা দশের কিছু বেশী ছিলাম। **আমাদের দেহে জুতো, মোজা, টুপী এবং জামা কিছুই ছিল না।** আমরা ঐ পাথুরে যমিনে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা সা'দ (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে গেলাম। তার গৃহবাসীরা তাঁর নিকট থেকে সরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁর নিকটবর্তী হলেন। *(মুসলিম)* [১২৩]

٥١٤/١٩. وَعَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، أنّه قَالَ : « خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». قَالَ عِمْرَانُ : فَمَا أدْرِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ أَو ثَلاَثاً « ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৯/৫১৪। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ।" ইমরান বলেন, 'নবী (ﷺ) তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসাবে দুই যুগ উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগ তা আমার জানা (স্মরণ) নেই।' "অতঃপর তোমাদের পর এমন এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদেরকে সাক্ষী মানা হবে না। তারা খেয়ানত করবে এবং তাদের নিকট আমানত রাখা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে মানত করবে কিন্তু তা পুরা করবে না। আর তাদের দেহে স্থূলত্ব প্রকাশ পাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১২৪]

٥١٥/٢٠. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الفَضْلَ خَيرٌ لَكَ ، وَأَنْ تُمسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ، ولاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدأْ بِمَنْ تَعُولُ ». رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح »

২০/৫১৫। আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! উদ্বৃত্ত মাল

---

[১২৩] মুসলিম ৯২৫

[১২৪] সহীহুল বুখারী ২৬৫১, ৩৬৫০, ৬৪২৮, ৬৬৯৫, মুসলিম ২৫৩৫, তিরমিযী ২২২১, ২২২২, নাসায়ী ৩৮০৯, আবূ দাউদ ৪৬৫৭, আহমাদ ১৯৩১৯, ১৯৩৩৪, ১৯৪০৫, ১৯৪৫১

(আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর দরকার মত মালে নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে।" *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৫২৫]

٥١٦/٢١. وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مِحْصَنٍ الأَنصَارِيِّ الخَطْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِربِهِ ، مُعَافَىً فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

২১/৫১৬। উবাইদুল্লাহ ইবনে মিহস্বান আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৫২৬]

٥١٧/٢٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ». رواه مسلم

২২/৫১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম)* [৫২৭]

٥١٨/٢٣. وَعَن أَبي مُحَمَّدٍ فَضَالَة بنِ عُبَيدٍ الأَنصاريِّ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : « طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

২৩/৫১৮। আবূ মুহাম্মাদ ফাযালা ইবনে উবাইদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, "তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।" *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৫২৮]

٥١٩/٢٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبِيتُ اللَّيَالِيَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِياً، وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبزَ الشَّعِيرِ. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

২৪/৫১৯। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একাধারে কয়েক রাত অনাহারে কাটাতেন এবং পরিবার-পরিজনরা রাতের খাবার পেতেন না। আর তাদের অধিকাংশ রুটি হত যবের।' *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৫২৯]

---

[৫২৫] মুসলিম ১০৩৬, তিরমিযী ২৩৪৩, আহমাদ ২১৭৫২

[৫২৬] তিরমিযী ২৩৪৬, ইবনু মাজাহ ৪১৪১

[৫২৭] মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২

[৫২৮] তিরমিযী ২৩৪৯, আহমাদ ২৩৪২৬

[৫২৯] তিরমিযী ২৩৬০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৭, আহমাদ ২৩০৩, ৩৫৩৫

٥٢٠/٢٥. وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيدٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ ، يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلاةِ مِنَ الخَصَاصَةِ ـ وَهُمْ أصْحَابُ الصُّفَّةِ ـ حَتَّى يَقُولَ الأعْرَابُ : هؤُلاَءِ مَجَانِينٌ . فَإذَا صلَّى رَسُول اللهِ ﷺ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : « **لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، لأَحْبَبْتُمْ أنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً** ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث صحيح »

২৫/৫২০। ফাযালাহ ইবনে উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন লোকেদের নামায পড়াতেন, তখন কিছু লোক ক্ষুধার কারণে (দুর্বলতায়) পড়ে যেতেন, আর তাঁরা ছিলেন আহলে সুফ্ফাহ। এমনকি মরুবাসী বেদুঈনরা বলত, 'এরা পাগল।' একদা যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামায সেরে তাদের দিকে মুখ ফিরালেন, তখন বললেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা এর চাইতেও অভাব ও দারিদ্র্য পছন্দ করতে।" *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [১৩০]

٥٢١/٢٦. وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ المِقْدَامِ بنِ مَعدِ يكَرِبَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « **مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فإنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ** ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

২৬/৫২১। আবূ কারীমা মিক্বদাদ ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, যা পেট চাইতে মন্দ। মানুষের জন্য তার মেরুদণ্ড সোজা (শক্ত) রাখার জন্য কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট। যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়র জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [১৩১]

٥٢٢/٢٧. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الأَنْصَارِيِّ الحَارِثِي ﷺ ، قَالَ : ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوماً عِنْدَهُ الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ ، إنَّ البَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ** » يَعْنِي : التَّقَحُّلَ . رواهُ أَبو داود

২৭/৫২২। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে সা'লাবাহ আনসারী হারেসী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীগণ তাঁর নিকট দুনিয়ার কথা আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? তোমরা কি শুনতে পাও না? আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ। আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ।" অর্থাৎ বিলাসহীনতা। *(আবূ দাউদ)* [১৩২]

البذاذة হল সাদাসিধা বেশভূষা ব্যবহার করা এবং জাঁকজমক তথা আড়ম্বরপূর্ণ লেবাস বর্জন করা। আর التقحل হল শৌখিনতা ও বিলাসিতা বর্জন করার সাথে রুক্ষ-শুষ্ক দেহ অবলম্বন করা। (এ উভয়ই মু'মিনের গুণ।)

[১৩০] তিরমিযী ২৩৬৮, আহমাদ ২৩৪২০

[১৩১] তিরমিযী ২৩৮০, ইবনু মাজাহ ৩৩৪৯, আহমাদ ১৬৭৩৫

[১৩২] আবূ দাউদ ৪১৬১, ইবনু মাজাহ ৪১১৮

٥٢٣/٢٨. وَعَن أَبِي عَبدِ اللهِ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ ، نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ ، فَكَانَ أَبو عُبيدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقِيلَ : كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ : نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِي ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الخَبَطَ ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالماءِ فَنَأْكُلُهُ . قَالَ : وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَيْتَةٌ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً ، وَنَحْنُ ثَلاَثُمِئَةٍ حَتَّى سَمِنَّا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِن وَقْبِ عَيْنِهِ بِالقِلاَلِ الدُّهْنَ وَنَقْطَعُ مِنْهُ الفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ: « **هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللهُ لَكُمْ ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا ؟** » فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ . رواه مسلم

২৮/৫২৩। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে (এক অভিযানে) পাঠালেন এবং আবূ উবাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আমাদের নেতা বানালেন। (আমাদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল,) আমরা যেন কুরাইশের এক কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করি। তিনি আমাদেরকে পাথেয় স্বরূপ এক থলি খেজুর দিলেন। আমাদেরকে দেওয়ার মত এ ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সুতরাং আবূ উবাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে একটি একটি ক'রে খেজুর দিতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনারা সেটা দিয়ে কী করতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা তা বাচ্চার চুষার মত চুষতাম, তারপর পানি পান করতাম। সুতরাং এটা আমাদের জন্য সারাদিন রাত পর্যন্ত যথেষ্ট হত। আর আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা ঝরাতাম, তারপর তা পানিতে ভিজিয়ে খেতাম।

আমরা (একবার) সমুদ্র উপকূলে পথ চলছিলাম, অতঃপর সমুদ্রতীরে বালির বড় ঢিবির মত একটি জিনিস দেখতে পেলাম। এরপর তার কাছাকাছি এসে দেখলাম যে, একটা বড় জন্তু, যাকে আম্বার (মাছ) বলা হয়।' আবূ উবাইদাহ বললেন, 'এটা তো মৃত (ফলে তা আমাদের জন্য অবৈধ)।' পুনরায় তিনি বললেন, 'না (অবৈধ নয়) বরং আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দূত এবং আল্লাহর পথে (বের হয়েছি) আর তোমরা (এখন) নিরুপায়, সেহেতু খাও।'

সুতরাং আমরা তিনশ'জন লোক একমাস তারই দ্বারা জীবনধারণ করলাম, এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা মোটা হয়ে গেলাম। আমরা ঐ জন্তুর চোখের গর্ত থেকে ঘড়া ঘড়া তেল বের করতাম এবং বলদের মত মাংসের ফালি কাটতাম। একদা আবূ উবাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মধ্য হতে তেরো জনকে নিয়ে ঐ মাছের একটি চোখের কোটরে বসিয়ে দিলেন। আর তার পাঁজরের একখানি হাড় নিয়ে দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সব চেয়ে বড় উটটার উপর হাওদা চাপিয়ে তার নীচে দিয়ে পার ক'রে দিলেন। আমরা তার মাংস ফালি পাথেয় স্বরূপ সাথে নিলাম। অতঃপর যখন আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে ঐ মাছের কথা আলোচনা করলাম, তখন তিনি বললেন, "তা জীবিকা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য বের করেছিলেন। আমাদেরকে

খাওয়ানোর মত তোমাদের কাছে তার কিছু মাংস আছে কি?" (এ কথা শুনে) আমরা তাঁর নিকট কিছু মাংস পাঠালাম, সুতরাং তিনি তা ভক্ষণ করলেন। *(মুসলিম)* [১৩৩]

٥٢٤/٢٩. وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ.

رواه أبو داؤد والترمذي وقال : حديث حسن.

২৯/৫২৪। আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার হাতা ছিলো কব্জি পর্যন্ত। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[১৩৪]

٥٢٥/٣٠. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الخَنْدَقِ . فَقَالَ : « أَنَا نَازِلٌ » ثُمَّ قَامَ ، وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقاً فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ المِعْوَلَ ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيباً أَهْيَلَ أَو أَهْيَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ائْذَنْ لِي إِلَى البَيْتِ ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي : رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئاً مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحْتُ العَنَاقَ وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي البُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، وَالعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ ، وَالبُرْمَةُ بَيْنَ الأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ تَنْضِجُ، فَقُلْتُ : طُعَيْمٌ لِي ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلانِ ، قَالَ : « كَمْ هُوَ » ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ : «**كَثِيرٌ طَيِّبٌ قُلْ لَهَا لاَ تَنْزِعِ البُرْمَةَ ، وَلاَ الخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِي** » فَقَالَ : « **قُومُوا** »، فَقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ : وَيْحَكِ قَدْ جَاءَ النبيُّ ﷺ وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَمَنْ مَعَهُمْ ! قَالَت : هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « **ادْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا** » فَجَعَلَ يَكْسِرُ الخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ البُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَبَقِيَ مِنْهُ ، فَقَالَ : « **كُلِي هَذَا وَأَهْدِي ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ : لَمَّا حُفِرَ الخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصاً ، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي ، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصاً شَدِيداً ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَاباً فِيه صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَلَنَا بَهِيمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ

---

[১৩৩] মুসলিম ১৯৩৫, সহীহুল বুখারী ২৪৮৩, ৫২৪৩, তিরমিযী ২৪৭৫, নাসায়ী ৪৩৫১, ৪৩৫২, ৪৩৫৩, ৪৩৫৪, আবূ দাউদ ৩৮৪০, ইবনু মাজাহ ৪১৫৯, আহমাদ ১৩৮৪৪, ১৩৮৭৪, ১৩৯০৩, ১৩৯২৬, ১৪৬২৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৩০, দারেমী ২০১২

[১৩৪] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" (২৪৫৮)। এর সনদের মধ্যে শাহ্র ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফয শক্তির কারণে দুর্বল। হাফেয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী। আবূ হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার হেফয শক্তিতে দুর্বলতা ছিল। [দেখুন "য'ঈফা" হাদীস নং ৬৮৩৬]।

اللهِ ﷺ ، فَقَالَت : لاَ تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ ، فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَبَحْنَا بَهِيمَةً لَنَا ، وَطَحَنْتُ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ ، فَتَعَالَ أنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ ، فَصَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « يَا أهلَ الخَنْدَقِ : إنَّ جَابِراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراً فَحَيَّهَلاً بِكُمْ» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ » فَجِئْتُ ، وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأتِي ، فَقَالَتْ : بِكَ وَبِكَ ! فقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ . فَأَخْرَجَتْ عَجِيناً ، فَبسَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنا فَبصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: « ادْعِي خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ ، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ ، وَلاَ تُنْزِلُوهَا » وَهُم أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ ، وَإنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ .

৩০/৫২৫। জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম। সেই সময় এক খণ্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, 'খন্দকের মধ্যে এক খণ্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাঙ্গতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব।" অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। সে সময়ে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; তিনদিন কোন কিছুই খাইনি। নবী (ﷺ) (এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন।' (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে বললাম, 'নবী (ﷺ)-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি?' সে বলল, 'আমার নিকট কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে।'

সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে দিল। অতঃপর গোশ্ত ডেকচিতে দিয়ে আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট এলাম। সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার ঝিঁকের উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দু'জন সাথে নিয়ে আপনি উঠে আসুন।' তিনি বললেন, " কী পরিমাণ খাবার আছে?" আমি তাঁর নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, 'অনেক এবং উত্তম আছে।' অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে।" তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, "তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে।)" মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কী হবে?) নবী (ﷺ) তো মুহাজির, আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন।' তিনি (জাবেরের স্ত্রী) বললেন, 'তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' (স্ত্রী বললেন, 'তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।' জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হল। আমি বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ।') তারপর নবী (ﷺ) উপস্থিত হয়ে বললেন, "তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না।" এ বলে তিনি রুটি টুকরো ক'রে তার উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়)

তিনি ডেকচি ও চুলা ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো ক'রে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন। এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, "এ তুমি খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকেদেরকে [ক্ষু]ধা পেয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৩৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের (রাঃ) বলেন, যখন পরিখা খনন করা হল, তখন আমি নবী (ﷺ)-কে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত দেখলাম।' সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে এক সা' (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল। আমি তা জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট যেতে লাগলাম। সে বলল, 'আপনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তাঁর সাথীদের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং চুপি চুপি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যব পিষেছে। সুতরাং আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চিৎকার ক'রে বললেন, "হে পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "যে পর্যন্ত আমি না আসি, সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না এবং আটার রুটি তৈরী করবে না।" অতঃপর আমি এলাম এবং নবী (ﷺ)ও এলেন। তিনি লোকেদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের আসার সংবাদ দিলাম)। সে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। আমি বললাম, '(এতে আমার দোষ কি?) আমি তো তা-ই করেছি যা তুমি আমাকে বলেছিলে।' (যাই হোক) সে খমীর বের ক'রে দিল। তিনি তাতে থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। তারপর তিনি আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, "একজন মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে না।"

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, 'সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত হতেই রইল।'

٣١/٥٢٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيمٍ: قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفاً أعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أقْرَاصاً مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أخَذَتْ خِمَاراً لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، جَالِساً في المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: «أَلِطَعَامٍ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

---

[১৩৫] সহীহুল বুখারী ৩০৭০, ৪১০১, ৪১০২, মুসলিম ২০৩৯, তিরমিযী ২৮৪২, আহমাদ ১৩৭৯৯, ১৩৮০৯, ১৪৬১০, দারেমী ৪২

« قُومُوا » فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ ؟ فَقَالَتْ : الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلُمِّي مَا عِنْدَكِ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ » فَأَتَتْ بِذَلِكَ الخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَفُتَّ ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَآدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فأذِنَ لَهُم حَتَّى أكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَو ثَمَانُونَ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشرَةٌ ، وَيخرجُ عَشرَةٌ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أحَدٌ إلاَّ دَخَلَ ، فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ، ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإذَا هِيَ مِثْلُهَا حِيْنَ أكَلُوا مِنْهَا .

وفي رواية : فَأَكَلُوا عَشرَةً عَشرةً ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً ، ثُمَّ أكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأهْلُ البَيْتِ ، وَتَرَكُوا سُؤْراً .

وفي رواية : ثُمَّ أفْضَلُوا مَا بَلَغُوا جِيرَانَهُمْ .

وفي رواية عن أنس ، قَالَ : جِئتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يوماً ، فَوَجَدْتُهُ جَالِساً مَعَ أصْحَابِه ، وَقَدْ عَصَبَ بَطْنَهُ ، بِعِصَابَةٍ ، فَقُلتُ لِبَعْضِ أصْحَابِهِ : لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَطْنَهُ ؟ فَقَالُوا : مِنَ الجُوعِ ، فَذَهَبْتُ إِلَى أبِي طَلْحَةَ ، وَهُوَ زَوْجُ أُمّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَقُلتُ : يَا أبتَاهُ ، قَدْ رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ ، فَسَألْتُ بَعْضَ أصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : من الجُوعِ . فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي ، فَقَالَ : هَلْ مِنْ شَيءٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمَرَاتٌ ، فَإنْ جَاءنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أشْبَعْنَاهُ ، وَإنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ

৩১/৫২৬। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (একদা আমার সৎবাপ) আবূ ত্বালহা (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে আবূ ত্বালহা পাঠিয়েছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কোন খাবারের জন্য নাকি?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, "ওঠ।" সুতরাং

তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম এবং আবূ ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম। তখন আবূ ত্বালহা বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কী করা যায়)?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' অতঃপর আবূ তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো।' সুতরাং তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কি কি বলে (ফুঁক) দিলেন। তারপর বললেন, "দশজনকে আসতে বল।" তখন দশজনকে আসতে বলা হল। তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, "আরো দশজনকে আসতে বল।" তখন আরও দশজন এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, "আরো দশজনকে আসতে বল।" এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ কিংবা ৮০ জন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন ক'রে প্রবেশ করতে এবং বের হতে থাকল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি। অতঃপর ঐ খাবার জমা ক'রে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন ক'রে খাবার খেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন। সবশেষে নবী ﷺ এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন।

আরো অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম, তারপর দেখলাম যে, তিনি তাঁর সাথীদের সঙ্গে বসে আছেন। তখন তিনি তাঁর পেটে পটি বেঁধে ছিলেন। আমি তাঁর কিছু সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁর পেটে পট্টি বেঁধে আছেন।' তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার কারণে।' অতঃপর আমি (আমার মা) উম্মে সুলাইম বিন্তে মিলহানের স্বামী আবূ ত্বালহার নিকট গেলাম এবং বললাম, 'আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেটে পট্টি বাঁধা অবস্থায় দেখলাম। আমি তাঁর কিছু সাথীকে (এর কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধা।' অতঃপর আবূ ত্বালহা আমার মায়ের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' মা বললেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুকরো রুটি এবং কিছু খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট একাই আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াব; আর যদি তাঁর সাথে অন্য লোকও এসে যায়, তাহলে তাঁদের জন্য এ খাবার কম হয়ে যাবে।' অতঃপর বাকী হাদীস পূর্বরূপ। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৬]

---

[১৩৬] সহীহুল বুখারী ৪২২, ৩৫৭৮, ৫৩৮১, ৫৪৫০, ৫৬৮৮, মুসলিম ২০৪০, তিরমিযী ৩৬৩০, আহমাদ ১২০৮২, ১২৮৭০, ১৩০১৫, ১৩১৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৫, দারেমী ৪৩

٥٧- بَابُ الْقَنَاعَةِ وَالْعَفَافِ وَالْاِقْتِصَادِ فِي الْمَعِيْشَةِ إِنْفَاقِ وَذَمِّ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

পরিচ্ছেদ - ৫৭ : অল্পে তুষ্টি, চাওয়া হতে দূরে থাকা এবং মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতার মাহাত্ম্য এবং অপ্রয়োজনে চাওয়ার নিন্দাবাদ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ [هود : ٦]

অর্থাৎ, আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। *(সূরা হূদ ৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, (দান) অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রাপ্য; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে ভূপৃষ্ঠে ঘোরা-ফেরা করতে পারে না। তারা কিছু চায় না বলে, অবিবেচক লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে; তারা লোকেদের কাছে নাছোড় বান্দা হয়ে যাচঞা করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ [الفرقان : ٦٧]

অর্থাৎ, যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্য ও করে না; বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। *(সূরা ফুরকান ৬৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে তারা আমার আহার্য যোগাবে। *(সূরা যারিয়াত ৫৬-৫৭ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে অধিকাংশ হাদীস পার হয়েছে। আরো কিছু হাদীস নিম্নরূপঃ-

١/٥٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ الغِنَى عَن كَثْرَةِ العَرَض ، وَلكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫২৭। আবূ-হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৭]

---

[১৩৭] সহীহুল বুখারী ৬৪৪৬, মুসলিম ১০৫১, তিরমিযী ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ৪১৩৭, আহমাদ ৭২৭৪, ৭৫০২, ২৭৩৯১, ৮৮১৭, ৯৩৬৪, ৯৪২৫

٥٢٨/٢. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ». رواه مسلم

২/৫২৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম)* [১৩৮]

٥٢٩/٣. وَعَن حَكِيم بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ : « يَا حَكِيم ، إنَّ هَذَا المَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بإشْرَافِ نَفسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى » قَالَ حَكِيم : فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أحَداً بَعْدَكَ شَيْئاً حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ أَبُو بَكرٍ ﷺ يَدْعُو حَكيماً لِيُعْطِيَه العَطَاء ، فَيَأبَى أنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً ، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَه فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ . فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ، أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيمٍ أنِّي أعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَهُ اللهُ لَهُ فِي هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ . فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৫২৯। হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আবার চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। অতঃপর বললেন, "হে হাকীম! এ সম্পদ শ্যামল-সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি (লোভহীন) প্রশস্ত হৃদয়ে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। আর সে হবে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। উপর হাত নিচু হাত হতে উত্তম।" (দাতা গ্রহীতা হতে উত্তম।) হাকীম বলেন, আমি বললাম, 'যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার পর মৃত্যু পর্যন্ত আমি কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না।' তারপর আবূ বাক্র (রাঃ) হাকীমকে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। অতঃপর উমার (রাঃ) তাঁকে কিছু দেওয়ার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। উমার (রাঃ) বললেন, "হে মুসলিমগণ! হাকীমের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি তাঁর কাছে 'ফাই' থেকে তাঁর প্রাপ্য পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।" (সত্য সত্যই) হাকীম নবী (ﷺ)-এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন মানুষের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৯]

('ফাই' সেই মালকে বলা হয়, যা বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে যায় অথবা যা সন্ধির মাধ্যমে লাভ হয়। পক্ষান্তরে যে মাল দস্তুরমত যুদ্ধ ক'রে জয়যুক্ত হয়ে অর্জিত হয় তাকে 'মালে গনীমত' বলা হয়।)

---

[১৩৮] মুসলিম ১০৫৪, তিরমিযী ২৩৪৮, ইবনু মাজাহ ৪১৩৮, আহমাদ ৬৫৭২

[১৩৯] সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৮৫০, ৩১৩৪, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪, ১০৩৫, তিরমিযী ২৪৬৩, নাসায়ী ২৫৩১, ২৫৩৪, ২৫৪৩, ২৫৪৪, ২৬০১, ২৬০২, ২৬০৩, আবূ দাউদ ১৬৭৬, আহমাদ ৭১১৫, ৭৩০১, ৭৩৮১, ৭৬৮৩, ৮৪৮৭, ৮৫২৬, ৮৮৭৮, দারেমী ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫২, ১৬৫৩, ২৭৫০

Contents

٥٣٠/٤. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمِي ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي ، فَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الخِرَقِ ، قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الحَدِيثِ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ ! قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْئاً مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৫৩০। আবূ বুরদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, "কোন যুদ্ধে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে রওনা হলাম। আমরা ছিলাম ছ'জন। আমাদের একটি মাত্র উঁট ছিল। পর্যায়ক্রমে এক এক ক'রে আমরা তার পিঠে আরোহন করলাম। (হেঁটে হেঁটে) আমাদের পা ফেটে গেল। আমার পা দু'খানাও ফেটে গেল, খসে গেল নখগুলো। এ কারণে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে 'যাতুর রিকা' (নেকড়া-ওয়ালা) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, এ যুদ্ধে আমরা আমাদের পায়ে নেকড়া দিয়ে পট্টি বেঁধেছিলাম।"

আবূ মূসা (রাঃ) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এ ঘটনা বর্ণনা করাকে পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, 'আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভাল মনে করি না।' সম্ভবতঃ তিনি পছন্দ করতেন না যে, তাঁর কিছু আমল তিনি প্রকাশ করুন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৪০]

٥٣١/٥. وَعَنْ عَمْرِو بنِ تَغْلِبَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ فَقَسَّمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالاً ، وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « **أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أُعْطِي أَقْوَاماً لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِم مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ** » قَالَ عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ : فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ . رواه البخاري

৫/৫৩১। আম্‌র ইবনে তাগলিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মাল অথবা যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসা হল। অতঃপর তিনি তা বণ্টন করলেন। তিনি কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে ছাড়লেন। তারপর তিনি খবর পেলেন যে, যাদেরকে তিনি দেননি, তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি (ভাষণের প্রারম্ভে) আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন, অতঃপর বললেন, "আম্মা বা'দ! আল্লাহর কসম! আমি কাউকে দিই এবং কাউকে ছাড়ি। যাকে ছাড়ি সে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি চেয়ে উত্তম, যাকে দিই। কিন্তু আমি কিছু লোককে কেবলমাত্র এই জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও উদ্বেগ লক্ষ্য করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি ঐ ধনবত্তা ও কল্যাণের দিকে সঁপে দিই, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। তাদের মধ্যে আম্‌র ইবনে তাগলিব একজন।"

---

[১৪০] সহীহুল বুখারী ৪১২৮, মুসলিম ১৮১৬

আম্‌র ইবনে তাগলিব বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথার বিনিময়ে লাল উঁট নেওয়াও পছন্দ করি না।' *(বুখারী)* [১৪১]

٥٣٢/٦. وَعَن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، أنّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : « اليَدُ العُلْيَا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنيً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ». متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر.

৬/৫৩২। হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, "উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ্‌ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক'রে দেন।" (বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর, মুসলিমের শব্দগুচ্ছ অধিকতর সংক্ষিপ্ত) [১৪২]

٥٣٣/٧. وَعَن أَبي عَبدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللهِ لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئاً ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئاً وَأنَا لَهُ كَارِهٌ ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ** ». رواه مسلم

৭/৫৩৩। আবূ আব্দুর রহমান মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফয়ান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা নাছোড় বান্দা হয়ে যাচঞা করো না। আল্লাহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইবে, অতঃপর আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি আমার কাছ থেকে কিছু বের হয় (কাউকে কিছু দিই), তাহলে তাতে বরকত হবে না।" *(মুসলিম)* [১৪৩]

٥٣٤/٨. وَعَن أَبي عَبدِ الرَّحمَانِ عَوفِ بنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : « **أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ** » وَكُنَّا حَدِيثِي عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثمَّ قَالَ : « **ألا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ** » فَبَسَطْنَا أيْدِينَا ، وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعنَاكَ فَعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : « **عَلَى أنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَتُطِيعُوا اللهَ** » وأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيفَةً « **وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً** ». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوطُ أحَدِهِمْ فَمَا يَسأَلُ أحَداً يُنَاوِلُهُ إيّاهُ . رواه مسلم

৮/৫৩৪। আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ৯ জন অথবা ৮ জন অথবা ৭ জন লোক ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বায়আত করবে না?" (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) অথচ আমরা কিছু

---

[১৪১] সহীহুল বুখারী ৯২৩, ৩১৪৫, ৭৫৩৫, আহমাদ ২০১৪৯

[১৪২] সহীহুল বুখারী ১৪২৮, ১৪৭২, ২৭৫০, ৩১৪৩, ৬৪৪১, মুসলিম ১০৩৪

[১৪৩] মুসলিম ১০৩৮, নাসায়ী ২৫৯৩, আহমাদ ১৬৪৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯১, দারেমী ১৬৪৪

সময় পূর্বেই তাঁর সাথে বায়আত ক'রে ফেলেছি। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার সাথে বায়আত ক'রে ফেলেছি।' পুনরায় তিনি বললেন, "তোমরা কি রাসূলুল্লাহর সাথে বায়আত করবে না?" সুতরাং আমরা নিজেদের হাতগুলো বিস্তার করলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সাথে বায়আত করেছি। সুতরাং এখন কোন্ কথার উপর আপনার সাথে বায়আত করব?' তিনি বললেন, "এ কথার উপর যে, তোমরা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়বে এবং আল্লাহর আনুগত্য করবে।" আর একটি কথা তিনি চুপিসারে বললেন, **"তোমরা লোকদের নিকট কোন কিছু চাইবে না।"** অতঃপর আমি (বায়আত গ্রহণকারীদের) মধ্যে কিছু লোককে দেখছি যে, তাঁদের মধ্যে কারো চাবুক যদি যমীনে পড়ে যেত, তাহলে তিনি কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না। (বরং স্বয়ং সওয়ারী থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন।) *(মুসলিম)* [১88]

٥٣٥/٩. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: « لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৫৩৫। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তো (সে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে,) তার চেহারায় কোন মাংস টুকরা থাকবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১8৫]

٥٣٦/١٠. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : « اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى » وَاليَدُ العُلْيَا هِيَ المُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ. متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৫৩৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বরের উপর আরোহণ ক'রে বললেন এবং তিনি সাদকাহ ও ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। (এই সুযোগে) তিনি বললেন, "উঁচু হাত নিচু হাত চেয়ে উত্তম, আর দানকারীর হাত হচ্ছে উঁচু হাত এবং ভিক্ষাকারী হাত হচ্ছে নিচু হাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১8৬]

٥٣٧/١١. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ». رواه مسلم

১১/৫৩৭। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মাল বৃদ্ধি করার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে, সে আসলে আগুনের আঙ্গার ভিক্ষা ক'রে থাকে। ফলে (সে এখন তা) অল্প ভিক্ষা করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম)* [১8৭]

٥٣٨/١٢. وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ المَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ

---

[১88] মুসলিম ১০৪৩, নাসায়ী ৪৬০, আবূ দাউদ ১৬৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৭, আহমাদ ২৩৪৭৩

[১8৫] সহীহুল বুখারী ১৪৭৫, ৪৭১৮, মুসলিম ১০৪০, নাসায়ী ২৫৮৫, আহমাদ ৪৬২৪, ৫৫৮৪

[১8৬] সহীহুল বুখারী ১৪২৯, মুসলিম ১০৩৩, নাসায়ী ২৫৩৩, আবূ দাউদ ১৬৪৮, আহমাদ ৪৪৬০, ৫৩২২, ৫৬৯৫, ৬০০৩, ৬৩৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮১, দারেমী ১৬৫২

[১8৭] মুসলিম ১০৪১, ইবনু মাজাহ ১৮৩৮, আহমাদ ৭১২৩

وَجْهَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطاناً أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح»

১২/৫৩৮। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ভিক্ষা করা এক জখম করার কাজ, তা দ্বারা মানুষ নিজ চেহারাকে জখম করে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি বাদশাহর কাছে চায় অথবা নিরুপায় হয়ে চায় (তাহলে তা স্বতন্ত্র)।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [১৪৮]

٥٣٩/١٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ ، فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: « حديث حسن »

১৩/৫৩৯। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে অভাবগ্রস্ত হয় এবং তার অভাব লোকেদের নিকট প্রকাশ করে, তার অভাব দূর করা হয় না। আর যে ব্যক্তি তা আল্লাহর নিকট প্রকাশ করে, আল্লাহ তাকে শীঘ্র অথবা বিলম্বে জীবিকা প্রদান করেন।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [১৪৯]

٥٤٠/١٤. وَعَن ثَوبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَكَفَّلَ لِي أنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئاً ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ » فَقُلْتُ : أنَا ، فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أحَداً شَيْئاً . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১৪/৫৪০। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি আমার জন্য এ কথার জামিন হবে যে, সে লোকেদের নিকট কোন কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য জান্নাতের জামিন হব।" আমি বললাম, 'আমি (এর জামিন)।' সুতরাং সাওবান কারো নিকট কোন কিছু চাইতেন না। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [১৫০]

٥٤١/١٥. وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ قَبِيصَةَ بنِ المُخَارِقِ ، قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : « أقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا » ثُمَّ قَالَ : « يَا قَبيصةُ ، إنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إلاَّ لأَحَدِ ثلاثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَها ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيش - أَوْ قَالَ : سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ. فَحلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِن عَيش ، أَوْ قَالَ : سِدَاداً مِن عَيشٍ ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المسألَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ ، يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً ». رواه مسلم

১৫/৫৪১। আবূ বিশ্‌র ক্বাবীস্বাহ ইবনে মুখারেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার এক অর্থদণ্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এলাম। তিনি

[১৪৮] তিরমিযী ৬৮১, নাসায়ী ২৫৯৯, ২৬০০, আহমাদ ১৯৬০০, ১৯৭০৭
[১৪৯] তিরমিযী ২৩২৬, আবূ দাউদ ১৬৪৫, আহমাদ ৩৫৮৮, ৪২০৭
[১৫০] আবূ দাউদ ১৬৪৩, নাসায়ী ২৫৯০, ইবনু মাজাহ ১৮৩৭

বললেন, "সাদকার মাল আসা পর্যন্ত তুমি অবস্থান কর। এলে তোমাকে তা দেওয়ার আদেশ করব।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে ক্বাবীস্বাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়; (১) যে ব্যক্তি অর্থদণ্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে। (২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে। (৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ। আর এ ছাড়া হে ক্বাবীস্বাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।" *(মুসলিম)* [৫৫১]

١٦/٥٤٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ المسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلٰكِنَّ المِسكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৬/৫৪২। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "এক গ্রাস ও দু'গ্রাস এবং একটি খেজুর ও দু'টি খেজুরের জন্য যে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় সে মিসকীন নয়। (আসলে) মিসকীন তো সেই, যার কাছে (অপর থেকে) অমুখাপেক্ষী হওয়ার মত মাল নেই এবং (বাহ্যতঃ) তাকে গরীবও বুঝায় না যে, তাকে সাদকাহ দেওয়া যাবে। আর সে উঠে লোকের কাছে চায়ও না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৫২]

٥٨- بَابُ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَّلَا تَطَلُّعٍ إِلَيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৫৮ : বিনা চাওয়ায় এবং বিনা লোভ-লালসায় যে মাল পাওয়া যাবে তা নেওয়া জায়েয

١/٥٤٣. عَنْ سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: «خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإنْ شِئْتَ تَصَدَّق بِهِ، وَمَا لاَ، فَلاَ تُتبِعهُ نَفْسَكَ» قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبدُ الله لاَ يَسأَلُ أَحداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيَه. متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৪৩। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার থেকে এবং তিনি উমার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে যখন কিছু দান করতেন,

---

[৫৫১] মুসলিম ১০৪৪, নাসায়ী ২৫৭৯, ২৫৯১, আবূ দাউদ ১৬৪০, আহমাদ ১৫৪৮৬, ২০০৭৮, দারেমী ১৬৭৮

[৫৫২] সহীহুল বুখারী ১৪৭৯, ১৪৭৬, ৪৫৩৯, মুসলিম ১০৩৯, নাসায়ী ২৫৭১, ২৫৭২, ২৫৭৮, আবূ দাউদ ১৬৩১, আহমাদ ৭৪৮৬, ২৭৪০৪, ৮৮৬৭, ৮৮৯৫, ৯৪৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৭, দারেমী ১৬১৫

তখন আমি বলতাম, 'আমার চেয়ে যে বেশি অভাবী তাকে দিন।' (একদা) তিনি বললেন, "তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও না ক'রে থাক, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান ক'রে দাও। এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।"

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, 'এ কারণেই (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ ক'রে নিতেন।)' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৩]

٥٩- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَالتَّعَفُّفِ بِهِ مِنَ السُّؤَالِ والتَّعَرُّضِ لِلْإِعْطَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৫৯ : স্বহস্তে উপার্জিত খাবার খাওয়া, ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে দান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর। *(সূরা জুমুআহ ১০ আয়াত)*

١/٥٤٤. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ الزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحبُلَهُ ثُمَّ يَأْتِيَ الجَبَلَ ، فَيَأْتِيَ بِحُزمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ ». رواه البخاري

১/৫৪৪। আবূ আব্দুল্লাহ যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে পাহাড় যাওয়া এবং কাঠের বোঝা পিঠে করে বয়ে আনা ও তা বিক্রি করা, যার দ্বারা আল্লাহ তার চেহারাকে (অপমান থেকে) বাঁচান, লোকেদের কাছে এসে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম; তারা তাকে দিক বা না দিক।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৪]

٢/٥٤٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَسْأَلَ أَحَداً ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৪৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কারো রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ ক'রে পিঠে ক'রে বয়ে আনা, কোন লোকের কাছে এসে ভিক্ষা করার

---

[১৫৩] সহীহুল বুখারী ১৪৭৩, ৭১৬৪, মুসলিম ১০৪৫, নাসায়ী ২৬০৫, ২৬০৬, ২৬০৭, ২৬০৮, আবূ দাউদ ১৬৪৭, আহমাদ ১০১, ১৩৭, ২৮১, ৩৭৩, দারেমী ১৬৪৭

[১৫৪] সহীহুল বুখারী ১৪৭১, ২০৭৫, ২৩৭৩, ইবনু মাজাহ ১৮৩৬, আহমাদ ১৪১০, ১৪৩২

চেয়ে অনেক ভাল; সে দিক বা না দিক।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৫]

٥٤٦/٣. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « كَانَ دَاوُدُ عليه السلام لا يَأكُلُ إلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ». رواه البخاري

৩/৫৪৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া খেতেন না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৬]

٥٤٧/٤. وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « كَانَ زَكَرِيَّا عليه السلام نَجَّاراً ». رواه مسلم

৪/৫৪৭। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যাকারিয়া عليه السلام ছুতোর (কাঠ-মিস্ত্রী) ছিলেন।" *(মুসলিম)* [১৫৭]

٥٤٨/٥. وَعَنِ المِقدَامِ بنِ مَعْدِيكَرِبَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا أكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْراً مِنْ أنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه ، وَإنَّ نَبِيَّ الله دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ». رواه البخاري

৫/৫৪৮। মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লার নবী দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।" *(বুখারী)* [১৫৮]

٦٠- بَابُ الْكَرَمِ وَالْجُوْدِ وَالْإِنْفَاقِ فِيْ وُجُوْهِ الْخَيْرِ ثِقَةً بِاللهِ تَعَالَى

পরিচ্ছেদ - ৬০ : দানশীলতা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে পুণ্য কাজে ব্যয় করার বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [سبأ : ٣٩]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة : ٢٧٢]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান কর, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে

[১৫৫] সহীহুল বুখারী ১৪৭০, ১৪৮০, ২০৭৪, ২৩৭৪, মুসলিম ১০৪২, তিরমিযী ৬৮০, নাসায়ী ২৫৮৯, আহমাদ ৭২৭৫, ৭৪৩৯, ৭৯২৭, ৮৮৮৯, ৯১৪০, ৯৫৫৮, ৯৭৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৩

[১৫৬] সহীহুল বুখারী ২০৭৩, ৩৪১৭, ৪৭১৩, আহমাদ ২৭৩৭৭

[১৫৭] মুসলিম ২৩৭৯, ইবনু মাজাহ ২১৫০, আহমাদ ৭৮৮৭, ৯০০৪, ৯৯২১

[১৫৮] সহীহুল বুখারী ২০৭২, ইবনু মাজাহ ২১৩৮, আহমাদ ১৬৭২৯, ১৫৭৩৯

প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাকারাহ ২৭৩ আয়াত)*

٥٤٩/١. وعن ابن مسعود ﷺ، عن النبيّ ﷺ، قَالَ : « لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَـالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا » متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৪৯। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৯]

* হাদীসের অর্থ হল, উক্ত দুই প্রকার মানুষ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা করা বৈধ নয়।

٥٥٠/٢. وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أيُّكُم مَالُ وَارِثِهِ أحبُّ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ » قَـالُوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، مَا مِنَّا أحَدٌ إلاَّ مَالُهُ أحَبُّ إلَيْهِ . قَالَ : « فإنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا أخَّرَ ». رواه البخاري

২/৫৫০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদেরকে প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে নিজের সম্পদের চেয়ে তার ওয়ারেসের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে?" তাঁরা জবাব দিলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি কেউ নেই, যে তার নিজের সম্পদকে বেশি প্রিয় মনে করে না।' তখন তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তাই, যা সে আগে পাঠিয়েছে। আর এ ছাড়া যে মাল বাকী থাকবে, তা হল ওয়ারেসের মাল।" *(বুখারী)* [১৬০]

٥٥١/٣. عَن عَدِي بنِ حَاتِمٍ ﷺ، قَالَ : سَمِعتُ النَّبِيّ ﷺ، يَقُولُ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَـوْ بِـشِقِّ تَمْـرَةٍ ». مُتَّفَقٌ عليه

৩/৫৫১। আদী ইবনে হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ ক'রে হয়!" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৬১]

٥٥٢/٤. وَعَن جَابِرٍ ﷺ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ ، فَقَالَ : لاَ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৫৫২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এমন কোন জিনিসই চাওয়া হয়নি, যা জবাব দিয়ে তিনি 'না' বলেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬২]

---

[১৫৯] সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২১৬৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮

[১৬০] সহীহুল বুখারী ৬৪৪২, নাসায়ী ৩৬১২, আহমাদ ৩৬১৯

[১৬১] সহীহুল বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭,৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২

[১৬২] সহীহুল বুখারী ৬০৩৪, মুসলিম ২৩১১, আহমাদ ১৩৭৭২, দারেমী ৭০

٥٥٣/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ يَوْمٍ يُصبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اَللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَيَقُولُ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৫৫৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন।' আর অপরজন বলেন, 'হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৬৩]

٥٥٤/٦. وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : أنْفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/৫৫৪। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি (অভাবীকে) দান কর, আল্লাহ তোমাকে দান করবেন।' *(বুখারী-মুসলিম)* [১৬৪]

٥٥٥/٧. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَجُلاً سَألَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أيُّ الإسلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৭/৫৫৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজটি উত্তম?' তিনি জবাব দিলেন, "তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬৫]

٥٥٦/٨. وَعَنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أرْبَعُونَ خَصْلَةً : أعْلاَهَا مَنِيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إلاَّ أدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ». رواه البخاري

৮/৫৫৬। উক্ত রাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "চল্লিশটি সৎকর্ম আছে, তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আম্‌ল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(বুখারী, ১৪২ নম্বরেও গত হয়েছে।)* [১৬৬]

٥٥٧/٩. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلاَنَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا ابْنَ آدَمَ ، إنَّكَ أنْ تَبْذُلَ الفَضلَ خَيْرٌ لَكَ ، وَأنْ تُمْسِكَه شَرٌّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَاليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ». رواه مسلم

৯/৫৫৭। আবূ উমামাহ সুদাই বিন আজলান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল (আল্লাহর পথে) খরচ করা তোমার জন্য মঙ্গল এবং তা আটকে

---

[১৬৩] সহীহুল বুখারী ১৪৪২, মুসলিম ১০১০, আহমাদ ২৭২৯৪

[১৬৪] সহীহুল বুখারী ৪৬৮৪, ৫৩৫২, ৭৪১১, ৭৪১৯, ৭৪৯৬, তিরমিযী ৩০৪৫, ইবনু মাজাহ ১৯৭, আহমাদ ৭২৫৬, ২৭৩৫৭, ২৭৩৭০, ৯৬৬১, ১০১২২

[১৬৫] সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৫৪, ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১

[১৬৬] সহীহুল বুখারী ২৬৩১, আবূ দাউদ ১৬৮৩, আহমাদ ৬৪৫২, ৬৭৯২, ৬৮১৪

রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। আর প্রয়োজন মত মালে তুমি নিন্দিত হবে না। প্রথমে তাদেরকে দাও, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। আর উপরের (উপুড়) হাত নিচের (চিৎ) হাত অপেক্ষা উত্তম।" *(মুসলিম)*[১৬৭]

১০/৫৫৮. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإسْلاَمِ شَيئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَرجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : يَا قَوْمِ ، أَسْلِمُوا فَإنَّ مُحَمَّداً يُعطِي عَطَاءَ مَنْ لاَ يَخْشَى الفَقْر ، وَإنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يَلْبَثُ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى يَكُونَ الإسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا . رواه مسلم

১০/৫৫৮। আনাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের স্বার্থে (অর্থাৎ নও মুসলিমের পক্ষ থেকে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যা চাওয়া হত, তিনি তা-ই দিতেন। (একবার) তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এল। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলের সমস্ত বকরীগুলো দিয়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মাদ ঐ ব্যক্তির মত দান করেন, যার দরিদ্রতার ভয় নেই।' যদিও কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র দুনিয়া অর্জন করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইসলাম তার নিকট দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু থেকে প্রিয় হয়ে যেত। *(মুসলিম)* [১৬৮]

১১/৫৫৯. وَعَن عُمَرَ ﷺ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسْماً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَغَيْرُ هؤلاَءِ كَانُوا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: « **إنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسأَلُونِي بِالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ** ». رواه مسلم

১১/৫৫৯। উমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু মাল বণ্টন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের বেশি হকদার ছিল।' তিনি বললেন, "এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য ক'রে তাদেরকে দিতে হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি কৃপণ নই।" *(মুসলিম)* [১৬৯]

১২/৫৬০. وَعَن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْن ، فَعَلِقَهُ الأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ ، فَخَطِفَت رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبيُّ ﷺ ، فَقَالَ : « **أَعْطُونِي رِدَائِي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَماً ، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذّاباً وَلاَ جَبَاناً** ». رواه البخاري

১২/৫৬০। জুবাইর ইবনে মুত্বইম (রাঃ) বলেন, তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় ক'রে চাইতে

---

[১৬৭] মুসলিম ১০৩৬, তিরমিযী ২৩৪৩, আহমাদ ১২৭৬২

[১৬৮] মুসলিম ২৩১২, আহমাদ ১১৬৩৯, ১২৩৭৯, ১৩৩১৯, ১৩৬১৫

[১৬৯] মুসলিম ১০৫৬, আহমাদ ১২৮, ২৩৬

আরম্ভ করল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য ক'রে একটি বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ থেমে গেলেন এবং বললেন, "তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব (অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উঁট থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না।" *(বুখারী)* [১৭০]

٥٦١/١٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَواضَعَ أحَدٌ للهِ إلاَّ رَفَعَهُ اللهُ - عز وجل - ». رواه مسلم

১৩/৫৬১। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সাদকাহ করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা (ক্ষমাকারীর) সম্মান বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তাকে উচ্চ করেন।" *(মুসলিম)* [১৭১]

٥٦٢/١٤. وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَمرِو بنِ سَعدٍ الأنمَارِي ﷺ: أنّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزّاً ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسألَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقرٍ » - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - « وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ » قَالَ : « إنَّمَا الدُّنْيَا لأرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهَذَا بِأفْضَلِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فأجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ الله مَالاً ، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً ، فَهُوَ يَخبطُ فِي مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১৪/৫৬২। আবূ কাবশাহ আম্র ইবনে সা'দ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আমি তিনটি জিনিসের ব্যাপারে শপথ করছি এবং তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো ঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকাহ করলে কমে যায় না। (২) কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, আর (৩) কোন বান্দা যাচ্ঞার দুয়ার উদ্‌ঘাটন করলে আল্লাহ তার জন্য দরিদ্রতার দরজা উদ্‌ঘাটন করে দেন।" অথবা এই রকম অন্য শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন।

"আর তোমাদেরকে একটি হাদীস বলছি তা স্মরণ রাখো।" তিনি বললেন, "দুনিয়ায় চার প্রকার লোক

[১৭০] সহীহুল বুখারী ২৮২১, ৩১৪৮, আহমাদ ১৬৩১৫, ১৬৩৩৪

[১৭১] মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুয়াত্তা মালিক ১৮৮৫, দারেমী ১৬৭৬

আছে; (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান। (৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)* [১৭২]

٥٦٣/١٥. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟» قَالَـت: مَـا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُها. قَالَ: « بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرُ كَتِفِهَا ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث صحيح »

১৫/৫৬৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, একদা তাঁরা একটি ছাগল জবাই করলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ছাগলটির কতটা (মাংস) অবশিষ্ট আছে?" (আয়েশা) বললেন, 'কেবলমাত্র কাঁধের মাংস ছাড়া তার কিছুই বাকী নেই।' তিনি বললেন, "(বরং) কাঁধের মাংস ছাড়া সবটাই বাকী আছে।" *(তিরমিযী, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [১৭৩]

* অর্থাৎ, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'তার সবটুকু মাংসই সাদকা করে দেওয়া হয়েছে এবং কেবলমাত্র কাঁধের মাংস বাকী রয়ে গেছে।' উত্তরে তিনি বললেন, "কাঁধের মাংস ছাড়া সবই আখেরাতে আমাদের জন্য বাকী আছে।" (আসলে যা দান করা হয়, তাই বাকী থাকে।)

٥٦٤/١٦. وَعَن أَسمَاءَ بِنتِ أَبِي بَكـرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَت : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ». وَفِي رِوَايَةٍ : « أنفقي أَوِ انْفَحِي ، أَوْ انْضَحِي ، وَلاَ تُحْـصِي فَيُحْـصِيَ اللهُ عَلَيْـكِ ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৬/৫৬৪। আসমা বিন্তে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "তুমি সম্পদ বেঁধে (জমা ক'রে) রেখো না, এরূপ করলে তোমার নিকট (আসা থেকে) তা বেঁধে রাখা হবে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "খরচ কর, গুনে গুনে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন। আর তুমি জমা ক'রে রেখো না, এরূপ করলে আল্লাহও তোমার প্রতি (খরচ না করে) জমা ক'রে রাখবেন।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৭৪]

---

[১৭২] তিরমিযী ২৩২৫, ইবনু মাজাহ ৪২২৮, আহমাদ ১৭৫৭০

[১৭৩] তিরমিযী ২৪৭০, আহমাদ ২৩

[১৭৪] সহীহুল বুখারী ১৪৩৩, ১৪৩৪, ২৫৯০, ২৫৯১, মুসলিম ১০২৯, তিরমিযী ১৯৬০, নাসায়ী ২৫৫১, আবূ দাউদ ১৬৯৯, আহমাদ ২৪৫৫৮, ২৬৩৭২, ২৬৩৮২, ২৬৩৯৪, ২৬৪৩০, ২৬৪৪০, ২৬৪৪৭

٥٦٥/١٧. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إلاَّ سَبَغَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ ، وَتَعْفُو أثَرَهُ ، وأمَّا البَخِيلُ ، فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئاً إلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا ، فَهُوَ يُوسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৭/৫৬৫। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, "কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দুই ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দু'টি লোহার বর্ম রয়েছে। যা তাদের বুক থেকে টুঁটি পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং দানশীল যখন দান করে, তখনই সেই বর্ম তার সারা দেহে বিস্তৃত হয়ে যায়, এমনকি (তার ফলে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই কিছু দান করার ইচ্ছা করে, তখনই বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে এঁটে যায়। সে তা প্রশস্ত করতে চাইলেও তা প্রশস্ত হয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) [১৭৫]

٥٦٦/١٨. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَصَدَّقَ بعَدلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إلاَّ الطَّيبَ ، فَإنَّ اللهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/৫৬৬। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে---আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না---সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন; যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৭৬]

٥٦٧/١٩. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتاً في سَحَابَةٍ ، اِسقِ حَدِيقَةَ فُلانٍ ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ ، فإذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَت ذَلِكَ المَاءَ كُلَّهُ ، فَتَتَبَّعَ المَاءَ ، فإذَا رَجُلٌ قَائمٌ في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ المَاءَ بِمِسحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسمُكَ ؟ قال : فُلانٌ لِلاِسمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبدَ اللهِ ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوتاً فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ ، يَقُولُ : اِسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسمِكَ ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ، فَقَالَ : أمَا إِذْ قُلتَ هَذَا ، فَإنِّي أنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ، وَآكُلُ أنَا وَعِيَالِي ثُلُثاً ، وَأرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ ». رواه مسلم

১৯/৫৬৭। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "এক ব্যক্তি

---

[১৭৫] সহীহুল বুখারী ১৪৪৪, ২৯১৭, ৫৭৯৭, মুসলিম ১০২১, নাসায়ী ২৫৪৭, ২৫৪৮, আহমাদ ৭৪৩৪, ৮৮১৪, ১০৩৯১

[১৭৬] সহীহুল বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪, তিরমিযী ৬৬১, নাসায়ী ২৫২৫, ইবনু মাজাহ ১৮৪২, আহমাদ ৭৫৭৮, ৮১৮১, ৮৭৮৩, ৮৯৯২, ৯১৪২, ৯১৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭৪, দারেমী ১৬৭৫

বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, 'অমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। তারপর (সেখানকার) নালাসমূহের মধ্যে একটি নালা সম্পূর্ণ পানি নিজের মধ্যে জমা ক'রে নিল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ ক'রে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি ভাই?' বলল, 'অমুক।' এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?' লোকটি বলল, 'আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?' বাগান-ওয়ালা বলল, 'এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।" *(মুসলিম)* [১৭৭]

٦١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ

পরিচ্ছেদ - ৬১ : কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ﴾

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে কার্পণ্য করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে। আর সদ্বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম ক'রে দেব (জাহান্নামের) কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। *(সূরা লাইল ৮-১১)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن : ١٦]

অর্থাৎ, যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

এ বিষয়ে একাধিক হাদীস গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। আরো কিছু নিম্নরূপ ঃ-

١/٥٦٨. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ». رواه مسلم

১/৫৬৮। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাক। কেননা, কৃপণতা তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। (এই কৃপণতাই) তাদেরকে প্ররোচিত করেছিল, ফলে তারা নিজেদের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং তাদের উপর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল ক'রে নিয়েছিল।" *(মুসলিম)* [১৭৮]

---

[১৭৭] মুসলিম ২৯৮৪, আহমাদ ৭৮৮১

[১৭৮] মুসলিম ২৫৭৮, আহমাদ ১৪০৫২

٦٢- بَابُ الْإِيْثَارِ الْمُوَاسَاةِ

পরিচ্ছেদ - ৬২ : ত্যাগ ও সহমর্মিতা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر : ٩],

অর্থাৎ, নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তারা (অপরকে) নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ﴾ [الدهر : ٨],

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। *(সূরা দাহার ৮ আয়াত)*

١/٥٦٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَت : وَالَّذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى ، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ : لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ ؟** » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ .

وفي روايةٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ : لاَ ، إِلاَّ قُوتَ صِبيَانِي . قَالَ: فَعَلِّلِيهم بِشَيْءٍ وَإِذَا أَرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأكُلُ . فَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : « **لَقَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৬৯। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমি ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীর নিকট সংবাদ পাঠালেন। তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সঙ্গে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই।' অতঃপর অন্য স্ত্রীর নিকট পাঠালেন। তিনিও অনুরূপ কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সকল (স্ত্রী)ই ঐ একই কথা বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছেন! আমার কাছে পানি ছাড়া কোন কিছুই নেই।' তারপর নবী ﷺ বললেন, "আজকের রাতে কে একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে?" এক আনসারী বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি একে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করব।' সুতরাং তিনি তাকে সাথে ক'রে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি (আনসারী) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার নিকট কোন কিছু আছে কি?' তিনি বললেন না, 'কেবলমাত্র বাচ্চাদের খাবার আছে।' তিনি বললেন, 'কোন জিনিস দ্বারা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখবে এবং তারা যখন রাত্রে খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। অতঃপর যখন আমাদের মেহমান (ঘরে) প্রবেশ করবে, তখন বাতি নিভিয়ে দেবে এবং তাকে দেখাবে

যে, আমরাও খাচ্ছি।' সুতরাং তাঁরা সকলেই খাওয়ার জন্য বসে গেলেন; মেহমান খাবার খেল এবং তাঁরা দু'জনে উপবাসে রাত কাটিয়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি সকালে নবী ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, "তোমরা দু'জনের আজকের রাতে তোমাদের মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহারে আল্লাহ বিস্মিত হয়েছেন!" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৭৯]

٢/٥٧٠. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَربَعَةِ» متفقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَن جَابِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَة يَكْفِي الثَّمَانِيَة » .

২/৫৭০। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৮০]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।"

٣/٥٧١. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَميناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ». فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

৩/৫৭১। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। ইতোমধ্যে একটি লোক তার একটি সওয়ারীর উপর চড়ে (আমাদের নিকট) এল এবং ডানে ও বামে তার দৃষ্টি ফিরাতে লাগল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যার নিকট উদ্বৃত্ত সওয়ারী আছে, সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার নিকট কোন সওয়ারী নেই। আর যার নিকট উদ্বৃত্ত পাথেয় (খাদ্য) রয়েছে, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার কোন পাথেয় নেই।" এভাবে তিনি বিভিন্ন প্রকার মালের কথা উল্লেখ করলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, উদ্বৃত্ত মালে আমাদের কারো অধিকার নেই। *(মুসলিম)* [১৮১]

٤/٥٧٢. وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ ، فَقَالَتْ : نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ لأَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجاً إِلَيْهَا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ فُلاَنٌ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا ! فَقَالَ : « نَعَمْ » فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي المَجْلِسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ : فَقَالَ لَهُ الْقَومُ : مَا أَحْسَنْتَ ! لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحتَاجاً إِلَيْهَا ، ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً ، فَقَالَ : إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبِسَهَا ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي . قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ . رواه البخاري

---

[১৭৯] সহীহুল বুখারী ৩৭৯৮, মুসলিম ২০৫৪, তিরমিযী ৩৩০৪

[১৮০] সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৬

[১৮১] মুসলিম ১৭২৮, আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০

৪/৫৭২। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একটি (হাতে) বুনা চাদর নিয়ে এল। সে বলল, 'আপনার পরিধানের জন্য চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি।' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি লুঙ্গীরূপে পরিধান ক'রে আমাদের সামনে আসলেন। তখন অমুক ব্যক্তি বলল, 'এটি আমাকে পরার জন্য দান ক'রে দিন। এটি কত সুন্দর!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (তাই দেব।)" নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজলিসে (কিছুক্ষণ) বসলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে তা ভাঁজ করে ঐ লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা বলল, 'তুমি কাজটা ভাল করলে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছিলেন, তবুও তুমি চেয়ে বসলে। অথচ তুমি জান যে, তিনি কারো চাওয়া রদ করেন না।' ঐ ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি, আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য যে, তা আমার কাফন হবে।' সাহ্ল বলেন, 'শেষ পর্যন্ত তা তাঁর কাফনই হয়েছিল।' *(বুখারী)* [১৮২]

٥٧٣/٥. وَعَن أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৫৭৩। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আশআরী গোত্রের লোকেদের যখন জিহাদের পাথেয় ফুরিয়ে যায় অথবা মদীনাতে তাদের পরিবার পরিজনদের খাদ্য কমে যায়, তখন তারা তাদের নিকট যা কিছু থাকে, তা সবই একটি কাপড়ে জমা করে। অতঃপর তা নিজেদের মধ্যে একটি পাত্রে সমানভাবে বণ্টন ক'রে নেয়। সুতরাং তারা আমার (দলভুক্ত) এবং আমিও তাদের (দলভুক্ত)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৩]

٦٣- بَابُ التَّنَافُسِ فِيْ أُمُوْرِ الْآخِرَةِ وَالْاِسْتِكْثَارِ مِمَّا يُتَبَرَّكُ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৬৩ : পরকালের কাজে প্রতিযোগিতা করা এবং বর্কতময় জিনিস অধিক কামনা করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين : ٢٦]

অর্থাৎ, এ ব্যাপারে (জান্নাত লাভের জন্য) প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফফিফীন ২৬ আয়াত)*

٥٧٤/١. وَعَن سَهْلِ بن سَعدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : « أَتَأْذَنُ لِي أنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ ؟ » فَقَالَ الغُلامُ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لاَ أُوْثِرُ بِنَصِيبي مِنْكَ أحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৭৪। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে কোন পানীয়

[১৮২] সহীহুল বুখারী ১২৭৭, ২০৯৩, ৫৮১০, ৬০৩৬, নাসায়ী ৫৩২১, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৫, আহমাদ ২২৩১৮
[১৮৩] সহীহুল বুখারী ২৪৮৬, মুসলিম ২৫০০

পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। (নিয়ম হল, ডান দিকে আগে দেওয়া তাই) তিনি বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দিই?" বালকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।' (সা'দ বলেন,) 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৪]

* ঐ বালক ছিলেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

٥٧٥/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ ﷺ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتكَ عَمَّا تَرَى؟! قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ». رواه البخاري

২/৫৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "একদা আইয়ূব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। অতঃপর তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগল। আইয়ূব (আঃ) তা আঁজলা ভরে ভরে বস্ত্রে রাখতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তাঁর প্রতিপালক আয্যা অজাল্ল তাঁকে ডাক দিলেন, 'হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ তা হতে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিইনি?' তিনি বললেন, 'অবশ্যই, তোমার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আমি তোমার বর্কত হতে অমুখাপেক্ষী নই।" *(বুখারী)* [১৮৫]

٦٤- بَابُ فَضْلِ الغَنِيِّ الشَّاكِرِ

পরিচ্ছেদ - ৬৪ : কৃতজ্ঞ ধনীর মাহাত্ম্য

কৃতজ্ঞ ধনী ঐ ব্যক্তি যে বৈধ পন্থায় ধনার্জন করে এবং তা বৈধ ও বিধেয় পথে ব্যয় করে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যে দান করে ও আল্লাহকে ভয় করে, এবং সদ্বিষয়কে সত্যজ্ঞান করে। অচিরেই আমি তার জন্য সুগম ক'রে দেব (জান্নাতের) সহজ পথ। *(সূরা লায়ল ৫-৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ [الليل : ١٧-٢١]

অর্থাৎ, আর আল্লাহভীরুকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়। কেবল তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়। আর সে অচিরেই সন্তুষ্ট হবে। *(সূরা ঐ ১৭-২১ আয়াত)*

---

[১৮৪] সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, ২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৪

[১৮৫] সহীহুল বুখারী ২৭৯, ৩৩৯১, ৭৪৯৩, নাসায়ী ৪০৯, আহমাদ ৭২৬৭, ৭৯৭৮, ২৭৩৭৬, ৮৩৬৪, ৯৯৮০, ১০২৬০

তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفُقراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٧١]

অর্থাৎ, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্ত কে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ তা অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

١/٥٧٦. وعن ابن مسعود ﷺ، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ : « لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَـالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا » متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৭৬। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় ঃ (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম, এটি ৫৪৯ নম্বরে গত হয়েছে।)* [১৮৬]

٢/٥٧٧. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَـاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৭৭। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় ঃ (১) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে আল্লাহ কুরআন (শিক্ষা) দিয়েছেন অতঃপর সে দিবারাত্রি তার যত্ন করে (তেলাঅত ও আমল করে) এবং (২) ঐ ব্যক্তির (হিংসা করা যায়) যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর সে দিবারাত্রি তা দান করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৭]

٣/٥٧٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَـوْا رَسُـولَ اللهِ ﷺ ، فَقَـالُوا : ذَهَـبَ أَهْـلُ الدُّثُـورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ ، فَقَالَ : « وَمَا ذَاك ؟» فَقَالُوا : يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَـا نَـصُومُ

[১৮৬] সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩০, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮, মুসলিম ৮১৬

[১৮৭] সহীহুল বুখারী ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, তিরমিযী ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৯, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭

، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ ، وَيَعْتِقُونَ وَلاَ نَعْتِقُ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : «أفَلا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أحَدٌ أفْضَلَ مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمِدُونَ ، دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ مَرَّةً » فَرَجَعَ فُقَرَاء المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: سَمِعَ إخْوَانُنَا أهلُ الأمْوالِ بِمَا فَعَلْنَا ، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وَهَذا لفظ رواية مسلم

৩/৫৭৮। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল।' তিনি বললেন, "তা কিভাবে?" তাঁরা বললেন, 'তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)' তিনি বললেন, "প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার ক'রে 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে।" অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু ক'রে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" *(বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)* [১৮৮]

٦٥- بَابُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ

পরিচ্ছেদ - ৬৫ : মরণকে স্মরণ এবং কামনা-বাসনা কম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾[آل عمران : ١٨٥]

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে

[১৮৮] সহীহুল বুখারী ৮৪৩, ৬৩২৯, মুসলিম ৫৯৫, আবূ দাউদ ১৫০৪, ইবনু মাজাহ ৪৮৮, ৯২৭, আহমাদ ৭২০২, ৮৬১৬, ৯৮৯৭, দারেমী ১৩৫৩

সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। *(সূরা আলে ইমরান ১৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾

অর্থাৎ, কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। *(সূরা লুকমান ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [النحل : ٦١]

অর্থাৎ, অতঃপর যখন তাদের সময় আসে, তখন তারা মুহূর্তকালও বিলম্ব অথবা অগ্রগামী করতে পারে না। *(সূরা নাহ্ল ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولئِكَ هم الْخَاسِرُونَ، وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾
[المنافقون : ٩-١١]

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় কর তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।' কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কখনো কাউকেও অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يبْعَثُونَ، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يومَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تَلْفَحُ وَجوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى : ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ العَادِّينَ، قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١١٥]

অর্থাৎ, যখন তাদের (অবিশ্বাসী ও পাপীদের) কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'হে

আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না। সুতরাং যাদের (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের (নেকীর) পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।' আল্লাহ বলবেন, "তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?' *(সূরা মু'মিনূন ৯৯-১১৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمِ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। (হাদীস নিম্নরূপ ঃ-)

٥٧٩/١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ ، فَقَالَ : « كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبيلٍ » . وَكَانَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ . رواه البخاري

১/৫৭৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (একদা) আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন, "তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মত থাক।" আর ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমার সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' *(বুখারী, এটি ৪৭৫ নম্বরে গত হয়েছে।)* [১৮৯]

٥٨٠/٢. وَعَنهُ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ البخاري .

وفي روايةٍ لمسلمٍ : « يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ » قَالَ ابنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

২/৫৮০। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে মুসলমানের নিকট অসিয়ত করার মত কোন কিছু আছে, তার জন্য দু' রাত কাটানো জায়েয নয় এমন অবস্থা ছাড়া যে, তার অসিয়ত-নামা তার নিকট লিখিত (প্রস্তুত) থাকা উচিত।" *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)* মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় তিন রাত কাটানোর কথা রয়েছে। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমি যখন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, তখন থেকে আমার উপর এক রাতও পার হয়নি এমন অবস্থা ছাড়া যে আমার অসিয়ত-নামা আমার নিকট প্রস্তুত আছে।' [১৯০]

٥٨١/٣. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطاً ، فَقَالَ : « هَذَا الإنْسَانُ ، وَهَذَا أجَلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إذْ جَاءَ الخَطُّ الأَقْرَبُ ». رواه البخاري

৩/৫৮১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকটি রেখা আঁকলেন এবং বললেন, "এটা হল মানুষ, (এটা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা) আর এটা হল তার মৃত্যু, সে এ অবস্থার মধ্যেই থাকে; হঠাৎ নিকটবর্তী রেখা (অর্থাৎ, মৃত্যু) এসে পড়ে।" *(বুখারী)* [১৯১]

٥٨٢/٤. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطّاً مُرَبَّعاً ، وَخَطَّ خَطّاً في الوَسَطِ خَارِجاً مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَط ، فَقَالَ : « هَذَا الإنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطاً بِهِ ـ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ـ وَهذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أمَلُهُ ، وَهذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا ، نَهَشَهُ هَذَا ». رواه البخاري

৪/৫৮২। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, "এ মাঝামাঝি

---

[১৮৯] সহীহুল বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী ২৩৩৩, ইবনু মাজাহ ৪১১৪, আহমাদ ৪৭৫, ৪৯৮২, ৬১২১

[১৯০] সহীহুল বুখারী ২৭৩৮, মুসলিম ১৬২৭, তিরমিযী ৯৭৪, ২১১৮, নাসায়ী ৩৬১৫, ৩৬১৬, ৩৬১৮, ৩৬১৯, আবূ দাউদ ২৮৬২, ইবনু মাজাহ ২৬৯৯, আহমাদ ৪৪৫৫, ৪৫৬৪, ৪৮৮৪, ৫০৯৮, ৫১৭৫, ৫৪৮৭, ৫৮৯৪, ৬০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯২

[১৯১] সহীহুল বুখারী ৬৪১৮, তিরমিযী ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩২, আহমাদ ১১৮২৯, ১১৯৭৯, ১২০৩৬, ১৩২৮৫, ১৩৩৮৪

রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।" *(বুখারী)* [১৯২]

* এর নক্সা নিম্নরূপঃ-
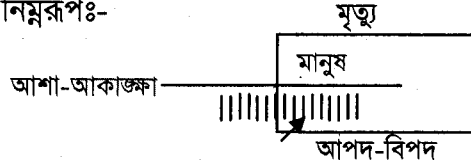
٥/٥٨٣.وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : « بَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ سَبْعاً، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ إلاَّ فَقْراً مُنْسِياً ، أَوْ غِنًى مُطغِياً ، أَوْ مَرَضاً مُفسِداً ، أو هَرَماً مُفَنِّداً، أَو مَوْتاً مُجْهِزاً ، أَوْ الدَّجَّالَ ، فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ ،أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ؟» رواهُ الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ.

৫/৫৮৩। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ সাতটি জিনিস প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই তোমরা ভাল কাজের দিকে অগ্রসর হও ঃ (১) তোমরা কি এমন দারিদ্রতার জন্য অপেক্ষা করছো যা অমনোযোগী (অক্ষম) করে দেয়, (২) অথবা এ রকম প্রাচুর্যের যা ধর্মদ্রোহী বানিয়ে ফেলে, (৩) অথবা এমন রোগ-ব্যাধির যা (শারিরীক সামর্থ্যকে) ধ্বংস করে দেয়, (৪) অথবা এমন বৃদ্ধাবস্থার যা জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে দেয়, (৫) অথবা এমন মৃত্যুর যা হঠাৎই উপস্থিত হয়, (৬) কিংবা দাজ্জালের, যা অপেক্ষমান অনুপস্থিত বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্টতর, (৭) অথবা কিয়ামাতের যা অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও তিক্তকর। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[১৯৩]

٥/٥٨٤. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ » يَعْنِي : المَوْتَ . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৬/৫৮৪। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আনন্দনাশক বস্তু অর্থাৎ, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [১৯৪]

٦/٥٨٥. وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ رضي الله عنه : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَامَ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا

---

[১৯২] সহীহুল বুখারী ৬৪১৭, তিরমিযী ২৪৫৪, ইবনু মাজাহ ৪২৩১, আহমাদ ৩৬৪৪, ৪১৩১, ৪৪২৩, দারেমী ২৭২৯

[১৯৩] হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান। কিন্তু হাদীসটি হাসান নয় বরং দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে আর এ সম্পর্কে আমি "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থে (নং ১৬৬৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আমি এর কোন শাহেদ পাচ্ছি না। তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত সনদে মুহরিয ইবনু হারূন নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। অন্য একটি সূত্রে এ মুহরিয না থাকলেও সেটির মধ্যে নাম উল্লেখ না করা এক অজ্ঞাত ব্যক্তি হতে মা'মার বর্ণনা করেছেন আর সে অজ্ঞাত ব্যক্তি মাকবূরী হতে বর্ণনা করেছেন। ফলে অন্য সূত্রটিও এ মাজহূল বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল।

[১৯৪] তিরমিযী ২৩০৬, আহমাদ ৮১০৪, ৮২৪১, ৮৬৩২, ৯০২৫, ১০২৬২

النَّاسُ، اذْكُرُوا اللهَ ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِي ؟ فَقَالَ : « مَا شِئْتَ » قُلْتُ : الرُّبُعَ ، قَالَ : « مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قُلْتُ : فَالنِّصْف ؟ قَالَ : « مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ » قُلْتُ : فالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : « مَا شِئْتَ ، فَإنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ : أجعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا ؟ قَالَ : « إذاً تُكْفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَر لَكَ ذَنْبُكَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৭/৫৮৫। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, "হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। কম্পনকারী (প্রথম ফুৎকার) এবং তার সহগামী (দ্বিতীয় ফুৎকার) চলে এসেছে এবং মৃত্যুও তার ভয়াবহতা নিয়ে হাজির।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি (আমার দুআতে) আপনার উপর দরূদ বেশি পড়ি। অতএব আমি আপনার প্রতি দরূদ পড়ার জন্য (দুআর) কতটা সময় নির্দিষ্ট করব?' তিনি বললেন, "তুমি যতটা ইচ্ছা কর।" আমি বললাম, 'এক চতুর্থাংশ?' তিনি (সাঃ) বললেন, "যতটা চাও। যদি তুমি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।" আমি বললাম, 'অর্ধেক (সময়)?' তিনি বললেন, "তুমি যা চাও; যদি বেশি কর, তাহলে তা ভাল হবে।" আমি বললাম, 'দুই তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "তুমি যা চাও (তাই কর)। যদি বেশি কর, তবে তা তোমার জন্য উত্তম।" আমি বললাম, 'আমি আমার (দুআর) সম্পূর্ণ সময় দরূদের জন্য নির্দিষ্ট করব!' তিনি বললেন, "তাহলে তো (এ কাজ) তোমার দুশ্চিন্তা (দূর করার) জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপকে মোচন করা হবে।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [১৯৫]

٦٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ وَمَا يَقُوْلُهُ الزَّائِرُ

পরিচ্ছেদ - ৬৬ : পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব এবং তার দুআ

١/٥٨٦. عَنْ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا ». رواه مسلم . وفي رواية : « فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ القُبورَ فَلْيَزُرْ ؛ فإنَّهَا تُذَكِّرُنَا الآخِرَةَ ».

১/৫৮৬। বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর।" *(মুসলিম)* [১৯৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন তা করে। কারণ তা পরকাল স্মরণ করায়।"

---

[১৯৫] তিরমিযী ২৪৫৭, আহমাদ ২০৭৩৫

[১৯৬] মুসলিম ১৯৭৭, ৯৭৭, নাসায়ী ২০৩২, ২০৩৩, ৪৪২৯, ৫৬৫১, ৫৬৫২, আবূ দাউদ ৩২৩৫, ৩৬৯৮, আহমাদ ২২৪৪৯, ২২৪৯৪, ২২৫০৬, ২২৫২৯, ২২৫৪৩

٥٨٧/٢. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِـنْ رَسُـولِ اللهِ ﷺ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى البَقِيعِ، فَيَقُولُ: « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ». رواه مسلم

২/৫৮৭। আয়েশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাড়িতে তাঁর পালাতে রাতের শেষভাগে বাকী' (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম মু'মিনীন অআতাকুম মা তূআদূন, গাদাম মুআজ্জালূন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিকুন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাকীইল গারক্বাদ।'

অর্থাৎ, হে মুসলমান কবরবাসীগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বাক্বীউল গারক্বাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর। *(মুসলিম)* [১৯৭]

٥٨٨/٣. وَعَن بُرَيدَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أنْ يَقُولَ قَائِلُهُمْ : «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أهلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسلمينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقونَ ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ ». رواه مسلم

৩/৫৮৮। বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন সাহাবীগণ কবরস্থান যেতেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, তোমরা এ দুআ পড়ো,

'আসসালা-মু আলাইকুম আহলাদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা অলমুসলিমীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিকুন, আসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।'

অর্থাৎ, হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসিগণ! যদি আল্লাহ চান তাহলে আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমি আল্লাহর কাছে আমাদের এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাচ্ছি। *(মুসলিম)* [১৯৮]

٥٨٩/٤.وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِقُبُوْرٍ بِالمَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُوْرِ ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ » رواهُ الترمذي وقال : حديثٌ حسن .

৪/৫৮৯। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, মাদীনার কিছু সংখ্যক কবর অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ "হে কবরের অধিবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি

---

[১৯৭] মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ২০৩৯, ইবনু মাজাহ ১৫৪৬, আহমাদ ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, ২৪৯৪৩, ২৫৩২৭, ২৫৪৮৭
[১৯৮] মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, ইবনু মাজাহ ১৫৪৭, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০

বর্ষিত হোক, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রগামী। আমরা তোমাদের উত্তরসুরি।"- (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[১৯৯]

٦٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي الْمَوْتِ بِسَبَبِ ضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ فِي الدِّيْنِ

পরিচ্ছেদ - ৬৭ : কোন কষ্টের কারণে মৃত্যু-কামনা করা বৈধ নয়, দ্বীনের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কায় বৈধ

٥٩٠/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ ، وَإمَّا مُسِيئاً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسلِمٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أنْ يَأْتِيَهُ ؛ إنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ ، وَإنَّهُ لاَ يَزِيدُ المُؤْمِنَ عُمُرُهُ إلاَّ خَيْراً » .

১/৫৯০। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে পুণ্যবান হলে সম্ভবতঃ সে পুণ্য বৃদ্ধি করবে। আর পাপী হলে (পাপ থেকে) তাওবাহ করতে পারবে।" *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)* [২০০]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং তা আসার পূর্বে কেউ যেন তার জন্য দুআ না করে। কারণ, সে মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ মু'মিনের আয়ু কেবল মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে।"

٥٩١/٢. وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيراً لِي». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৯১। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন কোন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে। আর যদি কেউ এমন অবস্থাতে পতিত হয় যে, তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয়, তাহলে সে (মৃত্যু কামনা না করে দুআ ক'রে) বলবে, 'হে আল্লাহ! যতদিন পর্যন্ত

---

[১৯৯] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীসের সনদটি দুর্বল। (আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে (পৃ ১৯৭) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য এর এক বর্ণনাকারী কাবূস ইবনু আবী যিবইয়ান, তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান বলেন : তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী, তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোন ভিত্তি নেই। আর এ হাদীসটি তার পিতার উদ্ধৃতিতেই বর্ণনাকৃত। আবূ হাতিম প্রমুখ বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। "য'ঈফ আবী দাউদ" (৫৩২ নং) এর ব্যাখ্যা দেখুন।

[২০০] সহীহুল বুখারী ৩৯, ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, ৭২৩৫, মুসলিম ২৮১৬, ২৬৮২, নাসায়ী ৫০৩৪, ইবনু মাজাহ ৪২০১, আহমাদ ৭১৬২, ৭৪৩০, ৭৫৩৩, ২৭৪৭০, ৮১৩০, ৮৩২৪, ৮৮২১

বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি আমার জন্য মৃত্যুই মঙ্গলজনক হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দাও।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০১]

٣/٥٩٢. وَعَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ ﷺ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ : إنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا ، وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا ، وَإنَّا أَصَبْنَا مَا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلاَّ التُّرَابَ وَلَولاَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا أنْ نَدْعُوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ . ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ ، فَقَالَ : إنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إلاَّ فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية البخاري

৩/৫৯২। কাইস ইবনে আবী হাযেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব বিন আরাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখা করতে গেলাম। সে সময় তিনি (তাঁর দেহে চিকিৎসার জন্য) সাতবার দেগেছিলেন। তিনি বললেন, 'আমাদের সাথীরা যাঁরা (পূর্বেই) মারা গেছেন তাঁরা এমতাবস্থায় চলে গেছেন যে, দুনিয়া তাদের আমলের সওয়াবে কোন রকম কমতি করতে পারেনি। আর আমরা এমন (সম্পদ) লাভ করেছি, যা মাটি ছাড়া অন্য কোথাও রাখার জায়গা পাচ্ছি না। যদি নবী ﷺ আমাদেরকে মৃত্যু-কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে (রোগ-যন্ত্রণার কারণে) আমি মৃত্যুর জন্য দুআ করতাম।' (কাইস বলেন,) অতঃপর আমরা অন্য এক সময় তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি তাঁর (বাড়ির) দেওয়াল তৈরী করছিলেন। তিনি বললেন, 'মুসলিম ব্যক্তিকে তার সকল প্রকার ব্যয়ের উপর সওয়াব দান করা হয়, তবে এ মাটিতে ব্যয়কৃত জিনিস ব্যতীত।' *(বুখারী)* [২০২]

٦٨- بَابُ الْوَرَعِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

পরিচ্ছেদ - ৬৮ : হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন এবং সন্দিহান বস্তু পরিহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ [النور : ١٥]

অর্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। *(সূরা নূর ১৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্র ১৪)*

١/٥٩٣. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ الحَلاَلَ

---

[২০১] সহীহুল বুখারী ৫৬৭১, ৬৩৫১, ৭২৩৩, মুসলিম ২৬৮০, তিরমিযী ৯৭১, নাসায়ী ১৮২০, ১৮২১, ১৮২২, আবূ দাউদ ৩১০৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৫

[২০২] সহীহুল বুখারী ৫৬৭২, ৬৩৪৯, ৬৪৩০, ৬৪৩১, ৭২৩৪, মুসলিম ২৬৮১, তিরমিযী ২৪৮৩, নাসায়ী ১৮২৩, আহমাদ ২০৫৫০, ২০৫৬২, ২০৫৬৭, ২০৫৭৪, ২৬৬০২

بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، ألاَ وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً ، ألاَ وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، ألاَ وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، ألاَ وَهِيَ القَلْبُ » متفقٌ عَلَيْهِ

১/৫৯৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৩]

٢/٥٩٤. وعن أنسٍ ﷺ : أنَّ النبيَّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ : « لَوْلاَ أَنِّي أخَافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৫৯৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা নবী (সাঃ) পথে একটি খেজুর পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "যদি আমার এর সাদকাহ হওয়ার আশঙ্কা না হত, তাহলে আমি এটি খেয়ে ফেলতাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৪]

٣/٥٩٥. وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « البِرُّ : حُسْنُ الخُلُقِ، وَالإثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ». رواه مسلم

৩/৫৯৫। নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, "পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক---এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" *(মুসলিম)* [২০৫]

٤/٥٩٦. وَعَن وَابِصَةَ بنِ مَعبَدٍ ﷺ ، قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: « جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ ، فَقَالَ : « اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، البرُّ : مَا اطْمَأنَّت إِلَيْهِ النَّفسُ ، وَاطْمأنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ ، وَالإثْمُ : مَا

---

[২০৩] সহীহুল বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ১৫৯৯, তিরমিযী ১২০৫, নাসায়ী ৪৪৫৩, ৫৭১০, আবূ দাউদ ৩৩২৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৪, আহমাদ ১৭৮৮৩, ১৭৯০৩, ২৭৬৩৮, ১৭৯৪৫, দারেমী ২৫৩১

[২০৪] সহীহুল বুখারী ২০৫৫, ২৪৩১, ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭১, আবূ দাউদ ১৬৫১, ১৬৫২, আহমাদ ২৭৪১৮, ১১৭৮০, ১১৯৩৪, ১২৫০২, ১২৫৯৩, ১৩১২১

[২০৫] মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯

حَاكَ فِي النَّفْسِ ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوكَ » حديث حسن ، رواه أحمد والدَّارِمِيُّ في مُسْنَدَيْهِمَا

৪/৫৯৬। ওয়াবেস্বাহ ইবনে মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তুমি তোমার অন্তরকে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর। পুণ্য হল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হল তা, যা মনে খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয় ; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধ হওয়ার) ফতোয়া দিয়ে থাকে।" *(আহমাদ, দারেমী)* [২০৬]

٥/٥٩٧. وَعَن أَبِي سِرْوَعَةَ عُقبَةَ بنِ الحارِثِ ﷺ : أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيزٍ ، فَأَتَتْهُ امْـرَأَةٌ ، فَقَالَتْ: إنِّي قَدْ أَرضَعْتُ عُقبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بِهَا . فَقَـالَ لَهَـا عُقْبَـةُ : مَـا أَعْلَـمُ أَنَّـكِ أَرضَـعْتِنِي وَلاَ أَخبَرْتِني ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالمَدِينَـةِ ، فَـسَأَلَهُ : فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « كَيْـفَ ؟ وَقَـد قِيـلَ» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ . رواه البخاري

৫/৫৯৭। আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিবাহ করলেন। অতঃপর তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, 'আমি উক্ববাহকে এবং তার স্ত্রীকে দুধপান করিয়েছি।' উক্ববাহ তাকে বললেন, 'তুমি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা তো আমি জানি না, আর তুমি আমাকে তার খবরও দাওনি।' অতঃপর উক্ববাহ (সওয়ারীর উপর) সওয়ার হয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট মদীনায় এলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (সব বৃত্তান্ত শুনে) বললেন, "যখন এ কথা বলা হয়েছে, তখন তুমি কি করে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখবে?" সুতরাং উক্ববাহ (রাঃ) তাকে ত্যাগ করলেন এবং সে অন্য স্বামী গ্রহণ করল। *(বুখারী)* [২০৭]

٦/٥٩٨. وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « دَعْ مَا يَرِيبُـكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৬/৫৯৮। আলীর পুত্র হাসান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে (এ হাদীস) স্মরণ রেখেছি, "তা বর্জন কর, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর, যাতে তোমার সন্দেহ নেই।" *(তিরমিযী, সহীহ)* [২০৮]

٧/٥٩٩. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : كَانَ لأَبِي بَكـرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الخَـرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكـرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَوْماً بِشَيءٍ ، فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكـرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُلاَمُ : تَـدْرِي مَـا

---

[২০৬] আহমাদ ১৭৫৩৮, ১৭৫৪০, ১৭৫৪৫, দারেমী ২৫৩৩

[২০৭] সহীহুল বুখারী ৮৮, ২০৫২, ২৬৪০, ২৬৫৯, ২৬৬০, ৫১০৫, তিরমিযী ১১৫১, নাসায়ী ৩৩৩০, আবূ দাউদ ৩৬০৩, আবূ দাউদ ১৫৭১৫, ১৮৯৩০, দারেমী ২২৫৫

[২০৮] তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আবূ দাউদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২

هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بكـر : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحسِنُ الكَهَانَةَ ، إلاَّ أنِّي خَدَعْتُهُ ، فَلَقِيَنِي ، فَأَعْطَانِي لِذَلِكَ ، هَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكـرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ . رواه البخاري

৭/৫৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর একজন ক্রীতদাস ছিল, যে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে ধার্যকৃত কর আদায় করত। আর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার সেই আদায়কৃত অর্থ ভক্ষণ করতেন। (অবশ্য প্রত্যহ সে অর্থ হালাল কি না, তা জিজ্ঞাসা ক'রে নিতেন।) একদিনের ঘটনা, ঐ ক্রীতদাস কোন একটা জিনিস এনে তাঁর খিদমতে হাজির করল। আর তিনি (সেদিন ভুলে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে) তা থেকে কিছু খেয়ে ফেললেন। দাসটি বলল, 'আপনি কি জানেন, এটা কী জিনিস (যা আপনি ভক্ষণ করলেন)?' আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তা কী?' দাসটি বলল, 'আমি জাহেলী যুগে একজন মানুষের ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অথচ আমার ভাগ্য গণনা করার মত ভাল জ্ঞান ছিল না। আসলে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আমাকে (পারিশ্রমিক স্বরূপ) এই জিনিস দিলো, যা আপনি ভক্ষণ করলেন।' এ কথা শুনে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের হাত স্বীয় মুখের ভিতরে প্রবেশ করালেন এবং পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি ক'রে বের ক'রে দিলেন! *(বুখারী)* [২০৯]

٨/٦٠٠. وَعَن نَافِعٍ : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ كَانَ فَرَضَ لِلمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ الآفٍ وَفَرَضَ لابْنِهِ ثَلاَثَةَ آلافٍ وَخَمْسَمِئَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ : هُوَ مِنَ المُهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ ؟ فَقَالَ : إنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ . يَقُولُ : لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ . رواه البخاري

৮/৬০০। নাফে' থেকে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের জন্য চার হাজার করে ভাতা নির্দিষ্ট করলেন এবং তাঁর ছেলে (আব্দুল্লাহর) জন্য সাড়ে তিন হাজার নির্দিষ্ট করলেন। তাঁকে বলা হল যে, 'তিনিও তো মুহাজিরদের একজন; অতএব আপনি তাঁর ভাতা কম করলেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছে।' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, 'সে তার মত নয়, যে একাকী হিজরত করেছে।' *(বুখারী)* [২১০]

٦٠١/٩.وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « **لَا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالَا بَأْسَ بِهِ حَذَراً مِمَّا بِهِ بَأْسٌ** ».رواهُ الترمذي وقال : حديثٌ حسن .

৯/৬০১। । 'আতিয়্যাহ্ ইবনু 'উরওয়াহ্ আস-সা'দী সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : ঐ পর্যন্ত বান্দাহ্ মুত্তাক্বীদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ হয়ে বাঁচার জন্য নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যাগ না করে। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[২১১]

---

[২০৯] সহীহুল বুখারী ৩৮৪২

[২১০] সহীহুল বুখারী ৩৯১২

[২১১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদটি দুর্বল। "গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল অল হারাম" গ্রন্থে পৃ (১৭৮)তে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে "মিশকাত" গ্রন্থে (২৭৭৫) পূর্বে হাসান আখ্যা

٦٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْعِزْلَةِ عِنْدَ فَسَادِ النَّاسِ وَالزَّمَانِ أَوِ الْخَوْفِ مِنْ فِتْنَةٍ فِي الدِّيْنِ أَوْ وُقُوْعٍ فِيْ حَرَامٍ وَّشُبُهَاتٍ وَّنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ৬৯ : যুগের মানুষ খারাপ হলে অথবা ধর্মীয় ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা হলে অথবা হারাম ও সন্দিহান জিনিসে পতিত হওয়ার ভয় হলে অথবা অনুরূপ কোন কারণে নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠]

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর; নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। *(সূরা যারিয়াহ ৫০ আয়াত)*

١/٦٠٢. وَعَن سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله ﷺ ، يَقُـولُ : « إنَّ الله يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيّ الْخَفِيَّ ». رواه مسلم

১/৬০২। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেযগার (সংযমশীল), অমুখাপেক্ষী ও আত্মগোপনকারী।" *(মুসলিম)* [২১২]

٢/٦٠٣. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أيُّ النَّـاسِ أفْـضَلُ يَـا رَسُـولَ الله ؟ قَـالَ : « مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ » . وفي رواية : « يَتَّقِي اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬০৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি (ﷺ) বললেন, "ঐ মু'মিন যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি (ﷺ) বললেন, "তারপর ঐ ব্যক্তি যে কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকেদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২১৩]

দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পরে এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ সনদের বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ দেমাস্কী দুর্বল।

[২১২] মুসলিম ২৯৬৫, আহমাদ ১৪৪৪, ১৫৩২

[২১৩] সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাউদ ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮

٣/٦٠٤. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ ، وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدينِهِ مِنَ الفِتَنِ ». رواه البخاري

৩/৬০৪। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ, তৃণবহুল) স্থানে পলায়ন করবে।" *(বুখারী)*.[২১৪]

٤/٦٠٥. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلاَّ رَعَى الْغَنَمَ » فَقَالَ أصْحَابُهُ : وأنْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ». رواه البخاري

৪/৬০৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি।" তাঁর সাহাবীগণ বললেন, 'আর আপনিও?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! আমিও কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।" *(বুখারী)*[২১৫]

٥/٦٠٦. وَعَنهُ ، عَن رَسُولِ الله ﷺ ، أنَّه قَالَ : « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُم رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبيلِ الله، يَطيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزعَةً ، طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ ، أَوْ المَوْتَ مَظَانَّه ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيمَةٍ فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشَّعَفِ ، أَوْ بَطنِ وَادٍ مِنْ هذِهِ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يأتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ فِي خَيْرٍ ». رواه مسلم

৫/৬০৬। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "লোকেদের মধ্যে সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর পথে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। যখনই সে যুদ্ধের ভয়ানক শব্দ শোনে, তখনই সেখানে তার পিঠে চড়ে দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। দ্রুতগতিতে পৌঁছে সে হত্যা অথবা মৃত্যুর সম্ভাব্য জায়গাগুলো খোঁজ করে। অথবা সর্বোত্তম জীবন সেই ব্যক্তির, যে কতিপয় ছাগল-ভেড়া নিয়ে কোন পাহাড়-চূড়ায় কিম্বা কোন উপত্যকার মাঝে বসবাস করে। সেখানে সে তার নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং নিজ৷৷ প্রতিপালকের ইবাদত করে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে।" *(মুসলিম)*[২১৬]

[২১৪] সহীহুল বুখারী ১৯, ৩৩০০, ৩৬০০, ৬৪৯৫, ৭০৮৮, নাসায়ী ৫০৩৬, আবূ দাউদ ৪২৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৯৮০, আহমাদ ১০৬৪৯, ১০৮৬১, ১০৯৯৮, ১১১৪৮, ১১৪২৮

[২১৫] সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯

[২১৬] মুসলিম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০

٧٠- بَابُ فَضْلِ الْاِخْتِلَاطِ بِالنَّاسِ وَحُضُوْرِ جُمَعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهِمْ وَمَشَاهِدِ الْخَيْرِ وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ مَعَهُمْ وَعِيَادَةِ مَرِيْضِهِمْ وَحُضُوْرِ جَنَائِزِهِمْ وَمُوَاسَاةِ مُحْتَاجِهِمْ وَإِرْشَادِ جَاهِلِهِمْ وَغَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ مَّصَالِحِهِمْ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَمَعَ نَفْسَهُ عَنِ الْإِيْذَاءِ وَصَبَرَ عَلَى الْأَذٰى.

পরিচ্ছেদ - ৭০: মানুষের সাথে মিলামিশা, জুমআহ্, জামাআত, ঈদ ও যিক্‌রের মজলিস (জালসায় ও দ্বীনী মজলিসে) লোকেদের সাথে উপস্থিত হওয়া, রোগীকে সাক্ষাৎ করে কুশল জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, অভাবীদের সাথে সমবেদনা প্রকাশ করা, অজ্ঞকে পথ প্রদর্শন করা এবং অনুরূপ অন্যান্য কল্যাণময় কাজের জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা তার জন্য মুস্তাহাব, যে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর অপরকে কষ্ট দেওয়া থেকে সে নিজেকে বিরত রাখে এবং অপরের পক্ষ থেকে কষ্ট পৌঁছলে ধৈর্য ধারণ করে।

(ইমাম নাওয়াবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,) জেনে রাখো যে, লোকেদের সাথে মিলামিশার যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি সেটাই স্বীকৃত; যা রসূলল্লাহ ﷺ এবং বাকী নবীদের পদ্ধতি ছিল। অনুরূপ পদ্ধতি ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরে সাহাবা ও তাবেঈনদের এবং তাঁদের পরে মুসলিমদের উলামা ও সজ্জনদের। এই অভিমত অধিকাংশ তাবেঈন ও তাঁদের পরবর্তীদেরও। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহ্‌মাদ এবং অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ্‌গণও এই মত পোষণ করেছেন। (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন) আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, কল্যাণকর ও সংযমশীলতার পথে একে অপরের সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদা ২ আয়াত)*
এ মর্মে আরো অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে।[২১৭]

٧١- بَابُ التَّوَاضُعِ وَخَفْضِ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

পরিচ্ছেদ - ৭১ : মু'মিনদের জন্য বিনয়ী ও বিনম্র হওয়ার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তুমি তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

---

[২১৭] (আর হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "যে মু'মিন মানুষের মাঝে মিশে তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে সেই মু'মিন ঐ মু'মিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে লোকেদের সাথে মিশে না এবং তাদের কষ্টদানে ধৈর্যধারণ করে না।" (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫১নং)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة : ٥٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات : ١٣]

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। *(সূরা হুজরাত ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم : ٣٢]

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩২আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، أَهؤُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف : ٤٨-٤٩]

অর্থাৎ, আ'রাফবাসিগণ কিছু লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে তাদেরকে আহবান ক'রে বলবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না। দেখ এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ ক'রে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না। এদেরকেই বলা হবে, তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। *(সূরা আ'রাফ ৪৮-৪৯ আয়াত)*

١/٦٠٧. وَعَن عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ». رواه مسلم

১/৬০৭। ইয়ায ইবনে হিমার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আমার নিকট অহী পাঠালেন যে, তোমরা পরস্পরে নম্র ব্যবহার অবলম্বন কর। যাতে কেউ যেন কারো প্রতি গর্ব না করে এবং কেউ যেন কারো প্রতি যুলুম না করে।" *(মুসলিম)* [২১৮]

[২১৮] মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪

٦٠٨/٢. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بعَفْوٍ إِلاَّ عِزّاً ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ». رواه مسلم

২/৬০৮। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সাদকা করলে মাল কমে যায় না এবং ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে কোন ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে (মর্যাদায়) উচ্চ করেন।" *(মুসলিম)* [২১৯]

٦٠٩/٣. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفعَلُه . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬০৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কতিপয় শিশুদের পাশ দিয়ে গেলেন অতঃপর তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রকমই করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২২০]

٦١٠/٤. وَعَنهُ ، قَالَ : إنْ كَانَتِ الأَمَةُ مِنْ إمَاءِ المَدينَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءتْ . رواه البخاري

৪/ ৬১০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মদীনার ক্রীতদাসীদের মধ্যে এক ক্রীতদাসী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাত ধরে নিত, তারপর সে (নিজের প্রয়োজনে) তার ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত।' *(বুখারী)*[২২১]

٦١١/٥. وَعَنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنها مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَت : كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ يَعنِي : خِدمَة أَهلِه ـ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ . رواه البخاري

৫/৬১১। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে কী কাজ করতেন?' তিনি বললেন, 'গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।' *(বুখারী)* [২২২]

** (এই গৃহস্থালি কাজের ব্যাখ্যায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'তিনি নিজের জুতা পরিষ্কার করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খিদমত নিজে করতেন।' তাছাড়া এ কথা বিদিত যে, তাঁর একাধিক দাস-দাসীও ছিল।)*

٦١٢/٦. وَعَن أَبِي رِفَاعَةَ تَمِيمِ بنِ أُسَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَن دِينهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وتَرَكَ

---

[২১৯] মুসলিম ২৫৮৮, তিরমিযী ২০২৯, আহমাদ ৭১৬৫, ৮৭৮২, ৯৩৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৮৫, দারেমী ১৬৭৬

[২২০] সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, ২৬৩৬

[২২১] সহীহুল বুখারী ৬০৭২, ৪৯৭৮, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, আহমাদ ১৮২৫৩

[২২২] সহীহুল বুখারী ৬৭৬, ৫৩৬৩, ৬০৩৯, তিরমিযী ২৪৫৮৯, আহমাদ ২৩৭০৬, ২৪৪২৭, ২৫১৮২

خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا . رواه مسلم

৬/৬১২। আবূ রিফাআহ তামীম ইবনে উসাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসুল! আমি একজন বিদেশী মানুষ নিজের দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আমি জানি না আমার দ্বীন কী?' (এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার দিকে ফিরলেন এবং খুতবা দেওয়া বর্জন করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি আমার নিকটে এলেন। অতঃপর একটি চেয়ার আনা হল। তিনি তার উপর বসে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আমাকে শিখাতে লাগলেন। অতঃপর তিনি খুতবায় ফিরে এসে তার শেষাংশটুকু পুরা করলেন। *(মুসলিম)* [২২৩]

٦١٣/٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنهَا الأَذَى ، وَلِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ». وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : « فإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة ». رواه مسلم

৭/৬১৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আহার করতেন তখন স্বীয় তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে পরিষ্কার করে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) ভালভাবে চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)* [২২৪]

٦١٤/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إلاَّ رَعَى الْغَنَمَ ». فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وأَنْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، كُنْتُ أرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ». رواه البخاري

৮/৬১৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তাঁর সাহাবীগণ বললেন, আর আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি কয়েক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।" *(বুখারী)* [২২৫]

٦١٥/٩. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَو أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ». رواه البخاري

৯/৬১৫। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি আমাকে ছাগলাদির পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব।" *(বুখারী)* [২২৬]

---

[২২৩] মুসলিম ৮৭৬, নাসায়ী ৫৩৭৭, আহমাদ ২০২২৯

[২২৪] মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০৩, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, ২০২৫, ২০২৮

[২২৫] সহীহুল বুখারী ২২৬২, ইবনু মাজাহ ২১৪৯

[২২৬] সহীহুল বুখারী ২৫৬৮, ৫১৭৮, আহমাদ ৯২০১, ৯৮৫৫, ৯৮৮৩, ১০২৭৩

١٠/٦١٦. وَعَن أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ العَضْبَاءُ لاَ تُسْبَقُ ، أَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى قَعُودٍ لَهُ ، فَسَبَقَهَا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ ، فَقَالَ : « **حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ** ». رواه البخاري

১০/৬১৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আয্বা নামক উটনীটি প্রতিযোগিতায় কোনদিন হারত না অথবা তাকে অতিক্রম করে কেউ যেতে পারত না। একবার এক বেদুঈন তার একটি সওয়ারী উঁটে সওয়ার হয়ে আসলে সেটি তার আগে চলে গেল। মুসলিমদের কাছে তা কষ্টদায়ক মনে হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথা জানতে পারলে বললেন, "আল্লাহর বিধান হল, দুনিয়ার কোন জিনিস উন্নত হলে, তিনি তাকে অবনত করেন।" *(বুখারী)* [২২৭]

٧٢- بَابُ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَالْإِعْجَابِ

পরিচ্ছেদ - ৭২ : অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা অবৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। (সূরা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত)

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحا ﴾ [الإسراء : ٣٧]

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। *(সূরা ইসরা ৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না। *(সূরা লুকমান ১৮ আয়াত)*

'গাল ফুলায়ো না' অর্থাৎ, অহংকারের সাথে চেহারা বিকৃত করো না।

মহান আল্লাহ কারূন সম্বন্ধে বলেন,

﴿ إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾ [القصص : ٧٦] ، إِلَى قَوْله تَعَالَى : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ الآيات

[২২৭] সহীহুল বুখারী ২৮৭১, ২৮৭২, ৬৫০১, নাসায়ী ৩৫৮৮, আবূ দাউদ ৪৮০২, আহমাদ ১১৫৯৯, ১৩২৪৭

অর্থাৎ, কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি যুলুম করেছিল। আমি তাকে ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার থেকেও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হবে না। কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বাহির হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না। অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। *(সূরা ক্বাস্বাস ৭৬-৮১ আয়াত)*

١/٦١٧. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ!» فَقَالَ رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، ونَعْلُهُ حَسَنَةً؟ قَالَ: «إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسلم

১/৬১৭। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" একটি লোক বলল, 'মানুষ তো ভালবাসে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক ও তার জুতো সুন্দর হোক, (তাহলে)?' তিনি বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন। (সুন্দর পোশাক ও সুন্দর জুতো ব্যবহার অহংকার নয়, বরং) অহংকার হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।" *(মুসলিম)* [২২৮]

٢/٦١٨. وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ: أنّ رَجُلاً أكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ: «كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ: لاَ أسْتَطِيعُ! قَالَ: «لاَ اسْتَطَعْتَ» مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ. قَالَ: فما رفَعها إِلَى فِيهِ. رواه مسلم

২/৬১৮। সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তার বাম হাত দ্বারা খেল। তিনি বললেন, "তোমার ডান হাত দ্বারা খাও।" সে বলল, 'আমি অপারগ।' তিনি (ﷺ) বললেন, "তুমি (যেন ডান হাতে খেতে) না পারো।" রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা মানতে তাকে অহংকারই বাধা দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, '(তারপর) থেকে সে তার ডান হাত মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি।' *(মুসলিম)* [২২৯]

---

[২২৮] মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮

[২২৯] মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯৫, দারেমী ২০৩২

٦١٩/٣. وَعَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/৬১৯। হারেসাহ ইবনে অহাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৩০]

٦٢٠/٤. وَعَن أَبي سَعِيدِ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَت النَّارُ : فِيَّ الجَبَّارُونَ والمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُم ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا : إنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَإنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا». رواه مسلم

৪/৬২০। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে।' আর জান্নাত বলল, 'আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, 'হে জান্নাত! তুমি আমার অনুগ্রহ, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং হে দোযখ! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দুটোকেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)* [২৩১]

٦٢١/٥. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَراً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬২১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে তার লুঙ্গি (প্যান্ট, পায়জামা মাটিতে) ছেঁচড়াবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩২]

٦٢٢/٦. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ». رواه مسلم

৬/৬২২। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের দিকে (অনুগ্রহের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, (১) ব্যভিচারী বৃদ্ধ, (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ এবং (৩) অহংকারী গরীব।" *(মুসলিম)* [২৩৩]

---

[২৩০] সহীহুল বুখারী ৪৯১৮, ৬০৭২, ৬৬৫৭, মুসলিম ২৮৫৩, তিরমিযী ২৬০৫, ইবনু মাজাহ ৪১১৬, আহমাদ ১৮২৫৩

[২৩১] সহীহুল বুখারী ৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৭৪৪৯, মুসলিম ২৮৪৭, ২৮৪৬, তিরমিযী ২৫৫৭, ২৫৬১, আহমাদ ৭৬৬১, ২৭৩৮১, ২৮২২৪, ১০২১০

[২৩২] সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ২৭২৫৩, ৯৮৫১, ১০১৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৯৮

[২৩৩] মুসলিম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ৯৮৬৬

٦٢٣/٧. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَالَ الله – عَزَّ وَجَلَّ – : العِزُّ إِزَارِي ، وَالكِبرِيَـاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي فِي وَاحِدٍ مِنهُمَا فَقَد عَذَّبْتُهُ ». رواه مسلم

৭/৬২৩। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "সম্মান আমার লুঙ্গি এবং গর্ব আমার চাদর। (অর্থাৎ, খাস আমার গুণ।) সুতরাং যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এর মধ্য থেকে যে কোন একটি টেনে নিতে চাইবে, আমি তাকে শাস্তি দেব।" *(মুসলিম)* [২৩৪]

٦٢٤/٨. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ ، مُرَجِّلٌ رَأْسَهُ ، يَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرضِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৬২৪। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "একদা (পূর্ববর্তী উম্মতের) এক ব্যক্তি একজোড়া পোশাক পরে, গর্বভরে, মাথা আঁচড়ে অহংকারের সাথে চলা-ফেরা করছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তার (পায়ের নীচের মাটিকে) ধসিয়ে দিলেন। সুতরাং সে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাটির গভীরে নেমে যেতেই থাকবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৩৫]

٦٢٥/٩.وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنفْسِهِ حَتّٰى يُكْتَبَ فِي الجَبَّارِيْنَ ، فَيُصِيْبُهُ مَا أَصَابَهُمْ » رواهُ الترمذي وقال : حديث حسن .

৯/৬২৫ সালামাহ্ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অহংকারবশত নিজেকে বড় মনে করে লোকজনকে উপেক্ষা করে চলতে থাকে। পরিশেষে অহংকারী ও উদ্ধতদের মধ্যে তার নাম লিখা হয়, তারপর সে অহংকারী ও উদ্ধত লোকদের বিপদে পতিত হয়। (তিরমিযি) হাদীসটি যঈফ। সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৯১৪নং)

٧٣- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

পরিচ্ছেদ - ৭৩ : সচ্চরিত্রতার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, [ن : ٤] ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। *(সূরা ক্বালাম ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [آل عمران : ١٣٤] ﴿ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা ক'রে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

٦٢٦/١. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحسَنَ النَّاسِ خُلُقاً . متفقٌ عَلَيْهِ

[২৩৪] মুসলিম ২৬২০, আবূ দাউদ ৪০৯০, ইবনু মাজাহ ৪১৭৪, আহমাদ ৭৩৩৫, ৮৬৭৭, ৯০৯৫, ৯২২৪, ৯৪১০

[২৩৫] সহীহুল বুখারী ৫৭৮৯, মুসলিম ২০৮৮, আহমাদ ৭৫৭৪, ২৭৩৯৪, ৮৮২২, ৯০৮২, ৯৫৭৬, ১০০১০, ১০০৭৭, ১০৪৮৮, দারেমী ৪৩৭

১/৬২৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মানুষের চাইতে বেশি সুন্দর চরিত্রের ছিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৬]

٦٢٧/١. وَعَنهُ ، قَالَ : مَا مَسِسْتُ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ شَمَمْتُ رَائِحَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَقَدْ خَدَمتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي قَطُّ : أُفٍّ، وَلاَ قَالَ لِشَيءٍ فَعَلْتُهُ : لِمَ فَعَلْتَه ؟ وَلاَ لشَيءٍ لَمْ أفعَلهُ : ألاَ فَعَلْتَ كَذَا ؟ متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬২৭। সাবেক রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক'রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৭]

٦٢٨/٢. وَعَنِ الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ ﷺ ، قَالَ : أَهدَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيّاً ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجهِي ، قَالَ : « إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬২৮। সা'ব ইবনে জাস্সামাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (শিকার করা) এক জংলী গাধা উপঢৌকন দিলাম। কিন্তু তিনি তা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার চেহারায় (বিষণ্ণতার চিহ্ন) দেখে বললেন, "আমরা ইহরামের অবস্থায় আছি, তাই আমরা এটি তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৮] (যেহেতু ইহরাম অবস্থায় শিকার করা ও তার গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ।)

٦٢٩/٣. وَعَنِ النَّوَاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن البِرِّ وَالإثمِ ، فَقَالَ : « البِرُّ : حُسنُ الخُلُقِ ، والإثمُ : مَا حَاكَ فِي صَدرِكَ ، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ». رواه مسلم

৪/৬২৯। নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, "পুণ্য হল সচ্চরিত্রতার নাম। আর পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক এ কথা তুমি অপছন্দ কর।" *(মুসলিম)* [২৩৯]

---

[২৩৬] সহীহুল বুখারী ৬২০৩, ৬১২৯, মুসলিম ২১৫০, তিরমিযী ৩৩৩, ১৯৬৯, আবূ দাউদ ৬৫৮, ৪৯৬৯, ইবনু মাজাহ ৩৭২০, ৩৭৪০, আহমাদ ১১৭২, ১১৭৮৯, ১২২১৫, ১২৩৪২, ১২৪৩৩

[২৩৭] সহীহুল বুখারী ৩৫৪৭, ৩৫৪৮, ৩৫৫০, ৩৫৬১, ৩৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৯০০, ৫৯০৩, ৫৯০৪, ৫৯০৫, ৫৯০৬, ৫৯১২, ৫৯০৭, মুসলিম ২৩৩৮, ২৩৪১, ২৩৪৭, তিরমিযী ১৮৫৪, ৩৬২৩, নাসায়ী ৫০৫৩, ৫০৮৬, ৫০৮৭, ৫২৩৪, ৫২৩৫, আবূ দাউদ ৪১৮৫, ৪১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৬২৯, ৩৬৩৪, আহমাদ ১২৩৭৩, ১১৫৫৪, ১১৫৭৭, ১১৬৪২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৪, ১৭০৭, দারেমী ৬১৬২

[২৩৮] সহীহুল বুখারী ১৮২৫, ২৫৭৩, ২৫৯৬, মুসলিম ১১৯৩, ১১৯৪, তিরমিযী ৮৪৯, নাসায়ী ২৮১৯, ২৮২০, ২৮২৩, ইবনু মাজাহ ৩০৯০, আহমাদ ১৫৯৮৭, ১৫৯৮৮, ১৬২২১, ১৬২৩৫, ২৭৮১২, মুওয়াত্তা মালিক ৭৯৩, দারেমী ১৮২৮, ১৮৩০

[২৩৯] মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারেমী ২৭৮৯

٦٣٠/٤. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاحِشاً وَلاَ مُتَفَحِّشاً ، وَكَانَ يَقُولُ : « إنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخلاَقاً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬৩০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪০]

٦٣١/٥. وَعَن أَبي الدَّرداءِ ﷺ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ، قَالَ : « مَا مِنْ شَيْءٍ أثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৬/৬৩১। আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন, "কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [২৪১]

٦٣٢/٦. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أكثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجَنَّةَ ؟ قَالَ : «تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ » ، وَسُئِلَ عَنْ أكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ : « الفَمُ وَالفَرْجُ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৭/৬৩২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জান্নাতে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্র।" আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন্ আমল মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে?' তিনি বললেন, "মুখ ও যৌনাঙ্গ (অর্থাৎ, উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)* [২৪২]

٦٣٣/٧. وَعَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إيمَاناً أحسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৮/৬৩৩। সাবেক রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন, যে তাদের মধ্যে চরিত্রের দিক দিয়ে সুন্দরতম। আর তোমাদের উত্তম ব্যক্তি তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ সূত্রে)* [২৪৩]

٦٣٤/٨. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ المُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ ». رواه أَبُو داود

---

[২৪০] সহীহুল বুখারী ৩৭৫৮, ৩৫৫৯, ৩৭৬০, ৩৮০৬, ৩৮০৮, ৪৯৯৯, ৬০২৯, ৬০৩৫, মুসলিম ২৩২১, ২৪৬৪, তিরমিযী ১৯৭৫, ৩৮১০, আহমাদ ৫৪৬৮, ৬৬৯৬, ২৭৬৭০, ৬৭৭৪, ৬৭৯৮, ৬৯৯৫

[২৪১] তিরমিযী ২০০২, আবূ দাউদ ৪৭৯৯, আহমাদ ২৬৯৭১, ২৬৯৮৪, ২৭০০৫

[২৪২] তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩

[২৪৩] তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, ৯৭৫৬, ১০৪৩৬, দারেমী ২৭৯২

৯/৬৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "অবশ্যই মু'মিন তার সদাচারিতার কারণে দিনে (নফল) রোযাদার এবং রাতে (নফল) ইবাদতকারীর মর্যাদা পেয়ে থাকে।" *(আবূ দাউদ)* [২৪৪]

٦٣٥/٩. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أنَا زَعِيمٌ بِبَيتٍ فِي رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإنْ كَانَ مُحِقّاً ، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وَإنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبِبَيْتٍ فِي أعْلَى الجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ » . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح .

১০/৬৩৫। আবূ উমামাহ বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যার চরিত্র সুন্দর।" *(আবূ দাউদ)* [২৪৫]

٦٣٦/١٠. وَعَن جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : « إنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إلَيَّ ، وَأقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُم أخْلاَقاً ، وَإنَّ أبْغَضَكُمْ إلَيَّ وَأبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَلِمْنَا « الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ » ، فمَا المُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ : « المُتَكَبِّرُونَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১১/৬৩৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, হাসান)* [২৪৬]

٦٣٧/١١. وَرَوَى التِّرمِذِي عَن عَبدِ اللهِ بنِ المُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَفسِيرِ حُسْنِ الخُلُقِ ، قَالَ : « هُوَ طَلاَقَةُ الوَجه ، وَبَذْلُ المَعرُوفِ ، وَكَفُّ الأذَى ».

ইমাম তিরমিযী আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে সচ্চরিত্রতার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, 'তা হল, সর্বদা হাসিমুখ থাকা, মানুষের উপকার করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।'

[২৪৪] আবূ দাউদ ৪৭৯৮, আহমাদ ২৩৮৩৪, ২৪০৭৪
[২৪৫] আবূ দাউদ ৪৮০০
[২৪৬] তিরমিযী ২০১৮

٧٤- بَابُ الْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ وَالرِّفْقِ

পরিচ্ছেদ - ৭৪ : সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা **সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,**) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الأعراف : ١٩٩] ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت : ٣٤-٣٥]

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৪-৩৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الشورى : ٤٣] ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

٦٣٧/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ القَيْسِ : « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ». رواه مسلم

১/৬৩৭। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশাজ্জ্ আব্দুল কায়েসকে বলেছেন, “নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা ক'রে কাজ করা।” *(মুসলিম)* [২৪৭]

٦٣٨/٢. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[২৪৭] সহীহুল বুখারী ৫৩, মুসলিম ১৭, তিরমিযী ১৫৯৯, ২৬১১, নাসায়ী ৫০৩১, ৫৫৪৮, ৫৬৪৩, ৫৬৯২, আবূ দাউদ ৩৬৯০, ৩৬৯২, ৩৬৯৬, ৪৬৭৭, আহমাদ ২০১০, ২৪৭২, ২৬৪৫, ২৭৬৪, ৩১৫৬, ৩৩৯৬

২/৬৩৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৮]

٦٣٩/٣. وَعَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفقِ ، مَا لاَ يُعْطِي عَلَى العُنْفِ ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ». رواه مسلم

৩/৬৩৯। উক্ত বর্ণনাকারিণী থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।" *(মুসলিম)* [২৪৯]

٦٤٠/٤. وَعَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ شَانَهُ ». رواه مسلم

৪/৬৪০। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।" *(মুসলিম)* [২৫০]

٦٤١/٥. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : بَالَ أعْرَابيٌّ فِي المَسجِدِ ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِيَقَعُوا فِيهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « دَعُوهُ وَأرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ ، فَإنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ». رواه البخاري

৫/৬৪১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" *(বুখারী)* [২৫১]

٦٤٢/٦. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/৬৪২। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫২]

٦٤٣/٧. وَعَن جَرِيرِ بنِ عبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ يُحْرَمِ الرِفْقَ ، يُحْرَمِ الخَيْرَ كُلَّهُ ». رواه مسلم

---

[২৪৮] সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, ২৯৩৫, ৬০২৪, ৬০৩০, ৬২৫৬, ৬৩৯৫, ৬৪০১, মুসলিম ২১৬৫, তিরমিযী ২৭০১, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৮, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২, ২৪২৩০, ২৪৫০৮, ২৫০১৫, ২৫৩৯৩, দারেমী ২৭৯৪

[২৪৯] সহীহুল বুখারী ৬৯২৭, মুসলিম ২৫৯৩, তিরমিযী ২৭০১, আহমাদ ২৩৫৭০, ২৪০৩২

[২৫০] মুসলিম ২৫৯৪, আবূ দাউদ ২৪৭৮, ৪৮০৮, আহমাদ ২৩৭৮৬, ২৪২৮৭, ২৪৪১৭৪, ২৪৮৫৮, ২৫১৮১, ২৫৩৩৫

[২৫১] সহীহুল বুখারী ২২০, ৬১২৮, তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৬, ৩৩০, আবূ দাউদ ৩৮০, ইবনু মাজাহ ৫২৯, আহমাদ ৭২১৪, ৭৭৪০, ১০১৫৫

[২৫২] সহীহুল বুখারী ৬৯, ৬১২৫, মুসলিম ১৭৩৪, আহমাদ ১১৯২৪, ১২৭৬৩

৭/৬৪৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে সমস্ত মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।" *(মুসলিম)* [২৫৩]

٦٤٤/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوْصِنِي . قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ » ، فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ ». رواه البخاري

৮/৬৪৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন!' তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী)* [২৫৪]

٦٤٥/٩. وَعَنْ أَبِي يَعلَى شَدَّادِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَة ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، وَلْيُرِح ذَبِيحَتَهُ ». رواه مسلم

৯/৬৪৫। আবূ ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহান আল্লাহ প্রতিটি কাজকে উত্তমরূপে (অথবা অনুগ্রহের সাথে) সম্পাদন করাটাকে ফরয ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন (কাউকে) হত্যা করবে, তখন ভালভাবে হত্যা করো এবং যখন (পশু) জবাই করবে, তখন ভালভালে জবাই করো। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, সে যেন নিজ ছুরি ধারাল করে নেয় এবং যবেহযোগ্য পশুকে আরাম দেয়।" (অর্থাৎ জবাই-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে।) *(মুসলিম)* [২৫৫]

٦٤٦/١٠. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إثماً ، فَإِنْ كَانَ إثماً ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ . وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلاَّ أن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الله ، فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ تَعَالَى . متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৬৪৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৬]

٦٤٧/١١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ألاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ ؟ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ ؟ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ ، هَيِّنٍ ، لَيِّنٍ ، سَهْلٍ » رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن»

---

[২৫৩] মুসলিম ২৫৯২, আবূ দাউদ ৪৮০৯, ইবনু মাজাহ ৩৬৮৭, আহমাদ ২৭৮২৯, ১৮৭৬৭

[২৫৪] সহীহুল বুখারী ৬১১৬, তিরমিযী ২০২০, আহমাদ ২৭৩১১, ৯৬৮২

[২৫৫] মুসলিম ১৯৫৫, তিরমিযী ১৪০৯, নাসায়ী ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪, আবূ দাউদ ২৮১৫, ইবনু মাজাহ ৩১৭০, আহমাদ ১৬৬৬৪, ১৬৬৭৯, ১৫৬৮৯, দারেমী ১৯৭০

[২৫৬] সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৭, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, আহমাদ ২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৪৭৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭১

১১/৬৪৭। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে সে সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, নম্র, সহজ ও সরল।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [২৫৭]

٧٥- بَابُ الْعَفْوِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

পরিচ্ছেদ ৭৫ : মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ [الحجر : ٨٥]

অর্থাৎ, তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর। *(সূরা হিজর ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [النور : ٢٢]

অর্থাৎ, তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিন? *(সূরা নূর ২২ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্‌ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত) সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [الشورى : ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

١/٦٤٨. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّهَا قَالَت لِلنَّبِيِّ ﷺ : هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ ؟ قَالَ : « لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ وأنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، وَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبرِيلُ عليه السلام، فَنَادَانِي ، فَقَالَ : إنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَد بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ .

---

[২৫৭] তিরমিযী ২৪৮৮, আহমাদ ৩৯২৮

فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأنَا مَلَكُ الجِبَالِ ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ ، فَمَا شِئْتَ ، إنْ شِئْتَ أطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ » . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « بَلْ أرْجُو أنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً » . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন দিন এসেছে?' তিনি বললেন, "আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার) এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর 'ক্বারনুস সাআলিব' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখণ্ড আমার উপর ছায়া ক'রে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম, তাতে জিব্রাঈল (আলাইহিস সালাম) রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার কওম আপনাকে যে কথা বলেছে এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিয়েছে, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।' অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।' (এ কথা শুনে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)[২৫৮]

٦٤٩/٢. وَعَنهَا ، قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلاَ امْرَأةً وَلاَ خَادِماً ، إلاَّ أنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إلاَّ أن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ تَعَالَى ، فَيَنْتَقِمُ للهِ تَعَالَى . رواه مسلم

২/৬৪৯। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ ক'রে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)।' *(মুসলিম)*[২৫৯]

٦٥٠/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ ،

[২৫৮] সহীহুল বুখারী ৩২৩১, ৭৩৮৯, মুসলিম ১৭৯৫

[২৫৯] সহীহুল বুখারী ৩৫৬০, ৬১২৬, ৬৭৮৬, ৬৮৫৩, মুসলিম ২৩২৭, ২৩২৮, আবূ দাউদ ৪৭৮৫, ৪৭৮৬, ইবনু মাজাহ ১৯৮৪, আহমাদ ২৩৫১৪, ২৪০২৮, ২৪২৯৯, ২৪৩০৯, ২৪৩২৫, ২৫৭৩০, ২৭৬৫৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭১, দারেমী ২২১৮

فأَدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ فَجبذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَديدةً ، فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقَدْ أَثَّرتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مُر لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالتَفَتَ إِلَيْهِ ، فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৫০। আনাস (রাঃ) বলেন (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী (ﷺ)-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬০]

٤/٦٥١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُه عَلَيْهِمْ ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، ويَقُولُ : « **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৬৫১। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬১]

٥/٦٥٢. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬৫২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কুশ্‌তিগীর বীর সে নয়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎপাত ক'রে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬২]

٧٦- بَابُ اِحْتِمَالِ الْأَذٰى

পরিচ্ছেদ - ৭৬ : কষ্ট সহ্য করার মাহাত্ম্য

﴿ وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٤]

অর্থাৎ, (সেই ধর্মভীরুদের জন্য বেহেশ্‌ত প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে,) ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে থাকে। আর আল্লাহ (বিশুদ্ধচিত্ত)

---

[২৬০] **সহীহুল বুখারী** ৩১৪৯, ৫৮০৯, ৬০৮৮, মুসলিম ১০৫৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৫৩, আহমাদ ১২১৩৯, ১২৭৮২, ১২৯২৬

[২৬১] সহীহুল বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ১৭৯২, ইবনু মাজাহ ৪০২৫, আহমাদ ৩৬০০, ৪০৪৭, ৪০৯৬, ৪১৯১, ৪৩১৯, ৪৩৫৩

[২৬২] সহীহুল বুখারী ৬১১৪, মুসলিম ২৬০৯, আহমাদ ৭১৭৮, ৭৫৮৪, ১০৩২৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮১

সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, [الشورى : ٤٣] ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শূরা ৪৩ আয়াত)*

এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহ উল্লেখ্য। আরো একটি হাদীস ঃ

١/٦٥٣. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذٰلِكَ ». رواه مسلم

১/৬৫৩। আবূ হুরাইরা (ﷺ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের আচরণ করে।' তিনি বললেন, "যদি তা-ই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ, এ কাজে তারা গোনাহগার হয়।) এবং তোমার সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অবিচল থাকবে।" *(মুসলিম, এটি৩২৩ নম্বরেও গত হয়েছে)* [২৬৩]

٧٧- بَابُ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ الشَّرْعِ وَالْاِنْتِصَارِ لِدِيْنَ اللهِ تَعَالَى

পরিচ্ছেদ - ৭৭ : শরীয়তের নির্দেশাবলী লংঘন করতে দেখলে ক্রোধান্বিত হওয়া এবং আল্লাহর দ্বীনের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الحج : ٣٠] ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (স্থান বা) বিধানসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, [محمد : ٧] ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ৭ আয়াত)*

١/٦٥٤. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ عُقْبَةَ بنِ عَمْرٍو البَدْرِي ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ! فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ؛ فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ ؛ فَإِنَّ مِنْ

[২৬৩] মুসলিম ২৫৫৮, আহমাদ ৭৯৩২, ২৭৪৯৯, ৯৯১৪

وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الحَاجَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৫৪। আবূ মাসঊদ উক্‌বাহ ইবনে আম্‌র বাদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বলল, 'অমুক ব্যক্তি লম্বা নামায পড়ায়, তার জন্য আমি ফজরের নামায থেকে পিছনে থাকি।' অতঃপর আমি নবী (ﷺ)-কে কোন ভাষণে সেদিনকার থেকে বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কিছু লোক লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে নামায পড়ায়। কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, শিশু এবং এমনও লোক রয়েছে যার কোন প্রয়োজন আছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৪]

٦٥٥/٢. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجهُهُ ، وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৫৫। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তা দেখলেন তখন ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি (অঙ্কণ বা নির্মাণ) করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৫]

٦٥٦/٣. وَعَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المَرأَةِ المَخزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى ؟! » ثُمَّ قامَ فَاخْتَطَبَ ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعتُ يَدَهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৫৬। আয়েশা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, যে মাখযূমী মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটি কুরায়েশদেরকে চিন্তান্বিত ক'রে তুলেছিল। সুতরাং তারা বলল, 'এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রিয় উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) ছাড়া আর কে সাহস করতে পারবে?' ফলে উসামাহ (রাঃ) তাঁর সাথে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ডবিধির ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছ?" অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের মধ্যে কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে শাস্তি প্রদান করত। আল্লাহর কসম! যদি

---

[২৬৪] সহীহুল বুখারী ৯০, ৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯, মুসলিম ৪৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৪৮, আহমাদ ২৭৪৪০, ১৬৬১৭, ২১৮৩৯, দারেমী ১২৫৯

[২৬৫] সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, ২৪৮, ২৫০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৭৩, ২৯৫, ২৯৬, ৩০১, ৩০২, ২০২৮, ২০২৯, ২০৩১, ২০৪৬, ২৪৭৯, ৫৯২৫, ৫৯৫৬, ৬১০৯, ৭৩৩৯, মুসলিম ৩১৬, ৩১৯, ৩২১, তিরমিযী ১৩২, ১৭৫৫, ২৪৬৮, নাসায়ী ২৩২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৭৫, আবূ দাউদ ৭৭, ২৪২, ২৪৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬, ৬৩২, ৬৩৬, আহমাদ ২৩৪৯৪, ম২৩৫৬১, ২৩৬৪০, মুওয়াত্তা মালিক ১০০, ১২৮, ১৩৫, ৬৯৩, দারেমী ৭৪৮, ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৫৮

মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৬]

٦٥٧/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأى نُخَامَةً فِي القِبلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ ؛ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : « إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبيْنَ القِبلَةِ ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ أحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ » ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ : « أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৬৫৭। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কিবলার (দিকের দেওয়ালে) থুথু দেখতে পেলেন এটা তাঁর প্রতি খুব ভারী মনে হল; এমনকি তাঁর চেহারায় সে চিহ্ন দেখা গেল। ফলে দাঁড়ালেন এবং তিনি তা নিজ হাত দ্বারা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে (ফিসফিস ক'রে কথা) বলে। আর তার প্রতিপালক তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বামে অথবা পদতলে ফেলে। অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি তার এক অংশকে আর এক অংশের সাথে রগড়ে দিয়ে বললেন, কিংবা এইরূপ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৬৭]

* বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলার নির্দেশ তখন পালনীয়, যখন নামায মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (মাটিতে) হবে। পক্ষান্তরে নামায মসজিদে হলে কাপড়ে (অথবা টিসুতেই) থুথু (শ্লেষ্মা ইত্যাদি) ফেলতে হবে।

٧٨- بَابُ أَمْرِ وُلَاةِ الْأَمْرِ بِالرِّفْقِ بِرِعَايَاهُمْ وَنَصِيحَتِهِمْ وَالشَّفْقَةِ عَلَيْهِمْ وَالنَّهْيِ عَنْ غَشِّهِمْ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِمْ وَإِهْمَالِ مَصَالِحِهِمْ وَالْغَفْلَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائِجِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ৭৮ : প্রজাদের সাথে শাসকদের কোমল ব্যবহার করা, তাদের মঙ্গল কামনা করা, তাদের প্রতি স্নেহপরবশ হওয়ার আদেশ এবং প্রজাদেরকে ধোঁকা দেওয়া, তাদের প্রতি কঠোর হওয়া, তাদের স্বার্থ উপেক্ষা করা, তাদের ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء : ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমার অনুসারী বিশ্বাসীদের প্রতি তুমি সদয় হও। *(সূরা শুআরা ২১৫ আয়াত)*

---

[২৬৬] সহীহুল বুখারী ৩৪৭৫, ২৬৪৮, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী ১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭, ৪৮৯৮, ৪৮৯৯, ৪৯০০, ৪৯০১, ৪৯০২, ৪৯০৩, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, ২৪৭৬৯, দারেমী ২৩০২

[২৬৭] সহীহুল বুখারী ৪০৫, ২৪১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৭, ৫৩১, ৫৩২, ৮২২, ১২১৪, মুসলিম ৪৯৩, নাসায়ী ৩০৮, ৭২৮, আবূ দাউদ ৪৬০, ইবনু মাজাহ ৭৬২, ২০২৪, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৯৮, ১২৫৪৭, ১২৫৭৯, ১২৬৫৩, ১২৮০৪, ১৩৪২৪, ১৩৪৭৭, ১৩৫৩৬, ১৩৬৮৫, দারেমী ৪১৩৯৬

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহ্‌ল ৯০ আয়াত)*

٦٥٨/٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، يَقُولُ : « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإمَامُ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مال سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৫৮। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৮]

٦٥٩/٦. وَعَنْ أَبِي يَعلَى مَعْقِل بنِ يَسارٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللّٰهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إلاَّ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ». متفقٌ عليه

وَفِي رِوَايَةٍ : « فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : « مَا مِنْ أميرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَ ، ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ».

২/৬৫৯। আবূ য়্যা'লা মা'ক্বিল ইবনে য়্যাসার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক'রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৯]

---

[২৬৮] সহীহুল বুখারী ২৫৫৮, ৮৯৩, ২৪০৯, ২৫৫৪, ২৭৫১, ৫১৮৮, ৫২০০, ৭১৩৮, মুসলিম ১৮২৯, তিরমিযী ১৭০৫, আবূ দাউদ ২৯২৮, আহমাদ ৪৪৮১, ৫১৪৮, ৫৮৩৫, ৫৮৬৭, ৫৯৯০

[২৬৯] সহীহুল বুখারী ৭১৫০, ৭১৫১, মুসলিম ১৪২, আহমাদ ১৯৭৭৮, ১৯৮০৪, দারেমী ২৭৯৬

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশুনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

٦٦٠/٧. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَت : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ فِي بَيْـتِي هَـذَا : « اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ ، فَارفُقْ بِهِ ». رواه مسلم

৩/৬৬০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি, "হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" *(মুসলিম)* [২৭০]

٦٦١/٨. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَانَتْ بَنُو إسرَائِيـلَ تَـسُوسُهُم الأَنبِيَـاء ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فَيَكثُرُونَ»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : « أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، وَاسْأَلُوا اللهَ الَّذِي لَـكُمْ ، فَإنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ». متفقٌ عليه

৪/৬৬১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন, তখনই অন্য আর এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফা হবে।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেন, "যার নিকট প্রথমে বায়আত করবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বায়আত করবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭১]

٦٦٢/٩. وَعَن عَائِذِ بنِ عَمرٍو ﷺ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَيْ بُنَيَّ ، إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ » فإيَّاكَ أن تَـكُونَ مِنْهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৬৬২। আয়েয ইবনে আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, 'হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।" সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭২]

---

[২৭০] মুসলিম ১৮২৮, আহমাদ ২৩৮১৬, ২৪১০১, ২৫৬৬৭, ২৫৬৮০, ২৫৭০৫

[২৭১] সহীহুল বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ১৮৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৭১, আহমাদ ৭৯০০

[২৭২] মুসলিম ১৮৩০, আহমাদ ২০১১৪

١٠/٦٦٣. وَعَن أَبِي مَريَمَ الأَزدِيِّ ﷺ : أنّه قَالَ لِمُعَاوِيَةَ ﷺ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ وَلاَّهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ أُمُورِ المُسْلِمِينَ ، فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ ، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلاً عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ . رواه أَبُو داود والترمذي

৬/৬৬৩। আবূ মারয়্যাম আযদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মুসলমিদের কোন (রাজ) কার্যে নিযুক্ত করলেন, অতঃপর সে তাদের অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন ও অনটন থেকে অদৃশ্য থাকবেন।" (তা পূরণ করবেন না।) *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* [২৭৩]

٧٩- بَابُ الْوَالِي الْعَادِلِ

পরিচ্ছেদ - ৭৯ : ন্যায়পরায়ণ শাসকের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ [النحل : ٩٠]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন---। *(সূরা নাহ্ল ৯০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات : ٩]

অর্থাৎ, সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৩৮১ আয়াত)*

١/٦٦٤. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : إمَامٌ عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَةِ الله – عز وجل – ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إنِّي أخَافُ الله ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

১/৬৬৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-

[২৭৩] তিরমিযী ১৩৩২, আহমাদ ১৭৫৭২, আবূ দাউদ ২৯৪৮

মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭৪]

٦٦٥/٢. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَـاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَـا ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ: الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وأَهْلِيْهِم وَمَا وَلُوْا ». رواه مسلم

২/৬৬৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ নিশ্চয় ন্যায় বিচারকরা আল্লাহর নিকট জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। যারা তাদের বিচারে এবং তাদের গৃহবাসীদের মধ্যে ও যে সমস্ত কাজে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে, তাতে তারা ইনসাফ করে" *(মুসলিম)* [২৭৫]

٦٦٦/٣. وَعَن عَوفِ بنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « خِيَـارُ أَئِمَّـتِكُمُ الَّذِيـنَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَـيْهِمْ وَيُـصَلُّونَ عَلَـيْكُمْ . وشِرَارُ أَئِمَّـتِكُم الَّذِيـنَ تُبْغِـضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ! » ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أفَلاَ نُنَابِذُهُم ؟ قَـالَ : «لاَ، مَـا أَقَامُوا فِيْكُـمُ الصَّلاَةَ . لاَ ، مَا أَقَامُوا فِيكُـمُ الصَّلاَةَ ». رواه مسلم

৩/৬৬৬। আওফ ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।" (বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না?' তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে।" *(মুসলিম)* [২৭৬]

٦٦٧/٤. وَعَن عِيَاضِ بن حِمَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « أَهلُ الجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ : ذُو سُلطَانٍ مُقْسِطٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى ومُسْلِمٍ ، وعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ». رواه مسلم

৪/৬৬৭। ইয়ায ইবনে হিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "জান্নাতী তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকে। *(মুসলিম)* [২৭৭]

---

[২৭৪] সহীহুল বুখারী ৬৬০, ১৪২৩, ৬৪৭৯, ৬৮০৬, মুসলিম ১০৩১, তিরমিযী ২৩৯১, নাসায়ী ৫৩৮০, আহমাদ ৯৩৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৭

[২৭৫] মুসলিম ১৮২৭, নাসায়ী ৫৩৭৯, আহমাদ ৬৪৪৯, ৬৪৫৬, ৬৮৫৮

[২৭৬] মুসলিম ১৮৫৫, আহমাদ ২৩৪৬১, ২৩৪৭৯, দারেমী ২৭৯৭

[২৭৭] মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪

٨٠- بَابُ وُجُوْبِ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ فِيْ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَّتَحْرِيْمِ طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةِ

পরিচ্ছেদ - ৮০ : বৈধ কাজে শাসকবৃন্দের আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং অবৈধ কাজে তাদের আনুগত্য করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও ও তোমাদের নেতৃবর্গের। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

١/٦٦٨. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৬৮। ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, "মুসলিমের জন্য (তার শাসকদের) কথা শোনা ও মানা ফরয, তাকে সে কথা পছন্দ লাগুক অথবা অপছন্দ লাগুক; যতক্ষণ না তাকে পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যখন তাকে পাপকাজের আদেশ দেওয়া হবে তখন তার কথা শোনা ও মানা ফরয নয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭৮]

٢/٦٦٩. وَعَنهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمعِ والطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৬৯। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাঁর কথা শোনার ও আনুগত্য করার উপর বায়আত করছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "যাতে তোমাদের সাধ্য রয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৭৯]

٣/٦٧٠. وَعَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلجَمَاعَةِ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

৩/৬৭০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি (বৈধ কাজে শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি (রাষ্ট্রনেতার

---

[২৭৮] সহীহুল বুখারী ২৯৫৫, ৭১৪৪, মুসলিম ১৮৩৯, ২৭৩৫, তিরমিযী ১৭০৭, আবূ দাউদ ২৬২৬, ইবনু মাজাহ ২৮৬৪, আহমাদ ৪৬৫৪, ৬২৪২

[২৭৯] সহীহুল বুখারী ৭২০২, মুসলিম ১৮৬৭, তিরমিযী ১৫৯৩, নাসায়ী ৪১৮৭, ৪১৮৮, আবূ দাউদ ২৯৪০, আহমাদ ৪৫৫১, ৫২৬০, ৫৫০৬, ৫৭৩৭, ৬২০৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪১

হাতে) বায়আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।"

এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, "যে (রাষ্ট্রীয়) জামাআত ত্যাগ ক'রে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।" *(মুসলিম)* [২৮০]

٦٧١/٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اِسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإنِ استُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، كَأَنَّ رأْسَهُ زَبِيبَةٌ ». رواه البخاري

৪/৬৭১। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "(শাসকদের) কথা শোনো এবং (তাদের) আনুগত্য কর; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো ক্রীতদাসকে (নেতা) নিযুক্ত করা হয়; যেন তার মাথাটা কিশমিশ। (অর্থাৎ, কিশমিশের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বিশ্রী তবুও)!" *(বুখারী)* [২৮১]

٦٧٢/٥. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ». رواه مسلم

৫/৬৭২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমার প্রতি দুঃখে-সুখে, হর্ষে-বিষাদে এবং তোমার উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেওয়ার সময়ে (শাসকের) কথা শোনা ও (তার) আনুগত্য করা ফরয।" *(মুসলিম)* [২৮২]

٦٧٣/٦. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ يُصلِحُ خِبَاءَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ ، إذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ : الصَّلاَةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « إنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إلاَّ كَانَ حَقّاً عَلَيْهِ أنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُم شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ . وَإنَّ أُمَّتَكُمْ هذهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أوَّلِهَا ، وَسَيُصيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، وَتَجِيءُ فِتنَةٌ يُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَتَجِيءُ الفتنَةُ فَيقُولُ المُؤْمِنُ : هذه مُهلكتِي ، ثُمَّ تنكشفُ ، وتجيء الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ : هذِهِ هذِهِ . فَمَنْ أحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ منيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. وَمَنْ بَايَعَ إمَاماً فَأعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعْهُ إنِ استَطَاعَ ، فإنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ ». رواه مسلم

৬/৬৭৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বলেন আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর (বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, "নামাযের জন্য জমায়েত

[২৮০] মুসলিম ১৮৫১, আহমাদ ৫৩৬৩, ৫৫২৬, ৫৬৪৩, ৫৬৮৫, ৫৮৬৩, ৬০১২, ৬১৩১, ৬৩৮৭

[২৮১] সহীহুল বুখারী ৬৯৩, ৬৯৬, ৭১৪২, ইবনু মাজাহ ২৮৬০, আহমাদ ১১৭২৬, ১২৩৪১

[২৮২] সহীহুল বুখারী ১৮৩৬, নাসায়ী ৪১৫৫, আহমাদ ৮৭৩০

হও।" সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটি হাল্কা ক'রে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে, তখন মু'মিন বলবে, 'এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)।' অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়আত করে, সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার (প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসলিম)* [২৮৩]

٦٧٤/٧. وَعَن أَبِي هُنَيْدَةَ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ، قَالَ : سَأَلَ سَلَمَةُ بن يَزِيدَ الجُعفِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ الله ، أَرَأَيتَ إنْ قامَت عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسأَلُونَا حَقَّهُم ، وَيمْنَعُونَا حَقَّنَا ، فَمَا تَأمُرُنَا ؟ فَأعْرَضَ عَنـهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فإنَّمَا عَلَيهِمْ مَا حُمِّلُوا ، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ** ». رواه مسلم

৭/৬৭৪। আবূ হুনাইদা ওয়াইল ইবনে হুজ্র (রাঃ) বলেন, সালামাহ ইবনে য়্যাযীদ জু'ফী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর নবী! আপনি বলুন, যদি আমাদের উপর (অসৎ) শাসক নিযুক্ত হয় এবং আমাদের কাছে তাদের অধিকার চায় ও আমাদেরকে আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে। অতএব এ ব্যাপারে আপনি কী নির্দেশ দেন?' তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তোমরা (তাদের) কথা শুনো এবং (তাদের) আনুগত্য করো। কারণ তাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তাদের উপর চাপানো হয়েছে (অর্থাৎ সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা) এবং তোমাদের দায়িত্বে তা রয়েছে, যা তোমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে (অর্থাৎ নেতা ও শাসকের আনুগত্য)।" *(মুসলিম)* [২৮৪]

٦٧٥/٨. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا !** » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تَأمُرُ مَنْ أدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ قَالَ : « **تُؤَدُّونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[২৮৩] মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, ৬৭৭৬

[২৮৪] মুসলিম ১৮৪৬, তিরমিযী ২১৯৯

৮/৬৭৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমার পর স্বেচ্ছাচারী শাসন হবে এবং অন্যান্য (আপত্তিকর) ব্যাপার সকল প্রকাশ পাবে, যা তোমরা অপছন্দ করবে।" সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যে এ যুগ পাবে, তাকে আপনি কী আদেশ দিচ্ছেন।' তিনি বললেন, "তোমাদের প্রতি যে হক রয়েছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে হক (শাসকের উপর রয়েছে), তা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৮৫]

٩/٦٧٦. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي». متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৬৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য করল, সে (আসলে) আমার আনুগত্য করল এবং যে নেতার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আমার অবাধ্যতা করল।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৮৬]

١٠/٦٧٧. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانِ شِبْراً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». متفقٌ عَلَيْهِ

১০/৬৭৭। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার নেতার কোন কাজ অপছন্দ করবে, তার উচিত হবে (তার উপর) ধৈর্য ধারণ করা। কারণ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও শাসকের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৮৭]

١١/٦٧٨. وَعَن أَبِي بَكرَةَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ السُّلطَانَ أَهَانَهُ اللهُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

১১/৬৭৮। আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি বাদশাহকে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন।" *(তিরমিযী, হাসান)* [২৮৮]

এ মর্মে আরো সহীহ হাদীস বিদ্যমান। কিছু হাদীস বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে।

[২৮৫] সহীহুল বুখারী ৩৬০৩, মুসলিম ১৮৪৩, তিরমিযী ২১৯০, আহমাদ ৩৬৩৩, ২৭২০৭, ৪০৫৬, ৪১১৬

[২৮৬] সহীহুল বুখারী ২৯৫৭, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, ইবনু মাজাহ ৩, ২৮৫৯, আহমাদ ৭২৯০, ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৫১১, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৬৯৬, ৯৭৩৯, ১০২৫৯

[২৮৭] সহীহুল বুখারী ৭০৫৩, ৭০৫৪, ৭১৪৩, মুসলিম ১৮৪৯, আহমাদ ২৪৮৩, ২৬৯৭, ২৫১৯, দারেমী ২৫১৯

[২৮৮] তিরমিযী ২২২৪, আহমাদ ১৯৯২০, ১৯৯৮২

٨١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُؤَالِ الْإِمَارَةِ وَاخْتِيَارِ تَرْكِ الْوَلَايَاتِ إِذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَوْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৮১ : পদ চাওয়া নিষেধ এবং রাষ্ট্রীয় পদ পরিহার করাই উত্তম; যদি সেই একমাত্র তার যোগ্য অথবা তার নিযুক্ত হওয়া জরুরী না হয়

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(সূরা ক্বাসাস ৮৩ আয়াত)*

٦٧٩/١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا عَبْدَ الرَّحمَانِ بنَ سَمُرَةَ ، لاَ تَسْأَلِ الإمَارَةَ ؛ فَإنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৭৯। আবূ সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, "হে আব্দুর রহমান বিন সামুরাহ! তুমি সরকারী পদ চেয়ো না। কারণ তুমি যদি তা না চেয়ে পাও, তাহলে তাতে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যদি তুমি তা চাওয়ার কারণে পাও, তাহলে তা তোমাকে সঁপে দেওয়া হবে। (এবং তাতে আল্লাহর সাহায্য পাবে না।) আর যখন তুমি কোন কথার উপর কসম খাবে, অতঃপর তা থেকে অন্য কাজ উত্তম মনে করবে, তখন উত্তম কাজটা কর এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে দাও।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৮৯]

٦٨٠/٢. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفاً ، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي . لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ ». رواه مسلم

২/৬৮০। আবূ যার্র (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, "হে আবূ যার্র! আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি এবং আমি তোমার জন্য তাই ভালবাসি, যা আমি নিজের জন্য ভালবাসি। (সুতরাং) তুমি অবশ্যই দু'জনের নেতা হয়ো না এবং এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়ক হয়ো না।" *(মুসলিম)* [২৯০]

٦٨١/٣. وَعَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ألا تَسْتَعْمِلُنِي ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ، ثُمَّ قَالَ : « يَا

---

[২৮৯] সহীহুল বুখারী ৭১৪৬, ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী ১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, ৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৫, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০০১৫, দারেমী ২৩৪৬

[২৯০] মুসলিম ১৮২৬, ১৮২৫, আহমাদ ২১০০২

أَبَا ذَرٍّ ، إنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ». رواه مسلم

৩/৬৮১। সাবেক রাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে (কোন স্থানের সরকারী) কর্মচারী কেন নিযুক্ত করছেন না?' তিনি নিজ হাত আমার কাঁধের উপর মেরে বললেন, "হে আবূ যার্র! তুমি দুর্বল এবং (এ পদ) আমানত ও এটা কিয়ামতের দিন অপমান ও অনুতাপের কারণ হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তা হকের সাথে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) গ্রহণ করল এবং নিজ দায়িত্ব (যথাযথভাবে) পালন করল (তার জন্য এ পদ লজ্জা ও অনুতাপের কারণ নয়)।" *(মুসলিম)* [২৯১]

٤/٦٨٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه البخاري

৪/৬৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা অতি সত্বর নেতৃত্বের লোভ করবে। (কিন্তু স্মরণ রাখো) এটি কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। *(বুখারী)* [২৯২]

٨٢- بَابُ حَثِّ السُّلْطَانِ وَالْقَاضِيْ وَغَيْرِهِمَا مِنْ وُلَاةِ الْأُمُوْرِ عَلَى اِتِّخَاذِ وَزِيْرٍ صَالِحٍ وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوْءِ وَالْقُبُوْلِ مِنْهُمْ

পরিচ্ছেদ - ৮২ : বাদশাহ, বিচারক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে সৎ মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযুক্ত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গী থেকে ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে ভীতি-প্রদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف : ٦٧]

অর্থাৎ, বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়। *(সূরা যুখরুফ ৬৭ আয়াত)*

٥/٦٨٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ». رواه البخاري

১/৬৮৩। আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ যখনই কোন নবী প্রেরণ করেন এবং কোন খলীফা নির্বাচিত করেন, তখনই তাঁর জন্য দু'জন সঙ্গী নিযুক্ত ক'রে দেন। একজন সঙ্গী তাঁকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে।

[২৯১] মুসলিম ১৮২৫, ১৮২৬, আহমাদ ২১০০২

[২৯২] সহীহুল বুখারী ৭১৪৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬

আর দ্বিতীয়জন সঙ্গী তাঁকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং তার প্রতি উৎসাহিত করে। আর রক্ষা পান কেবলমাত্র তিনিই, যাকে আল্লাহ রক্ষা করেন।” *(বুখারী)* [২৯৩]

٦/٦٨٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْراً ، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدقٍ ، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ ، وَإنْ ذَكَرَ أعَانَهُ ، وَإذَا أرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ ، إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ». رواه أبُو داود بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم

২/৬৮৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন আল্লাহ কোন শাসকের মঙ্গল চান, তখন তিনি তার জন্য সত্যনিষ্ঠ (শুভাকাঙ্ক্ষী) একজন মন্ত্রী নিযুক্ত ক'রে দেন। শাসক (কোন কথা) ভুলে গেলে সে তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে। আর যখন আল্লাহ তার অন্য কিছু (অমঙ্গল) চান, তখন তার জন্য মন্দ মন্ত্রী নিযুক্ত ক'রে দেন। শাসক বিস্মৃত হলে সে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় না এবং স্মরণ থাকলে তার সাহায্য করে না।” *(আবূ দাউদ উত্তম সূত্রে মুসলিমের শর্তে)* [২৯৪]

٨٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَوَلِّيَةِ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَلَايَاتِ لِمَنْ سَأَلَهَا أَوْ حَرَصَ عَلَيْهَا فَعَرَّضَ بِهَا

পরিচ্ছেদ - ৮৩ : যে ব্যক্তি নেতা, বিচারক অথবা অন্যান্য সরকারী পদ চাইবে অথবা পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে অথবা তার জন্য ইঙ্গিত করবে তাকে পদ দেওয়া নিষেধ

١/٦٨٥. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ أحَدُهُمَا : يَا رَسُولَ اللهِ! أمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ – عز وجل – ، وَقَالَ الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أحَداً سَألَهُ ، أَوْ أحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৮৫। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন যে, আমি এবং আমার চাচাতো দু'ভাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম। সে দু'জনের মধ্যে একজন বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আপনাকে যে সব শাসন-ক্ষমতা দান করেছেন, তার মধ্যে কিছু (এলাকার) শাসনভার আমাকে প্রদান করুন।’ দ্বিতীয়জনও একই কথা বলল। উত্তরে তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম! যে সরকারী পদ চেয়ে নেয় অথবা তার প্রতি লোভ রাখে, তাকে অবশ্যই আমরা এ কাজ দিই না।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৫]

---

[২৯৩] সহীহুল বুখারী ৭১৯৮, নাসায়ী ৪২১১, ৫৩৮৫, আহমাদ ৯৪৯৯, ৯৮০৬

[২৯৪] আবূ দাউদ ২৯৩২, নাসায়ী ৪২০২

[২৯৫] সহীহুল বুখারী ৭১৪৯, ২২৬১, ৬৯২৩, ৭১৫৬, ৭১৫৭, নাসায়ী ৪, ৫৩৮২, আবূ দাউদ ২৯৩০, ৩০৭৯, ৪৩৫৪, আহমাদ ১৯০১৪, ১৯১৬৭, ১৯১৮৮, ১৯২৩৮

Contents

كِتَابُ الْأَدَب

অধ্যায় : ১ : শিষ্টাচার

٨٤- بَابُ الْحَيَاءِ وَفَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَى التَّخَلُّقِ بِهِ

পরিচ্ছেদ - ৮৪ : লজ্জাশীলতা ও তার মাহাত্ম্য এবং এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٦٨٦/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « دَعْهُ ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৮৬। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক আনসার ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যিনি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৬]

٦٨٧/٢. وَعَنْ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إلاَّ بِخَيْرٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : « اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ». أَوْ قَالَ : « الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ ».

২/৬৮৭। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "লজ্জা মঙ্গলই বয়ে আনে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৭]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "লজ্জার সবটুকু মঙ্গলই মঙ্গল।"

(বিঃদ্রঃ কিন্তু গুপ্ত সমস্যায় শরীয়তের সমাধান জানার ব্যাপারে লজ্জা করা ঠিক নয়।)

٦٨٨/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৮৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাট অপেক্ষা কিছু বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৮]

---

[২৯৬] সহীহুল বুখারী ২৪, ৬১১৮, মুসলিম ৩৬, তিরমিযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৫, আহমাদ ৪৫৪০, ৫১৬১, ৬৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭৯

[২৯৭] সহীহুল বুখারী ৬১১৭, মুসলিম ৩৭, আবূ দাউদ ৪৭৯৬, আহমাদ ১৯৩১৬, ১৯৩২৯, ১৯৪০৪, ১৯৪৫৫, ১৯৪৭০, ১৯৪৯৭, ১৯৫০৬

[২৯৮] সহীহুল বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪, ৫০০৫, ৫০০৬, আবূ দাউদ ৪৬৭৬, ইবনু মাজাহ ৫৭, আহমাদ ৮৭০৭, ৯০৯৭, ৯৪১৭, ৯৪৫৫, ১০১৩৪

* কষ্টদায়ক জিনিস যেমন, ঢেলা, পাথর, পোড়া কয়লা, ভাঙ্গা কাঁচ, কাঁটা, গাছের ডাল, নোংরা জিনিস ইত্যাদি, যাতে পথিক কষ্ট পায়।

٦٨٩/٤. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৬৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৯৯]

উলামাগণ বলেন, 'লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা নোংরা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

আবুল কাসেম জুনাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'লজ্জাশীলতা হল, নিয়ামত লক্ষ্য করা এবং সেই সাথে (তার কৃতজ্ঞতায়) ত্রুটি লক্ষ্য করা। এই দুয়ের মাঝে যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তাকেই লজ্জা বলা হয়।'

٨٥- بَابُ حِفْظِ السِّرِّ

পরিচ্ছেদ - ৮৫ : গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الإسراء: ٣٤] ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

٦٩٠/١. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا** » رواه مسلم

১/৬৯০। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)* [৩০০]

٦٩١/٢. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عُمَرَ ﷺ حِيْنَ تأَيَّمَتْ بِنْتُهُ حَفْصَةُ ، قَالَ : لَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﷺ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقُلْتُ : إنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؟ قَالَ: سأَنْظُرُ فِي أمْرِي . فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أنْ لاَ أَتزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ﷺ ، فَقُلْتُ : إنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمتَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً

---

[২৯৯] সহীহুল বুখারী ৩৫৬২, ৬১০২, ৬১১৯, মুসলিম ২৩২০, ইবনু মাজাহ ৪১৮০, আহমাদ ১১২৮৬, ১১৩৩৯, ১১৪২৩, ১১৪৫২, ১১৪৬৪

[৩০০] মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০, আহমাদ ১১২৫৮

! فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثَ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ. فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ النبِيَّ ﷺ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَقَبِلْتُهَا . رواه البخاري

২/৬৯১। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন উমার (রাঃ)-এর কন্যা হাফসা (রাঃ) বিধবা হয়ে গেলেন, তখন তিনি বললেন যে, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং হাফসাকে বিবাহ করার জন্য দরখাস্ত দিয়ে তাঁকে বললাম, 'আপনি ইচ্ছা করলে আপনার বিবাহ আমি উমারের কন্যা হাফসার সাথে দিয়ে দিচ্ছি?' তিনি বললেন, 'আমি আমার (এ) ব্যাপারে বিবেচনা করব।' সুতরাং আমি কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'আমার এখন বিয়ে না করাটাই ভাল মনে করছি।' (উমার বলেন,) অতঃপর আমি আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর সাথে দেখা ক'রে বললাম, 'যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি আপনার বিবাহ হাফসার সাথে দিয়ে দিই।' আবূ বাক্‌র চুপ থাকলেন এবং কোন উত্তর দিলেন না। সুতরাং আমি উসমান অপেক্ষা তাঁর প্রতি বেশী দুঃখিত হলাম। তারপর কয়েকটি রাত্রি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর নবী (ﷺ) স্বয়ং তাকে বিবাহের পায়গাম দিলেন। ফলে আমি হাফসার বিবাহ তাঁর সাথেই দিয়ে দিলাম। তারপর আবূ বাক্‌র আমার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বললেন, 'আপনি আমাকে হাফসাকে বিবাহ করার দরখাস্ত দিয়েছিলেন এবং আমি কোন উত্তর দিইনি। সেজন্য হয়তো আপনি আমার উপর দুঃখিত হয়েছেন? আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'আমার আপনাকে উত্তর না দেওয়ার কারণ এই ছিল যে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাফসাকে বিবাহ করার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। **সুতরাং আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না।** যদি নবী (ﷺ) হাফসাকে বর্জন করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে গ্রহণ করতাম।' *(বুখারী)* [৩০১]

٣/٦٩٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا تَمْشِي ، مَا تُخْطِئُ مِشيَتُهَا مِنْ مِشيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا ، وَقَالَ : **«مَرْحَباً بِابْنَتِي»** ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيداً ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا ، سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ لَهَا : خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا : مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ : مَا كُنْتُ لأُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ : عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ ، لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ ، أَمَّا حِيْنَ سَارَّنِي فِي المَرَّةِ الأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ

[৩০১] সহীহুল বুখারী ৪০০৫, ৫১২২, ৫১২৫, ৫১৪৫, নাসায়ী ৩২৪৮, ৩২৫৯, আহমাদ ৭৫, ৪৭৯২

يُعَارِضُهُ القُرآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنِّي لا أُرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ، فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ ، فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ ، فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ : « يَا فَاطِمَةُ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الأُمَّةِ ؟ » فَضَحِكتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

৩/৬৯২। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'আমার কন্যার শুভাগমন হোক।' অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতেমাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, **'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।'** অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করলে আমি ফাতেমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই।' আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল عليه السلام প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) ক'রে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতেমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে।' *(বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের)* [৩০২]

٤/٦٩٣. وَعَن ثَابِتٍ ، عَن أَنَسٍ رضي الله عنه ، قَالَ : أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي . فَلَمَّا جِئْتُ ، قَالَتْ : مَا حَبَسَكَ ؟ فَقُلْتُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ : مَا حَاجَتُهُ ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا سِرٌّ . قَالَتْ : لاَ تُخْبِرَنَّ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَداً، قَالَ أَنَسٌ : وَاللهِ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَداً لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ . رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصراً.

[৩০২] সহীহুল বুখারী ৩৬২৪, ৩৬২৬, ৩৭১৬, ৪৪৩৪,৬২৮৫, মুসলিম ২৪৫০, তিরমিযী ৩৮৭২, ইবনু মাজাহ ১৬২১, আহমাদ ২৩৯৬২, ২৫৫০১, ২৫৮৭৫

৪/৬৯৩। সাবেত হতে বর্ণিত, আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নিকট এলেন যখন আমি বালকদের সাথে খেলা করছিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে সালাম দিয়ে আমাকে কোন কাজে পাঠালেন। সুতরাং আমার মায়ের নিকট আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। তারপর যখন আমি (বাড়ি) এলাম, তখন মা বললেন, 'কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল?' আমি বললাম, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন।' মা বললেন, 'তাঁর কী প্রয়োজন ছিল?' **আমি বললাম, 'সেটা তো ভেদের কথা।' তিনি বললেন, 'তুমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভেদ খবরদার (কাউকে) বলবে না।'** আনাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর কসম! যদি আমি (এ ভেদ) কাউকে বলতাম, তাহলে তোমাকে বলতাম হে সাবেত!' *(মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে)* [৩০৩]

٨٦- بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَإِنْجَازِ الْوَعْدِ

পরিচ্ছেদ - ৮৬ : চুক্তি পূরণ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অঙ্গীকার পালন করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الإسراء: ٣٤] ﴿ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, [النحل : ٩١] ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। *(সূরা নাহ্‌ল ৯১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, [المائدة : ١] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মাইদাহ ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ্‌ফ ২-৩ আয়াত)*

١/٦٩٤. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ». متفقٌ عَلَيْهِ .

زَادَ في رِوَايةٍ لمسلم : « وإنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ».

১/৬৯৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি

[৩০৩] সহীহুল বুখারী ৬২৮৯, মুসলিম ২৪৮২, আহমাদ ১১৬৪৯, ১২৩৭৩, ১২৬০৯, ১২৮৮০, ১২৯৬০, ১৩০৫৭, ১৩২৪২

(১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৪]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।"

٦٩٥/٢. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৯৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফেক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৫]

٦٩٦/٣. وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : « لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهكَذَا وَهكَذَا » فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَينِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ لَهُ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِئَةٍ ، فَقَالَ لِي : خُذْ مِثْلَيْهَا . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৬৯৬। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী (ﷺ) আমাকে বললেন, "বাহরাইন থেকে মাল এলে তোমাকে এতটা, এতটা এবং এতটা দেব।" অতঃপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী (ﷺ) মারা গেলেন। তারপর বাহরাইনের মাল এসে গেলে আবূ বাক্‌র (রাঃ) ঘোষণা করলেন, 'যার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রাপ্য কোন প্রতিশ্রুতি অথবা ঋণ আছে, সে আমার নিকট আসুক।' (ঘোষণা শুনে) আমি (জাবের) তাঁকে বললাম যে, 'নবী (ﷺ) আমাকে এতটা মাল দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন।' অতঃপর তিনি আঁজলা ভরে আমাকে দিলেন। আমি তা গুণে পাঁচশ' পেলাম। তারপর তিনি বললেন, 'এর দ্বিগুণ আরো নাও।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৬]

---

[৩০৪] সহীহুল বুখারী ৩৩, ২৬৮২, ২৭৪৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০

[৩০৫] সহীহুল বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৪৯, ৬০৯৫, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫-৬৮৪০

[৩০৬] সহীহুল বুখারী ২২৯৬, ২৫৯৮, ২৬৮৩, ৩১৩৭, ৩১৬৫, ৪৩৮৩, মুসলিম ২৩১৪

٨٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ مَا اِعْتَادَهُ مِنَ الْخَيْرِ

পরিচ্ছেদ ৮৭: সদাচার অব্যাহত রাখার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [الرعد : ١١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। *(সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً ﴾ [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। *(সূরা নাহ্‌ল ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

٦٩٧/١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا عَبْدَ اللهِ ! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৯৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাকে বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না, যে রাত্রে উঠে ইবাদত করত, অতঃপর সে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায ছেড়ে দিয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৭]

٨٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ طِيْبِ الْكَلَامِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

পরিচ্ছেদ - ৮৮ : মিষ্টি কথা বলা এবং হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران : ١٥٩]

---

[৩০৭] সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯, ২৪০০-২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭৯১, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতে তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

٦٩٨/١. وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৬৯৮। আদী ইবনে হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি আধখানা খেজুর দান করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পার তবুও বাঁচ। যদি কোন ব্যক্তি এটাও না পায়, তাহলে সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩০৮]

٦٩٩/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৬৯৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ভাল কথা বলাও সাদকাহ। *(বুখারী ও মুসলিম, বিস্তারিত হাদীস পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।)* [৩০৯]

٧٠٠/٣. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخَاكَ بوَجْهٍ طَلْقٍ». رواه مسلم

৩/৭০০। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "তুমি কোন ভাল কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" *(মুসলিম)* (অর্থাৎ, মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও একটি ভালো কাজ।) [৩১০]

٨٩- اِسْتِحْبَابِ بَيَانِ الْكَلاَمِ وَإِيْضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ وَتَكْرِيْرِهِ لِيَفْهَمَ إِذَا لَمْ يَفْهَمْ إِلاَّ بِذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ৮৯ : কথা স্পষ্ট করে বলা এবং সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝতে না পারলে একটি কথাকে বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা উত্তম

٧٠١/١. عَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أعَادَهَا ثَلاَثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً . رواه البخاري

১/৭০১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কথা বুঝাবার জন্য তিনবার ক'রে বলতেন এবং কোন সম্প্রদায়ের নিকট এলে তিনবার সালাম দিতেন। *(বুখারী)* [৩১১]

---

[৩০৮] সহীহুল বুখারী ৬০২৩, ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬৫৩৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২, মুসলিম ১০১৬, নাসায়ী ২৫৫২, ২৫৫৩, আহমাদ ১৭৭৮২

[৩০৯] সহীহুল বুখারী ২৯৮৯, ২৭০৭, ২৮৯১, মুসলিম ১০০৯, আহমাদ ২৭৪০০, ৮১৫৪

[৩১০] মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯

[৩১১] সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, ৬২৪৪, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫

** (কথা জটিল হলে প্রয়োজনে তিনবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন। আর সভা বড় হলে অথবা কতক মানুষ শুনতে না পেলে অথবা প্রবেশ-অনুমতি নিতে হলে তিনবার সালাম দিতেন।)*

٢/٧٠٢. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلاماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ . رواه أَبُو داود

২/৭০২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা স্পষ্ট ছিল, সব শ্রোতাই তা বুঝে ফেলত।' *(আবূ দাউদ)* [৩১২]

٩٠- إِصْغَاءِ الْجَلِيْسِ لِحَدِيْثِ جَلِيْسِهِ الَّذِيْ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَّاسْتِنْصَاتِ الْعَالِمِ وَالْوَاعِظِ حَاضِرِيْ مَجْلِسِهِ

পরিচ্ছেদ - ৯০ : সঙ্গীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনা, আলেম ও বক্তার সভায় সমবেত জনগণকে চুপ থাকতে অনুরোধ করা

١/٧٠٣. عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : « اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭০৩। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিদায় হজ্জে আমাকে বললেন, "সমবেত জনগণকে চুপ করতে বল।" তারপর বললেন, "আমার পর তোমরা কাফের হয়ে ফিরো না যে, একে অন্যের গর্দান কর্তনে প্রবৃত্ত হবে।" (অর্থাৎ, নিজেদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানিতে জড়িয়ে পড়ো না)। *(বুখারী-মুসলিম)* [৩১৩]

٩١- الْوَعْظُ وَالْاِقْتِصَادُ فِيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৯১ : ওয়ায-নসীহত এবং তাতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন, [النحل: ١٢٥] ﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহ্‌ল ১২৫ আয়াত)*

١/٧٠٤. وَعَن أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابنُ مَسْعُودٍ ، يُذَكِّرُنَا فِي كُلِّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ

[৩১২] আবূ দাউদ ৪৮৩৯, তিরমিযী ৩৬৩৯

[৩১৩] সহীহুল বুখারী ১২১, ৪৪০৫, ৬৮৬৯, ৭০৮০, মুসলিম ৬৫, নাসায়ী ৪১৩১, ইবনু মাজাহ ৩৯৪২, আহমাদ ১৮৬৮৬, ১৮৭৩২, ১৮৭৭৪, দারেমী ১৯২১

: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمانِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭০৪। আবূ ওয়ায়েল শাক্বীক্ব ইবনে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)।' তিনি বললেন, 'স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।' (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৪]

٢/٧٠٥. وَعَنْ أَبِي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ :

«إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقهِهِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الخُطْبَةَ ». رواه مسلم

২/৭০৫। আবুল ইয়াক্বাযান আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "মানুষের (জুমআর) দীর্ঘ নামায ও তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক। অতএত তোমরা নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর।" *(মুসলিম)*[৩১৫]

٣/٧٠٦. وَعَنْ مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، فَرَمَانِي القَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ! فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيدِيهِم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ! فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلاَ ضَرَبَنِي ، وَلاَ شَتَمَنِي . قَالَ : **« إِنَّ هذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ ، وَقِراءةُ القُرْآنِ »** ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهّانَ؟ قَالَ : **« فَلاَ تَأْتِهِمْ »**. قُلْتُ : وَمِنّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : **« ذَاكَ شَيْء يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ »**. رواه مسلم

৩/৭০৬। মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ একজন মুক্তাদীর ছিঁক (হাঁচি) হলে আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। আমি বললাম, 'হায়! হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো?' (এ কথা শুনে) তারা

---

[৩১৪] সহীহুল বুখারী ৬৮, ৭০, ৬৪১১, মুসলিম ২৮২১, তিরমিযী ২৮৫৫, আহমাদ ৩৫৭১, ৪০৩১, ৪০৫০, ৪১৭৭, ৪২১৬, ৪৩৯৫, ৪৪২৫

[৩১৫] মুসলিম ৮৬৯, আহমাদ ১৭৮৫৩, ১৮৪১০, দারেমী ১৫৫৬

তাদের নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল। তাদেরকে যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে (তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করলেন---আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, **আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না এর পরে। আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন, আর না আমাকে মারধর করলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন** ---তখন তিনি বললেন, "এই নামাযে লোকেদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। (এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।" অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মত কোন কথা বললেন। আমি বললাম, 'ইয়া রালুলুল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম)। আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যাবে না।" আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ ক'রে থাকে।' তিনি বললেন, "এটা এমন একটি অনুভূতি যা লোকে তাদের অন্তরে উপলব্ধি ক'রে থাকে। সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (বাঞ্ছিত কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়।" *(মুসলিম)*[৩১৬]

٧٠٧/٤. وَعَنِ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ ، قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقَدْ سَبَقَ بِكَمَالِهِ فِي باب الأَمْرِ بِالمُحَافَظَةِ عَلَى السُّنَّة ، وَذَكَرْنَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ ، قَالَ : « إنّه حديث حسن صحيح »

৪/৭০৭। ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন এক মর্মস্পর্শী ভাষণ শুনালেন, যার দ্বারা আমাদের অন্তরসমূহ ভয়ে কেঁপে উঠল এবং চক্ষুসমূহ অশ্রু বিগলিত করতে লাগল।.... অতঃপর ইরবায ﷺ বাকী হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব পরিচ্ছেদে (১৬১ নম্বরে) পূর্ণরূপে গত হয়েছে। আর আমরা সেখানে উল্লেখ করেছি যে, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[৩১৭]

٩٢- بَابُ الْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ

পরিচ্ছেদ - ৯২ : গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার মাহাত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً ﴾

অর্থাৎ, পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম'। *(সূরা ফুরকান ৬৩ আয়াত)*

١/٧٠٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ ضَاحِكاً حَتَّى تُرَى مِنهُ لَهَوَاتُهُ ، إنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

---

[৩১৬] মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৩, ২৩২৫৬, দারেমী ১৫০২

[৩১৭] ইবনু মাজাহ ৪২, ৪৪, তিরমিযী ২৬৭৬, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দারেমী ৯৫

১/৭০৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৮]

٩٣- بَابُ النَّدْبِ إِلَى إِتْيَانِ الصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ

পরিচ্ছেদ - ৯৩ : নামায, ইল্‌ম শিক্ষা তথা অন্যান্য ইবাদতে ধীর-স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে গিয়ে যোগদান করা উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা)রই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হজ্জ ৩২ আয়াত)*

١/٧٠٩. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، فَلاَ تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَونَ ، وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». متفقٌ عَلَيْهِ

زَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : « فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ »

১/৭০৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন নামাযের জন্য ইক্বামত (তাকবীর) দেওয়া হয় তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্ভীর্য-সহকারে স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে। তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পূরণ করে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩১৯]

মুসলিমের এক বর্ণনায় এ কথা বেশি আছে, "কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের উদ্দেশ্যে যায়, সে আসলে নামাযেই থাকে।"

٢/٧١٠. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءهُ زَجْراً شَدِيداً وَضَرْباً وَصَوْتاً للإِبْلِ ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ ، وَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، عَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بالإِيضَاعِ ». رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه .

২/৭১০। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আরাফার দিনে (মুযদালিফা) ফিরছিলেন। এমন সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিছন থেকে (উটকে) কঠিন ধমক ও মারধর করার

---

[৩১৮] সহীহুল বুখারী ৪৮২৯, ৩২০৬, ৬০৯২, মুসলিম ৮৯৯, তিরমিযী ৩২৫৭, আবূ দাউদ ৫০৯৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৪৮১৪, ২৫৫০৬

[৩১৯] সহীহুল বুখারী ৬৩৬, ৯০৮, মুসলিম ৬০২, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাউদ ৫৭২, ৫৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৭৫, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭৬০৬, ৭৭৩৫, ২৭৪৪৫, ৮৭৪০, ১০৫১২, ১০১৪৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৫২, দারেমী ১২৮২

এবং উঁটের (কষ্ট) শব্দ শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাদের দিকে আপন চাবুক দ্বারা ইশারা ক'রে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন কর। কেননা, দ্রুত গতিতে বাহন দৌড়ানোতে পুণ্য নেই।" *(বুখারী ও মুসলিম কিছু অংশ)*[৩২০]

٩٤- بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ

পরিচ্ছেদ - ৯৪ : মেহমানের খাতির করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمَاً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٤-٢٧]

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইব্রাহীম সংগোপনে তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি (ভুনা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তা তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴾ [هود : ٧٨]

অর্থাৎ, আর তার সম্প্রদায় তার কাছে ছুটে এল এবং তারা পূর্ব হতে কুকর্ম করেই আসছিল; লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! (তোমাদের ঘরে) আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য পবিত্রতম। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের ব্যাপারে লাঞ্ছিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভালো মানুষ নেই? *(সূরা হুদ ৭৮ আয়াত)*

١/٧١١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২১]

---

[৩২০] সহীহুল বুখারী ১৬৭১, মুসলিম ১২৮২, নাসায়ী ৩০১৮, ৩০১৯, ৩০২০, ৩০২১, আবূ দাউদ ১৯২০, আহমাদ ১৭৯৪, ১৮০১, ১৮২৪, ২০৮৩, ২১৯৪, ২২৬৪, ২৪২৩, ২৫০৩, ৩২৯৯

[৩২১] সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৪, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৫৭৫, দারেমী ২২২২

٧١٢/٢. وَعَن أَبي شُرَيْح خُوَيْلِدِ بن عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ » قَالُوا : وَمَا جَائِزَتُهُ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيَّامٍ ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية لِمسلِمٍ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يُقِيمَ عِنْدَ أخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ ؟ قَالَ : « يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلاَ شَيْءَ لَهُ يُقْرِيه بِهِ ».

২/৭১২। আবূ শুরাইহ খুয়াইলিদ ইবনে আম্র খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের পারিতোষিকসহ তার সম্মান করে।" লোকেরা বলল, 'তার পারিতোষিক কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "একদিন ও একরাত (উত্তমভাবে পানাহারের ব্যবস্থা করা)। আর সাধারণতঃ মেহমানের খাতির তিন দিন পর্যন্ত। (অতঃপর স্বেচ্ছায় তার চলে যাওয়া উচিত)। তিনদিনের অতিরিক্ত হবে মেযবানের জন্য সাদকাহ স্বরূপ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২২]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "কোন মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের নিকট এতটা থাকা বৈধ নয়, যাতে সে তাকে গোনাহগার করে ফেলে।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাকে কিভাবে গোনাহগার করে ফেলে?' উত্তরে তিনি বললেন, "এ ওর কাছে থেকে যায়, অথচ ওর এমন কিছু থাকে না, যার দ্বারা সে মেহমানের খাতির করতে পারে।"

٩٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّبْشِيْرِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْخَيْرِ

পরিচ্ছেদ - ৯৫ : কোন ভাল জিনিসের সুসংবাদ ও তার জন্য মুবারকবাদ জানানো মুস্তাহাব

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ فَبَشِّرْ عِبادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فيتَّبِعُونَ أَحْسَنهُ ﴾ [الزمر : ١٧-١٨]

অর্থাৎ, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে; যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তার অনুসরণ করে। ওদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। *(সূরা যুমার ১৭-১৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ﴾ [التوبة : ٢١]

অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজ দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন; যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ২১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُم تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت : ٣٠]

---

[৩২২] সহীহুল বুখারী ৬০১৯, ৬১৩৫, ৬৪৭৬, মুসলিম ৪৮, তিরমিযী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩৭৩৮ ইবনু মাজাহ ৩৬৭২, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬১৮, ২৬৬২০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৮, দারেমী ২০৩৬

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। *(হা-মীম সাজদাহ ৩০ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات : ١٠١]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। *(সূরা স্বা-ফ্‌ফাত ১০১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرَى ﴾ [هود : ٦٩]

অর্থাৎ, আর আমার প্রেরিত ফিরিশ্‌তারা ইব্রাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করল। *(সূরা হূদ ৬৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾

অর্থাৎ, সে সময় তার স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, সে হেসে উঠল তখন আমি তাকে (ইব্রাহীমের স্ত্রীকে) সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের। *(সূরা হূদ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾

অর্থাৎ, যখন (যাকারিয়া) মিহরাবে নামাযে রত ছিলেন তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়্যার সুসংবাদ দিচ্ছেন। *(আলে ইমরান ৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ ﴾

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, হে মারয়্যাম! নিশ্চয় আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি কালেমা (দ্বারা সৃষ্ট সন্তানে)র সুসংবাদ দিচ্ছেন; যার নাম হবে মসীহ। *(আলে ইমরান ৪৫ আয়াত)*

এ ছাড়া এ মর্মে অনেক আয়াত রয়েছে, যা অনেকের জানা আছে। আর উক্ত বিষয়ে হাদীসও অনেক বেশী বিদ্যমান, যা বিশুদ্ধ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে বলে সুপ্রসিদ্ধ। তার মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

١/٧١٣. عَنْ أَبِي إِبرَاهِيمَ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَيُقَالُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَّرَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ، لاَ صَخَبَ فِيهِ ، وَلاَ نَصَبَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭১৩। আবূ ইব্রাহীম মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ বা আবূ মুআবিয়াহ আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ খাদীজা (রাঃ)কে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করলেন; যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২৩]

٢/٧١٤. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا ، فَجَاءَ الْمَسْجِدَ ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا وجَّهَ هاهُنَا، قَالَ : فَخَرَجْتُ عَلَى أَثَرِهِ

---

[৩২৩] সহীহুল বুখারী ১৭৯২, ১৬০০, ৩৮১৯, ৪১৮৮, ৪২৫৫, মুসলিম ২৪৩৩, আবূ দাউদ ১৯০২, ২২৫৯, ইবনু মাজাহ ২৯৯০, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৪৬, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭, দারেমী ১৯২২

أسَأَلُ عَنْهُ ، حَتَّى دَخَلَ بِئْرَ أَرِيسٍ، فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَابِ حتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ ، فَقُمتُ إليهِ ، فَإِذَا هُوَ قد جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيهِ وَدَلاَّهُما في الْبِئْرِ ، فَسَلَّمتُ عَلَيهِ ثمَّ انصَرَفتُ ، فَجَلَستُ عِندَ البَابِ ، فَقُلْتُ : لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَدَفَعَ الْبَابَ ، فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَبُو بَكْرٍ ، فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَستَأْذِنُ ، فَقَالَ : « ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ». فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ : أُدْخُلْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَهُ في القُفِّ ، وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَجَلَسْتُ ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي ، فَقُلتُ : إنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلانٍ – يُرِيدُ أَخَاهُ – خَيْراً يَأْتِ بِهِ . فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ، فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ : هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ : « اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ » فَجِئْتُ عُمَرَ ، فَقُلتُ : أَذِنَ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي القُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي البِئْرِ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ ، فَقُلتُ : إنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلاَنٍ خَيْراً – يَعْنِي أَخَاهُ – يَأْتِ بِهِ ، فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ . فَقُلتُ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ . فَقُلتُ : عَلَى رِسْلِكَ ، وجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ » فَجِئْتُ ، فَقُلتُ : أُدْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصيبُكَ ، فَدَخَلَ فوجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ ، فَجَلَسَ وِجَاهَهُمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ . قَالَ سَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ . متفقٌ عَلَيْهِ .

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ : وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفظِ البَابِ . وَفِيهَا : أَنَّ عُثْمانَ حِيْنَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ الْمُسْتَعانُ .

২/৭১৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি নিজ বাড়িতে ওযূ করে বাইরে গেলেন। এবং তিনি (মনে মনে) বললেন যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহচর্যে থাকব।' সুতরাং তিনি মসজিদে গিয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবীগণ উত্তর দিলেন যে, 'তিনি এই দিকে গমন করেছেন।' আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাঁর পশ্চাতে চলতে থাকলাম এবং তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আরীস' কুয়ার (সন্নিকটবর্তী একটি বাগানে) প্রবেশ করলেন। আমি (বাগানের) প্রবেশ দ্বারের পাশে বসে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পেশাব-পায়খানা সমাধা করে ওযূ করলেন। অতঃপর আমি উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখলাম, তিনি 'আরীস' কুয়ার পাড়ের মাঝখানে পায়ের নলা খুলে পা দুটো তাতে ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে আবার ফিরে এসে প্রবেশ-পথে বসে রইলাম। আর মনে মনে বললাম যে, 'আজ আমি অবশ্যই আল্লাহর রসূলের দ্বার রক্ষক হব।' সুতরাং আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আবূ বাক্‌র।'

Contents

আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহ রসূল! উনি আবূ বাক্র, প্রবেশ করার অনুমতি চাচ্ছেন।' তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। আর তার সাথে জান্নাতের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।" সুতরাং আমি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন।' আবূ বাক্র প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান দিকে পায়ের নলার কাপড় তুলে পা দুখানি কুয়াতে ঝুলিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মত বসে পড়লেন।

আমি পুনরায় দ্বার প্রান্তে ফিরে এসে বসে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, আমার ভাইকে ওযূ করা অবস্থায় ছেড়ে এসেছি; (ওযূর পরে) সে আমার পশ্চাতে আসবে। আল্লাহ যদি তার জন্য কল্যাণ চান, তাহলে তাকে (এখানে) আনবেন। হঠাৎ একটি লোক এসে দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে?' সে বলল, 'উমার বিন খাত্তাব।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' অতঃপর আমি রসূল ﷺ-এর কাছে এসে নিবেদন করলাম যে, 'উনি উমার। প্রবেশ অনুমতি চাচ্ছেন।' তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও এবং ওকেও জান্নাতের সুসংবাদ জানাও।" সুতরাং আমি উমারের নিকট এসে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে প্রবেশ অনুমতি দিচ্ছেন এবং জান্নাতের শুভ সংবাদও জানাচ্ছেন।' সুতরাং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং কুয়ার পাড়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বাম পাশে কুয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন।

আমি আবার সেখানে ফিরে এসে বসে পড়লাম। আর মনে মনে বলতে থাকলাম, আল্লাহ যদি আমার ভাইয়ের মঙ্গল চান, তাহলে অবশ্যই তাকে নিয়ে আসবেন। (ইত্যবসরে) হঠাৎ একটি লোক দরজা নড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কে?' সে বলল, 'আমি উসমান ইবনে আফ্ফান।' আমি বললাম, 'একটু থামুন।' তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। আর জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তবে ওর জীবনে বিপর্যয় আছে।" আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম, 'প্রবেশ করুন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাচ্ছেন। তবে আপনার বিপর্যয় আছে।' সুতরাং তিনি সেখানে প্রবেশ ক'রে দেখলেন যে, কুয়ার এক পাড় পূর্ণ হয়েছে ফলে তিনি তাঁদের সামনের অপর পাড়ে গিয়ে বসে গেলেন।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন যে, 'এ ঘটনা দ্বারা আমি বুঝেছি যে, তাঁদের তিনজনের সমাধি একই স্থানে হবে। (আর উসমানের সমাধি অন্য জায়গায় হবে।)' *(বুখারী-মুসলিম)*

এক বর্ণনায় এ সব শব্দাবলী বাড়তিভাবে এসেছে যে, (আবূ মূসা বলেন,) 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বার রক্ষার নির্দেশ দিলেন।' আর তাতে এ কথাও আছে যে, যখন তিনি উসমান (রাঃ)-কে সুসংবাদ (ও বিপর্যয়ের কথা) জানালেন, তখন তিনি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়লেন এবং বললেন, 'আল্লাহুল মুস্তাআন।' অর্থাৎ আল্লাহই সাহায্যস্থল। *(বুখারী-মুসলিম)*

٧١٥/٣. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أظْهُرِنَا فَأبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطاً لِلأَنصَارِ لِبَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَاباً ؟ فَلَمْ أجِدْ ! فَإذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِئْرٍ خَارِجَهُ - وَالرَّبِيعُ : الجَدْوَلُ الصَّغِيرُ - فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُو هُرَيْرَةَ ؟» فَقُلْتُ : نَعَمْ، يَا رَسُولَ

اللهِ ، قَالَ : «مَا شأنُكَ؟» قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأبْطَأتَ عَلَيْنَا ، فَخَشِينَا أنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزِعْنَا ، فَكُنْتُ أوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَأتَيْتُ هٰذَا الحَائِطَ ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ ، وَهَؤُلاَءِ النَّاسُ وَرَائِي . فَقَالَ : « يَا أبَا هُرَيرَةَ » وَأعْطَانِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : «**اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الحَائِطِ يَشْهَدُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ مُسْتَيْقِناً بِهَا قَلْبُهُ ، فَبَشِّرْهُ بِالجَنَّةِ** ... » وَذَكَرَ الحديث بِطُوْلِهِ ، رواه مسلم .

৩/৭১৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তথা অন্যান্য সাহাবীগণও ছিলেন। ইত্যবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মাঝ থেকে উঠে (বাইরে) চলে গেলেন। যখন তিনি ফিরে আসতে দেরি ক'রে দিলেন, তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌঁছে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন (প্রবেশ) দরজা পাই। কিন্তু তার কোন (প্রবেশ) দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতরে চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। (দেখলাম,) আল্লাহর রসূল (ﷺ) সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, "আবূ হুরাইরা?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহ রসূল!' তিনি বললেন, "কী ব্যাপার তোমার?" আমি বললাম, 'আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়তো আপনি (শত্রু) কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।' তিনি আমাকে সম্বোধন ক'রে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বললেন, "আবূ হুরাইরা! আমার এ জুতো জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যক্তির সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে, **তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।"**

অতঃপর সুদীর্ঘ হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম)* [৩২৪]

٧١٦/٤. وَعَنِ ابنِ شِمَاسَة ، قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بنَ العَاصِ ﷺ وَهُوَ في سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَبَكَى طَويلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الجِدَارِ ، فَجَعَلَ ابْنُهُ ، يَقُولُ : يَا أبَتَاهُ ، أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا ؟ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا ؟ فَأقْبَلَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إنَّ أفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ الله ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أطْبَاقٍ ثَلاَثٍ : لَقَدْ رَأيْتُنِي وَمَا أحَدٌ أشَدُّ بُغضاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي ، وَلاَ أحَبَّ إليَّ مِنْ أنْ أكُونَ قدِ اسْتَمكَنتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الإسلاَمَ في قَلْبِي أتَيْتُ النَّبيَّ ﷺ ، فقُلْتُ : اُبسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ فَقَبَضْتُ

[৩২৪] মুসলিম ৩১, ২৪০৮, আহমাদ ১৮৭৮০, ১৮৮৪৬, দারেমী ৩৩১৬

يَدِي ، فَقَالَ : « مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ » قُلتُ: أَرَدتُ أَنْ أَشتَرِط ، قَالَ : « تَشْتَرِطُ مَاذا ؟ » قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ، قَالَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَن الإِسلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ، وَأَن الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبلَهَا ، وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ ». وَمَا كَانَ أحدٌ أحَبَّ إليَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ أجَلَّ في عَينِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَن أَملأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ ؛ إجلالاً لَهُ ، وَلَو سُئِلتُ أَن أَصِفَهُ مَا أَطَقتُ ، لأَنِّي لَمْ أَكُن أَملأُ عَينَيَّ مِنْهُ ، وَلَو مُتُّ عَلَى تِلْكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَن أكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، ثُمَّ وَلِينَا أشيَاءَ مَا أدْرِي مَا حَالِي فِيهَا ؟ فَإِذَا أنَا مُتُّ فَلاَ تَصحَبَنِّي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنّاً ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزورٌ ، وَيُقسَمُ لَحْمُهَا ، حَتَّى أَسْتَأنِسَ بِكُمْ ، وَأنْظُرَ مَا أُرَاجعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي . رواه مسلم .

৪/৭১৬। ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি। (এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্র! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কী?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন, "তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং হজ্জও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?"

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?' তাহলে আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প ক'রে মাটি

দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ ক'রে তার মাংস বণ্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্‌তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্‌-বিনিময় করি, তা দেখে নিই। *(মুসলিম)*[৩২৫]

٩٦- بَابُ وِدَاعِ الصَّاحِبِ وَوَصِيَّتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهِ لِسَفَرٍ وَّغَيْرِهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ - ৯৬ : সফরকারীকে উপদেশ দেওয়া, বিদায় দেওয়ার দুআ পড়া ও তার কাছে নেক দুআর নিবেদন ইত্যাদি

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَه آبَائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة : ١٣٢-١٣٣]

অর্থাৎ, ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীনকে (ইসলাম ধর্মকে) মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন নিজ পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কিসের উপাসনা করবে। তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার উপাস্য ও আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য, সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩২-১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে অনেক হাদীস আছে তন্মধ্যে ঃ-

حَدِيثُ زَيدِ بنِ أَرقَمٍ ﷺ الَّذِي سَبَقَ فِي بَابِ إِكرَامِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينَا خَطِيباً ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ، ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا بَعْدُ ، أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ ، أَوَّلُهُمَا : كِتَابُ اللهِ ، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ » ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَرَغَّبَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ: « وَأَهْلُ بَيْتِي ، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي ». رواه مسلم، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

---

[৩২৫] মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬, ১৭৩৫৭

যায়েদ ইবনে আরক্বামের হাদীস যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পরিচ্ছেদে অতীত হয়ে গেছে, তাতে যায়দ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) আমাদের মাঝে উঠে ভাষণ দান করলেন; তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন তাঁর গুণ বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ ও নসীহত করলেন ও বললেন, "অতঃপর হে জনমণ্ডলী! শোন! আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমার প্রতিপালকের দূত আমার নিকট পৌঁছে যাবে। আর আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি ভারী (সম্মানিত) বস্তু রেখে যাচ্ছি, প্রথমটি আল্লাহর কিতাব; যাতে হিদায়াত ও আলো নিহিত আছে। অতএব তোমরা আল্লাহর কিতাবকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো।"

অতঃপর তিনি আল্লাহর কিতাব (মান্য করার) ব্যাপারে উৎসাহিত করলেন এবং তার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর তিনি বললেন, "দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে আমার পরিবার-পরিজন। আমি তোমাদেরকে আমার 'আহলে বায়ত' (পরিবার)এর ব্যাপারে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (যেন তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করো না।)" *(মুসলিম ২৪০৮, হাদীসটি পূর্ণরূপে পূর্বে গত হয়েছে।)*

٧١٧/١. وَعَنْ أَبِي سُلَيمَانَ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ ﷺ، قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيماً رَفِيقاً ، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا ، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا ، فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَقَالَ : « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ ، وَعَلِّمُوهُم وَمُرُوهُمْ ، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، وَصَلُّوا كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد البخاري في رواية لَهُ : « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » .

১/৭১৭। আবূ সুলায়মান মালেক ইবনে হুওয়াইরিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২৬]

বুখারীর বর্ণনায় এরূপ বাড়তিভাবে আছে যে, "আমাকে তোমরা যেভাবে নামায পড়তে দেখেছ, ঠিক সেইভাবেই নামায পড়।"

---

[৩২৬] সহীহুল বুখারী ৬২৮, ৬৩০, ৬৩১, ৬৫৮, ৬৭৭, ৬৮৫, ৮০২, ৮১৯, ৮২৩, ৮২৪, ২৮৪৮, ৬০০৮, ৭২৪৬, মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ২০৫, ২৮৭, নাসায়ী ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৬৯, ৭৮১, ১০৮৫, ১১৫১, ১১৫২, ১১৫৩, আবূ দাউদ ৫৮৯, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ১৫১৭১, ২০০০৬, দারেমী ১২৫৩

٧١٨/٢. وعن عُمَرَ بنِ الخطاب ﷺقال : اسْتَأْذَنْتُ النبي ﷺ في الْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ ، وقال : « لا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ » فقالَ كَلِمَةً ما يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا . وفي رواية قال : « أَشْرِكْنَا يَا أُخَيَّ فِي دُعَائِكَ » رواه أبو داود ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

২/৭১৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উমরাহ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিয়ে বললেন ঃ প্রিয় ভাই আমার, তোমার দু'আর সময় আমাদেরকে যেন ভুলো না। এমন বাক্য তিনি উচ্চারণ করলেন, যার বিনিময়ে সমস্ত পৃথিবীটা আমার হয়ে গেলেও তা আমার কাছে আনন্দদায়ক হিসাবে (গণ্য) নয়। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ভাইয়া! তুমি আমাদেরকেও তোমার দু'আয় শরীক রেখো। (আবু দাউদ ও তিরমিযি) যঈফ।[৩২৭]

٧١٩/٣. وَعَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ : أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً: أُدْنُ مِنِّي حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوَدِّعُنَا ، فَيَقُولُ : « أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ ، وَأَمَانَتَكَ ، وَخَواتِيمَ عَمَلِكَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩/৭১৯। সালেম বিন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার হতে বর্ণিত, সফরকারীকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলতেন, আমার নিকটবর্তী হও, তোমাকে ঠিক সেইভাবে বিদায় দেব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিদায় দিতেন। সুতরাং তিনি বলতেন, 'আস্তাউদিউল্লা-হা দীনাকা অআমা-নাতাকা অখাওয়াতীমা আমালিক।' অর্থাৎ, তোমার দ্বীন, তোমার সততা এবং তোমার কাজের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩২৮]

٧٢٠/٤. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّعَ الجَيشَ ، قَالَ : « أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ ، وَأَمَانَتَكُمْ ، وَخَواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ ». حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد صحيح

৪/৭২০। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ খাত্বমী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোন সেনাবাহিনীকে বিদায় জানাতেন, তখন এই দুআ বলতেন, 'আস্তাওদিউল্লাহা দ্বীনাকুম অআমানাতাকুম অখাওয়াতীমা আ'মালিকুম। অর্থাৎ, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের সততা এবং তোমাদের কর্মসমূহের পরিণাম আল্লাহকে সঁপে দিলাম। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাঊদ ও অন্যান্য বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৩২৯]

---

[৩২৭] এটিকে আবূ দাউদ (১৪৯৮) ও তিরমিযী (৩৫৬২) ও (ইবনু মাজাহ ২৮৯৪) বর্ণনা করেছেন আর তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন "মিশকাত" নং (২২৪৮) ও "য'ঈফ আবী দাউদ" নং (২৬৪)। হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ এই যে, বর্ণনাকারী আসেম ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ দুর্বল। তাকে ইবনু আদী, ইবনু হাজার আসকালানী প্রমুখ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

[৩২৮] তিরমিযী ৩৪৪৩, ৩৪৪২

[৩২৯] আবূ দাউদ ২৬০১

٧٢١/٥. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً، فَزَوِّدْنِي، فَقَالَ : « زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى » قَالَ : زِدْنِي قَالَ : « وَغَفَرَ ذَنْبَكَ » قَالَ : زِدْنِي، قَالَ: « وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن »

৫/৭২১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন জানাল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সফরে যাব, সুতরাং আমাকে পাথেয় দিন।' তিনি উত্তরে এই দুআ দিলেন, 'যাউওয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সংযমশীলতার পাথেয় দান করুন। লোকটি পুনরায় বলল, 'আমাকে আরো পাথেয় দিন।' তিনি দুআ দিয়ে বললেন, 'অগাফারা যামবাকা।' অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করুন। লোকটি আবার নিবেদন করল, 'আমাকে আরো দিন।' তিনি পুনরায় দুআ দিয়ে বললেন, 'অয়্যাস্সারা লাকাল খাইরা হাইসুমা কুন্ত।' অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহ যেন তোমার জন্য কল্যাণ সহজ ক'রে দেন। *(তিরমিযী হাসান)*[৩৩০]

٩٧- بَابُ الْاِسْتِخَارَةِ وَالْمُشَاوَرَةِ

পরিচ্ছেদ - ৯৭ : ইস্তেখারা (মঙ্গল জ্ঞান লাভ করা) ও পরামর্শ করা প্রসঙ্গে

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, কাজে-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى : ٣٨]

অর্থাৎ, তারা আপোসে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। *(সূরা শূরা ৩৮ আয়াত)*

٧٢٢/١. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ : « إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ . اَللّٰهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ : « عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي » أَوْ قَالَ : « عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ؛ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ » قَالَ : « وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ». رواه البخاري .

১/৭২২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে যাবতীয় কাজের জন্য ইস্তেখারা শিখাতেন। যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। (আর) বলতেন, 'যখন তোমাদের

[৩৩০] তিরমিযী ৩৪৪৪, দারেমী ২৬৭১

কারো কোন বিশেষ কাজ করার ইচ্ছা হয়, তখন সে যেন দু' রাকআত নামায প'ড়ে এই দুআ বলে ঃ-

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায্বলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা *(এখানে যে কাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে)* খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অয়্যাস্সিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা আরযিনী বিহ।"

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই *(এখানে যে কাজের জন্য ইস্তেখারা করা হচ্ছে তা মনে মনে উল্লেখ করবে)* কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

তিনি বলেন, "সে এ সময়ে তার প্রয়োজনের বিষয়টি উল্লেখ করবে।" (অর্থাৎ, দুআ কালীন সময়ে 'আন্না হা-যাল আম্‌রা' এর জায়গায় প্রয়োজনীয় বিষয়টি উল্লেখ করবে।)[৩৩১]

٩٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الذِّهَابِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيْدِ وَالرُّجُوْعِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ

পরিচ্ছেদ - ৯৮ : ঈদের নামায পড়তে, রোগী দেখতে, হজ্জ, জিহাদ বা জানাযা ইত্যাদিতে যেতে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা মুস্তাহাব; যাতে ইবাদতের জায়গা বেশী হয়

١/٧٢٣. عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري

১/৭২৩। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন। *(বুখারী)*[৩৩২]

* রাস্তা পরিবর্তনের মানে হচ্ছে যে, এক রাস্তায় যেতেন আর অন্য রাস্তায় ফিরতেন।

---

[৩৩১] সহীহুল বুখারী ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০, তিরমিযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাউদ ১৫৩৮, ইবনু মাজাহ ১৩৮৩, আহমাদ ১৪২৯৭

[৩৩২] সহীহুল বুখারী ৯৮৬

٢/٧٢٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ ، دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৭২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (মদীনা থেকে বাইরে গমনকালে) শাজারা নামক জায়গার রাস্তা ধরে বের হতেন এবং ফিরার সময় (যুল হুলাইফার) মুআর্রাস মসজিদের পথ ধরে (মদীনায়) প্রবেশ করতেন। অনুরূপ যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করতেন তখন আস্-সানিয়াতুল উল্ইয়ার পথ হয়ে। আর যখন বের হতেন তখন আস্-সানিয়াতুস সুফলার পথ হয়ে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩৩]

٩٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَقْدِيْمِ اليَمِيْنِ فِيْ كُلِّ مَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ

পরিচ্ছেদ - ৯৯ : (ডান-বাম ব্যবহার-বিধি)

সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজকর্মে ডান হাত ব্যবহার করা বা ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম; যথা ঃ ওযূ, গোসল, তায়াম্মুম, পোশাক পরা, জুতা, মোজা, পায়জামা পরা, মসজিদে প্রবেশ করা, দাঁতন করা, সুরমা লাগানো, নখকাটা, গোঁফ কাটা, বগলের লোম তোলা, চুল কামানো, নামায থেকে সালাম ফেরা, পানাহার করা, মুসাফাহ করা, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা, পায়খানা থেকে বের হওয়া, কোন জিনিস লেন-দেন করা ইত্যাদি। আর উক্ত কার্যাদির বিপরীত অন্যান্য কর্মসমূহে বাম হাত ব্যবহার বা বাম দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া উত্তম। যেমন নাকঝাড়া, থুথু ফেলা, মসজিদ থেকে বের হওয়া, পোশাক, জুতা, মোজা, পায়জামা ইত্যাদি খোলা, পেশাব-পায়খানার পর ইস্তিঞ্জা (পানি বা ঢিল ব্যবহার) করা, ঘৃণিত কিছু স্পর্শ করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُول هَاؤُمُ اقْرَأُوا كِتَابِيَه ﴾ [الحاقة : ١٩] الآيات

অর্থাৎ, সুতরাং যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে সে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ; আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে এক সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে; সুউচ্চ জান্নাতে। যার ফলরাশি ঝুলে থাকবে নাগালের মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে। কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না। আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে। *(সূরা হা-ক্বাহ ১৯ আয়াত)*

---

[৩৩৩] সহীহুল বুখারী ১৬৬, ৪৮৩, ৪৯২, ১৫১৪, ১৫৩২, ১৫৩৩, ১৫৩৬, ১৫৫৩, ১৫৫৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪, ১৬০৬, ১৬০৯, ১৬১১, ১৭৬৭, ১৭৯৯ , ২৩৩৬, ২৮৬৫, ৫৮৫১, ৭৩৫৪, মুসলিম ১১৬৭, ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬৮, নাসায়ী ১১৭, ২৬৬০, ২৬৬১, ২৮৬২, ২৯৫২, আবূ দাউদ ১৭৭২, ৪০৬৪, আহমাদ ৪৪৪৮, ৪৬০৪, ৪৮৭২, ৪৯৬৩, ৫১৭৯, ৫২১৬ , ৫৫৬৯, ৫৮৫৮, ৬১৯৬, ৬৪২৭, মুওয়াত্তা মালেক ৭৪২, ৯২৩, দারেমী ১৮৩৮, ১৯২৭, ১৯২৮

তিনি বলেছেন,

﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ، مَا أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ﴾ [الواقعة: ٨-٩]

অর্থাৎ, ডান হাত-ওয়ালারা; কত ভাগ্যবান ডান হাত-ওয়ালারা! আর বাম হাত-ওয়ালারা; কত হতভাগ্য বাম হাত-ওয়ালারা! *(সূরা ওয়াকিয়াহ ৮-৯ আয়াত)*

٧٢٥/١. وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ : فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَتَنَعُّلِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭২৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত কাজে (যেমন) ওযূ করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩৪]

٧٢٦/٢. وَعَنهَا ، قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ اليُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَىً . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بإسنادٍ صحيحٍ

২/৭২৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ডান হাত তাঁর ওযূ ও আহারের জন্য ব্যবহার হত এবং বাম হাত তাঁর পেশাব-পায়খানা ও নোংরা স্পর্শ করার সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হত।' *(হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ প্রভৃতি বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৩৩৫]

٧٢٧/٣. وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : «اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৭২৭। উম্মে আত্বিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কন্যা যায়নাবের (লাশ) গোসল দেওয়ার সময় তাদের (মহিলাদেরকে) আদেশ করলেন যে, "তোমরা ওর ডান দিক থেকে ও ওযূর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল আরম্ভ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৩৬]

٧٢٨/٤. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدأْ بِالشِّمَالِ . لِتَكُنْ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৭২৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কেউ যখন জুতা পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে। আর যখন খুলবে, তখন সে যেন বাম পা দিয়ে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা যেন আগে পরা হয় এবং পরে খোলা হয়।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৩৩৭]

---

[৩৩৪] সহীহুল বুখারী ১৬৮, ৪২৬, ৫৩৮০, ৫৮৫৪, ৫৯২৬, মুসলিম ২৬৮, তিরমিযী ৬০৮, ৪২১, নাসায়ী ৫২৪০, আবূ দাউদ ৪১৪০, ইবনু মাজাহ ৪০১ , আহমাদ ২৪১০৬, ২৪৪৬৯, ২৪৬২০, ২৪৭৯৩ ২৪৮৪৫ , ২৫০১৮, ২৫১৩৬, ২৫৭৫১

[৩৩৫] আবূ দাউদ ৩৩, আহমাদ ২৪৭৯৩

[৩৩৬] সহীহুল বুখারী ১২৫৫, ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৬ , ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৩, মুসলিম ৯৩৯, তিরমিযী ৯৯০, নাসায়ী ১৮৮৪, ২২৮৩, আবূ দাউদ ৩১৪৫, ইবনু মাজাহ ১৪৫৯, আহমাদ ২৬৭৫২

[৩৩৭] সহীহুল বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৯, আবূ দাউদ ৪১৩৯, ইবনু মাজাহ ৩৬১৬, আহমাদ ৭১৩৯, ৭৩০২, ৭৭৫৩, ৯০৫১, ৯২৭৩, ৯৬৭৭, ৯৮৩৩, ১০০৮০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭০২

٧٢٩/٥. وَعَن حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود والترمذي وغيره

৫/৭২৯। হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানাহার ও কাপড় পরার ক্ষেত্রে স্বীয় ডান হাত কাজে লাগাতেন এবং তাছাড়া অন্যান্য (নোংরা স্পর্শ ইত্যাদি) কাজে বাম হাত লাগাতেন।' *(আবূ দাঊদ ও অন্যান্য)*[৩৩৮]

٧٣٠/٦. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ، فَابْدَأُوا بِأَيَامِنِكُمْ». حديث صحيح ، رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح

৬/৭৩০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা কাপড় পরিধান করার সময় ও ওযূ করার সময় তোমাদের ডান দিক থেকে আরম্ভ কর।" *(আবূ দাঊদ তিরমিযী, সহীহ সূত্রে)*[৩৩৯]

٧٣١/٧. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنىً ، فَأَتَى الجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنىً وَنَحَرَ ، ثُمَّ قَالَ لِلحَلاَّقِ: «خُذْ» وأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ. متفقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ : لَمَّا رَمَى الجَمْرَةَ ، وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ ، نَاوَلَ الحَلاَّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ ، فَقَالَ : « اِحْلِقْ » ، فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ، فَقَالَ : « اِقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ » .

৭/৭৩১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় আগমন করলেন। তারপর জামরায় এসে কাঁকর মারলেন। তারপর পুনরায় মিনায় নিজ ডেরায় ফিরে গেলেন এবং কুরবানীর পশু যবেহ করলেন। তারপর নাপিতকে নিজ মাথার ডান দিকে ইশারা ক'রে বললেন, "নাও।" তারপর বামদিকে (ইশারা করে মাথা নেড়া করলেন)। তারপর মাথার চুল জনগণের মাঝে বিতরণ করতে লাগলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি জামরায় কাঁকর মারলেন এবং কুরবানী পশু নহর (যবেহ) করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করলেন, সেই সময় তিনি নাপিতকে মাথার ডান দিকটা বাড়িয়ে দিলেন। সে সেদিকটি মুণ্ডন করল। তারপর তিনি আবূ ত্বালহা আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে (চুলগুলি) তাকে দিলেন। অতঃপর বাম পার্শ্ব নাপিতকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "মুণ্ডন কর।" সুতরাং সে সেদিকটা মুণ্ডন করে দিল। অতঃপর তিনি আবূ ত্বালহাকে চুলগুলি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, "জনগণের মাঝে ওগুলি বণ্টন করে দাও।"[৩৪০]

---

[৩৩৮] আবূ দাউদ ৩২, আহমাদ ২৫৯২০

[৩৩৯] আবূ দাউদ ৪১৪১, ইবনু মাজাহ ৪০২, আহমাদ ৪৮৩৮

[৩৪০] সহীহুল বুখারী ১৭১, মুসলিম ১৩০৫, তিরমিযী ৯১২, আবূ দাউদ ১৯৮১, আহমাদ ১১৯৯২, ১২০৭৪, ১২৮০৬

كِتَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ

অধ্যায় (২) : পানাহারের আদব-কায়দা

١٠٠- بَابُ التَّسْمِيَةِ فِيْ أَوَّلِهِ وَالْحَمْدِ فِيْ آخِرِهِ

পরিচ্ছেদ - ১০০ : শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদু লিল্লাহ বলা

١/٧٣٢. وَعَن عُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَمِّ اللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৩২। উমার ইবনে আবূ সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা খাবার সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "(শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাত দ্বারা আহার কর এবং তোমার নিকট (সামনে) থেকে খাও।" *(বুখারী)*[৩৪১]

٢/٧٣٣. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى، فإنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: « حديث حسن صحيح ».

২/৭৩৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন আহার করবে, সে যেন শুরুতে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু অ আখেরাহ।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী-হাসান সহীহ)*[৩৪২]

٣/٧٣٤. وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِندَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ ». رواه مسلم

৩/৭৩৪। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ, ('বিসমিল্লাহ' বলে) তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, 'আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে।' অন্যথা যখন সে প্রবেশ কালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে না), তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে।' আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ, 'বিসমিল্লাহ' বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে।" *(মুসলিম)*[৩৪৩]

---

[৩৪১] সহীহুল বুখারী ৫৩৭৬, ৫৩৭৭, ৫৩৭৮, মুসলিম ২০২২, আবূ দাউদ ৩৭৭৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৭, আহমাদ ১৫৮৯৫, ১৫৯০২, মুওয়াত্তা মালেক ১৩৩৮, দারেমী ২০১৯, ২০৪৫

[৩৪২] আবূ দাউদ ৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, দারেমী ২০২০

[৩৪৩] মুসলিম ২০১৮, আবূ দাউদ ৩৭৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৭, আহমাদ ১৪৩১৯, ১৪৬৮৮

٧٣٥/٤. وَعَن حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً ، لَم نَضَعْ أَيدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخذْتُ بِيَدِهِ ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا » ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى وَأَكَلَ. رواه مسلم

৪/৭৩৫। হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত বেগে) এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার হাতও ধরে নিলেন এবং বললেন, "যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)।" অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করলেন। *(মুসলিম)*[৩৪৪]

٧٣٦/٥- وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيٍّ الصَّحَابِيِّ ﷺقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالساً، ورَجُلٌ يأْكُلُ ، فَلَمْ يُسَمِّ اللهَ حَتّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيْهِ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ اسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ». رواه أبو داود، والنسائي.

৫/৭৩৬। উমাইয়্যাহ্ ইবনু মাখ্শী সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বসা ছিলেন এবং এক ব্যক্তি আল্লাহর নাম না নিয়েই খাবার খাচ্ছিলো। তার খাওয়া শেষ হতে আর কেবল এক লোকমা বাকি। এই শেষ লোকমাটি মুখে দেওয়ার সময় সে বললো, "বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" (আমি আল্লাহর নাম নিচ্ছি খাওয়ার শুরু এবং শেষভাগে)। এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিলেন। তিনি বললেন ঃ তার সাথে শাইতান বরাবর খাবার খেয়ে যাচ্ছিল। সে আল্লাহর নাম নেয়ার সাথে সাথেই শাইতানের পেটে যা কিছু ছিল, বমি করে সবকিছু ফেলে দিল। (আবু দাউদ, নাসায়ী)[৩৪৫]

---

[৩৪৪] সহীহুল বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ২০১৭, তিরমিযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৭

[৩৪৫] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল, কারণ এর মধ্যে মুসান্না ইবনু আব্দুর রহমান খুযা'ঈ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মাজহূল যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। উল্লেখ্য এ ভাষায় হাদীসটি দুর্বল হলেও সহীহ্ হাদীসের মধ্যে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন আল্লাহর নাম নেই

٧٣٧/٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أعْرَابِيٌّ ، فَأكَلَهُ بلُقْمَتَيْنِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَمَا إنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৬/৭৩৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছয়জন সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাদ্য আহার করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন হাযির হল এবং সে দু'গ্রাসেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এ সব দেখে) বললেন, "শোনো! যদি এ ব্যক্তি (শুরুতে) 'বিসমিল্লাহ' বলত, তাহলে এই খাবারই তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হত।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৪৬]

٧٣٨/٧. وَعَنْ أَبِي أُمَامَة ﷺ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ، قَالَ: « الحَمْدُ للهِ حَمداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلاَ مُوَدَّعٍ ، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ رَبَّنَا ». رواه البخاري

৭/৭৩৮। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দস্তরখানা গুটাতেন, তখন এই দুআ পড়তেন ঃ-

"আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহি গায়রা মাকফিইয়্যিন অলা মুওয়াদ্দাইন অলা মুস্তাগনান আনহু রাব্বানা।" অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য অগণিত পবিত্র ও বর্কতপূর্ণ প্রশংসা। অকুণ্ঠ, নিরবচ্ছিন্ন, প্রয়োজন-সাপেক্ষ প্রশংসা। হে আমাদের প্রভু! *(বুখারী)*[৩৪৭]

٧٣٩/٨. وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أكَلَ طَعَاماً، فَقَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي أطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৮/৭৩৯। মুআয ইবনে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আহার শেষে এই দুআ পড়বে ঃ-

'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানী হা-যা অরাযাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী অলা কুউওয়াহ।' (অর্থাৎ, সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে এ খাওয়ালেন এবং জীবিকা দান করলেন, আমার কোন চেষ্টা ও সামর্থ্য ছাড়াই) সে ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত (ছোট) পাপ মোচন ক'রে দেওয়া হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[৩৪৮]

(বিসমিল্লাহ্ বলে)। যদি প্রথমে আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে ভুলে যায় তাহলে সে যেন বলে ঃ বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু অআখেরুহু। ["সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৭৬৭), "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৩২৬৪) ও "ইরওয়াউল গালীল" (১৯৬৫)]।

[৩৪৬] আবূ দাউদ ১৮৫৮, ৩৭৬৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৪, আহমাদ ২৪৫৮২, ২৫২০৫, ২৫৫৫৮, ২৫৭৬০, দারেমী ২০২০

[৩৪৭] সহীহুল বুখারী ৫৪৫৮, ৫৪৫৯, তিরমিযী ৩৪৫৬, আবূ দাউদ ৩৮৪৯, ইবনু মাজাহ ৩২৮৪, আহমাদ ২১৬৬৪, ২১৬৯৬, ২১৭৫৩, ২১৭৯৮, দারেমী ২০২৩

[৩৪৮] আবূ দাউদ ৪২০৩, দারেমী ২৬৯০

١٠١- بَابُ لَا يُعِيبُ الطَّعَامُ وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ

পরিচ্ছেদ - ১০১ : কোন খাবারের দোষত্রুটি বর্ণনা না করা এবং তার প্রশংসা করা উত্তম

١/٧٤٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامَاً قَطُّ ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৪০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করেননি। ভাল লাগলে তিনি তা খেয়েছেন এবং খারাপ লাগলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৪৯]

٢/٧٤١. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدْمَ ، فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ ، ويَقُولُ : « نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ ، نِعْمَ الأُدْمُ الخَلُّ ». رواه مسلم

২/৭৪১। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বলল, 'আমাদের নিকট সির্কা ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি তাই চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে থাকলেন, "সির্কা কতই না চমৎকার তরকারি। সির্কা কতই না ভাল ব্যঞ্জন।" *(মুসলিম)*[৩৫০]

١٠٢- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ

পরিচ্ছেদ - ১০২ : নফল রোযাদারের সামনে খাবার এসে গেলে যখন সে রোযা ভাঙ্গতে প্রস্তুত নয়, তখন সে কী বলবে?

١/٧٤٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ ». رواه مسلم

১/৭৪২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন সে যেন তা (কোন আপত্তিকর ব্যাপার না থাকলে সাদরে) গ্রহণ করে। আর সে যদি রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দুআ করে। আর যদি রোযা অবস্থায় না থাকে, তাহলে যেন আহার করে। *(মুসলিম)*[৩৫১]

---

[৩৪৯] সহীহুল বুখারী ৪৫০৯,৩৫৬৩, মুসলিম ২০৬৪, তিরমিযী ২০৩১, দাউদ ৩৭৬৩, ইবনু মাজাহ ৩২৫৯, আহমাদ ৯২২৩, ৯৭৯১, ৯৮৫৫, ৯৮৮২, ১০০৪৯

[৩৫০] মুসলিম ২৫০২

[৩৫১] মুসলিম ১৪৩১, তিরমিযী ৭৮০, আবূ দাউদ ২৪৬০, আহমাদ ৭৬৯১, ৯৯৭৬, ১০২০৭

١٠٣- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

পরিচ্ছেদ - ১০৩ : নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কেউ সাথী হলে সে নিমন্ত্রণদাতাকে কী বলবে?

٢/٧٤٣. عَن أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ، قَالَ : دَعَا رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ البَابَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إنَّ هَذَا تَبِعَنَا ، فَإنْ شِئْتَ أنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإنْ شِئْتَ رَجَعَ ». قَالَ : بل آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৭৪৩। আবূ মাসঊদ বদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে খাবারের জন্য দাওয়াত দিল, যা সে পাঁচ জনের জন্য প্রস্তুত করেছিল, যার পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। (রাস্তায়) এক (অনাহূত) ব্যক্তি তাঁদের অনুগামী হল। যখন তাঁরা বাড়ির দরজায় পৌঁছলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আমন্ত্রণকারীকে) বললেন, "এ ব্যক্তি আমাদের সাথে চলে এসেছে। তুমি চাইলে ওকে অনুমতি দিতে পার, না চাইলে ও ফিরে যাবে।" কিন্তু সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৫২]

١٠٤- بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيْهِ وَوَعْظِهِ وَتَأْدِيْبِهِ مَنْ يُّسِيْءُ أَكْلَهُ

পরিচ্ছেদ - ১০৪ : নিজের সামনে এক ধার থেকে আহার করা ও বে-নিয়ম আহারকারীকে উপদেশ ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া প্রসঙ্গে

١/٧٤٤. عَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا غُلاَمُ ، سَمِّ اللهَ تَعَالَى ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৪৪। উমার ইবনে আবী সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। একদা খাবার পাত্রে আমার হাত ছুটাছুটি করছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে এক তরফ থেকে খাও।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৫৩]

٢/٧٤٥. وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : « كُلْ بِيَمِينِكَ» قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ . قَالَ : « لاَ اسْتَطَعْتَ » ! مَا مَنَعَهُ إلاَّ الكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

---

[৩৫২] সহীহুল বুখারী ২০৮১, ২৪৫৬, ৫৪৩৪, ৫৪৬১, মুসলিম ২০৩৬, তিরমিযী ১০৯৯

[৩৫৩] ৭৩২-এর অনুরূপ

২/৭৪৫। সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে একটি লোক তার বাম হাত দ্বারা আহার করল। (এ দেখে) তিনি বললেন, "তুমি ডান হাত দ্বারা খাও।" সে বলল, 'আমি পারবো না!' তিনি বদ্দুআ দিয়ে বললেন, "তুমি যেন না পারো।" ওর অহংকারই ওকে (কথা মানতে) বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তারপর থেকে সে আর তার হাত মুখে তুলতে পারেনি। *(মুসলিম)*[৩৫৪]

١٠٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

পরিচ্ছেদ - ১০৫ : একপাত্রে দলবদ্ধভাবে খাবার সময় সাথীদের অনুমতি ছাড়া খেজুর বা অনুরূপ কোন ফল জোড়া জোড়া খাওয়া নিষেধ।

١/٧٤٦. عَن جَبَلَة بِنِ سُحَيْمٍ ، قَالَ : أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابنِ الزُّبَيْرِ ؛ فَرُزِقْنَا تَمراً، وَكَانَ عَبدُ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحنُ نَأكُلُ، فَيَقُولُ : لاَ تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عنِ القِرَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৪৬। জাবালাহ ইবনে সুহাইম বলেন, ইবনে যুবাইরের খেলাফতকালে আমরা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে খেজুর দেওয়া হত। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, যখন আমরা তা আহার করতাম। তিনি বলতেন, 'তোমরা জোড়া জোড়া খেজুর এক সাথে খাবে না। কেননা, নবী (সাঃ) জোড়া খেজুর (দুটো খেজুর এক সঙ্গে) খেতে বারণ করেছেন।' তারপর বললেন, 'তবে যদি তার সঙ্গী ভাইয়ের কাছে সে অনুমতি গ্রহণ করে (তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার)।' *(বুখারী, মুসলিম)*[৩৫৫]

١٠٦- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَّأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ

পরিচ্ছেদ - ১০৬ : খাওয়া সত্ত্বেও পরিতৃপ্ত না হলে কী বলা ও করা উচিত?

١/٧٤٧. عَن وَحْشِيّ بنِ حَربٍ ؓ : أَنَّ أَصحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَأكُلُ وَلاَ نَشبَعُ ؟ قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ » قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ: « فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ ». رواه أبو داود

১/৭৪৭। অহশী ইবনে হার্ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু যেন পেট ভরে না।' তিনি বললেন, "তাহলে হয়তো তোমরা আলাদা আলাদা খাও।" তারা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করো, তাহলে তাতে তোমাদের জন্য বর্কত দান করা হবে।" *(আবূ দাউদ)*[৩৫৬]

---

[৩৫৪] মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৬৪, ১৬০৯০, দারেমী ২০৩২

[৩৫৫] সহীহুল বুখারী ২৪৫৫, ২৪৮৯, ২৪৯০, ৫৪৪৬, মুসলিম ২০৪৫, তিরমিযী ১৮১৪, আবূ দাউদ ৩৮৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৩৩১, আহমাদ ৪৪৯৯, ৫০১৭, ৫০৪৩, ৫২২৪, ৫৪১২, ৫৫০৮, ৫৭৬৮, ৬১১৪

[৩৫৬] আবূ দাউদ ৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ ৩২৮৬, আহমাদ ১৫৬৪৮

١٠٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

পরিচ্ছেদ - ১০৭ : খাবার বাসনের এক ধার থেকে খাওয়ার নির্দেশ এবং তার মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ

এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী পূর্বে পার হয়ে গেছে, "তুমি তোমার সামনে একধার থেকে খাও।" *(বুখারী, মুসলিম)*

١/٧٤٨. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: « البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعَامِ ؛ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/৭৪৮। ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যেহেতু খাবারের মাঝখানে বর্কত নাযিল হয়, সেহেতু তোমরা ওর দুই ধার থেকে খাও, আর ওর মাঝখান থেকে খেয়ো না।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৫৭]

٢/٧٤٩. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يُقَالُ لَهَا : الغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أرْبَعَةُ رِجَالٍ ؛ فَلَمَّا أضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ ؛ يَعنِي وَقَدْ ثُرِدَ فِيهَا ، فَالتَفُّوا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوا جَثَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقَالَ أَعرَابِيٌّ : مَا هَذِهِ الجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْداً كَرِيماً ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً عَنِيداً » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كُلُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوا ذِرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيد

২/৭৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর একটি পাত্র ছিল যাকে 'গার্রা' বলা হত, সেটাকে চারজন মানুষ ধরে তুলতো। একদা চাশ্‌তের সময়ে যখন চাশ্‌তের নামায পড়ার পর ঐ (বিশাল) পাত্রটি আনা হল---অর্থাৎ, তাতে 'সারীদ' (মাংস ও খণ্ড খণ্ড রুটি সংমিশ্রণে প্রস্তুত সুস্বাদু খাদ্য) রাখার পর, তখন লোকেরা তাতে জমায়েত হল। লোকের পরিমাণ যখন বেশি হল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাঁটুর ভরে বসে পড়লেন। (এরূপ দেখে) জনৈক বেদুঈন বলল, 'এ কেমন বসা?' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "নিশ্চিতরূপে আল্লাহ আমাকে ভদ্র (বিনয়ী) বান্দা করেছেন এবং উদ্ধত ও হঠকারী করেননি।" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা পাত্রের এক ধার থেকে খেতে থাক। আর ওর শীর্ষভাগ ছেড়ে দাও, ওখানে বর্কত অবতীর্ণ হবে।" *(আবূ দাউদ উত্তম সনদে)*[৩৫৮]

١٠٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

পরিচ্ছেদ - ১০৮ : ঠেস দিয়ে বসে আহার করা অপছন্দনীয়

١/٧٥٠. عَن أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً». رواه البخاري

১/৭৫০। আবূ জুহাইফা অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[৩৫৭] তিরমিযী ১৮০৫, আবূ দাউদ ৩৭৭২,ইবনু মাজাহ ৩২৭৭

[৩৫৮] আবূ দাউদ ৩৭৭৩, ইবনু মাজাহ ৩২৬৩, ৩২৭৫

বলেছেন, “আমি হেলান দিয়ে বসে আহার করি না।” *(বুখারী)*[৩৫৯]

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) বলেন, ‘এখানে হেলান দিয়ে বসার মানে হচ্ছে নিচে কোন নরম গদি বা আসনে চেপে বসা। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর রসূল ﷺ অধিক ভোজনবিলাসী পেটুক মানুষের মত কোন গদিদে চেপে বা ঠেস বালিশে হেলান দিয়ে বসতেন না এবং তিনি আরামের সাথে না বসে এমনভাবে হাঁটু দু'টি উঁচু ক'রে বসতেন, যেন উঠে দাঁড়াবেন। তিনি যথা পরিমিতভাবে আহার করতেন।' --এ হল ইমাম খাত্তাবীর কথা। অন্যান্য উলামাগণ এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, একপার্শ্বে ভর দিয়ে চেপে বসা হল হেলান দিয়ে বসা। আর আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

٧٥١/٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِساً مُقْعِياً يَأْكُلُ تَمْراً . رواه مسلم

২/৭৫১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উঁচু হয়ে বসে খেজুর খেতে দেখেছি।' *(মুসলিম)*[৩৬০]

* উঁচু হয়ে বসার পদ্ধতি এই যে, পায়ের রলা দুখানা উঁচু করে বুকের সাথে লাগিয়ে মাটিতে বা কোন আসনে পাছা ঠেকিয়ে বসা।

١٠٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ

পরিচ্ছেদ - ১০৯ : তিন আঙ্গুল দ্বারা খাবার খাওয়া মুস্তাহাব

খাওয়ার পর আঙ্গুল চেটে ও চুষে খাওয়া উত্তম। তা চাটার পূর্বে মুছে (বা ধুয়ে) ফেলা অপছন্দনীয়। বাসন চেটে খাওয়া ও নিচে পড়ে যাওয়া খাবারের লুকমা বা দানা তুলে খাওয়া উত্তম এবং আঙ্গুল চাটা বা চুষার পর হাত-পা ইত্যাদিতে মুছা বৈধ।

٧٥٢/١. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلاَ يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৭৫২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলি না মুছে; যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় কিম্বা অন্য (শিশু প্রভৃতি)কে দিয়ে চাটিয়ে নেয়।” *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৬১]

٧٥٣/٢. وَعَنْ كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأكُلُ بثَلاَثِ أَصَابِعَ ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا . رواه مسلم

২/৭৫৩। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিন আঙ্গুল দ্বারা (রুটি, খেজুর ইত্যাদি) খেতে দেখেছি। অতঃপর যখন তিনি খাবার শেষ করলেন, তখন

---

[৩৫৯] সহীহুল বুখারী ৫৩৯৮, ৫৩৯৯, তিরমিযী ১৮৩০, আবূ দাউদ ৩৭৬৯, ইবনু মাজাহ ৩২৬২, আহমাদ ১৮২৭৯,১৮২৮৯, দারেমী ২০৭১

[৩৬০] মুসলিম ২০৪৪, আবূ দাউদ ৩৭৭১, আহমাদ ঃ, ১২৬৮৮, দারেমী ২০৬২

[৩৬১] সহীহুল বুখারী ৫৪৫৬, মুসলিম ২০৩১, আবূ দাউদ ৩৮৪৭, ইবনু মাজাহ ৩২৬৯, আহমাদ ২৬৬৩, ৩২২৪, ২৭৭৭৩, দারেমী ২০২৬

সেগুলিকে চাটলেন।' *(মুসলিম)*[৩৬২]

٧٥٤/٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ ، وَقَالَ : « إنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَةُ ». رواه مسلم

৩/৭৫৪। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খাবারান্তে আঙ্গুল ও থালা চেটে খাবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাদ্যে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)*[৩৬৩]

٧٥٥/٤. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ ، فَلْيَأخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان ، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمِنْدِيل حَتَّى يَلْعَقَ أصَابِعَهُ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْري فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ ». رواه مسلم

৪/৭৫৫। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন কারো খাদ্য গ্রাস (বা দানা পাত্রের বাইরে) পড়ে যাবে, তখন সে যেন তা থেকে নোংরা দূর করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ছেড়ে না দেয়। আর রুমালে হাত মুছে ফেলার পূর্বে যেন আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার কোন্ খাদ্যাংশে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)*[৩৬৪]

٧٥٦/٥. وَعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فإذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا للشَّيْطَانِ ، فإذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أصَابِعَهُ ، فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَـةُ ». رواه مسلم

৫/৭৫৬। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "শয়তান তোমাদের সমস্ত কাজ কর্মে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার ক'রে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর আহারান্তে আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে। *(মুসলিম)*[৩৬৫]

٧٥٧/٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أكَلَ طَعَاماً ، لَعِقَ أصَابِعَهُ الثَّلاَثَ . قَالَ : وَقَالَ : «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحدِكُمْ فَلْيُمِط عَنهَا الأَذَى ، وليَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيطان». وأَمَرَ أن تُسلَتَ القَصْعَةُ، قَالَ : « فإنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أيِّ طَعَامِكُمُ البَرَكَة ». رواه مسلم

---

[৩৬২] মুসলিম ২০৩২, আবূ দাউদ ৩৮৪৮, আহমাদ ১৫৩৩৭, ২৬৬২৬, দারেমী ২০৩৩

[৩৬৩] মুসলিম ২০৩৩, ইবনু মাজাহ ৩২৭০, আহমাদ ১৩৮০৯, ১৩৯৭৯, ১৪১৪২, ১৪২১৮, ১৪৫২১, ১৪৮০২, ১৪৮১৫

[৩৬৪] প্রাগুক্ত

[৩৬৫] মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আহমাদ ৮২৯৪, ৯১০৫

৬/৭৫৭। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) যখন আহার করতেন তখন নিজ তিনটি আঙ্গুল চেটে খেতেন এবং বলতেন, "কারো খাবারের লুকমা নিচে পড়ে গেলে, সে যেন তা তুলে পরিষ্কার ক'রে খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।" আর তিনি আমাদেরকে খাদ্যপাত্র (বা বাসন) চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, "তোমরা জান না যে, তোমাদের কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।" *(মুসলিম)*[৩৬৬]

٧٥٨/٧. وَعَن سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ : أَنَّهُ سَأَلَ جَابِراً ﷺ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعامِ إلاَّ قَلِيلاً ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إلاَّ أَكُفَّنَا، وَسَواعِدَنَا ، وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ . رواه البخاري

৭/৭৫৮। সাঈদ বিন হারেস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি জাবের (রাঃ)-কে আগুনে স্পর্শ করা বস্তু খাওয়ার পর ওযূ করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'না। (ওযূ করতে হবে না।) নবী (সাঃ)-এর যুগে তো আমরা এরূপ খাদ্য খুব কমই পেতাম। আর যখন আমরা তা পেতাম, তখন আমাদের তো হাতের চেটো, হাতের নলা ও পা ছাড়া কোন রুমাল ছিল না। (আমরা এগুলিতে মুছে ফেলতাম।) তারপর (নতুন) ওযূ না করেই আমরা নামায আদায় করতাম।' *(বুখারী)*[৩৬৭]

١١٠- بَابُ تَكْثِيرِ الأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

পরিচ্ছেদ - ১১০ : কোন সীমিত খাবারে অনেক মানুষের হাত পড়লে বর্কত হয়

٧٥٩/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ ». متفق عَلَيْهِ

১/৭৫৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৬৮]

٧٦٠/٢. وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ». رواه مسلم

২/৭৬০। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট এবং দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।" *(মুসলিম)*[৩৬৯]

---

[৩৬৬] মুসলিম ২০৩৪, তিরমিযী ১৮০১, আবূ দাউদ ৩৮৪৫, আহমাদ ১২৪০৪, ১৩৬৭৫, দারেমী ১৯৪২, ২০২৫, ২০২৮

[৩৬৭] সহীহুল বুখারী ৫৪৫৭, তিরমিযী ৮০, নাসায়ী ১৮৫, আবূ দাউদ ১৯১, ১৯২, ইবনু মাজাহ ৪৮৯, ৩২৮২, আহমাদ ১৩৮৮৭, ১৪০৪৪, ১৪৫০৩, ১৪৬০২, ১৪৬৬২, মুওয়াত্তা মালেক ৫৭

[৩৬৮] সহীহুল বুখারী ৫৩৯২, মুসলিম ২০৫৮, তিরমিযী ১৮২০, আহমাদ ৭২৭৮, ৯০২৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৬

[৩৬৯] মুসলিম ২০৫৯, তিরমিযী ১৮২০, ইবনু মাজাহ ৩২৫৪, আহমাদ ১৩৮১১, ১৩৯৮০, ১৪৬৮৪, দারেমী ২০৪৪

١١١- بَابُ أَدَبِ الشُّرْبِ

পরিচ্ছেদ - ১১১ : পান করার আদব-কায়দা

পানপাত্রের বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা উত্তম এবং তার ভিতরে নিঃশ্বাস ফেলা মকরূহ। পানপাত্র ডান দিক থেকে পরিবেশন করা উত্তম।

٧٦١/١. عَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرابِ ثَلاَثاً . متفق عَلَيْهِ

১/৭৬১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি পান করার সময় তিনবার দম নিতেন। (অর্থাৎ তিনি পান পাত্রের বাইরে তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন।) *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭০]

٧٦٢/٢.وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ﷺ : «لَا تَشْرَبُوْا واحِداً كَشُرْبِ البَعِيْرِ، وَلٰكِنْ اشْرَبُوْا مَثْنٰى وَثُلَاثَ، وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوْا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

২/৭৬২। ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, উঁটের ন্যায় তোমরা এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না, বরং দুই তিনবার (শ্বাস নিয়ে) পান করো। আর যখন তোমরা পানি পান করা শুরু কর তখন বিসমিল্লাহ বলো এবং যখন পান করা শেষ করো তখন ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলো। হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি হাসান হাদীস।[৩৭১]

٧٦٣/٣. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ . متفق عَلَيْهِ

৩/৭৬৩। আবূ ক্বাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭২]

٧٦٤/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ﷺ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ ، وَقَالَ : « اَلأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ ». متفق عَلَيْهِ

৪/৭৬৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পানি মিশ্রিত দুধ আনা হল। (তখন) তাঁর ডান দিকে এক বেদুঈন ছিল ও বাম দিকে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (বসে) ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তা পান করে বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, “ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে, তারপর তার ডান দিকের ব্যক্তির অগ্রাধিকার রয়েছে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭৩]

---

[৩৭০] সহীহুল বুখারী ৫৬৩১, মুসলিম ২০২৮, তিরমিযী ১৮৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৪১৬, আহমাদ ১১৭২৩, ১১৭৭৬, ১১৭৮৩, ১১৮৮৬, ১২৫১২, দারেমী ২১২০

[৩৭১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল যেমনটি আমি “তাখরীজুল মিশকাত” গ্রন্থে (নং ৪২৭৮) বলেছি। কারণ এর বর্ণনাকারী ইবনু আতা ইবনে আবী রাবাহ্ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইয়াকূব। আর ইয়াযীদ ইবনু সিনান জাযারী হচ্ছেন আবূ ফারওয়াহ্ আররাহাবী। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস আর ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ হাদীস নিরাপদ নয়। দেখুন “সিলসিলাহ্ সহীহাহ্” (৬১৯৫) নং হাদীসের ব্যাখ্যা।

[৩৭২] সহীহুল বুখারী ১৫৬, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯১৭, ২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, দারেমী ৬৭৩

[৩৭৩] সহীহুল বুখারী ২৩৫২, ২৫৭০, ৫৬১২ , ৫৬১৯, মুসলিম ২০২৯ , তিরমিযী ১৮৯৩, আবূ দাউদ ৩৭২৬, ইবনু মাজাহ ৩৪২৫, আহমাদ ১১৬৬৭, ১১৭১১, ১২৬২৬, ১৩০০৯, ১৩১০০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৩

٧٦٥/٥. وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَن يَمِينِهِ غُلاَمٌ ، وَعَن يَسَارِهِ أَشيَاخٌ ، فَقَالَ لِلغُلاَمِ : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلاَءِ ؟ » فَقَالَ الغُلامُ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً . فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৭৬৫। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সামনে শরবত পরিবেশন করা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। আর তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তখন নবী (ﷺ) বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে, আমি ঐ বয়স্ক লোকগুলিকে আগে পান করতে দিই?" বালকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসের ক্ষেত্রে আমি কাউকে আমার উপর অগ্রাধিকার দেব না।' বর্ণনাকারী বলেন, 'নবী (ﷺ) তখন পেয়ালাটি তার হাতে তুলে দিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭৪]

* উক্ত বালক ইবনে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন।

١١٢- بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا وَبَيَانِ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ لَا تَحْرِيْمٍ

পরিচ্ছেদ - ১১২ : মশ্‌ক ইত্যাদির মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা অপছন্দনীয়, তবে তা হারাম নয়

٧٦٦/١. عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ . يعني : أن تُكسَرَ أفواهُها ، وَيُشْرَبَ مِنهَا . متفق عَلَيْهِ

১/৭৬৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) মশকের মুখ বাঁকিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭৫]

٧٦٧/٢. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أن يُشْرَبَ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ أَوْ القِرْبَةِ . متفق عَلَيْهِ

২/৭৬৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে বারণ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৭৬]

٧٦٨/٣. وَعَن أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنتِ ثَابِتٍ أُختِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلَ

---

[৩৭৪] সহীহুল বুখারী ২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০, মুসলিম ২০৩০, আহমাদ ২২৩১৭, ২২৩৬০, মুওয়াত্তা মালেক ১৭২৪

[৩৭৫] সহীহুল বুখারী ৫৬২৫, ৫৬২৬, মুসলিম ২০২৩, তিরমিযী ১৮৯০, আবূ দাউদ ৩৭২০, ইবনু মাজাহ ৩৪১৮, আহমাদ ১০৬৪৩, ১১২৪৮, ১১২৬৫, ১১৪৭৮, দারেমী ২১১৯

[৩৭৬] সহীহুল বুখারী ২৪৬৩, ৫৬২৭, ৫৬২৮, মুসলিম ১৬০৯ , তিরমিযী ১৩৫২, আবূ দাউদ ৩৬৩৪, ইবনু মাজাহ ২৩৩৫, আহমাদ ৭১১৩, ৭১১৪, ৭২৩৬, ৭৬৪৫, ৮১৩৫, ৮৯০০, ৯৪৭৭, ৯৬৪৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৪৬২

عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيِّ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِماً ، فَقُمْتُ إِلَى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩/৭৬৮। উম্মে সাবেত কাব্‌শাহ বিনতে সাবেত, হাস্‌সান ইবনে সাবেতের ভগিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট এলেন এবং একটি ঝুলন্ত মশকের মুখ থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। সুতরাং আমি উঠে তার মুখটা কেটে নিলাম। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৭৭]

উম্মে সাবেত মশকের মুখটি কেটেছিলেন; যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র মুখ স্পর্শকৃত ঐ অংশটুকু সংরক্ষণ করেন, তার দ্বারা বর্কত লাভ করেন এবং অসম্মান থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ হাদীসটি সরাসরি পাত্রের মুখ থেকে পানি পান করার বৈধতার উপর বর্তানো যায়। আর পূর্বোক্ত হাদীস দু'টি এ ব্যাপারে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরীতি বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর আল্লাহই বেশি জানেন।

١١٣- بَابُ كَرَاهَةِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

পরিচ্ছেদ - ১১৩ : পানি পান করার সময় তাতে ফুঁ দেওয়া মাকরূহ

٧٦٩/١. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : القَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : « **أَهرِقْهَا** » . قَالَ : إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : « **فَأَبِنِ القَدَحَ إِذاً عَنْ فِيكَ** ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/৭৬৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানীয় পানকালে তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। একটি লোক নিবেদন করল, 'পানপাত্রে (যদি) আমি খড়কুটো দেখতে পাই?' তিনি বললেন, "তাহলে তা ঢেলে ফেলে দাও।" সে নিবেদন করল, 'এক শ্বাসে পানি পান ক'রে আমার তৃপ্তি হয় না।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি পেয়ালা মুখ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস গ্রহণ করো।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৭৮]

٧٧٠/٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ : أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

২/৭৭০। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে বা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৭৯]

---

[৩৭৭] তিরমিযী ১৮৯২, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩

[৩৭৮] তিরমিযী ১৮৮৭, আবূ দাউদ ৩৭২২, ৩৭৭৮, আহমাদ ১০৮১৯, ১০৮৮৬, ১১১৪৭ , ১১২৫৭, ১১৩৫১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৮, দারেমী ২১২১

[৩৭৯] তিরমিযী ১৮৮৮, আবূ দাউদ ৩৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৪২৯

١١٤- بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشُّرْبِ قَائِمًا

পরিচ্ছেদ - ১১৪ : দাঁড়িয়ে পান করা

দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ; কিন্তু বসে পান করা সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ রীতি। এ মর্মে কাব্‌শার পূর্বোক্ত হাদীসটি দ্রষ্টব্য।

١/٧٧١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. متفق عَلَيْهِ

১/৭৭১। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৮০]

٢/٧٧٢. وَعَنِ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ ، قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ بَابَ الرَّحْبَةِ ، فَشَرِبَ قَائِماً ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ . رواه البخاري

২/৭৭২। নায্‌যাল ইবনে সাবরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুফা নগরীর 'রাহবাহ'র দ্বারপ্রান্তে আলী (রাঃ) এসে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন এবং বললেন, 'আমি নবী ﷺ-কে ঠিক এভাবে (পান) করতে দেখেছি, যেভাবে তোমরা আমাকে (পান) করতে দেখলে।' *(বুখারী)*[৩৮১]

٣/٧٧٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأكُلُ وَنَحْنُ نَمشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيامٌ . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩/৭৭৩। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা চলতে চলতে আহার করতাম এবং দাঁড়িয়ে পান করতাম।' *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[৩৮২]

٤/٧٧٤. وَعَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وقَاعِداً . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৪/৭৭৪। আম্‌র ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করতে দেখেছি।' *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৮৩]

٥/٧٧٥. وَعَن أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى أَن يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً . قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا لأَنَسٍ : فَالأَكْلُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَشَرُّ ـ أَوْ أَخْبَثُ ـ رواه مسلم . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قائِماً .

---

[৩৮০] সহীহুল বুখারী ১৬৩৭, ৫৬১৭, মুসলিম ২০২৭, তিরমিযী ১৮৮২, নাসায়ী ২৯৬৪, ২৯৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪২২, আহমাদ ১৮৪১, ১৯০৬, ২১৮৪, ২২৪৪, ২৬০৩, ৩১৭৬, ৩৪৮৭, ৩৫১৭

[৩৮১] সহীহুল বুখারী ৫৬১৫, ৫৬১৬, নাসায়ী ১৩০, আবূ দাউদ ৩৭১৮, আহমাদ ৫৮৪, ৯৭৯, ৯১৮ , ৯৭৩, ৯৭৯, ১০৪৯, ১১২৮, ১১৪৪, ১১৭৭, ১২০১, ১২২৭, ১৩৫৩, ১৩৭০

[৩৮২] তিরমিযী ১৮৮০

[৩৮৩] তিরমিযী ১৮৮৩, আহমাদ ৬৬৪১, ৬৭৪৪, ৬৯৮২

৫/৭৭৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোককে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদাহ বলেন, আমরা আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে প্রশ্ন করলাম, 'আর (দাঁড়িয়ে) খাওয়া?' তিনি বললেন, 'তা তো আরো মন্দ বা আরো জঘন্য কাজ।' *(মুসলিম)*[৩৮৪]

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন।

٧٧٦/٦. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِماً ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيء ». رواه مسلم

৬/৭৭৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই দাঁড়িয়ে পান না করে। আর যদি ভুলে যায় (ভুলবশতঃ পান করে ফেলে), তাহলে সে যেন বমি ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)*[৩৮৫]

١١٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْمِ آخِرَهُمْ شُرْبًا

পরিচ্ছেদ - ১১৫ : পানীয় পরিবেশনকারীর সবার শেষে পান করা উত্তম

٧٧٧/٧. عَن أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « سَاقِيُ القَومِ آخِرُهُمْ شُرْباً ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/৭৭৭। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকদেরকে পানি পরিবেশনকারী তাদের সবার শেষে পান করবে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৮৬]

١١٦- بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ

পরিচ্ছেদ - ১১৬ : পান-পাত্রের বিবরণ

সোনা-রূপা ছাড়া সমস্ত পবিত্র পানপাত্রে পান করা জায়েয। আর বিনা পাত্রে ও হাত না লাগিয়ে সরাসরি নদী ইত্যাদির পানিতে মুখ লাগিয়ে পান করা বৈধ এবং পানাহার, ওযূ তথা সমস্ত কাজে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার হারাম।

٧٧٨/١. وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَن كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ ، وبَقِيَ قَوْمٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ ، فَصَغُرَ المَخْضَبُ أنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ . قَالُوا : كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً . متفق عَلَيْهِ ، هذه رواية البخاري

---

[৩৮৪] মুসলিম ২০২৪, তিরমিযী ১৮৭৯, আবূ দাউদ ৩৭১৭, ইবনু মাজাহ ৩৪২৩, ৩৪২৪, আহমাদ ১১৭৭৫, ১১৯২৯, ১২০৮১, ১২৪৬০, ১২৬৪৯, ১২৮১৯ , ১৩২০৬, ১৩৫৩১, ১৩৬৯১, দারেমী ২১২৭

[৩৮৫] মুসলিম ২০২৬, আহমাদ ৮১৩৫

[৩৮৬] তিরমিযী ১৮৯৪, মুসলিম ৬৮১, ইবনু মাজাহ ৩৪৩৪, আহমাদ ২২০৪০, ২২০৭১, ২২০৯৩, দারেমী ২১৩৫

وفي رواية لَهُ ولمسلم : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ماءٍ ، فَوَضَعَ أصابعَهُ فِيهِ . قَالَ أنسٌ : فَجَعلْتُ أنْظُرُ إِلَى الماءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَحَزَرْتُ مَنْ تَوضَّأ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمانِينَ .

১/৭৭৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একবার নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাঁদের বাড়ি কাছে ছিল, তাঁরা (ওযূ করার জন্য) বাড়ি গেলেন। আর কিছু লোক থেকে গেলেন (তাঁদের কোন ওযূর ব্যবস্থা ছিল না)। সুতরাং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-এর কাছে একটি পাথরের পাত্রে পানি আনা হল। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তার মধ্যে তাঁর মুঠি খোলাও মুশকিল ছিল। তা থেকেই সমস্ত লোকে ওযূ করলেন।' (আনাসকে উপস্থিত) লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কতজন ছিলেন?' তিনি বললেন, 'আশিজনেরও বেশি।' *(বুখারী-মুসলিম, এটি বুখারীর বর্ণনা)*[৩৮৭]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এবং মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একটি পানির পাত্র চাইলেন। সুতরাং তাঁর জন্য প্রশস্ত একটি অগভীর (চিতরে) পেয়ালা আনা হল, যাতে সামান্য পানি ছিল। তারপর তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলি ঐ পানিতে রাখলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি তাঁর আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়ে পানির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখছিলাম। অনুমান ক'রে দেখলাম, ওযূকারীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর থেকে আশিজনের মাঝামাঝি ছিল।'

٢/٧٧٩. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ ﷺ ، قَالَ : أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. رواه البخاري

২/৭৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) একবার আমাদের নিকট এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি দিলাম, তিনি (তা দিয়ে) ওযূ করলেন।' *(বুখারী)*[৩৮৮]

٣/٧٨٠. وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإلاَّ كَرَعْنَا ». رواه البخاري

৩/৭৮০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) জনৈক আনসারীর নিকট গেলেন। আর তাঁর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "যদি তোমার মশকে রাতের বাসী পানি থাকে, তাহলে নিয়ে এসো; নচেৎ সরাসরি পানিতে মুখ লাগিয়ে পান ক'রে নেব।" *(বুখারী)*[৩৮৯]

---

[৩৮৭] সহীহুল বুখারী ১৬৯, ৩৫৭৪, মুসলিম ২২৭৯, তিরমিযী ঃ ৩৬৩১, নাসায়ী ৭৬৭৮, আহমাদ ১১৯৩৯, ১১৯৯৩, ১২০০৪, ১২০৮৮, ১২২৮৩, ১২৩১৬, ১২৩৩১, ১২৩৮৩, ১২৮৩২, ১২৮৫৪, ১৩১৮৩, ১৩৬৬৭, মুওয়াত্তা মালেক ৬৪

[৩৮৮] সহীহুল বুখারী ১৭৯, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯, মুসলিম ২৩৫, তিরমিযী ৩২, নাসায়ী ৯৭, ৯৮, আবূ দাউদ ১১৮, ইবনু মাজাহ ৪৩৪, আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, মুওয়াত্তা মালেক ৩২, দারেমী ৬৯৪

[৩৮৯] সহীহুল বুখারী ৫৬১৩, ৫৬২১, আবূ দাউদ ৩৭২৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৩২, আহমাদ ১৪১১০, ১৪২৯০, ১৪২৯৮, ১৪৪১১, দারেমী ২১২৩

٧٨١/٤. وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّربِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : « هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৭৮১। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরতে ও সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, "তা হল তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলিমদের) জন্য পরকালে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৯০]

٧٨٢/٥. وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ». متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية لمسلم : « إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ » .

وفي رواية لَهُ : « مَنْ شَرِبَ فِي إنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَاً مِنْ جَهَنَّم».

৫/৭৮২। উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ঢক্ ক'রে পান করে।" (বুখারী)[৩৯১]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে... ।"

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সোনা অথবা রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে নিজ উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্ঢক্ ক'রে পান করে।"

---

[৩৯০] সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, ২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০

[৩৯১] সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ ২৬০২৮, ২৬০৪২, ২৬০৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালেক ১৭১৭, দারেমী ২১২৯

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় (৩) : পোষাক-পরিচ্ছদ

١١٧- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ

পরিচ্ছেদ - ১১৭ : কোন্ শ্রেণীর কাপড় উত্তম

সাদা রঙের কাপড় উত্তম। আর লাল, সবুজ ও কালো রঙের কাপড় বৈধ। আর রেশমী বস্ত্র ছাড়া সুতি, উল, পশম ও লোম ইত্যাদির কাপড় পরিধান করা জায়েয।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾

অর্থাৎ, হে বনী আদম! (হে মানবজাতি) তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ অবতীর্ণ করেছি। আর সংযমশীলতার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। *(সূরা আ'রাফ ২৬ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন, ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদের যুদ্ধে রক্ষা করে। *(সূরা নাহ্‌ল ৮১ আয়াত)*

٧٨٣/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ** ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح.

১/৭৮৩। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়। আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৯২]

٧٨٤/٢. وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **اِلْبَسُوا البَيَاضَ ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ** ». رواه النسائي والحاكم ، وقال : « حديث صحيح »

২/৭৮৪। সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও।" *(নাসাঈ, হাকেম, তিনি বলেন হাদীসটি সহীহ)*[৩৯৩]

٧٨٥/٣. وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرْبُوعاً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৭৮৫। বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (ﷺ) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর

---

[৩৯২] আবূ দাউদ ৩৮৭৮, তিরমিযী ১৭৫৭, ২০৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৪৯৭, আহমাদ ২০৪৮, ২২২০, ২৪৭৫, ৩০২৭, ৩৩৩২, ৩৪১৬
[৩৯৩] সহীহ তারগীব ২০২৭

কাউকে দেখিনি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৯৪]

٧٨٦/٤. وَعَنْ أَبِي جُحَيفَةَ وَهْبِ بنِ عَبدِ اللهِ ، قَالَ : رَأيتُ النبيَّ ﷺ بِمكَّةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ ، فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُوئِهِ ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلاَلٌ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً : حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لاَ يُمْنَعُ . متفقٌ عَلَيْهِ .

৪/৭৮৬। আবূ জুহাইফাহ অহাব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মক্কায় দেখলাম, যখন তিনি আবত্বাহ নামক স্থানে চর্মনির্মিত **লাল রঙের শিবিরে** অবস্থান করছিলেন। বিলাল তাঁর ওযূর পানি নিয়ে বাইরে বের হলেন। কিছু লোক (বর্কত হাসিল করার জন্য) উক্ত পানির ছিটা পেল আর কিছু সংখ্যক লোক পানি পেল। তারপর নবী (ﷺ) লাল রঙের জোড়া বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় বাইরে এলেন। যেন আমি তাঁর দুই পায়ের গোছার শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করছি। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন এবং বিলাল আযান দিলেন। আমি তাঁর এদিক ওদিক মুখ ফিরানো লক্ষ্য করছিলাম। তিনি ডানে ও বামে মুখ ফিরিয়ে 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলছিলেন। অতঃপর নবী (ﷺ)-এর জন্য একটি বর্শা (সুতরাহ স্বরূপ) পুঁতে দেওয়া হল। তারপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়ালেন। তাঁর (সুতরার) সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা অতিক্রম করছিল। সেগুলোকে বাধা দেওয়া হচ্ছিল না। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৯৫]

٧٨٧/٥. وَعَنْ أَبِي رِمْثَة رِفَاعَةَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ ثَوبَانِ أَخْضَرَانِ . رواه أَبُو داود والترمذي بإسناد صحيح

৫/৭৮৭। আবূ রিমসা রিফাআহ তাইমী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরনে দুটো সবুজ রঙের কাপড় দেখেছি।' *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৩৯৬]

٧٨٨/٦. وَعَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء . رواه مسلم

৬/৭৮৮। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কাবিজয়ের দিন (সেখানে) কাল রঙের পাগড়ী পরে প্রবেশ করেছিলেন। *(মুসলিম)*[৩৯৭]

٧٨٩/٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَمرِو بنِ حُرَيْثٍ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . رواه مسلم

---

[৩৯৪] সহীহুল বুখারী ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, ৫৮৪৮, ৫৯০১, মুসলিম ২৩৩৭, তিরমিযী ১৭২৪, ৩৬৩৫, ৩৬৩৬, নাসায়ী ৫০৬০, ৫০৬২, ৫২৩২, ৫২৩৩, ৫৩১৪, আবূ দাউদ ৪১৮৩, ১৮০৮৬, ১৮১৯১

[৩৯৫] সহীহুল বুখারী ১৮৮, ১৯৬, ৩৭৬, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০১, ৬৩৩, ৩৫৫৩, মুসলিম ৫০৩, ২৪৯৭, নাসায়ী ৪৭০, আবূ দাউদ ৬৮৮, আহমাদ ১৮২৬৮, ১৮২৭৮, দারেমী ১৪০৯

[৩৯৬] আবূ দাউদ ৪০৬৫, ৪২০৬, তিরমিযী ২৮১২, ১৫৭২, আহমাদ ৭০৭১, ৭০৭৭, ১৭০২৭

[৩৯৭] মুসলিম ১৩৫৮, তিরমিযী ১৬৭৯, ১৭৩৫, ২৮৬৯, ৫৩৪৪, ৫৩৪৫ , আবূ দাউদ ৪০৭৬, ইবনু মাজাহ ২৮২২, ৩৫৮৫, আহমাদ ১৪৪৮৮, ১৪৭৩৭, দারেমী ১৯৩৯

وفي روايةٍ لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

৭/৭৮৯। আবূ সাঈদ আম্‌র ইবনে হুরাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে কাল রঙের পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখছি, তিনি তাঁর পাগড়ীর দুই প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।' *(মুসলিম)*[৩৯৮]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাল রঙের পাগড়ী মাথায় বেঁধে লোকেদের মাঝে খুতবা দিচ্ছিলেন।'

٧٩٠/٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .متفقٌ عَلَيْهِ

৮/৭৯০। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনটি সাদা সুতি বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছে যেগুলি ইয়ামানের 'সাহুল' নামক স্থানে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ওগুলির মধ্যে কামীস (জামা) ছিল না। আর পাগড়ীও ছিল না।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৯৯]

٧٩١/٩. وَعَنهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعرٍ أَسْوَدَ. رواه مسلم

৯/৭৯১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন সকালে বের হলেন, তখন তাঁর দেহে পালানের ছবি ছাপা কাল লোমের চাদর ছিল।' *(মুসলিম)*[৪০০]

'মুরাহহাল' বলা হয় সেই কাপড়কে, যাতে 'রাহ্‌ল' (উটের পিঠে স্থিত জিন্‌ বা পালান)এর ছবি ছাপা থাকে। আরবীতে পালানকে 'আকওয়ার'ও বলে।

٧٩٢/١٠. وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ ، فَقَالَ لِي : «أمَعَكَ مَاءٌ ؟» قُلتُ : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَ فَأفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَةِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيهِ مِنْهَا حَتَّى أخْرَجَهُمَا مِنْ أسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ ، ثُمَّ أهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ ، فَقَالَ : «دَعْهُمَا فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» وَمَسحَ عَلَيْهِمَا . متفقٌ عَلَيْهِ .

وفي رواية : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الكُمَّيْنِ .

وفي رواية : أنَّ هذِهِ القَضِيَّةَ كَانَتْ في غَزْوَةِ تَبُوكَ .

১০/৭৯২। মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাতের বেলায়

---

[৩৯৮] মুসলিম ১৩৫৯ নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬, আবূ দাউদ ৪০৭৭, ইবনু মাজাহ ১১০৪, ২৮২১, ৩৫৮৪, ৩৫৮৭, আহমাদ ১৮২৫৯

[৩৯৯] সহীহুল বুখারী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৮৭, মুসলিম ৯৪১, তিরমিযী ৯৯৬, নাসায়ী ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১৫১, ইবনু মাজাহ ১৪৬৯, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, ২৪৩৪৮, ২৪৪৮৪, ২৪৭৯৫, ২৫০৭৩, ২৫১৫২, ২৫২৬৭, ২৫৪১৮, ২৫৭৪৪, মুওয়াত্তা মালিক ৫২১

[৪০০] মুসলিম ২০৮১, তিরমিযী ২৮১৩, আবূ দাউদ ৪০৩২, আহমাদ ২৪৭৬৭

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তোমার কাছে পানি আছে কি?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি স্বীয় বাহন থেকে নামলেন এবং চলতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর যখন ফিরে এলেন, তখন আমি পাত্র থেকে (পানি) ঢেলে দিলাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ধুলেন। তাঁর পরনে ছিল পশমী জুব্বা। তিনি তা হতে তাঁর হাত দু'টিকে বের করতে সক্ষম হলেন না। পরিশেষে তিনি জুব্বার নিচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'টি ধুলেন ও মাথা মাসাহ করলেন। তারপর আমি তাঁর মোজা খুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি বললেন, ছেড়ে দাও। কেননা, আমি ওগুলো পবিত্র (ওযূ) অবস্থায় পায়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি তার উপর মাসাহ করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪০১]

অপর বর্ণনায় আছে, তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্বা; যার হাতা দু'টি টাইট ছিল।

অন্য বর্ণনায় আছে, এ ঘটনাটি ছিল তাবূক যুদ্ধের সফরে।

١١٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقَمِيْصِ

পরিচ্ছেদ - ১১৮ : জামা পরিধান করা উত্তম

١/٧٩٣. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن ».

১/৭৯৩। উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় পোশাক ছিল কামীস (জামা)।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)*[৪০২]

١١٩- بَابُ صِفَةِ طُوْلِ الْقَمِيْصِ وَالْكُمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيْمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ عَلَى سَبِيْلِ الْخُيَلَاءِ وَكَرَاهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءِ

পরিচ্ছেদ - ১১৯ : জামা-পায়জামা, জামার হাতা, লুঙ্গি তথা পাগড়ীর প্রান্ত কতটুকু লম্বা হবে? অহংকারবশতঃ ওগুলি ঝুলিয়ে পরা হারাম ও নিরহংকারে তা ঝুলানো অপছন্দনীয়

١/٧٩٤. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيصِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

[৪০১] সহীহুল বুখারী ১৮২, ২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, ৪৪২১, ৫৭৯৮, ৫৭৯৯, মুসলিম ২৭৪, তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০, নাসায়ী ৭৯, ৮২, আবূ দাউদ ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ইবনু মাজাহ ৫৪৫, ৫৫০, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৯১, ১৭৬৯৯, ১৭৭১০, ১৭৭১৭, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, মুওয়াত্তা মালেক ৭৩, দারেমী ৭১৩

[৪০২] আবূ দাউদ ৪০২৫, ৪০২৬, তিরমিযী ১৭৬২, ইবনু মাজাহ ৩৫৭৫

১/৭৯৪। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জামার হাতা কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল।' *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[৮০৩]

٧٩٥/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ إزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاءَ ». رواه البخاري وروى مسلم بعضه .

২/৭৯৫। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের পোশাক মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ তার প্রতি কিয়ামতের দিন (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" আবূ বাক্‌র (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! খেয়াল না করলে আমার লুঙ্গি ঢিলে হয়ে নেমে যায়।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি তাদের শ্রেণীভুক্ত নও, যারা তা অহংকারবশতঃ ক'রে থাকে।" *(বুখারী, মুসলিম এর আংশিক বর্ণনা করেছেন।)*[৮০৪]

٧٩٦/٣. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَراً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৭৯৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮০৫]

٧٩٧/٤. وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ ». رواه البخاري

৪/৭৯৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, 'লুঙ্গির যে পরিমাণটুকু পায়ের গাঁটের নীচে যাবে, সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে।' *(বুখারী)*[৮০৬]

٧٩٨/٥. وَعَن أَبي ذَرٍّ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ ». رواه مسلم . وفي رواية لَهُ : « المُسْبِلُ إزَارَهُ » .

---

[৮০৩] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" (২৪৫৮)। এর সনদের মধ্যে শাহ্‌র ইবনু হাওশাব নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মন্দ হেফ্য শক্তির কারণে দুর্বল। হাফেয ইবনু হাজার "আত্‌তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বেশী বেশী মুরসাল এবং সন্দেহমূলক বর্ণনাকারী। আবূ হাতিম ও ইবনু আদী প্রমুখও বলেছেন তার হেফ্য শক্তিতে দুর্বলতা ছিল। [দেখুন "য'ঈফা" হাদীস নং ৬৮৩৬]। তিরমিযী ১৭৬৫, ৪০২৭

[৮০৪] সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৬৬৯, ৪৭৫৯, ৪৮৬৯, ৪৯৭৪, ৫০১৮, ৫০৩০, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩১৮, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৪৩৭, ৫৫১০, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮

[৮০৫] সহীহুল বুখারী ৫৭৮৮, মুসলিম ২০৮৭, আহমাদ ৮৭৭৮, ৮৯১০, ৯০৫০, ৯২৭০, ৯৫৪৫, ৯৮৫১, ১০১৬৩, ২৭২৫৩, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৮

[৮০৬] সহীহুল বুখারী ৫৭৮৭, নাসায়ী ৫৩৩০, ৫৩৩১, আহমাদ ৭৪১৭, ৭৭৯৭, ৯০৬৪, ৯৬১৮, ১০১৭৭,

৫/৭৯৮। আবূ যার্র (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উক্ত বাক্যগুলি তিনবার বললেন।' আবূ যার্র বললেন, 'তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক! তারা কারা? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(লুঙ্গি-কাপড়) পায়ের গাঁটের নীচে যে ঝুলিয়ে পরে, দান ক'রে যে লোকের কাছে দানের কথা বলে বেড়ায় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে পণ্য বিক্রি করে।" *(মুসলিম)*[৪০৭] তাঁর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।"

٧٩٩/٦. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ ، وَالقَمِيصِ ، وَالعِمَامَةِ ، مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيَلاءَ لَمْ يَنظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه أبُو داود والنسائي بإسناد صحيح

৬/৭৯৯। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "লুঙ্গি, জামা ও পাগড়ীতে ঝুলানোর কাজ হয়ে থাকে। (অর্থাৎ, এগুলি ঝুলিয়ে পরলে গুনাহ হয়।) যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ কিছু মাটিতে ছেঁচড়ে চলবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না।" *(আবূ দাউদ, নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৪০৮]

٨٠٠/٧. وَعَن أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بنِ سُلَيْمٍ ﷺ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لاَ يَقُولُ شَيْئاً إِلاَّ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : رَسُولُ اللهِ ﷺ . قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ – مَرَّتَينِ – قَالَ : « لاَ تَقُلْ : عَلَيْكَ السَّلامُ ، عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ المَوْتَى ، قُلْ : السَّلامُ عَلَيْكَ ». قَالَ : قُلْتُ : أنْتَ رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ : « أنَا رَسُولُ اللهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ ». قَالَ : قُلْتُ : اِعْهَدْ إِلَيَّ . قَالَ : « لاَ تَسُبَّنَّ أحَداً ». قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرّاً ، وَلاَ عَبْداً ، وَلاَ بَعِيراً ، وَلاَ شَاةً ، « وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً ، وَأَنْ تُكَلِّمَ أخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ، إنَّ ذَلِكَ مِنَ المَعْرُوفِ ، وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الكَعْبَيْنِ ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ المَخِيلَةِ . وَإنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المَخِيلَةَ ؛ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ». رواه أبُو داود والترمذي بإسناد صحيح ، وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح »

---

[৪০৭] মুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৬৫৪, ৪৪৫৮, ৪৪৬৯, ৫৩৩৩, আবূ দাউদ ৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারেমী ২৬০৫

[৪০৮] সহীহুল বুখারী ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, ৬০৬২, মুসলিম ২০৮৫, তিরমিযী ১৭৩০, ১৭৩১, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, নাসায়ী ৫৩২৭, ৫৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩২৮, ৫৩৫৪, ৫৪১৬, ৫৫১০ , ৬১৬৮, ৬৩০৪, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৬, ১৬৯৮

৭/৮০০। আবূ জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যাঁর মতানুযায়ী লোকে কাজ করছে, তাঁর কথা তারা মেনে নিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ লোকটি কে?' লোকেরা বলল, 'ইনি আল্লাহর রসূল ﷺ।' আমি তাঁকে 'আলাইকাস সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ' দু'বার বললাম। তিনি বললেন, "'আলাইকাস সালাম' বলো না। 'আলাইকাস সালাম' তো মৃতদের জন্য অভিবাদন বাণী। তুমি বলো 'আসসালামু আলাইকা।"

জাবের বলেন, আমি বললাম, 'আপনি আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "আমি সেই আল্লাহর রসূল, যাঁকে কোন বিপদের সময় যদি ডাকো, তাহলে তিনি তোমার বিপদ দূর করে দেবেন। যদি দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে তিনি তোমার জন্য যমীন থেকে ফসল উৎপাদন করবেন। কোন গাছপালা বিহীন জনশূন্য মরুভূমিতে তোমার বাহন হারিয়ে গেলে তুমি যদি তাঁর নিকট দুআ কর, তাহলে তিনি তোমার বাহন তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।"

জাবের বলেন, আমি বললাম, 'আপনি আমাকে বিশেষ উপদেশ দান করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কাউকে কখনো গালি-গালাজ করো না।" সুতরাং তারপর থেকে আমি না কোন স্বাধীন-পরাধীন ব্যক্তিকে, না কোন উট আর না কোন ছাগলকে গালি দিয়েছি।

(দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে এই যে,) "কোন পুণ্যকর্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। নিঃসন্দেহে সহাস্য বদনে কোন মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে তোমার বাক্যালাপ করা নেকীর কাজ। নিজ লুঙ্গি পায়ের অর্ধ রলা পর্যন্ত উঁচু রেখো। তা যদি মানতে না চাও, তাহলে গাঁট পর্যন্ত ঝুলাতে পার। লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরা থেকে দূরে থেকো। কেননা, এতে অহংকার জন্মায়। আর নিশ্চয় আল্লাহ অহংকারকে পছন্দ করেন না। যদি কেউ তোমাকে গালি দেয় অথবা এমন দোষ ধরে তোমাকে লজ্জা দেয়, যা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানে, তাহলে তুমি তার এমন দোষ ধরে তাকে লজ্জা দিয়ো না, যা তার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে জানো। যেহেতু তার কুফল তার উপরই বর্তাবে (তোমার উপর নয়)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৪০৯]

٨٠١/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ » فَذَهَبَ فَتَوضَّأَ ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ: «اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللهِ . مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَن يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ ، إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ » .

৮/৮০১। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি (টাখনুর নীচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে সালাত পড়ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, যাও, পুনরায় ওযূ কর। সে আবার ওযূ করে করে এলো। তিনি আবার বললেন ঃ যাও, পুনরায় ওযূ কর। একজন বললো, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ ! কেন আপনি তাকে ওযূ করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর নীরবতা পালন করছেন? তিনি বললেন ঃ এ লোক তার লুঙ্গি (টাখনুর নীচে) ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত পড়ছিলো। অথচ আল্লাহ এমন ব্যক্তির সালাত কবূল করেন না, যে তার পায়জামা এরকম ঝুলিয়ে দিয়ে সালাত আদায় করে।[৪১০]

---

[৪০৯] আবূ দাউদ ৪০৮৪, তিরমিযী ২৭২১, আহমাদ ১৫৫২৫

[৪১০] এ সহীহ্ আখ্যা দানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। সে সম্পর্কে আমি "তাখরীজুল মিশকাত" গ্রন্থে (হা ঃ নং ৭৬১) এবং "য'ঈফু আবী দাউদ" গ্রন্থে (নং ৯৬) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। এর সনদের মধ্যে আবূ জা'ফার নামে এক বর্ণনাকারী

٨٠٢/٩. وعن قَيسِ بن بشرٍ التَّغْلبِيِّ قال : أَخْبَرَني أبي وكان جليساً لأبي الدَّرداءِ قال : كان بِدِمشقَ رَجُلٌ من أَصحاب النبي ﷺ يقال له سهلُ ابنُ الحنظَلِيَّةِ، وكان رجُلاً مُتَوحِّداً قَلَّمَا يُجالِسُ النَّاسَ ، إنَّمَا هو صلاةٌ ، فَإذا فرغَ فَإنَّمَا هو تسبيح وتكبيرٌ حتى يأْتِيَ أهْلَهُ ، فَمَرَّ بِنَا ونَحنُ عِند أبي الدَّرداءِ ، فقال له أَبو الدَّردَاءِ : كَلِمةً تَنْفَعُنَا ولا تضُرُّكَ ، . قال : بَعثَ رسول اللهِ ﷺ سريَّةً فقَدِمَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنهم فَجَلسَ في المَجْلِسِ الذي يَجلِسُ فِيهِ رسول اللهِ ﷺ ، فقال لرجُلٍ إلى جَنْبِهِ : لَوْ رَأَيتنا حِينَ التقَيْنَا نَحْنُ والعدُو ، فَحمَل فلانٌ فَطَعَنَ ، فقال : خُذْهَا مِنِّي . وأَنَا الغُلامُ الغِفَارِيُّ ، كَيْفَ تَرى في قوْلِهِ ؟ قال: مَا أَرَاهُ إلا قَدْ بَطَلَ أَجرُهُ . فسَمِعَ بِذلكَ آخَرُ فقال : مَا أَرَى بِذَلكَ بأْساً ، فَتَنَازعا حَتى سَمِعَ رسول اللهِ ﷺ فقال : « **سُبْحان اللهِ ؟ لا بَأْس أَن يُؤْجَرَ ويُحْمَد** » فَرَأَيْتُ أَبا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذلكَ ، وجعلَ يَرْفَعُ رأْسَه إلَيهِ وَيَقُولُ : أَأَنْتَ سمِعْتَ ذَلكَ مِنْ رسول اللهِ ﷺ؟ فيقول : نعَمْ ، فما زال يعِيدُ عَلَيْهِ حتى إنِّي لأَقولُ لَيَبرُكَنَّ على رُكْبَتَيْهِ .

قال : فَمَرَّ بِنَا يَوماً آخَرَ ، فقال له أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنفَعُنَا ولا تَضُرُّكَ ، قال: قال لَنَا رسول اللهِ ﷺ : « **المُنْفِقُ عَلَى الخَيْلِ كالبَاسِطِ يَدَهُ بالصَّدَقة لا يَقْبِضُهَا** » . ثم مرَّ بِنَا يوماً آخر ، فقال له أبو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلا تَضرُّكَ ، قال : قال رسول اللهِ ﷺ : « **نعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الأَسَديُّ ، لولا طُولُ جُمته وَإسْبَالُ إزَارِهِ** » فبَلَغَ ذلك خُرَيماً، فَعجَّلَ فَأَخَذَ شَفرَةً فَقَطَعَ بها جُمَّتَهُ إلى أُذنيه ، ورفعَ إزَارَهُ إلى أَنْصَاف سَاقَيْه . ثُمَّ مَرَّ بنَا يَوْماً آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمةً تَنْفَعُنَا ولاَ تَضُرُّكَ قَالَ : سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ : « **إنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلى إخْوانِكُمْ . فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ ، وأَصْلحوا لبَاسَكُمْ حتى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَة في النَّاسِ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّش** » . رواهُ أَبو داود بإسنادٍ حسنٍ ، إلاَّ قَيْسَ بن بشر ، فاخْتَلَفُوا في توثيقِهِ وتَضْعيفه ، وقد روى له مسلم .

৯/৮০২। কাইস ইবনু বিশর আত-তাগলিবী (রাহঃ)-এর সঙ্গী ছিলেন। তিনি (বিশর) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সাহাবী দামিশকে ছিলেন। তাকে বলা হতো সাহল ইবনু হানযালিয়্যা। তিনি একাকিত্বকে বেশি পছন্দ করতেন, লোকদের সাথে খুব কমই উঠাবসা করতেন, অধিকাংশ সময় সালাতেই কাটিয়ে দিতেন, সালাত থেকে অবসর হয়ে তার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাসবীহ্ ও তাকবীরে মগ্ন থাকতেন। (একদিন) তিনি আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন আমরা আবূ দারদা (রাঃ)-এর কাছে ছিলাম। আবূ দারদা (রাঃ) তাকে বললেন,

রয়েছেন তিনি অপরিচিত, তাকে চেনা যায় না। এ বর্ণনাকারী সম্পর্কে শাইখ আলবানী ''য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-'' গ্রন্থে (নং ৯৬) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আবূ দাউদ ৪০৮৬, ইবনুল কাত্তানও আবূ জাফারকে মাজহূল বলেছেন।

আমাদেরকে এমন কোন কথা বলে দিন, যা আমাদের উপকার দিবে আর আপনারও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোট্ট বাহিনী প্রেরণ করলেন। বাহিনী ফিরে আসার পর তাদের একজন ঐ মাজলিশে এসে বসে পড়লো যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺও বসা ছিলেন। তার পাশে বসা লোকটিকে আগন্তুক লোকটি বললো, তুমি যদি আমাদেরকে তখন দেখতে জিহাদের ময়দানে আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলাম, বর্শা উঁচিয়ে অমুক (কাফির) আক্রমণ করলো এবং আঘাত হানলো। উত্তরে (আক্রান্ত মুসলিমটি) বললো, এই নে আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের যুবক। তার এই বক্তব্য বিষয়ে আপনি কী বলেন? লোকটি বললো, আমার মতে (অহংকারের কারণে) তার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই কথা আরেকজন শুনে বললো, এতে তো আমি কোন দোষ দেখি না। তারা বিতর্কে লিপ্ত হলো, এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺও তা শুনে ফেলেন। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোন দোষ নেই, সে (পরকালে) পুরস্কৃত হবে এবং (ইহকালে) প্রশংসিত হবে। কাইস ইবনু বিশর বলেন, আবুদ দারদা (রাঃ) কে আমি দেখলাম যে, এতে তিনি খুশি হয়েছেন এবং তাঁর দিকে নিজের মাথা উঠিয়ে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একথা শুনেছেন কি? ইবনু হানযালিয়্যা (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। আবুদ দারদা (রাঃ) এই কথাটি বারবার ইবনু হানযালিয়্যার সামনে বলতে লাগলেন। অবশেষে আমি বলেই ফেললাম, আপনি কি ইবনু হানযালিয়্যার হাঁটুর উপর চরে বসতে চান?[৪১১]

١٠/٨٠٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَلاَ حَرَجَ - أَوْ لاَ جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ ، فمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

১০/৮০৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিমের লুঙ্গি অর্ধ গোছা পর্যন্ত ঝুলানো উচিত। গাঁটের উপর পর্যন্ত ঝুললে ক্ষতি নেই। যে অংশ লুঙ্গি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলবে, তা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরবে, তার দিকে আল্লাহ (করুণার দৃষ্টিতে) তাকিয়ে দেখবেন না।" *(আবূ দাঊদ, সহীহ সূত্রে)*[৪১২]

١١/٨٠٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : مَرَرتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي استِرخَاءٌ ، فَقَالَ: « يَا عَبدَ اللهِ ، ارْفَعْ إِزَارَكَ ». فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : « زِدْ » فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ . فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ : إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ . رواه مسلم

১১/৮০৪। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন আমার লুঙ্গি বেশ ঝুলে ছিল। সুতরাং তিনি বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! লুঙ্গি উঠিয়ে পর।"

[৪১১] আবূ দাউদ (৪০৮৯) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কায়েস ইবনু বিশ্‌র নির্ভরযোগ্য নাকি দুর্বল? এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেছেন। আর তার থেকে ইমাম মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুস্পষ্টভাবে কেউ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন দেখছি না। তবে হাদীসটির সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তার পিতা থেকে। কারণ তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (২১২৩)। হাফিয যাহাবী "আলমীযান" গ্রন্থে কায়েস ইবনু বিশ্‌র এবং তার পিতা সম্পর্কে বলেন ঃ তাদের দু'জনকেই চেনা যায় না।

[৪১২] আবূ দাউদ ৪০৯৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৭০, ৩৫৭৩, আহমাদ ১০৬২৭, ১০৬৪৫, ১০৮৬৩, ১১০০৪, ১১০৯৫, ১১৫১৫, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯৯

অতএব আমি লুঙ্গি তুলে পরলাম। তিনি আবার বললেন, "আরো উঁচু কর।" আমি আরো উঁচু করলাম। এরপর বরাবর আমি এর খেয়াল রাখতে থাকলাম; যেন লুঙ্গি নীচে না নামে। কিছু লোক (আব্দুল্লাহকে) জিজ্ঞাসা করল, 'কতদূর পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরা যাবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'অর্ধ গোছা পর্যন্ত।' *(মুসলিম)*[৪১৩]

٨٠٥/١٢. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ؟ قَالَ : « يُرْخِينَ شِبْراً ». قَالَتْ : إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

১২/৮০৫। পূর্বোক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অহংকারবশতঃ যে ব্যক্তি গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) দেখবেন না।" উম্মে সালামাহ প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে মহিলারা তাদের কাপড়ের নিম্নপ্রান্তের ব্যাপারে কী করবে?' তিনি বললেন, "আধ হাত বেশী ঝুলাবে।" উম্মে সালামাহ বললেন, 'তাহলে তো তাদের পায়ের পাতা খোলা যাবে!' তিনি বললেন, "তাহলে এক হাত পর্যন্ত নীচে ঝুলাবে; তার বেশী নয়।" *(আবূ দাউদ ও তিরমিযী)*[৪১৪]

١٢٠- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّرَفُّعِ فِي اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا

পরিচ্ছেদ - ১২০ : বিনয়বশতঃ মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করা মুস্তাহাব

এ পরিচ্ছেদ বিষয়ক কিছু হাদীস 'উপবাস ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মাহাত্ম্য' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٠٦/١. وَعَنْ مُعَاذِ بنِ أَنَسٍ ؓ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعاً للهِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/৮০৬। মুআয ইবনে আনাস ؓ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়বশতঃ তা পরিহার করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সাক্ষাতে তাকে ডেকে স্বাধীনতা দেবেন, সে যেন ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদের পোশাক) জোড়াসমূহের মধ্য থেকে যে কোন জোড়া বেছে নিয়ে পরিধান করে।" *(তিরমিযী, হাসান)*[৪১৫]

---

[৪১৩] সহীহুল বুখারী ৩৪৮৫, ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১, মুসলিম ২০৮৫, ২০৮৬, তিরমিযী ১৭৩১, নাসায়ী ৪৩২৬, ৪৩২৭, ৪৩২৮, ৫৩৩৫, ৫৩৩৬, আবূ দাউদ ৪০৮৫, ৪০৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৬৯, আহমাদ ৪৪৭৫, ৪৫৫৩, ৪৮৬৯, ৪৯৯৪, ৫০১৮, ৫০৩০,৫০৩৫, ৫১৫১, ৫১৬৬, ৫২২৬, ৫৩০৫, ৫৩১৮, ৫৩২৮, মুওয়াত্তা মালেক ১৬৯২, ১৬৯৮

[৪১৪] ৭৯৫ এর মত

[৪১৫] তিরমিযী ২৪৮১, আহমাদ ১৫২০৪

١٢١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِي اللِّبَاسِ وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى مَا يَزْرِيْ بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَقْصُوْدٍ شَرْعِيٍّ

পরিচ্ছেদ - ১২১ : মধ্যম ধরনের পোশাক পরা উত্তম। অকারণে শরয়ী উদ্দেশ্য ব্যতিত অনুত্তম, যা উপহাস্য হতে পারে

١/٨٠٧. عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/৮০৭। আম্‌র ইবনে শুআইব স্বীয় পিতা হতে, তিনি স্বীয় দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর বান্দার উপর তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের প্রভাব ও চিহ্ন দেখা যাক।" *(তিরমিযী, হাসান)*[৪১৬]

١٢٢- بَابُ تَحْرِيْمِ لِبَاسِ الْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْرِيْمِ جُلُوْسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ وَجَوَازِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ

পরিচ্ছেদ - ১২২ : রেশমের কাপড় পরা, তার উপরে বসা বা হেলান দেওয়া পুরুষদের জন্য অবৈধ, মহিলাদের জন্য বৈধ

١/٨٠٨. عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮০৮। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা (পুরুষরা) রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করবে, সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে। (অর্থাৎ, সে জান্নাত হতে বঞ্চিত হবে।)" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪১৭]

٢/١٢٨٠٩. وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية للبخاري : « مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ » .

---

[৪১৬] তিরমিযী ২৮১৯

[৪১৭] সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩ , ৩২৩, ৩৫৮, ৩৬৭

২/৮০৯। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমি বলতে শুনেছি, "সেই রেশম পরিধান করে, যার কোনই অংশ নেই।" *(বুখারী মুসলিম)*[৪১৮]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "যার আখেরাতে কোন অংশ নেই।"

٨١٠/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮১০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেছেন, "দুনিয়াতে যে রেশমী কাপড় পরবে, আখেরাতে সে তা পরতে পাবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪১৯]

٨١١/٤. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيراً، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَذَهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: « إنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ

৪/৮১১। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখেছি, তিনি ডান হাতে রেশম ধরলেন এবং বাম হাতে সোনা, অতঃপর বললেন, "আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দু'টি বস্তু হারাম।" *(আবূ দাউদ, সহীহ সনদে)*[৪২০]

٨١٢/٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإنَاثِهِمْ ». رواه الترمذي، وقال: « حديث حسن صحيح »

৫/৮১২। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে, আর মহিলাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[৪২১]

٨١٣/٦. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري

৬/৮১৩। হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সোনা ও রূপার পাত্রে পান বা আহার করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এবং চিকন ও মোটা রেশম পরিধান করতে অথবা (বেড-কভার বা সীট-কভার বানিয়ে) তার উপর বসতেও নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী)*[৪২২]

---

[৪১৮] সহীহুল বুখারী ৫৮২৮, ৫৮৩০, ৫৮৩৪, ৫৮৩৫, মুসলিম ২০৬৯, নাসায়ী ৫৩১২, ৫৩১৩, আবূ দাউদ ৪০৪২, ইবনু মাজাহ ২৮১৯, ২৮২০, ৩৫৯৩, আহমাদ ৯৩, ২৪৪, ৩০৩, ৩২৩, ৩৫৮, ৩৬৭

[৪১৯] সহীহুল বুখারী ৫৮৩২, মুসলিম ২০৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৫৮৮, আহমাদ ১১৫৭৪, ১৩৫৮০

[৪২০] আবূ দাউদ ৪০৫৭, নাসায়ী ৫১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৫৯৫

[৪২১] তিরমিযী ১৭২০, নাসায়ী ৫১৪৮

[৪২২] সহীহুল বুখারী ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩১, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, ২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, ২২৯৫৪, দারেমী ২১৩০

١٢٣- بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ

পরিচ্ছেদ - ১২৩ : চুলকানি রোগ থাকলে রেশমের কাপড় পরা বৈধ

١/٨١٤. عَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي لُبْسِ الحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِما . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮১৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুবাইর ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে তাদের গায়ে চুলকানি হবার দরুন রেশমী কাপড় পরার অনুমতি দিয়েছিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪২৩]

١٢٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِفْتِرَاشِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا

পরিচ্ছেদ - ১২৪ : বাঘের চামড়া বিছিয়ে বসা নিষেধ

١/٨١٥. عَن مُعَاوِيَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ ». حديث حسن ، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن

১/৮১৫। মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "রেশমী কাপড় ও বাঘের চামড়ার উপর (বাহনের পিঠে রেখে বা অন্যত্র বিছিয়ে) বসো না।" *(আবূ দাউদ ও অন্যান্য হাসান সূত্রে)*[৪২৪]

٢/٨١٦. وَعَنْ أَبِي المَلِيحِ ، عَن أَبِيهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ . رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ . وفي رواية للترمذي : نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أنْ تُفْتَرَشَ.

২/৮১৬। আবুল মালীহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তুর চামড়ার বিছানায় বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধ সানাদ সূত্রে)*[৪২৫]

তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, তিনি হিংস্র জন্তুর চামড়া বিছাতে নিষেধ করেছেন।

---

[৪২৩] সহীহুল বুখারী ৫৮৩৯, ২৯১৯, ২৯২০, ২৯২২, ৫৮৩৯, মুসলিম ২০৭৬, তিরমিযী ১৭২২, নাসায়ী ৫৩১০, ৫৩১১, আবূ দাউদ ৪০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ১১৮২১, ১১৮৭৯, ১২৪৫২, ১২৫৮০, ১২৮৩৬, ১৩২২৮, ১৩২৭০, ১৩৪৭৩

[৪২৪] আবূ দাউদ ৪১২৯, আহমাদ ১৬৩৯৮

[৪২৫] তিরমিযী ১৭৭১, নাসায়ী ৪২৫৩, আবূ দাউদ ৪১৩২, আহমাদ ২০১৮৩, ২০১৮৯, দারেমী ১৯৮৩,

١٢٥- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا أَوْ نَعْلًا أَوْ نَحْوَهُ

পরিচ্ছেদ - ১২৫ : নতুন কাপড় বা জুতা ইত্যাদি পরার সময় কী বলতে হয়?

٨١٧/١. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً ، أَوْ قَمِيصاً ، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ : « اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: « حديث حسن »

১/৮১৭। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন নতুন কাপড় পরতেন, তখন পাগড়ী, জামা কিম্বা চাদর তার নাম নিয়ে এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আন্তা কাসাউতানীহ, আসআলুকা মিন খাইরিহী অখাইরি মা সুনিআ লাহ, অআউযু বিকা মিন শার্রিহি অশার্রি মা সুনিআ লাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ তোমারই নিমিত্তে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আমাকে এই (নতুন কাপড়) পরালে, আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এ যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং যার জন্য এ প্রস্তুত করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*[৪২৬]

١٢٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْاِبْتِدَاءِ بِالْيَمِيْنِ فِي اللِّبَاسِ

পরিচ্ছেদ ১২৬ : ডান দিক থেকে পোশাক পরা শুরু করা মুস্তাহাব

পোশাক পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। এ মর্মে অনেক শুদ্ধ হাদীস ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

[৪২৬] তিরমিযী ১৭৬৭, আবূ দাউদ ৪০২০

كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ

অধ্যায় (৪) : নিদ্রার আদব

١٢٧- بَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْاِضْطِجَاعِ وَالْقُعُوْدِ وَالْمَجْلِسِ وَالْجَلِيْسِ وَالرُّؤْيَا

পরিচ্ছেদ - ১২৭ : ঘুমানো, শোয়া, বসা, বৈঠক, সাথী এবং স্বপ্ন সংক্রান্ত আদব কায়দা

শয়নকালে যা বলতে হয়

٨١٨/١. عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْك ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ». رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه

১/৮১৮। বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন এবং এই দুআ পড়তেন ঃ-

'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়ায্বতু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক্, লা মাল্‌জাআ অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী এই শব্দমালায়, আদব অধ্যায়)*[৮২৭]

٨١٩/٢. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ ...» وذَكَرَ نَحْوَهُ، وفيه: «وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮১৯। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "তুমি যখন তোমার বিছানায় (ঘুমাবার জন্য) আসবে, তখন তুমি নামাযের ওযূর মত ওযূ কর। অতঃপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (পূর্বোক্ত দুআটি) দুআ পাঠ কর....।" অতঃপর বর্ণনাকারী ঐ দুআটি উল্লেখ করলেন। আর এ বর্ণনায় আছে যে, "ওই দুআটিকেই সবশেষে পাঠ কর।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৮২৮]

---

[৮২৭] সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ ,তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩

[৮২৮] সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩২৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০ ,তিরমিযী ২৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩

٨٢٠/٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮২০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে এগারো রাকআত নামায পড়তেন। যখন ফজর উদয় হত, তখন তিনি দু'রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন, তারপর তাঁর ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন; শেষ পর্যন্ত মুআয্যিন এসে তাঁকে (জামাআতের সময় হওয়ার) খবর জানাত।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪২৯]

٨٢١/٤. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « **اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا** » وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « **الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ** ». رواه البخاري

৪/৮২১। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রিতে যখন শয্যাগ্রহণ করতেন, তখন তিনি গালের নীচে হাত রেখে এই দুআ পড়তেন ঃ 'আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমূতু অ আহয়্যা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

আর যখন জাগতেন তখন বলতেন ঃ 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী)*[৪৩০]

٨٢٢/٥. وَعَنْ يَعِيشَ بنِ طِخْفَةَ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ أَبِي : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجلِهِ ، فَقَالَ : « **إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ** » ، قَالَ : فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৫/৮২২। য়্যাঈশ ইবনে ত্বিখফাহ্ গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেন, একদা আমি মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় একটি লোক আমাকে পা দিয়ে নড়িয়ে বলল, "এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপছন্দ করেন।" তিনি বলেন, 'আমি তাকিয়ে দেখলাম তো তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন।' *(আবূ দাউদ, সহীহ সনদ)*[৪৩১]

٨٢٣/٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ** ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن

---

[৪২৯] সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৬৪, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪,১৫৮৫

[৪৩০] সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৬০, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬

[৪৩১] আবূ দাউদ ৫০৪০, আহমাদ ১৫১১৫, ১৫১১৭, (মু'আয বিন হিশাম)

৬/৮২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে। আর যে ব্যক্তি এমন জায়গায় শয়ন করে, যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে না, (এর জন্য) আল্লাহর তরফ থেকে তার উপর পরিতাপ ও কমি আসবে।" *(আবূ দাউদ, হাসান)*[৪৩২]

١٢٨- بَابُ جَوَازِ الْاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرٰى إِذَا لَمْ يُخَفْ اِنْكِشَافُ الْعَوْرَةِ وَ جَوَازِ الْقُعُوْدِ مُتَرَبِّعًا وَمُحْتَبِيًا .

পরিচ্ছেদ - ১২৮ : গুপ্তাঙ্গ উদম হওয়ার আশংকা না থাকলে একটি পায়ের উপর অন্য পা চাপিয়ে চিৎ হয়ে শোয়া বৈধ এবং দুই পা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসা ও হাঁটু দু'টিকে বুকে লাগিয়ে কাপড় বা কোন কিছু দিয়ে পিঠের সাথে বেঁধে বসা বৈধ

١/٨٢٤. عَن عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّه رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُستَلْقِياً في المَسْجِدِ ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে য়্যাযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মসজিদে এমনভাবে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি একটি পা অন্য পায়ের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৩৩]

٢/٨٢٥. وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود وغيره بأسانيد صحيحة

২/৮২৫। জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাঃ) যখন ফজরের নামায সমাপ্ত করতেন তখন ভালোভাবে সূর্যোদয় না হওয়া অবধি নামায পড়ার জায়গাতেই দুই পা গুটিয়ে (বাবু হয়ে) বসে থাকতেন।' *(সহীহ হাদীস, এটি আবূ দাউদ প্রমুখ বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন)*[৪৩৪]

٣/٨٢٦. وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِفِنَاءِ الكَعْبَةِ مُحْتَبِياً بِيَدَيْهِ هَكَذَا ، وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الاِحْتِبَاءَ ، وَهُوَ القُرْفُصَاءُ . رواه البخاري

৩/৮২৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কা'বা প্রাঙ্গনে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে ধরে এভাবে বসে থাকতে দেখেছি।' আর তিনি নিজের হাত দুখানা ধরে

---

[৪৩২] আবূ দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬,তি ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০, ১০৪৪৪

[৪৩৩] সহীহুল বুখারী ৪৭৫, ৫৯৬৯, ৬২৮৭, মুসলিম ২১০০, তিরমিযী ২৭৬৫, নাসায়ী ৭২১, আবূ দাউদ ৪৮৬৬, আহমাদ ১৫৯৯৫, ১৬০০৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৮, দারেমী ২৬৫৬

[৪৩৪] আবূ দাউদ ৪৮৫০, মুসলিম ৬৭০, আহমাদ ২০৪৪০

উক্ত (ইহতিবা) বসার ধরন বর্ণনা করলেন। ওটাকেই আরবীতে ‘কুরফুসা’ও বলা হয়। *(বুখারী)*[৪৩৫]

٨٢٧/٤. وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : رَأَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدٌ القُرْفُصَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ المُتَخَشِّعَ فِي الجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الفَرَقِ. رواه أَبُو داود والترمذي

৪/৮২৭। ক্বাইলা বিন্তে মাখরামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বুকে হাঁটু লাগিয়ে হাত দিয়ে দুটোকে জড়িয়ে উঁচু হয়ে বসে থাকতে দেখেছি। যখন তাকে বিনীতভাবে বসে থাকতে দেখলাম, তখন ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম।’ *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*[৪৩৬]

٨٢٨/٥. وَعَنِ الشَّرِيدِ بنِ سُوَيْدٍ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي ، فَقَالَ : « **أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ؟!** » رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৫/৮২৮। শারীদ ইবনে সুয়াইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একবার) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আর আমি এভাবে অর্থাৎ, বাঁম হাতটিকে পিঠের পিছনে রেখে হাতের চেটোতে ভর দিয়ে বসেছিলাম। তা দেখে তিনি বললেন, “তুমি কি অভিশপ্ত (ইয়াহুদী)দের বসার মত বসছ?” *(আবূ দাঊদ সহীহ সানাদ)*[৪৩৭]

١٢٩– بَابُ فِيْ آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيْسِ

পরিচ্ছেদ - ১২৯ : মজলিস ও বসার সাথীর নানা আদব-কায়দা

٨٢٩/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا** ». وكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮২৯। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কোন ব্যক্তি অন্য কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে যেন অবশ্যই না বসে। বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত ক’রে ও নড়ে-সরে জায়গা ক’রে বসো।” ইবনে উমারের জন্য মজলিস থেকে কেউ উঠে গেলে সেখানে তিনি বসতেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৩৮]

٨٣٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ** ». رواه مسلم

---

[৪৩৫] সহীহুল বুখারী ৬২৭২

[৪৩৬] আবূ দাঊদ ৪৮৪৭

[৪৩৭] আবূ দাঊদ ৪৮৪৮, আহমাদ ১৮৯৬০

[৪৩৮] সহীহুল বুখারী ৯১১, ৬২৬৯, ৬২৭০, মুসলিম ২১৭৭, তিরমিযী ২৭৪৯, ২৭৫০, আবূ দাঊদ ৪৮২৮, আহমাদ ৪৬৪৫, ৪৬৫০, ৪৭২১, ৪৮৫৬, ৫০২৬, ৫৫৪২, ৫৫৯৩, ৫৭৫১, ৫৯৮৮ , ৬০২৬, ৬০৪৯, ৬৩৩৫, দারেমী ২৬৫৩

২/৮৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মজলিস থেকে কেউ উঠে গিয়ে আবার সেখানে ফিরে এলে সেই ঐ জায়গার বেশি হকদার।" *(মুসলিম)*[৪৩৯]

٨٣١/٣. وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ ، جلَسَ أحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي. رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৩/৮৩১। জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন নবী (ﷺ)-এর দরবারে আসতাম, তখন যেখানে মজলিস শেষ হত সেখানে বসে যেতাম।' *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)*[৪৪০]

٨٣٢/٤. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ سَلْمَانَ الفَارِسِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى ». رواه البخاري

৪/৮৩২। আবূ আব্দুল্লাহ সালমান ফারেসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর জুমআর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী)*[৪৪১]

٨٣٣/٥. وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: « حديث حسن » .

وفِي رواية لأبي داود : « لاَ يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ».

৫/৮৩৩। আম্র ইবনে শুয়াইব (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে তিনি স্বীয় দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে তফাৎ সৃষ্টি করবে। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)*[৪৪২]

আবূ দাউদের এক বর্ণনায় আছে, "দু'জনের মধ্যে তাদের বিনা অনুমতিতে বসা যাবে না।"

---

[৪৩৯] মুসলিম ২১৭৯, আবূ দাউদ ৪৮৫৩, মায ৩৭১৭, আহমাদ ৭৫১৪, ৭৭৫১, ৮৩০৪, ৮৮১০, ৯৪৬৩, ৯৪৮২, ৯৮৯৪, ১০৪৪২, ১০৫৫৯, দারেমী ২৬৫৪

[৪৪০] আবূ দাউদ ৪৮২৫, তিরমিযী ২৭২৫, আহমাদ ২০৪২৩, ২০৫৩৫

[৪৪১] সহীহুল বুখারী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, ২৩২১৩, দারেমী ১৫৪১

[৪৪২] আবূ দাউদ ৪৮৪৪, ৪৮৪৫, তিরমিযী ২৭৫২, আহমাদ ৬৯৬০

٨٣٤/٦.وعن حذيفة بن اليمان ﷺ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺلَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ . رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلزٍ أن رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلقة فقال حُذَيْفَةُ : مُلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ لَعَنَ الله عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

৬/৮৩৪। হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এমন লোককে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন, যে লোক মাজলিশের মধ্যখানে গিয়ে বসে পড়ে। হাদীসটি আবূ দাউদ উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী আবূ মিজলায (রাহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, এক মাজলিসের মাঝখানে বসে পড়লে হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (এ কাজটির উপর) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন অথবা সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুখ দিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করেন যে মাজলিসের মাঝখানে বসে পড়ে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।[৪৪৩]

٨٣٥/٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « خَيْرُ المَجَالِسِ أَوْسَعُهَا». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح عَلَى شرط البخاري

৭/৮৩৫। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে সভা সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত সেটা সবচেয়ে উত্তম সভা।" *(আবূ দাঊদ, বুখারীর শর্তে সহীহ)*[৪৪৪]

٨٣٦/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৮/৮৩৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশি হৈ-হল্লা হয়, অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ ক'রে চলে যাওয়ার আগে এই দুআ পড়ে, "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।" (অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।) তাহলে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[৪৪৫]

* (প্রকাশ থাকে যে, এই দুআকে 'কাফ্‌ফারাতুল মাজলিস'-এর দুআ বলা হয়।

٨٣٧/٩. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِسِ : «سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ ». فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ

---

[৪৪৩] আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ মিজলায হচ্ছেন লাহেক ইবনু হুমায়েদ। তিনি হুযাইফাহ্ হতে শুনেননি। যেমনটি ইবনু মা'ঈন প্রমুখ বলেছেন। এছাড়া অন্য সমস্যাও রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন "য'ঈফা" (৬৩৮)। আবূ দাউদ ৪৮২৬, তিরমিযী ২৭৫৩।

[৪৪৪] আবূ দাঊদ ৪৮২০, আহমাদ ১০৭৫৩, ১১২৬৬

[৪৪৫] তিরমিযী ৩৪৩৩, আহমাদ ১০০৪৩

Contents

، إنَّكَ لَتقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى ؟ قَالَ : « ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي المَجْلِسِ ». رواه أَبُو داود ، ورواه الحاكم أَبُو عبد الله في " المستدرك " من رواية عائشة رَضِيَ اللهُ عَنهَا وقال : « صحيح الإسناد »

৯/৮৩৭। আবূ বার্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন সভা থেকে উঠে চলে যাবার ইচ্ছা করতেন, তখন শেষের বেলায় এই দুআ পড়তেন "সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলাইক।" অর্থাৎ, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি।

একটি লোক নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যে দুআ পড়লেন অতীতে তো তা পড়তেন না।' তিনি বললেন, "এই দুআটি মজলিসে (সংঘটিত ভুল-ত্রুটি)র কাফ্ফারাস্বরূপ।" *(আবূ দাউদ, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে তাঁর 'মুস্তাদরাক' নামক গ্রন্থে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)*[৪৪৬]

١٠/٨٣٨. وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ : « اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১০/৮৩৮। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো, যেখান থেকে নবী (সাঃ) এই দুআ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ, অধিকাংশ মজলিস থেকে উঠার আগে এই দুআ পড়তেন,)

"আল্লা-হুম্মাক্বসিম লানা মিন খাশ্য়্যাতিকা মা তাহূলু বিহী বাইনানা অবাইনা মাআ-স্বীক, অমিন ত্বা-আতিকা মা তুবাল্লিগুনা বিহী জান্নাতাক, অমিনাল য়্যাক্বীনি মা তুহাউবিনু বিহী আলাইনা মাস্বা-ইবাদ দুন্য়্যা। আল্লাহুম্মা মাত্তি'না বিআসমা-ইনা অ আবস্বা-রিনা অ কুউওয়াতিনা মা আহয়্যাইতানা, অজ্আলহুল ওয়া-রিসা মিন্না। অজআল সা'রানা আলা মান যালামানা, অনসুরনা আলা মান আ-দা-না, অলা তাজআল মুস্বীবাতানা ফী দীনিনা। অলা তাজআলিদ্দুন্য়্যা আকবারা হাম্মিনা অলা মাবলাগা ইলমিনা, অলা তুসাল্লিত্ব আলাইনা মাল লা য়্যারহামুনা।"

অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি

[৪৪৬] আবূ দাউদ ৪৮৫৯, দারেমী ২৬৫৮

আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ ক'রে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী, হাসান)*[৮৪৭]

٨٣٩/١١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

১১/৮৩৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে জনগোষ্ঠীই কোন সভা থেকে, তাতে আল্লাহর যিক্র না করেই উঠে যায়, আসলে তারা যেন মরা গাধা থেকে উঠে যায়। (অর্থাৎ যেন মৃত গাধার গোশ্ত ভক্ষণান্তে উঠে চলে যায়।) আর তাদের জন্য অনুতাপ হবে।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৮৪৮]

٨٤٠/١٢. وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ ». رواه الترمذي ، وقـال : « حديث حسن »

১২/৮৪০। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র না করে এবং তাদের নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান (দুর্ভোগ) হবে; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। (তিরমিযী হাসান)[৮৪৯]

٨٤١/١٣. وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لاَ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ ». رواه أَبُو داود

১৩/৮৪১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন বৈঠকে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র করল না, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ক্ষতি হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শয্যায় শয়ন ক'রে তাতে আল্লাহর যিক্র করে না, তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে তার ক্ষতি হবে।" *(আবু দাঊদ)*[৮৫০]

---

[৮৪৭] তিরমিযী ৩৫০২

[৮৪৮] আবূ দাউদ ৪৮৫৫, ৪৮৫৬, তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৮২, ৯৮৮৪ , ৯৯০৭, ১০০৫০, ১০০৪৪

[৮৪৯] তিরমিযী ৩৩৮০, আহমাদ ৯৩০০, ৯৪৭২, ৯৫৩৩, ৯৮৮৪, ৯৯০৭, ১০০৫০

[৮৫০] ৮৩৯ এর মত

١٣٠- بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

পরিচ্ছেদ - ১৩০ : স্বপ্ন ও তার আনুষঙ্গিক বিবরণ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [الروم : ٢٣]

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তোমাদের রাতের বেলায় ও দিবাভাগে ঘুমানো। *(সূরা রূম ২৩ আয়াত)*

٨٤٢/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ المُبَشِّرَاتِ» قَالُوا : وَمَا المُبَشِّرَاتُ ؟ قَالَ : « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ». رواه البخاري

১/৮৪২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "সুসংবাদ ছাড়া নবুঅতের কিছু বাকি থাকবে না।" লোকেরা প্রশ্ন করল, 'সুসংবাদ কী?' তিনি বললেন, "সুস্বপ্ন।" *(বুখারী)*[৪৫১]

٨٤٣/٢. وَعَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية : « أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا ، أَصْدَقُكُمْ حَدِيثاً ».

২/৮৪৩। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের) নিকটবর্তী যুগে মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুঅতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।" (অর্থাৎ, মু'মিন স্বপ্ন যোগে ভবিষ্যতের খবর জানতে পারে। যেমন, অহীর দ্বারা পয়গম্বরদেরকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত করা হত।) *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৫২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আর তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সত্য কথা বলে, তার স্বপ্ন সবচেয়ে বেশি সত্য।"

٨٤٤/٣. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ رَآنِي فِي المَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي اليَقَظَةِ – أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِي فِي اليَقَظَةِ – لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮৪৪। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৪৫৩]

٨٤٥/٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ : أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤيَا يُحِبُّهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا – وَفِي رِوَايَةٍ : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ –

---

[৪৫১] সহীহুল বুখারী ৬৯৮৩, তিরমিযী ২২৭২, ২২৬৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৩

[৪৫২] সহীহুল বুখারী ৭০১৭, ৬৯৮৮, মুসলিম ২২৬৩, তিরমিযী ২২৭০,২২৯১, মায ২৮৯৪, ৩৯১৭, আহমাদ ৭১২৮, ৭১৪৩, ৭৫৮৬, ৮৩০১, ৮৬০১, ১০২১২, ২৭২১৩, ২৭৩১৩, ২৭৩৭৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৮১

[৪৫৩] সহীহুল বুখারী ১১০, ৬১৯৭, মুসলিম ২২৬৬, তিরমিযী ২২৮০, আবূ দাউদ ৫০২৩, ইবনু মাজাহ ৩৯০১, আহমাদ ৩৭৮৮, ৭১২৮, ৭৫০০, ৮৩০৩, ৯০৬১, ৯০৬৯, ৯২০৪, ৯৬৫০, ৯৭১৩, ৯৭৫৯, ২২১০০

وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ ، فإنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ ؛ فَإنَّهَا لا تَضُرُّهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৮৪৫। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, "যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দর্শন করে যা তার কাছে প্রীতিকর, তখন তা নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং সে তা (স্বপ্ন) ব্যক্ত করে।" অন্য বর্ণনায় আছে যে, "সে যেন তা তার প্রিয়জন ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত না করে। আর যখন তাছাড়া কোন অপ্রীতিকর স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তা নিঃসন্দেহে শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। সুতরাং সে যেন তার অনিষ্ট থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা ব্যক্ত না করে। কেননা, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৫৪]

٨٤٦/٥. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : « الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ ـ وفي رواية : الرُّؤْيَا الحَسَنَةُ ـ مِنَ اللهِ ، وَالحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ؛ فإنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৮৪৬। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, "সুস্বপ্ন (অন্য এক বর্ণনায় আছে) সুন্দর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কুস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে (দেখানো) হয়। অতএব যে অপ্রীতিকর কিছু দেখবে, সে যেন তার বাম দিকে তিনবার হাল্কাভাবে থুথু মারে ও শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৫৫]

٨٤٧/٦. وَعَنْ جَابِرٍ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثاً ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثاً ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ». رواه مسلم

৬/৮৪৭। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার অপছন্দনীয় কোন স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু মারে এবং শয়তান থেকে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর যে পার্শ্বে সে শুয়ে থাকে, সে পার্শ্ব যেন বদল ক'রে নেয়।" (মুসলিম)[৮৫৬]

٨٤٨/٧. وَعَنْ أَبِي الأَسقَعِ وَاثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ». رواه البخاري

৭/৮৪৮। আবুল আসক্বা' ওয়াসিলাহ ইবনে আসক্বা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।" (বুখারী)[৮৫৭]

---

[৮৫৪] সহীহুল বুখারী ৬৯৮৫, ৭০৪৫, তিরমিযী ৩৪৫৩, আহমাদ ১০৬৭০

[৮৫৫] সহীহুল বুখারী ২৩৯২, ৫৭৪৭, ৬৯৮৪, ৬৯৮৬, ৬৯৯৫, ৬৯৯৬, ৭০০৫, ৭০৪৪, মুসলিম ২২৬১, তিরমিযী ২২৭৭, আবূ দাউদ ৫০২১, মায ৩৯০৯, আহমাদ ২২০১৯, ২২০৫৮, ২২০৭৭, ২২০৭৮, ২২০৯২, ২২১২৯, ২২১৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৮৪, দারেমী ২১৪১, ২১৪২

[৮৫৬] মুসলিম ২২৬২, আবূ দাউদ ৫০২২, মায ৩৯০৮, আহমাদ ১৪৩৬৫

[৮৫৭] সহীহুল বুখারী ৩৫০৯, আহমাদ ১৫৫৭৮, ১৫৫৮৫, ১৬৫৩২, ১৬৫৩৫

كِتَابُ السَّلاَمِ

অধ্যায় (৫) : সালামের আদব

١٣١- بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ

পরিচ্ছেদ - ১৩১ : সালাম দেওয়ার গুরুত্ব ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দেশ

আল্লাহ বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور:٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾

অর্থাৎ, যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় (সালাম দেওয়া হয়), তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন কর অথবা ওরই অনুরূপ কর। *(সূরা নিসা ৮৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ ﴾

অর্থাৎ, তোমার নিকট ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম।' উত্তরে সে বলল, 'সালাম।' *(সূরা যারিয়াত ২৪-২৫ আয়াত)*

٨٤٩/١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : « تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৪৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'সর্বোত্তম ইসলামী কাজ কী?' তিনি বললেন, "(ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে (ব্যাপকভাবে) সালাম পেশ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৮৫৮]

٨٥٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ ، قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى

[৮৫৮] সহীহুল বুখারী ১২, ২৮, ৬২৩৬, মুসলিম ৩৯, তিরমিযী ১৮৫৫, নাসায়ী ৫০০০, আবূ দাউদ ৫১৯৪, ইবনু মাজাহ ৩২৫৩, ৩৬৯৪, আহমাদ ৬৫৪৫, ৬৮০৯, দারেমী ২০৮১

أُولئِكَ ـ نَفرٍ مِنَ المَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ـ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ؛ فَإنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيتِكَ . فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ যখন আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্‌তামণ্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কী জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।' সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলাকুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৫৯]

٨٥١/٣. وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ المَظْلُومِ ، وَإفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَإبْرَارِ المُقسِمِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، هَذَا لفظ إحدى روايات البخاري

২/৮৫১। আবূ উমারা বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেন ঃ (১) রোগী দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির (ছিঁকের) জবাব দেওয়া, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা করা।' *(বুখারী-মুসলিম)*[৮৬০]

٨٥٢/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ». رواه مسلم

৪/৮৫২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম)*[৮৬১]

٨٥٣/٥. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا والنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

---

[৮৫৯] সহীহুল বুখারী ৩৩২৬, ৬২২৭, মুসলিম ২৮৪১, আহমাদ ৮০৯২, ১০৫৩০, ২৭৩৮৮

[৮৬০] সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৫, ৫৬৬০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, ৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ ২১১৫ আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০

[৮৬১] মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবূ দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, ৩৬৯২, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, ৯৮২১, ১০২৭২, ২৭৩১৪

৫/৮৫৩। আবূ ইউসুফ আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৪৬২]

٨٥٤/٦. وَعَنْ الطُّفَيْلِ بنِ أُبَيِّ بن كَعبٍ : أنَّه كَانَ يَأْتِي عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ، فَيَغدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبدُ الله عَلَى سَقَّاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ ، وَلاَ مِسْكِينٍ ، وَلاَ أحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ يَوْماً، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ ، وَأنْتَ لا تَقِفُ عَلَى البَيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا ، وَلاَ تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ وَأَقُولُ : اجْلِسْ بِنَا هاهُنَا نَتَحَدَّث ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ ـ وَكَانَ الطفَيْلُ ذَا بَطْنٍ ـ إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أجْلِ السَّلاَمِ ، فنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ . رواه مالك في المُوطَّأ بإسنادٍ صحيح

৬/৮৫৪। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাছে আসতেন এবং সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, 'যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিতেন।' তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'আপনি বাজার গিয়ে কী করবেন? আপনি তো বেচা-কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, এখানেই কথাবার্তা বলি।' (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) তিনি বললেন, 'ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই।' *(মুঅত্ত্বা মালেক, বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৪৬৩]

١٣٢- بَابُ كَيْفِيَةِ السَّلاَمِ

পরিচ্ছেদ - ১৩২ : **সালাম দেওয়ার পদ্ধতি**

প্রথমে যে সালাম দেবে তার এরূপ বলা (উচিত), 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ'। এটা মুস্তাহাব। সে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহার করবে; যদিও যাকে সালাম দেওয়া হয় সে একা হোক না কেন। আর সালামের উত্তরদাতা বলবে 'অআলাইকুমুস সালামু অরহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ, অর্থাৎ, সে শুরুতে সংযোজক অব্যয় 'অ' বা 'ওয়া' শব্দ ব্যবহার করবে।

٨٥٥/١. عَن عِمْرَانَ بنِ الحُصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النبيُّ ﷺ: « عَشْرٌ » ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ

---

[৪৬২] তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০

[৪৬৩] মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৩

اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: « عِشْرُونَ » ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « ثَلاثُونَ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/৮৫৫। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে এভাবে সালাম করল 'আসসালামু আলাইকুম' আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসে গেলে তিনি বললেন, "ওর জন্য দশটি নেকী।" তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরহমাতুল্লাহ' বলে সালাম পেশ করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সালামের উত্তর দিলেন এবং লোকটি বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য বিশটি নেকী।" তারপর আর একজন এসে 'আসসালামু আলাইকুম অরাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহ' বলে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন। অতঃপর সে বসলে তিনি বললেন, "ওর জন্য ত্রিশটি নেকী।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সূত্রে)*[৪৬৪]

٨٥٦/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَذَا جِبرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ» قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৫৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "এই জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) তোমাকে সালাম পেশ করছেন।" তিনি বলেন, আমিও উত্তরে বললাম, 'অআলাইহিস সালামু অরাহ্‌মাতুল্লাহি অবারাকাতুহ।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৬৫]

এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন বর্ণনায় 'অবারাকাতুহ' শব্দ এসেছে, আবার কোন কোন বর্ণনায় তা আসেনি। তবুও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণীয়।

٨٥٧/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثاً . رواه البخاري . وهذا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الجَمْعُ كَثِيراً.

৩/৮৫৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন কথা বলতেন, তখন তা তিনবার বলতেন; যাতে তাঁর কথা বুঝতে পারা যায়। আর যখন কোন গোষ্ঠীর কাছে আসতেন তখনও তিনি তিনবার করে সালাম পেশ করতেন। *(বুখারী)* [৪৬৬]

এ বিধান সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে জনতার সংখ্যা খুব বেশী হবে।

٨٥٨/٤. وَعَنِ المِقْدَادِ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ ، قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ للنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ مِنَ اللَّبَنِ ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لاَ يُوقِظُ نَائِماً ، وَيُسْمِعُ اليَقْظَانَ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ . رواه مسلم

৪/৮৫৮। মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় দীর্ঘ হাদীসে বলেন, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য তাঁর অংশের দুধ রেখে দিতাম। তিনি রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে,

[৪৬৪] তিরমিযী ২৬৮৯, আবূ দাউদ ৫১৯৫, আহমাদ ১৯৪৪৬, দারেমী ২৬৪০

[৪৬৫] সহীহুল বুখারী ৩২১৭, ৩৭৬৮,৬২০১, ৬২৪৯, ৬২৫৩, মুসলিম ২৪৪৭, তিরমিযী ২৬৯৩, ৩৮৮১, ৩৮৮২, নাসায়ী ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৫৪, আবূ দাউদ ৫২৩২, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৬, আহমাদ ৩২৭৬০, ২৩৯৪১, ২৪০৫৩, ২৫৩৫২।

[৪৬৬] সহীহুল বুখারী ৯৪, ৯৫, তিরমিযী ২৭২৩, ৩৬৪০, আহমাদ ১২৮০৯, ১২৮৯৫।

তাতে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিতেন না এবং জাগ্রত ব্যক্তিদেরকে শুনাতেন। সুতরাং নবী ﷺ (তাঁর অভ্যাসমত) এসে সালাম দিলেন, যেমন তিনি সালাম দিতেন। *(মুসলিম)*[৮৬৭]

٨٥٩/٥. وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رواه أبوداود

৫/৮৫৯। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাদের একদল মহিলার নিকট দিয়ে পার হওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন। *(আবূ দাউদ)*[৮৬৮]

(প্রকাশ থাকে যে, নবী ﷺ-এর হাতের ইশারায় মহিলাদেরকে সালাম দেওয়ার তিরমিযীর হাদীসটি সহীহ নয়।)

٨٦٠/٦. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلَامِ ».

رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ ، ورواه الترمذي بنحوه وقال : « حديثٌ حسن » . وَقَدْ ذُكر بعده.

৬/৮৬০। আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী মানুষ সেই, যে প্রথমে সালাম করে।" *(আবূ দাউদ সহীহ সনদ যোগে, তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন হাদীসটি হাসান। এটি পরবর্তীতে ৮৬৩ নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।)*[৮৬৯]

٨٦١/٧. وَعَنْ أَبِي جُرَيٍّ الهُجَيْمِيِّ ﷺ ، قَالَ : أتيتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : « لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ المَوتَى ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح » ، وَقَدْ سَبَقَ بِطُولِهِ.

৭/৮৬১। আবূ জুরাই হুজাইমী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বললাম, 'আলাইকাস সালাম' ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, "আলাইকাস সালাম' বলো না। কেননা, 'আলাইকাস সালাম' হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদেরকে জানানো অভিবাদন বাক্য।" *(আবূ দাউদ,তিরমিযী হাসান সহীহ, ইতোপূর্বে সম্পূর্ণ হাদীসটি ৮০০ নম্বরে গত হয়েছে।)*[৮৭০]

١٣٣- بَابُ آدَابِ السَّلَامِ

পরিচ্ছেদ - ১৩৩ : সালামের বিভিন্ন আদব-কায়দা

٨٦٢/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ ، وَالقَليلُ عَلَى الكَثِيرِ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِي : « وَالصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرِ ».

১/৮৬২। আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে

---

[৮৬৭] মুসলিম ২০৫৫, তিরমিযী ২৭১৯, আহমাদ ২৩৩০০, ২৩৩১০।

[৮৬৮] তিরমিযী ২৬৯৭, আবূ দাউদ ৫২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪, দারেমী ২৬৩৭।

[৮৬৯] আবূ দাউদ ৫১৯৭, তিরমিযী ২৬৯৪, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৭৬, ২১৮১৪

[৮৭০] তিরমিযী ২৭২১, ২৭২২, আবূ দাউদ ৫০২৯

সালাম দেবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৪৭১]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ছোট বড়কে সালাম দেবে।"

٨٦٣/٢. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيِّ بنِ عَجلاَنَ البَاهِلِي ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلامِ ». رواه أبو داود بإسنادٍ جيدٍ .

ورواه الترمذي عَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ؟ قَالَ : « أَوْلاَهُمَا بِاللهِ تَعَالَى ». قَالَ الترمذي : « هَذَا حديث حسن »

২/৮৬৩। আবূ উমামাহ সুদাই ইবনে আজলান বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।" *(আবূ দাউদ উত্তম সূত্রে)* [৪৭২]

তিরমিযীও আবূ উমামাহ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?' তিনি বললেন, "যে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে।" *(তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)*

١٣٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلاَمِ

পরিচ্ছেদ - ১৩৪ : দ্বিতীয়বার সত্বর সাক্ষাৎ হলেও পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব, যেমন কোথাও প্রবেশ করার পর বের হয়ে গিয়ে পুনরায় তৎক্ষণাৎ সেখানে প্রবেশ করলে কিম্বা দু'জনের মাঝে কোন গাছ তথা অনুরূপ কোন জিনিসের আড়াল হলে, তারপর আবার দেখা হলে পুনরায় সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

٨٦٤/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي حَدِيثِ المُسِيءِ صَلاَتَهُ : أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ : « ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৬৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নামায ভুলকারীর হাদীসে এসেছে যে, সে ব্যক্তি এসে নামায পড়ল। অতঃপর নবী (সাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, "ফিরে যাও, এবং নামায পড়। কেননা, তোমার নামায পড়া হয়নি।" কাজেই সে ফিরে গিয়ে আমার নামায পড়ল। তারপর পুনরায় এসে নবী (সাঃ)-কে সালাম দিল। এভাবে সে তিনবার করল। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৭৩]

---

[৪৭১] সহীহুল বুখারী ৬২৩১, ৬২৩২, ৬২৩৪, ৩১, ৩২, ৩৪, মুসলিম ২১৬০, তিরমিযী ২৭০৩, আবূ দাউদ ৫১৯৮, আহমাদ ২৭৩৭৯, ৮১১৩, ১০২৪৬

[৪৭২] তিরমিযী ২৬৯৪, আবূ দাউদ ৫১৯৭, আহমাদ ২১৬৮৮, ২১৭৪৯, ২১৭৭৬, ২১৮১৪

[৪৭৩] সহীহুল বুখারী ৭৫৭, ৭৯৩, ৬২৫১, ৬৬৬৭, মুসলিম ৩৯৭, তিরমিযী ৩০৩, নাসায়ী ৮৮৪, আবূ দাউদ ৮৫৬, ইবনু মাজাহ ১০৬০, ৩৬৯৫, আহমাদ ৯৩৫২

Contents

٨٦٥/٢. وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، أَوْ جِدَارٌ ، أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ». رواه أَبُو داود

২/৮৬৫। উক্ত রাবী হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করবে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর যদি তাদের দু'জনের মাঝে গাছ বা দেওয়াল অথবা পাথর আড়াল হয়, তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সে যেন আবার সালাম দেয়।" *(আবূ দাঊদ)* [৪৭৪]

١٣٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৩৫ : নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম দেওয়া উত্তম

আল্লাহ বলেন,

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور : ٦١]

অর্থাৎ, যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। *(সূরা নূর ৬১ আয়াত)*

٨٦٦/١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا بُنَيَّ ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/৮৬৬। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে বৎস! তোমার বাড়িতে যখন তুমি প্রবেশ করবে, তখন সালাম দাও, তাহলে তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য তা বর্কতময় হবে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৪৭৫]

١٣٦- بَابُ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

পরিচ্ছেদ - ১৩৬ : শিশুদেরকে সালাম করা প্রসঙ্গে

٨٦٧/١. عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفقٌ عَلَيْهِ

১/ ৮৬৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি কতিপয় শিশুর নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৭৬]

---

[৪৭৪] আবূ দাউদ ৫২০০

[৪৭৫] তিরমিযী ২৬৯৮

[৪৭৬] সহীহুল বুখারী ৬২৪৭, মুসলিম ২১৬৮, তিরমিযী ২৬৯৬, আবূ দাউদ ৫২০২, ইবনু মাজাহ ৩৭০০, আহমাদ ১১৯২৮, ১২৩১৩, ১২৪৮৫, ১২৬১০, দারেমী ২৬৩৬

١٣٧- بَابُ سَلَامِ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ وَعَلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيَّاتٍ لَا يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهِنَّ وَسَلَامُهُنَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ

পরিচ্ছেদ - ১৩৭ : নারী-পুরুষের পারস্পরিক সালাম

নিজ স্ত্রীকে স্বামীর সালাম দেওয়া, অনুরূপভাবে কোন পুরুষের তার 'মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক চিরতরে নিষিদ্ধ এমন) মহিলাকে সালাম দেওয়া, অনুরূপ ফিতনা-ফাসাদের আশংকা না থাকলে 'গায়র মাহরাম' (যার সাথে বৈবাহিক-সম্পর্ক কোন সময় বৈধ এমন) মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বৈধ। যেমন উক্ত মহিলাদেরও উক্ত পুরুষদেরকে ঐ শর্ত-সাপেক্ষে সালাম দেওয়া বৈধ।

٨٦٨/١. عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ، قَالَ : كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ - وفي رواية : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ - تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي القِدْرِ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، وَانْصَرَفْنَا، نُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا . رواه البخاري

১/৮৬৮। সাহল ইবনে সাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল। অন্য বর্ণনায় আছে আমাদের একটি বুড়ি ছিল। সে বীট (কেটে) হাঁড়িতে রেখে তাতে কিছু যব দানা পিষে মিশ্রণ করত। অতঃপর আমরা যখন জুমআর নামায পড়ে ফিরে আসতাম, তখন তাকে সালাম দিতাম। আর সে আমাদের জন্য তা পেশ করত।' *(বুখারী)* [৮৭৭]

٨٦٩/٢. وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ ... وَذَكَرَتِ الحديث . رواه مسلم

২/৮৬৯। উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাজির হলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন। ফাতেমা তাঁকে একটি কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। আমি (তাঁকে) সালাম দিলাম।...' অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(মুসলিম)* [৮৭৮]

٨٧٠/٣. وَعَنْ أسماءَ بِنتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: « حديث حسن »، وهذا لفظ أَبِي داود .

ولفظ الترمذي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْماً، وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بِيَدِهِ بالتَّسْلِيمِ .

৩/৮৭০। আসমা বিন্তে য়্যাযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আমাদের) একদল মহিলার নিকট অতিক্রম করার সময় আমাদেরকে সালাম দিলেন।' (আবু দাঊদ) [৮৭৯]

তিরমিযীর শব্দগুচ্ছ এরূপ ঃ 'একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদ অতিক্রম করছিলেন, মহিলাদের একটা দল বসেছিল, তিনি তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে সালাম দিলেন।' *(এটি সহীহ নয়)*

---

[৮৭৭] সহীহুল বুখারী ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪১, ৫৪০৩, ২৩৪৯, ৬২৪৮, ৬২৭৯, মুসলিম ৮৫৯, তিরমিযী ৫২৫, ইবনু মাজাহ ১০৯৯

[৮৭৮] সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, আবূ দাউদ ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মালেক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩

[৮৭৯] আবূ দাউদ ৫২০৪, দারেমী ২৬৩৭, তিরমিযী ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০১, আহমাদ ২৭০১৪

١٣٨- بَابُ تَحْرِيْمِ ابْتِدَائِنَا الْكُفَّارَ بِالسَّلَامِ وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَاسْتِحْبَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ فِيْهِمْ مُسْلِمُوْنَ وَكُفَّارٌ

পরিচ্ছেদ - ১৩৮ : অমুসলিমকে আগে সালাম দেওয়া হারাম এবং তাদের সালামের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি। কোন সভায় যদি মুসলিম-অমুসলিম সমবেত থাকে, তাহলে তাদের (মুসলিমদের)কে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব

١/٨٧١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رواه مسلم

১/৮৭১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না। যখন পথিমধ্যে তাদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হবে, তখন তাকে পথের এক প্রান্ত দিয়ে যেতে বাধ্য করো।" *(মুসলিম)* [৪৮০]

٢/٨٧٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৭২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কিতাবধারীরা (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা) যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তোমরা জবাবে বল, 'ওয়া আলাইকুম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮১]

٣/٨٧٣. وَعَنْ أُسَامَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ ـ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ ـ واليَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم النبيُّ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৮৭৩। উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) এমন সভা অতিক্রম করেন, যার মধ্যে মুসলিম, মুশরিক (মূর্তিপূজক) ও ইয়াহুদীর সমাগম ছিল। নবী (ﷺ) তাদেরকে সালাম করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮২]

١٣٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَفَارَقَ جُلَسَاءَهُ أَوْ جَلِيْسَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৩৯ : সভা থেকে উঠে যাবার সময়ও সাথীদেরকে ত্যাগ করে যাবার পূর্বে সালাম দেওয়া উত্তম

١/٨٧٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا

---

[৪৮০] মুসলিম ২১৬৭, তিরমিযী ২৭০০, আবূ দাউদ ১৪৯, আহমাদ ৭৫১৩,৭৫৬২,৮৩৫৬,৯৪৩৩,৯৬০৩,১০৪৪১৮

[৪৮১] সহীহুল বুখারী ৬২৫৮, ৬৯২৬, মুসলিম ২১৬৩, তিরমিযী ৩৩০১, আবূ দাউদ ৫২০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৯৭, আহমাদ ১১৫৩৭,১১৭০৫,১১৭৩১,১২০১৯, ১২৫৮, ১২৫৮৩, ১২৬৭৪, ১৩৩৪৫

[৪৮২] সহীহুল বুখারী ৫৬৬৩, ৪৫৬৬, ৬২০৭, ৬২৫৪, মুসলিম ১৭৯৮, তিরমিযী ২৭০২, আহমাদ ২১২৬০

أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»

১/৮৭৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ সভায় পৌঁছবে তখন সালাম দেবে। আর যখন সভা ছেড়ে চলে যাবে, তখনও সালাম দেবে। কেননা, প্রথম সালাম শেষ সালাম অপেক্ষা বেশী উত্তম নয়।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান হাদীস)*[৪৮৩]

١٤٠ – بَابُ الاِسْتِئْذَانِ وَآدَابِهِ

পরিচ্ছেদ - ১৪০ : বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ ও তার আদব-কায়দা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। *(সূরা নূর ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মত (সর্বদা) অনুমতি প্রার্থনা করে। *(সূরা নূর ৫৯ আয়াত)*

١/٨٧٥. عَن أَبي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৭৫। আবূ মূসা আশ্‌আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অনুমতি তিনবার নেওয়া চায়। যদি তোমাকে অনুমতি দেয় (তাহলে ভিতরে প্রবেশ করবে) নচেৎ ফিরে যাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮৪]

٢/٨٧٦. وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئذَانُ مِنْ أجْلِ البَصَرِ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৭৬। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে।" (অর্থাৎ, দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ঐ নির্দেশ।) *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮৫]

---

[৪৮৩] আবূ দাউদ ৫২০৮, তিরমিযী ২৭০৬, আহমাদ ৭৭৯৩, ৭১০২, ৯৩৭২

[৪৮৪] সহীহুল বুখারী ৬২৪৫, ২০৬২, ৭৩৫৩, মুসলিম ২১৫৪, আবূ দাউদ ৫১৮১, আহমাদ ১৯০১৬, ১৯০৬২, ১৯০৮৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯৮

[৪৮৫] সহীহুল বুখারী ৬২৪২, ৬৮৮৯, ৬৯০০, মুসলিম ২১৫৭, তিরমিযী ২৭০৮, নাসায়ী ৪৮''৫৮, আবূ দাউদ ৫১৭১ আহমাদ ১১৮৪৮, ১১৬৪৪, ১২০১৭, ১২৪১৮, ১৩১৩১

٨٧٧/٣. وَعَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيتٍ، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَادِمِهِ : « أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئذَانَ ، فَقُلْ لَهُ : قُلِ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ » فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلَ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/৮৭৭। রিব্য়ী ইবনে হিরাশ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন বনু আমেরের একটা লোক আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, সে একদা নবী ﷺ-এর নিকট (প্রবেশ) অনুমতি চাইল। তখন তিনি বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সে নিবেদন করল, 'আমি কি প্রবেশ করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় খাদেমকে বললেন, 'বাইরে গিয়ে এই লোকটিকে অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি শিখিয়ে দাও এবং তাকে বল, তুমি বল 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' সুতরাং লোকটা ঐ কথা শুনতে পেয়ে বলল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করব?' অতঃপর নবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল। *(আবূ দাঊদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৪৮৬]

٨٧٨/٤. عَن كِلْدَةَ بنِ الحَنْبَلِ ، قَالَ : أتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُل ؟ » رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن»

৪/৮৭৮। কিল্দাহ ইবনে হাম্বাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর কাছে বিনা সালামে প্রবেশ করলাম। নবী ﷺ বললেন, "ফিরে যাও এবং বল, 'আসসালামু আলাইকুম, আমি ভিতরে আসব কি?" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)* [৪৮৭]

١٤١-بَابُ بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيْلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ : مَنْ أَنْتَ ؟ أَنْ يَقُوْلَ : فُلاَنٌ فَيُسَمِّيَ نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ اِسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ وَكَرَاهَةِ قَوْلِهِ «أَنَا» وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ১৪১ : অনুমতি প্রার্থীর জন্য এটা সুন্নত যে, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কে? তখন সে নিজের পরিচিত নাম বা উপনাম ব্যক্ত করবে। আর উত্তরে 'আমি' বা অনুরূপ শব্দ বলা অপছন্দনীয়

٨٧٩/١. وَعَنْ أَنَسٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ فِي الإسرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثُمَّ صَعَدَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ، ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيل ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ

[৪৮৬] আবূ দাউদ ৫১৭৭, আহমাদ ২২৬১৭
[৪৮৭] আবূ দাউদ ৫১৭৬, তিরমিযী ২৭১০, আহমাদ ১৪৯৯৯

وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ : مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُ : جِبْرِيلُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৭৯। আনাস (রাঃ) হতে মি'রাজ সম্পর্কিত তাঁর সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "…. অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিকটবর্তী (প্রথম) আসমানে চড়লেন এবং তার (দরজা) খোলার আবেদন করলেন। তখন জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি কে?' জিবরীল বললেন, 'জিবরীল।' জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার সাথে কে?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদ।' (এভাবে) তৃতীয়, চতুর্থ তথা বাকি সব আসমানে প্রত্যেক প্রবেশ-দ্বারে জিজ্ঞাসা করা হল 'আপনি কে?' আর জিবরীল উত্তর দিলেন, 'জিবরীল।' *(বুখারী-মুসলিম)* [৪৮৮]

٢/٨٨٠. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ: « مَنْ هَذَا ؟ » فَقُلْتُ : أَبُو ذَرٍّ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৮৮০। আবূ যার্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি বের হলাম। হঠাৎ (দেখলাম,) রসূল ﷺ একাই পায়ে হেঁটে চলেছেন। আমি চাঁদের ছায়াতে চলতে লাগলাম। তিনি (পিছনে) ফিরে তাকালে আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, "কে তুমি?" আমি বললাম, 'আবূ যার্র।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮৯]

٣/٨٨١. وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَقَالَ : «مَنْ هذِهِ ؟» فَقُلتُ : أَنَا أُمُّ هَانِئٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/ ৮৮১। উম্মে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, তখন তিনি গোসল করছিলেন। আর (তাঁর মেয়ে) ফাতেমা তাঁকে কাপড় দিয়ে আড়াল করছিলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "কে তুমি?" আমি বললাম, 'আমি উম্মে হানী।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৯০]

٤/٨٨٢. وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَقَقْتُ البَابَ ، فَقَالَ : « مَنْ هَذَا ؟ » فَقُلْتُ : أَنَـا ، فَقَالَ : « أَنَا ، أَنَا ! » كَأَنَّهُ كَرِهَهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৮৮২। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এসে দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন, "কে?" আমি বললাম, 'আমি।' তিনি বললেন, "আমি, আমি।" যেন তিনি কথাটিকে অপছন্দ করলেন। *(বুখারী, মুসলিম)* [৪৯১]

---

[৪৮৮] সহীহুল বুখারী ৩২০৭, ৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭, মুসলিম ১৬২, ১৬৪, তিরমিযী ৩৩৪৬, নাসায়ী ৪৪৮, আহমাদ ১৭৩৭৮, ১৭৩৮০

[৪৮৯] সহীহুল বুখারী ১২৩৭, ২৩৮৮, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪, ৬৪৮৭, মুসলিম ৯৪, তিরমিযী ২৬৪৪, আহমাদ ২০৮৪০, ২০৯০৫, ২০৯১৫, ২০৯৫৩

[৪৯০] সহীহুল বুখারী ৩৫৭, ২৮০, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫ আবূ দাউদ ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩,মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২, ১৪৫৩

[৪৯১] সহীহুল বুখারী ৬২৫০, মুসলিম ২১৫৫, তিরমিযী ২৭১১, আবূ দাউদ ৫১৮৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৯, আহমাদ ১৩৭৭৩, ১৪০৩০, ১৪৪৯৩, দারেমী ২৬৩০

١٤٢– بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ تَعَالَى وَكَرَاهِيَةِ تَشْمِيتِهِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ تَعَالَى وَبَيَانِ آدَابِ التَّشْمِيْتِ وَالْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

পরিচ্ছেদ - ১৪২ : যে হাঁচি দিবে সে আলহামদু লিল্লাহ বললে তার উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। নচেৎ তা অপছন্দনীয়। হাঁচির উত্তর দেওয়া, হাঁচি ও হাই তোলা সম্পর্কিত আদব-কায়দা

١/٨٨٣. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ الله يُحِبُّ العُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ ». رواه البخاري

১/৮৮৩। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা হাঁচি ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচবে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে তখন প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই তুলবে তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।" *(বুখারী)*[৪৯২]

٢/٨٨٤. وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : اَلحَمْدُ للهِ ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَليَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». رواه البخاري

২/৮৮৪। উক্ত রাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে, তখন সে যেন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহ।' (তা শুনে) তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত, 'য়্যারহামুকাল্লাহ।' সুতরাং যখন জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে, তখন যে (হাঁচি দিয়েছে) সে বলবে, 'য়্যাহদীকুমুকাল্লাহু অ য়্যুস্‌লিহু বালাকুম।' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন।)" *(বুখারী)* [৪৯৩]

٣/٨٨٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله فَلاَ تُشَمِّتُوهُ ». رواه مسلم

৩/৮৮৫। আবূ মূসা আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমাদের কেউ হাঁচবে এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে, তখন তার উত্তর

---

[৪৯২] সহীহুল বুখারী ৬২২৩, ৩২৮৯, ৬২২৬, মুসলিম ২৯৯৪, তিরমিযী ৩৭০, ২৭৪৬, ২৭৪৭, আবূ দাউদ ৫০২৮, আহমাদ ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯, ২৭৫০৪

[৪৯৩] সহীহুল বুখারী ৬২২৪, আবূ দাউদ ৫০৩৩, আহমাদ ৮৪১৭

Contents

দাও। যদি সে 'আলহামদুলিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার উত্তর দিয়ো না।" *(মুসলিম)*[৪৯৪]

٨٨٦/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَّهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي ؟ فَقَالَ : « هَذَا حَمِدَ اللهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/৮৮৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, দু'জন লোক নবী (সাঃ)-এর নিকটে হাঁচল। তিনি তাদের মধ্যে একজনের উত্তর দিলেন। আর দ্বিতীয় জনের উত্তর দিলেন না। যে ব্যক্তির উত্তর দিলেন না সে বলল, 'অমুক ব্যক্তি হাঁচল তো তার উত্তর দিলেন, আর আমি হাঁচলাম, কিন্তু আপনি আমার উত্তর দিলেন না!?' তিনি বললেন, "ঐ ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়েছে। আর তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' পড়নি তাই।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৯৫]

٨٨٧/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، وَخَفَضَ - أَوْ غَضَّ - بِهَا صَوْتَهُ. شك الراوي. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৫/৮৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাঃ) যখন হাঁচতেন তখন নিজ হাত অথবা কাপড় মুখে রাখতেন এবং তার মাধ্যমে শব্দ কম করতেন।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [৪৯৬]

٨٨٨/٦. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ اليَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ ، فَيَقُولُ : « يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح »

৬/৮৮৮। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে কৃত্রিমভাবে হাঁচতো এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন) বলবেন। কিন্তু তিনি (তাদের হাঁচির জবাবে) বলতেন, 'য়্যাহদীকুমুল্লাহু অয়্যুসলিহু বালাকুম' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সৎপথগামী করুন ও তোমাদের অন্তরসমূহকে সংশোধন করে দেন।) (আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ [৪৯৭](

٨٨٩/٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَدْخُلُ ». رواه مسلم

৭/৮৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে। কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে থাকে।" *(মুসলিম)* [৪৯৮]

---

[৪৯৪] মুসলিম ২৯৯২, আহমাদ ১৯১৯৭

[৪৯৫] সহীহুল বুখারী ৬২২৫, মুসলিম ২৯৯১

[৪৯৬] তিরমিযী ২৭৪৫, আবূ দাউদ ৫০২৯, আহমাদ ৯৩৭০

[৪৯৭] আবূ দাউদ ৫০৩৮, তিরমিযী ২৭৩৯,আহমাদ ১৯০৮৯, ১৯১৮৫

[৪৯৮] মুসলিম ২৯৯৫, আবূ দাউদ ৫০২৬, আহমাদ ১০৮৬৯, ১০৯৩০, ১১৪৭৯, ১১৫০৬, দারেমী ১৩৮২

١٤٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَتَقْبِيْلِ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَتَقْبِيْلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً وَمُعَانَقَةِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَكَرَاهِيَةِ الْاِنْحِنَاءِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৩ : সাক্ষাৎকালীন আদব

সাক্ষাৎকালে মুসাফাহা করা, হাসিমুখ হওয়া, সৎ ব্যক্তির হাত চুমা, নিজ সন্তানকে স্নেহভরে চুমা দেওয়া, সফর থেকে আগত ব্যক্তির সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করা মুস্তাহাব। আর (কারোর সম্মানার্থে) সামনে মাথা নত করা মাকরূহ।

١/٨٩٠. عَنْ أَبِي الخَطَّابِ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لأَنَسٍ : أكَانَتِ المُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ . رواه البخاري

১/৮৯০। আবূল খাত্তাব ক্বাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাহাবীদের মধ্যে কি মুসাফাহা (করমর্দন) করার প্রথা ছিল?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' *(বুখারী)* [৪৯৯]

٢/٨٩١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ اليَمَنِ** ». وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/৮৯১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন ইয়ামানবাসীরা আগমন করল, তখন রসূল (ﷺ) বলে উঠলেন, "ইয়ামানবাসীরা তোমাদের নিকট আগমন করেছে।" (আনাস বলেন,) এরাই সর্বপ্রথম মুসাফাহা আনয়ন করেছিল। *(আবূ দাউদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৫০০]

٣/٨٩٢. وَعَنْ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا** ». رواه أَبُو داود

৩/৮৯২। বারা' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "দু'জন মুসলমান সা৷৷ৎকালে মুসাফাহা করলেই একে অপর থেকে পৃথক হবার পূর্বেই তাদের (গুনাহ) মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(আবূ দাউদ)* [৫০১]

٤/٨٩٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنحَنِي

---

[৪৯৯] সহীহুল বুখারী ৬২৬৩, তিরমিযী ২৭২৯

[৫০০] আবূ দাউদ ৫২১৩, আহমাদ ১২৮০০, ১৩২১২

[৫০১] আবূ দাউদ ৫২১২, ৫২১১, তিরমিযী ২৭২৭, ইবনু মাজাহ ৩৭০৩

لَهُ؟ قَالَ : « لاَ » . قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : « لاَ » قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৪/৮৯৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটা লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্য থেকে কোন লোক তার ভাইয়ের সাথে কিম্বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তার সামনে কি মাথা নত করবে?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা দেবে?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তাহলে কি তার হাত ধরে তার সঙ্গে মুসাফাহা করবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" *(তিরমিযী-হাসান)* [৫০২]

٥/٨٩٤.وعن صَفْوان بن عَسَّال ﷺ قال : قال يَهُودي لِصَاحبه اذْهب بنا إلى هذا النبي فأتيا رسـول الله ﷺ فَسَألاه عن تسع آيات بَينات فَذَكرَ الْحَديث إلى قَوْله : فقبَّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وقالا : نَشْهَدُ أنَّكَ نبي . رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة.

৫/৮৯৪। সাফওয়ান ইবনু আসসাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এক ইয়াহূদী তার সাথীকে বলল ঃ এসো আমরা এই নাবীর নিকট যাই। ফলে তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এল এবং তাঁকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। হাদীসের বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন যে, তারপর তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে ও পায়ে চুমা দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি নাবী। এ হাদীস ইমাম তিরমিযী প্রমুখ সহীহ সানাদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। (তিরমিযী ও অন্যরা সহীহ সনদে)[৫০৩]

٦/٨٩٥.وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها : فَدَنَوْنا من النبي ﷺ فقَبَّلْنا يـده . رواه أبـو داود.

৬/৮৯৫। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাতে বলেছেন, অতঃপর আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁর হাতে চুম্বন দিলাম। হাদীসটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। যঈফ। (এ নম্বরের হাদীসটি দুর্বল।)[৫০৪]

---

[৫০২] তিরমিযী ২৭২৮, ইবনু মাজাহ ৩৭০২

[৫০৩] ইমাম নাবাবী বলেন ঃ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী প্রমুখ বিভিন্ন সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। আমি (আলবানী) বলছিঃ ইমাম তিরমিযী এবং অন্য কারো নিকট একটি সনদ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সনদ নেই। তা সত্ত্বেও এ সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু সালেমাহ্ আলমুরাদী রয়েছেন যার সম্পর্কে মতভেদ করা হয়েছে। তিনিই হচ্ছেন 'জুনবী ব্যক্তি কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ' মর্মে বর্ণিত হাদীস আলী (রাযি) হতে বর্ণনাকারী। তাকে মুহাক্কিক হাফিযগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি লেখক নিজেই বলেছেন। যারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ, শাফে'ঈ, বুখারী প্রমুখ রয়েছেন। যেমনটি "য'ঈফু আবী দাউদ" গ্রন্থে (নং ৩০) বিস্তারিত দেখবেন। আল্লামাহ্ যাইলা'ঈ "নাসবুর রায়া" গ্রন্থে (৪/২৫৮) ইমাম নাসাঈর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ইমাম তিরমিযীর হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ এ হাদীসটি মুনকার। তিনি আরো বলেন ঃ মুনযেরী বলেন ঃ সম্ভত তার মুনকার সাব্যস্ত করার ব্যাপারে কথা রয়েছে। তিরমিযী ২৭৩৩, ৩১৪৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০৫

[৫০৪] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হাশেমী রয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল এবং তাকে ভুল ধরিয়ে দিতে হতো। এ সমস্যার দ্বারায় মুনযেরী সমস্যা বর্ণনা

٨٩٦/٧.وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قَدم : زَيْدُ بْن حَارثة المدينـة ورسـول الله ﷺ في بَيْـتي فأتَاهُ فَقَرَعَ الباب. فَقَام إليْهِ النبي ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ فاعتنقه وقبله » رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

৭/৮৯৬। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যাইদ ইবনু হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে ছিলেন। যাইদ (দেখা করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজায় টোকা মারলেন। নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং তাকে চুমা দিলেন। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৫০৫]

٨٩٧/٨. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْـرُوف شَـيْئاً ، وَلَـوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». رواه مسلم

৮/৮৯৭। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, "কোন পুণ্য কাজকে তুমি অবশ্যই তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য বদনে সাক্ষাৎ করার পুণ্যই হোক না কেন।" *(মুসলিম)* [৫০৬]

٨٩٨/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَنَ بنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، فَقَـالَ الأَقْـرَعُ بنُ حَابِسٍ : إنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدَاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ ! ». متفقٌ عَلَيْهِ

৯/৮৯৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে চুম্বন দিলেন। (তা দেখে) আক্বরা' ইবনে হাবেস বলে উঠল, 'আমার তো দশটি সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কাউকে আমি চুমা দিইনি।' (তা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫০৭]

করেছেন। আর "আলকাশেফ" গ্রন্থে এসেছে ঃ তার হেফ্য শক্তি মন্দ ছিল। দেখুন "য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-" (নং ১০৬)। আবূ দাউদ ৫২২৩, ইবনু মাজাহ ৩৭০৪, আহমাদ ৫৩৬১।

[৫০৫] আমি (আলবানী) বলছি : হাদীসটির সনদের মধ্যের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস (দোষ গোপন করে) বর্ণনাকারী। উল্লেখ্য শাইখ আলবানী "দিফা' আনিল হাদীসিন নাবাবী অস সীরাহ্" গ্রন্থে (নং ১০) বলেছেন ঃ এর সনদে ধারাবাহিকভাবে তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী বলেছেন ঃ হাদীসটি মুনকার। তিরমিযী ২৭৩২।

[৫০৬] মুসলিম ২৬২৬, তিরমিযী ১৮৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৩৬২, দারেমী ২০৭৯

[৫০৭] সহীহুল বুখারী ৫৯৯৭, মুসলিম ২৩১৮, তিরমিযী ১৯১১, আবূ দাউদ ৫২১৮, ব্হ ৮০৮১, ৭২৪৭, ৭৫৯২, ১০২৯৫

كِتَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَتَشْيِيْعِ الْمَيِّتِ

অধ্যায় (৬) : রোগীদর্শন ও জানাযায় অংশগ্রহণ

وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ ، وَالْمَكْثِ عِنْدَ قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ

জানাযার নামায পড়া, মৃতের দাফন কাজে যোগদান করা এবং দাফন শেষ হওয়ার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা প্রসঙ্গে

١٤٤- بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৪ : রোগীকে সাক্ষাৎ ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাহাত্ম্য

١/٨٩٩. عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ ، وَإبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإفْشَاءِ السَّلاَمِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৮৯৯। বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, কেউ হাঁচলে তার জবাব দেওয়া, কসমকারীর কসম পুরা করা, অত্যাচারিতের সাহায্য করা, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ও সালাম প্রচার করার আদেশ দিয়েছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫০৮]

٢/٩٠٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ خَمْسٌ : رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ المَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ ». متفقٌ عَلَيْه

২/৯০০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "এক মুসলমানের অধিকার অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রুগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫০৯]

٣/٩٠١. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أعُودُكَ وَأنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلاَناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ! أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ! يَا ابْنَ آدَمَ ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمنِي

[৫০৮] সহীহুল বুখারী ১২৩৯, ২৪৪৫, ৫১৭৫, ৫৬৩৪, ৫৬৫০, ৫৮৩৮, ৫৮৪৯, ৫৮৬৩, ৬২২২, ৬২৩৫, ৬৬৫৪, মুসলিম ২০৬৬, তিরমিযী ১৭৬০, ২৮০৯, নাসায়ী ১৯৩৯, ৩৭৭৮, ৫৩০৯, ইবনু মাজাহ ২১১৫,আহমাদ ১৮০৩৪, ১৮০৬১, ১৮১৭০

[৫০৯] সহীহুল বুখারী ১২৪০,মুসলিম ২১৬২, তিরমিযী ২৭৩৭, নাসায়ী ১৯৩৮, আবূ দাউদ ৫০৩০, ইবনু মাজাহ ১৪৩৫, আহমাদ , ১০৫৮৩, ২৭৫১১

! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : أمَا عَلِمْتَ أنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ! أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ! قَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ العَالَمِينَ ؟! قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ! أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي ! » رواه مسلم

৩/৯০১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! কিভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আপনাকে কিরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু?' তিনি বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? " *(মুসলিম)*[৫১০]

٩٠٢/٤. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عُودُوا المَرِيضَ ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ ، وَفُكُّوا العَانِي ». رواه البخاري

৪/৯০২। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা রুগী দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।" *(বুখারী)* [৫১১]

٩٠٣/٥. وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ المُسْلِمَ إِذَا عَادَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا خُرْفَةُ الجَنَّةِ ؟ قَالَ : « جَنَاهَا ». رواه مسلم

৫/৯০৩। সওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কী?' তিনি বললেন, "জান্নাতের ফল-পাড়া।" *(মুসলিম)* [৫১২]

---

[৫১০] মুসলিম ২৫৬৯, আহমাদ ৮৯৮৯

[৫১১] সহীহুল বুখারী ৩০৪৬, ৫১৭৪, ৫৩৭৩, ৫৬৪৯, ৭১৭৩, আবূ দাউদ ৩১০৫, আহমাদ ১৯০২৩, ১৯১৪৪, দারেমী ২৪৬৫

[৫১২] মুসলিম ২৫৬৮, তি, ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮

٩٠٤/٦. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً غُدْوَةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ ». رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن »

৬/৯০৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা কল্যাণ কামনা করবেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা তার মঙ্গল কামনা করে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে পাড়া ফল নির্ধারিত হবে। *(তিরমিযী হাসান)* [৫১৩]

٩٠٥/٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « أَسْلِمْ » فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ ؟ فَقَالَ : أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ». رواه البخاري

৭/৯০৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন ইয়াহুদী বালক নবী (ﷺ)-এর সেবা করত। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী (ﷺ) তার রোগ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্যে তার নিকট গেলেন এবং তার শিয়রে বসে তাকে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।" সে তার পিতার দিকে তাকালে--তার পিতা সেখানেই উপস্থিত ছিল--সে বলল, 'আবুল কাসেমের কথা মেনে নাও।' সুতরাং সে বালকটি ইসলাম গ্রহণ করল। (তারপর সে মারা গেল।) অতঃপর নবী (ﷺ) এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে চলে গেলেন যে, "সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।" *(বুখারী)* [৫১৪]

١٤٥– بَابُ مَا يُدْعٰى بِهِ لِلْمَرِيْضِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৫ : অসুস্থ মানুষের জন্য যে সব দুআ বলা হয়

٩٠٦/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبُعِهِ هكَذَا – وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ الرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها – وَقَالَ: «بِسمِ اللهِ، تُرْبَةُ أرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯০৬। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট নিজের কোন অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিম্বা ক্ষত হত, তখন নবী (ﷺ) নিজ আঙ্গুল নিয়ে এ রকম করতেন। (হাদীসের রাবী) সুফ্য়ান তাঁর শাহাদত আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ, তিনি এভাবে মাটি লাগাতেন।) অতঃপর দুআটি পড়তেন ঃ 'বিসমিল্লাহি

---

[৫১৩] মুসলিম ২৫৬৮, তিরমিযী ৯৬৭, আহমাদ ২১৮৬৮, ২১৮৮৪, ২১৮৯৮, ২১৯১৬, ২১৯৩৩, ২১৯৩৮

[৫১৪] সহীহুল বুখারী ১৩৫৬, ৫৬৫৭, আবূ দাউদ ৩০৯৫, আহমাদ ১২৩৮১, ১২৯৬২, ১৩৩২৫, ১৩৫৬৫

তুরবাতু আরযিনা, বিরীক্বাতি বা'যিনা, য়্যুশফা বিহী সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা।' অর্থাৎ, আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুথু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) লাগালাম। আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী সুস্থতা লাভ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫১৫]

٩٠٧/٢. وَعَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيدِهِ اليُمْنَى ، وَيَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، أَذْهِبِ البَأسَ ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯০৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন পরিবারের কোন রোগী-দর্শন করার সময় নিজের ডান হাত তার ব্যথার স্থানে ফিরাতেন এবং এ দুআটি পড়তেন, "আযহিবিল বা'স, রাব্বান্না-স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উক, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তোমারই আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫১৬]

٩٠٨/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ اللهُ : أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ البَأسِ ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً ». رواه البخاري

৩/৯০৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, 'আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না?' সাবেত বললেন, 'অবশ্যই।' আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই দুআ পড়লেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বান্না-স, মুযহিবাল বা'স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত্, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী)*[৫১৭]

٩٠٩/٤. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْداً ، اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْداً ». رواه مسلم

৪/৯০৯। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আমার অসুস্থ অবস্থায়) আমাকে দেখা করতে এসে বললেন, "হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর, হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! সা'দকে রোগমুক্ত কর।" *(মুসলিম)* [৫১৮]

---

[৫১৫] সহীহুল বুখারী ৫৭৪৫, ৫৭৪৬, মুসলিম ২১৯৪, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৫২১, আহমাদ ২৪০৯৬

[৫১৬] সহীহুল বুখারী ৫৭৪৩, ৫৬৭৫, ৫৭৪৪, ৫৭৫০, মুসলিম ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৫২০, আহমাদ ২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৪১৪, ২৫৮৬৮

[৫১৭] সহীহুল বুখারী ৫৭৪২, তিরমিযী ৯৭৩, আবূ দাউদ ৩৮৯০, আহমাদ ১২১২৩, ১৩৪১১

[৫১৮] সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, ৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬

٩١٠/٥. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ عُثمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ ﷺ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ : بِسمِ اللهِ ثَلاثاً ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ». رواه مسلم

৫/৯১০। আবূ আব্দুল্লাহ উসমান ইবনে আবুল আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ঐ ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি তার দেহে অনুভব করছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার দেহের ব্যথিত স্থানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' এবং সাতবার 'আউযু বিইয্যাতিল্লাহি অক্বুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু অউহাযিরু' বল।" অর্থাৎ, আল্লাহর ইজ্জত এবং কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সেই মন্দ থেকে যা আমি পাচ্ছি এবং যা থেকে আমি ভয় করছি। (মুসলিম [৫১৯])

٩١١/٦. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ ، رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ ، أَنْ يَشْفِيَكَ ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ : « حديث حسن » ، وَقَالَ الحاكم : « حديث صحيح عَلَى شرط البخاري »

৬/৯১১। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন রুগ্ন মানুষকে সাক্ষাৎ করবে, যার এখন মরার সময় উপস্থিত হয়নি এবং তার নিকট সাতবার এই দুআটি বলবে, 'আসআলুল্লাহাল আযীম, রাব্বাল আরশিল আযীম, আঁই য়্যাশ্‌ফিয়াক' (অর্থাৎ, আমি সুমহান আল্লাহ, মহা আরশের প্রভুর নিকট তোমার আরোগ্য প্রার্থনা করছি), আল্লাহ তাকে সে রোগ থেকে মুক্তি দান করবেন।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে, হাকেম, বুখারীর শর্তে সহীহ সূত্রে)* [৫২০]

٩١٢/٧. وَعَنْه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُوْدُهُ ، قَالَ: «لاَ بَأسَ ؛ طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ ». رواه البخاري

৭/৯১২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক পীড়িত বেদুঈনের সাক্ষাতে গেলেন। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগীকেই সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাকে বলতেন, "লা-বা'স, ত্বাহুরুন ইনশাআল্লাহ।" অর্থাৎ, কোন ক্ষতি নেই, (গোনাহ থেকে) পবিত্র হবে ইন শাআল্লাহ। *(বুখারী)*[৫২১]

٩١٣/٨. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ جِبرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، اشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» قَالَ : بِسْمِ الله أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللهُ يَشْفِيكَ ، بِسمِ اللهِ أُرقِيكَ . رواه مسلم

---

[৫১৯] মুসলিম ২২০২, তিরমিযী ২০৮০, আবূ দাউদ ৩৮৯১ ইবনু মাজাহ ৩৫২২, আহমাদ ১৫৮৩৪, ১৭৪৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৫৪

[৫২০] আবূ দাউদ ৩১০৬, তিরমিযী ৩০৮৩, আহমাদ ২১৩৮, ২১৮৩, ২৩৮৮

[৫২১] সহীহুল বুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০

৮/৯১৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, জিবরীল নবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" জিবরীল তখন এই দুআটি পড়লেন, 'বিসমিল্লা-হি আরক্বীক, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, অমিন শার্রি কুল্লি নাফসিন আউ আইনি হা-সিদ, আল্লা-হু য়্যাশফীক, বিসমিল্লা-হি আরক্বীক।'

অর্থাৎ,আমি তোমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যেক কষ্টদায়ক বস্তু থেকে এবং প্রত্যেক আত্মা অথবা বদনজরের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পেতে ঝাড়ছি। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়ছি। *(মুসলিম)* [৫২২]

٩/٩١٤. وَعَنْ أَبِي سعيد الخدري وأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، فَقَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ : يَقُولُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَحْدِي لاَ شَرِيكَ لِي . وَإِذَا قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا لِيَ المُلْكُ وَلِيَ الحَمْدُ . وَإِذَا قَالَ : لاَ اله إِلاَّ اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِي » وَكَانَ يقُولُ: « مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ ». رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن »

৯/৯১৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লাহু আকবার' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহ সবচেয়ে বড়) বলে, আল্লাহ তার সত্যায়ন ক'রে বলেন, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি সবচেয়ে বড়।'

আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আমি একক, আমার কোন অংশী নেই।'

আর যখন সে বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁরই এবং তাঁরই যাবতীয় প্রশংসা), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, সার্বভৌম ক্ষমতা আমারই এবং আমারই যাবতীয় প্রশংসা।'

আর যখন সে বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই), তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমার প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার বা নড়া-সরার শক্তি নেই।'

নবী (ﷺ) বলতেন, "যে ব্যক্তি তার পীড়িত অবস্থায় এটি পড়ে মারা যাবে, জাহান্নামের আগুন তাকে খাবে না।" (অর্থাৎ, সে জাহান্নামে যাবে না।) *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৫২৩]

---

[৫২২] সহীহুল বুখারী ৯৭২, মুসলিম ২১৮৬, ইবনু মাজাহ ৩৫২৩, আহমাদ ১১১৪০, ১১৩১৩

[৫২৩] তিরমিযী ৩৪৩০, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৪

١٤٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ سُؤَالِ أهلِ الْمَرِيْضِ عَنْ حَالِهِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৬ : রোগীর বাড়ির লোককে রোগীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা উত্তম

١/٩١٥. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا الحَسَنِ ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً . رواه البخاري

১/৯১৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে তাঁর সেই অসুস্থ অবস্থায় বের হলেন, যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। অতঃপর লোকেরা বলল, 'হে হাসানের পিতা! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) **কী অবস্থায় সকাল করলেন?**' তিনি বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ভাল অবস্থায় সকাল করলেন।' *(বুখারী)* [৫২৪]

١٤٧- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ مَنْ أَيِسَ مِنْ حَيَاتِهِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৭ : জীবন থেকে নিরাশ হওয়ার সময়ে দুআ

١/٩١٦. عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ ، يَقُولُ : « اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحَمْنِي ، وأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই দুআ বলতে শুনেছি, যখন তিনি (তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে) আমার উপর ঠেস লাগিয়ে ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মাগফিরলী অরহামনী অ আলহিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা।' অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান সাথীর সাথে মিলিত কর। *(বুখারী-মুসলিম)* [৫২৫]

٢/٩١٧.وعنها قالت : رأَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهُوَ بِالموتِ ، عِندهُ قدحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وهُو يدخِلُ يدهُ في القَدَحِ ، ثم يمسَحُ وجهَهُ بالماءِ ، ثم يقول : « اَللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غمرَاتِ الموْتِ وَسَكَرَاتِ المَوْتِ » رواه الترمذي.

২/৯১৭। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখেছি, তাঁর উপর তখন মৃত্যু

---

[৫২৪] সহীহুল বুখারী ৪৪৪৭, ৬২৬৬, আহমাদ ২৩৭০, ২৯৯০

[৫২৫] সহীহুল বুখারী ৪৪৫১, ৮৯১, ১৩৮৯, ৩১০০, ৩৭৭৪, ৪৪৩৫, ৪৪৩৮, ৪৪৪০, ৪৪৪৬, ৪৪৪৯, ৪৪৫০, ৪৪৬৩, ৫২১৭, ৫৬৭৪, ৬৩৪৮, ৬৫০৯, ৬৫১০, মুসলিম ২১৯২, তিরমিযী ৩৪৯৬, ইবনু মাজাহ ১৬২০, আহমাদ ২৩৬৯৬, ২৩৯৩৩, ২৪৩৭০, মুওয়াত্তা মালিক ৫৬২

ছেয়ে গিয়েছিল, তাঁর সামনে একটি পানি ভর্তি পাত্র ছিল। তাতে তিনি নিজের (ডান) হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন, অতঃপর (হাতের সাথে লেগে থাকা) পানি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মুছছিলেন এবং বলছিলেন ঃ আল্লাহ! মৃত্যুর কঠোরতা ও তার ভীষণ কষ্টের বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা কর। (তিরমিযী)[৫২৬]

١٤٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ الْمَرِيْضِ وَمَنْ يَّخْدُمُهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَاحْتِمَالِهِ وَالصَّبْرِ عَلٰى مَا يَشُقُّ مِنْ أَمْرِهِ وَكَذَا الْوَصِيَّةِ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ وَنَحْوِهِمَا

পরিচ্ছেদ - ১৪৮ : পীড়িতের পরিবার এবং তার সেবাকারীদেরকে পীড়িতের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সে ক্ষেত্রে কষ্ট বরণ করা ও তার পক্ষ থেকে উদ্ভূত বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করার জন্য উপদেশ প্রদান। অনুরূপভাবে কোন ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগজনিত কারণে যার মৃত্যু আসন্ন, তার সাথেও সদ্ব্যবহার করার উপর তাকীদ

٩١٨/٣. عَنْ عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : «**أَحْسِنْ إِلَيْهَا** ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا » فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَت ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا . رواه مسلم

৩/৯১৮। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়েছিল। সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্যা, সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিন।' অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অভিভাবককে ডেকে বললেন, "**এর সাথে সদ্ব্যবহার কর**। অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ট করবে তখন একে আমার নিকট নিয়ে এসো।" সে তাই করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর তার কাপড়খানি মযবুত করে বাঁধার আদেশ করলেন। অতঃপর তাকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদেশক্রমে পাথর মেরে শেষ ক'রে দেওয়া হল। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। *(বুখারী)* [৫২৭]

---

[৫২৬] আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিরমিযীর কোন এক কপিতে 'গামারাত' শব্দের পরিবর্তে 'মুনকারাত' শব্দ উল্লেখ্য করা হয়েছে। এর সনদটি দুর্বল দেখুন "মিশকাত" (নং ১৫৬৪)। তিরমিযী ৯৮৭, ইবনু মাজাহ ১৬২৩, আহমাদ ২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫।

[৫২৭] মুসলিম ১৬৯৬, তিরমিযী ১৪৩৫, নাসায়ী ১৯৫৭, আবূ দাউদ ৪৪৪০, ইবনু মাজাহ ২৫৫৫, আহমাদ ১৯৩৬০, ১৯৪০২, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২, দারেমী ২৩২৫

١٤٩- بَابُ جَوَازِ قَوْلِ الْمَرِيْضِ : أَنَا وَجِعٌ ، أَوْ شَدِيْدُ الْوَجْعِ أَوْ مَوْعُوْكٌ أَوْ وَارَأْسَاهُ وَنَحْوُ ذٰلِكَ وَبَيَانِ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى التَّسَخُّطِ وَإِظْهَارِ الْجَزَعِ

পরিচ্ছেদ - ১৪৯ : রুগ্ন ব্যক্তির জন্য 'আমার যন্ত্রণা হচ্ছে' অথবা 'আমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে' কিম্বা 'আমার জ্বর হয়েছে' কিম্বা 'হায়! আমার মাথা গেল' ইত্যাদি বলা জায়েয; যদি তা আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য না হয়

١/٩١٩. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فَمَسِسْتُهُ ، فَقُلْتُ : إنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكاً شَديداً ، فَقَالَ : « أَجَلْ ، إنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯১৯। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট গেলাম যখন তাঁর জ্বর হয়েছিল। অতঃপর আমি তাঁকে স্পর্শ ক'রে বললাম, 'আপনার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে।' তিনি বললেন, "**হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর হয়।**" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫২৮]

٢/٩٢٠. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ، قَالَ : جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ: بَلَغَ بِي مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَتِي .. وذَكر الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯২০। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) বলেন, **আমার (দৈহিক) যন্ত্রণা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ার** কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি বললাম, 'আমার কী অবস্থা আপনি তা দেখছেন এবং আমি একজন ধনবান মানুষ? আর আমার উত্তরাধিকারী আমার একমাত্র কন্যা।---' অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫২৯]

٣/٩٢١. وَعَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : وَارَأْسَاهُ ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « بَلْ أَنَا ، وَارَأْسَاهُ ! » ... وذكر الحديث . رواه البخاري

৩/৯২১। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, একদা আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'হায়! আমার মাথার ব্যথা।' নবী ﷺ বললেন, "বরং **হায়! আমার মাথার ব্যথা!**" (অর্থাৎ, আমার মাথাতেও প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে।) *(বুখারী)*[৫৩০]

[৫২৮] সহীহুল বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৪৭, ৫৬৬০, ৫৬৬১, ৫৬৬৭, মুসলিম ২৫৭১, আহমাদ ৩৬১১, ৪১৯৩, ৪৩৩৩, দারেমী ২৭৭১

[৫২৯] সহীহুল বুখারী ৫৬, ১২৯৬, ২৭৪২, ২৭৪৪, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৩৫৪, ৫৬৫৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩, ৬৭৩৩, মুসলিম ১৬২৮, তিরমিযী ২১১৬, নাসায়ী ৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮, ৩৬৩০, ৩৬৩১, ৩৬৩২, ৩৬৩৫, আবূ দাউদ ২৮৬৪, আহমাদ ১৪৪৩, ১৪৭৭, ১৪৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯৫, দারেমী ৩১৯৬

[৫৩০] সহীহুল বুখারী ৫৬৬৬, ৭২১৭, মুসলিম ২৩৮৭

١٥٠- بَابُ تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضَرِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

পরিচ্ছেদ - ১৫০ : মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে

١/٩٢٢. عَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ ».

رواه أَبُو داود والحاكم ، وَقَالَ : « صحيح الإسناد »

১/৯২২। মুআয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কালেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম এটিকে সহীহ বলেছেন।)* [৫৩১]

٢/٩٢٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ». رواه مسلم

২/৯২৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্মরণ করিয়ে দাও।" *(মুসলিম)* [৫৩২]

١٥١- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ تَغْمِيْضِ الْمَيِّتِ

পরিচ্ছেদ - ১৫১ : মৃতের চোখ বন্ধ করার পর দুআ

١/٩٢٤. عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « إنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ ، تَبِعَهُ البَصَرُ » فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : «لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلاَّ بِخَيْرٍ ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». رواه مسلم

১/৯২৪। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ সালামার নিকট গেলেন। তখন তাঁর (আত্মা বের হওয়ার পর) চোখ খোলা ছিল। নবী (সাঃ) তা বন্ধ করার পর বললেন, "যখন (কারো) প্রাণ নিয়ে নেওয়া হয়, তখন চোখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।" (এ কথা শুনে) তাঁর পরিবারের কিছু লোক চিল্লিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। নবী (সাঃ) বললেন, "তোমরা নিজেদের আত্মার জন্য মঙ্গলেরই দুআ কর। কেননা, ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের কথার উপর 'আমীন' বলেন।" অতঃপর তিনি এই দুআ বললেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লি আবী সালামাহ, **(এখানে মৃতের নাম নিতে হবে)** অরফা' দারাজাতাহু ফিল

[৫৩১] আবূ দাউদ ৩১১৬, আহমাদ ২১৫২৯, ২১৬২২

[৫৩২] মুসলিম ৯১৬, ৯১৭, তিরমিযী ৯৭৬, নাসায়ী ১৮২৬, আবূ দাউদ ৩১১৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৫, আহমাদ ১০৬১০

মাহদিইয়্যীন, অখ্‌লুফহু ফী আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, অগফির লানা অলাহু ইয়া রাব্বাল আ-লামীন, অফ্‌সাহ লাহু ফী ক্বাবরিহী অ নাউবিরলাহু ফীহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি (অমুককে) মাফ ক'রে দাও এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের দলে ওর মর্যাদা উন্নত কর, অবশিষ্টদের মধ্যে ওর পশ্চাতে ওর উত্তরাধিকারী দাও। আমাদেরকে এবং ওকে মার্জনা ক'রে দাও হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক! ওর কবরকে প্রশস্ত করো এবং ওর জন্য কবরকে আলোকিত করো। *(মুসলিম)* [৫৩৩]

١٥٢- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَمَا يَقُوْلُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

পরিচ্ছেদ - ১৫২ : মৃতের নিকট কী বলা যাবে? এবং মৃতের পরিজনরা কী বলবে?

١/٩٢٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا حَضَرتُمُ المَرِيضَ أَوِ المَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْراً ، فَإِنَّ المَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ » ، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ أَبَا سَلَمَة قَدْ مَاتَ، قَالَ : « قُولِي: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً ». فَقُلتُ ، فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ : مُحَمَّداً ﷺ . رواه مسلم

১/৯২৫। উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা পীড়িত অথবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে ভাল কথা বল। কেননা, ফিরিশ্‌তারা তোমাদের কথায় 'আমীন' বলেন।" (উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন, অতঃপর যখন (আমার স্বামী) আবূ সালামাহ মারা গেলেন, তখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আবূ সালামাহ মারা গেছেন। (সুতরাং আমি এখন কী বলব?)' তিনি বললেন, তুমি এই দুআ বল, 'আল্লাহুম্মাগফির লী অলাহু, অআ'ক্বিবনী মিনহু উক্ববা হাসানাহ।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও তাঁকে মার্জনা কর এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান কর। সুতরাং আমি তা বললাম, ফলে মহান আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন। *(মুসলিম)* [৫৩৪]

(মুসলিম 'পীড়িত অথবা মৃত' সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ দাউদ প্রমুখ বিনা সন্দেহে 'মৃতের নিকট উপস্থিত' হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন।)

٢/٩٢٦. وَعَنْها ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيراً مِنْهَا ، إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ تَعَالَى فِي

---

[৫৩৩] মুসলিম ৯২০, আবূ দাউদ ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৫৪, আহমাদ ২৬০০৩

[৫৩৪] মুসলিম ৯১৯, ৯১৮, তিরমিযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ ২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৫৫৮

مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا ». قَالَتْ : فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَة قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْراً مِنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

২/৯২৬। উক্ত উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে বান্দা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দুআ বলবে,

'ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন, আল্লা-হুম্মা'জুরনী ফী মুসীবাতী অখ্‌লুফলী খাইরাম মিনহা।' (যার অর্থ, আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার এই বিপদে প্রতিদান দাও এবং তার জায়গায় উত্তম বিনিময় প্রদান কর।)

আল্লাহ তাকে তার বিপদে প্রতিদান ও তার জায়গায় উত্তম বিনিময় দান করবেন।"

উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যখন আবূ সালামাহ মারা গেলেন, তখন আমি সেইরূপ বললাম, যেরূপ বলার আদেশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)-কে (স্বামীরূপে) প্রদান করলেন।' *(মুসলিম)* [৫৩৫]

٣/٩٢٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ . فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي الجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ ». رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن »

৩/৯২৭। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় আল্লাহ ফিরিশ্‌তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তার অন্তরের ফল কেড়ে নিয়েছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি বলেন, 'আমার বান্দা কী বলেছে?' তাঁরা উত্তরে বলেন, 'সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং "ইন্না লিল্লা-হি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন" পড়েছে।' আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ---প্রসংশা-গৃহ।' *(তিরমিযী, হাসান)* [৫৩৬]

٤/٩٢٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ ». رواه البخاري

৪/৯২৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি আমার বান্দার পছন্দনীয় পার্থিব জিনিসকে কেড়ে নিই, অতঃপর সে (তাতে) সওয়াবের আশা রাখে, তখন তার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া অন্য কোন বিনিময় নেই।' *(বুখারী)* [৫৩৭]

---

[৫৩৫] মুসলিম ৯১৮, ৯১৯, তিরমিযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আহমাদ ৩১১৯, ইবনু মাজাহ ১৪৪৭, আহমাদ ২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ৬১২৯, ২৬১৫৭, ২৬১৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৫৫৮

[৫৩৬] তিরমিযী ১০২১, আহমাদ ১৯২২৬

[৫৩৭] সহীহুল বুখারী ৬৪২৪, আহমাদ ৯১২৭

Contents

٩٢٩/٥. وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أرْسَلَتْ إحْدى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ إلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أنَّ صَبِيّاً لَهَا – أَوْ ابْناً – فِي المَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ : « ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ للهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَمُرْهَا ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ... وذكر تمام الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৯২৯। উসামাহ ইবনে যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা তাঁকে ডাকার জন্য এবং এ সংবাদ দেওয়ার জন্য দূত পাঠালেন যে, তাঁর শিশু অথবা পুত্র মরণাপন্ন। অতঃপর তিনি দূতকে বললেন, "তুমি তার নিকট ফিরে গিয়ে বল, 'তা আল্লাহরই--যা তিনি নিয়েছেন এবং যা কিছু দিয়েছেন--তাও তাঁরই। আর তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে।' অতএব তাকে বল, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং নেকীর আশা রাখে।" ---অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৩৮]

١٥٣- بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ

পরিচ্ছেদ - ১৫৩ : মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ

মাতম করা হারাম। (এ বিষয়ে নিষিদ্ধ বস্তু অধ্যায়ে এক পরিচ্ছেদ আসবে ইনশা আল্লাহ তাআলা।) কাঁদা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়" তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত ক'রে মারা যাবে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

٩٣٠/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوفٍ، وَسَعدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﷺ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَكَوْا ، فَقَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَينِ ، وَلاَ بِحُزنِ القَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ ». وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৩০। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ ইবনে উবাদার সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)ও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহ

[৫৩৮] সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২

চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" সেই সাথে তিনি নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৩৯]

٢/٩٣١. وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُفِعَ إِلَيهِ ابنُ ابْنَتِهِ وَهُوَ فِي المَوتِ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ سَعدٌ : مَا هَذَا يَا رَسُولِ اللهِ ؟! قَالَ : « هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৩১। উসামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে আসা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কী?' তিনি বললেন, "এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৪০]

٣/٩٣٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهيمَ ﷺ ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفسِهِ ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ . فَقَالَ لَهُ عَبدُ الرَّحمَانِ بنُ عَوفٍ : وَأَنتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! فَقَالَ : « يَا ابْنَ عَوْفٍ إنَّهَا رَحْمَةٌ » ثُمَّ أَتْبَعَهَا بأُخْرَى ، فَقَالَ : « إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ والقَلبُ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحزُونُونَ ». رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه.

৩/৯৩২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, 'আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি ﷺ বললেন, "হে আওফের পুত্র! এটা তো মমতা।" অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত।" *(বুখারী, মুসলিম কিছু অংশ)* [৫৪১]

এ বিষয়ে আরো অনেক প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস রয়েছে।

١٥٤- بَابُ الْكَفِّ عَمَّا يَرٰى فِي الْمَيِّتِ مِنْ مَكْرُوْهٍ

পরিচ্ছেদ - ১৫৪ : মৃতের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিষেধ

١/٩٣٣. وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَسلَمَ مَولَى رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ غَسَّلَ مَيتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أربَعِينَ مَرَّة ». رواه الحاكم ، وَقَالَ : صحيح عَلَى شرط مسلم

---

[৫৩৯] সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪

[৫৪০] সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৬৬৫৫, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮, মুসলিম ৯২৩, নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ দাউদ ৩১২৫, আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২

[৫৪১] সহীহুল বুখারী ১৩০৩, মুসলিম ২৩১৫, আবূ দাউদ ৩১২৬, আহমাদ ১২৬০৬

১/৯৩৩। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস আবূ রাফে' আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দেবে এবং তার দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাকে চল্লিশবার ক্ষমা করবেন।" *(হাকেম, মুসলিমের শর্তে সহীহ)* [৫৪২]

١٥٥- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَتَشْيِيْعِهِ وَحُضُوْرِ دَفْنِهِ وَكَرَاهَةِ اِتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

পরিচ্ছেদ - ১৫৫ : জানাযার নামায পড়া, জানাযার সাথে যাওয়া, তাকে কবরস্থ করার কাজে অংশ নেওয়ার মাহাত্ম্য এবং জানাযার সাথে মহিলাদের যাওয়া নিষেধ

١/٩٣٤. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَهُ قِيراطٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ، فَلَهُ قِيرَاطَانِ » قِيلَ : وَمَا القِيرَاطانِ ؟ قَالَ : « مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নামায পড়া পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক ক্বীরাত্ব সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, তার জন্য দুই ক্বীরাত সওয়াব রয়েছে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'দুই ক্বীরাতের পরিমাণ কতটুকু?' তিনি বললেন, "দুই বড় পাহাড়ের সমান।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৪৩]

٢/٩٣٥. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفرَغَ مِنْ دَفْنِهَا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقيراطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقيرَاطٍ ». رواه البخاري

২/৯৩৫। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (আল্লাহর প্রতি) বিশ্বাস রেখে এবং নেকীর আশা রেখে কোন মুসলমানের জানাযার সাথে যাবে এবং তার জানাযার নামায পড়া এবং তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে থাকবে, সে দু' ক্বীরাত্ব সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে। এক ক্বীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়ে মৃতকে সমাধিস্থ করার পূর্বেই ফিরে আসবে, সে এক কীরাত্ব সওয়াব নিয়ে (বাড়ি) ফিরবে।" *(বুখারী)* [৫৪৪]

---

[৫৪২] সিলসিলা সহীহা ২৩৫৩

[৫৪৩] সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, ৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, ৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯

[৫৪৪] সহীহুল বুখারী ৪৭, ১৩২৪, ১৩২৫, মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, নাসায়ী ১৯৯৪, থেকে ১৯৯৭, ৫০৩২, আবূ দাউদ ৩১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৫৩৯, আহমাদ ৪৪৩৯, ৭১৪৮, ৭৩০৬, ৭৬৩৩, ৭৭১৮, ৮০৬৬, ৮৭৮৯, ১০৪৯

٩٣٦/٣. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا . متفقٌ عَلَيْهِ

ومعناه : وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي النَّهْيِ كَمَا يُشَدَّدُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ .

৩/৯৩৬। উম্মে আত্বিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু (এ ব্যাপারে) আমাদের উপর জোর দেওয়া হয়নি।' *(বুখারী-মুসলিম)* [৫৪৫]

এর অর্থ হল, যেমন অন্যান্য হারাম কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।

١٥٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَكَثُّرِ الْمُصَلِّيْنَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَجَعْلِ صُفُوْفِهِمْ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ

পরিচ্ছেদ - ১৫৬ : জানাযায় নামাযীর সংখ্যা বেশি হওয়া এবং তাদের তিন অথবা ততোধিক কাতার করা উত্তম

٩٣٧/١. عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ». رواه مسلم

১/৯৩৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে মৃতের জানাযার নামায একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ' জন পৌঁছে এবং সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।" *(মুসলিম)* [৫৪৬]

٩٣٨/٢. وَعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيقومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رواه مسلم

২/৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলমান মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" *(মুসলিম)* [৫৪৭]

٩٣٩/٣. وَعَنْ مَرثَدِ بنِ عَبدِ اللهِ اليَزَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بنُ هُبَيْرَةَ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ ، فَتَقَالَّ النَّاس عَلَيْهَا ، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ ». رواه أبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن »

৩/৯৩৯। মারষাদ ইবনে আব্দুল্লাহ য়্যাযানী বলেন, মালেক ইবনে হুবাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন (কারো)

---

[৫৪৫] সহীহুল বুখারী ১২৭৮, ৩১৩, ১২৭৯, ৫৩৪০, ৫৩৪১, ৫৩৪৩, মুসলিম ৯৩৮, নাসায়ী ৩৫৩৪, আবূ দাউদ ২৩০২, ইবনু মাজাহ ২০৮৬, আহমাদ ২০২৭০, ২৬৭৫৯, দারেমী ২২৮৬

[৫৪৬] মুসলিম ৯৪৭, তিরমিযী ১০২৯, নাসায়ী ১৯৯১, আহমাদ ১৩৩৯৩, ২৩৫১৮, ২৩৬০৭, ২৪১৩৬, ২৫৪১৯

[৫৪৭] মুসলিম ৯৪৮, আহমাদ ২৫০৫

জানাযার নামায পড়তেন এবং লোকের সংখ্যা কম বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাদেরকে তিন কাতারে বণ্টন করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিন কাতার (লোক) যার জানাযা পড়ল, সে (জান্নাত) ওয়াজেব ক'রে নিল।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান সূত্রে)* [৫৪৮]

١٥٧- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِيْ صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

পরিচ্ছেদ - ১৫৭ : জানাযার নামাযে যে সব দুআ পড়া হয়

জানাযার নামাযে চার তকবীর বলবে। প্রথম তকবীরের পর 'আউযু বিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় তকবীর বলে নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ পড়বে। বলবে, 'আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লি মুহাম্মাদ।' উত্তম হল 'কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ' পর্যন্ত পুরো পড়া। অধিকাংশ সাধারণ লোকের মত শুধু (সূরা আহযাবের ৫৬নং) এই আয়াতটি 'ইন্নাল্লাহা অমালাইকাতাহু ইউস্বাল্লূনা আলান নাবী' যেন না পড়ে। কারণ, এইটুকু পড়েই যথেষ্ট করলে নামায শুদ্ধ হবে না।

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে মৃতের এবং সকল মুসলমানের জন্য যে সমস্ত দুআ পড়বে সে সম্পর্কিত একাধিক হাদীস আমি পরবর্তীতে বর্ণনা করব--ইনশাআল্লাহু তাআলা। পুনরায় চতুর্থ তকবীর বলবে এবং দুআ করবে। এখানে সর্বোত্তম দুআর মধ্যে এটি একটি, 'আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বা'দাহ, অগফির লানা অ লাহ।'

চতুর্থ তকবীরের পর লম্বা দুআ করা পছন্দনীয়, অথচ অধিকাংশ লোকের এর বিপরীত অভ্যাস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইবনে আবী আওফা (রাঃ) হতে প্রমাণিত আছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করব---ইনশাআল্লাহু তাআলা।

পক্ষান্তরে তৃতীয় তকবীরের পর যে দুআগুলি প্রমাণিত আছে তার মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

١/٩٤٠. عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَانِ عَوفِ بنِ مَالِكٍ ﷺ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِن الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس ، وَأَبدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلهُ الجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ». حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّت . رواه مسلم

১/৯৪০। আবূ আব্দুর রহমান আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযায় নামায পড়লেন। আমি তাঁর দুআ মুখস্থ ক'রে ফেললাম। সে দুআ হল এই ঃ-

'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি' মুদখালাহু, অগ্‌সিল্‌হু বিলমা-ই অস্‌সালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা নাক্কাইতাস সাউবাল আবয়্যায্বা মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইয্‌হু মিন আযা-বিল

[৫৪৮] আবূ দাউদ ৩১৬৬, তিরমিযী ১০২৮, ইবনু মাজাহ ১৪৯০, আহমাদ ১৬২৮৩

ক্বাবরি অমিন আযা-বিন্নার।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা ক'রে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর, যেমন তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছ। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।

(বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই মাইয়্যেত হতাম! *(মুসলিম)* [৫৪৯]

٢-٩٤١/٤-٩٤٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إبرَاهِيمَ الأَشهَلِي، عَنْ أَبِيهِ – وَأَبُوهُ صَحَابيٌّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَصَغِيرنَا وَكَبيرنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوفَّهُ عَلَى الإيمَان ، اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعدَهُ » رواه الترمذي من رواية أَبِي هُرَيرَةَ والأشهلي . ورواه أَبُو داود من رواية أَبِي هُرَيرَةَ وأبي قتادة . قَالَ الحاكم : « حديث أَبِي هُرَيرَةَ صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم » ، قَالَ الترمذي : « قَالَ البخاري : أَصَحُّ رواياتِ هَذَا الحديث رواية الأشْهَلِيِّ، قَالَ البخاري : وأصح شيء فِي هَذَا الباب حديث عَوْفِ ابن مَالِكٍ »

২/৯৪১, ৩/৯৪২, ৪/৯৪৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবূ ইব্রাহীম আশহালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা হতে যিনি সাহাবী ছিলেন বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জানাযার নামায পড়ার সময় এই দুআ পড়লেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনসা-না অ শা-হিদিনা অগা-য়িবিনা, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি 'আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু 'আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ, অলা তাফতিন্না বা'দাহ।'

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং ওর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। *(তিরমিযী আবূ হুরাইরা ও আশহালী হতে, আবূ দাউদ আবূ হুরাইরা ও আবূ ক্বাতাদাহ হতে। হাকেম বলেছেন, আবূ হুরাইরার হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তিরমিযী বলেন, বুখারী বলেছেন, এ হাদীসের সবচেয়ে সহীহ বর্ণনা হল আশহালীর বর্ণনা। বুখারী বলেন, এ বিষয়ে সবচেয়ে সহীহ হল আওফ বিন মালেকের হাদীস।)* [৫৫০]

---

[৫৪৯] মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, ইবনু মাজাহ ১৫০০, আহমাদ ২৩৪৫৫, ২৩৪৮০

[৫৫০] আবূ দাউদ ৩২০১, তিরমিযী ১০২৪, নাসায়ী ১৯৮৬, আহমাদ ১৭০৯২, ২২৯৮৪

٩٤٤/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيِّتِ ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعاء ». رواه أَبُو داود

৫/৯৪৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যখন তোমরা মৃতের জানাযা পড়বে, তখন তার জন্য আন্তরিকতার সাথে দুআ করো।" *(আবূ দাঊদ)* [৫৫১]

٩٤٥/٦.وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَة : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلَام ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَّتِهَا، جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ » .

رواه أبو داود .

৬/৯৪৫। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে জানাযার নামাযের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। জানাযার নামাযে তিনি নিম্নে উল্লেখিত দু'আ তিলাওয়াত করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা আনতা রব্বুহা ওয়া আনতা খালাক্বতাহা, ওয়া আনতা হাদাইতাহা লিল ইসলামে, ওয়া আনতা ক্বাবাযতা রূহাহা, ওয়া আনতা অ'লামু বিসিররিহা ওয়া 'আলানিয়্যাতিহা, জি'নাকা শুফা'আ- লাহু ফাগফির লাহু" (হে আল্লাহ! তুমিই তার প্রভূ-পালনকর্তা, তাকে তুমিই সৃষ্টি করেছো, তুমিই তাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দিয়েছো, তুমিই তার জান কবজ করেছো এবং তার গোপন ও প্রকাশ্য (বিষয়াবলী) সম্বন্ধে তুমিই ভাল অবগত। আমরা তার পক্ষে সুপারিশের লক্ষ্যে তোমার কাছে এসেছি। তাই তাকে তুমি ক্ষমা কর)। (আবূ দাউদ) হাদীসটি যঈফ।

٩٤٦/٧. وَعَنْ وَاثِلَة بنِ الأَسْقَعِ ﷺ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ ، وَعذَابَ النَّار ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفَاءِ وَالحَمْدِ ؛ اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ». رواه أَبُو داود

৭/৯৪৬। ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে এক মুসলিম ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন। সুতরাং আমি তাঁকে এই দুআটি বলতে শুনলাম,

'আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিতনাতাল ক্বাবরি অ আযা-বান্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাম্‌দ, ফাগ্‌ফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি প্রতিশ্রুতি পালনকারী ও প্রশংসার পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ ক'রে দাও এবং ওর প্রতি দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। *(আবূ দাউদ)* [৫৫২]

٩٤٧/٨. وَعَنْ عبدِ الله بنِ أَبِي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هكَذَا.

[৫৫১] আবূ দাউদ ৩১৯৯, ইবনু মাজাহ ১৪৯৭

[৫৫২] আবূ দাউদ ৩২০২, ইবনু মাজাহ ১৪৯৯, আহমাদ ১৫৫৮৮

وفي رواية : كَبَّرَ أرْبَعاً فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إنِّي لاَ أَزيدُكُمْ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ، أَوْ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه الحاكم ، وَقَالَ : « حديث صحيح »

৮/৯৪৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর এক মেয়ের জানাযায় চার তাকবীর দিলেন। অতঃপর তিনি চতুর্থ তাকবীরের পর দুই তাকবীরের মধ্যস্থলে যতটা সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে তার (কন্যার) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দুআ করলেন। তারপর তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই রকমই করতেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি চার তাকবীর বলার পর কিছুক্ষণ থেমে গেলেন, এমনকি আমি ধারণা করলাম যে, তিনি পাঁচ তাকবীর বলবেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরলেন। তারপর তিনি যখন নামায শেষ করলেন, তখন আমরা তাঁকে বললাম, 'একী!?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যা করতে দেখেছি, তার চেয়ে বেশী করব না' অথবা 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ রকমই করেছেন।' *(হাকেম সহীহ সূত্রে)* [৫৫৩]

١٥٨- بَابُ الْإِسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

পরিচ্ছেদ - ১৫৮ : লাশ শীঘ্র (কবরস্থানে) নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

٩٤٨/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ ، فَإنْ تَكُ صَالِحَةً ، فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ لمسلمٍ : « فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ ».

১/৯৪৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা জানাযার (লাশ) নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি কর। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে ভালো; ভালোর দিকেই তোমরা তাকে পেশ করবে। আর যদি তা এর উল্টো হয়, তাহলে তা মন্দ; যা তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দেবে।" (বুখারী ও মুসলিম) [৫৫৪]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা তাকে ভালোর উপর পেশ করবে।

٩٤٩/٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبيُّ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا وُضِعَت الجَنَازَةُ ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعنَاقِهِمْ ، فَإنْ كَانَتْ صَالِحَةً ، قَالَتْ : قَدِّمُونِي ، وَإنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ، قَالَتْ لأَهْلِهَا : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا ؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الإنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَ الإنسَانُ لَصَعِقَ ». رواه البخاري

২/৯৪৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "যখন জানাযা (খাটে) রাখা হয়

[৫৫৩] ইবনু মাজাহ ১৫০৩, আহমাদ ১৮৬৫৯ থেকে ১৮৯২৫

[৫৫৪] সহীহুল বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০ থেকে ১৯১১, আবূ দাউদ ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ১৪৭৭, আহমাদ ৭৭১৪ থেকে ২৭৩০৪

এবং লোকেরা তা নিজেদের ঘাড়ে উঠিয়ে নেয়, তখন সে সৎ হলে বলে, 'আমাকে আগে নিয়ে চল।' আর অসৎ হলে তার পরিবার-পরিজনদের উদ্দেশ্যে বলে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! তোমরা (আমাকে) কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' মানুষ ছাড়া তার এই আওয়াজ সব জিনিসই শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতো, তবে নিশ্চয় বেঁহুশ হয়ে যেত।" (বুখারী) [৫৫৫]

١٥٩- بَابُ تَعْجِيْلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى تَجْهِيْزِهِ إِلَّا أَنْ يَّمُوْتَ فُجَاْءَةً فَيُتْرَكُ حَتّٰى يُتَيَقَّنُ مَوْتُهُ

পরিচ্ছেদ - ১৫৯ : মৃতের ঋণ পরিশোধ করা এবং তার কাফন-দাফনের কাজে শীঘ্রতা করা প্রসঙ্গে। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা কর্তব্য

١/٩٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ».
رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن ».

১/৯৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "ঋণ পরিশোধ অবধি মু'মিনের আত্মা ঝুলানো থাকে।" (অর্থাৎ, তার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার ফায়সালা হয় না।) *(তিরমিযী হাসান)*[৫৫৬]

٩٥١/٢.وعن حُصَيْنِ بن وحْوَحٍ ﷺ أَنَّ طَلْحَةَ بنَ الْبَرَاءِ بن عازب رضِي اللهُ عنهما مَرِض ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ : «إِنِّي لا أُرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قدْ حَدَثَ فِيهِ المَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا بِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ ». رواه أبو داود.

২/৯৫১। হুসাইন ইবনু ওয়াহ্ওয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, ত্বালহা ইবনুল বারাআ (রাঃ) রোগাগ্রস্থ হয়ে পড়লে নাবী (ﷺ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন ঃ ত্বালহার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে, তার বিষয়ে এছাড়া আমি আর কিছুই চিন্তা করি না। আমাকে তার মৃত্যুর খবর জানাবে। আর তার দাফন-কাফনের কাজ দ্রুত সমাধা করবে। কারণ, মুসলিমের লাশ তার পরিবারবর্গের নিকট আটকে রাখা উচিত নয়। (আবূ দাউদ)[৫৫৭]

---

[৫৫৫] সহীহুল বুখারী ১৩১৪, ১৩১৬, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০৯, আহমাদ ১০৯৭৯, ১১১৫৮

[৫৫৬] তিরমিযী ১০৭৮, ইবনু মাজাহ ২৪১৩, আহমাদ ৯৩৭৮, ৯৮০০, দারেমী ২৫৯১

[৫৫৭] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদটি দুর্বল যেমনটি "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে (পৃ ১৩-১৪) এবং "য'ঈফাহ্" গ্রন্থে (৩২৩২) আলোচনা করেছি। এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। হুসাইন ইবনু অহ্অহ্ এর নিচের বর্ণনাকারীদেরকে চেনা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার "উরওয়া ইবনু সা'ঈদ আনসারী এবং তার পিতা সম্পর্কে বলেন ঃ তারা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত)। আর সা'ঈদ ইবনু উসমান বালাবী হচ্ছেন মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) (অর্থাৎ মুতাবা'য়াত পাওয়া যাওয়ার শর্তে)। এ ছাড়াও বালাবী থেকে ঈসা ইবনু ইউনুস ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যও আখ্যা দেননি। [দেখুন "য'ঈফাহ্" (৩২৩২), আবূ দাউদ ৩১৫৯।

١٦٠- بَابُ الْمَوْعِظَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ

পরিচ্ছেদ - ১৬০ : কবরের নিকট উপদেশ প্রদান

١/٩٥٢. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الغَرْقَدِ ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : «اِعْمَلُوا ؛ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ... » وذكر تَمَامَ الحديث . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫২। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা এক জানাযার সাথে বাক্বীউল গারক্বাদ (কবর স্থানে) ছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বসলেন এবং আমরাও তাঁর আশপাশে বসে গেলাম। তাঁর সাথে একটি ছড়ি ছিল, তিনি মাথা নীচু করে তা দিয়ে (চিন্তাগ্রস্তের মত) মাটিতে আঁক কাটতে লাগলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকের জাহান্নামে ও জান্নাতে ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে।" সাহাবীরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের (ভাগ্য) লিপির উপর ভরসা করব না?' তিনি বললেন, "(না, বরং) তোমরা কর্ম করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে কাজ সহজ হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৫৮]

١٦١- بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَالْقُعُوْدِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً لِلدُّعَاءِ لَهُ وَالْاِسْتِغْفَارِ وَالْقِرَاءَةِ

পরিচ্ছেদ - ১৬১ : মৃতের জন্য তাকে দাফন করার পর দুআ এবং তার জন্য দুআ, ইস্তিগফার ও কুরআন পাঠের জন্য তার কবরের নিকট কিছুক্ষণ বসে থাকা প্রসঙ্গে

١/٩٥٣. وَعَنْ أَبِي عَمرٍو - وَقِيلَ : أَبُو عَبدِ اللهِ ، وَقِيلَ : أَبُو لَيلَى - عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فُرِغَ مِن دَفْنِ المَيّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « اِسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ». رواه أَبُو داود

১/৯৫৩। আবূ আম্‌র মতান্তরে আবূ আব্দুল্লাহ বা আবূ লাইলা উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃতকে সমাধিস্থ করার পর তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন, "তোমরা তোমাদের

[৫৫৮] সহীহুল বুখারী ১৩৬২,৪৯৪৫,৪৯৪৬,৪৯৪৭,৪৯৪৮,৪৯৪৯,৬২১৭,৬৬০৫,৭৫৫২,মুসলিম ২৬৪৭, তিরমিযী ২১৩৬,৩৩৪৪, আবূ দাউদ ৪৬৯৪, ইবনু মাজাহ ৭৮, আহমাদ ৯২২,১০৭০,১১১৩,১১৮৫,১৩৫২

ভাইদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য স্থিরতার দুআ কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।" *(আবূ দাঊদ)* [৫৫৯]

٢/٩٥٤. وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ ، قَالَ : إِذَا دَفَنْتُمُونِي ، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ ، وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي. رواه مسلم. وَقَدْ سبق بطوله.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ القُرآنِ ، وَإنْ خَتَمُوا القُرآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَناً.

২/৯৫৪। আম্‌র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'তোমরা যখন আমাকে সমাধিস্থ করবে, তখন আমার কবরের আশ-পাশে তোমরা ততক্ষণ অবস্থান করবে, যতক্ষণ একটা উট যবেহ ক'রে তার মাংস বণ্টন করতে লাগে। যেন আমি তোমাদের পেয়ে নিঃসঙ্গতা বোধ না করি এবং জেনে নিই যে, আমি আমার প্রভুর দূতগণকে কী জবাব দিচ্ছি।' *(মুসলিম)* [৫৬০]

এ বর্ণনাটি পূর্বে ৭১৬ নম্বরে বিস্তারিতভাবে গত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, কবরের নিকট কুরআনের কিছু অংশ পড়া উত্তম। যদি তার নিকট কুরআন খতম করে, তবে তা উত্তম হবে।[৫৬১]

١٦٢- بَابُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৬২ : মৃতের পক্ষ থেকে সাদকাহ এবং তার জন্য দুআ করা

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

অর্থাৎ, যারা তাদের পর আগমন করে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং

---

[৫৫৯] আবূ দাউদ ৩২২১

[৫৬০] মুসলিম ১২১, আহমাদ ১৭৩২৬,১৭৩৫৭

[৫৬১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম শাফেঈ' উক্ত কথা কোথায় বলেছেন জানি না এবং তা তার উদ্ধৃতিতে সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে আমার নিকট বড় ধরনের সন্দেহ রয়েছে। কিভাবে সাব্যস্ত হবে যেখানে তার মাযহাব হচ্ছে এই যে, যদি কেউ কুরআন তিলাওয়াত করে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হাদিয়্যাহ্ দেয় তাহলে তা তাদের নিকট পৌঁছবে না। যেমনটি হাফিয ইবনু কাসীর ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (সূরা আন্নাজ্‌ম ঃ ৩৯) আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ তার "আলইকতিযা" গ্রন্থে ইমাম শাফে'ঈ হতে তা সাব্যস্ত না হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ ইমাম শাফে'ঈ হতে এ মাসআলার ব্যাপারে কোন কথা সাব্যস্ত হয়নি। কারণ তা তার নিকট বিদ'আত ছিল। আর ইমাম মালেক বলেছেন ঃ আমরা কোন একজন হতেও জানিনি যে, সে তা করেছে। এ থেকে জানা যাচ্ছে যে, সহাবা এবং তাবে'ঈগণ তা করতেন না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম আহমাদের মাযহাবও এটিই যে, কবরের নিকট কুরআন পাঠ করা যাবে না। যেমনটি আমি আমার কিতাব "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থের (পৃ ১৯২-১৯৩) মধ্যে সাব্যস্ত করেছি। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ এর সিদ্ধান্তও এটিই যেমনটি আমি আমার কিতাব "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে (পৃ ১৭৫-১৭৬) তাহকীক্ব করেছি।

আম্মার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগের প্রধান ডঃ মাহের ইয়াসীন আলফাহ্ল "রিয়াযিস সালেহীন" গ্রন্থের তাহ্কীক্ব করতে গিয়ে বলেন ঃ এটি ইমাম শাফেঈ'র কথা নয় বরং তার সাথীদের কথা। দেখুন "আলমাজমূ'" (৫/১৮৫)।

ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতৃগণকে ক্ষমা ক'রে দেন।' *(সূরা হাশ্‌র ১০)*

١/٩٥٥. وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'আমার মা হঠাৎ মারা গেছে। আমার ধারণা যে, সে কথা বলার সুযোগ পেলে সাদকাহ করত। সুতরাং আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকাহ করি, তাহলে কি সে নেকী পাবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৬২]

٢/٩٥٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». رواه مسلم

২/৯৫৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি জিনিস নয়; (১) সাদকা জারিয়াহ, (২) যে বিদ্যা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় অথবা (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম)*[৫৬৩]

١٦٣ - بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

পরিচ্ছেদ - ১৬৩ : মৃত ব্যক্তির জন্য মানুষের প্রশংসার মাহাত্ম্য

١/٩٥٧. عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : مَرُّوا بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَجَبَتْ » ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « وَجَبَتْ » ، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ ﷺ : مَا وَجَبَت ؟ فَقَالَ : « هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً ، فَوَجبتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرضِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" উমার বিন খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'কী অবধারিত হয়ে গেল?' তিনি বললেন, "তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৬৪]

---

[৫৬২] সহীহুল বুখারী ১৩৮৮,২৭৬০, মুসলিম ১০০৪ নাসায়ী ৩৬৪৯, আবূ দাউদ ২৮৮১, ইবনু মাজাহ ২৭১৭, আহমাদ ২৩৭৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৯০

[৫৬৩] মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০,৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯

[৫৬৪] সহীহুল বুখারী ১৩৬৭,২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, ইবনু মাজাহ ১৪৯১, আহমাদ ১২৪২৬, ১২৫২৬, ১২৬২৭, ২৭৯১, ১৩১৬০

٩٥٨/٢. وَعَنْ أَبِي الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَدِمْتُ المَدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ** » فَقُلْنَا : وَثَلاثَةٌ ؟ قَالَ : « **وَثَلاثَةٌ** » فَقُلنَا : وَاثْنَانِ ؟ قَالَ : « **وَاثْنَانِ** » ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الوَاحِدِ . رواه البخاري

২/৯৫৮। আবূল আসওয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তার প্রশংসা করা হল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল।' অতঃপর আর একটা জানাযা পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা পার হলে তার নিন্দা করা হলে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, 'কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু'মিনীন!' তিনি বললেন, 'আমি বললাম, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "যে মুসলমানের নেক হওয়ার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, 'আর তিনজন?' তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" আমরা বললাম, 'আর দু'জন?' তিনি বললেন, "দু'জন হলেও।" অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। *(বুখারী)* [৫৬৫]

١٦٤- بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ

পরিচ্ছেদ - ১৬৪ : যার নাবালক সন্তান-সন্ততি মারা যাবে তার ফযীলত

٩٥٩/١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৫৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কোন মুসলমানের তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে, তাকে আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্কতে জান্নাত দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৬৬]

٩٦٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ**

---

[৫৬৫] সহীহুল বুখারী ১৩৬৮,২৬৪৩, তিরমিযী ১০৫৯, নাসায়ী ১৯৩৪, আহমাদ ১৪০,২০৪,৩২০,৩৯১

[৫৬৬] সহীহুল বুখারী ১২৪৮, ১৩৮১, নাসায়ী ১৮৭৩, ইবনু মাজাহ ১৬০৫, আহমাদ ১২১২৬

الوَلَدِ لاَ تَمسُّهُ النَّارُ إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৬০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কোন মুসলমানের তিনটি (নাবালক) সন্তান মারা যাবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। কিন্তু (আল্লাহ) তাঁর কসম পূরা করার জন্য (তাদেরকে জাহান্নামের উপর পার করাবেন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৬৭]

আল্লাহর কসম পুরা করার ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ [سورة مريم : ٧١]

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই তাতে প্রবেশ করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। *(সূরা মারয়্যাম ৭১ আয়াত)*

আর মু'মিনদের প্রত্যেকের জাহান্নামে প্রবেশ করার অর্থ জাহান্নামের উপর স্থাপিত পুলসিরাত পার হওয়া। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। (আমীন।)

٣/٩٦١. وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، قَالَ : جَاءَتِ امْرأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَاجْعَلْ لَنا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ ، قَالَ : «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا » فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ النَّبيُّ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ إلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ ». فقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَاثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَاثْنَيْنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/৯৬১। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু) বলেন এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কেবলমাত্র পুরুষেরাই আপনার হাদীস শোনার সৌভাগ্য লাভ করছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যও একটি দিন নির্ধারিত করুন। আমরা সে দিন আপনার নিকট আসব, আপনি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "তোমরা অমুক অমুক দিন একত্রিত হও।" অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এসে সে শিক্ষা দিলেন, যা আল্লাহ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কোন মহিলার **তিনটি সন্তান মারা যাবে, তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড় হয়ে যাবে।**" এক মহিলা বলল, 'আর দু'টি সন্তান মারা গেলে?' তিনি বললেন, "দু'টি মারা গেলেও (তাই হবে)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৬৮]

---

[৫৬৭] সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ ১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯

[৫৬৮] সহীহুল বুখারী ১০২, ১২৫১, ১২৫০, ৬৬৫৬, ৭৩১০, মুসলিম ২৬৩৪, নাসায়ী ১৮৭৬, ইবনু মাজাহ ১৬০৩, আহমাদ ১০৭২২, ১০৯০৩, ১১২৮৯

١٦٥- بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ عِنْدَ الْمُرُوْرِ بِقُبُوْرِ الظَّالِمِيْنَ وَمَصَارِعِهِمْ وَإِظْهَارِ الْاِفْتِقَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ১৬৫ : অত্যাচারীদের সমাধি এবং তাদের ধ্বংস-স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান্না করা, ভীত হওয়া, আল্লাহর দিকে মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং এ থেকে গাফেল না থাকা প্রসঙ্গে

١/٩٦٢. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَصْحَابِهِ - يَعْنِي لَمَّا وَصَلُوا الحِجْرَ - دِيَارَ ثَمُودَ - : « لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ المُعَذَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

وفي روايةٍ قَالَ : لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالحِجْرِ ، قَالَ : « لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ». ثُمَّ قَنَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأسَهُ وأسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجَازَ الوَادِي .

১/৯৬২। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামূদ জাতির বাসস্থান হিজ্‌র (নামক) স্থানে পৌঁছে নিজ সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা এ সকল শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থানে প্রবেশ করলে কাঁদতে কাঁদতে (প্রবেশ) কর। যদি না কাঁদ, তাহলে তাদের স্থানে প্রবেশ করো না। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও শাস্তি না পৌঁছে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৬৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজ্‌র অতিক্রম করার সময় বললেন, "তোমরা সেই লোকদের বাসস্থানে প্রবেশ করো না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। যেন তাদের মত তোমাদের উপরেও আযাব না পৌঁছে। কিন্তু কান্নারত অবস্থায় প্রবেশ করতে পার।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ মাথা ঢেকে নিলেন এবং দ্রুত গতিতে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন।

---

[৫৬৯] সহীহুল বুখারী ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৪৪১৯, ৪৪২০, ৪৭০২, মুসলিম ২৯৮০, আহমাদ ৫২০৩, ৫৩২০, ৫৩৮১, ৬১৭৬

Contents

كِتَابُ آدَابِ السَّفَرِ

অধ্যায় (৭) : সফরের আদব-কায়দা

١٦٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْخُرُوْجِ يَوْمَ الْخَمِيْسِ أَوَّلَ النَّهَارِ

পরিচ্ছেদ - ১৬৬ : বৃহস্পতিবার সকালে সফরে বের হওয়া উত্তম

١/٩٦٤. عَنْ كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيسِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَميسِ . متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية في الصحيحين: لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إلاَّ فِي يَوْمِ الخَمِيسِ.

১/৯৬৩। কা'ব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবুক অভিযানে বৃহস্পতিবার বের হলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার (সফরে) বের হওয়া পছন্দ করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)* [৫৭০]

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃহস্পতিবার ছাড়া অন্য দিনে কমই সফরে বের হতেন।

(প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়ার কথা মুসলিম শরীফে নেই।)

٢/٩٦٤. وَعَنْ صَخرِ بنِ وَدَاعَةَ الغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشاً بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِراً ، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أَوَّلَ النَّهَار ، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن»

২/৯৬৪। স্বাখ্‌র ইবনে অদাআহ গামেদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের জন্য তাদের সকালে বরকত দাও।" আর তিনি যখন সেনার ছোট বাহিনী অথবা বড় বাহিনী পাঠাতেন, তখন তাদেরকে সকালে রওয়ানা করতেন। স্বাখ্‌র ব্যবসায়ী ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসার পণ্য সকালেই প্রেরণ করতেন। ফলে তিনি (এর বর্কতে) ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর মাল প্রচুর হয়েছিল। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)* [৫৭১]

---

[৫৭০] সহীহুল বুখারী ২৯৪৯, ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪, ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, ১৫৩৫৪

[৫৭১] ইবনু মাজাহ ২২৩৬, আবূ দাউদ ২৬০৬, আহমাদ ১৫০১২, ১৫০১৭, ১৫১২৯, ১৫১৩০, দারেমী ২৪৩৫

١٦٧- بَابُ اِسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرُّفْقَةِ وَتَأْمِيْرِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاحِدًا يُطِيْعُوْنَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৬৭ : সফরের জন্য সাথী খোঁজ করা এবং কোন একজনকে আমীর (দলপতি) নিযুক্ত করে তার আনুগত্য করা শ্রেয়

١/٩٦٥. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوحدَةِ مَا أعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ!** ». رواه البخاري

১/৯৬৫। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি লোকেরা জানত যে, একাকী সফরে কী ক্ষতি রয়েছে; যা আমি জানি, তাহলে কোন সওয়ার একাকী সফর করত না।" *(বুখারী)* [৫৭২]

٢/٩٦٦. وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ** ». رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ ، وَقَالَ الترمذي : « حديث حسن »

২/৯৬৬। আম্র ইবনে শুআইব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একজন (সফরকারী) আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর তিনজন আরোহী একটি কাফেলা।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ বিশুদ্ধসূত্রে)* [৫৭৩]

٣/٩٦٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أحَدَهُمْ** ». حديث حسن ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن

৩/৯৬৭। আবূ সাঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তিন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।" *(আবূ দাঊদ হাসান সূত্রে)* [৫৭৪]

٤/٩٦٨. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « **خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِئَةٍ ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلةٍ** ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن »

৪/৯৬৮। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সর্বোত্তম সঙ্গী হল চারজন, সর্বোত্তম ছোট সেনাবাহিনী হল চারশ' জন, সর্বোত্তম বড় সেনাবাহিনী হল চার হাজার জন। আর বারো হাজার সৈন্য স্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হবে না।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)* [৫৭৫]

---

[৫৭২] সহীহুল বুখারী ২৯৯৮, তিরমিযী ১৬৭৩, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৮, আহমাদ ৪৭৩৭, ৫২৩০, ৫৫৫৬, ৫৬১৮, দারেমী ২৬৭৯

[৫৭৩] আবূ দাউদ ২৬০৭, তিরমিযী ১৬৭৪, আহমাদ ৬৭০৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩১

[৫৭৪] আবূ দাউদ ২৬০৮

[৫৭৫] আবূ দাউদ ২৬১১, তিরমিযী ১৫৫৫, দারেমী ২৪৩৮

١٦٨- بَابُ آدَابِ السَّيْرِ وَالنُّزُوْلِ وَالْمَبِيْتِ فِي السَّفَرِ وَالنَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَاسْتِحْبَابِ السُّرٰى وَالرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ وَمُرَاعَاةِ مَصْلَحَتِهَا وَأَمْرِ مَنْ قَصَّرَ فِيْ حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا وَجَوَازِ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ تُطِيْقُ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ১৬৮ : সফরে চলা, বিশ্রাম নিতে অবতরণ করা, রাত কাটানো এবং সফরে ঘুমানোর আদব-কায়দা। রাতে পথচলা মুস্তাহাব, সওয়ারী পশুদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা এবং তাদের বিশ্রামের খেয়াল রাখা। যে তাদের অধিকারের ব্যাপারে ত্রুটি করে তাকে তাদের অধিকার আদায়ের নির্দেশ দেওয়া। সওয়ারী সমর্থ হলে আরোহীর নিজের পিছনে অন্য কাউকে বসানো বৈধ।

١/٩٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ ، فَأَعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الجَدْبِ ، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ ؛ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ ، وَمَأْوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ ». رواه مسلم

১/৯৬৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমরা সবুজ-শ্যামল ঘাসে ভরা যমীনে সফর করবে, তখন উটকে তার যমীনের অংশ দাও (অর্থাৎ, কিছুক্ষণ চরতে দাও)। আর যখন তোমরা ঘাস-পানিবিহীন যমীনে সফর করবে, তখন তার উপর চড়ে দ্রুত চলো এবং তার শক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাও। আর যখন তোমরা রাতে বিশ্রামের জন্য কোন স্থানে অবতরণ করবে, তখন আম রাস্তা থেকে দূরে থাকো। কারণ, তা রাতে (হিংস্র) জন্তুদের রাস্তা এবং (বিষাক্ত) পোকামাকড়ের আশ্রয় স্থল।" *(মুসলিম)* [৫৭৬]

٢/٩٧٠. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ . رواه مسلم

২/৯৭০। আবূ ক্বাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফরে থাকতেন এবং রাতে বিশ্রামের জন্য কোথাও অবতরণ করতেন, তখন তিনি ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন। আর তিনি ফজরের কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্রাম নিলে তার হাতটা খাড়া করে হাতের চেটোর উপর মাথা রেখে আরাম করতেন।' *(মুসলিম)*[৫৭৭]

উলামাগণ বলেন, 'তিনি হাত খাড়া রেখে আরাম করতেন, যাতে গভীর নিদ্রা এসে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত অথবা প্রথম ওয়াক্ত ছুটে না যায়।'

٣/٩٧١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ ، فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن

---

[৫৭৬] মুসলিম ১৯২৬, তিরমিযী ২৮৫৮, আবূ দাউদ ২৫৬৯, আহমাদ ৮২৩৭, ৮৭০০

[৫৭৭] মুসলিম ৬৮৩, আহমাদ ২২০৪০, ২২১২৫

৩/৯৭১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা রাতে সফর কর। কেননা, রাতে যমীনকে গুটিয়ে দেওয়া হয়।" *(আবূ দাঊদ, হাসান সূত্রে)* [৫৭৮] (অর্থাৎ, রাস্তা কম মনে হয়।)

٤/٩٧٢. وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!** » فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৪/৯৭২। আবূ সা'লাবা খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকেরা যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ।" এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন। *(আবূ দাঊদ)* [৫৭৯]

٥/٩٧٣. وَعَنْ سَهلِ بنِ عَمرٍو – وَقِيلَ : سَهلِ بنِ الرَّبيعِ بنِ عَمرٍو الأَنصَارِي المَعرُوفِ بِابنِ الحَنظَلِيَّةِ ، وَهُوَ مِن أَهلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَقَالَ : « **اِتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً** ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৫/৯৭৩। সাহ্ল ইবনে আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মতান্তরে সাহ্ল ইবনে রাবী ইবনে আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনসারী -- যিনি ইবনুল হানযালিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ এবং ইনি বায়আতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন---তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটা উটের পাশ দিয়ে গেলেন, যার পিঠটা (দুর্বলতার কারণে) পেটের সাথে লেগে গিয়েছিল। (তা দেখে) তিনি বললেন, "তোমরা এ সব অবোলা জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং তোমরা তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় আরোহণ কর এবং তাদের সুস্থ থাকা অবস্থায় মাংস খাও।" *(আবু দাঊদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৫৮০]

٦/٩٧٤. وَعَنْ أَبِي جَعفَرٍ عَبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، وَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحداً مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ . يَعنِي : حَائِطَ نَخْلٍ . رواه مسلم هكَذَا مُختصراً .

وزادَ فِيهِ البَرْقَانِي بِإِسنَادِ مُسلِمٍ – بَعدَ قَوْلِهِ : حَائِشُ نَخْلٍ – فَدَخَلَ حَائِطاً لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلٌ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ جَرْجَرَ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَمَسَحَ سَرَاتَهُ – أيْ : سِنَامَهُ – وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ ، فَقَالَ : « **مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ ؟** » فَجَاءَ فَتَىً مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : هَذَا لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « **أَفَلاَ تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّاهَا ؟ فَإنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ** ». رواه أَبُو داود كرواية البرقاني .

---

[৫৭৮] আবূ দাউদ ২৫৭১

[৫৭৯] আবূ দাউদ ২৬২৮, আহমাদ ২৭২৮২

[৫৮০] আবূ দাউদ ২৫৮৩, ২৫৮৪, তিরমিযী ১৬৯১, নাসায়ী ৫৩৭৪, দারেমী ২৪৫৭

৬/৯৭৪। আবূ জা'ফর আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে সওয়ারীর উপর তাঁর পিছনে বসালেন এবং আমাকে তিনি একটি গোপন কথা বললেন, যা আমি কাউকে বলব না। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঁচু জায়গা (দেওয়াল, ঢিবি ইত্যাদি) অথবা খেজুরের বাগানের আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগ করা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন।' *(ইমাম মুসলিম এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন)*

বারক্বানী এতে মুসলিমের সূত্রে বর্ধিত আকারে 'খেজুরের বাগান' শব্দের পর বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ ক'রে সেখানে একটা উট দেখতে পেলেন। উটটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কাছে এসে তার কুঁজে এবং কানের পিছনের অংশে হাত ফিরালেন, ফলে সে শান্ত হল। তারপর তিনি বললেন, "এই উটের মালিক কে? এই উটটা কার?" অতঃপর আনসারদের এক যুবক এসে বলল, 'এটা আমার হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি এই পশুটার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? কারণ, সে আমার নিকট অভিযোগ করছে যে, তুমি তাকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত ক'রে ফেলো!" *(আবূ দাঊদ)*[৫৮১]

٩٧٥/٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً ، لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَالَ . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم

৭/৯৭৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমরা যখন (সফরে) কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতাম, তখন সওয়ারীর পালান নামাবার পূর্বে নফল নামায পড়তাম না।' *(আবূ দাঊদ, মুসলিমের শর্তে)* [৫৮২]

অর্থাৎ, আমরা নামাযের প্রতি আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও সওয়ারীর পিঠ থেকে পালান নামিয়ে তাকে আরাম না দেওয়ার আগে নামায পড়তে শুরু করতাম না।

١٦٩- بَابُ إِعَانَةِ الرَّفِيْقِ

পরিচ্ছেদ - ১৬৯ : সফরের সঙ্গীকে সাহায্য করা প্রসঙ্গে

অপরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনেক হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করেন; যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।' 'প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকাহ স্বরূপ।' ইত্যাদি।

٩٧٦/١. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : **« مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ »** ، فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ مَا ذَكَرَهُ ، حَتَّى رَأَيْنَا ، أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ . رواه مسلم

[৫৮১] মুসলিম ৩৪২, ২৪২৯, আবূ দাউদ ২৫৪৯, ইবনু মাজাহ ২৪০, আহমাদ ১৭৪৭, দারেমী ৬৬৩, ৭৫৫
[৫৮২] আবূ দাউদ ২৫৫১

১/৯৭৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি তার সওয়ারীর উপর চড়ে এল। অতঃপর তার দৃষ্টি ডানে ও বামে ফেরাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "যার বাড়তি সওয়ারী আছে, সে যেন তা তাকে দেয় যার সওয়ারী নেই এবং যার অতিরিক্ত সফরের সম্বল রয়েছে, সে যেন সম্বলহীন ব্যক্তিকে দেয়।" অতঃপর তিনি আরো কয়েক প্রকার মালের কথা বললেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা করলাম যে, বাড়তি মালে আমাদের কারোর কোন অধিকারই নেই। *(মুসলিম)* [৫৮৩]

٩٧٧/٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ ، فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ ، وَلاَ عَشِيرَةٌ ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلاَثَةَ ، فَمَا لأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ » يَعْنِي أَحَدِهِمْ ، قَالَ : فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً مَا لِي إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلِي . رواه أَبُو داود

২/৯৭৭। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে মুহাজির ও আনসারের দল! তোমাদের ভাইদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের কোন মাল নেই, স্বগোত্রীয় লোকও নেই। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন দুই অথবা তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে নেয়। কারণ, আমাদের কারো এমন কোন সওয়ারী নেই, যা তাদের সাথে পালাক্রমে ছাড়া তাকে বহন করতে পারে।" জাবের (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি দু'জন অথবা তিনজনকে সাথে নিলাম। অন্যান্যদের মত আমার উটেও তাদের সাথে পালাক্রমে চড়তাম। *(আবূ দাঊদ)* [৫৮৪]

٩٧٨/٣. وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي المَسِيرِ ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ ، وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُ . رواه أَبُو داود بإسناد حسن

৩/৯৭৮। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরে (সকলের) পিছনে চলতেন। তিনি দুর্বলকে চলতে সাহায্য করতেন এবং তাকে পিছনে বসিয়ে নিতেন ও তার জন্য দুআ করতেন। *(আবূ দাঊদ হাসান সূত্রে)* [৫৮৫]

١٧٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ لِلسَّفَرِ .

পরিচ্ছেদ - ১৭০ : কোন সওয়ারী বা যানবাহনে চড়ার সময় দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾

[৫৮৩] আবূ দাউদ ১৬৬৩, আহমাদ ১০৯০০
[৫৮৪] আহমাদ ১৪৪৪৯, আবূ দাউদ ২৫৩৪
[৫৮৫] আবূ দাউদ ২৬৩৯

অর্থাৎ, যিনি সব কিছুর যুগলসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের যানবাহনে পরিণত করেছেন। যাতে তোমরা ওদের পিঠে স্থিরভাবে বসে তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ করতে পার, পবিত্র মহান তিনিই যিনি একে আমাদের বশীভূত ক'রে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। *(সূরা যুখরুফ ১২-১৪ আয়াত)*

١/٩٧٩. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثاً ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ وَالتَّقوَى ، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى ، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا ، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ . اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ . اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فِي المَالِ وَالأَهْلِ وَالوَلَدِ » وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ : « آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ». رواه مسلم

১/৯৭৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সফরে বেরিয়ে উটের পিঠে স্থির হয়ে বসতেন, তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়ে এই দুআ পড়তেন,

'সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা অত্তাক্বওয়া, অমিনাল আমালি মা তারযা। আল্লাহুম্মা হাওবিন আলাইনা সাফারানা হা-যা অত্বিব আন্না বু'দাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সা-হিবু ফিস সাফারি অলখালীফাতু ফিল আহল। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন অ'সাইস সাফার অকাআবাতিল মানযার, অসূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি অল আহ্লি অল অলাদ।'

অর্থাৎ, পবিত্র ও মহান যিনি একে আমাদের বশীভূত ক'রে দিয়েছেন যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। ওগো আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি আমাদের এই যাত্রায় পুণ্যকর্ম, সংযমশীলতা এবং তোমার সন্তোষজনক কার্যকলাপ। হে আল্লাহ! আমাদের এ যাত্রাকে আমাদের জন্য সহজ ক'রে দাও। আমাদের থেকে ওর দূরত্ব গুটিয়ে নাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের সঙ্গী। আর পরিবার পরিজনের জন্য (আমাদের) প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে, ভয়ংকর দৃশ্য থেকে এবং বাড়ি ফিরে ধন-সম্পদ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আর বাড়ি ফিরার সময় উক্ত দুআর সাথে এগুলিও পড়তেন, 'আ-ইবূনা, তা-ইবূনা আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন।' *(মুসলিম)* [৫৮৬]

٢/٩٨٠. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَرجِسَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ ، وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِ ، وَدَعْوَةِ المَظْلُومِ ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالمَالِ . رواه مسلم

[৫৮৬] মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আবূ দাউদ ২৫৯৯, আহমাদ ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩

২/৯৮০। আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফর করতেন, তখন তিনি সফরের কষ্ট থেকে, দুশ্চিন্তাজনক পরিস্থিতি থেকে বা অপ্রীতিকর প্রত্যাবর্তন, পূর্ণতার পর হ্রাস থেকে, অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে, মাল-ধন ও পরিবারের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর দৃশ্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুসলিম)* [৫৮৭]

الحَور بعد الكون এ ভাবেই সহীহ মুসলিমে আছে (الكون এ নূন দিয়ে)। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈও ঐভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন, الكور (এ নূনের পরিবর্তে) 'রা' বর্ণ সহকারে বর্ণনা করা হয়। আর উভয় বর্ণনাই সঠিক।

উলামাগণ এ দুয়েরই অর্থ বলেছেন যে, ভালো হওয়ার পর খারাপ হওয়া কিম্বা বেশি হওয়ার পর কম হওয়া। তাঁরা বলেন, كور শব্দটি تكرير العمامة (অর্থাৎ পাগড়ী পেঁচানো) থেকে গৃহীত। অর্থাৎ, মাথায় পাগড়ী জড়ানো বা গুটানো। আর كون শব্দটি كان يكون كوناً থেকে গৃহীত। তার মানে হচ্ছে অস্তিত্বে আসা, স্থির হওয়া।

٩٨١/٣. وَعَنْ عَلِيِّ بنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : شَهِدتُّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ ﷺ ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا ، قَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : اَلحَمْدُ للهِ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : اَللهُ أَكْبَرُ ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : « **إنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي** ». رواه أَبُو داود والترمذي، وَقَالَ: «حديث حسن»، وفي بعض النسخ: «حسن صحيح». وهذا لفظ أَبي داود

৩/৯৮১। আলী ইবনে রাবীআহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট হাজির ছিলাম। যখন তাঁর নিকট আরোহন করার উদ্দেশ্যে বাহন আনা হল এবং যখন তিনি বাহনের পাদানে স্বীয় পা রাখলেন তখন 'বিসমিল্লাহ' বললেন। অতঃপর যখন তার পিঠে স্থির হয়ে সোজাভাবে বসলেন তখন বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী সাখ্খারা লানা হা-যা অমা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন। অইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।' অতঃপর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়লেন। অতঃপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পড়লেন। অতঃপর পড়লেন, 'সুবহানাকা ইন্নী যালামতু নাফ্সী ফাগফিরলী, ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্ত্।' অতঃপর তিনি হাসলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন?' তিনি বললেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখলাম, তিনি তাই করলেন, যা আমি করলাম। অতঃপর তিনি হাসলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর

---

[৫৮৭] মুসলিম ১৩৪৩, তিরমিযী ৩৪৩৯, নাসায়ী ৫৪৯৮, ৫৪৯৯, ৫৫০০, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৮, আহমাদ ২০২৪৭, ২০২৫৭, দারেমী ২৬৭২

রসূল! আপনি হাসলেন কেন?’ তিনি বললেন, “তোমার মহান প্রতিপালক তাঁর সেই বান্দার প্রতি আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে, ‘ইগফিরলী যুনূবী’ (অর্থাৎ, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দাও।) সে জানে যে, আমি (আল্লাহ) ছাড়া পাপরাশি আর কেউ মাফ করতে পারে না।” *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান, কোন কোন কপিতে আছে, ‘হাসান সহীহ’। আর এ শব্দমালা আবূ দাঊদের।)* [৫৮৮]

١٧١- بَابُ تَكْبِيْرِ الْمُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا وَشِبْهَهَا وَتَسْبِيْحِهِ إِذَا هَبَطَ الْأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُبَالَغَةِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيْرِ وَنَحْوِهِ

পরিচ্ছেদ - ১৭১ : উঁচু জায়গায় চড়ার সময় মুসাফির ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে এবং নীচু জায়গায় নামবার সময় ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে। ‘তক্‌বীর’ ইত্যাদি বলার সময় অত্যন্ত উচ্চঃস্বরে বলা নিষেধ

١/٩٨٢. عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري

১/৯৮২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (সফরে) যখন উঁচু জায়গায় চড়তাম তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলতাম এবং নীচু জায়গায় নামতাম, তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম। *(বুখারী)* [৫৮৯]

٢/٩٨٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوا الثَّنَايَا كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا . رواه أبُو داود بإسناد صحيح

২/৯৮৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সেনা বাহিনী যখন উঁচু জায়গায় চড়তেন তখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন। আর যখন নিচু জায়গায় নামতেন তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতেন। *(আবূ দাঊদ, বিশুদ্ধ সানাদে)*[৫৯০]

٣/٩٨٤. وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاثاً، ثُمَّ قَالَ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِبُونَ ، تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ ، سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

وفي رواية لمسلم : إِذَا قَفَلَ مِنَ الجيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَو الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ .

---

[৫৮৮] আবূ দাউদ ২৬০২, তিরমিযী ৩৪৪৬

[৫৮৯] সহীহুল বুখারী ২৯৯৩, ২৯৯৪, আহমাদ ১৪১৫৮, দারেমী ২১৬৫, ২১৬৬, ২৬৭৪

[৫৯০] আবূ দাউদ ২৫৯৯, মুসলিম ১৩৪২, তিরমিযী ৩৪৪৭, আহমাদ ৬২৭৫, ৬৩৩৮, দারেমী ২৬৭৩

৩/৯৮৪। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) যখন হজ্জ কিম্বা উমরাহ সেরে ফিরে আসতেন, যখনই কোন পাহাড়ী উঁচু জায়গায় অথবা টিবিতে চড়তেন তখনই তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুল্‌কু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আ-ইয়বূনা তা-ইবূনা সা-জিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন। সাদাক্বাল্লাহু ওয়া'দাহ, অনাসারা আব্দাহু, অহাযামাল আহযাবা অহদাহ।'

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সার্বভৌম অধিকার, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য, আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতগুযার, সাজদাহকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাহকে মদদ করেছেন এবং একাই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৯১]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি বড় অথবা ছোট অভিযান অথবা হজ্জ বা উমরাহ থেকে ফিরতেন---।

٩٨٥/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ ». فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ ، قَالَ : « اَللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ ». رواه الترمذي ، وَقَالَ : « حديث حسن »

৪/৯৮৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি ইচ্ছা করেছি, সফরে যাব, আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহ-ভীতি অবলম্বন করো এবং প্রত্যেক উঁচু স্থানে নিয়মিত 'আল্লাহু আকবার' পড়ো।" যখন লোকটা পিছন ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি (তার জন্য দুআ ক'রে) বললেন, "আল্লাহুম্মাত্বিব লাহুল বু'দা অহাওবিন আলাইহিস সাফার।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওর পথের দূরত্ব গুটিয়ে দিয়ো এবং ওর জন্য সফর আসান ক'রে দিয়ো। *(তিরমিযী হাসান)*[৫৯২]

٩٨٦/٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا وَارتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/৯৮৬। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (একদা) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী (সাঃ) তখন বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও

---

[৫৯১] সহীহুল বুখারী ১৭৯৭, ২৯৯৫, ৩০৮৪, ৪১১৬, ৬৩৮৫, মুসলিম ১৩৪৪, তিরমিযী ৯৫০, আবূ দাউদ ২৭৭০, আহমাদ ৪৪৮২, ৪৫৫৫, ৪৬২২, ৪৭০৩, ৪৯৪০, ৫২৭৩, ৫৭৯৬, ৬২৭৫, ৬৩৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ৯৬০, দারেমী ২৬৮২

[৫৯২] তিরমিযী ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭১

অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৯৩]

* (মহান আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি প্রভৃতি সর্বত্র আছে। সুতরাং তাঁকে শোনাবার জন্য এত উচ্চস্বরে তকবীর ইত্যাদি পড়া নিষ্প্রয়োজন।)

١٧٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ - ১৭২ : সফরে দুআ করা মুস্তাহাব

٩٨٧/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَات لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ المَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقَالَ : «حديث حسن » . وليس في رواية أَبي داود : « عَلَى وَلَدِهِ » .

১/৯৮৭। আবূ আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তিন জনের দুআ সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হয় ঃ (১) নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ, (২) **মুসাফিরের দুআ** এবং (৩) ছেলের জন্য মাতা-পিতার বদ্দুআ।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*[৫৯৪]

আবূ দাউদের বর্ণনায় "ছেলের জন্য" শব্দগুলি নেই। (অর্থাৎ, তাতে আছে, "পিতা-মাতার দুআ।")

١٧٣- بَابُ مَا يَدْعُوْ بِهِ إِذَا خَافَ نَاسًا أَوْ غَيْرَهُمْ

পরিচ্ছেদ - ১৭৩ : মানুষ বা অন্য কিছু থেকে ভয় পেলে কী দুআ পড়বে?

٩٨٨/١. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ». رواه أَبُو داود والنسائي بإسنادٍ صحيحٍ

১/৯৮৮। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোন শত্রুদলকে ভয় করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[৫৯৫]

---

[৫৯৩] সহীহুল বুখারী ২৯৯২, ৬৩৮৪, ৪২০৫, ৬৪০৯, ৬৬১০, ৭৩৮৬, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, ৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, ১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬

[৫৯৪] আবূ দাউদ ১৫৩৬, তিরমিযী ১৯০৫, ৩৪৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬২, আহমাদ ৭৪৫৮, ৮৩৭৫, ৯৮৪০, ১০৩৩০, ১০৩৯২

[৫৯৫] আবূ দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০

١٧٤- بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا

পরিচ্ছেদ - ১৭৪ : কোন মঞ্জিলে (বিশ্রাম নিতে) অবতরণ করলে সেখানে কী দুআ পড়বে?

٩٨٩/١. عَنْ خَولَةَ بِنتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». رواه مسلم

১/৯৮৯। খাওলা বিন্তে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই দুআ পড়বে, 'আঊযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' (অর্থাৎ, আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *(মুসলিম)* [৫৯৬]

٩٩٠/٢.وعن ابن عمرو رَضي اللهُ عنهمَا قال : كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا سَافَرَ فَأَقبَلَ اللَّيلُ قال : « يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وشَرِّ ما فِيكِ، وشر ماخُلقَ فيكِ ، وشَرِّ ما يدِبُّ عليكِ ، وأَعوذ باللهِ مِنْ شَرِّ أَسدٍ وَأَسْودٍ ، ومِنَ الحيَّةِ والعقربِ ، وَمِنْ سَاكِنِ البلَدِ، ومِنْ والِدٍ وما وَلَد » رواه أبو داود.

২/৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু 'আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফর করতেন এবং সফরে রাত্রি হয়ে যেতো, তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়া আরযু রাব্বী ও রাব্বুকিল্লাহ, আ'উযু বিল্লাহি মিন শাররিকি ওয়া শাররি মা ফীকি ওয়া শাররি মা খুলিক্বা ফীকি ওয়া শাররি মা ইয়াদিব্বু আলাইকি, আ'উযু বিল্লাহি মিন শাররি আসাদিন ওয়া আসওয়াদিন ওয়া মিনাল হাইয়্যাতি ওয়াল আক্বরাবি ওয়া মিন সাকিনিল বালাদি ওয়া মিন ওয়ালিদিও ওয়ামা ওয়ালাদ (হে মাটি! তোমার ও আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমার অনিষ্ট থেকে, তোমার ভিতরে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার ভিতরে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যা কিছু তোমার উপরে বিচরণ করে তার অনিষ্ট থেকে। আর আমি আল্লাহর নিকট বাঘ ও কাল সাপ হতে এবং সর্ব প্রকারের সাপ, বিচ্ছু হতে আর শহরবাসীদের অনিষ্টকারিতা হতে এবং জন্মদানকারী ও জন্মলাভকারীর অনিষ্টকারিতা হতে আশ্রয় চাই)। *(আবূ দাঊদ)* [৫৯৭]

---

[৫৯৬] মুসলিম ২৭০৮, তিরমিযী ৩৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ২৬৫৭৯, ২৬৫৮৪, ২৬৭৬৫, দারেমী ২৬৮০

[৫৯৭] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যদিও হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন আর আসকালানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "য'ঈফাহ্" (৪৮৩৭)। এর সনদটি দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে যুবায়ের ইবনুল ওয়ালীদ। কারণ তিনি মাজহূল (অপরিচিত)। হাফিয যাহাবীও "আলমীযান" গ্রন্থে তার মাজহূল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবূ দাউদ ২৬০৩ হাদীসটি এককভাবে শুধু আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে।

١٧٥- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَعْجِيْلِ الْمُسَافِرِ الرُّجُوْعَ إِلَى أَهْلِهِ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৭৫ : প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে সফর থেকে অতি শীঘ্র বাড়ি ফিরা মুস্তাহাব

١/٩٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "সফর আযাবের অংশ বিশেষ। সফর তোমাদেরকে পানাহার ও নিদ্রা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং যখন তোমাদের কারোর সফরের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে, তখন সে যেন বাড়ি ফিরার জন্য তাড়াতাড়ি করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৯৮]

١٧٦- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقُدُوْمِ عَلَى أَهْلِهِ نَهَارًا وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

পরিচ্ছেদ - ১৭৬ : সফর শেষে বাড়িতে দিনের বেলায় আসা উত্তম এবং অপ্রয়োজনে রাতের বেলায় ফিরা অনুত্তম

١/٩٩٢. عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلاً »

وفي روايةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯২। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (ﷺ) বলেন, "যখন তোমাদের কারোর বিদেশের অবস্থান দীর্ঘ হবে, তখন সে যেন অবশ্যই রাত্রিকালে নিজ গৃহে না ফিরে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৯৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন যে, (মুসাফির) পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে রাতের বেলায় প্রবেশ না করে।

(কেননা তাতে অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারে। যেমন, স্ত্রীকে অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় দেখে দাম্পত্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে অথবা স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকতে পারে ইত্যাদি। তবে

---

[৫৯৮] সহীহুল বুখারী ১৮০৪, ৩০০১, ৫৪২৯, মুসলিম ১৯২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮২, আহমাদ ৭১৮৪, ৯৪৪৭, ১০০৬৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৫, দারেমী ২৬৭০

[৫৯৯] সহীহুল বুখারী ১৮০১, ৪৪৩, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৮৫, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, ২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৮৯, ৩০৯০, ৪০৫২, ৫০৭৯, ৫০৮০, ৫২৪৩, ৫২৪৪, ৫২৪৫, ৫২৪৬, ৫২৪৭, ৫৩৬৭, ৬৩৮৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, নাসায়ী ৪৫৯০, ৪৫৯১, আবূ দাউদ ৪৩৪৭, ৩৫০৫, ৩৭৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১০, ১৩৭৬৪, ১৩৮১৪, ১৩৮২২, ১৩৮৯৪, দারেমী ২২১৬

পূর্বেই যদি আগমন বার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রাতের বেলায় বাড়ি গেলে কোন ক্ষতি নেই।)

٢/٩٩٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً .متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৯৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর শেষে রাত্রিকালে স্বীয় বাড়ি ফিরতেন না। তিনি সকালে কিম্বা বিকালে বাড়ি আগমন করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৬০০]

١٧٧- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ إِذَا رَجَعَ وَإِذَا رَأى بَلْدَتَهُ

পরিচ্ছেদ - ১৭৭ : সফর থেকে বাড়ি ফিরার সময় এবং নিজ গ্রাম বা শহর দেখার সময় দুআ

এ বিষয়ে বিগত (৯৮৩নং) ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

١/٩٩٤. وَعَنْ أنس ﷺ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : « آيِبُونَ ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ . رواه مسلم

১/৯৯৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সফর থেকে ফিরে এলাম। পরিশেষে যখন মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপনীত হলাম, তখন তিনি এই দুআ পড়লেন, 'আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, আ-বিদূনা, লিরাব্বিনা হা-মিদূন। (অর্থাৎ, আমরা সফর থেকে প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, উপাসনাকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী।) মদীনায় আগমন না করা পর্যন্ত তিনি এ দুআ অনবরত পড়তে থাকলেন। *(মুসলিম)*[৬০১]

١٧٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ اِبْتِدَاءِ الْقَادِمِ بِالْمَسْجِدِ الَّذِيْ فِيْ جِوَارِهِ وَصَلَاتِهِ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ

পরিচ্ছেদ - ১৭৮ : সফর থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে বাড়ির নিকটবর্তী কোন মসজিদে দু' রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব

١/٩٩٥. عَنْ كَعبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيْهِ

---

[৬০০] সহীহুল বুখারী ১৮০০, মুসলিম ১৯২৮, আহমাদ ১১৮৫৪, ১২৭০৬, ১৩১৯৪

[৬০১] সহীহুল বুখারী ৩৭১, ৯৪৭, ১৮৬৭, ১৮৮৫, ২১৩০, ২২২৮, ২২৩৫, ২৮৮৯, ২৮৯৩, ২৮৪৫, ৩০৮৫, ৩০৮৬, ৪১৯৭, ৪১৯৮, ৪২০১, ৫২১১, ৪২১২, ৪২১৩, ৫০৮৫, ৫০৮৬, ৫১৫৯, ৫১৬৯, ৫৩৮৭, ৫৪২৫, ৬৩৬৩, মুসলিম ১৩৪৫, ১৩৬৫, ১৩৬৮, তিরমিযী ১০৯৫, ১১১৫, ১৫৫০, ৩৯২২, নাসায়ী ৫৪৭, ৩৩৪২, ৩৩৪৩, ৩৩৮০, ৩৩৮১, ৩৩৮২, ৪৩৪০, আবূ দাউদ ২০৫৪, ২৯৯৫, ২৯৯৬, ২৯৯৭, ২৯৯৮, ৩০০৯, ৩৭৪৪, ইবনু মাজাহ ১০৯, ১৯০৯, ১৯১৬, ১৯৫৭, ২২৭২, আহমাদ ১১৫৪১, ১১৫৭৭, ১১৬৫৮, ১১৬৭৬, ১১৮০৭, ১২০১৩, ১২১০১, ১২২০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৯০৮, ১০২০, ১১২৪, ১৬৩৬, ১৬৪৫, দারেমী ২২০৯, ২২৪২, ২২৪৩, ২৫৭৫

১/৯৯৫। কা'ব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সফর থেকে বাড়ি ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম মসজিদে গিয়ে দু' রাকআত নামায পড়তেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬০২]

١٧٩- بَابُ تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا

পরিচ্ছেদ - ১৭৯ : কোন মহিলার একাকিনী সফর করা হারাম

١/٩٩٦. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/৯৯৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি যে নারী ঈমান রাখে, তার মাহরামের সঙ্গ ছাড়া একাকিনী এক দিন এক রাতের দূরত্ব সফর করা বৈধ নয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬০৩]

٢/٩٩٧. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ ، يَقُولُ : « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ المَرْأةُ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، وَإنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : « انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/৯৯৭। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।"

এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬০৪]

* (যার সাথে চিরতরে বিবাহ হারাম তাকে মাহরাম বা এগানা বলা হয়; তার সাথে সফর বৈধ। বাকী যার সাথে কোনও সময় বিবাহ বৈধ, তাকে গায়র মাহরাম বা বেগানা বলা হয়। তার সাথে সফর করা বৈধ নয়; এমনকি হজ্জের সফর হলেও নয়।

---

[৬০২] সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭, ২৯৪৮, ২৯৪৯, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৮৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫

[৬০৩] সহীহুল বুখারী ১০৮৮, মুসলিম ১৩৩৯, তিরমিযী ১০৭০, দাউদ ১৭২৩, ইবনু মাজাহ ২৮৯৯, আহমাদ ৭১৮১, ৭৩৬৬, ৮২৮৪, ৮৩৫৯, ৯১৮৫, ৯৩৭৪, ৯৮৪৮, ১০০২৯, ১০১৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৩

[৬০৪] সহীহুল বুখারী ৩০০৬, ১৮৬২, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় (৮) : বিভিন্ন নেক আমলের ফযীলত প্রসঙ্গে

١٨٠– بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

পরিচ্ছেদ - ১৮০ : পবিত্র কুরআন পড়ার ফযীলত

٩٩٨/١. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ ». رواه مسلم

১/৯৯৮। আবূ উমামাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কুরআন মাজীদ পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" *(মুসলিম)* [১]

٩٩٩/٢. وَعَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ». رواه مسلم

২/৯৯৯। নাওয়াস ইবনে সামআন (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "কুরআন ও ইহজগতে তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের স্বপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে। *(মুসলিম)* [২]

١٠٠٠/٣. وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». رواه البخاري

৩/১০০০। উসমান ইবনে আফফান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী)*[৩]

١٠٠١/٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اَلَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১০০১। আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কুরআনের

---

[১] মুসলিম ৮০৪, আহমাদ ২১৬৪২, ২১৬৫৩, ২১৬৮১, ২১৭১০

[২] মুসলিম ৮০৫, তিরমিযী ২৮৮৩, আহমাদ ১৭১৮৫

[৩] সহীহুল বুখারী ৫০২৭, ৫০২৮, তিরমিযী ২৯০৭, ২৯০৮, আবূ দাউদ ১৪৫২, ইবনু মাজাহ ২১১, আহমাদ ৫০৭, ৪১৪, ৫০২, দারেমী ৩৩২৮

(শুদ্ধভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব।" (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(বুখারী, মুসলিম ৭৯৮নং)* [৪]

١٠٠٢/٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ كَمثلِ الرَّيحَانَةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثلِ الحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১০০২। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক কমলা লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৫]

١٠٠٣/٦. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ ». رواه مسلم

৬/১০০৩। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ (কুরআন মাজীদ) দ্বারা (তার উপর আমলকারী) জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা (এর অবাধ্য) অন্য গোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(মুসলিম)* [৬]

١٠٠٤/٧. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৭/১০০৪। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) দিবা-রাত্রি পড়ে ও আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তাআলা মালধন দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৭]

---

[৪] সহীহুল বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ৭৯৮, তিরমিযী ২৯০৪, আবূ দাউদ ১৪৫৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৯, আহমাদ ২৩৬৯১, ২৪১১৩, ২৪১৪৬, ২৪২৬৭, দারেমী ৩৩৬৮

[৫] সহীহুল বুখারী ৫০২০, ৫৪২৭, ৫০৫৯, ৭৫৬০, মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাউদ ৪৮২৯, ইবনু মাজাহ ২১৪, আহমাদ ১৯০৫৫, ১৯১১৭, ১৯১৬৫, দারেমী ৩৩৬৩

[৬] মুসলিম ৮১৭, ইবনু মাজাহ ২১৮, আহমাদ ২৩৩, দারেমী ৩৩৬৫

[৭] সহীহুল বুখারী ৫০২৫, ৭৫২৯, মুসলিম ৮১৫, তিরমিযী ১৯৩৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৯, আহমাদ ৪৫৩৬, ৪৯০৫, ৫৫৮৬, ৬১৩২, ৬৩৬৭

١٠٠٥/٨. وَعَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو ، وَجَعَلَ فَرَسُه يَنْفِرُ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلقُرْآنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৮/১০০৫। বারা' ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহাফ পাঠ করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ইতোমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিল। মেঘটি লোকটির নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চমকাতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সকাল হল তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তা (শুনে) তিনি বললেন, "ওটি প্রশান্তি ছিল, যা তোমার কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৮]

١٠٠٦/٩. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : الـم حَرفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৯/১০০৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী, হাসান)* [৯]

١٠٠٧/١٠. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِيْ جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

১০/১০০৭। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কুরআনের কোন অংশই যে ব্যক্তির পেটে নেই সে (সেই পেট বা উদর) বিরান ঘরের সমতুল্য। (তিরমিযি) যঈফ।[১০]

١٠٠٨/١١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

---

[৮] সহীহুল বুখারী ৫০১১, ৩৬১৪, ৪৮৩৯, মুসলিম ৭৯৫, তিরমিযী ২৮৮৫, আহমাদ ১৮০০৬, ১৮০৩৮, ১৮১১৮, ১৮১৬৩

[৯] তিরমিযী ২৯১০

[১০] আমি (আলবানী) বলছি ঃ অর্থাৎ যে কুরআনের কিছু অংশ হেফ্য না করবে। হাদীসটির দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে আমি "আলমিশকাত" গ্রন্থে (নং ২১৩৫) আলোচনা করেছি। হাদীসটির সনদকে "মুসনাদু আহমাদ" এর তাহকীক্ব করতে গিয়ে শু'য়াইব আলআরনাউতও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এর সনদে কাবূস ইবনু আবী যিবইয়ান নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি দুর্বল। তিরমিযী ২৯১৩, আহমাদ ১৯৪৮, দারেমী ৩৩০৬, ইয়াহইয়া বিন মুঈন একে দুর্বল বলেছেন।

১১/১০০৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, 'তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)* [১১]

١٨١- بَابُ الْأَمْرِ بِتَعَهُّدِ الْقُرْآنِ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيْضِهِ لِلنِّسْيَانِ

পরিচ্ছেদ - ১৮১ : কুরআন মাজীদ সযত্নে নিয়মিত পড়া ও তা ভুলে যাওয়া থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ

١٠٠٩/١. عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « تَعَاهَدُوا هَذَا القُرْآنَ ، فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০০৯। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এই কুরআনের প্রতি যত্ন নাও। (অর্থাৎ, নিয়মিত পড়তে থাক ও তার চর্চা রাখ।) সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" (অর্থাৎ, অতিশীঘ্র ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে।) *(বুখারী-মুসলিম)* [১২]

١٠١٠/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ المُعَقَّلَةِ ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১০১০। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উট-ওয়ালার মত। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [১৩]

١٨٢- بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَحْسِيْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مَنْ حَسَنَ الصَّوْتَ وَالْاِسْتِمَاعَ لَهَا

পরিচ্ছেদ - ১৮২ : সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। মধুরকণ্ঠ কারীকে তা পড়ার আবেদন করা ও তা মনোযোগ সহকারে শোনা প্রসঙ্গে

---

[১১] আবূ দাউদ ১৪৬৪, তিরমিযী ২৯১৪, আহমাদ ৬৭৬০

[১২] মুসলিম ৭৯১, আহমাদ ১৯০৫২, ১৯১৮৬

[১৩] সহীহুল বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ৭৮৯, নাসায়ী ৯৪২, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৩, আহমাদ ৪৬৫১, ৪৭৪৫, ৪৮৩০, ৪৯০৪, ৫২৯৩, ৫৮৮৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৩

١٠١١/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [১৪]

আল্লাহর উৎকর্ণ হয়ে শোনার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি সেই তেলাঅতে সন্তুষ্ট হন এবং তা কবুল করেন।

١٠١٢/٢. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : « لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ ». متفقٌ عَلَيْهِ.

وفي رواية لمسلمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : « لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءتِكَ الْبَارِحَةَ ».

২/১০১২। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম)*[১৫]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, "যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তেলাঅত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে)!"

١٠١٣/٣. وَعَنِ البَراءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১০১৩। বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা 'অত্‌তীন অয্‌যাইতূন' পড়তে শুনেছি। বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি।" *(বুখারী, মুসলিম)* [১৬]

١٠١٤/٤. وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بَشِيرِ بنِ عَبدِ المُنذِرِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ.

৪/১০১৪। আবূ লুবাবাহ বাশীর ইবনে আব্দুল মুনযির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি মিষ্ট স্বরে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের মধ্যে নয়।" (অর্থাৎ আমাদের ত্বরীকা ও নীতি-আদর্শ বহির্ভূত।) *(আবূ দাঊদ, উত্তম সূত্রে)* [১৭]

---

[১৪] সহীহুল বুখারী ৭৫৪৪, ৫০২৩, ৫০২৪, ৭৪৮২, ৭৫২৭, মুসলিম ৭৯২, নাসায়ী ১০১৭, ১০১৮, আবূ দাউদ ১৪৭৩, আহমাদ ৭৬১৪, ৭৭৭৩, ৯৫১৩, দারেমী ৩৪৯০, ৩৪৯১, ৩৪৯৭

[১৫] সহীহুল বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম ৭৯৩, তিরমিযী ৩৮৫৫

[১৬] সহীহুল বুখারী ৭৬৭, ৪৯৫২, ৭৫৪৬, মুসলিম ৪৬৪, তিরমিযী ৩১০, নাসায়ী ১০০০, ১০০১, আবূ দাউদ ১২২১, ইবনু মাজাহ ৮৩৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬

[১৭] আবূ দাউদ ১৪৭১

٥/١٠١٥. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : « اِقْرَأْ عَلَيَّ القُرْآنَ » ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرَأُ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟! قَالَ : « إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي ». فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ ، حَتَّى جِئْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً ﴾ قَالَ : « حَسْبُكَ الآنَ » فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১০১৫। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "(হে ইবনে মাসঊদ!) আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে পড়ে শোনাব, অথচ আপনার উপরে তা অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "অপরের মুখ থেকে (কুরআন পড়া) শুনতে আমি ভালবাসি।" সুতরাং তাঁর সামনে আমি সূরা নিসা পড়তে লাগলাম, পড়তে পড়তে যখন এই (৪১নং) আয়াতে পৌঁছলাম---যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট, এখন থাম।" অতঃপর আমি তাঁর দিকে ফিরে দেখি, তাঁর নয়ন যুগল অশ্রু ঝরাচ্ছে। *(বুখারী, মুসলিম)* [১৮]

١٨٣- بَابُ فِي الْحَثِّ عَلَى سُوَرٍ آيَاتٍ مَخْصُوْصَةٍ

পরিচ্ছেদ - ১৮৩ : বিশেষ বিশেষ সূরা ও আয়াত পাঠ করার উপর উৎসাহ দান

١/١٠١٦. عَن أَبِي سَعِيدٍ رَافِعِ بن الْمُعَلَّى ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ » فَأَخَذَ بِيَدِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ قُلْتَ : لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ ؟ قَالَ : « اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِيْ أُوتِيتُهُ ». رواه البخاري

১/১০১৬। আবূ সাঈদ রাফে' ইবনে মুআল্লা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?" এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?' সুতরাং তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাসানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(বুখারী)* [১৯]

---

[১৮] সহীহুল বুখারী ৪৫৮২, ৫০৪৯, ৫০৫৯, ৫০৫৫, ৫০৫৬, মুসলিম ৮০০, তিরমিযী ৩০২৪, ৩০২৫, আবূ দাউদ ৩৬৬৮, ইবনু মাজাহ ৪১৯৪, আহমাদ ৩৫৪০, ৩৫৯৫, ৪১০৭

[১৯] সহীহুল বুখারী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬, নাসায়ী ৯১৩, আবূ দাউদ ১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৫, আহমাদ ১৫৩০৩, ১৭৩৯৫, দারেমী ১৪৯২, ৩৭১

١٠١٧/٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ » .

وفي روايةٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟» فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : « ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ : ثُلُثُ الْقُرْآنِ ». رواه البخاري

২/১০১৭। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণকে বললেন, 'তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ?' প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে ভারী মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে?' (অর্থাৎ, কেউ পারবে না।) তিনি বললেন, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ' (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।" (অর্থাৎ, এই সূরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়) *(বুখারী)* [২০]

١٠١٨/٣. وَعَنْه : أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ ». رواه البخاري

৩/১০১৮। উক্ত সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরো বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কোন লোককে সূরাটি বারবার পড়তে শুনল। অতঃপর সে সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। সে সূরাটিকে নগণ্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" *(বুখারী)* [২১]

١٠١٩/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ فِي : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ « إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». رواه مسلم

৪/১০১৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন, "নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।" *(মুসলিম)* [২২]

١٠٢٠/٥. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ : ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾

---

[২০] সহীহুল বুখারী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ ১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৭, ৪৮৩

[২১] সহীহুল বুখারী ৫০১৫, ৫০১৪, ৫৫৪৩, ৭৩৭৫, নাসায়ী ৯৯৫, আবূ দাউদ ১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯, ১০৭৩১, ১০৭৯৭, ১০৯১৩, ১০৯৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৭, ৪৮৩

[২২] মুসলিম ৮১২, তিরমিযী ২৮৯৯, ২৯০০, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৭, আহমাদ ৯২৫১, দারেমী ৩৪৩২

قَالَ : « إنَّ حُبَّهَا أدْخَلَكَ الجَنَّةَ ». رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن» . ورواه البخاري في صَحِيحِهِ تعليقاً.

৫/১০২০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি।' তিনি বললেন, "এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" *(তিরমিযী হাসান সূত্রে, বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে)* [২৩]

١٠٢١/٦. وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ». رواه مسلم

৬/১০২১। উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।" *(মুসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী)* [২৪]

١٠٢٢/٧. وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الجَانِّ ، وَعَيْنِ الإنْسَانِ ، حَتَّى نَزَلَتْ المُعَوِّذَتَانِ ، فَلَمَّا نَزَلَتَا، أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

৭/১০২২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।' *(তিরমিযী হাসান)* [২৫]

١٠٢٣/٨. وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﷺ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ ﴾». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: « حديث حسن »

৮/১০২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্‌ক' (সূরা মুল্‌ক)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)* [২৬]

١٠٢٤/٩. وَعَنْ أَبي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ.

---

[২৩] সহীহুল বুখারী ৭৭৪ নং হাদীসের পরবর্তী বাব। তিরমিযী ২৯০১, আহমাদ ১২০২৪, ১২১০৩, দারেমী ৩৪৩৫

[২৪] মুসলিম ৮১৪, তিরমিযী ২৯০২, নাসায়ী ৯৫৩, ৯৫৪, ৫৪৩০, ৫৪৩১, ৫৪৩৩, ৫৪৩৮, ৫৪৩৯, ৫৪৪০, আবূ দাউদ ১৪৬২, আহমাদ ১৬৮৪৫, ১৬৮৭১, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯০, দারেমী ৩৪৩৯, ৩৪৪০, ৩৪৪১

[২৫] তিরমিযী ২০৫৮, নাসায়ী ৫৪৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৫১১

[২৬] আবূ দাউদ ১৪০০, ২৮৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৮৬

৯/১০২৪। আবূ মাসঊদ বদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টি যথেষ্ট হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৭]

বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

١٠٢٥/١٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، إنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ ». رواه مسلم

১০/১০২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।" *(মুসলিম)* [২৮]

(অর্থাৎ সুন্নত ও নফল নামায তথা পবিত্র কুরআন পড়া ত্যাগ ক'রে ঘরকে কবর বানিয়ে দিয়ো না। যেহেতু কবরে এ সব বৈধ নয়।)

١٠٢٦/١١. وَعَنْ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ ؟» قُلْتُ : ﴿ اللهُ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي ، وَقَالَ : « لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ ». رواه مسلم

১১/১০২৬। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবূ মুনযির! তুমি কি জান, মহান আল্লাহর গ্রন্থ (আল-কুরআন)এর ভিতর তোমার যা মুখস্থ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) আয়াত কোন্‌টি?" আমি বললাম, 'সেটা হচ্ছে আয়াতুল কুর্সী।' সুতরাং তিনি আমার বুকে চাপড় মেরে বললেন, "আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমাকে ধন্য করুক।" *(মুসলিম)* [২৯]

(অর্থাৎ তুমি, নিজ জ্ঞানের বর্কতে উক্ত আয়াতটির সন্ধান পেয়েছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।)

١٠٢٧/١٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : إنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، وَبِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : « أمَا إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ » فَعَرَفْتُ أنَّهُ سَيَعُودُ ، لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَصَدْتُهُ ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَقُلْتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : دَعْنِي فَإنِّي مُحْتَاجٌ ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ ،

[২৭] সহীহুল বুখারী ৪০০৮, ৫০১০, ৫০৪০, ৫০৫১, ৮০৭, তিরমিযী ২৮৮১, আবূ দাউদ ১৩৯৭, ইবনু মাজাহ ১৩৬৮, ১৩৬৯, আহমাদ ১৬৬২০, ১৬৬৪২, ১৬৬৫১, দারেমী ১৪৮৭. ৩৩৮৮

[২৮] মুসলিম ৭৮০, তিরমিযী ২৮৭৭, আবূ দাউদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, ৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯

[২৯] মুসলিম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৭

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا أَبَا هُرَيرَةَ ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَكَا حَاجَةً وَعِيَالاً ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . فَقَالَ : « إنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ » فَرَصَدْتُهُ الثَّالثَة ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلتُ : لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ ! فَقَالَ : دَعْنِي فَإنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ : مَا هُنَّ ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، فَإنَّهُ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ : « مَا هِيَ ؟ » قُلْتُ : قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ : ﴿ اللهُ لاَ إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ ﴾ وَقَالَ لِي : لاَ يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلَنْ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أمَا إنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ » قُلْتُ : لاَ . قَالَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ ». رواه البخاري

১২/১০২৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে রমযানের যাকাত (ফিৎরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করব।' সে আবেদন করল, 'আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব।' কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাযির হলাম।) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, 'অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে পেশ করব।' সে বলল, 'আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না।' সুতরাং আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, "আবূ হুরাইরা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কিরূপ আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, "এবারে তোকে নবী (সাঃ)-এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে

শেষবার। 'ফিরে আসবো না' বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস।" সে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলি কী?' সে বলল, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ ক'রে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।'

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম।) তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে বলল, "আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন।" বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সে শব্দগুলি কী?" আমি বললাম, 'সে আমাকে বলল, "যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' পড়ে নেবে।" সে আমাকে আরো বলল, "তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।" (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, "শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?" আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, "সে শয়তান ছিল।" *(বুখারী)* [৩০]

١٠٢٨/١٣. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ» . وفي رواية : « مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ » رواهما مسلم

১৩/১০২৮। আবূ দার্দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে।" অন্য বর্ণনায় 'কাহফ সূরার শেষ দিক থেকে' উল্লেখ হয়েছে। *(মুসলিম)* [৩১]

١٠٢٩/١٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : بَيْنَمَا جِبْرِيلُ ﷺ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ اليَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ اليَوْمَ ، فَنَزَلَ منهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطّ إِلاَّ اليَومَ فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الكِتَابِ، وَخَواتِيمُ سُورَةِ البَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلاَّ أُعْطِيتَه. رواه مسلم

---

[৩০] সহীহুল বুখারী ২৩১১ নং হাদীসের পরবর্তী বাব।

[৩১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ দ্বিতীয় বর্ণনাটি শায আর প্রথম বর্ণনাটি নিরাপদ (সহীহ্) যেমনটি আমি "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (নং ৫৮২) তাহকীক্ব করেছি। এর সাক্ষ্য দিচ্ছে নাওয়াস ইবনু সাম'আনের আগত হাদীসটি। যেটিকে (১৮১৭) নম্বরে লেখক উল্লেখ করেছেন। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি দাজ্জালকে পেয়ে বসবে সে যেন তার বিপক্ষে সূরা কাহাফের প্রথম অংশ পাঠ করে। মুসলিম ৮০৯, তিরমিযী ২৮৮৬, আবূ দাউদ ৪৩২৩, আহমাদ ২১২০০, ২৬৯৭০, ২৬৯৯২

১৪/১০২৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে বললেন, 'এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। ইতোপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হল। এই ফিরিশ্‌তা যে দুনিয়াতে অবতরণ করেছে, ইতোপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি।' সুতরাং তিনি এসে নবী ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, "আপনি দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (সে দু'টি হচ্ছে) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)* [৩২]

١٨٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْاِجْتِمَاعِ عَلَى الْقِرَاءَةِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৪ : কুরআন পঠন-পাঠনের জন্য সমবেত হওয়া মুস্তাহাব

١/١٠٣٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ». رواه مسلم

১/১০৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয়, আর ফিরিশ্‌তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্‌তামণ্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম)* [৩৩]

١٨٥- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৫ : ওযূর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة : ٦]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও

---

[৩২] মুসলিম ৮০৬

[৩৩] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, নাসায়ী ৯১২, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪

অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। *(সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত)*

١٠٣١/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের ওযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।" (অর্থাৎ সে যেন তার ওযূর সীমার অতিরিক্ত অংশও ধুয়ে ফেলে।) *(বুখারী, মুসলিম)*[৩৪]

١٠٣٢/٢. وَعَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُوْلُ: «تَبْلُغُ الحِلْيَةُ مِنَ المُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الوُضُوءُ». رواه مسلم

২/১০৩২। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধু (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "(পরকালে) মু'মিনের অলংকার ততদূর হবে, যতদূর তার ওযূর (পানি) পৌঁছবে।" *(মুসলিম)*[৩৫]

١٠٣٣/٣. وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَن تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ». رواه مسلم

৩/১০৩৩। উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে, তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে। এমনকি তার নখগুলোর নিচে থেকেও (পাপ) বেরিয়ে যাবে।" *(মুসলিম)* [৩৬]

١٠٣٤/٤. وَعَنْه ، قَالَ : رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّأَ هكَذَا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى المَسْجدِ نَافِلَةً ». رواه مسلم

৪/১০৩৪। উক্ত রাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমার এই ওযূর মত ওযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এরূপ ওযূ করবে, তার পূর্বকৃত পাপরাশি মাফ করা হবে এবং তার নামায ও মসজিদের দিকে চলার সওয়াব অতিরিক্ত হবে।" *(মুসলিম)* [৩৭]

١٠٣٥/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ - أَو المُؤْمِنُ - فَغسَلَ وَجْهَهُ ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا

---

[৩৪] সহীহুল বুখারী ১৩৬, মুসলিম ২৪৬, ইবনু মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ৮২০৮, ৮৫২৪, ৮৯৪২, ১০৩৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ৬০

[৩৫] মুসলিম ২৫০, নাসায়ী ১৪৯, আহমাদ ৭১২৬, ৮৬২৩

[৩৬] সহীহুল বুখারী ২৪৫, আহমাদ ৪৭৪

[৩৭] সহীহুল বুখারী ১৬০, ১৬৪, ১৯৩৪, ৬৪৩৩, মুসলিম ২২৯, ২২৬, ২২৭, ২৩১২, নাসায়ী ৮৪, ৮৫, ১৪৫, ১৪৬, ৮৫৬, আবূ দাউদ ১০৬, ১০৮, ১১০, ইবনু মাজাহ ২৮৫, আহমাদ ৪০২, ৪১৭, ৪২০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৬১, ৪৭৪, ৪৮৫, ৪৯১, ৫০৫, ৫১৮, ৫২৮, ৫৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ৬১, দারেমী ৬৯৩

غَسَلَ يَدَيْهِ ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ المَاءِ ، أَو مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ ». رواه مسلم

৫/১০৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দাহ যখন ওযূ করবে এবং যখন সে নিজ মুখমণ্ডল ধৌত করবে, তখন তার মুখমণ্ডল হতে সেই গোনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যাবে, যে সব গোনাহ তার দু'টি চোখ দিয়ে দেখার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। (অনুরূপভাবে) যখন সে নিজ হাত দু'টি ধোবে, তখন তা হতে সে সব পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে নির্গত হয়ে যাবে, যে সব পাপ তার দুই হাত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এবং যখন সে নিজ পা দু'টি ধৌত করবে, তখন তার পা দু'টি হতে সে সমস্ত পাপরাশি পানির সঙ্গে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সঙ্গে বের হয়ে যাবে, যেগুলি তার দু'টি পায়ে চলার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। শেষ অবধি সে (ক্ষুদ্র) পাপরাশি হতে পাক-পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসবে।" *(মুসলিম)* [৩৮]

١٠٣٦/٦. وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى المَقبَرَةَ ، فَقَالَ : « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أنَّا قَدْ رَأَيْنَا إخْوانَنَا » قَالُوا : أَوَلَسْنَا إخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : «أنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ » قَالُوا : كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : « أَرَأيْتَ لَوْ أنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « فإنَّهُمْ يَأتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ ». رواه مسلم

৬/১০৩৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে (পরকালের) ঘরবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক। যদি আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা যে, যদি আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম।" সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি বললেন, "তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার ভাই তারা, যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, "আচ্ছা বল, যদি খাঁটি কাল রঙের ঘোড়ার দলে, কোন লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না কি?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই পারবে, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, ওযূ করার দরুন তাদের হাত-পা চমকাতে থাকবে। আর আমি 'হাওযে'-এ তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব।" (অর্থাৎ, তাদের আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।) *(মুসলিম)* [৩৯]

١٠٣٧/٧. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ

[৩৮] মুসলিম ২৪৪, তিরমিযী ২, আহমাদ ৭৯৬০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৩, দারেমী ৭১৮

[৩৯] সহীহুল বুখারী ২৩৬৭, মুসলিম ২৪৯, নাসায়ী ১৫০, আবূ দাউদ ৩২৩৭, ইবনু মাজাহ ৪৩০৬, আহমাদ ৭৯৩৩, ৮৬৬১, ৯০৩৭, ৯৫৪৭, ৯৬৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ৬০

الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ». رواه مسلم

৭/১০৩৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, "তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় ক'রে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।" *(মুসলিম)* [৮০]

১০৩৮/৮. وَعَنْ أَبِي مالك الأشعري ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ». رواه مسلم

৮/১০৩৮। আবূ মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(বাহ্যিক) পবিত্রতা অর্জন করা হল অর্ধেক ঈমান।" *(মুসলিম)* [৮১]

এ হাদীসটি 'ধৈর্যের বিবরণ' পরিচ্ছেদে সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ মর্মে আম্র ইবনে আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হাদীস 'আল্লাহর দয়ার আশা রাখার গুরুত্ব' পরিচ্ছেদের শেষদিকে গত হয়েছে। হাদীসটি বড় গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বহু কল্যাণময় কর্মের কথা পরিবেশিত হয়েছে।

১০৩৯/৯. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». رواه مسلم ، وزاد الترمذي : « اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ » .

৯/১০৩৯। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পরিপূর্ণরূপে ওযূ ক'রে যে ব্যক্তি এই দুআ বলবে, 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত (রসূল)। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)* [৮২]

ইমাম তিরমিযী (উক্ত দুআর শেষে) এ শব্দগুলি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, 'আল্লা-হুম্মাজ্আলনী মিনাত্তাওয়া-বীনা অজ্আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। *(তিরমিযী, সহীহ, তামামুল মিন্নাহ দ্রঃ)*

---

[৮০] মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১, ৯৩৬১, মুওয়াত্তা মালিক ৩৮৬

[৮১] মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১, দারেমী ৬৫৩

[৮২] মুসলিম ২৩৪, তিরমিযী ৫৫, নাসায়ী ১৪৮, ১৫১, আবূ দাউদ ১৬৯, ৯০৬, ইবনু মাজাহ ৪৭০, আহমাদ ১৬৯১২, ১৬৯৪২, ১৬৯৯৫

١٨٦- بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৬ : আযানের ফযীলত

١/١٠٤٠. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ، ولو يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৪০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কী মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কী ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত যে, এশা ও ফজরের নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৪৩]

٢/١٠٤١. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ : « المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْناقاً يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه مسلم

২/১০৪১। মুআবিয়াহ ইবনে আবূ সুফয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "কিয়ামতের দিনে সমস্ত লোকের চাইতে মুআয্যিনদের গর্দান লম্বা হবে।" *(মুসলিম)* [৪৪]

٣/١٠٤٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي صَعْصَعَةَ : أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدرِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ : « إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ وَالبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك - أَوْ بَادِيتِكَ - فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلاَ إِنْسٌ، وَلاَ شَيْءٌ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ القِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رواه البخاري

৩/১০৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বাআহ হতে বর্ণিত, একদা আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে থাকবে আর নামাযের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চ স্বরে আযান দিয়ো। কারণ মুআয্যিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।' আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, 'আমি এটি আল্লাহর রসূল

[৪৩] মুসলিম ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ৭২৫, আহমাদ ১৬৪১৯, ১৬৪৫৩

[৪৪] সহীহুল বুখারী ৬০৯, ৩২৯৬, ৭৫৪৮, নাসায়ী ৬৪৪, ইবনু মাজাহ ৭২৩, আহমাদ ১০৬৪৮, ১০৯১২, ১১০০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫৩

ﷺ-এর নিকট শুনেছি।' *(বুখারী)* [৪৫]

١٠٤٣/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا – لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ – حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১০৪৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিঠ ঘুরিয়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তারপর আযান শেষ হলে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত যখন 'তাকবীর' দেওয়া হয়, তখন আবার পিঠ ঘুরিয়ে পালায়। অতঃপর যখন 'তাকবীর' শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে। পরিশেষে (নামাযী) ব্যক্তির মনে এই কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করে যে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক বস্তুটা খেয়াল কর। সে সমস্ত বিষয় (স্মরণ করায়) যা পূর্বে তার স্মরণে ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝতে পারে না, কত রাকআত নামায সে আদায় করল।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৪৬]

١٠٤٤/٥. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُوْلُ: « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشراً ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ». رواه مسلم

৫/১০৪৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)* [৪৭]

---

[৪৫] সহীহুল বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১, ১২৩২, ৩২৮৫, মুসলিম ৩৮৯, তিরমিযী ৩৯৭, নাসায়ী ৬৭০, ১২৫৩, আবূ দাউদ ৫১৬, ইবনু মাজাহ ১২১৬, ১২১৭, আহমাদ ৭৬৩৭, ৭৭৪৪, ৭৭৬৩, ৮৯১৯, ৯৬১৫, ৯৮৯৩, ১০৩৯০, ১০৪৯৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৫৪, ২২৪, দারেমী ১২০৪, ১৪৯৪

[৪৬] মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ ৬৫৩২

[৪৭] সহীহুল বুখারী ৬১১, মুসলিম ৩৮৩, তিরমিযী ২০৮, নাসায়ী ৬৭৩, আবূ দাউদ ৫২২, ইবনু মাজাহ ৭২০, আহমাদ ১০৬৩৭, ১১১১২, ১১৩৩৩, ১১৪৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫০, দারেমী ১২০১

١٠٤٥/٦. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ ، فَقُولُوا كَمَا يَقُوْلُ المُؤَذِّنُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১০৪৫। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা আযান ধ্বনি শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলো।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৪৮]

١٠٤٦/٧. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ ، وَالفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه البخاري

৭/১০৪৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে,

'আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অস্‌স্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(বুখারী)* [৪৯]

١٠٤٧/٨. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَبِالإِسْلامِ دِيناً ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ». رواه مسلم

৮/১০৪৭। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আযান শুনে যে ব্যক্তি এই দুআ পড়বে,

'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ, রায়ীতু বিল্লা-হি রাব্বাঁউ অ বিমুহাম্মাদির রাসূলাঁউ অ বিলইসলা-মি দ্বীনা।'

অর্থাৎ, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। আল্লাহকে প্রতিপালক বলে মেনে নিতে, মুহাম্মাদ ﷺকে নবীরূপে স্বীকার করতে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করতে আমি সম্মত ও তুষ্ট হয়েছি।

সে ব্যক্তির (ছোট ছোট) গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)* [৫০]

---

[৪৮] সহীহুল বুখারী ৬১৪, ৪৭১৯, তিরমিযী ২১১, নাসায়ী ৬৮০, আবূ দাউদ ৫২৯, ইবনু মাজাহ ৭২২, আহমাদ ১৪৪০৩

[৪৯] মুসলিম ৩৮৬, তিরমিযী ২১০, নাসায়ী ৬৭৯, আবূ দাউদ ৫২৫, ইবনু মাজাহ ৭২১, আহমাদ ১৫৬৮

١٠٤٨/٩. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৯/১০৪৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আযান ও ইকামতের মধ্য সময়ে কৃত প্রার্থনা রদ করা হয় না।" (অর্থাৎ, এ সময়ের দুআ কবুল হয়)। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)* [৫১]

١٨٧- بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৭ : নামাযের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। *(আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

١٠٤٩/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ » قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ ، قَالَ : « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا ». متفقٌ عَلَيْهِ .

১/১০৪৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, "আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক'রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?" সাহাবীরা বললেন, '(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।' তিনি বললেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন।" *(বুখারী)* [৫২]

١٠٥٠/٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ». رواه مسلم

২/১০৫০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণ ঠিক প্রবাহিত নদীর ন্যায়, যা তোমাদের কোন ব্যক্তির দরজার পাশে থাকে; যাতে সে প্রত্যহ পাঁচবার ক'রে গোসল ক'রে থাকে।" *(মুসলিম)* [৫৩]

١٠٥١/٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ

---

[৫০] সহীহুল বুখারী ৫২৮, মুসলিম ৬৬৭, তিরমিযী ২৮৬৮, নাসায়ী ৪৬২, আহমাদ ৮৭০৫, ৯২২১, ৯৩৯৯, দারেমী ১১৮৩

[৫১] মুসলিম ৬৬৮, আহমাদ ১৩৮৬৩, ১৩৯৯৯, ১৪৪৩৯, দারেমী ১১৮২

[৫২] সহীহুল বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, ৩১১৪, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, ইবনু মাজাহ ১৩৯৮, ৪২৫৪, আহমাদ ৩৬৪৫, ২৩৮৪৪, ৪০৮৩, ৪২৩৮, ৪২৭৮, ৪৩১৩

[৫৩] মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৮৯৪৪, ৯০৯২, ১০১৯৮, ২৭২৯০

تَعَالَى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ، إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود : ١١٤] فَقَالَ الرَّجُلُ أَلِيَ هَذَا ؟ قَالَ : « لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১০৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। অতঃপর সে (অনুতপ্ত হয়ে) নবী (ﷺ)-এর কাছে এসে ঘটনাটি বলে। তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার অর্থ ঃ "তুমি নামায প্রতিষ্ঠা কর দিবসের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির প্রথম ভাগে, নিশ্চয় পুণ্য কর্মাদি পাপরাশিকে বিদূরিত ক'রে থাকে।" *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত)* লোকটি বলল, 'এ বিধান কি কেবল আমার জন্য?' তিনি বললেন, "আমার উম্মতের সকলের জন্য।" *(বুখারী মুসলিম)* [৫৪]

١٠٥٢/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ ». رواه مسلم

৪/১০৫২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হয়।" *(মুসলিম)* [৫৫]

١٠٥٣/٥. وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا ، إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ». رواه مسلم

৫/১০৫৩। উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকূ' সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহীর ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।" *(মুসলিম)* [৫৬]

١٨٨- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৮ : ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত

١٠٥٤/١. عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৫৪। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা নামায পড়ে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৭]

---

[৫৪] মুসলিম ২২৮, নাসায়ী ১৪৬, ১৪৭, ৮৫৬, আহমাদ ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮

[৫৫] মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৯৮৪৪, ৯০৯২, ২৭২৯০, ১০১৯৮

[৫৬] মুসলিম ২২৮, নাসায়ী ১৪৬, ১৪৭, ৮৫৬, আহমাদ ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮

[৫৭] সহীহুল বুখারী ৫৭৪, মুসলিম ৬৩৫, আহমাদ ১৬২৮৯, দারেমী ১৪২৫

দুই ঠাণ্ডা নামায হচ্ছে ঃ ফজর ও আসরের নামায।

٢/١٠٥٥. وَعَنْ أَبِي زُهَيرٍ عُمَارَةَ بنِ رُؤَيْبَةَ ﷺ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يعني : الفَجْرَ والعَصْرَ . رواه مسلم

২/১০৫৫। আবূ যুহাইর উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজরের ও আসরের নামায) আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" *(মুসলিম)* [৫৮]

٣/١٠٥٦. وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ سُفيَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَانْظُرْ يَا ابْنَ آدَمَ ، لاَ يَطْلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ ». رواه مسلم

৩/১০৫৬। জুন্দুব ইবনে সুফয়ান (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহর জামানত লাভ করল। অতএব হে আদম সন্তান! লক্ষ্য রাখ, আল্লাহ যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন।" *(মুসলিম)* [৫৯]

٤/١٠٥٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ العَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ ـ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُوْلونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১০৫৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের নিকট দিবারাত্রি ফিরিশ্‌তাবর্গ পালাক্রমে যাতায়াত করতে থাকেন। আর ফজর ও আসরের নামাযে তাঁরা একত্রিত হন। অতঃপর যারা তোমাদের কাছে রাত কাটিয়েছেন, তাঁরা উর্ধ্বে (আকাশে) চলে যান। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন---অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে ভালভাবে পরিজ্ঞাত, 'তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এসেছ?' তাঁরা বলেন, 'আমরা যখন তাদেরকে ছেড়ে এসেছি, তখন তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল। আর যখন আমরা তাদের নিকট গিয়েছিলাম, তখনও তারা নামাযে প্রবৃত্ত ছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬০]

٥/١٠٥٨. وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ البَجَلِيِّ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النبيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، فَقَالَ : « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ، فَافْعَلُوا » متفقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية : « فَنَظَرَ إِلَى

[৫৮] মুসলিম ৬৩৪, নাসায়ী ৪৭১, ৪৮৭, আবূ দাউদ ৪২৭, আহমাদ ১৬৭৬৯, ১৭৮৩৩

[৫৯] মুসলিম ৬৫৭, তিরমিযী ২২২, আহমাদ ১৮৩২৬, ১৮৩৩৫

[৬০] সহীহুল বুখারী ৫৫৫, ৩২২৩, ৭৪২৯, ৭৪৮৬, মুসলিম ৬৩২, নাসায়ী ৪৮৫, আহমাদ ৭৪৪০, ২৭৩৩৬, ৮৩৩৩, ৮৯০৬, ৯৯৩৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪১৩

الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ » .

৫/১০৫৮। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (ﷺ)-এর নিকট পূর্ণিমার রাতে বসে ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমরা (পরকালে) তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক এইভাবে দর্শন করবে, যেভাবে তোমরা এই পূর্ণিমার চাঁদ দর্শন করছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। সুতরাং যদি তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে (নিয়মিত) নামায পড়তে পরাহত না হতে সক্ষম হও (অর্থাৎ এ নামায ছুটে না যায়), তাহলে অবশ্যই তা বাস্তবায়ন কর।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৬১] অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি চৌদ্দ তারীখের রাতের চাঁদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বললেন---।

١٠٥٩/٦. وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». رواه البخاري

৬/১০৫৯। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।" *(বুখারী)* [৬২]

١٨٩- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

পরিচ্ছেদ - ১৮৯ : মসজিদে যাওয়ার ফযীলত

١٠٦٠/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, আল্লাহ তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন। সে যতবার সকাল অথবা সন্ধ্যায় গমনাগমন করে, আল্লাহও তার জন্য ততবার আতিথেয়তার সামগ্রী প্রস্তুত করেন।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৬৩]

١٠٦١/٢. وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطْوَاتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً». رواه مسلم

২/১০৬১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ ক'রে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (নামায) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি ক'রে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি ক'রে মর্যাদা উন্নত করবে।" *(মুসলিম)* [৬৪]

---

[৬১] সহীহুল বুখারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৬, মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭৬৬

[৬২] সহীহুল বুখারী ৫৫৩, ৫৯৪, নাসায়ী ৪৭৪, ইবনু মাজাহ ৬৯৪, আহমাদ ২২৪৪৮, ২২৫১৭, ২২৫৩৬

[৬৩] সহীহুল বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭,৬৬৯,আহমাদ ১০২৩০

[৬৪] মুসলিম ৬৬৬, ইবনু মাজাহ ৭৭৪

١٠٦٢/٣. وَعَنْ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لاَ أَعْلمُ أَحداً أبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَتْ لاَ تُخطِئُهُ صَلاَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَاراً لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ : مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى المَسْجِدِ ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَدْ جَمَعَ اللهُ لكَ ذَلِكَ كُلَّه ». رواه مُسلِم

৩/১০৬২। উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক আনসারী ছিল। মসজিদ থেকে তার চাইতে দূরে কোন ব্যক্তি থাকত বলে আমার জানা নেই। তবুও সে কোন নামায (মসজিদে জামাআতসহ) আদায় করতে ত্রুটি করত না। একদা তাকে বলা হল, 'যদি একটা গাধা খরিদ করতে এবং রাতের অন্ধকারে ও উত্তপ্ত রাস্তায় তার উপর আরোহন করতে, (তাহলে ভাল হত)।' সে বলল, 'আমার বাসস্থান মসজিদের পার্শ্বে হলেও তা আমাকে আনন্দ দিতে পারত না। কারণ আমার মনস্কামনা এই যে, মসজিদে যাবার ও নিজ বাড়ি ফিরার সময় কৃত প্রতিটি পদক্ষেপ যেন লিপিবদ্ধ হয়।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তার এহেন পুণ্যাগ্রহ দেখে) বললেন, "নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) তা সমস্তই জুটিয়েছেন।" *(মুসলিম)*[৬৫]

١٠٦٣/٤. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : خَلَتِ البِقَاعُ حَولَ المَسْجِدِ ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ لَهُمْ : « بَلَغَنِي أَنَّكُم تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المَسْجِدِ ؟ » قَالُوا : نَعَم، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ . فَقَالَ : « بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُم تُكْتَبْ آثارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثارُكُمْ»، فَقَالُوا : مَا يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلْنَا . رواه مسلم ، وروى البخاري معناه من رواية أنس .

৪/১০৬৩। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মসজিদে নববীর আশে-পাশে কিছু জায়গা খালি হল। (এ দেখে) সালেমা গোত্র মসজিদে (নববী)এর নিকট স্থানান্তরিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এ খবর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানতে পারলে তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা মসজিদের কাছে চলে আসতে চাচ্ছ!" তারা বলল, 'জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এ ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, "হে সালেমা গোত্র! তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে। তোমরা নিজেদের (বর্তমান) বাড়িতেই থাক। তোমাদের (মসজিদের পথে) পদক্ষেপসমূহের চিহ্নগুলি লিপিবদ্ধ করা হবে।" তারা বলল, '(মসজিদের নিকট) স্থানান্তরিত হওয়া আমাদেরকে আনন্দ দেবে না।' *(মুসলিম, ইমাম বুখারী ও আনাস ﷺ হতে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।)* [৬৬]

١٠٦٤/٥. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً ، فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ أَعظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ

---

[৬৫] মুসলিম ৬৬৩, আবূ দাউদ ৫৫৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৩, আহমাদ ২০৭০৯, দারেমী ১২৮৪

[৬৬] সহীহুল বুখারী ৬৫৫,৬৫৬,১৮৮৭, মুসলিম ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৭৮৪, আহমাদ ১১৬২২,১২৪৬৫, ১৩৩৫৯

يَنَامُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১০৬৪। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(মসজিদে জামাআতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাআতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৬৭]

١٠٦٥/٦. وَعَنْ بُرَيدَة ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « بَشِّرُوا المَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى المَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ

৬/১০৬৫। বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "রাত্রির অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারী লোকেদেরকে কিয়ামতের দিনে পরিপূর্ণ জ্যোতির শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)* [৬৮]

١٠٦٦/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ » قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ». رواه مسلِم

৭/১০৬৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদা সমবেত সহচরদের উদ্দেশ্যে) বললেন, "তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না কি, যার দ্বারা আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন ক'রে দেবেন এবং (জান্নাতে) তার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) কষ্টকর অবস্থায় পরিপূর্ণরূপে ওযূ করা, অধিক মাত্রায় মসজিদে গমন করা এবং এক অক্তের নামায আদায় ক'রে পরবর্তী অক্তের নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা। আর এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ। এ হল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত কাজ।" *(মুসলিম)* [৬৯]

١٠٦٧/٨.وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إذا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ فَاشْهدُوْا لَهُ بِالْإِيْمَانِ » قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَن بِاللهِ والْيَومِ الآخِرِ ﴾ الآية . رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

৮/১০৬৭। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে তোমরা যখন মাসজিদে যাওয়া আসায় অভ্যস্ত দেখতে পাও তখন তার ঈমানদারীর সাক্ষী দাও। কারণ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "আল্লাহর মাসজিদসমূহ আবাদ করে তারা যারা আল্লাহর

[৬৭] সহীহুল বুখারী ৬৫১, মুসলিম ৬৬২
[৬৮] আবূ দাউদ ৫৬১, তিরমিযী ২২৩
[৬৯] মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮,৭৬৭২,৭৯৩৫,৭৯৬১,৯৩৬১, মুওয়াত্তা মালিক ৩৮৬

উপর এবং শেষ দিবসের (পরকালের) উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে...।" (সূরা আত্-তাওবাহ্ ঃ ১৮) (তিরমিযী এটিকে হাসান বলেছেন)[৭০]

١٩٠- بَابُ فَضْلِ اِنْتِظَارِ الصَّلَاةِ

পরিচ্ছেদ - ১৯০ : নামাযের প্রতীক্ষা করার ফযীলত

١٠٦٨/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ ، لاَ يَمنَعُهُ أَنْ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নামাযের প্রতীক্ষা যতক্ষণ (কাউকে) আবদ্ধ রাখে, ততক্ষণ সে আসলে নামাযের মধ্যেই থাকে। নামায ছাড়া (তাকে) তার স্বীয় পরিবারের কাছে ফিরে যেতে অন্য কোন জিনিস বাধা দেয় না।" (অর্থাৎ, নামাযের উদ্দেশ্যে যতক্ষণ বসে থাকে, পুণ্যপ্রাপ্তির দিক দিয়ে সে পরোক্ষভাবে নামাযেই প্রবৃত্ত থাকে।) *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭১]

١٠٦٩/٢. وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « اَلْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ». رواه البُخَارِيُّ

২/১০৬৯। উক্ত রাবী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেন, "ফিরিশ্তাবর্গ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দুআ ক'রে থাকেন, যতক্ষণ সে সেই স্থানে অবস্থান করে, যেখানে সে নামায পড়েছে; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ওযূ নষ্ট হয়েছে; বলেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা ক'রে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।" *(বুখারী)* [৭২]

١٠٧٠/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَّرَ لَيلَةً صَلاَةَ العِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّى، فَقَالَ: «صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا، وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا». رواه البُخَارِيُّ

৩/১০৭০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত পিছিয়ে দিলেন। অতঃপর নামায পড়ার পর আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন,

---

[৭০] আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এরূপই বলেছেন। কিন্তু এর সনদটি দুর্বল যেমনটি আমি "আলমিশকাত" গ্রন্থে (নং ৭২৩) বর্ণনা করেছি। তবে এর ভাবার্থ সহীহ্। এর সনদে দার্‌রাজ ইবনু আবিস সাম্‌হ্ নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি তার হাদীসের ব্যাপারে সত্যবাদী, তবে আবুল হাইশাম হতে তার বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণেই হাফিয যাহাবী ইমাম হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন ঃ দার্‌রাজ বহু মুনকারের অধিকারী। তিরমিযী ৩০৯৩

[৭১] সহীহুল বুখারী ৬৫৯, ১৭৬, ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, ৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩৩,৭৩৮, আবূ দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, ৭৩৬৭, ৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৯১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দারেমী ১২৭৬

[৭২] বুখারী ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, ৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫,২১৬, নাসায়ী ৭৩৩,৭৩৮, আবূ দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫,৭৩৬৭,৭৩৮২,৭৪৯৮,৭৫৩০,৭৫৫৭,৭৫৫৯,৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৯১,৩৮২,৩৮৩,৩৮৫,দারেমী ১২৭৬

"লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা নামাযেই ছিলে; যখন থেকে তার অপেক্ষায় ছিলে।" *(বুখারী)* [৭৩]

١٩١- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

পরিচ্ছেদ - ১৯১ : জামাআত সহকারে নামাযের ফযীলত

١٠٧١/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১০৭১। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৭৪]

١٠٧٢/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ ضِعْفاً ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ». متفقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ البخاري

২/১০৭২। আবূ হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জামাতের সাথে কারো নামায পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ। তা এই জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করে। অতঃপর মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে। আর একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর থেকে) বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয়। তারপর সে নামাযান্তে নামায পড়ার জায়গায় যতক্ষণ ওযূ সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশ্‌তাবর্গ তার জন্য দুআ করেন; তাঁরা বলেন, 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি অনুগ্রহ কর। হে আল্লাহ! তুমি ওকে রহম কর।' আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের প্রতীক্ষা করে।" *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি বুখারীর)* [৭৫]

١٠٧٣/٣. وَعَنْه ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : «

---

[৭৩] সহীহুল বুখারী ৬০০, ৫৭২, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯, মুসলিম ৬৪০, নাসায়ী ৫৩৯, ৫২০২, ৫২৮৫, ইবনু মাজাহ ৬৯২, আহমাদ ১২৪৬৯, ১২৫৫০, ১২৬৫৬, ১৩৪০৭

[৭৪] সহীহুল বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৫৬, ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, ৬৪১৯, মুওয়াত্তা মালিক ২৯০

[৭৫] সহীহুল বুখারী ৬৪৭, ৬৫৯, ১৭৬, ৪৪৫, ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৩২২৯, ৪৭১৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, ২১৬, নাসায়ী ৭৩৩, ৭৩৮, আবূ দাউদ ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৫৫৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫, ৭৩৬৭, ৭৩৮২, ৭৪৯৮, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৭৫৫৯, ৭৮৩২, মুওয়াত্তা মালিক ২৯১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, দারেমী ১২৭৬

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « فَأَجِبْ ». رواه مُسلِم

৩/১০৭৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একটি অন্ধ লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার কোন পরিচালক নেই, যে আমাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।' সুতরাং সে নিজ বাড়িতে নামায পড়ার জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অনুমতি চাইল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে রওনা দিল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, "তুমি কি আহবান (আযান) শুনতে পাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি সাড়া দাও।" (অর্থাৎ মসজিদেই এসে নামায পড়।) *(মুসলিম)* [৭৬]

١٠٧٤/٤. وَعَنْ عَبدِ الله – وَقِيلَ : عَمْرِو بنِ قَيسٍ – المَعرُوفِ بِابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْمُؤَذِّنِ ﷺ أَنَّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ المَدِينَةَ كَثِيرةُ الهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ ، فَحَيَّهلاً » رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৪/১০৭৪। আব্দুল্লাহ (মতান্তরে) আম্র ইবনে ক্বায়স ওরফে ইবনে উম্মে মাকতূম মুআযযিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় সরীসৃপ (সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি বিষাক্ত জন্তু) ও হিংস্র পশু অনেক আছে। (তাই আমাকে নিজ বাড়িতেই নামায পড়ার অনুমতি দিন)।' আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' (আযান) শুনতে পাও? (যদি শুনতে পাও), তাহলে মসজিদে এসো।" *(আবূ দাঊদ হাসান সূত্রে)* [৭৭]

١٠٧٥/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ». متفقٌ عَلَيهِ

৫/১০৭৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার আদেশ দিই। তারপর নামাযের জন্য আযান দেওয়ার আদেশ দিই। তারপর কোন লোককে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ দিই। তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই (যারা মসজিদে নামায পড়তে আসেনি) এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিই।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৮]

(এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নামায জামাতসহ পড়া ওয়াজেব; যদি কোন শরয়ী ওযর না থাকে।)

١٠٧٦/٦. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غَداً مُسْلِماً ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الهُدَى ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى ، وَلَوْ

[৭৬] মুসলিম ৬৫৩, নাসায়ী ৮৫০

[৭৭] আবূ দাউদ ৫৫৩, ৫৫২, নাসায়ী ৮৫১, ইবনু মাজাহ ৭৯২

[৭৮] সহীহুল বুখারী ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, আবূ দাউদ, ৭২৬০, ৭৮৫৬, ২৭৩৬৬, ২৭৪৭৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৯, দারেমী ১২১২, ১২৭৪

أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ، يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ . رَوَاهُ مُسلِم

وفي رواية لَهُ قَالَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الهُدَى ؛ وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى الصَّلاَةَ في المَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ .

৬/১০৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ, মসজিদে)। কেননা, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিমিত্তে হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) নামায নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোক নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা পথহারা হয়ে যাবে। আমি আমাদের লোকেদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায (জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আর (দেখেছি যে, পীড়িত) ব্যক্তিকে দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করানো হতো।' *(মুসলিম)* [৭৯]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আমাদেরকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিদায়াতের (সৎপথপ্রাপ্তির) পন্থা বলে দিয়েছেন। আর হিদায়াতের অন্যতম পন্থা, সেই মসজিদে নামায পড়া, যেখানে আযান দেওয়া হয়।'

١٠٧٧/٧. وَعَنْ أَبِي الدَّرداءِ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « **مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلاَ بَدْوٍ ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشَّيْطَانُ . فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَةَ**». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৭/১০৭৭। আবূ দার্দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" *(আবূ দাঊদ-হাসান সূত্রে)* [৮০]

---

[৭৯] মুসলিম ৬৫৪, আবূ দাউদ ৫৫০, ইবনু মাজাহ ৭৭৭, আহমাদ ৩৫৫৪, ৩৬১৬, ৩৯২৬, ৩৯৬৯, ৪২৩০, ৪৩৪২, দারেমী ১২৭৭

[৮০] আবূ দাউদ ৫৪৭, নাসায়ী ৮৪৭, আহমাদ ২১২০৩, ২৬৯৬৭, ২৬৯৬৮

١٩٢- بَابُ الْحَثِّ عَلَى حُضُوْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ

পরিচ্ছেদ - ১৯২ : ফজর ও এশার জামাআতে হাযির হতে উৎসাহদান

١٠٧٨/١. عَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَنْ صَلَّى العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ». رواه مُسلِم

وفي رواية الترمذي عَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». قَالَ الترمذي : « حديث حسن صحيح »

১/১০৭৮। উসমান ইবনে আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম (ইবাদত) করল। আর যে ফজরের নামায জামাআতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত নামায পড়ল।" *(মুসলিম)* [৮১]

তিরমিযীর বর্ণনায় উসমান ইবনে আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার নামাযের জামাআতে হাযির হবে, তার জন্য অর্ধরাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকী হবে। আর যে এশা সহ ফজরের নামায জামাআতে পড়বে, তার জন্য সারা রাত ব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকী হবে।" *(তিরমিযী, হাসান)*

١٠٧٩/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً ». متفقٌ عَلَيهِ . وقد سبق بِطولِهِ .

২/১০৭৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি লোকে এশা ও ফজরের নামাযের ফযীলত জানতে পারত, তাহলে তাদেরকে হামাগুড়ি বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই ঐ নামাযদ্বয়ে আসত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮২]এটি সবিস্তার ১০৪০ নম্বরে গত হয়েছে।

١٠٨٠/٣. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً ». متفقٌ عَلَيهِ

৩/১০৮০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৩]

---

[৮১] মুসলিম ৬৫৬, তিরমিযী ২২১, আবূ দাউদ ৫৫৫, আহমাদ ৪১০, ৪৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৭

[৮২] সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৮৬৫৫, ৮৯৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫১, ২৯৫

[৮৩] সহীহুল বুখারী ৬৫৭, ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, দাউদ, ৭২৬০, ৭৮৫৬, ২৭৩৬৬, ২৭৪৭৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৯, দারেমী ১২১২, ১২৭৪

١٩٣- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ وَالنَّهْيِ الْأَكِيْدِ وَالْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ فِيْ تَرْكِهِنَّ

পরিচ্ছেদ - ১৯৩ : ফরয নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ এবং তা ত্যাগ করা সম্বন্ধে কঠোর নিষেধ ও চরম হুমকি

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة : ٢٣٨]

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৮ আয়াত)*

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة : ٥]

অর্থাৎ, যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

١/١٠٨١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ، قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». متفقٌ عَلَيهِ

১/১০৮১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৪]

٢/١٠٨٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفقٌ عَلَيهِ

২/১০৮২। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। (১) এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) যাকাত প্রদান করা। (৪) কা'বাগৃহের হজ্জ করা। (৫) রমযান মাসে রোযা পালন করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৫]

٣/١٠٨٣. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

---

[৮৪] সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৪, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৭৩, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, ৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দারেমী ১২২৫

[৮৫] সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯

، إلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ ». متفقٌ عَلَيهِ

৩/১০৮৩। উক্ত রাবী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "লোকেদের বিরুদ্ধে আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত (সশস্ত্র) সংগ্রাম চালাবার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ' এবং নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত আদায় করবে। সুতরাং যখনই তারা সেসব বাস্তবায়ন করবে, তখনই তারা ইসলামী হক ব্যতিরেকে নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে বাঁচিয়ে নিবে। আর তাদের (আভ্যন্তরীণ বিষয়ের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে থাকবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৬]

١٠٨٤/٤. وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : « إنَّكَ تَأْتِي قَوْماً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَومٍ وَلَيلَةٍ ، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ». متفقٌ عَلَيهِ

৪/১০৮৪। মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে ইয়ামান পাঠালেন ও বললেন, "নিশ্চয় তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের কাছে যাত্রা করছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে এই কথার প্রতি আহবান জানাবে যে, তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দিবারাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এ কথাটিও মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবহিত করবে যে, মহান আল্লাহ তাদের (ধনীদের) উপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের গরীব মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এই আদেশটিও পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে তুমি (যাকাত আদায়ের সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল-ধন হতে বিরত থাকবে এবং মযলূম (অত্যাচারিত) ব্যক্তির বদ্দুআ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, তার ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৭]

١٠٨٥/٥. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفرِ ، تَرْكَ الصَّلاَةِ ». رواه مُسلِم

৫/১০৮৫। জাবের (রাঃ) হতে বণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "মানুষ ও কুফরীর মধ্যে (পর্দা) হল, নামায ত্যাগ করা।" *(মুসলিম)*[৮৮]

---

[৮৬] সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২

[৮৭] সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৩২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪

[৮৮] মুসলিম ৮২, তিরমিযী ২৬১৮, ২৬২০, আবূ দাউদ ৪৬৭৮, ইবনু মাজাহ ১০৭৮, আহমাদ ১৪৫৬১, ১৪৭৬২, দারেমী ১২৩৩

١٠٨٦/٦. وَعَنْ بُرَيْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « اَلعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ». رواه التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح »

৬/১০৮৬। বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে চুক্তি আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে বিদ্যমান, তা হচ্ছে নামায (পড়া)। অতএব যে নামায ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কাফের হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী হাসান)*[৮৯]

١٠٨٧/٧. وَعَنْ شَقِيقِ بن عبدِ الله التَّابِعِيِّ المُتَّفَقِ عَلَى جَلاَلَتِهِ رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإيمان بإسنادٍ صحيحٍ

৭/১০৮৭। সর্বজন মহামান্য শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ তাবেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহচরবৃন্দ নামায ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না।' *(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান, বিশুদ্ধ সানাদ)*[৯০]

١٠٨٨/٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا ». رواه التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ »

৮/১০৮৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্বুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(তিরমিযী হাসান)*[৯১]

١٩٤- بَابُ فَضْلِ الصَفِّ الْأَوَّلِ وَالْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأَوَّلِ ، وَتَسْوِيَتِهَا ، وَالتَّرَاصِّ فِيْهَا

পরিচ্ছেদ - ১৯৪ : প্রথম কাতারের ফযীলত, প্রথম কাতারসমূহ পূরণ করা, কাতার সোজা করা এবং ঘন হয়ে কাতার বাঁধার গুরুত্ব

[৮৯] তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ ১০৭৯, আহমাদ ২২৪২৮, ২২৭৯৮

[৯০] তিরমিযী ২৬২২

[৯১] আবূ দাউদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১৪২৫, ১৪২৬, আহমাদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১, দারেমী ১৩৫৫

١٠٨٩/١. عَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: « أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تَصُفُّ المَلاَئِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟ قَالَ: « يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ ». رواه مُسلِم

১/১০৮৯। জাবের ইবনে সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এসে বললেন, "ফিরিশ্‌তামণ্ডলী যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ সারিবদ্ধ হবে না।" আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্‌তামণ্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কিরূপ সারিবদ্ধ হন?' তিনি বললেন, "প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে দাঁড়ান।" *(মুসলিম)*[৯২]

١٠٩٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ». متفقٌ عَلَيهِ

২/১০৯০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কী মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ছাড়া অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৯৩]

١٠٩١/٣. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا ». رواه مُسلِم

৩/১০৯১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হল পিছনের (শেষ) কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।" *(মুসলিম)*[৯৪]

١٠٩٢/٤. وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً ، فَقَالَ لَهُمْ : « تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ». رواه مُسلِم

৪/১০৯২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় সাহাবীদের মাঝে (প্রথম কাতার থেকে) পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাঁদেরকে বললেন, "এগিয়ে এসো, অতঃপর আমার

---

[৯২] মুসলিম ৪৩০, নাসায়ী ৮১৬, ১১৮৪, ১১৮৫, আবূ দাউদ ৬৬১, ৯১২, ১০০০, ইবনু মাজাহ ৯৯২, আহমাদ ২০৩৬১, ২০৪৫০, ২০৪৬৪, ২০৫১৯, ২০৫২২

[৯৩] সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১, আহমাদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৮৬৫৫, ৮৯৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মালে ১৫১, ২৯৫

[৯৪] মুসলিম ৪৪০, তিরমিযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাউদ ৬৭৮, ইবনু মাজাহ ১০০০, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, ৮২৮১, ৮৪৩০, ৮৫৮০, ৯৯১৭, দারেমী ১২৬৮

অনুসরণ কর। আর যারা তোমাদের পরে আছে, তারা তোমাদের অনুসরণ করুক। (মনে রাখবে) লোকে সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে (তাঁর করুণাদানে) পিছনে করে দেন।" *(মুসলিম)*[৯৫]

١٠٩٣/٥. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ ، وَيَقُوْلُ : «اِسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ». رَوَاهُ مُسلِم

৫/১০৯৩। আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নামাযে (কাতার বাঁধার সময়) আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, তোমরা (কাতার বাঁধার সময়ে) পরস্পরের বিরোধিতা করো না; নচেৎ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী তারা যেন আমার নিকটবর্তী থাকে। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)। তারপর যারা (জ্ঞান ও যোগ্যতায়) তাদের কাছাকাছি হবে (তারা দাঁড়াবে)।" *(মুসলিম)*[৯৬]

١٠٩٤/٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ ». متفقٌ عَلَيهِ ، وفي رواية للبخاري : « فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ ».

৬/১০৯৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) (নামাযে দাঁড়িয়ে) বললেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা, কাতার সোজা করা নামাযের পরিপূর্ণতার অংশ বিশেষ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৯৭]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, "কেননা, কাতার সোজা করা নামায প্রতিষ্ঠা করার অন্তর্ভুক্ত।"

١٠٩٥/٧. وَعَنْه ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ ». رواه البُخَارِيُّ بلفظه ، ومسلم بمعناه .

وفي رواية للبخاري: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

৭/১০৯৫। পূর্বোক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নামাযের তাকবীর (ইকামত) দেওয়া হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) আমাদের দিকে মুখ ক'রে বললেন, "তোমরা কাতারসমূহ সোজা কর এবং মিলিতভাবে দাঁড়াও। কারণ, তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই।" *(এই শব্দে বুখারী এবং একই অর্থে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)*[৯৮]

---

[৯৫] মুসলিম ৪৩৮, নাসায়ী ৭৯৫, আবূ দাউদ ৬৮০, ইবনু মাজাহ ৯৭৮, আহমাদ ১০৮৯৯, ১১১১৯

[৯৬] মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২, আবূ দাউদ ৬৭৪, ইবনু মাজাহ ৯৭৬ আহমাদ ১৬৬৫৩, দারেমী ১২৬৬

[৯৭] সহীহুল বুখারী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, ৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, ১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, ১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩

[৯৮] সহীহুল বুখারী ৪১৯,৭১৮, ৭১৯,৭২৩, ৭২৪,৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, ৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৮৬, ১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, ১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার পার্শ্বস্থ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিত।'

١٠٩٦/٨. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ». متفقٌ عَلَيهِ

وفي رواية لمسلم : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى رَأى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ ، فَرَأى رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ ، فَقَالَ : « عِبَادَ اللهِ ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ».

৮/১০৯৬। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা নিজেদের কাতার জরুর সোজা ক'রে নাও; নচেৎ আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে দিবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৯৯]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের কাতারগুলি এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি এর দ্বারা তীর সোজা করেছেন। (তিনি তাতে প্রবৃত্ত থাকতেন) যতক্ষণ না তিনি (ﷺ) জানতে পারতেন যে, আমরা তাঁর কথা বুঝে ফেলেছি। একদিন তিনি বাইরে এলেন (তারপর মুআয্যিন) তাকবীর দিতে উদ্যত হচ্ছিল, এমন সময় একটি লোকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার বুক কাতার থেকে আগে বেরিয়ে ছিল। তিনি বললেন, "আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা নিজেদের কাতার সোজা ক'রে নাও; নচেৎ তোমাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে আল্লাহ বিভিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।"

(অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা জন্ম নেবে, যার অনিবার্য পরিণতি হবে অনৈক্য, অশান্তি, দ্বন্দ্ব-কলহ তথা অধঃপতন।)

١٠٩٧/٩. وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا ، وَيَقُولُ : « لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ». وَكَانَ يَقُوْلُ : «إنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ ». رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৯/১০৯৭। বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নামাযে কাতারের ভিতরে ঢুকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলা ফেরা করতেন এবং আমাদের বুকে ও কাঁধে হাত দিতেন (অর্থাৎ, হাত দিয়ে কাতার ঠিক করতেন) আর বলতেন, "তোমরা বিভেদ করো না (অর্থাৎ, কাতার থেকে আগে পিছে হয়ো না।) নচেৎ তোমাদের অন্তর রাজ্যেও বিভেদ সৃষ্টি হবে।" তিনি আরো বলতেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রথম কাতারগুলির উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাবর্গ তাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন।" *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)*[১০০]

---

[৯৯] **সহীহুল বুখারী** ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাউদ ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৪, আহমাদ ১৭৯০৯, ১৭৯১৮, ১৭৯৫৯

[১০০] আবূ দাউদ ৬৬৪, নাসায়ী ৮১১, ইবনু মাজাহ ৯৯৭, আহমাদ ১৮০৪৫, ১৮১৪২, ১৮১৪৭, ১৮১৬৬, ১৮১৭২, ১৮২২৯, দারেমী ১২৬৪

١٠٩٨/١٠. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوانِكُمْ ، ولاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ ». رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح

১০/১০৯৮। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা কাতারগুলি সোজা ক'রে নাও। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও। (কাতারের) ফাঁক বন্ধ ক'রে নাও। তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের বাজু নরম ক'রে দাও। আর শয়তানের জন্য ফাঁক ছেড়ো না। (মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ তার সাথে মিল রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করবে (মানে কাতারে ফাঁক রাখবে), আল্লাহও তার সাথে (সম্পর্ক) ছিন্ন করবেন।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[১০১]

١٠٩٩/١١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ ، كَأَنَّهُ الحَذَفُ ». حديث صحيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسنادٍ عَلَى شرط مسلم

১১/১০৯৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ঘন ক'রে কাতার বাঁধ এবং কাতারগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি রাখ। ঘাড়সমূহ একে অপরের বরাবর কর। সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, কাতারের মধ্যেকার ফাঁকে শয়তানকে আমি প্রবেশ করতে দেখতে পাই, যেন তা কালো ছাগলের ছানা।" *(এ হাদীসটি বিশুদ্ধ, আবূ দাউদ মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।)*[১০২]

حذف এর অর্থ কালো ছোট জাতের ছাগল, যা ইয়ামানে পাওয়া যায়।

١١٠٠/١٢. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَتِمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ المُؤَخَّرِ ». رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

১২/১১০০। পূর্বোক্ত রাবী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (নামায প্রাক্কালে) বলেন, "তোমরা আগের কাতারটি পূর্ণ ক'রে নাও। তারপর ওর সংলগ্ন (কাতার পূর্ণ কর)। তারপর যে অসম্পূর্ণতা থাকে, তা শেষ কাতারে থাকুক।" *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*[১০৩]

---

[১০১] আবূ দাউদ ৬৬৬, নাসায়ী ৮১৯

[১০২] সহীহুল বুখারী ৪১৯, ৭১৮, ৭১৯, ৭২৩,৭২৪, ৭২৫, ৭৪২, ৭৪৯, ৬৪৬৮, ৬৬৪৪, মুসলিম ৪২৫, নাসায়ী ৮১৩, ৮১৫, ৮১৮, ৮৪৫, ১০৫৪, ১১১৭, আবূ দাউদ ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭১, ইবনু মাজাহ ৯৯৩; আহমাদ ১১৫৮, ৬, ১১৬৫৫, ১১৬৯৯, ১১৭৩৮, ১১৮৪৬, ১১৯১২, ১২১৫৯, ১২২৩৫, ১২৩২২, ১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৪৮, দারেমী ১২৬৩

[১০৩] সহীহুল বুখারী ৭১৮, ৭২৩, আবূ দাউদ ৬৭১, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, মুসলিম ৪৩৩, ৪৩৪, নাসায়ী ৮১৪, ৮১৫, ৮৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৯৩, আহমাদ ১১৫৯৬, ১১৬৯৯, ১১৭১৩, ১১৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৭৩, ১৩২৫২, ১৩৩৬৬, ১৩৪৮৩, ১৩৫৫৭, ১৩৬৮২, দারেমী ১২৬৩

١١٠١/١٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ » رواه أبو داود بإسناد على شرط مُسْلِمٍ ، وفيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ في تَوْثِيقِهِ .

১৩/১১০১। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই কাতারগুলোর ডানদিকের উপর রহমাত বর্ষণ করেন এবং আল্লাহর ফেরেশতারা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকেন। (আবূ দাউদ)[১০৪]

١١٠٢/١٤. وَعَنِ الْبَرَاءِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : « رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ ». رواه مُسلِمٌ

১৪/১১০২। বারা' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে যখন নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে (দাঁড়ানো) পছন্দ করতাম। যাতে তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল আমাদের দিকে ফিরান। বস্তুতঃ আমি (একদিন) তাঁকে বলতে শুনেছি, 'রাব্বি ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু (অথবা তাজমাউ) ইবা-দাক।' হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে তোমার সেই দিনের আযাব থেকে বাঁচায়ো, যেদিন তুমি স্বীয় বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে কিংবা হিসাবের জন্য জমা করবে। *(মুসলিম)*[১০৫]

١١٠٣/١٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<u>وَسِّطُوا الإِمَامَ</u>، وَسُدُّوا الْخَلَلَ». رواه أَبُو دَاوُد.

১৫/১১০৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা <u>ইমামকে কাতারের ঠিক মাঝখানে কর</u>। আর কাতারের ফাঁক বন্ধ করো।" *(আবূ দাউদ, হাদীসের প্রথমাংশ সহীহ নয়।)*[১০৬]

---

[১০৪] আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (বর্ণনাকারী উসমা হচ্ছেন উসামা ইবনু যায়েদ লাইসী। সমালোচক মুহাক্কেক আলেমদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে ভালো যদি তার বিরোধিতা করা না হয়। এ কারণে তার এ হাদীসকে একদল হাফিয হাসান আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু হাদীসটি এ ভাষায় শায অথবা মুনকার। কারণ তিনি অন্য সব নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে এককভাবে এটিকে বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণনাকারী মু'য়াবিয়্যাহ্ ইবনু হিশামের মধ্যে তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বলতা রয়েছে। (তবুও বিরোধিতা না হয়ে থাকলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য)। হাদীসটি নিরাপদ হচ্ছে (যেমনটি বাইহাক্বী বলেছেন) এ ভাষায় ঃ "আল্লাহ্ রহমাত নাযিল করেন আর ফেরেশতারা তাদের প্রতি রহমাত কামনা করে দু'আ করেন যারা কাতার সমূহকে (ফাঁক না রেখে) পূর্ণ করে দাঁড়ায়"। যেমনটি আমি "মিশকাত" গ্রন্থের (নং ১০৯৬) টীকায় উল্লেখ করেছি আর "য'ঈফু আবী দাউদ" (নং ১৫৩) এবং "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে (৬৮০) বর্ণনা করেছি। আবূ ৬৭৬, ইবনু মাজাহ ১০০৫।

[১০৫] মুসলিম ৭০৯, নাসায়ী ৮২২, আবূ দাউদ ৬১৫, ইবনু মাজাহ ১০০৬, আহমাদ ১৮০৮২, ১৮২৩৬

[১০৬] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে দু'জন মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি আমি "য'ঈফু আবী দাউদ" গ্রন্থে (নং ১০৫) বর্ণনা করেছি। তবে হাদীসটির দ্বিতীয় বাক্যের আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযি) হতে কতিপয় শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় বাক্যটি সহীহ্। এ সম্পর্কে (১০৯৮) নম্বরে সহীহ্ আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর সনদে বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনু বাশীর ইবনে খাল্লাদ এবং তার মা তারা উভয়েই মাজহূল (অপরিচিত)। ইবনু কাত্তান বলেন ঃ তাদের উভয়ের অবস্থা অজ্ঞাত। আব্দুল হক্ব ইশবীলী বলেন ঃ এ সনদটি শক্তিশালী নয়। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তার সনদটি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে আর শাওকানী তার অনুসরণ করে ((৩/১৫৩) বলেন ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনু বাশীরের অবস্থা অপ্রকাশিত আর তার মা অপরিচিতা। বিস্তারিত দেখুন "য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-" গ্রন্থে (নং ১০৬)। আবূ দাউদ ৬৮১

١٩٥- بابُ فَضْلِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ مَعَ الفَرَائِضِ وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْنَهُمَا

পরিচ্ছেদ - ১৯৫ : ফরয নামাযের সাথে সুন্নাতে 'মুআক্কাদাহ' পড়ার ফযীলত। আর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ও তার মাঝামাঝি রাকআত-সংখ্যার বিবরণ

١١٠٤/١. وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً غَيرَ الفَرِيضَةِ ، إلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ، أَوْ إلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ ». رواه مُسلِمٌ

১/১১০৪। মু'মিন জননী উম্মে হাবীবাহ রামলা বিন্তে আবূ সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে কোন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য প্রত্যহ ফরয নামায ছাড়া বারো রাকআত সুন্নত নামায পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন অথবা তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হয়।" *(মুসলিম)*[১০৭]

١١٠٥/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَ المَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَ العِشَاءِ . متفقٌ عَلَيهِ

২/১১০৫। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি দু' রাকআত যোহরের (ফরযের) আগে, দু' রাকআত তার পরে এবং দু' রাকআত জুমআর পরে, দু' রাকআত মাগরেব বাদ, আর দু' রাকআত নামায এশার (ফরযের) পরে পড়েছি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১০৮]

١١٠٦/٣. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ». قال فِي الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ ». متفقٌ عَلَيهِ

৩/১১০৬। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে। প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে।" তৃতীয়বারে বললেন, "যে চায় তার জন্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১০৯]

'দুই আযানের মাঝখানে' অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

---

[১০৭] মুসলিম ৭২৮, তিরমিযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬-১৮১০, আবূ দাউদ ১২৫০, ইবনু মাজাহ ১১৪১, আহমাদ ২৬২৩৫, ২৬৮৪৯, ২৬৮৬৫, দারেমী ১২৫০

[১০৮] সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, ১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, ৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪

[১০৯] সহীহুল বুখারী ৬২৪, ৬২৭, মুসলিম ৮৩৮, তিরমিযী ১৮৫, নাসায়ী ৬৮১, আবূ দাউদ ১২৮৩, ইবনু মাজাহ ১১৬২, আহমাদ ১৬৪৮, ২০০২১, ২০০৩৭, ২০০৫১, দারেমী ১৪৪০

١٩٦- بَابُ تَأْكِيْدِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الصُّبْحِ

পরিচ্ছেদ - ১৯৬ : ফজরের দু' রাকআত সুন্নতের গুরুত্ব

١١٠٧/١. عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

১/১১০৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও ফজরের আগে দু' রাকআত নামায কখনো ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী)*[১১০]

١١٠٨/٢. وَعَنْها ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ . متفقٌ عَلَيهِ

২/১১০৮। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দু' রাকআত সুন্নতের প্রতি যেরূপ যত্নবান ছিলেন, সেরূপ অন্য কোন নফল নামাযের প্রতি ছিলেন না।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১১১]

١١٠٩/٣. وَعَنْها ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». رواه مُسلِمٌ . وفي رواية : « لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً » .

৩/১১০৯। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ফজরের দু' রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে সবার চেয়ে উত্তম।" *(মুসলিম)*[১১২] অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "ঐ দুই রাকআত আমার নিকট দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক প্রিয়।"

١١١٠/٤. وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ بِلاَلِ بنِ رَبَاحٍ ﷺ ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ ، لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الغَدَاةِ ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ ، حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً، فَقَامَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، وَتَابَعَ أَذَانَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدّاً ، وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - : « إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَي الفَجْرِ » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدّاً ؟ فقالَ : « لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ ، لَرَكَعْتُهُمَا ، وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا ». رواه أَبُو دَاوُدَ بإسناد حسن

৪/১১১০। আবূ আব্দুল্লাহ বিলাল ইবনে রাবাহ- যিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুআযযিন ছিলেন।- (একবার) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ফজরের নামাযের খবর দেবার মানসে তাঁর নিকট হাযির হলেন। তখন

---

[১১০] সহীহুল বুখারী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, , মুসলিম ২৪৬২৩, দারেমী ১৪৩৯

[১১১] সহীহুল বুখারী ১১৬৩, মুসলিম ৭২৪, আবূ দাউদ ১২৫৪, আহমাদ ২৩৭৫, ২৪৮৩৬

[১১২] মুসলিম ২৫, তিরমিযী ৪১৬, নাসায়ী ১৭৫৯, আহমাদ ২৫৭৫৪

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রাখলেন, তিনি যে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভোর খুব বেশি পরিস্ফুট হয়ে পড়ল, সুতরাং বিলাল দাঁড়িয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নামাযের খবর দিলেন এবং বারংবার জানাতে থাকলেন। কিন্তু তিনি বাইরে এলেন না। (তার কিছুক্ষণ পর) তিনি এলেন ও লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। তখন বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জানালেন যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে এমন বিষয়ে ব্যস্ত রেখেছিলেন, যে সম্পর্কে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত খুব ফর্সা হয়ে গেল এবং তিনিও বাইরে আসতে দেরি করলেন। তিনি (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বললেন, "আমি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ছিলাম।" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো একদম সকাল ক'রে দিলেন।' তিনি বললেন, "তার চেয়েও বেশি সকাল হয়ে গেলেও, আমি ঐ দু' রাকআত সুন্নত পড়তাম এবং সুন্দর ও উত্তমরূপে পড়তাম।" *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*[১১৩]

١٩٧- بَابُ تَخْفِيْفِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَبَيَانِ مَا يُقْرَأُ فِيْهِمَا ، وَبَيَانِ وَقْتِهِمَا

পরিচ্ছেদ - ১৯৭ : ফজরের দু' রাকআত সুন্নত হাল্কা পড়া, তাতে কী সূরা পড়া হয় এবং তার সময় কী?

١١١١/١. عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ . متفقٌ عَلَيهِ .

وفي روايةٍ لَهُمَا : يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ : هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ القُرْآنِ .

وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا. وفي رواية: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ.

১/১১১১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের সময় আযান ও ইকামতের মাঝখানে সংক্ষিপ্ত দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১১৪]

উভয়ের অন্য বর্ণনায় আছে, আযান শোনার পর তিনি ফজরের দু' রাকআত সুন্নত এত সংক্ষেপে ও হাল্কাভাবে পড়তেন যে, আমি (মনে মনে) বলতাম, 'তিনি সূরা ফাতেহাও পাঠ করলেন কি না (সন্দেহ)?'

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, 'যখন তিনি আযান শুনতেন তখন ঐ দু' রাকআত সংক্ষিপ্তভাবে পড়তেন।' অন্য বর্ণনায় আরো আছে, 'যখন ফজর উদয় হয়ে যেত।'

١١١٢/٢. وَعَنْ حَفصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلْصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . متفقٌ عَلَيهِ .

---

[১১৩] আবূ দাউদ ১২৫৭, আহমাদ ২৩৩৯৩

[১১৪] সহীহুল বুখারী ৬১৯, ১১৫৯, ১১৬৪, মুসলিম ৪৭১, ৭২৪, ৭৩৬, তিরমিযী ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৭৫৬, ১৭৫৭, ১৭৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, আদ ১২৫৫, ১৩৩৮, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১৩৫, ১৩৫৮, ১৩৫৯, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৬৪৭, ২৩৭০৫, ২৩৭১৯, ২৩৭৩৭, ২৩৭৪১, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

২/১১১২। হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন মুআয্যিন আযান দিত ও ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, যখন ফজর উদয় হত তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায ছাড়া আর কিছু পড়তেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১১৫]

١١١٣/٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ ، وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ . متفقٌ عَلَيهِ

৩/১১১৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতে (তাহাজ্জুদের নামায) দুই দুই রাকআত ক'রে পড়তেন। আর রাতের শেষ ভাগে এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নত) পড়তেন। আর এত দ্রুত পড়তেন যেন তাকবীর-ধ্বনি তাঁর কানে পড়ছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১১৬]

١١١٤/٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي الأُولَى مِنْهُمَا : ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآيَةَ الَّتِي فِي البَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا : ﴿آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ .

وفي رواية: وَفِي الآخِرَةِ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾. رواه مسلم

৪/১১১৪। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ফজরের সুন্নত নামাযের প্রথম রাকআতে 'কূলূ আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা ইলাইনা' (১৩৬নং) শেষ আয়াত পর্যন্ত - যেটি সূরা বাক্বারায় আছে - পাঠ করতেন। আর তার দ্বিতীয় রাকআতে 'আমান্না বিল্লাহি অশহাদ বিআন্না মুসলিমূন' (আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত) পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকআতে আলে-ইমরানের (৬৪নং আয়াত) 'তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা অবাইনাকুম' পাঠ করতেন। *(মুসলিম)*[১১৭]

١١١٥/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾. رَوَاهُ مُسلِم

---

[১১৫] সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, ১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, ৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪

[১১৬] সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮

[১১৭] মুসলিম ৭২৭, নাসায়ী ৯৪৪, আহমাদ ২০৪৬, ২৩৮৬

৫/১১১৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের দু' রাকআত সুন্নতে সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(মুসলিম)*[১১৮]

١١١٦/٦. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، شَهراً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : «حَدِيثٌ حَسَنٌ»

৬/১১১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এক মাস ব্যাপী লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ফজরের আগে দু'রাকআত সুন্নত নামাযে এই দুই সূরা 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(তিরমিযী, হাসান)*[১১৯]

١٩٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أَمْ لَا

পরিচ্ছেদ - ১৯৮ : তাহাজ্জুদের নামায পড়ুক আর না পড়ুক ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়ে ডান পার্শ্বে শোয়া মুস্তাহাব ও তার প্রতি উৎসাহ দান।

١١١٧. عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكعَتَي الفَجْرِ ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ . رَوَاهُ البُخَارِي

১/১১১৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন, তখন ডান পার্শ্বে শুয়ে (বিশ্রাম) নিতেন।' *(বুখারী)*[১২০]

١١١٨/١. وَعَنها ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِ إِحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ . رَوَاهُ مُسلِم

২/১১১৮। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার নামায শেষ করার পর থেকে নিয়ে ফজরের নামায অবধি এগার রাকআত (তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন)। প্রত্যেক দু' রাকআতে সালাম ফিরতেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর যখন মুআযযিন ফজরের

---

[১১৮] মুসলিম ৭২৬, নাসায়ী ৯৪৫, ইবনু মাজাহ ১১৪৮

[১১৯] তিরমিযী ৪১৭, ইবনু মাজাহ ১১৪৯, নাসায়ী ৯৯২, আহমাদ ৫৬৫৮, ৫৬৬৬, ৫৭০৮

[১২০] সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬০, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬-৭৩৮, তিরমিযী ৪৪০, ৪৩৯, নাসায়ী ৬৮৫, ১৫৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১১৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮-৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৫৪, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫

নামাযের আযান দিয়ে চুপ হত এবং ফজর তাঁর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আর মুআযযিন (ফজরের সময় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য) তাঁর কাছে আসত, তখন তিনি উঠে সংক্ষিপ্তভাবে দু' রাকআত নামায পড়ে নিতেন। তারপর ডান পার্শ্বে শুয়ে (জিরিয়ে) নিতেন। এইভাবে মুআযযিন নামাযের তাকবীর দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে হাযির হওয়া পর্যন্ত (তিনি শুয়ে থাকতেন)।' *(মুসলিম)* [১২১]

'প্রত্যেক দুই রাকআতে সালাম ফিরতেন।' এরূপ মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হয়েছে। এর মানে 'প্রত্যেক দু' রাকআত পর।'

١١١٩/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»

৩/১১১৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ফজরের দু' রাকআত সুন্নত পড়বে, তখন সে যেন তার ডান পার্শ্বে শুয়ে যায়।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী বিশুদ্ধ সূত্রে, তিরমিযীর উক্তি ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ)* [১২২]

١٩٩- بَابُ سُنَّةِ الظُّهْرِ

পরিচ্ছেদ - ১৯৯ : যোহরের সুন্নত

١١٢٠/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا . متفقٌ عَلَيهِ

১/১১২০। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে যোহরের আগে দু' রাকআত ও তার পরে দু' রাকআত সুন্নত পড়েছি।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১২৩]

١١٢١/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ

২/১১২১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের আগে চার রাকআত সুন্নত ত্যাগ করতেন না। *(বুখারী)* [১২৪]

---

[১২১] সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১৫৪, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭৩৬, তিরমিযী ৪৪০, ৪৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭১৭, ১৭২৩, ১৭৪৯, ১৭৫৬, ১৭৬২, ১৭৮০, ১৭৮১, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-১৩৩৬, ১৩৩৮-১৩৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯, ১৩৬০, ইবনু মাজাহ ১৩৫৭, ১৩৫৯, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৯৪০, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৪, ২৬৬, ২৮৬, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৫৮৫, ১৫৮১

[১২২] আবূ দাউদ ১২৬১, তিরমিযী ৪২০, ইবনু মাজাহ ১১৯৯

[১২৩] সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, ১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, ৫৩৭৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪

[১২৪] সহীহুল বুখারী ১১৮২, নাসায়ী ১৭৫৭, ১৭৫৮, আবূ দাউদ ১২৫৩, ইবনু মাজাহ ১১৫৬, আহমাদ ২৩৬৪৭, ২৩৮১৯, ২৪৬২৩, দারেমী ১৪৩৯

١١٢٢/٣. وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً ، ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءِ ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسلِم

৩/১২২২। উক্ত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার ঘরে যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন, তারপর (মসজিদে) বের হয়ে গিয়ে লোকেদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন। অতঃপর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। তিনি লোকেদেরকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়ার পর আমার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন। (অনুরূপভাবে) তিনি লোকেদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়তেন, অতঃপর আমার ঘরে ফিরে এসে দু' রাকআত সুন্নত পড়তেন।' *(মুসলিম)*[১২৫]

١١٢٣/٤. وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: **«مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»**. رواه أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح»

৪/১১২৩। উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকআত ও পরে চার রাকআত সুন্নত পড়তে যত্নবান হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেবেন।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[১২৬]

١١٢٤/٥. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَقَالَ : **« إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ »**. رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنٌ »

৫/১১২৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম গগনে) ঢলে যাবার পর, যোহরের ফরযের পূর্বে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। আর বলতেন, "এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সময়েই আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বে উঠুক।" *(তিরমিযী হাসান)*[১২৭]

١١٢٥/٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعاً قَبلَ الظُّهْرِ ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ ، وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ »

৬/১১২৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়তে সুযোগ পেতেন না, তখন তার পরে তা পড়ে নিতেন। *(তিরমিযী হাসান)*[১২৮]

---

[১২৫] মুসলিম ৭৩০, নাসায়ী ১৬৪৬, ১৬৪৭, আবূ দাউদ ৯৫৪, আহমাদ ২৫৭৫৪

[১২৬] আবূ দাউদ ১২৬৯, তিরমিযী ৪২৭, ৪২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬০, আহমাদ ২৬২৩২

[১২৭] তিরমিযী ৪৭৮, আহমাদ ১৪৯৭০

[১২৮] তিরমিযী ৪২৬, ইবনু মাজাহ ১১৫৮

٢٠٠- بَابُ سُنَّةِ الْعَصْرِ

পরিচ্ছেদ - ২০০ : আসরের সুন্নতের বিবরণ

١١٢٦/١. عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ : « حَدِيثٌ حَسَنٌ »

১/১১২৬। আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসরের ফরয নামাযের আগে চার রাকআত সুন্নত পড়তেন। তার মাঝখানে নিকটবর্তী ফিরিশ্তাবর্গ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম ও মু'মিনদের প্রতি সালাম পেশ করার মাধ্যমে পার্থক্য করতেন।' (অর্থাৎ, চার রাকআতে দু' রাকআত পর পর সালাম ফিরতেন।) *(তিরমিযী হাসান)*[১২৯]

١١٢٧/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « رَحِمَ اللهُ امْرَءاً صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعاً». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: « حَدِيثٌ حَسَنٌ ».

২/১১২৭। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নত পড়ে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)*[১৩০]

١١٢٨/٣.وعَنْ عليِّ بن أَبِي طالبٍ، رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصرِ رَكْعَتَيْنِ .

৩/১১২৮। আলী ইবনু আবী ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মাঝে মাঝে) আসরের আগে দু রাক'আত (সুন্নাত) পড়তেন। (আবূ দাউদ) হাদীসটি যঈফ।[১৩১]

٢٠١- بَابُ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

পরিচ্ছেদ - ২০১ : মাগরেবের ফরয নামাযের পূর্বে ও পরের সুন্নতের বিবরণ

এ বিষয়ে ইবনে উমার ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বিশুদ্ধ হাদীস (১১০৫, ১১২২ নম্বরে) গত হয়েছে; যাতে আছে যে, মাগরিবের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' রাকআত নামায পড়তেন।

١١٢٩/١. وَعَنْ عبد الله بن مُغَفَّلٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ ». قال في الثَّالِثَةِ : «لِمَنْ شَاءَ ». رواه البُخَارِيُّ

১/১১২৯। আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (দু'বার) বললেন,

---

[১২৯] তিরমিযী ৪২৯, ইবনু মাজাহ ১১৬১

[১৩০] আবূ দাউদ ১২৭১, তিরমিযী ৪৩০

[১৩১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু 'তিনি আসরের পূর্বে দু'রাক'আত আদায় করতেন' এ ভাষায় হাদীসটি শায। নিরাপদ হচ্ছে "তিনি আসরের পূর্বে চার রাক'আত সলাত আদায় করতেন'। "য'ঈফ আবী দাউদ" গ্রন্থে (নং ২৩৫) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আবূ দাউদ ১২৭২, তিরমিযী ৪২৯।

“তোমরা মাগরেবের পূর্বে (দু’ রাকআত) নামায পড়।” অতঃপর তৃতীয় বারে তিনি বললেন, “যার ইচ্ছা হবে, (সে পড়বে।)” *(বুখারী)*[১৩২]

* (যদিও মাগরেবের পূর্বে এটি সুন্নাতে রাতেবা নয় তবুও তিনবার এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করাতে এর গুরুত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ উৎসাহ দান তথা জোর দেওয়ায় এর মুস্তাহাব হওয়ার কথা প্রতিপন্ন হয়।)

٢/١١٣٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِبِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

২/১১৩০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরিবের সময় থামগুলোর দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হতেন।’ (দু’ রাকআত সুন্নত পড়ার উদ্দেশ্যে।) *(বুখারী)*[১৩৩]

٣/١١٣١. وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ ، فَقِيلَ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَّهُمَا ؟ قَالَ : كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا . رواه مسلم

৩/১১৩১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সূর্যাস্তের পর মাগরেবের ফরয নামাযের আগে দু’ রাকআত সুন্নত পড়তাম।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘নবী ﷺ ঐ দু’ রাকআত পড়তেন কি?’ তিনি বললেন, ‘তিনি আমাদেরকে ওই দু’ রাকআত পড়তে দেখতেন, কিন্তু আমাদেরকে (তার জন্য) আদেশও করতেন না এবং তা থেকে বারণও করতেন না।’ *(মুসলিম)*[১৩৪]

٤/١١٣٢. وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الغَرِيبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا . رواه مسلم

৪/১১৩২। উক্ত রাবী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমরা মদীনাতে ছিলাম। যখন মুআয্যিন মাগরেবের আযান দিত, তখন লোকেরা থামগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হত এবং দু’ রাকআত নামায পড়ত। এমনকি কোন বিদেশী অচেনা মানুষ মসজিদে এলে, অধিকাংশ লোকের ঐ দু’ রাকআত পড়া দেখে মনে করত যে, (মাগরেবের ফরয) নামায পড়া হয়ে গেছে (এবং তারা পরের সুন্নত পড়ছে)।’ *(মুসলিম)*[১৩৫]

---

[১৩২] সহীহুল বুখারী ১১৮৩, ৭৩৬৮, আবূ দাউদ ১২৮১, আহমাদ ২০০২৯

[১৩৩] সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, মুসলিম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, দারেমী ১৪৪১

[১৩৪] মুসলিম ৮৩৬, সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, ৪৩৭০, নাসায়ী ৬৮২, আবূ দাউদ ১২৮, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৪৫, ১৩৫৭১, দারেমী ১৪৪১

[১৩৫] সহীহুল বুখারী ৫০৩, ৬২৫, মুসলিম ৮৩৬, ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আবূ দাউদ ১২৮২, আহমাদ ১১৯০১, ১২৬৬৫, ১৩৫৭১, ১৩৫৯৬, ইবনু মাজাহ ১১৬৩, দারেমী ১৪৪১

٢٠٢- بَابُ سُنَّةِ الْعِشَاءِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا

পরিচ্ছেদ - ২০২ : এশার আগে ও পরের সুন্নতসমূহের বিবরণ

এ বিষয়ে বিগত ইবনে উমারের (১১০৫নং) হাদীস, 'আমি নবী ﷺ-এর সাথে এশার পর দু' রাকআত সুন্নত পড়েছি' এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল কর্তৃক বর্ণিত (১১০৬নং) হাদীস, 'প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে নামায আছে।' উল্লিখিত হয়েছে।

٢٠٣- بَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ - ২০৩ : জুমুআর সুন্নত

ইবনে উমার (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত (১১০৫নং) হাদীস গত হয়েছে। তাতে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি নবী ﷺ-এর সাথে জুমুআর পর দু' রাকআত সুন্নত পড়েছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

١/١١٣٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبعاً ». رواه مسلم

১/১১৩৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি জুমআর নামায আদায় করবে, তখন সে যেন তারপর চার রাকআত (সুন্নত) পড়ে।" *(মুসলিম)*[১৩৬]

٢/١١٣٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ . رواه مسلم

২/১১৩৪। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ জুমআর পর (মসজিদ থেকে) ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন সুন্নত নামায পড়তেন না। সুতরাং নিজ বাড়িতে (এসে) দু' রাকআত নামায পড়তেন। *(মুসলিম)*[১৩৭]

٢٠٤- بَابُ اِسْتِحْبَابِ جَعْلِ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ سَوَاءٌ الرَّاتِبَةُ وَغَيْرُهَا وَالْأَمْرِ بِالتَّحْوِيْلِ لِلنَّافِلَةِ مِنْ مَّوْضَعِ الْفَرِيْضَةِ أَوِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ

পরিচ্ছেদ - ২০৪ : নফল (ও সুন্নত নামায) ঘরে পড়া উত্তম। তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ হোক কিম্বা অন্য কিছু। সুন্নত বা নফলের জন্য, যে স্থানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করা বা ফরয ও তার মধ্যে কোন কথা দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করার নির্দেশ

---

[১৩৬] মুসলিম ৮৮১, তিরমিযী ৫২৩-২৪, নাসায়ী ১৪২৬, আবূ দাউদ ১১৩১, ইবনু মাজাহ ১১৩২, আহমাদ ৯৪০৬, ১০১০১, দারেমী ১৫৭৫

[১৩৭] সহীহুল বুখারী ৬১৮, ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩, ১১৮১, মুসলিম ৭২৩, ৭২৯, ৮৮২, তিরমিযী ৪২৫, ৪৩৩, ৫২২, নাসায়ী ৫৮৩, ১৪২৭, ১৪২৮, ১৭৬৯০, ১৭৬১, ১৭৬৫-১৭৭৯, আবূ দাউদ ১১২৮, ১১৩০, ১১৩২, ইবনু মাজাহ ১১৪৫, আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৬৪৬, ৫৭৪২, ৪৯০২, ৫১০৬, ৫২৭৪, ৫৩৯৪, ৫৪০৯, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৫৭১, ৫৬৫৫, ৫৭০৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৮৫, দারেমী ১৪৩৭, ১৪৪৩, ১৪৪৪, ১৫৭৩, ১৫৭৪

١١٣٥/١. عَن زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৩৫। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ বাড়িতে নামায পড়। কারণ, ফরয নামায ব্যতীত পুরুষের উত্তম নামায হল, যা সে নিজ বাড়িতে পড়ে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৮]

١١٣٦/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৩৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের কিছু নামায তোমাদের বাড়িতে পড় এবং সে (ঘর-বাড়ি)গুলিকে কবরে পরিণত করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৯]

١١٣٧/٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً ». رواه مسلم

৩/১১৩৭। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় (ফরয) নামায মসজিদে আদায় ক'রে নেবে, সে যেন তার কিছু নামায নিজ বাড়ির জন্যও নির্ধারিত করে। কেননা, তার নিজ ঘরে আদায়কৃত (সুন্নত) নামাযে আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ ও বর্কত প্রদান করেন।" *(মুসলিম)* [১৪০]

١١٣٨/٤. وَعَنْ عُمَرَ بنِ عَطَاءٍ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي المَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ ، قُمْتُ فِي مَقَامِي ، فَصَلَّيْتُ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَن لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ . رواه مسلم

৪/১১৩৮। উমার ইবনে আত্বা হতে বর্ণিত, নাফে' ইবনে জুবাইর তাঁকে নামেরের ভাগ্নে সায়েবের নিকট এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন, যা মুআবিয়া (রাঃ) তাঁকে নামাযের ব্যাপারে করতে দেখেছিলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি তাঁর (মুআবিয়া)র সাথে মাকসূরায় (মসজিদের মধ্যে বাদশাদের জন্য তৈরী বিশেষ নিরাপদস্থান) জুমআর নামায পড়েছি। সুতরাং যখন ইমাম সালাম

---

[১৩৮] সহীহুল বুখারী ৭৩১, ৬১১৩, ৭২৯০, মুসলিম ৭৮১, তিরমিযী ৪৫০, নাসায়ী ১৫৯৯, আবূ দাউদ ১০৪৪, ১৪৫৭, আহমাদ ২১০৭২, ২১০৮, ২১১১৪, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৩, দারেমী ১৩৫৬

[১৩৯] সহীহুল বুখারী ৪৩২, ১১৮৭, মুসলিম ৭৭৭, তিরমিযী ৪৫১, নাসায়ী ১৫৯৮, আবূ দাউদ ১৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৭, আহমাদ ৪৪৯৭, ৪৬৩৯, ৬০০৯

[১৪০] মুসলিম ৭৭৮, ইবনু মাজাহ ১৩৭৬, আহমাদ ১৩৯৮২, ১৩৯৮৬

ফিরলেন, তখন আমি যেখানে ফরয নামায পড়ছিলাম, সেখানেই উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং (সুন্নত) নামায পড়লাম। তারপর যখন মুআবিয়া (রাঃ) বাড়ি প্রবেশ করলেন, তখন আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তুমি যা করলে তা আগামীতে আর কখনো করো না। যখন তুমি জুমআর (ফরয) নামায পড়বে, তখন তার সাথে মিলিয়ে অন্য নামায পড়ো না; যতক্ষণ না তুমি কারো সাথে কথা বল অথবা সেখান থেকে অন্যত্র সরে যাও। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই আদেশ আমাদেরকে করেছেন যে, আমরা যেন এক নামাযকে অন্য নামাযের সাথে না মিলাই, যতক্ষণ না কোন লোকের সাথে কথা বলে নিই, কিম্বা সেখান হতে অন্যত্র সরে যাই।" *(মুসলিম)*[১৪১]

٢٠٥- بَابُ الْحَثِّ عَلَى صَلَاةِ الْوِتْرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُنَّةٌ مُّؤَكَّدَةٌ وَبَيَانِ وَقْتِهِ

পরিচ্ছেদ - ২০৫ : বিত্‌রের প্রতি উৎসাহ দান, তা সুন্নতে মুআক্কাদাহ এবং তা পড়ার সময়

١/١١٣٩. عَن عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: « حديث حسن »

১/১১৩৯। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বিত্‌রের নামায, ফরয নামাযের ন্যায় অপরিহার্য নয়। কিন্তু নবী (ﷺ) এটিকে প্রচলিত করেছেন (অর্থাৎ, এটি সুন্নত)। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ বিত্‌র (বিজোড়) সেহেতু তিনি বিত্‌র (বিজোড়কে) ভালবাসেন। অতএব হে কুরআনের ধারকবাহকগণ! তোমরা বিত্‌র পড়।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[১৪২]

٢/١١٤٠. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمِنْ أَوْسَطِهِ، وَمِنْ آخِرِهِ، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৪০। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাতের প্রতিটি ভাগেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌র পড়েছেন; রাতের প্রথম ভাগে, এর মধ্য ভাগে ও শেষ ভাগে। তাঁর বিত্‌রের শেষ সময় ছিল ভোরবেলা পর্যন্ত।' *(বুখারী, মুসলিম)*[১৪৩]

(অর্থাৎ এর প্রথম সময় এশার পর পরই শুরু হয় আর শেষ সময় ফজর উদয়কাল অবধি অবশিষ্ট থাকে। এর মধ্যে যে কোন সময় ১,৩,৫,৭, প্রভৃতি বিজোড় সংখ্যায় বিত্‌র পড়া বিধেয়।)

٣/١١٤١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১১৪১। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা তোমাদের রাতের শেষ

[১৪১] মুসলিম ৮৮৩, আবূ দাউদ ১১২৯, আহমাদ ১৬৪২৪, ১৬৪৬৮

[১৪২] আবূ দাউদ ১৪১৬, তিরমিযী ৪৫৩, নাসায়ী ১৬৭৫, ইবনু মাজাহ ১১৬৯

[১৪৩] মুসলিম ৭৪৫, তিরমিযী ৪৫৬, নাসায়ী ১৬৮১, আঁবূ দাউদ ১৪৩৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৫, আহমাদ ২৪৪৫৩, দারেমী ১৫৮৭

নামায বিত্‌র কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৪৪]

١١٤٢/٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ». رواه مسلم

৪/১১৪২। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ফজর হওয়ার পূর্বেই তোমরা বিত্‌র পড়ে ফেল।" *(মুসলিম)*[১৪৫]

١١٤٣/٥. وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ ، وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرتْ . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : فَإِذَا بَقِيَ الوِتْرُ ، قَالَ : « قُومِي فَأَوتِري يَا عَائِشَة ».

৫/১১৪৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতে তাঁর (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন। আর তিনি (আয়েশা) তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতেন। অতঃপর যখন (সব নামায পড়ে) বিত্‌র বাকি থাকত, তখন তাঁকে তিনি জাগাতেন এবং তিনি (আয়েশা) বিত্‌র পড়তেন। *(মুসলিম)*[১৪৬]

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন বিত্‌র অবশিষ্ট থাকত, তখন তিনি বলতেন, "আয়েশা! উঠ, বিত্‌র পড়ে নাও।"

١١٤٤/٦. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالوِتْرِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৬/১১৪৪। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "ফজর হওয়ার আগে ভাগেই বিত্‌র পড়ে নাও।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[১৪৭]

١١٤٥/٧. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيلِ ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رواه مسلم

৭/১১৪৫। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে না পারার আশংকা করবে, সে যেন শুরু রাতেই বিত্‌র পড়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি রাতের শেষ ভাগে উঠে (ইবাদত) করার লালসা রাখে, সে যেন রাতের শেষ ভাগেই বিত্‌র সমাধা করে। কারণ, রাতের শেষ ভাগের নামাযে ফিরিশ্‌তারা হাজির হন এবং এটিই উত্তম আমল। *(মুসলিম)*[১৪৮]

---

[১৪৪] সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৯৯৫, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮

[১৪৫] মুসলিম ৭৫৪, তিরমিযী ৪৬৮, নাসায়ী ১৬৮৩, ১৬৮৪, ইবনু মাজাহ ১১৮৯, আহমাদ ১০৭১, ১০৯০৯, ১০৯৩১, ১১২০৮, দারেমী ১৫৮৮

[১৪৬] মুসলিম ৭৪৪, সহীহুল বুখারী ৫১২-১৫, ৫১৯, নাসায়ী ১৬৬-৬৮, ৭৫৯, আবূ দাউদ ৭১০-১৪, আহমাদ ২৪৬৫৮, ২৫১৬৮

[১৪৭] সহীহুল বুখারী ৯৯৫, ৪৭২, নাসায়ী , ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসলিম ৭৪৯, ৭৫১, তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮

[১৪৮] মুসলিম ৭৫৫, তিরমিযী ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ১১৮৭, আহমাদ ১৩৯৭২, ১৪২১৫, ১৪৩৩৫, ২৭০২১

٢٠٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحٰى

وَبَيَانِ أَقَلِّهَا وَأَكْثَرِهَا وَأَوْسَطِهَا ، وَالْحَثُّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

পরিচ্ছেদ - ২০৬ : চাশ্‌তের নামাযের ফযীলত

এর ন্যূনতম অধিকতম ও মধ্যম রাকআত সংখ্যার উল্লেখ তথা অব্যাহতভাবে এটি পড়ার প্রতি উৎসাহ দান

١١٤٦/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৪৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমাকে এই তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন; (১) প্রতি মাসে তিনটি (১৩, ১৪, ১৫ তারীখে) রোযা রাখার। (২) চাশ্‌তের দু' রাকআত (সুন্নত) পড়ার। (৩) এবং ঘুমাবার আগে বিত্‌র পড়ে নেওয়ার।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৪৯]

ঘুমাবার আগে বিত্‌র পড়ে নেওয়ার হুকুম সেই ব্যক্তির জন্য, যে রাতের শেষে উঠতে পারবে বলে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না। নচেৎ রাতের শেষভাগে বিত্‌র পড়াই বেশী উত্তম।

١١٤٧/٢. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ». رواه مسلم

২/১১৪৭। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ এমন অবস্থায় সকালে উঠে যে, তার (দেহের) প্রতিটি জোড়ের সাদকা দেওয়ার জন্য সে দায়বদ্ধ হয়। সুতরাং প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রত্যেক 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সাদকাস্বরূপ, প্রতিটি 'আল্লাহু আকবার' বলা সাদকাস্বরূপ, সৎকাজের আদেশ দেওয়া সাদকাস্বরূপ এবং মন্দকাজে বাধা দেওয়া সাদকাস্বরূপ। আর এ সমস্ত কিছুর পরিবর্তে দু' রাকআত (চাশ্‌তের) নামায পড়লে তা যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*[১৫০]

١١٤٨/٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله . رواه مسلم

৩/১১৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাশ্‌তের চার রাকআত নামায পড়তেন এবং আল্লাহ যতটা চাইতেন সেই মত তিনি আরো বেশী পড়তেন।' *(মুসলিম)*[১৫১]

---

[১৪৯] সহীহুল বুখারী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসলিম ৭২১, তিরমিযী ৭৬০, নাসায়ী ১৬৭৭-৭৮, ২৪০৬, আবূ দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৯৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, ৭৪৬০, ৭৫৩৮, ৭৫৮১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৮১৮৪, ৮৮৪৫, ৯৬০০, ১০১০৫, দারেমী ১৪৫৪, ১৭৪৫

[১৫০] মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫-৮৬

[১৫১] মুসলিম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, ২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২-৫৩

١١٤٩/٤. وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ فَاخِتَةَ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَامَ الفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ ، صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَذَلِكَ ضُحىً. متفقٌ عَلَيْهِ . وهذا مختصرُ لفظِ إحدى روايات مسلم

৪/১১৪৯। উম্মে হানী ফাখেতাহ বিন্তে আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মক্কা বিজয়ের বছরে আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, তিনি গোসল করছেন। যখন তিনি গোসল সম্পন্ন করলেন, তখন আট রাকআত নামায পড়লেন। আর তখন ছিল চাশ্‌তের সময়।' *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি মুসলিমের একটি বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার)*[১৫২]

٢٠٧- بَابُ تَجْوِيْزِ صَلَاةِ الضُّحٰى مِنْ اِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلٰى زَوَالِهَا وَالْأَفْضَلُ أَنْ تُصَلِّي عِنْدَ اِشْتِدَادِ الْحَرِّ وَارْتِفَاعِ الضُّحٰى

পরিচ্ছেদ - ২০৭ : সূর্য উঁচুতে ওঠার পর থেকে ঢলা পর্যন্ত চাশতের নামায পড়া বিধেয়। উত্তম হল দিন উত্তপ্ত হলে এবং সূর্য আরো উঁচুতে উঠলে এ নামায পড়া

١١٥٠/١. عَن زَيدِ بنِ أَرْقَمٍ ﷺ : أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِيْنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ ». رواه مسلم

১/১১৫০। যায়দ বিন আরক্বাম (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা তিনি দেখলেন, একদল লোক চাশ্‌তের নামায পড়ছে। তিনি বললেন, 'যদি ওরা জানত যে, নামায এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে পড়া উত্তম। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "আওয়াবীন (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)দের নামায যখন উঁটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" *(মুসলিম)*[১৫৩]

٢٠٨- بَابُ الْحَثِّ عَلٰى صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ

পরিচ্ছেদ - ২০৮ : তাহিয়্যাতুল মাসজিদ

(মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকআত নফল নামায পড়া) এর জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। মসজিদে ঢুকে ঐ নফল পড়ার আগে বসা মকরূহ। যে কোন সময়েই প্রবেশ করা হোক না কেন তা পড়া চলে। উপরন্তু তাহিয়্যাতুল মাসজিদের নিয়তে দু' রাকআত পড়লে অথবা ফরয বা সুন্নতে রাতেবা পড়লে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আর আলাদা ভাবে পড়তে হবে না।)

---

[১৫২] মুসলিম ৭১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৮১, আহমাদ ২৩৯৩৫, ২৪১১৭, ২৪৩৬৮, ২৪৫৯৯, ২৪৭০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮, মুসলিম ৩৩৬, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪, নাসায়ী ২২৫, ৪১৫, আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩, ১৩৭৯, আহমাদ ২৬৩৪৭, ২৬৩৫৬, ২৬৮৩৩, মুওয়াত্তা মালিক ৩৫৯, দারেমী ১৪৫২-৫৩

[১৫৩] মুসলিম ৭৪৮, আহমাদ ১৮৭৭, ১৮৭৮৪, ১৮৮৩২, ১৮৮৬০, দারেমী ১৪৫৭

١١٥١/١. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৫১। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু' রাকআত নামায না পড়া অবধি না বসে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৪]

١١٥٢/٢. وَعَنْ جابرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : « صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৫২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এলাম, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, "দু' রাকআত নামায পড়।" *(বুখারী, মুসলিম)*[১৫৫]

٢٠٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ - ২০৯ : ওযূর পর তাহিয়্যাতুল ওযূর দু' রাকআত নামায পড়া উত্তম

١١٥٣/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ : « يَا بِلاَلُ! حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ » قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري

১/১১৫৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, "হে বিলাল! আমাকে সর্বাধিক আশাপ্রদ আমল বল, যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর বাস্তবায়িত করেছ। কেননা, আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।" বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমার দৃষ্টিতে এর চাইতে বেশী আশাপ্রদ এমন কোন আমল করিনি যে, আমি যখনই রাত-দিনের মধ্যে যে কোন সময় পবিত্রতা অর্জন (ওযূ, গোসল বা তায়াম্মুম) করেছি, তখনই ততটুকু নামায পড়েছি, যতটুকু নামায পড়া আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।' *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি বুখারীর)*[১৫৬]

---

[১৫৪] সহীহুল বুখারী ৪৪৪, ১১৬৭, মুসলিম ৭১৪, তিরমিযী ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, আবূ দাউদ ৪৬৭, ইবনু মাজাহ ১০২৩, আহমাদ ২২০১৭, ২২০৭২, ২২০৮৮, ২২১৪৬, দারেমী ১৩৯৩

[১৫৫] সহীহুল বুখারী ৪৪৩, ১৮০১, ২০৯৭, ২৩০৯, ২৩৯৪, ২৪৭০, ২৬০৩, ২৬০৪, ২৭১৮, ২৮৬১, ২৯৬৭, ৩০৮৭, ৩০৯০, ৫০৭৯, ৫২৪৫-৫২৪৭, মুসলিম ৭১৫, তিরমিযী ১১০০, ১১৭২, ২৭১২, নাসায়ী ৩২১৯, ৩২২০, ৩২২৬, ৪৫৯০, ৪৫৯১, ৪৬৩৭-৪৬৪১, আবূ দাউদ ২০৪৮, ২৭৭৬-২৭৭৮, ৩৩৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬০, আহমাদ ১৩৭১৮, ১৩৭৬৪, ১৩৭৭২, ১৩৭৮০, ১৩৮১৪, ১৩৮২০, ১৩৮২২, দারেমী ২২১৬, ২৬৩১

[১৫৬] সহীহুল বুখারী ১১৪৯, মুসলিম ২৪৫৮, আহমাদ ৮১৯৮, ৯৩৮০

٢١٠- بَابُ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوْبِهَا وَالْاِغْتِسَالِ لَهَا وَالتَّطُيُّبِ وَالتَّبْكِيْرِ إِلَيْهَا وَالدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَبَيَانِ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ وَاسْتِحْبَابِ إِكْثَارِ ذِكْرِ اللهِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

পরিচ্ছেদ - ২১০ : জুমআর দিনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

জুমআর জন্য গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া, এ দিনে দুআ করা, নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পড়া ও এ দিনের কোন এক সময়ে দুআ কবুল হওয়ার বিবরণ এবং জুমআর পর বেশী বেশী মহান আল্লাহর যিক্র করা মুস্তাহাব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ، وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

١١٥٤/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخرِجَ مِنْهَا ». رواه مسلم

১/১১৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্‌তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্‌ত থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।” *(মুসলিম)*[১৫৭]

١١٥٥/٢. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَى، فَقَدْ لَغَا». رواه مسلم

২/১১৫৫। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন ক'রে জুমআর নামায পড়তে আসবে এবং নীরবে মনোযোগসহকারে (খুতবা) শুনবে, তার সেই জুমআহ হতে পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সময় তথা আরো তিন দিনের (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপসমূহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাঁকর স্পর্শ করবে, সে বাজে কাজ করবে।” *(মুসলিম)*[১৫৮]

١١٥٦/٣. وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ». رواه مسلم

---

[১৫৭] মুসলিম ৮৫৪, তিরমিযী ৪৮৮, ৪৯১, নাসায়ী ১৩৭৩, ১৪৩০, আহমাদ ৭৬৩০, ৮১৪১, ৯৯৩০, ১০১৬৭, ১০২৬৭, ১০৫৮৭, ২৭৬০৮, ২৭২৩৪

[১৫৮] মুসলিম ৮৫৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০, ইবনু মাজাহ ১০৯০, আহমাদ ৯২০০

৩/১১৫৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আরো বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ হতে পরের জুমআহ পর্যন্ত, এক রামযান হতে অন্য রমযান পর্যন্ত (কৃত নামায-রোযা) সেগুলির মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র) পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত (মোচনকারী) হয় (এই শর্তে যে,) যখন মহাপাপ থেকে বিরত থাকা যাবে।" *(মুসলিম)*[১৫৯]

١١٥٧/٤. وَعَنْه ، وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﷺ : أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : « لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ ». رواه مسلم

৪/১১৫৭। আবূ হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "লোকেরা যেন জুমআহ ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন, তারপর তারা অবশ্যই উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।" *(মুসলিম)*[১৬০]

١١٥٨/٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১১৫৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন জুমআতে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন গোসল করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬১]

١١٥٩/٦. وَعَنْ أَبِي سعيدِ الخُدْرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১১৫৯। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক সাবালকের উপর জুমআর দিনের গোসল ওয়াজেব।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬২]

এখানে ওয়াজেবের অর্থ এখতিয়ারী ওয়াজেব (মুস্তাহাব) ধরা হয়েছে। যেমন কেউ তার সাথীকে বলে, 'আমার উপর তোমার অধিকার ওয়াজেব।' (অর্থাৎ, অবশ্য পালনীয়।) এর মানে প্রকৃত ওয়াজেব নয়; যা ত্যাগ করলে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে হয়। আর আল্লাহই অধিক জানেন। (ওয়াজেব না হওয়ার প্রমাণ পরবর্তী হাদীস।)

١١٦٠/٧. وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ » رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৭/১১৬০। সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর

---

[১৫৯] মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২৪১, ইবনু মাজাহ ১০৭৬, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৪৯৮, ৮৯৪৪, ৯০৯২, ১০১৯৮, ২৭২৯০

[১৬০] মুসলিম ৮৬৫, নাসায়ী ১৩৭০, ইবনু মাজাহ ৭৯৪, ১১২৭, আহমাদ ২১৩৩, ২২৯০, ৩০৮৯, ৫৫৩৫, দারেমী ১৫৭০

[১৬১] সহীহুল বুখারী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, তিরমিযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, ১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, ৪৪৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, ৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মালিক ২৩১, দারেমী ১৫৩৬

[১৬২] সহীহুল বুখারী ৯১৯, ৮৭৭, ৮৯৪, তিরমিযী ৪৯৩, নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫, ১৪০৭, ইবনু মাজাহ ১০৮৮, আহমাদ ৩০৫০, ৪৪৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, ৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, মুওয়াত্তা মালিক ২৩১, দারেমী ১৫৩৬

দিনে ওযূ করল তাহলে তা যথেষ্ট ও উত্তম। আর যে গোসল করল, (তার) গোসল হল সর্বোত্তম।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[১৬৩]

١١٦١/٨. وَعَنْ سَلْمَانَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَومَ الجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى ». رواه البخاري

৮/১১৬১। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল ও সাধ্যমত পবিত্রতা অর্জন করে, নিজস্ব তেল গায়ে লাগায় অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি (আতর) ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) গিয়ে দু'জনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি না করেই (যেখানে স্থান পায়, বসে যায়) এবং তার ভাগ্যে যত রাকআত নামায জোটে, আদায় করে। তারপর ইমাম খুতবা আরম্ভ করলে নীরব থাকে, সে ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত কৃত সমুদয় (সাগীরা) গুনাহরাশিকে মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী)*[১৬৪]

١١٦٢/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ ، حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ». متفقٌ عَلَيْهِ .

৯/১১৬২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকির গোসলের ন্যায় গোসল করল এবং (সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে) প্রথম অক্তে মসজিদে এল, সে যেন একটি উঁট দান করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি গাভী দান করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে এল, সে যেন একটি শিংবিশিষ্ট দুম্বা দান করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে এল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে এল, সে যেন একটি ডিম দান করল। তারপর ইমাম যখন খুত্‌বাহ প্রদানের জন্য বের হন, তখন (লেখক) ফিরিশ্‌তাগণ যিক্‌র শোনার জন্য হাজির হয়ে যান।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬৫]

١١٦٣/١٠. وَعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَقَالَ : « فِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئاً ، إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهُ » وَأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. متفقٌ عَلَيْهِ

১০/১১৬৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা জুমআর দিন সম্বন্ধে আলোচনা

---

[১৬৩] তিরমিযী ৪৯৭, আবূ দাউদ ৩৫৪, নাসায়ী ১৩৮০, আহমাদ ১৯৫৮৫, ১৯৬১২, ১৯৬৬১, ১৯৬৬৪, ১৯৭৪৬

[১৬৪] সহীহুল বুখারী ৮৮৩, ৯১০, নাসায়ী ১৪০৩, আহমাদ ২৩১৯৮, ২৩২০৬, ২৩২১৩, দারেমী ১৫৪১

[১৬৫] সহীহুল বুখারী ৮৮১, ৯২৯, ৩২১১, মুসলিম ৮৫০, ১৮৬০, তিরমিযী ৪৯৯, নাসায়ী ৮৬৪, ১৩৭৫-১৩৮৮, আবূ দাউদ ৩৫১, ইবনু মাজাহ ১০৯২, আহমাদ ৭২১৭, ৭৪৬৭, ৭৫২৮, ৭৬৩০, ৭৭০৮, ৯৫৮২, ৯৬১০, ১০১৯০, মুওয়াত্তা মালিক ২২৭, দারেমী ১৫৪৩

ক'রে বললেন, "ওতে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি ঐ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায অবস্থায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দান ক'রে থাকেন।" এ কথা বলে তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬৬]

١١٦٤/١١. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي شَأْنِ سَاعَةِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْل : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ ». رواه مسلم

১১/১১৬৪। আবূ বুর্দাহ ইবনে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি জুমআর দিনের বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে আপনার পিতাকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করতে শুনেছেন?' তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "সেই মুহূর্তটুকু ইমামের মেম্বারে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতরে।" *(মুসলিম)*[১৬৭]

١٢/١١٦٥. وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১২/১১৬৫। আওস ইবনে আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম একটি দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। কেননা, তোমাদের পাঠ করা দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[১৬৮]

٢١١- بَابُ اِسْتِحْبَابِ سُجُوْدِ الشُّكْرِ عِنْدَ حُصُوْلِ نِعْمَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوِ انْدِفَاعِ بَلِيَّةٍ ظَاهِرَةٍ

পরিচ্ছেদ - ২১১ : শুক্‌রের সিজদার বিবরণ

দৃশ্যতঃ কোন মঙ্গল লাভ হলে বা বাহ্যতঃ কোন বিপদ-আপদ কেটে গেলে শুক্‌রানা সিজদাহ (কৃতজ্ঞতামূলক সাজদাহ) করা মুস্তাহাব।

١١٦٦/١.عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن مَكَّةَ نُرِيدُ المَدِينَةَ ،

[১৬৬] সহীহুল বুখারী ৯৩৫, ৫২৯৫, ৬৪০০, মুসলিম ৮৫২, তিরমিযী ৪৯১, নাসায়ী ১৪৩০-১৪৩২, আবূ দাউদ ১০৪৬, ইবনু মাজাহ ১১৩৭, আহমাদ ৭১১১, ৭৪২৩, ৭৬৩১, ৭৭১১, ৭৭৬৪, ৮৯৫৩, ৮৯৮৬, ৯৮৭৪, ৯৯২৯, ৯৯৭০, ১১২৩০, মুওয়াত্তা মালিক ২২২, ২৪২, দারেমী ১৫৬৯

[১৬৭] মুসলিম ৮৫৩, আবূ দাউদ ১০৪৯

[১৬৮] আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ ১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২

فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِن عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَدَعَا اللهَ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا ، فَمَكَثَ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَعَلَهُ ثَلاثاً وَقَالَ: «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي شُكْرًا ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي ، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً لِرَبِّي شُكراً ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي ، فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخَرَ ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي» رواه أبو داود .

১/১১৬৬। সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে আমরা মক্কা থেকে মাদীনার পানে রওয়ানা দিলাম। আমরা যখন 'আযওয়ারা নামক স্থানের নিকটবর্তী হলাম, তিনি সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন এবং তাঁর দুই হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করলেন, তারপর সাজদাহ করলেন, দীর্ঘ সময় সাজদায় থাকলেন, তারপর উঠলেন এবং আবার দুই হাত তুলে কিছু সময় দু'আ করলেন, তারপর আবার সাজদায় নত হলেন। তিনি তিনবার এমন করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছিলাম এবং আমার উম্মাতের জন্য সুপারিশ করেছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার এক-তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিয়েছেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমি সাজদাহ করলাম। তারপর আমি মাথা উঠিয়ে আমার উম্মাতের জন্য আমার প্রভুর কাছে আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আমার আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিলেন। এজন্যও আমি কৃতজ্ঞতার সাজদাহ করলাম। তারপর মাথা তুলে আমার উম্মাতের জন্য আবেদন করলাম। তিনি আমাকে আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মাত (জান্নাতে) দিলেন। এজন্যও আমি কৃতজ্ঞতার সাজদাহ করলাম।[১৬৯]

(অবশ্য শুক্রের সিজদাহ অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী (ﷺ)-কে কোন সুসংবাদ দেওয়া হলে তিনি সিজদাহ করতেন।) *(ইবনে মাজাহ ১১৪১নং)*

٢١٢- بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ - ২১২ : রাতে উঠে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ [الإسراء : ٧٩]

অর্থাৎ, রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর; এটা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

---

[১৬৯] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদ দুর্বল যেমনটি আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে (নং ৪৬৭) এবং "য'ঈফা" গ্রন্থে নং (৩২২৯/৩২৩০) আলোচনা করেছি। এর এক বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া ইবনুল হাসান সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি মাদানী তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। তার থেকে মূসা ইবনু ইয়াকূব বর্ণনা করেছেন। এর সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাজহূলুল হাল। প্রকৃতপক্ষে আস'আস ইবনু ইসহাক মাজহূলুল হাল আর মূসা ইবনু ইয়াকূব হচ্ছেন মাজহূলুল আইন। [বিস্তারিত দেখুন "য'ঈফা" গ্রন্থের উক্ত নম্বরে]। আবূ দাউদ ২৭৭৫।

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة : ١٦]

অর্থাৎ, তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে। *(সূরা সাজদাহ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات : ١٧]

অর্থাৎ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। *(সূরা যারিয়াত ১৭ আয়াত)*

١/١١٦٧. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ : « **أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟** » متفقٌ عَلَيْهِ .

১/১১৬৭। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বললেন, "আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭০]

٢/١١٧٨. وَعَنِ المُغِيرَةِ بن شُعبة نَحْوهُ متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৬৮। মুগীরা ইবনে শু'বা হতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

٣/١١٦٩. وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ لَيْلاً ، فَقَالَ : « **أَلاَ تُصَلِّيَانِ ؟** » متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১১৬৯। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ও ফাতেমার নিকট রাত্রি বেলায় আগমন করলেন এবং বললেন, "তোমরা (স্বামী-স্ত্রী) কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭১]

٤/١١٧٠. وَعَنْ سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ؓ، عَن أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ** ». قَالَ سالِم : فَكَانَ عَبدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَنامُ مِنَ اللَّيلِ إلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১১৭০। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একবার) বললেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে উমার কতই না ভাল মানুষ হত, যদি সে রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ত।" সালেম বলেন, 'তারপর থেকে (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ রাতে অল্পক্ষণই ঘুমাতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭২]

---

[১৭০] সহীহুল বুখারী ৪৮৩৭, ১১১৮, ১১১৯, ১১৪৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৮, মুসলিম ৭৩১, ২৮২০, তিরমিযী ৪১৮, নাসায়ী ১৬৪৮-১৬৫০, আবূ দাউদ ১২৬২, ১২৬৩, ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭

[১৭১] সহীহুল বুখারী ১১২৭, ৪৭২৪, ৭৩৪৭, ৭৪৬৫, মুসলিম ৭৭৫, নাসায়ী ১৬১১, ১৬১২, আহমাদ ৫৭২, ৭০৭, ৯০২

[১৭২] সহীহুল বুখারী ৪৪০, ১১২২, ১১৫৮, ৩৭৩৯, ৩৭৪১, ৭০১৬, ৭০২৯, ৭০৩১, মুসলিম ২৪৭৮, ২৪৭৯, তিরমিযী ৩২১, নাসায়ী ৭২২, ইবনু মাজাহ ৭৫১, ৩৯১৯ আহমাদ ৪৪৮০, ৪৫৯৩, ৪৫৮৫, ৬২৯৪, দারেমী ১৪০০, ২১৫২

١١٧١/٥. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا عَبدَ اللهِ ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ ؛ كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১১৭১। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না। সে রাতে উঠে নামায পড়ত, তারপর রাতে উঠা ছেড়ে দিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭৩]

١١٧٢/٦. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيلَةً حَتَّى أَصْبَحَ ، قَالَ : « ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ - أَوْ قَالَ : فِي أُذُنِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১১৭২। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন একটি লোকের কথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করা হল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করে। তিনি বললেন, "এ এমন এক মানুষ, যার দু'কানে শয়তান প্রস্রাব ক'রে দিয়েছে।" অথবা বললেন, "যার কানে প্রস্রাব ক'রে দিয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭৪]

١١٧٣/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلاَثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيلٌ طَويلٌ فَارْقُدْ، فَإنِ اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلّتْ عُقدَةٌ ، فَإنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإلاَّ أَصْبحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৭/১১৭৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, 'তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও।' অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭৫]

١١٧٤/٨. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ : أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَمٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৮/১১৭৪। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল!

---

[১৭৩] সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪-১৯৮০, ২৪১৮-২৪২৩, ৫০৫২-৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮-২৩৯৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯-২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮-১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬

[১৭৪] সহীহুল বুখারী ১১৪৪, ৩২৭০, মুসলিম ৭৭৪, নাসায়ী ১৬০৮, ১৬০৯, ইবনু মাজাহ ১৩৩০, আহমাদ ৩৫৪৭, ৪০৪৯

[১৭৫] সহীহুল বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম ৭৭৬, নাসায়ী ১৬০৭, আবূ দাউদ ১৩০৬, ইবনু মাজাহ ১৩২৯, আহমাদ ৭২৬৬, ৭৩৯২, ১০০৭৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪২৬

তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্ন দাও এবং **লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়।** তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[১৭৬]

١١٧٥/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ ». رواه مسلم

৯/১১৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (**তাহাজ্জুদের**) নামায।" *(মুসলিম)* [১৭৭]

١١٧٦/١٠. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১০/১১৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "রাতের নামায দু' দু' রাকআত করে। অতঃপর যখন ফজর হওয়ার আশংকা করবে, তখন এক রাকআত বিত্র পড়ে নেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৭৮]

١١٧٧/١١. وَعَنْه ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ .متفقٌ عَلَيْهِ

১১/১১৭৭। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতের বেলায় দু' দু' রাকআত ক'রে নামায পড়তেন এবং এক রাকআত বিত্র পড়তেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৭৯]

١١٧٨/١٢. وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئاً ، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيلِ مُصَلِّياً إلاَّ رَأَيْتَهُ ، وَلاَ نَائِماً إلاَّ رَأَيْتَهُ . رواه البخاري

১২/১১৭৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোন কোন মাসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমনভাবে রোযা ত্যাগ করতেন যে, মনে হত তিনি (সাঃ) উক্ত মাসে আর রোযাই রাখবেন না। অনুরূপভাবে কোন মাসে এমনভাবে (একাদিক্রমে) রোযা রাখতেন যে, মনে হত তিনি ঐ মাসে আর রোযা ত্যাগই করবেন না। (তাঁর অবস্থা এরূপ ছিল যে,) যদি তুমি তাঁকে রাত্রিতে নামায পড়া অবস্থায়

---

[১৭৬] তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারেমী ১৪৬০

[১৭৭] মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৮৫, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দারেমী ১৭৫৭, ১৭৫৮

[১৭৮] সহীহুল বুখারী ৪৭২, ৪৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭, মুসলিম ৭৪৯, তিরমিযী ৪৩৭, ৬৪১, ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৬৮, ১৬৬৯, ১৬৭০, ১৬৭১, ১৬৭২, ১৬৭৩, ১৬৭৪, ১৬৮২, ১৬৯২, ১৬৯৪, আবূ দাউদ ১৪২১, ১৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৫, ১১৭৬, ১৩২২, আহমাদ ৪৪৭৮, ৪৫৪৫, ৪৬৯৬, ৪৭৭৬, ৪৮৩২, ৪৮৪৫, ৪৯৫১, ৫০১২, ৫০৬৬, ৫১০১, ৫১৯৫, ৫৩৭৬, ৪৫৩১, ৪৫৪৭, ৪৫৬৬, ৫৫১২, মুওয়াত্তা মালিক ২৬১, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, দারেমী ১৪৫৮

[১৭৯] ঐ

দেখতে না চাইতে, তবু বাস্তবে তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে। আর তুমি যদি চাইতে যে, তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখবে না, কিন্তু বাস্তবে তুমি তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেতে।' *(বুখারী)* [১৮০]

١١٧٩/١٣. وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ تَعْنِي فِي اللَّيلِ ـ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأسَهُ ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ المُنَادِي لِلصَّلاَةِ. رواه البخاري

১৩/১১৭৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগার রাকআত নামায পড়তেন, অর্থাৎ, রাতে। তিনি মাথা তোলার পূর্বে এত দীর্ঘ সাজদাহ করতেন যে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ পঞ্চাশ আয়াত পড়তে পারবে। আর ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত নামায পড়ে ডান পার্শ্বে শুয়ে আরাম করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিকট নামাযের ঘোষণাকারী এসে হাযির হত।' *(বুখারী)*[১৮১]

١١٨٠/١٤. وَعَنْها ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ - فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ - عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثاً. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: **« يَا عَائِشَة، إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي»**. متفقٌ عَلَيْهِ

১৪/১১৮০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযান ও অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না। তারপর (আবার) চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। অতঃপর তিন রাকআত (বিত্‌র) পড়তেন। (একদা তিনি বিত্‌র পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন।) আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিত্‌র পড়ার পূর্বেই ঘুমাবেন?" তিনি বললেন, "আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮২]

١١٨١/١٥. وَعَنْها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي . متفقٌ عَلَيْهِ

১৫/১১৮১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের প্রথম দিকে

---

[১৮০] সহীহুল বুখারী ১১৪১, ১৯৭২, ১৯৭৩, মুসলিম ১১৫৮, তিরমিযী ৭৬৯, ২০১৫, নাসায়ী ১৬২৭, আগ ১১৬০১, ১১৭১৯, ১২২১৩, ১২৪২১, ১২৪৭১, ১২৬৫৪, ১২৭৬২, ১২৯৬০, ১২৯৯০, ১৩০৬১, ১৩২৩৮, ১৩৩০৪, ১৩৩৭০, ১৩৮৬, ১৩৪০৬

[১৮১] সহীহুল বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ১১৬০, ১১৬৫, ৬৩১০, মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭৪৯, ১৭৬২, আবূ দাউদ ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ইবনু মাজাহ ১১৯৮, ১৩৫৮, আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৬৮, ২৩৬৯৭, ২৩৭০৫, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০২৪, ২৪০৫৬, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৭৪৫, ২৪৮১৬, ২৪৯০৭, ২৪৯৫৮, ২৫৫২০, মুওয়াত্তা মালিক ২৪৩, ২৬৪, দারেমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৫, ১৪৮৫

[১৮২] সহীহুল বুখারী ১১৪৭, ২০১৩, ৩৫৬৯, মুসলিম ৭৩৮, তিরমিযী ৪৩৯, নাসায়ী ১৬৯৭, আবূ দাউদ ১৩৪১, আহমাদ ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৭৪৮, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৫২৭৭, ২৫৭৫৬, ২৫৮২৬, মুওয়াত্তা মালিক ২৬৫

ঘুমাতেন ও শেষের দিকে উঠে নামায পড়তেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৮৩]

(অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি এরূপ করতেন নচেৎ এর ব্যতিক্রমও করতেন।)

١١٨٢/١٦. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ ! قِيلَ : مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ . متفقٌ عَلَيْهِ

১৬/১১৮২। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি একটা মন্দ কাজের ইচ্ছা ক'রে ফেলেছিলাম।' ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে ইচ্ছাটা কি করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৮৪]

١١٨٣/١٧. وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المِئَةِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَقُلتُ : يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى ، فَقُلتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يقرأُ مُتَرَسِّلاً : إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسبِيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : « **سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ** » فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ : « **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ** » ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : « **سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى** » فَكَانَ سجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

১৭/১১৮৩। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ আরম্ভ করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু করবেন।' (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাআত চালু রাখলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'তিনি এরই দ্বারা (সূরা শেষ করে) রুকু করবেন।' কিন্তু তিনি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ পড়লেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে তেলাঅত করতেন। যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (অতঃপর) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ' (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল। হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন। অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ (কওমায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। তারপর সাজদাহ করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, 'সুবহানাল্লা রাব্বিয়াল আ'লা' (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। আর তাঁর সাজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম

---

[১৮৩] সহীহুল বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ৭৩৯, নাসায়ী ১৬৪০, ১৬৮০, ইবনু মাজাহ ১৩৬৫, আহমাদ ২৩৮১৯, ২৪১৮৫, ২৪৫৪, ২৫৬২৪

[১৮৪] সহীহুল বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, ইবনু মাজাহ ১৪১৮, আহমাদ ৩৬৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭, ৪১৮৭

(দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি। *(মুসলিম)* [১৮৫]

١١٨٤/١٨. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُوْلُ القُنُوْتِ». رواه مسلم

১৮/১১৮৪। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সর্বোত্তম নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, "দীর্ঘ কিয়ামযুক্ত নামায।" *(মুসলিম)* [১৮৬]

١١٨٥/١٩. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَحَبُّ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاةُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৯/১১৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ-স (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায, দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নামায এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা, দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর রোযা; তিনি অর্ধরাতে নিদ্রা যেতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে ইবাদত করার জন্য উঠতেন। অতঃপর রাতের ষষ্টাংশে আবার নিদ্রা যেতেন। (অনুরূপভাবে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ত্যাগ করতেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৭]

١١٨٦/٢٠. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ». رواه مسلم

২০/১১৮৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "রাত্রিকালে এমন একটি সময় আছে, কোন মুসলিম ব্যক্তি তা পেয়েই দুনিয়া ও আখেরাত বিষয়ক যে কোন উত্তম জিনিস প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে তা দিয়ে থাকেন। ঐ সময়টি প্রত্যেক রাতে থাকে।" *(মুসলিম)* [১৮৮]

١١٨٧/٢١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحِ الصَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ». رواه مسلم

---

[১৮৫] মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১৩৫১, আহমাদ ২২৯৭৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, ২২৮০০, ২২৮৩৩, ২২৮৫৪, ২২৮৫৮, ২২৫৬৬, ২২৮৯০, ২২৯০২, দারেমী ১৩০৬

[১৮৬] মুসলিম ৭৫৬, তিরমিযী ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪২১, আহমাদ ১৩৮২১, ১৪৭৮৮

[১৮৭] সহীহুল বুখারী ১১৩১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৯৭৪ থেকে ১৯৮০, ৩৪১৮, ৩৪১৯, ৩৪২০, ৫০৫২, ৫০৫৩, ৫০৫৪, ৫১৯৯, ৬১৩৪, ৬২৭৭, মুসলিম ১১৫০৯, তিরমিযী ৭৭০, নাসায়ী ১৬৩০, ২৩৪৪, ২৩৮৮ থেকে ২৩৯৪, ২৩৯৬, ২৩৯৭, ২৩৯৯ থেকে ২৪০৩, আবূ দাউদ ১৩৮৮ থেকে ১৩৯১, ২৪২৭, ২৪৪৮, ইবনু মাজাহ ১৩৪৬, ১৭১২, আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৫৫, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৭২১, ৬৭২৫, ৬৭৫০, ৬৭৯৩, ৬৮০২, ৬০৮২৩, ৬৮২৪, ৬৮৩৪, ৬৮৩৭, ৬৮৭৫, ৬৮৮২, ৬৯৮৪, ৭০৫৮, দারেমী ১৭৫২, ৩৪৮৬

[১৮৮] মুসলিম ৭৫৭, আহমাদ ১৩৯৪৫, ১৪৩৩৬, ২৭৫৬৩

২১/১১৮৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ রাতে নামায পড়ার জন্য উঠবে, সে যেন হাল্কাভাবে দু' রাকআত পড়ার মাধ্যমে নামায শুরু করে।" *(মুসলিম)*[১৮৯]

١١٨٨/٢٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ . رواه مسلم

২২/১১৮৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রাতে (তাহাজ্জুদের) জন্য উঠতেন, তখন দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ার মাধ্যমে আরম্ভ করতেন।' *(মুসলিম)*[১৯০]

١١٨٩/٢٣. وَعَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِن اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

২৩/১১৮৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'দৈহিক ব্যথা-বেদনা বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের নামায ছুটে যেত, তাহলে তিনি দিনের বেলায় ১২ রাকআত নামায পড়তেন।" *(মুসলিম)* [১৯১]

١١٩٠/٢٤. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ». رواه مسلم

২৪/১১৯০। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় অযীফা (দৈনিক যথা নিয়মে তাহাজ্জুদের নামায) অথবা তার কিছু অংশ না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, অতঃপর যদি সে ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে তা পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য তা এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে তা রাতেই পড়েছে।" *(মুসলিম)*[১৯২]

١١٩١/٢٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا المَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ المَاءَ ». رواه أبُو داود بإسناد صحيح

২৫/১১৯১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখে পানির ছিটা মারে। অনুরূপ আল্লাহ সেই মহিলার প্রতি

---

[১৮৯] মুসলিম ৭৬৮, আবূ দাউদ ১৩২৩, আহমাদ ৭১৩৬, ৭৬৯০, ৮৯৩১

[১৯০] মুসলিম ৭৬৭, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৫১৪৯

[১৯১] মুসলিম ৭৪৬, তিরমিযী ৪৪৫, নাসায়ী ১৭২২, ১৭২৩, ১৭২৪, ১৭২৫, ১৭৮৯, আবূ দাউদ ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১১৯১, আহমাদ ২৩৭৪৮, ২৫৬৮৭, দারেমী ১৪৭৫

[১৯২] মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৪০৮, নাসায়ী ১৭৯০ থেকে ১৭৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, ১৩৪৩, ২২০, ৩৭৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭০, দারেমী ১৪৭৭

দয়া করুন, যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকেও জাগায়। অতঃপর যদি সে (জাগতে) অস্বীকার করে, তাহলে সে তার মুখে পানির ছিটা মারে।" *(আবু দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*[১৯৩]

١١٩٢/٢٦. وَعَنْه وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا - أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২৬/১১৯২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয় হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে উভয়ে নামায পড়ে অথবা তারা উভয়ে দু' রাকআত ক'রে নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে (অতীব) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের দলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [১৯৪]

١١٩٣/٢٧. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ». متفقٌ عَلَيْهِ

২৭/১১৯৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভিভূত হবে, তখন সে যেন নিদ্রা যায়, যতক্ষণ না তার নিদ্রার চাপ দূর হয়ে যায়। কারণ, যখন কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নামায পড়বে, তখন সে খুব সম্ভবতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে লাগবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৯৫]

١١٩٤/٢٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ القُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ ، فَلْيَضْطَجِع ». رواه مسلم

২৮/১১৯৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠবে ও (ঘুমের চাপের কারণে) জিহ্বায় কুরআন পড়তে এমন অসুবিধা বোধ করবে যে, সে কি বলছে তা বুঝতে পারবে না, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।" *(মুসলিম)* [১৯৬]

٢١٣- بَابُ اِسْتِحْبَابِ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيْحُ

পরিচ্ছেদ - ২১৩ : কিয়ামে রমযান বা তারাবীহর নামায মুস্তাহাব

١١٩٥/١. عن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا

---

[১৯৩] আবূ দাউদ ১৩০৮, নাসায়ী ১৬১০, ইবনু মাজাহ ১৩৩৬, আহমাদ ৭৩৬২

[১৯৪] আবূ দাউদ ১৩০৯, ইবনু মাজাহ ১৩৩৫

[১৯৫] সহীহুল বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাউদ ১৩১০, ইবনু মাজাহ ১৩৭০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯, ২৫৭৭৭, মুওয়াত্তা মালিক ২৫৯, দারেমী ১৩৮৩

[১৯৬] মুসলিম ৭৮৭, আবূ দাউদ ১৩১১, ইবনু মাজাহ ১৩৭২, আহমাদ ২৭৪৫০

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৯৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমযান মাসে কিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে), তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ ক'রে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৯৭]

١١٩٦/٢. وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ، فيَقُوْل : « مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». رواه مسلم

২/১১৯৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামে রমযান (তারাবীহ) সম্পর্কে দৃঢ় আদেশ (ওয়াজিব) না করেই, তার প্রতি উৎসাহ দান করতেন এবং বলতেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানে কিয়াম (তারাবীহর নামায আদায়) করবে, তার অতীতের পাপ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)* [১৯৮]

٢١٤- بَابُ فَضْلِ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَبَيَانِ أَرْجَى لَيَالِهَا

পরিচ্ছেদ - ২১৪ : শবেক্বদরের ফযীলত এবং সর্বাধিক সম্ভাবনাময় রাত্রি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জান? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাত্রিতে ফিরিশ্তাগণ ও রূহ (জিবরীল) অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিময় সেই রাত্রি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত। *(সূরা ক্বাদর)*

তিনি আরো বলেছেন,

حم ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿3﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾ أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার আদেশক্রমে, আমি

[১৯৭] সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ থেকে ২২০৭, ৫০২৭, আবূ দাউদ ৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দারেমী ১৭৭৬

[১৯৮] ঐ

তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। এ তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে করুণা; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা দুখান ৩ আয়াত)*

١/١١٩٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النبيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১১৯৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শবেক্বদরে (ভাগ্যরজনী অথবা মহিয়সী রজনীতে) ঈমানসহ নেকীর আশায় কিয়াম করে (নামায পড়ে), তার অতীতের গুনাহ মাফ ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৯৯]

٢/١١٩٨. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১১৯৮। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু সাহাবাকে স্বপ্নযোগে (রমযান মাসের) শেষ সাত রাতের মধ্যে শবেক্বদর দেখানো হল। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি দেখছি যে, শেষ সাত রাতের ব্যাপারে তোমাদের স্বপ্নগুলি পরস্পরের মুতাবিক। সুতরাং যে ব্যক্তি শবেক্বদর অনুসন্ধানী হবে, সে যেন শেষ সাত রাতে তা অনুসন্ধান করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০০]

٣/١١٩٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويَقُوْل : « تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১১৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রমযানের শেষ দশ দিনে এতেকাফ করতেন এবং বলতেন, "তোমরা রমযানের শেষ দশকে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০১]

٤/١٢٠٠. وعنها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ». رواه البخاري

৪/১২০০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "রমযান মাসের শেষ দশকের বিজোড় (রাত)গুলিতে শবেক্বদর অনুসন্ধান কর।" *(বুখারী)* [২০২]

٥/١٢٠١. وَعَنْهَا ، رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ ،

---

[১৯৯] সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮ থেকে ২২০৭, ৫০২৭, আবূ দাউদ ৩১৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫, দারেমী ১৭৭৬

[২০০] সহীহুল বুখারী ২০১৫, ৪৯৯১, মুসলিম ১১৬৫, আহমাদ ৪৪৮৫, ৪৫৩৩, ৪৬৫৭, ৪৭৯৩, ৪৯১৯, ৫০১১, ৫২৬১, ৫৪০৭, ৫৪২০, ৫৪৬১, ৫৬১৯, ৫৮৯৬, ৬৪৩৮, মুওয়াত্তা মালিক ৭০৬

[২০১] সহীহুল বুখারী ২০২০, ২০১৭, মুসলিম ১১৬৯, তিরমিযী ৭৯২, আহমাদ ২৩৭১৩, ২৩৭৭১, ২৩৯২৪, ২৫১৬২

[২০২] ঐ

أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ. متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১২০১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রমযানের শেষ দশক প্রবেশ করত, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে নিজে জাগতেন, নিজ পরিজনদেরকেও জাগাতেন, কঠোর পরিশ্রম করতেন এবং কোমরে লুঙ্গি বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৩]

١٢٠٢/٦. وَعَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ ، وَفِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ . رواه مسلم

৬/১২০২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আল্লাহর ইবাদতের জন্য) যত পরিশ্রম করতেন, অন্য কোন মাসে তেমন পরিশ্রম করতেন না। (অনুরূপভাবে) রমযানের শেষ দশকে যত মেহনত করতেন অন্য দিনগুলিতে তত মেহনত করতেন না।' *(মুসলিম, প্রথমাংশ মুসলিম শরীফে নেই। হয়তো বা অন্য কপিতে আছে।)* [২০৪]

١٢٠٣/٧. وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيهَا ؟

قَالَ : «قُولِي: اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৭/১২০৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (ভাগ্যক্রমে) **শবেক্বদর** জেনে নিই, তাহলে তাতে কোন্ (দুআ) পড়ব?' তিনি বললেন, এই দুআ, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউবুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালবাস। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [২০৫]

٢١٥- بَابُ فَضْلِ السِّوَاكِ وَخِصَالِ الْفِطْرَةِ

পরিচ্ছেদ - ২১৫ : দাঁতন করার মাহাত্ম্য ও প্রকৃতিগত আচরণসমূহ

١٢٠٤/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২০৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি আমি আমার উম্মতের উপর বা লোকেদের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে **দাঁতন করার** আদেশ দিতাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৬]

---

[২০৩] মুসলিম ১১৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, ২৩৮৬৯, ইবনু মাজাহ ১৭৬৭, ১৭৬৮, ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬

[২০৪] সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১১৭৫, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯ ঐ

[২০৫] তিরমিযী ৩৫১৩, ইবনু মাজাহ ৩৮৫০

[২০৬] সহীহুল বুখারী ৮৮৭, মুসলিম ২৫২, তিরমিযী ২২, নাসায়ী ৭, ৫৩৪, আবূ দাউদ ৪৬, ইবনু মাজাহ ২৮৭, আহমাদ ৯৭০, ৭২৯৪, ৭৩৬৪, ৭৪৫৭, ৭৪৯৪, ৮৯২৮, ৮৯৪১, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৭, ১৪৮, দারেমী ৬৮৩, ১৪৮৪

١٢٠٥/٢. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২০৫। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি **দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে নিতেন**।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৭]

١٢٠٦/٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ ، وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي . رواه مسلم

৩/১২০৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য দাঁতন ও ওযূর পানি প্রস্তুত করে রাখতাম। অতঃপর আল্লাহর যখন রাতে তাঁকে জাগাবার ইচ্ছা হত, তখন তিনি জেগে উঠতেন। সুতরাং **দাঁতন করতেন** এবং ওযূ ক'রে নামায পড়তেন।' *(মুসলিম)* [২০৮]

١٢٠٧/٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ** ». رواه البخاري

৪/১২০৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'তোমাদেরকে **দাঁতন করার** জন্য বেশি তাকীদ করেছি।' *(বুখারী)* [২০৯]

١٢٠٨/٥. وَعَن شُرَيحِ بنِ هَانِئٍ ، قَالَ : قُلتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ . رواه مسلم

৫/১২০৮। শুরাইহ ইবনে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ বাড়িতে প্রবেশ ক'রে সর্বপ্রথম কী কাজ করতেন?' তিনি বললেন, '**দাঁতন করতেন**।' *(মুসলিম)* [২১০]

١٢٠٩/٦. وَعَن أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، قَالَ : دَخَلتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

৬/১২০৯। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তখন **দাঁতনের** একটি দিক তাঁর জিভের উপর রাখা ছিল।' *(বুখারী ও মুসলিম, এ শব্দগুলি মুসলিমের)* [২১১]

١٢١٠/٧. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « **السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ** ». رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ.

---

[২০৭] সহীহুল বুখারী ২৪৬, ৮৮৯, ১১২৬, মুসলিম ২৫৫, নাসায়ী ২, ১৬২১-১৬২৪, আবূ দাউদ ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২২৯৪৮, দারেমী ৬৮৫

[২০৮] সহীহুল বুখারী ১৯৬৯, তিরমিযী ৪৪৫, মুসলিম ৭৪৬, নাসায়ী ১৩১৪, ১৬০১

[২০৯] সহীহুল বুখারী ৮৮৮, নাসায়ী ৬, আহমাদ ১২০৫০, ১৩১৮৬, ৬৮১

[২১০] মুসলিম ২৫৩, নাসায়ী ৮, আবূ দাউদ ৫১, ইবনু মাজাহ ২৯৩, আহমাদ ২৪২৭৪, ২৪৯৫৮, ২৫০২০, ২৫০৫৪, ২৫৪৬৬, ২৭৬০১

[২১১] সহীহুল বুখারী ২৪৪, মুসলিম ২৫৪, নাসায়ী ৩ আবূ দাউদ ৪৯

৭/১২১০। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা তার সহীহ নামক গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে উল্লেখ করেছেন।)*[২১২]

١٢١١/٨. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الخِتَانُ ، وَالاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الإِبطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৮/১২১১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**, (১) খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়া। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২১৩]

١٢١٢/٩. وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ ، وَنَتفُ الإِبْطِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ ». قَالَ الرَّاوِي : وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ . قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ : يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ . رواه مسلم

৯/১২১২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "দশটি কাজ **প্রকৃতিগত আচরণ**; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা।" বর্ণনাকারী বলেন, ১০নং আচরণটি ভুলে গেছি, তবে মনে হয়, তা কুল্লি করা হবে। বর্ণনাকারী অকী' বলেন, 'ইন্তিকাসুল মা' মানে পানি দিয়ে ইস্তেঞ্জা করা। *(মুসলিম)*[২১৪]

দাড়ি বাড়ানো মানে ঃ তার কিছুই না কাটা। আঙ্গুলের জোড় মানে ঃ আঙ্গুলের গাঁট।

١٢١٣/١٠. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى ». متفقٌ عَلَيْهِ

১০/১২১৩। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা গোঁফ কেটে ফেল এবং দাড়ি লম্বা কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*[২১৫]

---

[২১২] নাসায়ী ৫ আহমাদ ২৩৬৮৩, ২৩৮১১, ২৪৪০৪, ২৪৬০৯, ২৫৪৮৩, দারেমী ৬৮৪

[২১৩] সহীহুল বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭, মুসলিম ২৫৭, তিরমিযী ২৭৫৬, নাসায়ী ১০, ১১, ৫২২৫, আবূ দাউদ ৪১৯৮, ইবনু মাজাহ ২৯২, আহমাদ ৭০৯২, ৭২২০, ৭৭৫৪, ৯০৬৬, ৯৯৬৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৭০৯

[২১৪] মুসলিম ২৬১, তিরমিযী ২৭৫৭, নাসায়ী ৫০৪০-৫০৪২, আবূ দাউদ ৫৩, ইবনু মাজাহ ২৯৬, আহমাদ ২৪৫৩৯

[২১৫] সহীহুল বুখারী ৫৮৯৩, তিরমিযী ২৭৬৩, ২৭৬৪, মুসলিম ২৫৯, নাসায়ী ১২, ১৫, ৫০৪৫, ৫০৪৬, ৫২২৬, আবূ দাউদ ৪১৯৯, আহমাদ ৪৬৫০

٢١٦- بَابُ تَأْكِيدِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَبَيَانِ فَضْلِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

পরিচ্ছেদ - ২১৬ : **যাকাতের অপরিহার্যতা এবং তার ফযীলত**

আল্লাহ তাআলা বলেন, [البقرة : ٤٣] ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত আদায় কর। *(বাক্বারাহ ৪৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(বাইয়েনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন, [التوبة : ١٠٣] ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾

অর্থাৎ, তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধিত ক'রে দেবে। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

١/١٢١٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ** : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২১৪। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "পাঁচটি ভিত্তির উপর দ্বীনে ইসলাম স্থাপিত। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা। (৩) **যাকাত আদায় করা**। (৪) বায়তুল্লাহর (কা'বা গৃহে)র হজ্জ করা। এবং (৫) রমযানের রোযা পালন করা।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২১৬]

٢/١٢١٥. وَعَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَسأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ** » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : « **لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ** » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ** » قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ : « **لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ** » قَالَ : وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : « **لاَ ، إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ** » فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২১৫। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাজ্‌দ (রিয়ায এলাকার)

---

[২১৬] সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, ৫০০১, আবূ দাউদ ৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৯৭৯, ৬২৬৫

অধিবাসীদের একজন আলুলায়িত কেশী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। আমরা তার ভন্‌ভন্‌ শব্দ শুনছিলাম, আর তার কথাও বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসল এবং (তখন বুঝলাম,) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "(ইসলাম হল,) দিবা-রাত্রিতে পাঁচ অক্তের নামায (প্রতিষ্ঠা করা)।" সে বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য নামায আছে কি?' তিনি বললেন, "না, কিন্তু যা কিছু তুমি নফল হিসাবে পড়বে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, "এবং রমযান মাসের রোযা।" লোকটি বলল, 'তা ছাড়া আমার উপর অন্য রোযা আছে কি?' তিনি বললেন, "না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।" বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে **যাকাতের কথা বললেন**। সে বলল, 'তাছাড়া আমার উপর অন্য দান আছে কি?' তিনি বললেন, "না, তবে তুমি যা নফল হিসাবে করবে।" তারপর লোকটি পিঠ ফিরিয়ে এ কথা বলতে বলতে যেতে লাগল, 'আল্লাহর কসম! আমি এর চাইতে বেশী কিছু করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "লোকটি সত্য বলে থাকলে পরিত্রাণ পেয়ে গেল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২১৭]

١٢١٦/٣. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذاً ﷺ إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : « ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى ، افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২১৬। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামান পাঠাবার সময়ে (তাঁর উদ্দেশ্যে) বললেন, "তাদের (ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর রাতদিনে পাঁচ অক্তের নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, **আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন;** যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বণ্টন ক'রে দেওয়া হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২১৮]

١٢١٧/٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُم عَلَى اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

[২১৭] সহীহুল বুখারী ৪৬, ১৮৯১, ২৬৭৮, ৬৯৫৬, মুসলিম ১১, নাসায়ী ৪৫৮, ২০৯০, ৫০২৮, আবূ দাউদ ৩৯১, ৩২৫২, আহমাদ ১৩৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ৪২০, দারেমী ১৫৭৮

[২১৮] সহীহুল বুখারী ১৩৯৫, ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৭, ৭৩৭১, ৭৩৭২, মুসলিম ১৯, তিরমিযী ৬২৫, ২০১৪, নাসায়ী ২৪৩৫, আবূ দাউদ ১৫৮৪, ইবনু মাজাহ ১৭৮৩, আহমাদ ২০৭২, দারেমী ১৬১৪

৪/১২১৭। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) **যাকাত আদায় করবে**। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।" *(বুখারী, মুসলিম)*[২১৯]

١٢١٨/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ – وَكَانَ أَبُو بَكرٍ – وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ». فَقَالَ أَبُو بَكرٍ : وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ . وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . قَالَ عُمَرُ : فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكرٍ لِلقِتَالِ ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ . متفقٌ عَلَيْهِ .

৫/১২১৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) ইন্তেকাল করলেন এবং আবূ বাকার (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হলেন। আর আরববাসীদের মধ্যে যার কাফের (মুর্তাদ্দ) হবার ছিল সে কাফের (মুর্তাদ্দ) হয়ে গেল, (এবং যারা সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগ করেনি; বরং যাকাত দিতে অস্বীকার করছে মাত্র, তাদের বিরুদ্ধে আবূ বাক্র (রাঃ) সশস্ত্র সংগ্রামের সংকল্প প্রকাশ করলেন) তখন উমার (রাঃ) বললেন, 'ঐ (যাকাত দিতে নারাজ) লোকেদের বিরুদ্ধে কেমন ক'রে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, "লোকেরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) না বলা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। অতএব যে ব্যক্তি তা বলবে, সে ইসলামী অধিকার (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তার জান-মাল আমার নিকট থেকে নিরাপদ ক'রে নেবে। আর তার (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) হিসাব আল্লাহর যিম্মায়"? আবূ বাক্র (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, তার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব। কারণ, যাকাত মালের উপর আরোপিত হক। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে যে রশি আদায় করত, তা যদি আমাকে না দেয়, তাহলে তা না দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করবই।' উমার (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহর শপথ! অচিরেই আমি দেখলাম যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আবূ বাক্র (রাঃ)-এর হৃদয়কে যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করেছেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর সিদ্ধান্তই যথার্থ।' *(বুখারী)*[২২০]

١٢١٩/٦. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، قَالَ : « تَعْبُدُ

---

[২১৯] সহীহুল বুখারী ২৫, মুসলিম ২২

[২২০] সহীহুল বুখারী ১৪০০, ১৪৫৭, ৬৯২৪, ৭২৮৫, মুসলিম ২০, তিরমিযী ২৬০৭, নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯১-৩০৯৪, ৩৯৬৯-৩৯৭১, ৩৯৭৩, ৩৮৭৫, আবূ দাউদ ১৫৫৬, আহমাদ ৬৮, ১১৮, ২৪১, ৩৩৭, ৯১৯০, ১০৪৫৯

اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১২১৯। আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' তিনি বললেন, "আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*[২২১]

١٢٢٠/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ، دَخَلْتُ الجَنَّةَ . قَالَ : « تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ » قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৭/১২২০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক আমলের কথা বলে দিন, যার উপর আমল করলে, আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।' তিনি বললেন, "আল্লাহর ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, **ফরয যাকাত আদায় করবে** ও রমযানের রোযা পালন করবে।" সে বলল, 'সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন আছে, আমি এর চেয়ে বেশী করব না।' তারপর যখন সে লোকটা পিঠ ফিরে চলতে লাগল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের কোন লোক দেখতে আগ্রহী, সে যেন এই লোকটিকে দেখে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২২]

١٢٢١/٨. وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/১২২১। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার ও প্রতিটি মুসলমানের মঙ্গল কামনা করার বায়আত করেছি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৩]

١٢٢٢/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ ، وَلاَ فِضَّةٍ ، لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيَرَى سَبيلَهُ ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالإِبلُ ؟ قَالَ : « وَلاَ

---

[২২১] সহীহুল বুখারী ১৩৯৬, ৫৯৮৩, মুসলিম ১৩, নাসায়ী ৪৬৮, আহমাদ ২৩০২৭, ২৩০৩৮

[২২২] সহীহুল বুখারী ১৩৯৭, মুসলিম ১৪, আহমাদ ৮৩১০

[২২৩] সহীহুল বুখারী ৫৭, ৫৮, ৫২৪, ১৪০১, ২১৫৭, ২৭১৪, ২৭১৫, ৭২০৪, ৫৬, তিরমিযী ১৯২৫, নাসায়ী ৪১৫৬, ৪১৫৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪১৭৭, ৪১৮৯, আহমাদ ১৮৬৭১, ১৮৭০০, ১৮৭৩৪ম ১৮৭৪৩, ১৮৭৬০, দারেমী ২৫৪০

صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَومَ وِرْدِهَا ، إلاَّ إِذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأفْوَاهِهَا ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ ، إمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَالبَقَرُ وَالغَنَمُ ؟ قَالَ : « وَلاَ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، بُطِحَ لَهَا بقَاعٍ قَرْقَرٍ ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئاً ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ، وَلاَ جَلْحَاءُ ، وَلاَ عَضْبَاءُ ، تَنْطَحُهُ بقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَومٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ ، فَيَرَى سَبيلَهُ ، إمَّا إِلَى الجَنَّةِ ، وَإمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالخَيْلُ ؟ قَالَ : « الخَيلُ ثَلاَثَةٌ : هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ . فَأَمَّا الَّتي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإسْلاَمِ ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيلِ اللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا ، وَلاَ رِقَابِهَا ، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيلِ اللهِ لأَهْلِ الإسْلاَمِ فِي مَرْجٍ ، أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إلاَّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَات وكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَات ، وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا، وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ فَالحُمُرُ ؟ قَالَ : « مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ إلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

৯/১২২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদির অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদিকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখনই তা পুনরায় গরম ক'রে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উটের ব্যাপারে কী হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উঁটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না---আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় ক'রে ফেলা হবে। আর তার উট সকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উটদল

তাদের খুর দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে, তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা জাহান্নামের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কী হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে, তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত ময়দানে উপুড় ক'রে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুর দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে?' তিনি বললেন, "ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে, তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লেখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু'টি ময়দান অতিক্রম করবে, তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে দেবেন।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কী হবে?' তিনি বললেন, "গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*[২২৪]

٢١٧- بَابُ وُجُوْبِ صَوْمِ رَمَضَانَ
وَبَيَانِ فَضْلِ الصِّيَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

পরিচ্ছেদ - ২১৭ : রমযানের রোযা ফরয, তার ফযীলত ও আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়াবলী

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [سورة البقرة : ١٨٣-١٨٥]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের (রোযার) বিধান দেওয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হতে পার। (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ ক'রে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম) তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৩- ১৮৫ আয়াত)*

١٢٢٣/١. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَام ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ . وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ

[২২৪] সহীহুল বুখারী ১৪০২, ১৪০৩, ২৩৭১, ২৮৫৩, ৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৮, তিরমিযী ১৫৩৬, নাসায়ী ২৪৪৮, ২৪৮২, ৩৫৬২, ৩৫৬৩, ৩৫৮২, আবূ দাউদ ১৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৮৬, ২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৭৬৬৩, ৭৬৯৮, ৮৪৪৭, ৮৭৫৪, ৯১৯১, ৯৯৭১, ১০৪৭৪, ২৭৪০১, ২৭৪৩৩, মুওয়াত্তা মালিক ৫৯৬, ৯৭৫

عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ . لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطرِهِ ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ روايةِ البُخَارِي.

وفي روايةٍ لَهُ : « يَتْرُكُ طَعَامَهُ ، وَشَرَابَهُ ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ».

وفي رواية لمسلم : « كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ . قَالَ الله تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ؛ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ».

১/১২২৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি সৎকর্ম তার জন্যই; কিন্তু **রোযা স্বতন্ত্র,** তা আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দেব।' **রোযা ঢালস্বরূপ** অতএব তোমাদের কেউ যেন রোযার দিনে অশ্লীল না বলে এবং হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ তাকে গালি-গালাজ করে অথবা তার সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে, নিঃসন্দেহে **রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ** আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা বেশী উৎকৃষ্ট। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মূহূর্ত রয়েছে, তখন সে আনন্দিত হয়; (১) যখন সে ইফতার করে (ইফতারের জন্য সে আনন্দিত হয়)। আর (২) যখন সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, স্বীয় রোযার জন্য সে আনন্দিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম, এই শব্দগুলি বুখারীর)*[২২৫]

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে, 'সে (রোযাদার) পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করে একমাত্র আমারই জন্য। **রোযা আমার জন্যই**। আর আমি নিজে তার পুরস্কার দেব। আর প্রত্যেক নেকী দশগুণ বর্ধিত হয়।'

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকর্ম কয়েকগুণ বর্ধিত করা হয়। একটি নেকী দশগুণ থেকে নিয়ে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কিন্তু রোযা ছাড়া। কেননা, তা **আমার উদ্দেশ্যে (পালিত) হয়**। আর আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব। সে পানাহার ও কাম প্রবৃত্তি আমার (সন্তুষ্টি অর্জনের) উদ্দেশ্যেই বর্জন করে।' রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ হল ইফতারের সময়, আর অপরটি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকালে। আর নিশ্চয় তার মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মৃগনাভির সুগন্ধ অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট।"

٢/١٢٢٤. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَام دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ

[২২৫] সহীহুল বুখারী ১৯০৪, ১৮৯৪, ৫৯২৭, ৭৪৯২, ৭৫৩৮, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, নাসায়ী ২২১৫-২২১৯, আবূ দাউদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, ৩৮২৩, আহমাদ ৭২৯৫, ৭৪৪১, ৭৬৩৬, ৭৭৮১, ৭৯৯৬, ৮১৩৮, ৮৯৭২, ৯৬২৭, ৯৬৩১, মুওয়াত্তা মালিক ৬৮৯

ضَرورةٍ ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبوَابِ كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২২৪। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া বস্তু ব্যয় করে, তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে, 'হে আল্লাহর বান্দাহ! এ দরজাটি উত্তম (এদিকে এস)।' সুতরাং যে নামাযীদের দলভুক্ত হবে, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাক দেওয়া হবে। আর যে মুজাহিদদের দলভুক্ত হবে। তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। **যে রোযাদারদের দলভুক্ত হবে, তাকে 'রাইয়ান' নামক দরজা থেকে আহবান করা হবে**। আর দাতাকে দানের দরজা থেকে ডাকা হবে।" এ সব শুনে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, যাকে ডাকা হবে, তার ঐ সকল দরজার তো কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কোনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করা।) কিন্তু এমন কেউ হবে কি, যাকে উক্ত সকল দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর আশা করি, তুমি তাদের দলভুক্ত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৬]

١٢٢٥/٣. وَعَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ فِي الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَومَ القِيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أحدٌ غَيْرُهُمْ ، يقال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২২৫। সাহল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি দরজা আছে, যার নাম হল 'রাইয়ান'; সেখান দিয়ে **কেবল রোযাদারগণই** কিয়ামতের দিনে প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ সেদিক দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে, 'রোযাদাররা কোথায়?' তখন তারা দণ্ডায়মান হবে। (এবং ঐ দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে) তারপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন দরজাটি বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। আর সেখান দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৭]

١٢٢٦/٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২২৬। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (অর্থাৎ, জিহাদকালীন বা প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকল্পে) একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন রোযার বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (পরিমাণ পথ) দূরে রাখবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৮]

١٢٢٧/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[২২৬] সহীহুল বুখারী ১৮৯৭, ২৮৪১, ৩২১৬, ৩৬৬৬, মুসলিম ১০২৭, তিরমিযী ৩৬৭৪, নাসায়ী ২৪৩৯, ৩১৩৫, ৩১৮৩, ৩১৮৪, আহমাদ ৭৩৯৩, ৭৫৭৭, ৮৫৭২, মুওয়াত্তা মালিক ১০২১

[২২৭] সহীহুল বুখারী ১৮৯৬, ৩২৫৭, মুসলিম ১১৫২, তিরমিযী ৭৬৫, নাসায়ী ২২৩৬, ২২৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৪০, আহমাদ ২২৩১১, ২২৩৩৫

[২২৮] সহীহুল বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫৩, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১-২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, দারেমী ২৩৯১

৫/১২২৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রমযানের রোযা পালন করে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৯]

١٢٢٨/٦. وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১২২৮। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "মাহে রমযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৩০]

١٢٢٩/٧. وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ البخاري .

وفي رواية لمسلم : « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً » .

৬/১২২৯। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি (কালক্রমে) তোমাদের উপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় (এবং চাঁদ দেখতে না পাওয়া যায়), তাহলে শা'বান (মাসের) গুণতি ত্রিশ পূর্ণ ক'রে নাও।" *(বুখারী ও মুসলিম, শব্দাবলী বুখারীর)*[২৩১]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "তোমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ত্রিশ দিন রোযা রাখ।"

٢١٨- بَابُ الْجُوْدِ وَفِعْلِ الْمَعْرُوْفِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الْخَيْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالزِّيَادَةِ مِنْ ذٰلِكَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ

পরিচ্ছেদ - ২১৮ : মাহে রমযানে অধিকাধিক সৎকর্ম ও দান খয়রাত করা তথা এর শেষ দশকে আরো বেশী সৎকর্ম করা প্রসঙ্গে

١٢٣٠/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৩০। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি

---

[২২৯] সহীহুল বুখারী ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৯০১, ২০০৮, ২০০৯, ২০১৪, মুসলিম ৭৬০, তিরমিযী ৬৮৩, নাসায়ী ২১৯৮, ২১৯৯, ২২০০, ২২০১-২২০৭, ৫০২৭, আবূ দাউদ ১৩৭১, ১৩৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৭৮৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৬৭৫, ২৭৫৮৩, দারেমী ১৭৭৬

[২৩০] সহীহুল বুখারী ১৮৯৮, ১৮৯৯, ৩২৭৭, মুসলিম ১০৭৯, তিরমিযী ৬৮২, নাসায়ী ২০৯৭, ২১০৬, ইবনু মাজাহ ১৬৪২, আহমাদ ৭১০৮, ৭৭২৩, ৭৮৫৭, ৮৪৬৯, ৮৬৯২, ৮৭৬৫, ৮৯৫১, ৯২১৩, মুওয়াত্তা মালিক ৬৯১, দারেমী ১৭৭৫

[২৩১] সহীহুল বুখারী ১৯০৯, মুসলিম ১০৮১, তিরমিযী ৬৮৪, নাসায়ী ২১১৭-২১১৯, ২১২৩, ইবনু মাজাহ ১৬৫৬, আহমাদ ৭৪৬৪, ৭৫২৭, ৭৭২১, ৭৮০৪, ৯১১২, ৯১৭৬, ৯২৭১, ৯৫৪৩, ৯৫৭৫, ২৭২১১, ২৭২৬৫, ২৭৩১৭, দারেমী ১৬৮৫

আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৩২]

١٢٣١/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَشَدَّ المِئْزَرَ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৩১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(রমযানের) শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহর রসূল ﷺ স্বয়ং রাতে জাগতেন এবং পরিবার-পরিজনদেরকেও জাগাতেন। আর (ইবাদতের জন্য) কোমর বেঁধে নিতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৩৩]

٢١٩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ بَعْدَ نِصْفِ شَعْبَانَ إِلَّا لِمَنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ ، أَوْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ بِأَنْ كَانَ عَادَتُهُ صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَوَافَقَهُ

পরিচ্ছেদ - ২১৯ : অর্ধ শা'বানের পর রমযানের এক-দু'দিন আগে থেকে রোযা রাখা নিষেধ। তবে সেই ব্যক্তির জন্য অনুমতি রয়েছে যার রোযা পূর্বের রোযার সাথে মিলিত হয়ে অথবা সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতে অভ্যস্ত হয়ে ঐ দিনে পড়ে

١٢٣٢/١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ ؓ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَومَهُ ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৩২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন রমযান মাসের এক বা দু'দিন আগে (শা'বানের শেষে) রোযা পালন শুরু না করে। অবশ্য সেই ব্যক্তি রোযা রাখতে পারে, যে ঐ দিনে রোযা রাখতে অভ্যস্ত।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৩৪]

١٢٣٣/٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْماً ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسنٌ صحيح »

২/১২৩৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না। তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। আর যদি তার সামনে কোন মেঘ আড়াল করে, তবে (মাসের) ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[২৩৫]

---

[২৩২] সহীহুল বুখারী ৬, ১৯০২, ৩২২০, ৩৪৫৪, ৪৯৯৭, মুসলিম ২৩০৮, নাসায়ী ২০৯৫, আহমাদ ২৬১১, ৩৪১৫, ৩৪৫৯, ৩৫২৯

[২৩৩] সহীহুল বুখারী ২০২৪, মুসলিম ১০৭৪, তিরমিযী ৭৯৬, নাসায়ী ১৬৩৯, আবূ দাউদ ১৩৭৬, ইবনু মাজাহ ১৭৫৭, ১৭৬৮, আহমাদ ২৩৬১১, ২৩৮৫৬, ২৩৮৬৯, ২৪৩৯২, ২৫৬৫৬

[২৩৪] সহীহুল বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, তিরমিযী ৬৮৪, ৬৮৫, নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, আহমাদ ৭১৫৯, ৭৭২২, ৮৩৭০, ৯০৩৪, ৯৮২৮, ১০২৮৪, ১০৩৭৬, ২৭২১১, ২৭৩১৭, দারেমী ১৬৮৯

[২৩৫] তিরমিযী ২৮৮, নাসায়ী ২১২৪, ২১২৫, ২১২৯, ২১৩০, আবূ দাউদ ২৩২৭, আহমাদ ১৯৩২, ১৯৮৬, ২৩৩১, ২৭৮৫, ৩৪৬৪, ইবনু মাজাহ ৬৩৫, দারেমী ১৫৬৩, ১৬৮৬

١٢٣٤/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ تَصُومُوا ».

رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩/১২৩৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন শা'বান মাসের অর্ধেক বাকী থাকবে, তখন তোমরা রোযা রাখবে না।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[২৩৬]

١٢٣٥/٤. وَعَنْ أَبِي اليَقْظَانِ عَمَّارِ بن يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৪/১২৩৫। আবূ ইয়াক্বাযান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে রোযা রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম (ﷺ)-এর নাফরমানী করল।' *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[২৩৭]

٢٢٠- بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

পরিচ্ছেদ - ২২০ : নতুন চাঁদ দেখলে যা বলতে হয়

١٢٣٦/١. عَن طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الهِلاَلَ ، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ، هِلاَلُ رُشْدٍ وخَيْرٍ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/১২৩৬। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন এই দুআ পড়তেন,

"আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি অলঈমা-নি অসসালা-মাতি অলইসলা-ম, রাব্বী অরাব্বুকাল্লা-হ, (হিলালু রুশ্‌দিন অখায়র)।"

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ঐ চাঁদকে আমাদের উপর উদিত কর নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহ। (হেদায়াত ও কল্যাণময় চাঁদ!) *(তিরমিযী-হাসান, কিন্তু বন্ধনী-ঘেরা শব্দগুলি তিরমিযীতে নেই।)*[২৩৮]

٢٢١- بَابُ فَضْلِ السُّحُوْرِ وَتَأْخِيْرِهِ مَا لَمْ يَخْشَ طُلُوْعَ الْفَجْرِ

পরিচ্ছেদ - ২২১ : সেহরী খাওয়ার ফযীলত। যদি ফজর উদয়ের আশংকা না থাকে, তাহলে তা বিলম্ব করে খাওয়া উত্তম

١٢٣٧/١. عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[২৩৬] তিরমিযী ৭৩৮, ৬৮৪, ৬৮৫, সহীহুল বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২, নাসায়ী ২১৭২, ২১৭৩, আবূ দাউদ ২৩৩৫, ২৩৩৭, ইবনু মাজাহ ১৬৫০, ১৬৫১, ১৬৫৫, আহমাদ ৯৪১৪, ২৭২১১, ২৭৩১৭, দারেমী ১৬৮৯, ১৭৪০

[২৩৭] তিরমিযী ৬৮৬, নাসায়ী ২১৮৮, আবূ দাউদ ২৩৩৪, ইবনু মাজাহ ১৬৪৫, দারেমী ১৬৮২

[২৩৮] তিরতিযী ৩৪৫১, আহমাদ ১৪০০, দারেমী ১৬৮৮

১/১২৩৭। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা সেহরী খাও। কেননা, সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৩৯]

١٢٣٨/٢. وَعَنْ زَيدِ بنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ . قِيلَ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيةً . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৩৮। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে সেহরী খেয়েছি, অতঃপর নামাযে দাঁড়িয়েছি।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'ওই দুয়ের (নামায ও সেহরীর) মাঝখানে ব্যবধান কতক্ষণ ছিল?' তিনি বললেন, '(প্রায়) পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মত সময়।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪০]

١٢٣٩/٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ : بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ** ». قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৩৯। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দু'জন মুআয্যিন ছিলেন; বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতূম। একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "বিলাল যখন রাতে আযান দেবে, তখন তোমরা পানাহার (সেহরী ভক্ষণ) কর; যতক্ষণ পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেবে।" (ইবনে উমার) বলেন, 'আর তাঁদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, উনি নামতেন, আর ইনি চড়তেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৪১]

** ((উলামাগণ বলেন, 'ইনি নামতেন এবং উনি চড়তেন'-এর অর্থ হল, বিলাল ফজরের পূর্বে (সেহরীর) আযান দিতেন, অতঃপর দুআ ইত্যাদির মাধ্যমে অপেক্ষা করে ফজর উদয় হওয়া লক্ষ্য করতেন। সুতরাং তিনি ফজর উদয় নিকটবর্তী লক্ষ্য করলে তিনি নেমে (অন্ধ সাহাবী) ইবনে উম্মে মাকতূমকে খবর দিতেন। তিনি ওযূ ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিতেন। অতঃপর (নির্দিষ্ট উঁচু জায়গায়) চড়ে আযান দিতে শুরু করতেন।))*

١٢٤٠/٤. وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَكْلَةُ السَّحَرِ** ». رواه مسلم

৪/১২৪০। আম্র বিন আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমাদের রোযা ও কিতাবধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরী খাওয়া।" *(মুসলিম)* [২৪২]

---

[২৩৯] সহীহুল বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১০৯৫, তিরমিযী ৭০৮, নাসায়ী ২১৪৬, ইবনু মাজাহ ১৬৯২, আহমাদ ১১৫৩৯, ১২৮৩৩, ১২৯৭৭, ১৩১৩৯, ১৩২১৩, ১৩৫৮১, দারেমী ১৬৯৬

[২৪০] সহীহুল বুখারী ৫৭৫, ১৯২১, মুসলিম ১০৯৭, তিরমিযী ৭০৩, নাসায়ী ২১৫৫, ২১৫৬, ইবনু মাজাহ ১৬৯৪, আহমাদ ২১০৭৫, ২১১০৬, ২১১২৮, ২১১৬৩, দারেমী ১৬৯৫

[২৪১] সহীহুল বুখারী ৬১৭, ৬২৩, ১৯১৯, ২৬৫৬, ৭২৪৮, মুসলিম ১০৯২, তিরমিযী ২০৩, নাসায়ী ৬৩৭, ৬৩৮, আহমাদ ৪৫৩৭, ৫১৭৩, ৫২৬৩, ৬২৯৪, ৫৪০১, ৫৪৭৪, ৫৬৫৩, ৫৮১৮, ৬০১৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩, ১৬৪, দারেমী ১১৯০

[২৪২] মুসলিম ১০৯৬, তিরমিযী ৭০৯, নাসায়ী ২১৬৬, আবূ দাউদ ২৩৪৩, আহমাদ ১৭৩০৮, ১৭৩৪৫, দারেমী ১৬৯৭

Contents

٢٢٢- بَابُ فَضْلِ تَعْجِيْلِ الْفِطْرِ وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ وَمَا يَقُوْلُهُ بَعْدَ الْإِفْطَارِ

পরিচ্ছেদ - ২২২ : সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দেরী না করে ইফতার করার ফযীলত, কোন্ খাদ্য দ্বারা ইফতার করবে ও তার পরের দুআ

١٢٤١/١. عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৪১। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যতদিন পর্যন্ত মুসলমানেরা শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৪৩]

١٢٤٢/٢. وَعَنْ أَبِي عطِيَّةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق : رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الخَيْرِ ؛ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ فَقَالَتْ : مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ ؟ قَالَ : عَبْدُ اللهِ - يعني : ابن مسعود - فَقَالَتْ : هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ . رواه مسلم

২/১২৪২। আবূ আত্বিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট উপস্থিত হলাম। মাসরুক তাঁকে বললেন, 'মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহচরদের মধ্যে দু'জন সহচর কল্যাণের ব্যাপারে আদৌ ত্রুটি করেন না। তাঁদের একজন মাগরিব ও ইফতার সত্বর সম্পাদন করেন এবং অপরজন মাগরিব ও ইফতার দেরীতে সম্পাদন করেন।' এ কথা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে মাগরিব ও ইফতার সত্বর করেন?' তিনি বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপই করতেন।' *(মুসলিম)*[২৪৪]

١٢٤٣/٣. وَعَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطراً ﴾ رواه الترمذي وقالَ : حَديثٌ حسنٌ .

৩/১২৪৩। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে যারা দ্রুত ইফতার করে তারাই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। হাদীসটি যঈফ (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[২৪৫]

---

[২৪৩] সহীহুল বুখারী ১৯৫৭, ১০৯৮, তিরমিযী ৬৯৯, ইবনু মাজাহ ১৬৯৭, আহমাদ ২২২৯৮, ২২৩২১, ২২৩৩৯, ২২৩৫২, ২২৩৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ৬৩৮, দারেমী ১৬৯৯

[২৪৪] মুসলিম ১০৯৯, তিরমিযী ৭০২, নাসায়ী ২১৫৮, ২১৫৯-২১৬১, আবূ দাউদ ২৩৫৪, আহমাদ ২৩৬৯২, ২৪৮৭১

[২৪৫] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ সনদটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কুররা ইবনু আব্দির রহমান। আর তিনি হচ্ছেন দুর্বল তার মন্দ হেফযের কারণে। তার সম্পর্কে আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে দ্বিতীয় নম্বর হাদীসে আলেমদের উক্তিগুলো উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। আবূ যুর'য়াহ্ বলেন ঃ তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো মুনকার। আবূ হাতিম ও নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

١٢٤٤/٤. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২৪৪। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে আগমন করবে এবং দিন এ (পশ্চিম) দিক থেকে প্রস্থান করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৪৬]

١٢٤٥/٥. وَعَنْ أَبِي إِبرَاهِيمَ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ : « يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ أَمْسَيْتَ ؟ قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : إِنَّ عَلَيْكَ نَهاراً، قَالَ : « انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » قَالَ : فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » وَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ . متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১২৪৫। আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যে পথ চলছিলাম, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত গেল, তখন তিনি সফররত সঙ্গীদের একজনকে বললেন, "হে অমুক! বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আর একটু সন্ধ্যা করতেন (তাহলে ভাল হত।)' তিনি বললেন, "তুমি বাহন থেকে নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" সে বলল, 'এখনো দিন হয়ে আছে।' তিনি আবার বললেন, "তুমি নামো এবং আমাদের জন্য ছাতু ঘুলে দাও।" বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে নেমে তাঁদের জন্য ছাতু ঘুলে দিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান করলেন এবং বললেন, "যখন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, রাত্রি এ (পূর্ব) দিক থেকে এসে পড়েছে, তখন অবশ্যই রোযাদার ইফতার করবে।" আর সেই সাথে তিনি পূর্বদিকে ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৪৭]

١٢٤٦/٦. وَعَنْ سَلْمَانَ بنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ الصَّحَابِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ » .

৬/১২৪৬। সালমান ইবনু আমির আয-যাব্বী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন ইফতার করে তখন তার উচিত খুরমা-খেজুর দিয়ে ইফতার করা। তবে সে যদি খুরমা-খেজুর না পায় তাহলে পানি দিয়ে যেন ইফতার করে, কেননা পানি হচ্ছে পাক-পবিত্র। (তিরমিযি) হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ, তিরমিযী)

---

[২৪৬] সহীহুল বুখারী ১৯৫৪, মুসলিম ১১০০, তিরমিযী ৬৯৮, আবূ দাউদ ২৩৫১, আহমাদ ১৯৩, ২২২, ৩৪০, ৩৮৫, দারেমী ১৭০০

[২৪৭] সহীহুল বুখারী ১৯৪১, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ৫২৯৮, মুসলিম ১১০১, আবূ দাউদ ২৩৫২, আহমাদ ১৮৯০৫, ১৮৯২১

١٢٤٧/٧. وَعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: « حديث حسن »

৭/১২৪৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়ার আগে কতিপয় টাটকা পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি টাটকা পাকা খেজুর না পেতেন, তাহলে শুকনো কয়েকটি খেজুর যোগে ইফতার করতেন। যদি শুকনো খেজুরও না হত, তাহলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।' *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[২৪৮]

ইমাম নাওয়াবী শিরোনামায় দুআর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার হাদীসটি উল্লেখ করেননি। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ». رواه أبو داود

ইবনে উমার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন ইফতার করতেন, তখন এই দুআ বলতেন,

"যাহাবায যামা-উ অবতাল্লাতিল উরুকু অষাবাতাল আজরু ইন শা-আল্লাহ।"

অর্থাৎ, পিপাসা দূরীভূত হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল এবং ইন শাআল্লাহ সওয়াব সাব্যস্ত হল। *(আবূ দাঊদ)*

٢٢٣- بَابُ أَمْرِ الصَّائِمِ بِحِفْظِ لِسَانِهِ وَجَوَارِحِهِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ২২৩ : রোযাদার নিজ জিভ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে রোযার পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপ তথা গালি-গালাজ ও অনুরূপ অন্য অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

١٢٤٨/١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো রোযার দিন হবে, সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়াই ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে যে, 'আমি রোযাদার।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৪৯]

---

[২৪৮] আবূ দাঊদ ২৩৫৬, তিরমিযী ৬৯৪, আহমাদ ১২২৬৫

[২৪৯] সহীহুল বুখারী ১৮৯৪, ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১, তিরমিযী ৭৬৪, ৭৬৬, নাসায়ী ২২১৩-২২১৯, আবূ দাঊদ ২৩৬৩, ইবনু মাজাহ ১৬৩৮, ১৬৯১, আহমাদ ৭১৫৪, ৭৪৪১, ৭৫৫২, ৭৬৩৬, ৭৭৩০, ৭৭৮১, ৮৩৪৫, ৮৩৬৬, ৮৮৬৮, ৮৮৯৩, ৮৯৩৮, ৮৯৭২, ৯০২২, ৯০৬৭, মুওয়াত্তা মালিক ৬৮৯, ৬৯০, দারেমী ১৭৬৯, ১৭৭০

٢/١٢٤٩. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ». رواه البخاري

২/১২৪৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার না করল, তখন আল্লাহর কোন দরকার নেই যে, সে তার পানাহার ত্যাগ করুক।" *(বুখারী)*[২৫০]

٢٢٤- بَابُ فِي مَسَائِلَ مِنَ الصَّوْمِ

পরিচ্ছেদ - ২২৪ : রোযা সম্পর্কিত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

١/١٢٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৫০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ ক'রে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৫১]

٢/١٢٥١. وَعَنْ لَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الوُضُوءِ ؟ قَالَ : « أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِماً ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

২/১২৫১। লাক্বীত্ব ইবনে সাবেরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ওযূ সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, "পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ কর। আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গাগুলো খিলাল কর। সজোরে নাকে পানি টেনে (নাক ঝাড়ো); তবে রোযার অবস্থায় নয়।" (অর্থাৎ রোযার অবস্থায় বেশি জোরে নাকে পানি টানা চলবে না।) *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)*[২৫২]

٣/١٢٥٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৫২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কখনো কখনো) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভোর এভাবে হত যে, তিনি স্ত্রী-মিলন হেতু অপবিত্র অবস্থায় থাকতেন। অতঃপর তিনি গোসল করতেন

---

[২৫০] সহীহুল বুখারী ১৯০৩, ৬০৫৭, তিরমিযী ৭০৭, আবূ দাউদ ২৩৬২, ইবনু মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ ১৫২৯, ১০১৮৪

[২৫১] সহীহুল বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ১১৫৫, তিরমিযী ৭২১, আবূ দাউদ ২৩৯৮, ইবনু মাজাহ ১৬৭৩, আহমাদ ৮৮৯১, ৯২০৪, ৯২০৫, ৯৯৭৫, ৯৯৯৬, ১০০২০, ১০২৮৭, দারেমী ১৭২৬, ১৭২৭

[২৫২] আবূ দাউদ ১৪২, তিরমিযী ৩৮, ৭৮৮, নাসায়ী ৮৭, ১১৪, ইবনু মাজাহ ৪০৭, ৪৪৮৮, আহমাদ ১৫৯৪৫, ১৫৯৪৬, ১৭৩৯০, দারেমী ৭৯৪

এবং রোযা করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৫৩]

١٢٥٣/٤. وَعَنْ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَتَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَصُومُ . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২৫৩। আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিনা স্বপ্নদোষে (স্ত্রী সহবাসজনিত) অপবিত্র অবস্থায় ভোর করতেন, তারপর রোযা পালন করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৫৪]

٢٢٥- بَابُ بَيَانِ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَشَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

পরিচ্ছেদ - ২২৫ : মুহার্রাম, শা'বান তথা অন্যান্য হারাম (পবিত্র) মাসে রোযা রাখার ফযীলত

١٢٥٤/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ : صَلاَةُ اللَّيْلِ** ». رواه مسلم

১/১২৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মাহে রমযানের পর সর্বোত্তম রোযা, আল্লাহর মাস মুহার্রাম। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায।" *(মুসলিম)*[২৫৫]

١٢٥٥/٢. عَن عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . وفي رواية : كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ শাবান মাস চাইতে বেশি নফল রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না। নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'অল্প কিছুদিন ছাড়া তিনি পূর্ণ শা'বান মাস রোযা রাখতেন।' *(বুখারী-মুসলিম)* [২৫৬]

---

[২৫৩] সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯, তিরমিযী ৭৭৯, আবূ দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, ২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, ২৪৭০০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দারেমী ১৭২৫

[২৫৪] সহীহুল বুখারী ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২, মুসলিম ১১০৯, তিরমিযী ৭৭৯, আবূ দাউদ ১৯৮৪, ১৯৮৫, ২৩৮৮, ২৩৮৯, আহমাদ ২৩৫৪২, ২৩৫৫৪, ২৩৫৮৪, ২৩৫৮৪, ২৩৮৬৪, ২৩৯০৮, ২৪১৮৪, ২৪২৮৫, ২৪২৯৫, ২৪৭০০, মুওয়াত্তা মালিক ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, দারেমী ১৭২৫

[২৫৫] মুসলিম ১১৬৩, তিরমিযী ৪৩৮, ৭৪০, আবূ দাউদ ২৪২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৪২, আহমাদ ৭৯৬৬, ৮১৫৮, ৮৩০২, ৮৩২৯, ১০৫৩২, দারেমী ১৭৫৭, ১৭৫৮

[২৫৬] সহীহুল বুখারী ৪৩, ১১৩২, ১১৫১, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৮৭, ৬৪৬১, ৬৪৬২, ৬৪৬৪-৬৪৬৭, মুসলিম ৭৪১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৫, ১২৫৬, ৭৮২, ১৮১৮, নাসায়ী ৭৬২, ১৬১৬, ১৬৪২, ১৬৫২, ২১৭৭, ২৩৪৭, ২৩৪৯, ২৩৫১, ৫০৩৫, আবূ দাউদ

١٢٥٦/٣.وعن مجيبة البَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عمِّها ، أَنَّهُ أَتى رَسولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ انطَلَقَ فَأَتَاهُ بعدَ سَنَة ، وَقَد تَغَيَّرتْ حَالهُ وَهَيْئَته ، فَقَالَ : يا رَسُولَ اللهِ أَمَا تعْرِفُنِي ؟ قَالَ : «وَمَنْ أَنتَ ؟ » قَالَ : أَنَا البَاهِلِيُّ الذي جِئتك عامَ الأَوَّلِ . قَالَ : « فَمَا غَيَّرَكَ ، وقَدْ كُنتَ حَسَنَ الهَيئةِ ؟ » قَالَ : ما أَكلتُ طعاماً منذ فَارقْتُكَ إلاَّ بلَيْلٍ . فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَذَّبْتَ نَفسَكَ ، » ثُمَّ قَالَ : « صُمْ شَهرَ الصَّبرِ ، ويوماً مِنْ كُلِّ شَهر » قال : زِدْني ، فإنَّ بي قوَّةً، قَالَ : « صُمْ يَومينِ » قال : زِدْنِي ، قال : « صُمْ ثلاثَةَ أَيَّامٍ » قالَ : زِدْنِي . قال : «صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ ، صُمْ مِنَ الحرُم وَاترُكْ ، صُمْ مِنَ الحرُمِ وَاتْرُكْ » وقالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ فَضَمَّهَا ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا . رواه أبو داود .و « شهرُ الصَّبرِ » : رَمضانُ .

৩/১২৫৬। মুজীবাহ আল-বাহিলিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে তার বাবা বা চাচার সূত্রে বর্ণিত, তার বাবা বা চাচা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি চলে যান এবং একবছর পর পুনরায় উপস্থিত হন। তার অবস্থা ও চেহারা-সুরাত সে সময় (অনেক) পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না? জবাবে তিনি বললেন, কে তুমি তিনি বলেন, আমি হলাম সেই বাহিলী, আপনার নিকট প্রথম বছরে এসছিলাম। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমার এ পরিবর্তন কিভাবে হলো, তোমার চেহারা-সুরত না বেশ সুন্দর ছিল? বাহিলী উত্তর দেন, আপনার নিকট হতে বিদায় নেয়ার পর থেকে আমি প্রতি রাতে ব্যতীত আর কখনো খাদ্য গ্রহণ করিনি (প্রতিদিন রোযা রেখেছি)। নাবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, নিজের জীবনকে তুমি কষ্ট দিয়েছো। অতঃপর বললেন, রামাযানে রোযা রাখো, এরপর প্রতি মাসে একদিন করে (রোযা রাখো)। বাাহিলী বললো, আরো বেশি করে দিন, কারণ আমার ভিতর এর শক্তি আছে। জবাবে বললেন, ঠিক আছে, প্রতি মাসে দু'দিন করে। বাহিলী বলেন, আমি অধিক সামর্থ রাখি। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তবে প্রতি মাসে তিনদিন করে। বাহিলী বলেন, আরো বেশী করুন। জবাবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হারাম মাসগুলোয় (যিলক্বদ, যিলহাজ্জ, মুহাররাম ও রজব) রোযা রাখো ও ছেড়ে দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখো ও ছেড়ে দাও, হারাম মাসগুলোয় রোযা রাখো ও ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নিজের তিন আঙ্গুল দিয়ে তিনি ইশারা করেন, প্রথমে সেগুলোকে মিলিত করেন, তারপর ছেড়ে দেন (অর্থাৎ, তিনদিন রোযা রাখো এবং তিনদিন খাও।[২৫৭]

১৩১৭, ১৩৬৮, ১৩৭০, ২৪৩৪, ইবনু মাজাহ ১৭১০, ৪২৩৮, আহমাদ ২৩৫২৩, ২৩৬০৪, ২৩৬৪২, ২৩৬০৪, ২৩৬৬৯, ২৪০১৯, ২৪১০৭, মুওয়াত্তা মালিক ৪২২, ৬৮৮

[২৫৭] আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদটি দুর্বল। যেমনটি আমি "আত্‌তা'লীকুর রাগীব আলাত্ তারগীব অত্‌তারহীব" গ্রন্থে (২/৮২) বর্ণনা করেছি। এর সনদের বর্ণনাকারী মুজীবাহ্ বাহেলিয়্যাহ্ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি গারীব তাকে চেনা যায় না। উল্লেখ্য বর্ণনাকারী আবুস সালীল তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদের মধ্যে মুজীবাহ্ কার থেকে বর্ণনা করেছেন সে ব্যাপারে ইযতিরাবও সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন "য'ঈফু আবী দাউদ-আলউম্ম-" গ্রন্থে (নং ৪১৯)।
উল্লেখ্য কাহমাস হিলালী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হতে মারফূ' হিসেবে অনুরূপ ঘটনা সম্বলিত হাদীসটির একটি ভালো শাহেদ রয়েছে (কিন্তু ঘটনা এক নয়)। তবে ... زدني "যিদনী ... " এ অংশ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ছাড়া। কাহমাস হিলালী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ বিধায় সেটিকে "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (২৬২৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

٢٢٦- بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

পরিচ্ছেদ - ২২৬ : যুলহজ্জের প্রথম দশকে রোযা পালন তথা অন্যান্য পূণ্যকর্ম করার ফযীলত

١٢٥٧/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ » يعني أَيَّامَ العَشرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : « وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ». رواه البخاري

১/১২৫৭। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "এই দিনগুলির (অর্থাৎ, যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।" লোকেরা বলল, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে।" (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে, তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে।) *(বুখারী)* [২৫৮]

٢٢٧- بَابُ فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاءَ وَتَاسُوْعَاءَ

পরিচ্ছেদ - ২২৭ : আরাফা ও মুহার্রাম মাসের নবম ও দশম তারীখে রোযা রাখার ফযীলত

١٢٥٨/١. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَومِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، قَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ ». رواه مسلم

১/১২৫৮। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে আরাফার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গোনাহ মোচন ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)*[২৫৯]

١٢٥٩/٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامَ يَومَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৫৯। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আশূরার (মুহার্রম মাসের দশম) দিনে স্বয়ং রোযা রেখেছেন এবং ঐ দিনে রোযা রাখতে আদেশ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬০]

---

[২৫৮] সহীহুল বুখারী ৯৬৯, তিরমিযী ৭৫৭, আবূ দাউদ ২৪৩৮, ইবনু মাজাহ ১৭২৭, আহমাদ ১৯৬৯, ৩১২৯, ৩২১৮, দারেমী ১৭৭৩

[২৫৯] মুসলিম ১১৬২

[২৬০] সহীহুল বুখারী ২০০৪, ৩৩৯৭, ৩৯৪৩, ৪৬৮০, ৪৭৩৭, মুসলিম ১১৩০, আবূ দাউদ ২৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৪, আহমাদ ১৯৭২, ২১০৭, ২১৫৫, ২৬৩৯, ২৮২৭, ৩১০২, ৩১৫৪, ৩২০৩, দারেমী ১৭৫৯

١٢٦٠/٣. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ : « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ». رواه مسلم

৩/১২৬০। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আশূরার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, "তা বিগত এক বছরের গুনাহ মোচন ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)*[২৬১]

١٢٦١/٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ». رواه مسلم

৪/১২৬১। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আগামী বছর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে মুহার্রম মাসের নবম তারীখে অবশ্যই রোযা রাখব।" (অর্থাৎ, নবম ও দশম দু'দিন ব্যাপী রোযা রাখব।) *(মুসলিম)*[২৬২]

٢٢٨- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ شَوَّالٍ

পরিচ্ছেদ - ২২৮ : শাওয়াল মাসের ছ'দিন রোযা পালনের ফযীলত

١٢٦٢/١. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». رواه مسلم

১/১২৬২। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালনের পর শওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।" *(মুসলিম)*[২৬৩]

٢٢٩- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

পরিচ্ছেদ - ২২৯ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার ফযীলত

١٢٦٣/١. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ ، فَقَالَ : « ذَلِكَ يَومٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَومٌ بُعِثْتُ ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ». رواه مسلم

১/১২৬৩। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি অথবা ঐ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) 'অহী' অবতীর্ণ করা

---

[২৬১] মুসলিম ১১৬২, আহমাদ ২২০২৪, ২২১১৫

[২৬২] মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫, আহমাদ ২১০৭, ২৬৩৯, ২৮২৭, ২১০২, ৩১৫৪, দারেমী ১৭৫৯

[২৬৩] মুসলিম ১১৬৪, তিরমিযী ৭৫৯, আবূ দাউদ ২৪৩৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৬, আহমাদ ২৩০২২, ২৩০৪৪, দারেমী ১৭৫৪

হয়েছে।" *(মুসলিম)*[২৬৪]

١٢٦٤/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَومَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن » ، ورواه مسلم بغير ذِكر الصوم

২/১২৬৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(মানুষের) আমলসমূহ সোম ও বৃহস্পতিবারে (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি ভালবাসি যে, আমার আমল এমন অবস্থায় পেশ করা হোক, যখন আমি রোযার অবস্থায় থাকি।"*(তিরমিযী হাসান)* [২৬৫] ইমাম মুসলিমও এটি বর্ণনা করেছেন, তবে তাতে রোযার উল্লেখ নেই।

١٢٦٥/٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَومَ الاثْنَيْنِ وَالخَمِيس .

رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৩/১২৬৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার জন্য সমধিক সচেষ্ট থাকতেন।' *(তিরমিযী হাসান)* [২৬৬]

٢٣٠- بَابُ اِسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْأَفْضَلُ صَوْمُهَا فِيْ أَيَّامِ الْبِيْضِ. وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ. وَقِيْلَ: الثَّانِيْ عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ هُوَ الْأَوَّلُ.

পরিচ্ছেদ - ২৩০ : প্রত্যেক মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখা মুস্তাহাব

প্রতি মাসে শুক্ল পক্ষের ১৩,১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা পালন করা উত্তম।। অন্য মতে ১২,১৩, ও ১৪ তারীখে। প্রথমোক্ত মতটিই প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ।

١٢٦٦/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَثٍ : صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৬৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন; প্রত্যেক মাসে তিনটি ক'রে রোযা পালন করা। চাশ্তের দু' রাকআত নামায আদায় করা এবং নিদ্রা যাবার পূর্বে বিত্র নামায পড়া।' *(বুখারী, মুসলিম)* [২৬৭]

١٢٦٧/٢. وَعَنْ أَبِي الدَّرداءِ ﷺ ، قَالَ : أَوصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلاَثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ : بِصِيَامِ

---

[২৬৪] মুসলিম ১১৬২

[২৬৫] মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯২৬, ইবনু মাজাহ ১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১১৬, ৮৯৪৬, ৯৯০২, ২৭৪৯০, ২৭২৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, ১৬৮৭, দারেমী ১৭৫১

[২৬৬] তিরমিযী ৭৪৫, নাসায়ী ২৩৬১-২৩৬৪, ইবনু মাজাহ ১৭৩৯

[২৬৭] সহীহুল বুখারী ১১৭৮, ১৯৮১, মুসলিম ৭২১, তিরমিযী ৭৬০, নাসায়ী ১৬৭৭, ১৬৭৮, ২৪০৬, আবূ দাউদ ১৪৩২, আহমাদ ৭০৫৮, ৭১৪০, ৭৪০৯, ৭৪৬০, ৭৪৮৩, ৭৫৪১, ৭৬১৫, ৮০৪৪, ৯৬০০, ৯৯০৩, ১০১০৫, দারেমী ১৪৫৪, ১৭৪৫

ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاةِ الضُّحَى ، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ . رواه مسلم

২/১২৬৭। আবূ দার্দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এমন তিনটি কাজের অসিয়ত করেছেন, যা আমি যতদিন বেঁচে থাকব, কখনোই ত্যাগ করব না; প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা পালন করা, চাশ্তের নামায পড়া এবং বিত্র না পড়ে নিদ্রা না যাওয়া।' *(মুসলিম)* [২৬৮]

١٢٦٨/٣. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৬৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখা, সারা বছর ধরে রোযা রাখার সমান।" *(বুখারী, মুসলিম)*[২৬৯]

١٢٦٩/٤. وَعَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ : أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثة أَيَّامٍ ؟ قَالَت : نَعَمْ . فقلتُ : مِنْ أيِّ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَت : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أيِّ الشَّهْرِ يَصُومُ . رواه مسلم

৪/১২৬৯। মুআযাহ আদাভিয়্যাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহর রসূল কি প্রতি মাসে তিনটি ক'রে রোযা রাখতেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' আমি বললাম, 'মাসের কোন্ কোন্ দিনে রোযা রাখতেন?' তিনি বললেন, 'মাসের যে কোন দিনে রোযা রাখতে তিনি পরোয়া করতেন না।' *(মুসলিম)*[২৭০]

١٢٧٠/٥. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثاً، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৫/১২৭০। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "প্রত্যেক মাসে (নফল) রোযা পালন করলে (শুক্লপক্ষের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে পালন করো।" *(তিরমিযী হাসান)*[২৭১]

١٢٧١/٦. وَعَنْ قَتَادَةَ بنِ مِلْحَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ البِيضِ : ثَلاَثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ . رواه أَبُو داود

৬/১২৭১। ক্বাতাদাহ ইবনে মিলহান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে শুক্লপক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারীখে রোযা রাখার জন্য আদেশ করতেন।' *(আবূ দাঊদ)*[২৭২]

١٢٧٢/٧. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيضِ فِي حَضَرٍ

---

[২৬৮] মুসলিম ৭২২, আবূ দাউদ ১৪৩৩, আহমাদ ২৬৯৩৫, ২৭০০৩

[২৬৯] সহীহুল বুখারী ১১৫৯, ১৯৭৫

[২৭০] মুসলিম ১১৬০, তিরমিযী ৭৬৩, আবূ দাউদ ৩৪৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭০৯

[২৭১] তিরমিযী ৭৬১, নাসায়ী ২৪২৪

[২৭২] আবূ দাউদ ২৪৪৯, নাসায়ী ২৪৩২ [আব্দুল মালেকবিন কাতাদা বিন মালহান]

وَلاَ سَفَرٍ. رواه النسائي بإسنادٍ حسن

৭/১২৭২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘরে ও সফরে কোথাও শুক্লপক্ষের (তিন) দিনের রোযা ছাড়তেন না।' *(নাসাঈ হাসান সূত্রে)*[২৭৩]

٢٣١- بَابُ فَضْلِ مَّنْ فَطَّرَ صَائِمًا وَفَضْلِ الصَّائِمِ الَّذِيْ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ ، وَدُعَاءِ الْأَكِلِ لِلْمَأْكُوْلِ عِنْدَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৩১ :রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত এবং যে রোযাদারের নিকট কিছু ভক্ষণ করা হয় তার ফযীলত এবং যার নিকট ভক্ষণ করা হয় তার জন্য ভক্ষণকারীর দুআ.

١/١٢٧٣. عَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/১২৭৩। যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে (রোযাদারের) সমান নেকীর অধিকারী হবে। আর তাতে রোযাদারের নেকীর কিছুই কমবে না।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[২৭৪]

٢/١٢٧٤.وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَاماً ، فَقَالَ : « كُلِي » فَقَالَتْ : إِنِّي صَائِمَةٌ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ إِذا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرَغُوْا » وَرُبَّمَا قَالَ : « حَتَّى يَشْبَعُوْا » رواهُ الترمذيُّ وقال : حديثٌ حسنٌ .

২/১২৭৪। উম্মু 'উমারা আল-আনসারিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) কোন একদিন তার নিকট গেলেন। তার সামনে তিনি খাবার রাখলেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বললেন, তুমিও খাও। তিনি বললেন, আমি তো রোযাদার । নাবী (ﷺ) বললেন, রোযাদারের সামনে যখন খাবার আহারকারীদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা পেট ভরে না খাওয়া পর্যন্ত তার (রোযাদারের) জন্য ফেরেশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। (ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[২৭৫]

---

[২৭৩] নাসায়ী ২৩৪৫ [জা'ফর বিন আবুল মুগিরা]

[২৭৪] তিরমিযী ৮০৭, ইবনু মাজাহ ১৪৪৬, আহমাদ ২১১৬৮, দারেমী ১৭০২

[২৭৫] হাদীসটি দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছি : তিরমিযীর কোন কোন কপিতে হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলা হয়েছে। আর এ সবগুলোর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আমি এ সম্পর্কে "য'ঈফাহ্" গ্রন্থে (নং ১৩৩২) আলোচনা করেছি। শু'য়াইব আলআরনাউতও "মুসনাদু আহমাদ" গ্রন্থে (২৬৫২০, ২৬৫২১) হাদীসটির সনদকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এর সনদের বর্ণনাকারী লাইলাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবী তাকে "আননিসওয়াতুল মাজহূলাত" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন : তার থেকে শুধুমাত্র হাবীব ইবনু যায়েদ বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য সওম পালনকারীদের ইফতার করার সময় ফেরেশতারা রহমাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন। এ মর্মে রসূল (ﷺ) হতে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ["সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৮৫৪) ও "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (১৭৪৭)]। তবে আলোচ্য হাদীসটি মওকূফ হিসেবে সহীহ্ সূত্রে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত ভাষায় আবূ আইউব

١٢٧٥/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ إِلَى سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ ﷺ فَجَاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/১২৭৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি রুটি ও (যায়তুনের) তেল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সম্মুখে পেশ করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা ভক্ষণ ক'রে এই দুআ পড়লেন,

'আফত্বারা ইন্দাকুমুস স্বা-য়িমূন, অআকালা ত্বাআমাকুমুল আবরার, অস্বাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকাহ।'

অর্থাৎ, রোযাদারগণ তোমাদের নিকট ইফতার করল। সৎব্যক্তিগণ তোমাদের খাবার ভক্ষণ করল এবং ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের (ক্ষমার) জন্য দুআ করলেন। *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[২৭৬]

(রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة অর্থাৎ 'সওম পালনকারী ব্যক্তির নিকট খাওয়া হলে ফেরেশতারা রহমাত কামনা করে তার জন্য দু'আ করে।' যা মারফূ'র হুকুম বহন করে। তবে অতিরিক্ত অংশ সহকারে হাদীসটি দুর্বল যেমনটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। [বিস্তারিত দেখুন "য'ঈফাহ্" (১৩৩২)]। আল্লাহই বেশী জানেন।

[২৭৬] আবূ দাউদ ৩৮৫৪, আহমাদ ১১৭৬৭, ১২৬৭৩, দারেমী ১৭৭২

Contents

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় (৯) : ই'তিকাফ (ইবাদত-উপাসনার জন্য একান্তে অবস্থান করা)

٢٣٢- بَابُ فَضْلِ الْاِعْتِكَافِ

পরিচ্ছেদ - ২৩২ : রমযান মাসে ই'তিকাফ সম্পর্কে

١٢٧٦/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৭৬। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৭৭]

١٢٧٧/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৭৭। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'নবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যুদান করা পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর (তিরোধানের) পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৭৮]

١٢٧٨/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْماً . رواه البخاري

৩/১২৭৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ প্রত্যেক রমযান মাসের (শেষ) দশদিন ই'তিকাফ করতেন। তারপর যে বছরে তিনি দেহত্যাগ করেন, সে বছরে বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন।' *(বুখারী)*[২৭৯]

---

[২৭৭] সহীহুল বুখারী ২০২৫, মুসলিম ১১৭১, আবূ দাউদ ২৪৬৫, ইবনু মাজাহ ১৭৭৩, আহমাদ ৬১৩৭

[২৭৮] সহীহুল বুখারী ২০২৬, মুসলিম ১০৭২, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬২, আহমাদ । ২৩৬১১, ২৩৭১৩, ২৪০২৩, ২৪০৯২, মলে ৬৯৯

[২৭৯] সহীহুল বুখারী ২০৪৪, ৪৯৯৮, তিরমিযী ৭৯০, আবূ দাউদ ২৪৬৬, ইবনু মাজাহ ১৭৬৯, আহমাদ ৭৭২৬, ৮২৩০, ৮৪৪৮, ৮৯৫৯, দারেমী ১৭৭৯

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় (১০) : (কা'বাগৃহের) হজ্জ পালন

٢٣٣- بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৩ : হজ্জের অপরিহার্যতা ও তার ফযীলত

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের উপর নির্ভরশীল নন। *(সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত)*

١/١٢٧٩. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ البَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন, "ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত আছে। (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) বায়তুল্লাহর হজ্জ করা এবং (৫) মাহে রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৮০]

٢/١٢٨٠. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُم الحَجَّ فَحُجُّوا ». فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » ثُمَّ قَالَ : « ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ». رواه مسلم

২/১২৮০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়)

---

[২৮০] সহীহুল বুখারী ৮, মুসলিম ১৬, তিরমিযী ২৬০৯, ইবনু মাজাহ ৫০০১, আহমাদ ৪৭৮৩, ৫৬৩৯, ৫৬৫৯, ৫৬৭৯, ৬২৬৫

ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*[২৮১]

١٢٨١/٣. وَعَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « **إِيمَانٌ بِاللهِ وَرسولِهِ** » قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « **الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ** » قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « **حَجٌّ مَبْرُورٌ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৮১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সর্বোত্তম কাজ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান রাখা।" পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'অতঃপর কী?' তিনি বললেন, "মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৮২]

'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ সেই হজ্জকে বলা হয়, যাতে হাজী কোন প্রকার আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হয়নি।

١٢٨٢/٤. وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « **مَنْ حَجَّ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২৮২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি হজ্জ পালন করল এবং (তাতে) কোন অশ্লীল কাজ করল না ও পাপাচার করল না, সে ব্যক্তি ঠিক ঐ দিনকার মত (নিষ্পাপ হয়ে) বাড়ি ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৮৩]

١٢٨٣/٥. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الجَنَّةَ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১২৮৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একটি উমরাহ পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত ঐ দুয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত পাপরাশির জন্য কাফফারা (মোচনকারী) হয়। আর 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৮৪]

١٢٨٤/٦. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ ؟ فَقَالَ : « **لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ : حَجٌّ مَبْرُورٌ** ». رواه البخاري

---

[২৮১] সহীহুল বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, নাসায়ী ২৬১৯, ইবনু মাজাহ ১, ২, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২৩৯, ৯৪৮৮, ৯৫৫৭৭, ৯৮৯০, ১০২২৯, ১০৩২৭

[২৮২] সহীহুল বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ৮৩, তিরমিযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৫, ৩১৩০, আহমাদ ৭৪৫৯, ৭৫৩৬, ৭৫৮৫, ৭৮০৩, ৮০১৪, ৮৩৭৪, ৯৪০৭, দারেমী ২৩৯৩

[২৮৩] সহীহুল বুখারী ১৫২১, ১৮১৯, ১৮২০, মুসলিম ১৩৫০, তিরমিযী ৮১১, নাসায়ী ২৬২৭, ইবনু মাজাহ ২৮৮৯, আহমাদ ৭০৯৬, ৭৩৩৪, ৯০৫৬, ৯৯০৪, ১০০৩৭, দারেমী ১৭৯৬

[২৮৪] সহীহুল বুখারী ১৭৭৩, মুসলিম ১৩৪৯, তিরমিযী ৯৩৩, নাসায়ী ২৬২২, ২৬২৩, ২৬২৯, ইবনু মাজাহ ২৮৮৭, ২৮৮৮, আহমাদ ৭৩০৭, ৯৬২৫, ৯৬৩২, মুওয়াত্তা মালিক ৭৭৬, দারেমী ১৭৯৫

৬/১২৮৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?' তিনি বললেন, "কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী)* [২৮৫]

١٢٨٥/٧. وَعَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَن يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ». رواه مسلم

৭/১২৮৫। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আরাফার দিন অপেক্ষা এমন কোন দিন নেই, যেদিন আল্লাহ সর্বাধিক বেশী সংখ্যায় বান্দাকে দোযখমুক্ত করেন।" *(মুসলিম)* [২৮৬]

١٢٨٦/٨. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً – أَوْ حَجَّةً مَعِي ». متفقٌ عَلَيْهِ

৮/১২৮৬। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মাহে রমযানের উমরাহ একটি হজ্জের সমতুল্য অথবা আমার সঙ্গে হজ্জ করার সমতুল্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৮৭]

١٢٨٧/٩. وَعَنْهُ : أَنَّ امرَأَةً قَالَت : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً ، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৯/১২৮৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেই বর্ণিত, একজন মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর স্বীয় বান্দাদের উপর হজ্জের ফরয আমার বৃদ্ধ পিতার উপর এমতাবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, তিনি বাহনের উপর চড়ে বসে থাকতে অক্ষম। আমি কি তার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৮৮]

١٢٨٨/١٠. وَعَنْ لَقِيطِ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، لاَ يَسْتَطِيعُ الحَجَّ ، وَلاَ العُمْرَةَ ، وَلاَ الظَّعَنَ ؟ قَالَ : « حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح »

১০/১২৮৮। লাক্বীত ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তিনি না হজ্জ করতে সক্ষম, না উমরা করতে সক্ষম, আর না সফর করতে পারবেন।' তিনি বললেন, "তুমি তোমার পিতার পক্ষ হতে হজ্জ ও উমরা সম্পাদন কর।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী-হাসান সহীহ)* [২৮৯]

---

[২৮৫] সহীহুল বুখারী ১৫২০, ১৮৬১, ২৭৮৪, ২৮৭৫, ২৮৭৬, নাসায়ী ২৬২৮, ইবনু মাজাহ ২৯০১১২৮৫.

[২৮৬] মুসলিম ১৩৪৮, না৩০০৩, ইবনু মাজাহ ৩০১৫

[২৮৭] সহীহুল বুখারী ১৭৮৬, ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, নাসায়ী ২১১০, আবূ দাউদ ১৯৯০, ইবনু মাজাহ ২৯৯৪, আহমাদ ২০২৬, ২৮০৪, দারেমী ১৮৫৯

[২৮৮] সহীহুল বুখারী ১৫১৩, ১৮৫৪, ১৮৫৫, ৫৩৯৯, ৬২২৮, মুসলিম ১৩৩৪, ১৩৩৫, তিরমিযী ৯২৮, নাসায়ী ২৬৩৫, ২৬৪১, ২৬৫৩, ৫৩৮৯, ৫৩৯৫, আদ ১৮০৯, সাচা ২৯০৭, আহমাদ ১৮১৫, ১৮২৫, ১৮৯৩, ২২৬৩, ৩০৩৩, ৩২২৮, ৩৩৬৫, মুওয়াত্তা মালিক ৮০৬

[২৮৯] আবূ দাউদ ১৮১০, তিরমিযী ৯৩০, নাসায়ী ২৬৩৭, ইবনু মাজাহ ২৯০৭, আহমাদ ১৮৭৫১, ১৮৭৫৭, ১৫৭৬৬

١٢٨٩/١١. وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ ، قَالَ : حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وَأَنَا ابنُ سَبعِ سِنِينَ . رواه البخاري

১১/১২৮৯। সায়েব ইবনে য়্যাযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বিদায় হজ্জে নবী (ﷺ)-এর সঙ্গে আমাকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছে। আমি তখন সাত বছরের শিশু।' *(বুখারী)* [২৯০]

١٢٩٠/١٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ ، فَقَالَ : « **مَنِ القَوْمُ ؟** » قَالُوا: المُسلِمُونَ . قَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : « **رَسُولُ اللهِ** » . فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبيّاً ، فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : « **نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ** ». رواه مسلم

১২/১২৯০। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) 'রাওহা' নামক স্থানে একটি যাত্রীদলের সাথে সাক্ষাৎকালে বললেন, "তোমরা কোন্ জাতি?" তারা বলল, 'আমরা মুসলমান।' তারা বলল, 'আপনি কে?' তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর রসূল।" এই সময়ে একজন মহিলা একটি শিশুকে তুলে ধরে বলল, 'এর কি হজ্জ হবে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর (ওকে হজ্জ করানো বাবত) তোমারও সওয়াব হবে।" *(মুসলিম)*[২৯১]

١٢٩١/١٣. عَن أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. رواه البخاري

১৩/১২৯১। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বাহনে চড়ে হজ্জ সমাধা করেন। আর ঐ বাহনটিই ছিল প্রয়োজনীয় যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামের বাহক। *(বুখারী)*[২৯২]

* *(অর্থাৎ, তিনি যে উঁটের বাহনে চড়ে হজ্জ করেছেন সেই বাহনেই তাঁর খাদ্য-পানীয় তথা অন্যান্য আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রও চাপানো ছিল।)*

١٢٩٢/١٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ عُكَاظُ ، وَمَجَنَّةُ ، وَذُو المَجَازِ أَسْوَاقاً فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي المَوَاسِمِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة : ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ . رواه البخاري

১৪/১২৯২। ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্নাহ ও যুল-মাজায নামক স্থানগুলিতে (ইসলাম আসার পূর্বে) জাহেলী যুগের বাজার ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম হজ্জের মৌসমে ব্যবসা-বাণিজ্যমূলক কাজ-কর্মকে পাপ মনে করলেন। তার জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হল, যার অর্থ, "(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৮ আয়াত, বুখারী)*[২৯৩]

---

[২৯০] সহীহুল বুখারী ১৮৫৮, ১৮৫৯, তিরমিযী ৯২৬, ২১৬১, আহমাদ ১৫২৯১

[২৯১] মুসলিম ১৩৩৬, নাসায়ী ২৬৪৫-২৬৪৯, আবূ দাউদ ১৭৩৬, আহমাদ ১৯০১, ২১৮৮, ২৬০৫, ৩১৮৫, ৩১৯২, মুওয়াত্তা মালিক ৬৬১

[২৯২] সহীহুল বুখারী ১৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮৯০

[২৯৩] সহীহুল বুখারী ১৭৭০, ২০৫০, ৪৫১৯, আবূ দাউদ ১৭৩৪

كِتَابُ الْـجِهَادِ

অধ্যায় (১১) : (আল্লাহর পথে) জিহাদ

٢٣٤- بَابُ فَضْلِ الْـجِهَادِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৪ : জিহাদ ওয়াজিব এবং তাতে সকাল-সন্ধ্যার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة : ٣٦]

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথে রয়েছেন। *(সূরা তাওবাহ ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ٢١٦]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা বাক্বারাহ ২১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٤١]

অর্থাৎ, দুর্বল হও অথবা সবল সর্বাবস্থাতেই তোমরা বের হও এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দ্বারা জিহাদ কর। *(সূরা তাওবাহ ৪১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾[التوبة : ١١١]

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহা সাফল্য। *(সূরা তাওবাহ ১১১)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ لاَ يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى وَفَضَّلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً، دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النساء : ٩٥-٩٦]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে তারা এবং যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে, তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন; আল্লাহ সকলকেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এ তাঁর (আল্লাহর) তরফ হতে মর্যাদা, ক্ষমা ও দয়া। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ৯৫-৯৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف : ١٠- ١٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে রক্ষা করবে? (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের পাপরাশিকে ক্ষমা ক'রে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহা সাফল্য। আর তিনি তোমাদেরকে দান করবেন বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ; আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা সাফ ১০-১৩ আয়াত)*

এ মর্মে প্রসিদ্ধ বহু আয়াত রয়েছে। আর জিহাদের ফযীলত সংক্রান্ত হাদীসও রয়েছে অগণিত। তন্মধ্যে কতিপয় নিম্নরূপ ঃ-

١/١٢٩٣. عن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللهِ ﷺ : أيُّ العَمل أفْضَلُ ؟ قَالَ: « **إيمَانٌ باللهِ وَرَسُولِهِ**» قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: « **الجهادُ في سَبيلِ اللهِ** » قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: « **حَجٌّ مَبْرُورٌ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১২৯৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা হল, 'সর্বোত্তম কাজ কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল,

Contents

'অতঃপর কী?' তিনি বললেন, "মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৪]

١٢٩٤/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ : «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « بِرُّ الوَالِدَيْنِ » قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : « الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১২৯৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহর নিকট কোন্ কাজটি সর্বাধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি নিবেদন করলাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি আবার নিবেদন করলাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৯৫]

١٢٩٥/٣. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضلُ ؟ قَالَ : « الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১২৯৫। আবূ যার্র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৯৬]

١٢٩٦/٤. وَعَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১২৯৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৭]

١٢٩٧/٥. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ، قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيلِ اللهِ » قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « مُؤْمِنٌ فِي شِعبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫/১২৯৭। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে এই নিবেদন করল যে, 'সব চাইতে উত্তম ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "সেই মু'মিন ব্যক্তি, যে নিজ জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "সেই

[২৯৪] সহীহুল বুখারী ২৬, ১৫১৯, মুসলিম ৫৩, তিরমিযী ১৬৫৮, নাসায়ী ২৬২৪, ৩০৩০, আহমাদ ১২৮১ এর সবগুলো, দারেমী ২৩৯৩

[২৯৫] সহীহুল বুখারী ৫২৭, ২৭৮২, ৫৯৭০, ৭৫৩৮, মুসলিম ৮৫, তিরমিযী ১৩৭, ১৮৯৮, নাসায়ী ৬১০, ৬১১, আহমাদ ৩৮৮০, ৩৯৬৩, ৩৯৮৮, ৪১৭৫, ৪২১১, ৪২৩১, ৪২৭৩, ৪৩০১, দারেমী ১২২৫

[২৯৬] সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২৩৮৪৫, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮

[২৯৭] সহীহুল বুখারী ২৭৯২, ২৭৯৬, ৬৫৬৮, মুসলিম ১৮৮০, তিরমিযী ১৬৫৯, ইবনু মাজাহ ২৭৫৭, ২৮২৪, আহমাদ ১১৯৪১, ১২০২৮, ১২০৮৩, ১২১৪৬, ১২১৯১, ১২৭৪৯, ১৩৩৬৮

মু'মিন, যে পার্বত্য ঘাঁটির মধ্যে কোন ঘাঁটিতে আল্লাহর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে ও জনগণকে নিজের মন্দ থেকে মুক্ত রাখে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৯৮]

١٢٩٨/٦. وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا العَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى ، أَوِ الغَدْوَةُ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬/১২৯৮। সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর রাহে একদিন সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, পৃথিবী ও ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের কারো একটি বেত্র পরিমাণ জান্নাতের স্থান, দুনিয়া তথা তার পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের কোন ব্যক্তির আল্লাহর পথে (জিহাদ কল্পে) এক সকাল অথবা এক সন্ধ্যা গমন করা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৯৯]

١٢٩٩/٧. وَعَنْ سَلْمَانَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الفَتَّانَ ». رواه مسلم

৭/১২৯৯। সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "একদিন ও একরাত সীমান্ত প্রহরায় রত থাকা, একমাস ধরে (নফল) রোযা পালন তথা (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে তাতে ঐ সব কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে পূর্বে করত এবং তার বিশেষ রুযী চালু ক'রে দেওয়া হবে এবং তাকে (কবরের) ফিৎনা ও বিভিন্ন পরীক্ষা হতে মুক্ত রাখা হবে।" *(মুসলিম)*[৩০০]

١٣٠٠/٨. وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ المُرَابِطَ فِي سَبيلِ اللهِ ، فَإنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ القَبْرِ ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৮/১৩০০। ফাযালা ইবনে উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রতিটি মৃত্যুগামী ব্যক্তির পরলোকগমনের পর তার কর্মধারা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা রত ব্যক্তির নয়। কেননা, তার আমল কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করা হবে এবং সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিস্কৃতি পাবে।" *(আবূ দাঊদ-তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩০১]

---

[২৯৮] সহীহুল বুখারী ২৭৮৬, ৬৪৯৪, মুসলিম ১৮৮৮, তিরমিযী ১৬৬০, নাসায়ী ৩১০৫, আবূ দাঊদ ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৮, আহমাদ ১০৭৪১, ১০৯২৯, ১১১৪১, ১১৪২৮

[২৯৯] সহীহুল বুখারী ২৭৯৪, ২৮৯২, ৩২৫০, ৬৪১৫, মুসলিম ১৮৮১, তিরমিযী ১৬৪৮, নাসায়ী ৩১১৮, ইবনু মাজাহ ২৭৫৬, ৪৩৩০, আহমাদ ১৫১৩২, ২২২৯২, ২২৩৩৭, ২২৩৫০, ২২৩৬১, ২২৩৬৫, দারেমী ২৩৯৮

[৩০০] মুসলিম ১৯১৩, তিরমিযী ১৬৬৫, নাসায়ী ৩১৬৭, ৩১৬৮, আহমাদ ২৩২১১৫; ২৩২২৩

[৩০১] আবূ দাঊদ ২৫০০, তিরমিযী ১৩২১

١٣٠١/٩. وَعَن عُثمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ، يَقُول : « رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৯/১৩০১। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর পথে একদিন সীমান্তে পাহারা দেওয়া, অন্যত্র হাজার দিন পাহারা দেওয়া অপেক্ষা উত্তম।" *(তিরমিযী তিনি বলেন, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ)* [৩০২]

١٣٠٢/١٠. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « تَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي ، وَإِيمَانٌ بِي ، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي ، فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ ، أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ ، أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِمَ ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى المُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً ، وَلٰكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ». رواه مسلم ، وروى البخاري بعضه

১০/১৩০২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) 'আমার পথে জিহাদ করার স্পৃহা, আমার প্রতি বিশ্বাস, আমার পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞানই তাকে (স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, না হয় তাকে নেকী বা গনীমতের সম্পদ দিয়ে তার সেই বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেব, যে বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল।' সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে দেহে যে কোন যখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে। (টাটকা যখম ও রক্ত ঝরবে।) তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! আমার আন্ত রিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।" *(বুখারী কিদয়ংশ, মুসলিম)* [৩০৩]

---

[৩০২] তিরমিযী ১৬৬৭, নাসায়ী ৩১৬৯, ৩১৭০, আহমাদ ৪৪৪, ৪৭২, ৪৭৯, ৫৫৯, দারেমী ২৪২৪

[৩০৩] সহীহুল বুখারী ৩১২৩, মুসলিম ১৮৭৬, ৩৬২৩৭, ২৭, ৮৭, ২৭৯৭, ২৮০৩, ২৯৭২, ৩১২৩, ৫৫৩৩, ৭২২৬, ৭২২৭, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩, তিরমিযী ১৬৫৬, নাসায়ী ৩০৯৮, ৩১২২, ৩১২৪, ৩১৪৭, ৩১৫১, ৩১৫২, ৫০২৯, ৫০৩০, ইবনু মাজাহ

١٣٠٣/١١. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَم فِي سَبِيلِ الله إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَكَلْمُهُ يُدْمِي : اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسكٍ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১১/১৩০৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কোন ক্ষত আল্লাহর রাহে পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে ক্ষতগ্রস্ত মুজাহিদ এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত ঝরবে। রক্তের রং তো (বাহ্যতঃ) রক্তের মত হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৩০৪]

١٣٠٤/١٢. وَعَن مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِن رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوَاقَ نَاقَةٍ ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ جُرِحَ جُرْحاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّهَا تَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ : لَونُها الزَّعْفَرَانُ ، وَرِيحُهَا كَالمِسْكِ ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»

১২/১৩০৪। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন মুসলিম যদি আল্লাহর রাহে এতটুকু সময় যুদ্ধ করে যতটুকু দু'বার উটনী দোহাবার মাঝে হয়, তাহলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর যে মুজাহিদকে আল্লাহর পথে কোন ক্ষত বা আঁচড় পৌঁছে, সে ক্ষত বা আঁচড় কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তা হতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী রক্তধারা প্রবাহিত হবে। (দৃশ্যতঃ) তার রং হবে জাফরান, আর তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৩০৫]

١٣٠٥/١٣. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِشِعبٍ فِيهِ عُيَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَة ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَقَالَ : لَو اعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ ، وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « لاَ تَفعَلْ؛ فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً، أَلاَ تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الجَنَّةَ ؟ أُغْزُوا فِي سَبيلِ اللهِ، مَن قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

১৩/১৩০৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একজন সাহাবী একটি দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সে পথে ছিল একটি ছোট মিষ্টি পানির ঝর্ণা। সুতরাং তা তাঁকে মুগ্ধ ক'রে তুলল। তিনি বললেন, 'আমি যদি লোকদের থেকে পৃথক হয়ে এই পাহাড়ী পথে বসবাস করতাম, (তাহলে ভাল হত)! তবে এ কাজ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুমতি ব্যতীত কখনই করব না।' সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এ কথা উল্লেখ করলেন।

২৭৫৩, ২৭৯৫, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, ৮৮৪৩, ৮৯৪০, ৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৪, ৯৯৯-১০০১, ১০২২, দারেমী ২৩৯১, ২৪০৬

[৩০৪] সহীহুল বুখারী ৫৫৩৩, ২৩৭, ২৮০৩, মুসলিম ১৮৭৬, তিরমিযী ১৬৫৬, নাসায়ী ৩১৪৭, আহমাদ ৭১১৭, ৭২৬০, ৭২৯৮, ৮৭৫৭, ৮৮৪৩, ৮৯৪০, ৯১৯২, ৯৭৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১০০১, দারেমী ২৪০৬

[৩০৫] আবূ দাউদ ২৫৪১, তিরমিযী ১৬৫৪, ১৬৫৭, নাসায়ী ৩১৪১, ইবনু মাজাহ ২৭৯২, আহমাদ ২১৫০৯, দারেমী ২৩৯৪

তিনি বললেন, “এরূপ করো না। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের কোন ব্যক্তির (জিহাদ উপলক্ষ্যে) অবস্থান করা, নিজ ঘরে সত্তর বছর ব্যাপী নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করান? অতএব আল্লাহর রাহে লড়াই কর। (জেনে রেখো,) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে দু'বার উটনী দোহানোর মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ জিহাদ করবে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে।” *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*[৩০৬]

١٣٠٦/١٤. وَعَنهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَعْدِلُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ ». فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : « لاَ تَسْتَطِيعُونَهُ » ! ثُمَّ قَالَ : « مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سَبيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ ، وَلاَ صَلاَةٍ ، حَتَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلمٍ .

وفي رواية البخاري : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ ؟ قَالَ : « لاَ أَجِدُهُ » ثُمَّ قَالَ : « هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ » ؟ فَقَالَ : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ؟!

১৪/১৩০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করার সমতুল্য আমল কী? তিনি বললেন, “তোমরা তা পারবে না।” তারা তাঁকে দু'-তিনবার ঐ একই কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকল, আর তিনি প্রত্যেকবারে বললেন, “তোমরা তার ক্ষমতা রাখ না।” তারপর বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত ঠিক সেই রোযাদার ও আল্লাহর আয়াত পাঠ ক'রে নামায আদায়কারীর মত, যে রোযা রাখতে ও নামায পড়তে আদৌ ক্লান্তিবোধ করে না। (এরূপ ততক্ষণ পর্যন্ত গণ্য হয়) যতক্ষণ না মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে আসে।” *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*[৩০৭]

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, একটি লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা জিহাদের সমতুল্য হবে।' তিনি বললেন, “আমি এ ধরনের আমল তো পাচ্ছি না।” তারপর তিনি বললেন, “তুমি কি এরূপ করতে পারবে যে, মুজাহিদ যখন বের হয়ে যাবে, তখন থেকে তুমি মসজিদে ঢুকে অক্লান্তভাবে নামাযে নিমগ্ন হবে এবং অবিরাম রোযা রাখবে।” সে বলল, 'ও কাজ কে করতে পারবে?'

١٣٠٧/١٥. وَعَنهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ ، رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي القَتْلَ وَالمَوْتَ مَظَانَّهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشَّعَفِ ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنَ الأَوْدِيَةِ ، يُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ،

---

[৩০৬] তিরমিযী ১৬৫০, আহমাদ ১০৪০৭

[৩০৭] সহীহুল বুখারী ২৭৮৫, মুসলিম ১৮৭৮, তিরমিযী ১৬১৯, নাসায়ী ৩১২৮, আহমাদ ৮৩৩৫, ৯১৯২, ৯৬০৪, ৯৬৭৪, ২৭২০৮

وَيَعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِينُ ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاَّ في خَيْرٍ ». رواه مسلم

১৫/১৩০৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর পথে ঘোড়ার লাগাম ধারক ব্যক্তির জীবন, সমস্ত লোকের জীবন চাইতে উত্তম, যে ব্যক্তি যুদ্ধধ্বনি শোনামাত্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে উড়ে চলে অথবা কোন শত্রুর ভয় দেখা মাত্র তার পিঠে চড়ে (দ্রুত বেগে) উড়ে যায় এবং শাহাদত অথবা মৃত্যু তার (স্ব স্ব) সম্ভাব্য স্থানে সন্ধান করতে থাকে। কিম্বা সেই ব্যক্তির (জীবন সর্বোত্তম) যে তার ছাগলের পাল নিয়ে পর্বতশিখরে বা কোন উপত্যকার মাঝে অবস্থান করে। যথারীতি নামায আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আমরণ স্বীয় প্রভুর উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকে। লোকেদের মধ্যে এ ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় রয়েছে।" *(মুসলিম)* [৩০৮]

١٣٠٨/١٦. وَعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ فِي الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ». رواه البخاري

১৬/১৩০৮। উক্ত বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর আছে, যা আল্লাহর রাহে জিহাদকারীদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত ক'রে রেখেছেন। দুই স্তরের মাঝখানের ব্যবধান আসমান-যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্বসম।" *(বুখারী)*[৩০৯]

١٣٠٩/١٧. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدري ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ » ، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « وَأُخْرَى يَرْفَعُ اللهُ بِهَا العَبْدَ مِئَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ » قَالَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، الجِهَادُ في سَبيلِ اللهِ ». رواه مسلم

১৭/১৩০৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) বলে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পয়গম্বররূপে মেনে নিল, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেল।" আবূ সাঈদ (বর্ণনাকারী) অনুরূপ উক্তি শুনে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কথাগুলি আবার বলুন।' তিনি তাই করলেন। তারপর তিনি বললেন, "আরো একটি পুণ্যের সুসংবাদ, যার বিনিময়ে বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের মধ্যে একশ'টি স্তর উঁচু করে দেবেন, প্রতি দুই স্তরের মাঝখানের দূরত্ব হবে, আকাশ-পৃথিবীর মধ্যখানের দূরত্ব সম।" আবূ সাঈদ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সেটি কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।" *(মুসলিম)*[৩১০]

١٣١٠/١٨. وَعَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ﷺ ، وَهُوَ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ ، يَقُولُ :

[৩০৮] মুসলিম ১৮৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৭, আহমাদ ৮৮৯৭, ৯৪৩০, ১০৪০০

[৩০৯] সহীহুল বুখারী ২৭৯০, ৭৪২৩, আহমাদ ৭৮৬৩, ৮২১৪, ৮২৬৯

[৩১০] মুসলিম ১৮৮৪, নাসায়ী ৩১৩১, আবূ দাউদ ১৫২৯

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ أَبْوَابَ الجَنَّةِ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ » فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَيْئَةِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا مُوسَى أَأَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَقْرَأُ عَلَيْكُم السَّلاَمَ ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى العَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ. رواه مسلم

১৮/১৩১০। আবূ বাক্‌র ইবনে আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ কথা বলতে শুনেছি---যখন তিনি শত্রুর সামনে বিদ্যমান ছিলেন---আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারির ছায়াতলে রয়েছে।" এ কথা শুনে রুক্ষ বেশধারী জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'হে আবূ মূসা! আপনি কি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল এবং বলল, তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম জানাচ্ছি।' অতঃপর সে তার তরবারির খাপটি ভেঙ্গে দিয়ে (নগ্ন) তরবারিটি নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হল এবং শত্রুকে আঘাত ক'রে অবশেষে সে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম)* [৩১১]

١٣١١/١٩. وَعَن أَبي عَبْسٍ عَبدِ الرَّحمَانِ بن جَبْرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِي سَبيلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ». رواه البخاري

১৯/১৩১১। আবূ আব্‌স আব্দুর রহমান ইবনে জাব্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে বান্দার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হবে, তাকে জাহান্নাম স্পর্শ করবে না।" *(বুখারী)* [৩১২]

١٣١٢/٢٠. وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ عَلَى عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

২০/১৩১২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে; যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে না গেছে। (অর্থাৎ, দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি তার জাহান্নামে প্রবেশ করাও অসম্ভব।) আর একই বান্দার উপর আল্লাহর পথের ধূলা ও জাহান্নামের ধুঁয়া একত্র জমা হবে না।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৩১৩]

١٣١٣/٢١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبيلِ اللهِ ». رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن »

২১/১৩১৩। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। আল্লাহর ভয়ে যে চক্ষু ক্রন্দন করে। আর যে চক্ষু আল্লাহর পথে প্রহরায় রত থাকে।" *(তিরমিযী হাসান)* [৩১৪]

---

[৩১১] মুসলিম ১৯০২, তিরমিযী ১৬৫৯, আহমাদ ১৯০৪৪, ১৯১৮১

[৩১২] সহীহুল বুখারী ২৮১১, ৯০৭, তিরমিযী ১৬৩২, নাসায়ী ৩১১৬, আহমাদ ১৫৫০৫

[৩১৩] তিরমিযী ১৬৩৩, ২৩১১, নাসায়ী ৩১০৭-৩১১৫, ইবনু মাজাহ ২৭৭৫, আহমাদ ১০১৮২

[৩১৪] তিরমিযী ১৬৩৯

١٣١٤/٢٢. وَعَن زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ». متفقٌ عَلَيْهِ

২২/১৩১৪। যায়দ ইবনে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যোদ্ধা প্রস্তুত ক'রে দিল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল। আর যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধার পরিবারের দেখা-শুনা করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল, সে আসলে স্বয়ং যুদ্ধ করল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩১৫]

١٣١٥/٢٣. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

২৩/১৩১৫। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "সর্বোত্তম সাদকাহ আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া, (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিম্বা আল্লাহর পথে (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)।" *(তিরমিযী হাসান, সহীহ)*[৩১৬]

١٣١٦/٢٤. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ فَتَىً مِنْ أَسْلَمَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيَ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ ، قَالَ : « اِئْتِ فُلاناً فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ » فَأَتَاهُ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، ويَقُول : أَعْطِنِي الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ . قَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي كُنْتُ تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلاَ تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئاً ، فَوَاللهِ لاَ تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْئاً فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

২৪/১৩১৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করতে চাচ্ছি; কিন্তু তার জন্য আমার কোন সাজ-সরঞ্জাম নেই।' তিনি বললেন, "তুমি অমুকের নিকট যাও। কারণ, সে (যুদ্ধের জন্য) সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিল; কিন্তু (ভাগ্যক্রমে) সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।" সুতরাং সে তার কাছে এসে বলল, 'রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে সালাম পেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, তুমি আমাকে ঐসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যা তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিলে।' সে (স্বীয় স্ত্রীকে) বলল, 'হে অমুক! ওকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে দাও, যেগুলি আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করেছিলাম। আর ওর মধ্য হতে কোন কিছু রেখে নিও না (বরং সমস্ত দিয়ে দাও)। আল্লাহর শপথ! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না।' *(মুসলিম)*[৩১৭]

١٣١٧/٢٥. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَى بَنِي لَحْيَانَ، فَقَالَ : « لِيَنْبَعِثْ مِنْ

---

[৩১৫] সহীহুল বুখারী ২৮৪৩, মুসলিম ১৮৯৫, তিরমিযী ১৬২৮, ১৬২৯, ১৬৩১, ৩১৮০, ৩১৮১, আবূ দাউদ ২৫০৯, ইবনু মাজাহ ২৭৫৯, আহমাদ ১৬৫৮২, ১৬৫৯১, ১৬৫৯৬, ১৬৬০৮, ৩১১৬৮, ৩১১৭৩, দারেমী ২৪১৯

[৩১৬] তিরমিযী ১৬২৭, আহমাদ ২৭৭৭২

[৩১৭] মুসলিম ১৮৯৪, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১২৭৪৮

كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ». رواه مسلم .

وفي رواية لَهُ : « لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ » ثُمَّ قَالَ لِلقَاعِدِ : « أَيُّكُمْ خَلَفَ الخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخَارِجِ ».

২৫/১৩১৭। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, (একবার) নবী (ﷺ) বনূ লাহইয়ান গোত্রাভিমুখে (যখন তারা অমুসলিম ছিল) একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন এবং বললেন, "যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন লোক (ঐ বাহিনীতে) যোগদান করে, আর সওয়াব দু'জনের মধ্যে সমান হবে। (যদি পিছনে থাকা ব্যক্তি মুজাহিদের পরিবারের যথাযথ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।)" *(মুসলিম)* [৩১৮]

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যেন প্রতি দু'জনের মধ্যে একজন পুরুষ জিহাদে বের হয়।" অতঃপর ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য বললেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ জিহাদের উদ্দেশ্যে গমনকারীর পরিবার-পরিজনদের মধ্যে উত্তমরূপে তার প্রতিনিধিত্ব করবে, সে তার (মুজাহিদের) অর্ধেক পুণ্য পাবে।"

*** (পূর্বোক্ত হাদীসের সমান নেকীর কথা উল্লিখিত হয়েছে আর এতে অর্ধেকের কথা দৃশ্যতঃ দুই হাদীসের মধ্যে বিরোধ পরিদৃষ্ট হলেও; আসলে কিন্তু কোন বিরোধ নেই। কারণ, অর্ধেক মানে হচ্ছে দু'জনের মধ্যে একটি নেকীর সমান ভাগ হবে। বিধায় দু'জনের জন্যই আধা-আধি হবে। ফলে দু'জনেরই সমান অংশ দাঁড়াবে।)*

١٣١٨/٢٦. وَعَنِ البَرَاءِ ﷺ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالحَدِيدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ : « أَسْلِمْ ، ثُمَّ قَاتِلْ » . فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً ». متفقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظ البخاري

২৬/১৩১৮। বারা' ইবনে আযেব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর নিকট লোহার শিরস্ত্রাণ পরা অবস্থায় এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আগে জিহাদ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব?' তিনি বললেন, "আগে ইসলাম গ্রহণ কর, তারপর জিহাদ কর।" সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণ ক'রে জিহাদে প্রবৃত্ত হল এবং শহীদ হয়ে গেল। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "লোকটি কাজ তো অল্প করল; কিন্তু পারিশ্রমিক প্রচুর পেল।" *(বুখারী, মুসলিম, শব্দগুলি মুসলিমের)*[৩১৯]

١٣١٩/٢٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ » . وفي رواية : « لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ » متفقٌ عَلَيْهِ

২৭/১৩১৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "কোন ব্যক্তি এমন নেই যে, জান্নাতে যাওয়ার পর এই লোভে জগতে ফিরে আসা পছন্দ করবে যে, ধরা পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবারই সে মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু শহীদ (তা করবে। কেননা,) সে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ ক'রে ইহজগতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে কামনা করবে।"

---

[৩১৮] মুসলিম ১৮৯৬, আবূ দাউদ ২৫১০, আহমাদ ১০৭২৬, ১০৯০৮, ১১০৬৯, ১১১৩৩, ১১৪৫৭

[৩১৯] সহীহুল বুখারী ২৮০৮, মুসলিম ১৯০০, আহমাদ ১৮০৯৩, ১৮৯১৯

অন্য বর্ণনানুযায়ী "সে প্রাপ্ত শাহাদাতের ফযীলত দেখে এ বাসনা করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩২০]

١٣٢٠/٢٨. وَعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **يَغْفِرُ اللهُ لِلْشَّهِيدِ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْنَ** » . رواه مسلم

وفي روايةٍ له : « **القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ الدَّيْن** » .

২৮/১৩২০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গোনাহ আল্লাহ মাফ ক'রে দেবেন।" (মুসলিম) [৩২১]

এর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর পথে শাহাদত বরণ ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপকে মোচন করে দেয়।"

١٣٢١/٢٩. وَعَن أَبي قَتَادَةَ ؓ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِيهِم فَذَكَرَ أَنَّ الجِهَادَ فِي سَبيلِ اللهِ ، وَالإِيمَانَ بِاللهِ ، أَفْضَلُ الأَعْمَالِ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **نَعَمْ ، إِنْ قُتِلتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ** » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **كَيْفَ قُلْتَ ؟** » قَالَ : أَرَأَيتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَتُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ فَإِنَّ جِبْرِيلَ - عَلَيهِ السَّلاَمُ - قَالَ لِي ذَلِكَ** ». رواه مسلم

২৯/১৩২১। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জনমণ্ডলীর মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা ও আল্লাহর পথে ঈমান রাখা সর্বোত্তম কর্ম।" জনৈক ব্যক্তি উঠে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর রাহে লড়াই করে শাহাদত বরণ করি, তাহলে কি আল্লাহ আমার সমুদয় পাপরাশিকে মিটিয়ে দেবেন?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর পথে নেকীর কামনায় ধৈর্য-সহ্যের সাথে অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে শহীদ হয়ে যাও, (তাহলে আল্লাহ তোমার সমস্ত পাপরাশি মাফ করে দেবেন।)" তারপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "তুমি কী যেন বললে?" সে বলল, 'আপনি বলুন, যদি আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার গুনাহ-খাতাসমূহ তার ফলে মিটে যাবে কি?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হ্যাঁ, ধৈর্য-সহ্যের সাথে, অগ্রসর হয়ে এবং পশ্চাদপসরণ না ক'রে (যদি তুমি শহীদ হয়ে যাও তাহলে)। কিন্তু ঋণ ছাড়া। যেহেতু জিবরীল (আঃ) অবশ্যই আমাকে এ কথা বললেন।" *(মুসলিম)*[৩২২]

*** (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ না করার গোনাহ মাফ হবে না। কারণ, এটি বান্দার হক। আর বান্দার হক বান্দার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।)*

---

[৩২০] সহীহুল বুখারী ২৮১৭, ২৭৯৫, মুসলিম ১৮৭৭, তিরমিযী ১৬৬১, নাসায়ী ৩১৬০, আহমাদ ১১৫৯২, ১১৮৬৪, ১১৯৩৩, ১২১৪৭, ১২৩৬০, ১২৭৫০, ৩১৯৯, ১৩২১৬, ১৩৫১৪, দারেমী ২৪০৯

[৩২১] মুসলিম ১৮৭৬, আহমাদ ৭০১১

[৩২২] মুসলিম ১৮৮৫, তিরমিযী ১৭১২, নাসায়ী ৩১৫৬-৩১৫৮, আহমাদ ২২০৩৬, ২২০৯৭, ২২১২০, দারেমী ২৪১২

١٣٢٢/٣٠. وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيْنَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ ؟ قَالَ : « **فِي الجَنَّةِ** » فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

৩০/১৩২২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে?' তিনি বললেন, "জান্নাতে।" সে (এ কথা শুনে) তার হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। *(মুসলিম)*[৩২৩]

١٣٢٣/٣١. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا المُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ ، وَجَاءَ المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ يَقْدِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ** » . فَدَنَا المُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ** » قَالَ : يَقُولُ عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضُ ؟ قَالَ : « **نَعَمْ** » قَالَ : بَخٍ بَخٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ ؟** » قَالَ : لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ : « **فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا** » . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ . رواه مسلم

৩১/১৩২৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে (বদরাভিমুখে) রওনা দিলেন। পরিশেষে মুশরিকদের পূর্বেই তাঁরা বদর স্থানে পৌঁছে গেলেন। তারপর মুশরিকগণ সেখানে এসে পৌঁছল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা অবশ্যই কেউ কোন বিষয়ে আগে বেড়ে কিছু করবে না; যতক্ষণ আমি নির্দেশ না দেব অথবা আমি স্বয়ং তা করব।" সুতরাং যখন মুশরিকরা নিকটবর্তী হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা সেই জান্নাতের দিকে ওঠো, যার প্রস্থ হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।" বর্ণনাকারী বলেন, উমাইর ইবনে হুমাম আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতের প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" উমাইর বললেন, 'বাঃ বাঃ!' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "'বাঃ বাঃ' শব্দ উচ্চারণ করার জন্য তোমাকে কোন জিনিস উদ্বুদ্ধ করল?" উমাইর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! তার (জান্নাতের) অধিবাসী হওয়ার কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' তিনি বললেন, "তুমি তার অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর তিনি কতিপয় খেজুর স্বীয় তূণ থেকে বের ক'রে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'যদি আমি এগুলি খেতে থাকি, তবে দীর্ঘক্ষণ জীবিত থাকতে হবে (এত দেরী সহ্য হবে না)।' বিধায় তিনি তাঁর কাছে যত খেজুর ছিল, সব ফেলে দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে শহীদ হয়ে গেলেন। *(মুসলিম)*[৩২৪]

---

[৩২৩] সহীহুল বুখারী ৪০৪৬, মুসলিম ১৮৯৯, নাসায়ী ৩১৫৪, আহমাদ ১৩৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১০১৪
[৩২৪] মুসলিম ১৯০১, আবূ দাউদ ২৬১৮, আহমাদ ১১৯৯০

١٣٢٤/٣٢. وَعَنه ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أن ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا القُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ : القُرَّاءُ ، فِيهِم خَالِي حَرَامٌ ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ ، وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالمَاءِ، فَيَضَعُونَهُ فِي المَسْجِدِ ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ ، وَلِلفُقَرَاءِ ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا المَكَانَ ، فَقَالُوا : اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَاماً خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا : اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا** ». متفقٌ عَلَيْهِ ، وهذا لفظ مسلم

৩২/১৩২৪। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, কয়েকটি লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাদের সঙ্গে কিছু শিক্ষিত মানুষ পাঠিয়ে দিন, যাঁরা আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেবেন।' সুতরাং তিনি সত্তরজন আনসারীকে পাঠিয়ে দিলেন--যাঁদেরকে 'কুর্রা' (কুরআনের হাফেয) বলা হত। 'হারাম' নামক আমার মামাও তাঁদের অন্যতম। তাঁরা রাতে কুরআন পড়তেন, আপোসে কুরআন অধ্যয়ন করতেন এবং শিক্ষা অর্জন করতেন। আর দিনে তাঁরা পানি এনে মসজিদে রাখতেন। কাঠ সংগ্রহ ক'রে তা বিক্রি করতেন এবং তা দিয়ে আহলে সুফ্‌ফা (মসজিদে নববীতে অবস্থানরত তৎকালীন ইসলামী ছাত্রবৃন্দ) ও গরীবদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। নবী ﷺ তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে তারা তাঁদেরকে আটকে তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই হত্যা ক'রে দিল। শাহাদত প্রাক্‌কালে তাঁরা এই দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" আনাস (রাঃ) এর মামা 'হারাম'-এর পশ্চাৎ দিক থেকে একটি লোক এসে বল্লমের খোঁচা মেরে (শরীর ফুঁড়ে) পার ক'রে দিল। হারাম বলে উঠলেন, 'কা'বার প্রভুর কসম! আমি সফল হলাম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ (উপস্থিত সাহাবীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন, "নিঃসন্দেহে তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং তারা এ বলে দুআ করেছে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নবীকে এই সংবাদ পৌঁছে দাও যে, আমরা তোমার সাক্ষাৎ লাভ করেছি, অতঃপর তোমার প্রতি আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২৫]

١٣٢٥/٣٣. وَعَنهُ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بنُ النَّضْرِ ﷺ عَن قِتَالِ بَدْرٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ

[৩২৫] সহীহুল বুখারী ১০০১-১০০৩, ১৩০০, ২৮১৪, ২৮০১, ৩০৬৪, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৮৯, ৪০৯০, ৪০৯১, ৪০৯২, ৪০৯৩, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ৪০৯৬, ৬৩৯৪, মুসলিম ৬৭৭, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, আবূ দাউদ ১৪৪৪, ইবনু মাজাহ ১১৮৩, ১১৮৪, আহমাদ ১১৪৭, ১১৭৪২, ১২২৪৪, ১২২৯৪, ১২৪৩৮, ১২৫০০, ১৩০৫০, ১৩৬৬০, দারেমী ১৫৯৬, ১৫৯৯

أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاءُ - يَعْنِي : أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤُلاءِ - يَعْنِي : المُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ فَقَالَ : يَا سَعَدَ بنَ مُعَاذٍ ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ ! فَقَالَ سَعْدٌ : فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ ! قَالَ أَنَسٌ : فَوَجَدْنَا بِهِ بِضعاً وَثَمَانِينَ ضَربَةً بِالسَّيْفِ ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمحٍ أَوْ رَمْيةً بِسَهْمٍ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ المُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ . قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نَرَى - أَوْ نَظُنُّ - أَنَّ هَذِهِ الآية نَزَلتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ : ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخرها . متفقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ سبق في باب المجاهدة

৩৩/১৩২৫। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নায্‌র বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন, তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আমি কী করব--আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)। অতঃপর যখন উহুদের দিন এল, তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল, তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল, তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি।' অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন এবং সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, 'হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি।' (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল আমি তা পারলাম না।' আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম। আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল।' আনাস (রাঃ) বলেন যে, 'আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" *(বুখারী ও মুসলিম, মুজাহাদা পরিচ্ছেদ ১৫/১১১ নং হাদীস দ্রঃ)*[৩২৬]

١٣٢٦/٣٤. وَعَن سَمُرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتيَانِي ، فَصَعِدَا بِي

[৩২৬] সহীহুল বুখারী ২৭০৩, ২৮০৬, ৪০৪৮, ৪৪৯৯, ৪৫০০, ৪৬১১, ৪৭৮৩, ৬৮৯৪, মুসলিম ১৯০৩, নাসায়ী ৪৭৫৫-৪৭৫৭, আদু ৪৫৯৫, ইবনু মাজাহ ২৬৪৯, আহমাদ ১১৮৯৩, ১২২৯৩, ১২৬০৩, ১২৬৭২, ১৩২৪৬, ১৩৬১৪

الشَّجرةَ فَأَدْخَلاَنِي دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفضَلُ ، لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، قَالاَ : أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ». رواه البخاري ، وَهُوَ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم الكذب إنْ شاء الله تَعَالَى .

৩৪/১৩২৬। সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "রাতে দু'জন লোক আমার কাছে এসে আমাকে গাছের উপর চড়ালো এবং আমাকে একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করালো, ওর চাইতে সুন্দর (ঘর) আমি কখনো দেখিনি। তারা (দু'জনে) বলল, '--- এই ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ঘর।" *(বুখারী, এটি একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ; যাতে আছে বহুমুখী ইল্ম। ইন শাআল্লাহ 'মিথ্যা বলা হারাম' পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আসবে।)*[৩২৭]

١٣٢٧/٣٥. وَعَن أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بنتَ البَرَاءِ وَهِيَ أُمُّ حَارِثَةَ بنِ سُرَاقَةَ ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ ، فَقَالَ : « **يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ ، وَإنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى** ». رواه البخاري

৩৫/১৩২৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেসাহ ইবনে সুরাকার মা, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যধিক কান্না করব।' তিনি বললেন, "হে হারেসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌঁছে গেছে।" *(বুখারী)*[৩২৮]

١٣٢٨/٣٦. وَعَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : جِيءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِي قَوْمِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **مَا زَالَتِ المَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩৬/১৩২৮। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে (উহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন হেতু বিকৃত অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট নিয়ে আসা হল এবং তাঁর সামনে রাখা হল। আমি পিতার চেহারা খুলতে গেলাম; কিন্তু আমাকে আমার আপনজনরা নিষেধ করল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "ওকে ফিরিশ্তাবর্গ নিজেদের ডানাসমূহ দিয়ে সর্বদা ছায়া করছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩২৯]

---

[৩২৭] সহীহুল বুখারী ৮৪৫, ১১৪৩, ১৩৮৬, ২০৮৫, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, ৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, ১৯৫৯৫, ১৯৬৫২

[৩২৮] সহীহুল বুখারী ২৮০৯, ৩৯৮৩, ৬৫৫০, ৬৫৬৭, তিরমিযী ৩১৭৪, আহমাদ ১১৮৪৩, ১২৭৮৮, ১২৮৩৮, ১৩৩৩০, ১৩৩৭৬, ১৩৪৫৯, ১৩৫৯৯, ১৩৬০৩

[৩২৯] সহীহুল বুখারী ১২৪৪, ১২৯৩, ২৮১৬, মুসলিম ২৪৭১, নাসায়ী ১৮৪২, ১৮৪৫, আহমাদ ১৩৭৭৫, ১৩৮৮৩, ১৪৮৩৪

١٣٢٩/٣٧. وَعَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ». رواه مسلم

৩৭/১৩২৯। সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য নিয়তে আল্লাহর কাছে শাহাদত প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন; যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।" *(মুসলিম)* [৩৩০]

١٣٣٠/٣٨. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ». رواه مسلم

৩৮/১৩৩০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সত্য সত্যই শাহাদত চায়, তাকে তা দেওয়া হয়; যদিও (প্রত্যক্ষভাবে) শাহাদত নসীব না হয়।"*(মুসলিম)* [৩৩১]

١٣٣١/٣٩. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَةِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৩৯/১৩৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "শহীদ হত্যার আঘাত ঠিক সেইরূপ অনুভব করে, যেরূপ তোমাদের কেউ চিমটি কাটার বা পিপীলিকার কামড়ের আঘাত অনুভব করে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৩২]

١٣٣٢/٤٠. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ؛ وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ » ثُمَّ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪০/১৩৩২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বলেন যে, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রসূল (ﷺ) অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকেদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করো না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সাথে সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর। আর জেনে নাও যে, জান্নাত তরবারির ছায়ার নীচে রয়েছে।" অতঃপর তিনি দুআ করলেন, "হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*[৩৩৩]

---

[৩৩০] মুসলিম ১৯০৯, তিরমিযী ১৬৫৩, নাসায়ী ৩১৬২, আবূ দাউদ ১৫২০, ইবনু মাজাহ ২৭৯৭, দারেমী ২৪০৭

[৩৩১] মুসলিম ১৯০৮

[৩৩২] তিরমিযী ১৬৬৮, নাসায়ী ৩১৬১, ইবনু মাজাহ ২৮০২, আহমাদ ৭৮৯৩, দারেমী ২৪০৮

[৩৩৩] সহীহুল বুখারী ২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭, ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২, তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭

١٣٣٣/٤١. وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ، أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعَندَ البَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُم بَعضاً ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৪১/১৩৩৩। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দুই সময়ের দুআ রদ হয় না, কিম্বা কম রদ হয়। (এক) আযানের সময়ের দুআ। (দুই) যুদ্ধের সময়, যখন তা তুমুল আকার ধারণ করে।" *(আবূ দাঊদ, সহীহ সানাদ)*[৩৩৪]

١٣٣٤/٤٢. وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا ، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৪২/১৩৩৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন যুদ্ধ করতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মা আন্তা আযুদী অনাস্বীরী, বিকা আহূলু অবিকা আসূলু অবিকা উক্বা-তিল।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহুবল এবং তুমিই আমার মদদগার। তোমার মদদেই আমি (শত্রুঘ্ন) কৌশল গ্রহণ করি, তোমারই সাহায্যে দুশমনের উপর আক্রমণ করি এবং তোমারই সাহায্যে যুদ্ধ চালাই। *(আবূ দাঊদ, তিরিমিযী হাসান)*[৩৩৫]

١٣٣٥/٤٣. وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوماً ، قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৪৩/১৩৩৫। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) যখন কোন (শত্রুদলের) ভয় করতেন, তখন এই দুআ বলতেন, "আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম অনাঊযু বিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে ওদের মুখোমুখি করছি এবং ওদের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ সহীহ সানাদ)*[৩৩৬]

١٣٣٦/٤٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪৪/১৩৩৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা থাকবে।" *(বুখারী)* [৩৩৭]

١٣٣٧/٤٥. وَعَن عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «الخَيْلُ مَعقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ : الأَجْرُ ، وَالمَغْنَمُ ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৩৪] আবূ দাউদ ২৫৪০, দারেমী ১২০০

[৩৩৫] আবূ দাউদ ২৬৩২, তিরমিযী ৩৫৮৪

[৩৩৬] আবূ দাউদ ১৫৩৭, আহমাদ ১৯২২০, নাসায়ী ৩৫৬৩, ৩৫৮২, ইবনু মাজাহ ২৭৮৮, আহমাদ ৭৫০৯, ৮৬৪৯, ৮৭৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৫

[৩৩৭] সহীহুল বুখারী ৩৬৪৪, ২৮৪৯, মুসলিম ১৮৭১, নাসায়ী ৩৫৭৩, ইবনু মাজাহ ২৭৮৭, আহমাদ ৪৬০২, ৪৮০১, ৫০৮৩, ৫১৭৮, ৫৭৩৪, ৫৭৪৯, ৫৮৮২, মুওয়াত্তা মালিক ১০১৬

৪৫/১৩৩৭। উরওয়াহ বারেকী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত অবধি কল্যাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, নেকী ও গনীমত।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৩৮]

١٣٣٨/٤٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ ، فَإنَّ شِبَعَهُ ، وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ ، وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه البخاري

৪৬/১৩৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য ভেবে আল্লাহর রাস্তায় ঘোড়া বেঁধে রাখে (পালন করে), সে ঘোড়ার (আহার পূর্বক) তৃপ্ত হওয়া, পান যোগে সিক্ত হওয়া, তার পেশাব ও পায়খানা কিয়ামতের দিনে তার (নেকীর) পাল্লায় (ওজন) হবে।" *(বুখারী)*[৩৩৯]

١٣٣٩/٤٧. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَكَ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ سَبْعُمئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ ». رواه مسلم

৪৭/১৩৩৯। আবু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে লাগামযুক্ত উটনী নিয়ে হাজির হল এবং বলল, 'এটি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য দান করা হল)।' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "কিয়ামতের দিনে তোমার জন্য এর বিনিময়ে সাতশ'টি উটনী হবে; যার প্রত্যেকটি লাগামযুক্ত হবে।" *(বুখারী)*[৩৪০]

١٣٤٠/٤٨. وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ ، يَقُولُ : «﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ، أَلاَ إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلاَ إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ». رواه مسلم

৪৮/১৩৪০। উক্ববাহ ইবনে আমের জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা বলতে শুনেছি যে, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ অর্থাৎ, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। *(সূরা আনফাল ৬০)* এর ব্যাখ্যায় বললেন, "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" *(মুসলিম)*[৩৪১]

١٣٤١/٤٩. وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ ، فَلاَ يَعْجِز أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ ». رواه مسلم

৪৯/১৩৪১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "অচিরেই তোমাদের জন্য অনেক ভূখণ্ড জয়লাভ হবে এবং (শত্রুদের বিরুদ্ধে) আল্লাহই তোমাদের

---

[৩৩৮] সহীহুল বুখারী ২৮৫২, ২৮৫০, ৩১১৯, ৩৬৪৩, মুসলিম ১৮৭৩, তিরমিযী ১২৫৮, ১৬৯৪, নাসায়ী ৩৫৭৫, ৩৫৭৬, আবূ দাউদ ৩৩৮৪, ইবনু মাজাহ ২৩০৫, ২৪০২, ২৭৮৬, আহমাদ ১৮৮৬৫, ১৮৮৬৯, দারেমী ২৪২৬

[৩৩৯] সহীহুল বুখারী ২৩৭১, ২৮৫৩, ২৮৬০, ৩৬৪৬, ৪৯৬৩, ৭৩৫৬, মুসলিম ৯৮৭, তিরমিযী ১৬৩৬

[৩৪০] মুসলিম ১৮৯২, নাসায়ী ৩১৮৭, আহমাদ ১৬৬৪৫, ২১৮৫২, দারেমী ২৪০২

[৩৪১] মুসলিম ১৯১৭, তিরমিযী ৩০৮৩, আবূ দাউদ ২৫১৪, ইবনু মাজাহ ২৮১৩, আহমাদ ১৬৯৭৯, দারেমী ২৪০৪

জন্য যথেষ্ট হবেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন, তার তীর নিয়ে (অবসর সময়ে) খেলতে (অভ্যাস করতে) অক্ষমতা প্রদর্শন না করে।" *(মুসলিম)*[৩৪২]

١٣٤٢/٥٠. وَعَنه: أَنَّه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عُلِّمَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، أَوْ فَقَدْ عَصَى». رواه مسلم

৫০/১৩৪২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা করল।" *(মুসলিম)*[৩৪৩]

١٣٤٣/٥١.وعنهُ رضي اللهُ عنهُ ، قالَ : سمِعْتُ رسُولَ اللهِ ﷺيقولُ : « إنَّ اللهَ يُدخِلُ بالسهمِ ثلاثةَ نَفَرٍ الجنَّةَ : صانِعهُ يحتسِبُ في صنعتِهِ الخير ، والرَّامي بِهِ ، ومُنْبِلَهُ، وَارْمُوا وارْكبُوا ، وأَنْ ترمُوا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ تَرْكبُوا . ومَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بعْد ما عُلِّمهُ رغبَةً عنه . فَإنَّهَا نِعمةٌ تَرَكَهَا » أوْ قال : « كَفَرَهَا » رواهُ أبو داودَ .

৫১/১৩৪৩। আবূ হাম্মাদ 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে একটি তীরের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তীর প্রস্তুত কারক, যে তা প্রস্তুতে সাওয়াব কামনা করে, তীরটি নিক্ষেপকারী এবং তীরন্দাজের হাতে যে তীর ধরিয়ে দেয়। তোমরা তীরন্দাজী কর ও ঘোড়ায় আরোহন করা শিখো। তোমরা যদি তীরন্দাজী শিক্ষা গ্রহণ কর তাহলে আমার নিকট তা ঘোড়ায় আরোহন শিখার চাইহে অধিক প্রিয়। যে লোক তিরন্দাজী শিখার পর তার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে তা ছেড়ে দেয় আল্লাহর একটি নি'মাত সে পরিত্যাগ করে অথবা তিনি (এভাবে) বলেন, সে অকৃতজ্ঞতা দেখায়। (আবূ দাউদ প্রভৃতি)[৩৪৪]

١٣٤٤/٥٢. وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ : « ارْمُوا بَنِي إِسمعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ». رواه البخاري

৫২/১৩৪৪। সালামাহ ইবনে আকওয়া' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তীর নিক্ষেপে রত একদল লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানেরা। তোমরা

---

[৩৪২] মুসলিম ১৯১৮, আহমাদ ১৬৯৮০

[৩৪৩] মুসলিম ১৯১৯, নাসায়ী ৩৫৭৮, আবূ দাউদ ২৫১৩, ইবনু মাজাহ ২৮১৪, আহমাদ ১৬৮৪৯, ১৬৮৭০, ১৬৮৮৪, দারেমী ২৪০৫

[৩৪৪] হাদীসটি দুর্বল। আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে দুর্বলতা রয়েছে। যেমনটি আমি "তাখরীজু ফিকহিস সীরাহ্" গ্রন্থে (পৃ ২২৫) আলোচনা করেছি। এর সনদের বর্ণনাকারী খালেদ ইবনু যায়েদ মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। তবে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ ঃ ." من علم الرمي ثم تركه فليس منا " "যে ব্যক্তি তীর চালানো শিখল অতঃপর তা ছেড়ে দিল সে আমাদের অন্তভুক্ত নয়।" এটিকে ইমাম মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। [বিস্তারিত দেখুন "য'ঈফ আবী দাউদ- আলউম্ম" (৪৩৩)।

তীর নিক্ষেপ কর। কারণ, তোমাদের (আদি) পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দাজ ছিলেন।" *(বুখারী)* [৩৪৫]

١٣٤٥/٥٣. وَعَن عَمرِو بنِ عَبَسَةَ ﷺ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ : « مَنْ رَمَى بِسَهمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৫৩/১৩৪৫। আম্‌র ইবনে আবাসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হয়।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৪৬]

١٣٤٦/٥٤. وَعَن أَبِي يَحيَى خُرَيْمِ بنِ فَاتِكٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُمِئَةِ ضِعْفٍ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن ».

৫৪/১৩৪৬। আবূ য়্যাহয়্যা খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু খরচ করে, তার জন্য সাতশ' গুণ নেকী লেখা হয়।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৩৪৭]

١٣٤٧/٥٥. وَعَن أَبِي سَعِيدٍ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبيلِ اللهِ إلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذلِكَ اليَوْمِ وَجهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫৫/১৩৪৭। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ ঐ একদিন (রোযার) বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছর (দূরত্ব সম) দূরে রাখবেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*[৩৪৮]

١٣٤٨/٥٦. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৫৬/১৩৪৮। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যেকার দূরত্বসম একটি গর্ত খনন ক'রে দেবেন।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৪৯]

١٣٤٩/٥٧. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ ». رواه مسلم

৫৭/১৩৪৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি

---

[৩৪৫] সহীহুল বুখারী ২৮৯৯, ৩৩৭০, ৩৫০৭, আহমাদ ১৬০৯৩

[৩৪৬] আবূ দাউদ ৩৯৬৫, তিরমিযী ১৬৩৮, নাসায়ী ৩১৪৩, আহমাদ ১৮৯৩৫

[৩৪৭] তিরমিযী ১৬২৫, নাসায়ী ৩১৮৬

[৩৪৮] সহীহুল বুখারী ২৮৪০, মুসলিম ১১৫২, তিরমিযী ১৬২৩, নাসায়ী ২২৫১-২২৫৩, ইবনু মাজাহ ১৭১৭, আহমাদ ১০৮২৬, ১১০১৪, ১১১৬৬, ১১৩৮১, দারেমী ২৩৯৯

[৩৪৯] তিরমিযী ১৬২৪

মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম)*[৩৫০]

١٣٥٠/٥٨. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: « إنَّ بِالمَدِينَةِ لَرِجَالاً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ المَرَضُ » . وفي رواية : « حَبَسَهُمُ العُذْرُ » . وفي رواية : « إلاَّ شَرَكُوكُمْ فِي الأَجْرِ ». رواه البخاري من رواية أنس ، ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ لَهُ .

৫৮/১৩৫০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, "কোন ওজর তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার।" *(বুখারী আনাস হতে, মুসলিম জাবের হতে এবং শব্দাবলী তাঁরই।)*[৩৫১]

١٣٥١/٥٩. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ: أَنَّ أَعْرَابياً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ ؟ وفي رواية : يُقَاتِلُ شَجَاعَةً ، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وفي رواية : يُقَاتِلُ غَضَباً ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৫৯/১৩৫১। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, 'এক লোক গনীমতের মালের জন্য, এক লোক নাম নেওয়ার জন্য আর এক লোক নিজ মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য জিহাদে অংশ গ্রহণ করল।' অন্য বর্ণনায় আছে, 'বীরত্ব দেখাবার জন্য এবং বংশীয় ও গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের জন্য।' আর এক বর্ণনানুযায়ী, 'ক্রুদ্ধ হয়ে জিহাদে অংশ গ্রহণ করল। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে জিহাদ করল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লার বাণীকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহর পথে জিহাদ করল।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৫২]

١٣٥٢/٦٠. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ غَازِيَةٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ تَغزُو ، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ، إلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهُمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إلاَّ تَمَّ لَهُمْ أُجُورهُمْ ». رواه مسلم

৬০/১৩৫২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ-স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে যোদ্ধাদল বা সেনাবাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং গনীমতের সম্পদ অর্জন করল

---

[৩৫০] মুসলিম ১৯১০, নাসায়ী ৩০৯৭, আবূ দাউদ ২৫০২

[৩৫১] সহীহুল বুখারী ২৮৩৯, মুসলিম ১৯১১, ইবনু মাজাহ ২৭৬৫, আহমাদ ১৪২৬৫

[৩৫২] সহীহুল বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮, মুসলিম ১৯০৪, তিরমিযী ১৬৪৬, নাসায়ী ৩১৩৬, আবূ দাউদ ২৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৩, আহমাদ ১৮৯৯৯, ১৯০৪৯, ১৯০৯৯, ১৯১৩৪, ১৯২৪০

তথা নিরাপদে বাড়ি ফিরে এল, সে দল বা বাহিনী স্বীয় প্রতিদানের (নেকীর) তিন ভাগের দু'ভাগ (পার্থিব জীবনেই) সত্বর লাভ ক'রে নিল (এবং একভাগ পরকালে পাবে)। আর যে সেনাদল লড়াই করল এবং গনীমতের মালও পেল না এবং শহীদ বা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, সে সেনাদল (পরকালে) পূর্ণ প্রতিদান অর্জন করবে।" *(মুসলিম)* [৩৫৩]

١٣٥٣/٦١. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اِئْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ – عز وجل – » رواه أبُو داود بإسنادٍ جيدٍ

৬১/১৩৫৩। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একটি লোক নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (সংসার ত্যাগ ক'রে বিদেশ) ভ্রমণ করার অনুমতি দিন।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমার উম্মতের ভ্রমণ কার্য আল্লাহর পথে জিহাদ করার মধ্যে নিহিত।" *(আবূ দাঊদ, উত্তম সানাদ)* [৩৫৪]

١٣٥٤/٦٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ ». رواه أبُو داود بإسنادٍ جيدٍ

৬২/১৩৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করার নেকীও জিহাদে লিপ্ত থাকার মতই।" *(আবূ দাঊদ উত্তম সানাদ)*[৩৫৫]

অর্থাৎ, জিহাদ থেকে ফিরে আসার নেকীও জিহাদের মতই। (যেহেতু সে অবসর ও বিশ্রাম জিহাদের স্বার্থেই হয়।)

١٣٥٥/٦٣. وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّاسُ ، فَتَلَقَّيتُهُ مَعَ الصِّبْيَانِ عَلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. رواه أبُو داود بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ

ورواه البخاري قَالَ: ذَهَبنا نَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ.

৬৩/১৩৫৫। সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাবূক অভিযান হতে ফিরে এলেন, তখন তাঁকে (আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকল) মানুষ স্বাগত জ্ঞাপন করেছিল। আমিও ছোট শিশুদের সাথে (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম।" *(আবূ দাঊদ- উক্ত শব্দে শুদ্ধ সানাদে)* [৩৫৬]

বুখারীতে আছে, সায়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমরা ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে 'সানিয়াতুল অদা' নামক স্থানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম।"

١٣٥٦/٦٤. وَعَنْ أَبِي أُمَامَة ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ ». رواه أبُو داود بإسناد صحيح

---

[৩৫৩] মুসলিম ১৯০৬, নাসায়ী ৩১২৫, আবূ দাউদ ২৪৯৭, ইবনু মাজাহ ২৭৮৫, আহমাদ ৬৫৪১

[৩৫৪] আবূ দাউদ ২৪৮৬

[৩৫৫] আবূ দাউদ ২৪৮৭, আহমাদ ৬৫৮৮

[৩৫৬] সহীহুল বুখারী ৩০৮৩, ৪৪২৭, ৪৪২৮, তিরমিযী ১৭১৮, আবূ দাউদ ২৭৭৯, আহমাদ ১৫২৯৪

৬৪/১৩৫৬। আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল না, অথবা কোন মুজাহিদকে (যুদ্ধ-সরঞ্জাম দিয়ে যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুত করল না কিম্বা মুজাহিদদের গৃহবাসীদের ভালভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য তার প্রতিনিধিত্ব করল না, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বেই কোন বিপদ বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত করবেন।" *(আবূ দাউদ শুদ্ধ সানাদ)* [৩৫৭]

١٣٥٧/٦٥. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৬৫/১৩৫৭। আনাস হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমরা জান-মাল ও বাক্য দ্বারা সংগ্রাম চালাও।" *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*[৩৫৮]

١٣٥٨/٦٦. وَعَنْ أَبِي عَمرٍو - وَيُقَالُ : أَبُو حَكِيمٍ - النُّعْمَانِ بنِ مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ مِن أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৬৬/১৩৫৮। আবূ আম্‌র মতান্তরে আবূ হাকীম নু'মান ইবনে মুক্বার্রিন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধে হাজির ছিলাম। (তাঁর রণকৌশল এই ছিল যে,) যদি তিনি দিনের শুরুতে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়া ও বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সাহায্য নেমে না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখতেন।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৩৫৯]

١٣٥٩/٦٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا اللهَ العَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬৭/১৩৫৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যদি তাদের সম্মুখীন হয়ে যাও, তাহলে ধৈর্য ধারণ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৬০]

١٣٦٠/٦٨. وَعَنهُ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « الحَرْبُ خَدْعَةٌ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৬৮/১৩৬০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয় কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণামূলক এক ধরনের চক্রান্ত।" *(বুখারী)* [৩৬১]

(অন্য সময় ধোঁকা ও প্রতারণা অবৈধ হলেও যুদ্ধের সময় তা বৈধ। যেহেতু রক্তপিয়াসী শত্রুকে যেন-তেন প্রকারে পরাস্ত করাই উদ্দিষ্ট।)

---

[৩৫৭] আবূ দাউদ ২৫০৩, ইবনু মাজাহ ২৭৬২, দারেমী ২৪১৮

[৩৫৮] আবূ দাউদ ২৫০৪, নাসায়ী ৩০৯৬, ৩১৯২, আহমাদ ১১৮৩৭, ১২১৪৫, ১৩২২৬, দারেমী ২৪৩১

[৩৫৯] সহীহুল বুখারী ৩১৬০, তিরমিযী ১৬১২, ১৬১৩, আবূ দাউদ ২৬৫৫

[৩৬০] সহীহুল বুখারী ২৯৬৫, ২৯৬৬,২৮১৯, ২৮৩৩, ২৯৩৩, ৩০২৪, ৩০২৬, ৪১১৫, ৬৩৯২, ৭২৩৭,ম ৭৪৮৯, মুসলিম ১৭৪১, ১৭৪২ তিরমিযী ১৬৭৮, আবূ দাউদ ২৬৩১, ইবনু মাজাহ ২৭৯৬, আহমাদ ১৮৬২৮, ১৮৬৫০, ১৮৬৬০, ১৮৯১৭

[৩৬১] সহীহুল বুখারী ৩০৩০, মুসলিম ১৭৩৯, তিরমিযী ১৬৭৫, আবূ দাউদ ২৬৩৬, আহমাদ ১৩৭৬৫, ১৩৮৯৬

٢٣٥- بَابُ بَيَانِ جَمَاعَةٍ مِّنَ الشُّهَدَاءِ فِيْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَيُغَسَّلُوْنَ ويُصَلّٰى عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ الْقَتِيْلِ فِيْ حَرْبِ الْكُفَّارِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৫ : (শহীদদের প্রকারভেদ)

পারলৌকিক সওয়াবের দিক দিয়ে যাঁরা শহীদ, তাঁদেরকে গোসল দিয়ে জানাযার নামায পড়ে সমাধিস্থ করতে হবে। পক্ষান্তরে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত প্রকৃত শহীদদের যে অবস্থায় নিহত হবে সেই অবস্থায় দাফন করতে হবে।

١/١٣٦١. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ : المَطعُونُ وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ**». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৬১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(পারলৌকিক পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ার দিক দিয়ে) শহীদ পাঁচ ধরনের; (১) প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (২) পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত, (৩) পানিতে ডুবে মৃত, (৪) মাটি চাপা পড়ে মৃত এবং (৫) আল্লাহর পথে থাকা অবস্থায় মৃত।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৬২]

٢/١٣٦٢. وَعَنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَا تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ ؟** » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ . قَالَ : « **إنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذاً لَقَلِيلٌ** » قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : « **مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ الله فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ** ». رواه مسلم

২/১৩৬২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা তোমাদের মাঝে কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলেই বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে যে নিহত হয়, সেই শহীদ।' তিনি বললেন, "তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদ খুবই অল্প।" লোকেরা বলল, 'তাহলে তাঁরা কে কে হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে আল্লাহর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের রোগে প্রাণ হারায়, সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(মুসলিম)* [৩৬৩]

٣/١٣٦٣. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

---

[৩৬২] সহীহুল বুখারী ৬১৫, ৬৫৩, ৭২১, ২৪৭২, ২৬৮৯, ২৮২৯, ৫৭৩৩, মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯, ১৯১৪, তিরমিযী ২২৫, ১০৬৩, ১৯৫৮, নাসায়ী ৪৫০, ৭৭১, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৯, আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৭৮২, ৭৯৬২, ৮১০৬, ৮২৯৩, ৯২০২, ৯৭৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৫১, ২৯৫

[৩৬৩] সহীহুল বুখারী ৬৫৪, ২৪৭২, মুসলিম ১৯১৪, ১৯১৫, তিরমিযী ১০৬২, ১৯৫৮, আবূ দাউদ ৫২৪৫, ইবনু মাজাহ ২৮০৪, ৩৬৮২, আহমাদ ৭৭৮২, ৭৯৭৯, ৮১০৬, ৮৩১৫, ৯১১৫, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৫

৩/১৩৬৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৬৪]

١٣٦٤/٤. وَعَنْ أَبِي الأَعْوَرِ سَعِيدِ بنِ زَيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ ، أَحَدِ العَشَرَةِ المَشْهُودِ لَهُمْ بِالجَنَّةِ ﷺ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « **مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ** ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৪/১৩৬৪। জীবদ্দশায় জান্নাতী হবার শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী আবুল আ'ওয়ার সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আম্‌র ইবনে নুফাইল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি তার মাল-ধন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজ রক্ত (প্রাণ) রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ। যে তার দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সে শহীদ এবং যে তার পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে খুন হয়, সেও শহীদ। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৬৫]

١٣٦٥/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي ؟ قَالَ : « **فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ** » قَالَ : أَرَأَيتَ إنْ قَاتَلَنِي ؟ قَالَ : « **قَاتِلْهُ** » قَالَ : أَرَأَيتَ إنْ قَتَلَنِي ؟ قَالَ : « **فَأَنْتَ شَهِيدٌ** » قَالَ : أَرَأَيتَ إنْ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : « **هُوَ فِي النَّارِ** ». رواه مسلم

৫/১৩৬৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি কেউ আমার মাল (অবৈধভাবে) নিতে আসে তাহলে কী করতে হবে?' তিনি বললেন, "তুমি তাকে তোমার মাল দেবে না।" পুনরায় সে নিবেদন করল, 'যদি সে আমার সাথে লড়াই করে?' তিনি বললেন, "তাহলে (তুমিও) তার সাথে লড়াই কর।" সে বলল, 'বলুন, সে যদি আমাকে হত্যা ক'রে দেয়?' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি শহীদ হয়ে যাবে।" সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, আমি যদি তাকে মেরে ফেলি (তাহলে কী হবে)?' তিনি বললেন, "তাহলে সে জাহান্নামী হবে।" *(মুসলিম)*[৩৬৬]

٢٣٦- بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৬ : ক্রীতদাস মুক্ত করার মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴾ [البلد: ١١- ١٣]

---

[৩৬৪] সহীহুল বুখারী ২৪৮০, মুসলিম ১৪১, তিরমিযী ১৪১৯, ১৪২০, নাসায়ী ৪০৮৪-৪০৮৯, আবূ দাউদ ৪৭৭১, আহমাদ ৬৪৮৬, ৬৭৭৭, ৬৭৮৪, ৬৮৮৩, ৬৯১৭, ৭০১৫, ৭০৪৪

[৩৬৫] আবূ দাউদ ৪৭৭২, তিরমিযী ১৪১৮, ১৪২১, নাসায়ী ৪০৯০, ৪০৯০, ৪০৯৪, ৪০৯৫, ইবনু মাজা ২৫৮০, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২

[৩৬৬] মুসলিম ১৪০

অর্থাৎ, কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করল না। তুমি কি জান যে, গিরি সংকট কী? তা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান। *(সূরা বালাদ ১১-১৩ আয়াত)*

١٣٦٦/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ ، عُضْواً مِنْهُ فِي النَّارِ ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৬৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ক্রীতদাস মুক্ত করবে, আল্লাহ ঐ ক্রীতদাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। এমনকি তার গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে তার গুপ্তাঙ্গও (মুক্ত ক'রে দেবেন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৬৭]

١٣٦٧/٢. وَعَنْ أَبِي ذرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ » قَالَ : قُلْتُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَناً ». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১৩৬৭। আবূ যার্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সবার চেয়ে উত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" আমি বললাম, ' কী ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম?' তিনি বললেন, "যে ক্রীতদাস তার মালিকের কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সবার চেয়ে বেশি মূল্যবান।" *(বুখারী)*[৩৬৮]

٢٣٧- بَابُ فَضْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوْكِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৭ : গোলামের সাথে সদ্ব্যবহার করার ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القُرْبَى وَالجَارِ الجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء : ٣٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

١٣٦٨/١. وَعَنِ المَعْرُورِ بنِ سُوَيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ ، وَعَلَيهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ مِثْلُهَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ سَابَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ،

---

[৩৬৭] সহীহুল বুখারী ২৫১৭, ৬৭১৫, মুসলিম ১৫০৯, তিরমিযী ১৫৪১, আহমাদ ৯১৫৪, ৯২৫৬, ৯২৭৮, ৯৪৮১, ১০৪২২

[৩৬৮] সহীহুল বুখারী ২৫১৮, মুসলিম ৮৪, নাসায়ী ৩১২৯, ইবনু মাজাহ ২৫২৩, আহমাদ ২০৮২৪, ২০৯৩৮, ২০৯৮৯, দারেমী ২৭৩৮

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৬৮। মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখলাম যে, তাঁর পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, 'তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, "(হে আবূ যার্র!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৩৬৯]

١٣٦٩/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاَجَهُ». رواه البخاري

২/১৩৬৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক খাবল বা দু' খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু' গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।" *(বুখারী)*[৩৭০]

٢٣٨- بَابُ فَضْلِ الْمَمْلُوْكِ الَّذِيْ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ

পরিচ্ছেদ - ২৩৮ : আল্লাহর হক এবং নিজ মনিবের হক আদায়কারী গোলামের মাহাত্ম্য

١٣٧٠/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ العَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ ، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৭০। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিঃসন্দেহে কোন গোলাম যখন তার মনিবের কল্যাণকামী হয় ও আল্লাহর বন্দেগী (যথারীতি) করে, তখন তার দ্বিগুণ সওয়াব অর্জিত হয়।" *(বুখারী)*[৩৭১]

---

[৩৬৯] সহীহুল বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১, তিরমিযী ১৯৪৫, আবূ দাউদ ৫১৫৭, ৫১৫৮, ইবনু মাজাহ ৩৬৯০, আহমাদ ২০৯০০, ২০৯২১

[৩৭০] সহীহুল বুখারী ২৫৫৭, ৫৪৬০, মুসলিম ১৬৬৩, তিরমিযী ১৮৫৩, ইবনু মাজাহ ৩২৮৯, ৩২৯০, আহমাদ ৭২৯৩, ৭৪৬২, ৭৬৬৯, ৭৭৪৬, ৭৯২১, ৯০১৬, ৯০৫২, ৯৭৭৫, দারেমী ২০৭৩, ২০৭৪

[৩৭১] সহীহুল বুখারী ২৫৪৬, ২৫৫০, মুসলিম ১৬৬৪, আবূ দাউদ ৫১৬৯, আহমাদ ৪৬৫৯, ৪৬৯২, ৫৭৫০, ৬২৩৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৩৯

٢/١٣٧١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لِلْعَبْدِ المَمْلُوكِ المُصْلِحِ أَجْرَانِ » ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الجِهَادُ فِي سَبيلِ اللهِ وَالحَجُّ ، وَبِرُّ أُمِّي ، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ. متفقٌ عَلَيْهِ

২/১৩৭১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "(আল্লাহ ও নিজ মনিবের) হক আদায়কারী অধীনস্থ দাসের দ্বিগুণ নেকী অর্জিত হয়।" (আবূ হুরাইরা বলেন,) 'সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আবূ হুরাইরার জীবন আছে! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের সেবা না থাকত, তাহলে আমি পরাধীন গোলাম রূপে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭২]

٣/١٣٧٢. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « المَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ ، وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقِّ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالطَّاعَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ ». رواه البخاري

৩/১৩৭২। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে অধীনস্থ গোলাম তার প্রতিপালক (আল্লাহর) ইবাদত সুন্দরভাবে করে এবং তার মালিকের অবশ্যপালনীয় হক যথরীতি আদায় করে। তার মঙ্গল কামনা করে ও আনুগত্য করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।" *(বুখারী)* [৩৭৩]

٤/١٣٧٣. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ : رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ ، وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১৩৭৩। উক্ত রাবী (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তিন প্রকার লোকের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হয়। (১) কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের) কোন ব্যক্তি তার নিজের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং পরে মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনে। (২) সেই অধীনস্থ গোলাম, যে আল্লাহর হক ও তার মনিবের হক যথারীতি আদায় করে। (৩) সেই ব্যক্তি যার একটি দাসী আছে। তাকে সে আদব-কায়দা শিখায় এবং উৎকৃষ্টরূপে তাকে আদব শিক্ষা দেয়, তাকে বিদ্যা শিখায় এবং সুন্দররূপে তার শিক্ষা সুসম্পন্ন করে, অতঃপর তাকে স্বাধীন ক'রে দিয়ে বিবাহ ক'রে নেয়, এর জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭৪]

---

[৩৭২] সহীহুল বুখারী ২৫৪৮, মুসলিম ১৬৬৫, আহমাদ ৭৩৮০, ৭৮৬৪, ৮১৭২, ৮৩৩২, ৮৯৭১, ৯০১৫, ৯৪৯৭, ৯৫৩০, ৯৬৬৭, ৯৯২৫

[৩৭৩] সহীহুল বুখারী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, মুসলিম ১৫৪, ২৮১১, তিরমিযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ ৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, ১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দারেমী ২২৪৪

[৩৭৪] সহীহুল বুখারী ৯৭, ২৫৪৪, ২৫৪৭, ২৫৫১, ৩০১১, ৩৪৪৬, ৫০৮৩, মুসলিম ১৫৪, ২৮১১, তিরমিযী ১১১৬, নাসায়ী ৩৩৪৪, ৩৩৪৫, আবূ দাউদ ৩০৫৩, ইবনু মাজাহ ১৯৫৬, আহমাদ ১৯০৩৮, ১৯০৭০, ১৯১০৫, ১৯১৯৩৭, ১৯১৫৯, ১৯২১৩, দারেমী ২২৪৪

٢٣٩- بَابُ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ وَهُوَ الِاخْتِلَاطُ وَالْفِتَنُ وَنَحْوُهَا

পরিচ্ছেদ - ২৩৯ : ফিত্‌না-ফাসাদের সময় উপাসনা করার ফযীলত

١/١٣٧٤. عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العِبَادَةُ فِي الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ». رواه مسلم

১/১৩৭৪। মালেক ইবনে য়্যাসার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য।" *(মুসলিম)* [৩৭৫]

** (ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ করাকে 'হিজরত' করা বলে।)*

٢٤٠- بَابُ فَضْلِ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ ، وَحُسْنِ الْقَضَاءِ وَالتَّقَاضِيْ ، وَإِرْجَاحِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ التَّطْفِيْفِ ، وَفَضْلِ إِنْظَارِ الْمُوْسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْوَضْعِ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ - ২৪০ : ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা দেখানো, উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ ও প্রাপ্য তলব করা, ওজন ও মাপে বেশি দেওয়ার মাহাত্ম্য, ওজন ও মাপে নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া নিষিদ্ধ এবং ধনী ঋণদাতার অভাবী ঋণগ্রহীতাকে (যথেষ্ট সময় পর্যন্ত) অবকাশ দেওয়া ও তার ঋণ মকুব করার ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ ﴾ [هود : ٨٥]

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ো না। *(হূদ ৮৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين : ١-٦]

অর্থাৎ, ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম

---

[৩৭৫] মুসলিম ২৯৪৮, তিরমিযী ২২০১, ইবনু মাজাহ ৩৯৮৫, আহমাদ ১৯৭৮৭, ১৯৮০০

দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। এক মহা দিবসে; যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে। *(মুত্বাফফিফীন ১-৬ আয়াত)*

١٣٧٥/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً** » ثُمَّ قَالَ : « **أَعْطُوهُ سِنّاً مِثْلَ سِنِّهِ** » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: « **أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً** ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৭৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে পাওনা তলব করল। তখন সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। কারণ হক (পাওনা)দারের কথা বলার অধিকার আছে।" তারপর বললেন, "ওকে ঠিক সেই বয়সের (উট) দিয়ে দাও যে বয়সের (উট) ওর ছিল।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার চেয়ে উত্তম (উট) বৈ পাচ্ছি না।' তিনি বললেন, "ওকে (ওটিই) দিয়ে দাও, কেননা, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ ক'রে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭৬]

١٣٧٦/٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « **رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى** ». رواه البخاري

২/১৩৭৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে ব্যক্তি উদার; যখন সে ক্রয় করে, যখন সে বিক্রয় করে এবং যখন সে পাওনা তলব করে।" *(বুখারী)* [৩৭৭]

١٣٧٧/٣. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « **مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ** ». رواه مسلم

৩/১৩৭৭। আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের অস্থিরতা ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, তাহলে সে যেন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিকে অবকাশ দান করে অথবা তার ঋণ মকুব ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)* [৩৭৮]

١٣٧٨/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « **كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِراً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ** ». متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১৩৭৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(প্রাচীনকালে) একটি

---

[৩৭৬] সহীহুল বুখারী ২৩০৫, ২৩০৬, ২৩৯০, ২৩৯২, ২৩৯৩, ২৪০১, ২৬০৬, ২৬০৯, মুসলিম ১৬০১, তিরমিযী ১৩১৬, নাসায়ী ৫৬১৮, ৪৬৯৩, ইবনু মাজাহ ২৪২৩, আহমাদ ৮৬৮০, ৮৮৬২, ৯১২৪, ৯১৮৯, ৯৫৭০, ৯৮১৪, ১০২৩১

[৩৭৭] সহীহুল বুখারী ২০৭৬, তিরমিযী ১৩২০, ইবনু মাজাহ ২২০৩, আহমাদ ১৪২৪৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৫

[৩৭৮] মুসলিম ১৫৬৩, আহমাদ ২২০৫৩, ২২১১৭, দারেমী ২৫৮৯

লোক লোকেদের ঋণ দিত এবং তার চাকরকে বলত যে, 'যখন তুমি কোন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির কাছে যাবে, তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে। হয়তো (এর প্রতিদানে) আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে (অর্থাৎ, মারা গেলে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৭৯]

١٣٧٩/٥. وَعَن أَبِي مَسعُودٍ البَدرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِراً ، وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ المُعْسِرِ. قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : نَحْنُ أَحَقُّ بِذلِكَ مِنْهُ؛ تَجَاوَزُوا عَنْهُ ». رواه مسلم

৫/১৩৭৯। আবূ মাসঊদ বদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মধ্যে একটি লোকের হিসাব নেওয়া হয়েছিল। তার একটি মাত্র সৎকর্ম ব্যতিরেকে আর কোন ভাল কাজ পাওয়া যায়নি। সেটি হল এই যে, সে লোক সমাজে মিলে-মিশে থাকত। সে ছিল সচ্ছল (বিত্তশালী) ব্যক্তি। নিজ চাকরদেরকে গরীব ঋণগ্রস্তদের ঋণ মকুব করার নির্দেশ দিত। (এসব দেখে) আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল বললেন, 'আমি তো ওর চাইতে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারী। (হে ফিরিশ্‌তাবর্গ!) তোমরা ওকে মাফ ক'রে দাও।" *(মুসলিম)* [৩৮০]

١٣٨٠/٦. وَعَن حُذَيفَةَ ﷺ قَالَ : أُتِيَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : « وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً » قَالَ : يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ ، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الجَوَازُ ، فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ . فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : « أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي » فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو مَسعُودٍ الأَنصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

৬/১৩৮০। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এক এমন বান্দাকে---যাকে তিনি ধনৈশ্বর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন; তাঁর কাছে হাজির করা হল। তিনি (আল্লাহ) তাকে বললেন, 'তুমি দুনিয়াতে কী আমল করেছ?' বর্ণনাকারী বলেন, অথচ আল্লাহর কাছে তারা (লোকেরা) কোন কথা গোপন রাখতে পারে না। সে বলল, 'প্রভু! তুমি আমাকে ধনৈশ্বর্য দিয়েছিলে। আমি জনগণের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছি। আর উদারতা ছিল আমার বিশেষ অভ্যাস, ধনীর সাথে নমনীয় ব্যবহার দেখাতাম এবং গরীবদেরকে (সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত) অবকাশ দিতাম।' মহান আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার চাইতে এ ব্যাপারে অধিক হকদার। (হে ফিরিশ্‌তাবর্গ!) তোমরা আমার (এই) বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' উক্ববাহ ইবনে আমের ও আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, 'আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রমুখাৎ এরূপই শুনেছি।' *(মুসলিম)* [৩৮১]

---

[৩৭৯] সহীহুল বুখারী ২০৭৮, ৩৪৮০, মুসলিম ১৫৬২, নাসায়ী ৪৬৯৪, ৪৬৯৫, আহমাদ ৭৫২৫, ৮১৮৭, ৮২৬২, ৮৫১৩

[৩৮০] সহীহুল বুখারী ২৩৯১, মুসলিম ১৫৬১, তিরমিযী ১৩০৭, ২৬৭১, ইবনু মাজাহ ২৪২০, আহমাদ ১৬৬১৬, ১৬৬৩৫

[৩৮১] মুসলিম ১৫৬০, সহীহুল বুখারী ২০৭৭, ইবনু মাজাহ ২৪২০, আহমাদ ২২৭৪২, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দারেমী ২৫৪৬

١٣٨١/٧. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَومَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৭/১৩৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দেবে বা তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে নিজ আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৩৮২]

١٣٨٢/٨. وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، اِشْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً، فَوَزَنَ لَهُ فَأَرْجَحَ . متفقٌ عَلَيْهِ

৮/১৩৮২। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) একবার তাঁর (জাবেরের) নিকট থেকে একটি উট ক্রয় করলেন। সুতরাং তিনি তার মূল্য পরিশোধ করার সময় (স্বর্ণ-রৌপ্য প্রাপ্য অপেক্ষা) ওজনে বেশি দিলেন। *(বুখারী)* [৩৮৩]

١٣٨٣/٩. وَعَن أَبِي صَفْوَان سُوَيْدِ بنِ قَيسٍ ﷺ قَالَ : جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ ، فَجَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ ، وَعِندِي وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْوَزَّانِ : « زِنْ وَأَرْجِحْ». رواه أَبُو داود ، والترمذي وقال : « حديث حسن صحيح »

৯/১৩৮৩। আবূ সাফওয়ান সুআইদ ইবনে ক্বাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মাখরামাহ আব্দী 'হাজার' নামক জায়গা থেকে কিছু কাপড় (বিক্রির উদ্দেশ্যে) আমদানি করেছিলাম। নবী (সাঃ) আমাদের নিকট এসে পায়জামার দর-দাম করতে লাগলেন। আমার নিকটে একজন কয়াল (মাপনদার) ছিল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (স্বর্ণ-রৌপ্য) ওজন ক'রে দিত। সুতরাং তিনি কয়ালকে বললেন, "ওজন কর ও একটু ঝুঁকিয়ে ওজন কর।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৩৮৪]

[৩৮২] তিরমিযী ১৩০৬, ইবনু মাজাহ ২৪১৭, আহমাদ ৮৪৯৪

[৩৮৩] সহীহুল বুখারী ৬২০৪, মুসলিম ৭১৫, ১৫৯৯

[৩৮৪] আবূ দাউদ ৩৩৩৬, তিরমিযী ১৩০৫, নাসায়ী ৪৫৯২, ইবনু মাজাহ ২২২০, ৩৫৭৯, আহমাদ ১৮৬১৯, দারেমী ২৫৮৫

كتابُ العِلْمِ

অধ্যায় (১২) : ইল্‌ম (জ্ঞান ও শিক্ষা) বিষয়ক অধ্যায়

٢٤١- بابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

পরিচ্ছেদ - ২৪১ : ইল্‌মের ফযীলত

আল্লাহ বলেন, [طه : ١١٤] ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً ﴾

অর্থাৎ, বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। *(ত্বা-হা ১১৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [الزمر : ٩] ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ, বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? *(যুমার ৯ আয়াত)*

আল্লাহ আরো বলেন, [المجادلة : ١١] ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

অর্থাৎ, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। *(মুজাদালা ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, [فاطر : ٢٨] ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় ক'রে থাকে। *(ফাত্বের ২৮ আয়াত)*

١٣٨٤/١. وَعَن مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৩৮৪। মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন।" *(বুখারী)* [৩৮৫]

١٣٨٥/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». متفقٌ عَلَيْهِ

২/১৩৮৫। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কেবল দু'জন ব্যক্তি ঈর্ষার পাত্র। সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তাকে তা সৎপথে ব্যয় করার শক্তিও দিয়েছেন। আর সেই লোক যাকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন, যার বদৌলতে সে বিচার-ফায়সালা ক'রে থাকে ও তা অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৮৬]

এখানে ঈর্ষা বলতে, অপরের ধন ও জ্ঞান দেখে মনে মনে তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করা। সেই সাথে এই কামনা থাকে না যে, অপরের ধ্বংস হয়ে যাক।

١٣٨٦/٣. وَعَن أَبِي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ كَمَثَلِ

---

[৩৮৫] সহীহুল বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৩১২, ৭৪৬০, মুসলিম ১০৩৭, ইবনু মাজাহ ২২১, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০৭, ১৬৪১৮, ১৬৪৩২, ১৬৪৪৬, ১৬৪৫১, ১৬৪৬০, ১৬৪৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬৭, দারেমী ২২৪, ২২৬

[৩৮৬] সহীহুল বুখারী ৭৩, ১৪০৯, ৭১৪১, ৭৩১৬, মুসলিম ৮১৬, ইবনু মাজাহ ৪২০৮, আহমাদ ৩৬৪৩, ৪০৯৮

غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضاً ؛ فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ ، وَالعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ المَاءَ ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ ، فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ ؛ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً ، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৩৮৬। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল (সাঃ) বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৮৭]

١٣٨٧/٤. وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لِعَلِيٍّ ﷺ : « فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১৩৮৭। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) (খায়বার যুদ্ধের সময়) আলী (রাঃ)-কে সম্বোধন ক'রে বললেন, "আল্লাহর শপথ! তোমার দ্বারা একটি মানুষকেও যদি আল্লাহ সৎপথ দেখান, তবে তা (আরবের মহামূল্যবান) লাল উঁটনী অপেক্ষা উত্তম হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৮৮]

١٣٨٨/٥. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه البخاري

৫/১৩৮৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইস্রাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" *(বুখারী)* [৩৮৯]

*** (প্রকাশ থাকে যে, বনী-ইস্রাঈল হতে কেবল ইসলাম সমর্থিত হাদীস বর্ণনা করতে পারা যায়। ব্যাপকভাবে তাদের সব রকম হাদীস গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর রসূল (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ফলে হাদীস অতি সতর্কভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক এবং জাল ও দুর্বল হাদীস থেকে বিরত থাকা নৈতিক কর্তব্য। সহীহ-যয়ীফ হাদীসের গ্রন্থ ও কম্পিউটার প্রোগাম বর্তমানে প্রায় সর্বত্র সুলভ। সুতরাং হাদীস সম্বন্ধেও যাচাই-বাছাই করা মুসলিমদের একটি দ্বীনী কর্তব্য।)*

---

[৩৮৭] সহীহুল বুখারী ৭৯, মুসলিম ২২৮২, আহমাদ ২৭৬৮২

[৩৮৮] সহীহুল বুখারী ২৯৪২, ৩০০৯, ৩৭০১, ৪২১০, মুসলিম ২৪০৬, আবূ দাউদ ৩৬৬১, আহমাদ ২২৩১৪

[৩৮৯] সহীহুল বুখারী ১০৭, ইবনু মাজাহ ৩৬, আবূ দাউদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১, দারেমী ২৩৩

١٣٨٩/٦. وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْماً ، سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ». رواه مسلم

৬/১৩৮৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে; যাতে সে বিদ্যা অর্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ ক'রে দেন।" *(মুসলিম)* [৩৯০]

١٣٩٠/٧. وَعَنه أَيضاً ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ». رواه مسلم

৭/১৩৯০। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান জানাবে, সে তার অনুসারীদের সমতুল্য নেকীর অধিকারী হবে; তাতে তাদের নেকীর কিছুই হ্রাস পাবে না।" *(মুসলিম)* [৩৯১]

١٣٩١/٨. وَعَنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ». رواه مسلم

৮/১৩৯১। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন ক'রে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্ম (জ্ঞান সম্পদ) যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য নেক দুআ করতে থাকে।" *(মুসলিম)* [৩৯২]

١٣٩٢/٩. وَعَنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا ، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى ، وَمَا وَالاَهُ ، وَعَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৯/১৩৯২। উক্ত রাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "ইহজগৎ অভিশপ্ত, এর মধ্যে যা কিছু আছে সব অভিশপ্ত। তবে মহান আল্লাহর যিক্র ও তার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া (তাঁর আনুগত্য) এবং আলেম অথবা তালেবে ইল্মের কথা স্বতন্ত্র।" *(তিরমিযী হাসান)* [৩৯৩]

١٣٩٣/١٠. وَعَنْ أَنسٍ ، ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ، ﷺ: « مَن خَرَجَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ ، فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّىٰ يَرْجِعَ » رواهُ التِرْمِذيُّ وقال : حديثٌ حَسنٌ .

১০/১৩৯৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে লোক জ্ঞানার্জন করার জন্য বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের মাঝে) আছে বলে গণ্য হয়। (ইমাম

---

[৩৯০] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫৪, আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪

[৩৯১] মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাউদ ৪৬০৯, আহমাদ ৮৯১৫, দারেমী ৫১৩

[৩৯২] মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাউদ ২৮৮০, ৩৫৪০, আহমাদ ৮৬২৭, দারেমী ৫৫৯

[৩৯৩] তিরমিযী ২৩২২, ইবনু মাজাহ ৪১১২

তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৩৯৪]

١١/١٣٩٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، ﷺ ، عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَنْ يَّشْبَعَ مُؤمِنٌ مِّنْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ » . رواهُ الترمذيُّ ، وقَالَ : حديثٌ حسنٌ .

১১/১৩৯৪। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মু'মিনকে কল্যাণ (দ্বীনের জ্ঞান) কখনো তৃপ্তি দিতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শেষ গন্তব্য জান্নাতে পৌঁছে। যঈফ (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসানা বলেছেন)[৩৯৫]

١٢/١٣٩٥. وَعَن أَبِي أُمَامَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

১২/১৩৯৫। আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর।" তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমণ্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে।" *(তিরমিযী হাসান)*[৩৯৬]

١٣/١٣٩٦. وَعَن أَبِي الدَّرداءِ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ ». رواه أَبُو داود والترمذي

১৩/১৩৯৬। আবূ দার্দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্‌তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে।

---

[৩৯৪] প্রথমে হাদীসটিকে যঈফ (দুর্বল) বললেও পরবর্তীতে শাইখ আলবানী হাসান লিগাইরিহি আখ্যা দেন। দেখুন "সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব" (৮৮) ও "মুখতাসারু কিতাবিল ই'লাম বেআখিরি আহকামিল আলবানী আলইমাম" (২২০)। অতএব এ হাদীসটি দুর্বল নয় বরং হাসান লিগাইরিহি।

[৩৯৫] আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীসটি দুর্বল। যেমনটি আমি "আলমিশকাত" গ্রন্থে (২২২) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। উল্লেখ্য আবুল হায়াসাম হতে বর্ণনাকারী দাররাজের বর্ণনা সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। শু'য়াইব আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ ঃ "মাজমূ'আতুল আহাদীসুয য'ঈফাহ্ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন" (২৬)।

[৩৯৬] তিরমিযী ২৬৮৫, দারেমী ২৮৯

আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পরগম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্‌মের (দ্বীনী জ্ঞানভাণ্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)* [৩৯৭]

١٣٩٧/١٤. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

১৪/১৩৯৭। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [৩৯৮]

١٣٩٨/١٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ سُئِلَ عَن عِلْمٍ فَكَتَمَهُ ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১৫/১৩৯৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান)* [৩৯৯]

١٣٩٩/١٦. وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي : رِيحَهَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১৬/১৩৯৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সানাদ)* [৪০০]

١٤٠٠/١٧. وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزعهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً ، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً ، فَسُئِلُوا فَأَفْتوا بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » . متفقٌ عَلَيْهِ

১৭/১৪০০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ লোকদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইল্‌ম তুলে নেবেন

---

[৩৯৭] আবূ দাউদ ৩৬৪১, দারেমী ৩৪২

[৩৯৮] তিরমিযী ২৬৫৭, ২৬৫৮, দারেমী ৩৪২

[৩৯৯] তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনু মাজাহ ২৬৬, আহমাদ ৭৫১৭, ৭৮৮৩, ৭৯৮৮, ৮৩২৮, ৮৪২৪, ১০০৪৮

[৪০০] আবূ দাউদ ৩৬৬৪, ইবনু মাজাহ ২৫২, আহমাদ ৮২৫২

না; বরং উলামা সম্প্রদায়কে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নেবেন (অর্থাৎ, আলেম দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে যাবে।) অবশেষে যখন কোন আলেম বাকি থাকবে না, তখন জনগণ মূর্খ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে এবং তাদেরকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হবে, আর তারা না জেনে ফতোয়া দেবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪০১]

---

[৪০১] সহীহুল বুখারী ১০০, ৭৩০৭, মুসলিম ২৬৭৩, তিরমিযী ২৬৫২, ইবনু মাজাহ ৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮, ৬৮৫৭, দারেমী ২৩৯

Contents

كِتابُ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى وَشُكْرِهِ

অধ্যায় (১৩) : মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার

٢٤٢- بابُ فَضْلِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ

পরিচ্ছেদ - ২৪২ : মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজেব

মহান আল্লাহ বলেছেন, [البقرة : ١٥٢] ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [إبراهيم : ٧] ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর। *(সূরা ইব্রাহীম ৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, [الإسراء : ١١١] ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾

অর্থাৎ, বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। *(সূরা ইসরা ১১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, [يونس : ١٠] ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থাৎ, তাদের শেষ বাক্য হবে, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ১০ আয়াত)*

١/١٤٠١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أُتِيَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ. فَقَالَ جِبرِيلُ: اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. رواه مسلم

১/১৪০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যে রাতে নবী ﷺ-কে মি'রাজ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে তাঁর নিকট মদ ও দুধের দু'খানা পাত্র আনা হল। তখন তিনি উভয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে দুধের বাটি খানা তুলে নিলেন। এ দেখে জিব্রাঈল (عليه السلام) বললেন ঃ **'সেই আল্লাহর প্রশংসা,** যিনি আপনাকে প্রকৃতির দিকেই পথ দেখালেন। যদি আপনি মদের পাত্রটি ধারণ করতেন, তাহলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।' *(মুসলিম)* [৪০২]

٢/١٤٠٢. وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قال : « كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِـــ : الْحَمْدُ لِلهِ فَهُوَ أَقْطَعُ » حديثٌ حسَنٌ ، رواهُ أبو داود وغيرُهُ.

---

[৪০২] সহীহুল বুখারী ৩৩৯৪, ৩৪৩৭, ৫৫৭৬, ৫৬০৩, মুসলিম ১৬৮, ১৭২, তিরমিযী ৩১৩০, নাসায়ী ৫৬৫৭, আহমাদ ২৭৩০৬, ১০২৬৯, দারেমী ২০৮৮

২/১৪০২। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রশংসার সাথে আরম্ভ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। *(আবূ দাঊদ প্রমুখ)*[৪০৩]

١٤٠٣/٣. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيتاً فِي الجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الحَمْدِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

৩/১৪০৩। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশতাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসাভবন)।" *(তিরমিযী হাসান)* [৪০৪]

١٤٠٤/٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ يَأكُلُ الأَكْلَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ». رواه مسلم

৪/১৪০৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে বান্দা কিছু খেলে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং কিছু পান করলেও আল্লাহর প্রশংসা করে (অর্থাৎ, আল-হামদু লিল্লাহ পড়ে)।" *(মুসলিম)*[৪০৫]

---

[৪০৩] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটি সনদ দুর্বল আর ভাষায় ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে যেমনটি আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থের প্রথমে (১-২) ব্যাখ্যা করেছি। এর সনদের বর্ণনাকারী কুররা ইবনু আব্দির রহমান মু'য়াফিরী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস আর ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি দুর্বল। শু'য়াইব আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ "মাজমূ'আতুল আহাদীসুয য'ঈফাহ্ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন" (২৭)। বিস্তারিত জানতে "ইরওয়াউল গালীল" দেখুন।

[৪০৪] তিরমিযী ১০২১

[৪০৫] মুসলিম ২৭৩৪, তিরমিযী ১৮১৬, আহমাদ ১১৫৬২, ১১৫৭৮

كتابُ الصَّلاَةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায় (১৪) : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর দরূদ ও সালাম প্রসঙ্গে

٢٤٣- بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفَضْلِهَا وَبَعْضِ صِيَغِهَا

পরিচ্ছেদ - ২৪৩ : নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার আদেশ, তার মাহাত্ম্য ও শব্দাবলী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

١/١٤٠٥. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً » . رواه مسلم

১/১৪০৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত (করুণা) অবতীর্ণ করবেন।" *(মুসলিম)* [৪০৬]

٢/١٤٠٦. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَوْلَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً » . رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن » .

২/১৪০৬। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।" *(তিরমিযী, হাসান)* [৪০৭]

٣/١٤٠٧. وَعَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ » . قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُولُ بَلِيتَ . قَالَ : « إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ » . رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৩/১৪০৭। আওস ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

---

[৪০৬] মুসলিম ৩৮৪, তিরমিযী ৩৬১৪, নাসায়ী ৬৭৮, আবূ দাউদ ৫২৩, আহমাদ ৬৫৩২

[৪০৭] তিরমিযী ৪৮৪

"তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমুআর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।" লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কিভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম ক'রে দিয়েছেন।" (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে।) *(আবূ দাঊদ, বিশুদ্ধ সানাদ)* [৪০৮]

١٤٠٨/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن »

৪/১৪০৮। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিশাপ দিলেন যে, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (অর্থাৎ, 'স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' বলল না।) *(তিরমিযী হাসান)*[৪০৯]

١٤٠٩/٥. وَعَنْه ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৫/১৪০৯। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে উৎসব কেন্দ্রে পরিণত করো না (যেমন কবর পূজারীরা উরস ইত্যাদির মেলা লাগিয়ে ক'রে থাকে)। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পেশ কর। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক, তোমাদের পেশকৃত দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৪১০]

١٤١٠/٦. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح

৬/১৪১০। উক্ত রাবী হতে এটি বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব দিই।" *(আবূ দাঊদ- বিশুদ্ধ সানাদ)* [৪১১]

(এর ধরন আল্লাহই জানেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তাঁর জবাব কেউ শুনতে পায়।)

١٤١١/٧. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ». رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن صحيح »

৭/১৪১১। আলী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ

---

[৪০৮] আবূ দাঊদ ১০৪৭, ১৫৩১, নাসায়ী ১৩৭৪, ইবনু মাজাহ ১৬৩৬, আহমাদ ১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২

[৪০৯] তিরমিযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২

[৪১০] আবূ দাঊদ ২০৪২, আহমাদ ৭৭৬২, ৮২৩৮, ৮৫৮৬, ৮৬৯৮, ৮৮০৯

[৪১১] আবূ দাঊদ ২০৪১, আহমাদ ১০৪৩৪

করল না।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [812]

١٤١٢/٨. وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللهَ تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « عَجِلَ هَذَا » ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ - : « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ » . رواه أبُو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح »

৮/১৪১২। ফাযালা ইবনে উবাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন। সে কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "লোকটি তাড়াহুড়ো করল।" অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, "যখন কেউ দুআ করবে, তখন সে যেন তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ ক'রে দুআ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)* [813]

١٤١٣/٩. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ كَعْبِ بن عُجْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : « قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৯/১৪১৩। আবূ মুহাম্মাদ কা'ব ইবনে উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (একদা) আমাদের নিকট এলেন। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার প্রতি কিভাবে সালাম পেশ করতে হয় তা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পাঠাব?' তিনি বললেন, "তোমরা বলো ঃ-

'আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

যার অর্থ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও অতি সম্মানার্হ। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [814]

١٤١٤/١٠. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدرِي ، قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعدِ بن عُبَادَةَ ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعدٍ : أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟

---

[812] তিরমিযী ৩৫৪৬, আহমাদ ১৭৩৮

[813] আবূ দাউদ ১৪৮১, তিরমিযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭, নাসায়ী ১২৮৪, আহমাদ ২৩৪১৯

[814] সহীহুল বুখারী ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭, মুসলিম ৪০৬, তিরমিযী ৪৮৩, নাসায়ী ১২৮৭-১২৮৯, আবূ দাউদ ৯৭৬, ইবনু মাজাহ ৯০৪, আহমাদ ১৭৬৩৮, ১৭৬৩১, ১৭৬৬৭, দারেমী ১৩৪২

فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ» . رواه مسلم

১০/১৪১৪। আবূ মাসঊদ বদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ আমাদের কাছে এলেন। বাশীর ইবনে সা'দ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মহান আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ পড়তে আদেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব?' আল্লাহর রসূল ﷺ নিরুত্তর থাকলেন। পরিশেষে আমরা আশা করলাম, যদি (বাশীর) তাঁকে প্রশ্ন না করতেন (তো ভাল হত)। ক্ষণেক পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা বলো,

'আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ তথা মুহাম্মাদের পরিবারবর্গের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন রহমত বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীমের পরিবারবর্গের উপর। আর তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিজনবর্গের প্রতি বর্কত নাযেল কর; যেমন বর্কত নাযেল করেছ ইব্রাহীমের পরিজনবর্গের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও মহা সম্মানীয়।

আর সালাম কেমন, তা তো তোমরা জেনেছ।" *(মুসলিম)*[৪১৫]

١٤١٥/١١. وَعَنْ أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ : «قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » . متفقٌ عَلَيْهِ

১১/১৪১৫। আবূ হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পেশ করব?' তিনি বললেন, "তোমরা বলো, "আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর; যেমন তুমি ইব্রাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইবরাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪১৬]

[৪১৫] মুসলিম ৪০৫, তিরমিযী ৩২২০, নাসায়ী ১২৮৫, ১২৮৬, আবূ দাউদ ৯৭৯, আহমাদ ১৬৬১৯, ১৬৬২৪, ২১৮৪৭, মুওয়াত্তা মালিক ৩৯৮, দারেমী ১৩৪৩

[৪১৬] সহীহুল বুখারী ২৩৬৯, ৬৩৬০, মুসলিম ৪০৭, নাসায়ী ১২৯৪, আবূ দাউদ ৯৭৯, ইবনু মাজাহ ৯০৫, আহমাদ ২৩০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৩৯৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

كِتَابُ الْأَذْكَارِ

অধ্যায় : (১৫) : যিক্‌র-আযকার প্রসঙ্গে

٢٤٤- بَابُ فَضْلِ الذِّكْرِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ - ২৪৪ : যিক্‌র তথা আল্লাহকে স্মরণ করার ফযীলত ও তার প্রতি উৎসাহ দান

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ [العنكبوت : ٤٥]

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। *(সূরা আনকাবূত ৪৫ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ [البقرة : ١٥٢]

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। *(সূরা বাক্বারা ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ والآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ الغَافِلِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة : ١٠]

অর্থাৎ, আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(সূরা জুমআহ ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرَاً عَظِيماً ﴾ [الأحزاب : ٣٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) নারী, **আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী**---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ [الأحزاب: ٤١- ٤٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা আহযাব ৪১-৪২ আয়াত)*

এ মর্মে আরো অনেক বিদিত আয়াত রয়েছে।

١٤١٦/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العظيمِ » . متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৪১৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি কলেমা (বাক্য) রয়েছে, যে দু'টি দয়াময় আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, জবানে (উচ্চারণে) খুবই সহজ, আমলের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী। তা হচ্ছে, *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।'* অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছি, মহান আল্লাহ অতীব পবিত্র।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪১৭]

١٤١٧/٢. وَعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » . رواه مسلم

২/১৪১৭। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়।" *(মুসলিম)* [৪১৮]

١٤١٨/٣. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » . وَقَالَ : « مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৪১৮। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দুআটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের

[৪১৭] সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম ২৬৯৪, তিরমিযী ৩৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭

[৪১৮] সহীহুল বুখারী ৬৪০৬, ৬৬৮২, ৭৫৬৩, মুসলিম ২৬৯৪, তিরমিযী ৩৪৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৮০৬, আহমাদ ৭১২৭

সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।"

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশবার *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ'* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৪১৯]

١٤١٩/٤. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ؛ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৪/১৪১৯। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর' দিনে দশবার পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইসমাঈলের বংশধরের চারজন দাস মুক্ত করার সমান সওয়াব লাভ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৪২০]

١٤٢٠/٥. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ ؟ إِنَّ أَحَبَّ الكَلاَمِ إِلَى اللهِ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ » . رواه مسلم

৫/১৪২০। আবু যার্র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমাকে বললেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কথা তোমাকে জানাব না কি? আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কথা হল, 'সুবহানাল্লা-হি অবিহামদিহ' (অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।)" *(মুসলিম)* [৪২১]

١٤٢١/٦. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشعَرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمانِ، وَالحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». رواه مسلم

৬/১৪২১। আবূ মালেক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)*[৪২২]

١٤٢٢/٧. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : عَلِّمْنِي كَلاَماً أَقُولُهُ. قَالَ : « قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَالحَمْدُ للهِ كَثيراً ، وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، وَلاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ » قَالَ : فَهَؤُلاَءِ لِرَبِّي ، فَمَا لِي ؟ قَالَ : « قُلْ :

---

[৪১৯] সহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬, ৪৮৭

[৪২০] সহীহুল বুখারী ৬৪০৪, মুসলিম ২৬৯৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, তিরমিযী ৩৫৫৩, আহমাদ ২৩০০৫, ২৩০০৭, ২৩০৩৪, ২৩০৫৬, ২৩০৭১

[৪২১] মুসলিম ২৭৩১, তিরমিযী ৩৫৯৩, আহমাদ ২০৮১৩, ২০৯১৯, ২১০১৯

[৪২২] মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭, ইবনু মাজাহ ২৮০, আহমাদ ২৩৯৫, ২২৪০১, দারেমী ৬৫৩

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ». رواه مسلم

৭/১৪২২। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর সমীপে এসে নিবেদন করল, 'আমাকে একটি কথা শিখিয়ে দিন, আমি তা বলব।' তিনি বললেন, "বল,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, আল্লাহু আকবারু কাবীরা, অলহামদু লিল্লাহি কাসীরা, অসুবহানাল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীযিল হাকীম।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত সত্য উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আল্লাহ সর্বাধিক মহান, আল্লাহর অতীব প্রশংসা, বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নাড়-চড়া করার (পাপ ও অশুভ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যার্জন ও মঙ্গল সাধন করার) ক্ষমতা নেই।"

লোকটি বলল, 'এ সব কথাগুলি আমার প্রভুর জন্য হল, আমার জন্য কী?' তিনি বললেন, "তুমি বল, *'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী অহ্‌দিনী অরযুক্বনী।'*

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর ও আমাকে জীবিকা দাও।" *(মুসলিম)*[৪২৩]

٨/١٤٢٣. وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاثاً ، وَقَالَ : «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ». قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الحَدِيثِ - : كَيْفَ الاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

৮/১৪২৩। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন নামায থেকে সালাম ফিরার পর ঘুরে বসতেন, তখন তিনবার 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতেন আর পড়তেন, *'আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু অমিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল-জালালি অল-ইকরাম।'* অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি ময়, তোমার নিকট থেকেই শান্তি আসে। তুমি বর্কতময় হে মহিমান্বিত ও মহানুভব।

এ হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আওযায়ী (রহঃ)কে প্রশ্ন করা হল, 'ইস্তিগফার' কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, বলবে, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।' (অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম)* [৪২৪]

٩/١٤٢٤. وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ » . متفقٌ عَلَيْهِ

৯/১৪২৪। মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) যখন নামাযান্তে সালাম ফিরতেন,

[৪২৩] মুসলিম ২৬৯৬, আহমাদ ১৫৬৪, ১৬১৪

[৪২৪] মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮

তখন এই দুআ পড়তেনঃ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুখারী-মুসলিম)* [৪২৫]

١٠/١٤٢٥. وَعَنْ عَبدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّه كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ، حِيْنَ يُسَلِّمُ :

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ». قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ . رواه مسلم

১০/১৪২৫। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি প্রতিটি নামাযের পশ্চাতে যখন সালাম ফিরতেন, তখন এই দুআটি পড়তেন,

"লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি'মাতু অলাহুল ফায্‌লু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।"

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার (নড়া-চড়ার) শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করিনা, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফের দল তা অপছন্দ করে।

ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত দুআটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন। *(মুসলিম)* [৪২৬]

١١/١٤٢٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ فُقَراءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثورِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَى ، وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ ،

---

[৪২৫] সহীহুল বুখারী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯৭৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১-১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, ৩০৭৯, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৩, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, ১৭৭৬৬, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১

[৪২৬] মুসলিম ৫৯৪, নাসায়ী ১৩৩৯, ১৩৪০, আবূ দাউদ ১৫০৬, আহমাদ ১৫৬৭৩, ১৫৬৯০

يَحُجُّونَ ، وَيَعْتَمِرُونَ ، وَيُجَاهِدُونَ ، وَيَتَصَدَّقُونَ . فَقَالَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟» قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « تُسَبِّحُونَ ، وَتَحْمَدُونَ ، وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ ». قَالَ أَبُو صَالِحٍ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ ذِكْرِهِنَّ قَالَ : يَقُول : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ، واللهُ أكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ. متفقٌ عَلَيْهِ

وَزَادَ مُسلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ : فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا : سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » .

১১/১৪২৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে, যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে, যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তাদের উদ্বৃত্ত মাল আছে, ফলে তারা হজ্জ করছে, উমরাহ করছে, জিহাদ করছে ও সাদকাহ করছে, (আর আমরা করতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)' তিনি বললেন, "প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।"

আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী আবূ সালেহ বলেন, 'কিভাবে পাঠ করতে হবে, তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। যেন প্রত্যেকটি বাক্য ৩৩ বার ক'রে হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*[৪২৭]

মুসলিমের বর্ণনায় এ কথা বাড়তি আছে যে, অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু ক'রে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।"

١٢/١٤٢٧. وَعَنْه ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاَثِينَ ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَقَالَ تَمَامَ المِئَةِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». رواه مسلم

১২/১৪২৭। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক (ফরয) নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৩ বার আল্লাহু আকবার এবং একশত পূর্ণ করতে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া

[৪২৭] সহীহুল বুখারী ৮৪৩, মুসলিম ৫৯৫, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৭২০২, দারেমী ১৩৫৩

আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর' পড়বে, তার গুনাহসমূহ মাফ ক'রে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। *(মুসলিম)* [৪২৮]

١٤٢٨/١٣. وَعَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ تَسْبِيحَةً. وَثَلاَثٌ وثَلاَثُونَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ تَكْبِيرَةً » . رواه مسلم

১৩/১৪২৮। কা'ব ইবনে উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নামাযান্তে কিছু বাক্য রয়েছে বা কিছু কর্ম রয়েছে, সেগুলি যে পড়বে বা (পাঠ) করবে, সে আদৌ ব্যর্থ হবে না। তা হচ্ছে প্রত্যেক ফরয নামায বাদ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।" *(মুসলিম)*[৪২৯]

١٤٢٩/١٤. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ بِهؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ » . رواه البخاري

১৪/১৪২৯। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযসমূহের শেষাংশে এই দুআ পড়ে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্য়্যা অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ক্বাব্র।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুখারী)*[৪৩০]

١٤٣٠/١٥. وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَخَذَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : « يَا مُعَاذُ ، وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ » فَقَالَ: « أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَة تَقُولُ : اَللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

১৫/১৪৩০। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত ধরে বললেন, "হে মুআয! আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে ভালবাসি।" অতঃপর তিনি বললেন, "হে মুআয! আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে এ দুআটি পড়া অবশ্যই ত্যাগ করবে না, **'আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।'**

---

[৪২৮] মুসলিম ৫৯৭, আবূ দাউদ ১৫০৪, আহমাদ ৮৬১৬, ৯৮৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ৮৪৪

[৪২৯] মুসলিম ৫৯৬, তিরমিযী ৩৪১২, নাসায়ী ১৩৪৯

[৪৩০] সহীহুল বুখারী ৬৩৬৫, ৬৩৭০, ৬৩৭৪, ৬৩৯০, তিরমিযী ৩৫৬৭, নাসায়ী ৫৪৪৫, ৫৪৪৭, ৫৪৭৮, ৫৪৭৯, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ ১৫৮৯, ১৬২৪

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর।" *(আবূ দাউদ, সহীহ সানাদ)*[৪৩১]

١٤٣١/١٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ، يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » . رواه مسلم

১৬/১৪৩১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ (অর্থাৎ, আত্‌-তাহিয়্যাত) পড়বে, তখন সে এ চারটি জিনিস হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; বলবে,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অমিন আযা-বিল ক্বাব্‌র, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত, অমিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্‌ দাজ্জা-ল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" *(মুসলিম)*[৪৩২]

١٤٣٢/١٧. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » . رواه مسلم

১৭/১৪৩২। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাশাহহুদ ও সালাম ফিরার মধ্যখানে শেষ বেলায় অর্থাৎ সালাম ফিরবার আগে) এই দুআ পড়তেন, "আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে অধিক জান। তুমি আদি, তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। *(মুসলিম)*[৪৩৩]

١٤٣٣/١٨. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : «سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ». متفقٌ عَلَيْهِ

১৮/১৪৩৩। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) স্বীয় (নামাযের) রুকূ ও সিজদাতে

---

[৪৩১] আবূ দাউদ ১৫২২, ৫৪৮২, ৫৪৮৩, আহমাদ ২১৬২১

[৪৩২] সহীহুল বুখারী ১৩৭৭, মুসলিম ৫৮৮, তিরমিযী ৩৬০৪, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫, ৫৫০৬, ৫৫০৯, ৫৫১১, ৫৫১৩-৫৫১৮, ৫৫২০, আবূ দাউদ ৯৮৩, ইবনু মাজাহ ৯০৯, আহমাদ ৭১৯৬, ৭৮১০, ৭৯০৪, ৯০৯৩, ৯১৮৩, ৯৫৪৬, ৯৮২৪, ১০৩৮৯, ২৭৮৯০, ২৭৬৭৪, ২৭২৮০, দারেমী ১৩৪৪

[৪৩৩] মুসলিম ৭৭১, তিরমিযী ৩৪২২, ৩৪২৩, আবূ দাউদ ৭৬০, ১৫০৯, নাসায়ী ১৬১৯, ইবনু মাজাহ ১৩৫৫

এই তাসবীহটি অধিক মাত্রায় পড়তেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিক, আল্লাহুম্মাগফিরলী।' অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৩৪]

١٤٣٤/١٩. وَعَنْها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ ». رواه مسلم

১৯/১৪৩৪। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বীয় (নামাযের) রুকু ও সিজদাতে পড়তেন, 'সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।' অর্থাৎ, অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও জিবরীল (عليه السلام)-এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম)*[৪৩৫]

١٤٣٥/٢٠. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ». رواه مسلم

২০/১৪৩৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "রুকুতে তোমরা রবের বড়াই বর্ণনা কর (অর্থাৎ, 'সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম' পড়)। আর সিজদায় দুআ করতে সচেষ্ট হও। কারণ, তোমাদের জন্য সে দুআ কবূল হওয়ার উপযুক্ত।" *(মুসলিম)*[৪৩৬]

١٤٣٦/٢١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ». رواه مسلم

২১/১৪৩৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সাজদার অবস্থায় হয়। সুতরাং (ঐ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দুআ কর।" *(মুসলিম)* [৪৩৭]

١٤٣٧/٢٢. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ : دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ ». رواه مسلم

২২/১৪৩৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদা করার সময় এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, দিক্কাহু অজিল্লাহ, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার পাপকে মাফ করে দাও। *(মুসলিম)* [৪৩৮]

---

[৪৩৪] সহীহুল বুখারী ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৪, ৪৯৬৭, ৪৯৬৮, মুসলিম ৪৮৪, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২, ১১২৩, আবূ দাউদ ৮৭৭, ইবনু মাজাহ ৮৮৯৯, আহমাদ ২৩৬৪৩, ২৩৭০৩, ২৪১৬৪, ২৫০৩৯, ২৫৩৯৭

[৪৩৫] মুসলিম ৪৮৭, নাসায়ী ১০৪৮, ১১৩৪, আবূ দাউদ ৮৭২, আহমাদ ২৩৫৪৩, ২৪১০৯, ২৪৩২২, ২৪৬২২, ২৪৬৩৮, ২৪৯০৬, ২৫০৭৮, ২৫১১০, ২৫৫৩৯, ২৫৭৬১

[৪৩৬] মুসলিম ৪৭৯, নাসায়ী ১০৪৫, ১১২০, আবূ দাউদ ৮৭৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৯৯, আহমাদ ১৯০৩, দারেমী ১৩২৫, ১৩২৬

[৪৩৭] মুসলিম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭, আবূ দাউদ ৮৭৫, আহমাদ ৯১৬৫

[৪৩৮] মুসলিম ৪৮৩, আবূ দাউদ ৮৭৮

١٤٣٨/٢٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ : افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَتَحَسَّسْتُ ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ – أَوْ سَاجِدٌ – يَقُولُ : « سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ» وَفِي رِوَايَةٍ : فَوَقَعَتْ يَدِيْ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». رواه مسلم

২৩/১৪৩৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (বিছানায়) নিখোঁজ পেলাম। কাজেই আমি হাতড়াতে হাতড়াতে তাকে রুকু বা সিজদার অবস্থায় পেলাম। তিনি তাতে পড়ছিলেন, 'সুবহানাকা অবিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁর নামাযের স্থানে (সিজদায়) ছিলেন। তাঁর দু'টি পায়ের চেটোয় আমার হাত পড়ল। তাঁর পায়ের পাতা দুটো খাড়া ছিল এবং তিনি এই দুআ পড়ছিলেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিয়্বা-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উকূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌স্বী সানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(মুসলিম)*[৪৩৯]

١٤٣٩/٢٤. وَعَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : « أَيَعجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَومٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ ! » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ: « يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ » . رواه مسلم

২৪/১৪৩৯। সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তি প্রত্যহ এক হাজার নেকী অর্জন করতে অপারগ হবে কি?" তাঁর সাথে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে এক হাজার নেকী অর্জন করবে?' তিনি বললেন, "একশ'বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) পড়বে। ফলে তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা এক হাজার গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম)*[৪৪০]

হুমাইদী বলেন, মুসলিম গ্রন্থে এ রকম أَوْ يُحَطُّ (অথবা --- মিটিয়ে দেওয়া হবে) এসেছে। বারক্বানী বলেন, এটিকে শু'বাহ, আবূ আওয়ানাহ ও ইয়াহয়্যা আলক্বাত্তান সেই মূসা হতে বর্ণনা করেছেন, যাঁর সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। এঁরা বলেছেন, وَيُحَطُّ (এবং --- মিটিয়ে দেওয়া হবে।) অর্থাৎ, তাতে 'ওয়াও'-এর পূর্বে 'আলিফ' বর্ণ নেই। *(আর তার মানে হল, তার জন্য এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং এক হাজার গুনাহও মিটিয়ে দেওয়া হবে।)*

---

[৪৩৯] মুসলিম ৪৮৬, তিরমিযী ৩৪৯৩, নাসায়ী ১১০০, ১১৩০, ৫৫৩৪, আবূ দাউদ ৮৭৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৪১, আহমাদ ২৩৭৯১, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৭

[৪৪০] মুসলিম ২৬৯৮, তিরমিযী ৩৪৬৩, আহমাদ ১৪৯৯, ১৫৬৬, ১৬১৫

١٤٤٠/٢٥. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى ». رواه مسلم

২৫/১৪৪০। আবূ যার্র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*[৮৮১]

١٤٤١/٢٦. وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : « مَا زِلْتِ عَلَى الحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : « سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ».

وفي رواية الترمذي: « ألاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا؟ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ؛ سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » .

২৬/১৪৪১। মু'মিন জননী জুয়াইরিয়াহ বিন্তে হারেস (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) সকাল ভোরে ফজরের নামায সমাপ্ত ক'রে তাঁর নিকট থেকে বাইরে গেলেন। আর তিনি (জুয়াইরিয়াহ) স্বীয় জায়নামাযে বসেই রইলেন। তারপর চাশ্তের সময় তিনি যখন ফিরে এলেন, তখনও তিনি সেখানেই বসেছিলেন। এ দেখে তিনি তাঁকে বললেন, "আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে বাইরে গেলাম, সে অবস্থাতেই তুমি রয়েছ?" তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' নবী (ﷺ) বললেন, "তোমার নিকট থেকে যাবার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি। যদি সেগুলিকে তোমার সকাল থেকে (এ যাবৎ) পঠিত দুআর মুকাবেলায় ওজন করা যায়, তাহলে তা ওজনে সমান হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে এই যে,

---

[৮৮১] মুসলিম ৭২০, আবূ দাউদ ১২৮৫, ১২৮৬

'সুবহা-নাল্লা-হি অবিহামদিহী আদাদা খালক্বিহী, অরিযা নাফসিহী, অযিনাতা আরশিহী, অমিদা-দা কালিমা-তিহ্।' অর্থাৎ, আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি; তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, তাঁর নিজ মর্জি অনুযায়ী, তাঁর আরশের ওজন বরাবর ও তাঁর বাণীসমূহের সমান সংখ্যক প্রশংসা।" *(মুসলিম)*[৪৪২]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, 'সুবহা-নাল্লা-হি আদাদা খালক্বিহ, সুবহা-নাল্লা-হি রিযা নাফসিহ, সুবহা-নাল্লা-হি যিনাতা আরশিহ, সুবহা-নাল্লা-হি মিদা-দা কালিমা-তিহ।'

আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ তাঁকে বললেন,) "আমি কি তোমাকে এমন বাক্যাবলী শিখিয়ে দেব না, যা তুমি বলতে থাকবে? তা হচ্ছে এই যে, 'সুবহানাল্লাহি আদাদা খালকিহী---।" (প্রত্যেক বাক্য তিনবার করে।)

(জ্ঞাতব্য যে, আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই।)

١٤٤٢/٢٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ » . رواه البخاري . ورواه مسلم فَقَالَ : « مَثَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، وَالبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ ، مَثَلُ الحَيِّ والمَيِّتِ » .

২৭/১৪৪২। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহর যিক্র করে আর যে যিক্র করে না, উভয়ের উদাহরণ মৃত ও জীবন্ত মানুষের মত।" *(বুখারী)* [৪৪৩]

মুসলিম এটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহর যিক্র করা হয় না, উভয়ের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

١٤٤٣/٢٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلأٍ ذَكَرتُهُ فِي مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ ». متفق عَلَيْهِ

২৮/১৪৪৩। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দার ধারণার পাশে থাকি। (অর্থাৎ, সে যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার তওবা কবুল করবেন, বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করবেন, তাহলে তাই করি।) আর আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সুতরাং সে যদি তার মনে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে আমার মনে স্মরণ করি, সে যদি কোন সভায় আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের (ফিরিশতাদের) সভায় স্মরণ করি।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৪৪]

١٤٤٤/٢٩. وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَبَقَ المُفَرِّدُونَ » قَالُوا : وَمَا المُفَرِّدُونَ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ » . رواه مسلم

---

[৪৪২] মুসলিম ২৭২৬, তিরমিযী ৩৫৫৫, নাসায়ী ১৩৫২, ইবনু মাজাহ ৩৮০৮, আহমাদ ২৬২১৮, ২৬৮৭৫

[৪৪৩] সহীহুল বুখারী ৬৪০৭, মুসলিম ৭৭৯

[৪৪৪] সহীহুল বুখারী ৭৪০৫, ৭৫০৫, ৭৫৩৬, ৭৫৩৬, ৭৫৩৭, মুসলিম ২৬৭৫, তিরমিযী ২৩৮৮, ৩৬০৩, ইবনু মাজাহ ৩৮২২, আহমাদ ৭৩৭৪, ৮৪৩৬, ৮৮৩৩, ৯০০১, ৯০৮৭, ৯৩৩৪, ৯৪৫৭, ১০১২০, ১০২৪১, ১০৩০৬, ১০৩২৬, ১০৪০৩, ১০৫২৬, ১০৫৮৫, ২৭২৭৯, ২৭২৮৩

২৯/১৪৪৪। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুফার্রিদগণ অগ্রগমন করেছে।" সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'মুফার্রিদ' কারা, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "অতিমাত্রায় আল্লাহকে স্মরণকারী নর ও নারী।" *(মুসলিম)*[৪৪৫]

١٤٤٥/٣٠. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « أَفْضَلُ الذِّكْرِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ » .

رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৩০/১৪৪৫। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" *(তিরমিযী হাসান)* [৪৪৬]

١٤٤٦/٣١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ : « لاَ يَزالُ لِسَانُكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ اللهِ » . رواه الترمذي ، وقال: « حديث حسن »

৩১/১৪৪৬। আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ইসলামী বিধান তো আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশী। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজ বলে দিন, যেটাকে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারি।' তিনি বললেন, "আল্লাহর যিক্রে তোমার রসনা যেন সর্বদা সিক্ত থাকে।" *(তিরমিযী হাসান)* [৪৪৭]

١٤٤٧/٣٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ » . رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن »

৩২/১৪৪৭। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।" *(তিরমিযী হাসান)* [৪৪৮]

١٤٤٨/٣٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن»

৩৩/১৪৪৮। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মি'রাজের রাতে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ'

---

[৪৪৫] মুসলিম ২৬৭৬, আহমাদ ৮০৯১, ৯০৭৭

[৪৪৬] তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনু মাজাহ ৩৮০০

[৪৪৭] তিরমিযী ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩

[৪৪৮] তিরমিযী ৩৪৬৪, ৩৪৬৫

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' হল তার রোপিত বৃক্ষ।" *(তিরমিযী-হাসান)* [৪৪৯]

١٤٤٩/٣٤. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : « ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى » . رواه الترمذي ، قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله : « إسناده صحيح »

৩৪/১৪৪৯। আবূ দার্দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদা সবার চেয়ে বেশি বৃদ্ধিকারী, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্‌র।" *(তিরমিযী, আবূ আব্দুল্লাহ হাকেম বলেছেন, এর সানাদ সহীহ)* [৪৫০]

١٤٥٠/٣٥. وعن سعْدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ﷺ أَنَّهُ دَخَل مع رسولِ اللهِ ﷺ على امْرأَةٍ وبيْنَ يـديْهَا نَـوىً أَوْ حصىً تُسبِّحُ بِه فقال : « أَلا أُخْبِرُك بما هُو أَيْسرُ عَلَيْكِ مِنْ هذا أَوْ أَفْضَلُ » فقالَ : « سُبْحانَ اللهِ عَـدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّماءِ ، وَسُبْحانَ اللهِ عَدَدَ ما خَلَقَ فِي الأَرْضِ ، سُبحانَ اللهِ عَدَدَ مَا بيْنَ ذلـك ، وسـبْحانَ اللهِ عدد ما هُوَ خَالِقٌ . واللهُ أَكْبرُ مِثْلَ ذلكَ ، والحَمْد للهِ مِثْـل ذلِـكَ ، ولا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْـل ذلِـكَ ، ولا حوْل ولا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ مِثْلَ ذَلِكَ » . رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ.

৩৫/১৪৫০। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে জনৈক মহিলার নিকট গেলেন। তার সম্মুখে তখন খেজুরের বিচি বা কাঁকর ছিল। সেগুলোর সাহায্যে তিনি তাসবীহ গণনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তোমাকে আমি কি এমন বিষয়ের কথা জানাবো যা তোমার জন্য এর চেয়ে সহজ বা এর চেয়ে উত্তম? তা হচ্ছে, "সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা খালাক্বা ফিস্‌ সামায়ি" (আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব জিনিসের সমসংখ্যক যা তিনি আকাশে সৃষ্টি করেছেন) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা খালাক্বা ফিল আরযি" (আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেসব বস্তুর সমসংখ্যক যা তিনি দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা বাইনা যালিক" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সকল জিনিসের সমান যা ঐ দু'টির মাঝে রয়েছে) "ওয়া সুবহানাল্লাহি 'আদাদা মা হুয়া খালিকুন" (পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সব জিনিসের সমসংখ্যক তিনি যার স্রষ্টা) আর "আল্লাহু আকবার বাক্যটিও এভাবেই পাঠ করো, "আল-হামদু লিল্লাহি" বাক্যটিও এভাবেই পাঠ কর, "লা- ইলা- হা ইল্লাল্লাহু" বাক্যটিও এভাবেই পাঠ কর, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি" বাক্যটিও এরূপেই পাঠ কর। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৪৫১]

[৪৪৯] তিরমিযী ৩৪৬২

[৪৫০] তিরমিযী ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, আহমাদ ২১১৯৫, ২৬৯৭৭, ইবনু মাজাহ ৪৯০

[৪৫১] আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী এরূপ বলেছেন, অথচ এর সনদে অজ্ঞতা রয়েছে যেমনটি আমি "আত্‌তা'লীকু আলাল কালিমিত তাইয়্যিব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছি (পৃ ২৭) এবং শাইখ হাবাশীর প্রতিবাদ করতে গিয়েও আমি আলোচনা

١٤٥١/٣٦. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : « لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». متفق عَلَيْهِ

৩৬/১৪৫১। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, “তোমাকে জান্নাতের অন্যতম ধনভাণ্ডারের কথা বলে দেব না কি?” আমি বললাম, ‘অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “তা হল, ‘লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৫২]

٢٤٥- بَابُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وَمُحْدِثًا وَجُنُبًا وَحَائِضًا إِلَّا الْقُرْآنَ فَلَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ

পরিচ্ছেদ - ২৪৫ : আল্লাহর যিক্র সর্বাবস্থায়

দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, ওযূহীন ও (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করা যায়। অবশ্য (বীর্যপাত বা সঙ্গমজনিত) অপবিত্র অবস্থায় এবং মহিলাদের মাসিক অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٩٠ ، ١٩١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

١٤٥٢/١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رواهُ مسلم

১/১৪৫২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (ﷺ) সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিক্র করতেন।’ *(মুসলিম)*[৪৫৩]

١٤٥٣/٢. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ ، لَمْ يَضُرَّهُ » . متفق عَلَيْهِ

করেছি। ‘নাওয়া’ অথবা ‘হাসা’র সাথে সম্পৃক্ত অংশ উল্লেখ করা ছাড়া হাদীসটির মূল অংশ সহীহ্। এটিকে ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ গ্রন্থে (২৭২৬) জুওয়াইরার হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

[(যদিও ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে)। ভিন্ন ভাষায় তিরমিযীতেও (১৫৭৪) সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে]। আবূ দাউদ ১৫০০, তিরমিযী ৩৫৬৮

[৪৫২] সহীহুল বুখারী ২৯৯২, ৪২০৫, ৬৩৮৪, ৬৪০৯, ৬৬১০, মুসলিম ২৭০৪, তিরমিযী ৩৩৭৪, ৩৪৬১, আবূ দাউদ ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ৩৮২৪, আহমাদ ১৯০২৬, ১৯০৭৮, ১৯০৮২, ১৯১০২, ১৯১০৮, ১৯১৫১, ১৯২৪৬, ১৯২৫৬

[৪৫৩] মুসলিম ৩৭৩, তিরমিযী ৩৩৮৪, আবূ দাউদ ১৮, ইবনু মাজাহ ৩০২, আহমাদ ২৩৮৮৯, ২৪৬৭৪, ২৫৮৪৪

২/১৪৫৩। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন এই দুআ পড়ে,

'বিসমিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শাইত্বা-না অজান্নিবিশ শায়ত্বা-না মা রাযাক্বতানা।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।

তাহলে ওদের ভাগ্যে সন্তান এলে, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। *(বুখারী-মুসলিম)*[৪৫৪]

٢٤٦- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ عِنْدَ نَوْمِهِ وَاسْتِيْقَاظِهِ

পরিচ্ছেদ - ২৪৬ : ঘুমাবার ও ঘুম থেকে উঠার সময় দুআ

١/١٤٥٤. عَنْ حُذَيفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ : « بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ » وَإِذَا اسْتَيقَظَ قَالَ : « الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » رواه البخاري .

১/১৪৫৪। হুযাইফা ও আবু যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিছানায় শোবার জন্য যেতেন, তখন এই দুআ পড়তেন, 'বিসমিকাল্লাহুম্মা আহ্ইয়া অআমূত।' (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি বাঁচি ও মরি)। আর যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন পড়তেন। 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহয়্যা-না বা'দা মা আমা-তানা অ ইলাইহিন নুশূর।' অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে মারার পর আবার জীবিত করলেন এবং তাঁরই প্রতি পুনরুত্থান ঘটবে। *(বুখারী)*[৪৫৫]

٢٤٧- بَابُ فَضْلِ حَلَقِ الذِّكْرِ
وَالنَّدْبِ إِلَى مُلاَزَمَتِهَا وَالنَّهْيِ عَنْ مُفَارَقَتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ - ২৪৭ : যিক্‌রের মহফিলের ফযীলত

এবং উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করা উত্তম আর বিনা ওজরে তা ছেড়ে চলে যাওয়া নিষেধ।

আল্লাহ বলেছেন,

﴿ واصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالغَدَاةِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখ, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে থাকে এবং তুমি তাদের নিকট হতে স্বীয় দৃষ্টি ফিরায়ো না। *(সূরা*

---

[৪৫৪] সহীহুল বুখারী ১৪১, ৩২৭১, ৩২৮৩, ৫১৬৫, ৬৩৮৮, ৭৩৯৬, মুসলিম ১৪৩, তিরমিযী ১০৯২, আবূ দাউদ ২১৬১, ইবনু মাজাহ ১৯১৯, আহমাদ ১৮৭০, ১৯১১, ২১৭৯, ২৫৫১, ২৫৯২, দারেমী ২২১২

[৪৫৫] সহীহুল বুখারী ৬৩১৪, ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৭, ২২৮৮২, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬

কাহ্ফ ২৮ আয়াত)

١/١٤٥٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إنَّ للهِ تَعَالَى مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ –، تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِم إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ – وَهُوَ أعْلَم –: مَا يَقُولُ عِبَادي؟ قَالَ: يَقُولُون: يُسَبِّحُونَكَ، وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، ويُمَجِّدُونَكَ، فيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ فيَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْكَ. فَيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً. فَيَقُولُ: فَمَاذَا يَسْأَلُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ. قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ: يَقُولُ: فَكَيفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ أنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ: يَقُولُون: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ؛ قَالَ: فيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لاَ وَاللهِ مَا رَأَوْهَا. فيَقُولُ: كَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً. قَالَ: فيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُم، قَالَ: يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلاَئِكَةِ: فِيهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৪৫৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহর কিছু ফিরিশ্‌তা আছেন, যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে-ফিরে আহলে যিক্‌র খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন সম্প্রদায়কে আল্লাহর যিক্‌ররত অবস্থায় পেয়ে যান, তখন তাঁরা একে অপরকে আহবান ক'রে বলতে থাকেন, 'এস তোমাদের প্রয়োজনের দিকে।' সুতরাং তাঁরা (সেখানে উপস্থিত হয়ে) তাদেরকে নিজেদের ডানা দ্বারা নিচের আসমান পর্যন্ত বেষ্টিত ক'রে ফেলেন। অতঃপর তাঁদেরকে তাঁদের প্রতিপালক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার বান্দারা কী বলছে?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'তারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করছে, আপনার প্রশংসা ও গৌরব বয়ান করছে।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, ' কী হত, যদি তারা আমাকে দেখত?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'যদি তারা আপনাকে দেখত, তাহলে আরো বেশী বেশী ইবাদত, গৌরব বর্ণনা ও তসবীহ করত।' আল্লাহ বলেন, ' কী চায় তারা?' ফিরিশতারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে বেহেশ্‌ত্‌ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশতারা বলেন, 'জী না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, ' কী হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে তার জন্য আরো বেশী আগ্রহান্বিত হত। আরো বেশী বেশী তা প্রার্থনা করত। তাদের চাহিদা আরো বড় হত।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি থেকে পানাহ চায়?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'তারা দোযখ থেকে পানাহ চায়।' আল্লাহ বলেন, 'তারা কি দোযখ দেখেছে?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'জী

না, আল্লাহর কসম! হে প্রতিপালক! তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বলেন, ' কী হত, যদি তারা তা দেখত?' ফিরিশ্‌তারা বলেন, 'তারা তা দেখলে বেশী বেশী করে তা হতে পলায়ন করত। বেশী বেশী ভয় করত।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে মাফ ক'রে দিলাম।' ফিরিশ্‌তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, 'কিন্তু ওদের মধ্যে অমুক ওদের দলভুক্ত নয়। সে আসলে নিজের কোন প্রয়োজনে সেখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, '(আমি তাকেও মাফ করে দিলাম! কারণ,) তারা হল এমন সম্প্রদায়, যাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত (হতভাগা) থাকে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৪৫৬]

٢/١٤٥٦. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إنَّ للهِ مَلاَئِكَةً سَيَّارَةً فُضُلاً يَتَتَبَّعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإذَا وَجَدُوا مَجْلساً فِيهِ ذِكْرٌ ، قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعدُوا إِلَى السَّمَاءِ ، فَيَسْأَلُهُمْ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – – وَهُوَ أَعْلَمُ – : مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍ لَكَ فِي الأَرْضِ : يُسَبِّحُونَكَ ، وَيُكَبِّرُونَكَ ، وَيُهَلِّلُونَكَ ، وَيَحْمَدُونَكَ ، وَيَسْأَلُونَكَ . قَالَ : وَمَاذَا يَسْأَلُونِي ؟ قَالُوا : يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ . قَالَ : وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي ؟ قَالُوا : لاَ ، أَيْ رَبِّ . قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا جَنَّتِي؟! قَالُوا : وَيَستَجِيرُونَكَ . قَالَ : وَمِمَّ يَسْتَجِيرُونِي ؟ قَالُوا : مِنْ نَارِكَ يَا رَبِّ. قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي ؟! قَالُوا : وَيَسْتَغفِرُونَكَ ؟ فيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا . قَالَ : فيَقُولُونَ : رَبِّ فِيهِمْ فُلاَنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ ، فَجَلَسَ مَعَهُمْ . فيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ القَومُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » .

মুসলিমের আবূ হুরাইরা কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর অতিরিক্তি কিছু ভ্রাম্যমান ফিরিশ্‌তা আছেন, যাঁরা যিক্‌রের মজলিস খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন এমন মজলিস পেয়ে যান, যাতে আল্লাহর যিক্‌র হয়, তখন তাঁরা সেখানে বসে যান। তাঁরা পরস্পরকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেন। পরিশেষে তাঁদের ও নিচের আসমানের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ ক'রে দেন। অতঃপর লোকেরা মজলিস ত্যাগ করলে তাঁরা আসমানে উঠেন। তখন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল অধিক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা থেকে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা পৃথিবী থেকে আপনার এমন কতকগুলি বান্দার নিকট থেকে এলাম, যারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়ে এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কী প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জান্নাত দেখত?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'আপনার জাহান্নাম

[৪৫৬] সহীহুল বুখারী ৬৪০৮, মুসলিম ২৬৮৯, তিরমিযী ৩৬০০, আহমাদ ৭৩৭৬, ৮৪৮৯, ৮৭৪৯

থেকে, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না।' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত?' তাঁরা বলেন, 'আর তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায়।' তিনি বলেন, 'আমি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলাম, তারা যা প্রার্থনা করে তা দান করলাম এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা থেকে আশ্রয় দিলাম।' তাঁরা বলেন, 'হে প্রতিপালক! ওদের মধ্যে অমুক পাপী বান্দা এমনি পার হতে গিয়ে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা ক'রে দিলাম! কারণ তারা সেই সম্প্রদায়, তাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না।'

١٤٥٧/٣. وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَقْعُدُ قَومٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إلاَّ حَفَّتْهُمُ المَلائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ؛ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » . رواه مسلم

২/১৪৫৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহ আয্যা অজাল্লার যিক্‌রে রত হয়, তখনই তাদেরকে ফিরিশ্‌তাবর্গ ঢেকে নেন, তাদেরকে রহমত আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশ্‌তাবর্গের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন।" *(মুসলিম)* [৪৫৭]

١٤٥٨/٤. وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الحَارِثِ بنِ عَوفٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدِ ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ ؛ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِباً . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ : أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ . وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ». متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৪৫৭। আবূ ওয়াক্বেদ হারেস ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে বসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও ছিল। ইতোমধ্যে তিনজন লোক আগমন করল। তাদের মধ্যে দু'জন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে উপস্থিত হল এবং একজন চলে গেল। নবাগত দু'জন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের একজন সভার মধ্যে ফাঁক দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন সভার পিছনে বসে গেল। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠ ঘুরিয়ে প্রস্থান করল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবসর পেলেন, তখন বললেন, "তোমাদেরকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলব না কি? তাদের একজন তো আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তাকে আশ্রয় দান করলেন। আর দ্বিতীয়জন সে (সভার মধ্যে ঢুকে বসতে) লজ্জাবোধ করল, বিধায় আল্লাহও তাঁর ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রয়োগ (ক'রে তাকে রহম) করলেন। আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল, বিধায়

---

[৪৫৭] মুসলিম ২৬৯৯, ২৭০০, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫, আবূ দাউদ ৪৯৪৬, ইবনু মাজাহ ২২৫, আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ১০১১৮, ১০২৯৮, দারেমী ৩৪৪

আল্লাহও তার দিক থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৫৮]

٤/١٤٥٩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ ﷺ عَلَى حَلْقَةٍ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ . قَالَ : آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟ قَالُوا : مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قَالَ : أَمَّا إِنِّي لَمْ اسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِّي : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : « **مَا أَجْلَسَكُمْ ؟** » قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ ؛ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : « **آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ ؟** » قَالُوا : وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ : « **أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ يُبَاهِي بِكُمُ المَلاَئِكَةَ** » . رواه مسلم

৪/১৪৫৮। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার মসজিদে (কিছু লোকের) এক হালকায় (গোল বৈঠকে) এসে বললেন, 'তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?' তারা বলল, 'আল্লাহর যিক্‌র করার উদ্দেশ্যে বসেছি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছ?' তারা জবাব দিল, '(হ্যাঁ,) আমরা একমাত্র ঐ উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, 'শোন! তোমাদেরকে (মিথ্যাবাদী) অপবাদ আরোপ ক'রে কসম করাইনি। (মনে রাখবে) কোন ব্যক্তি এমন নেই, যে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আমার সমমর্যাদা লাভ করেছে এবং আমার থেকে কম হাদীস বর্ণনা করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একবার) স্বীয় সহচরদের এক হালকায় উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কী উদ্দেশ্যে বসেছ?" তাঁরা জবাব দিলেন, 'উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহর যিক্‌র করব এবং তাঁর প্রশংসা করব যে, তিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন ও তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন।' এ কথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আল্লাহর কসম! তোমরা একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই এখানে বসেছ?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা কেবল এ উদ্দেশ্যেই বসেছি।' তিনি বললেন, "শোন! আমি তোমাদেরকে এ জন্য কসম করাইনি যে, আমি তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী ভেবে অপবাদ আরোপ করছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, জিব্রীল আমার কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে ফিরিশ্‌তাদের সামনে গর্ব করছেন!" *(মুসলিম)*[৪৫৯]

٢٤٨- بَابُ الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

পরিচ্ছেদ - ২৪৮ : সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্‌র

আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُنْ مِنَ

[৪৫৮] সহীহুল বুখারী ৬৬, ৪৭৪, মুসলিম ২১৭৬, তিরমিযী ২৭২৪, আহমাদ ২১৪০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৯১

[৪৫৯] মুসলিম ২৭০১, তিরমিযী ৩৩৭৯, নাসায়ী ৫৪২৬, আহমাদ ১৬৩৯৩

الغَافِلِينَ ﴾ [الأعراف : ٢٠٥]

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং তুমি উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না। *(সূরা আ'রাফ ২০৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, آصال শব্দটি أصيل এর বহুবচন। এ (সন্ধ্যা) হল আসর ও মাগরেবের মধ্যবর্তী সময়।

তিনি আরো বলেছেন, [طه : ١٣٠] ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾

অর্থাৎ, সূর্যের উদয় ও অস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর। *(সূরা ত্বাহা ১৩০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, [غافر: ٥٥] ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

অর্থাৎ, সকাল-বিকালে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(সূরা মু'মিন ৫৫ আয়াত)*

আরবী ভাষাবিদগণ বলেছেন, عشي (বিকাল) হল সূর্য ঢলার পর থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়।

তিনি অন্য স্থানে বলেছেন,

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ الآية [النور : ٣٦- ٣٧]

অর্থাৎ, সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখে না। *(সূরা নূর ৩৬-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [ص : ١٨] ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ ﴾

অর্থাৎ, আমি পর্বতমালাকে তার (দাউদের) বশীভূত করেছিলাম; ঐগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। *(সূরা স্বা-দ ১৮ আয়াত)*

١٤٥٩/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ » . رواه مسلم

১/১৪৫৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশি সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ ক'রে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)।" *(মুসলিম)*[৪৬০]

---

[৪৬০] মুসলিম ২৬৯১, ২৬৯২, সহীহুল বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৫, তিরমিযী ৩৪৬৬, ৩৪৬৮, ৩৪৬৯, আবূ দাউদ ৫০৯১, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৮, ৩৮১২, আহমাদ ৭৯৪৮, ৮৫০২, ৮৬১৬, ৮৬৫৬, ৯৮৯৭, ১০৩০৫, মুওয়াত্তা মালিক ৪৮৬, ৪৮৭

١٤٦٠/٢. وَعَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي البَارِحَةَ! قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ : لَمْ تَضُرَّكَ » . رواه مسلم

২/১৪৬০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! গত রাতে বিছার কামড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছি, (তা বলার নয়)।' তিনি বললেন, "শোন! যদি তুমি সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পাঠ করতে,

'আঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীর অসীলায় তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাহলে তা তোমার ক্ষতি করতে পারত না।" *(মুসলিম)* [৪৬১]

١٤٦١/٣. وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّه كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : « اَللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوْتُ ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ » . وَإِذَا أَمسَى قَالَ : « اَللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ . وَإِلَيْكَ النُّشُورُ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৩/১৪৬১। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্না অবিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সকাল হল এবং তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হয়, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন।

আর সন্ধ্যায় এই দুআ পড়তেন,

'আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনা, অবিকা নাহ্ইয়া, অবিকা নামূতু অইলাইকান নুশূর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই হুকুমে আমাদের সন্ধ্যা হল, তোমারই হুকুমে আমরা জীবিত থাকি, তোমারই হুকুমে আমরা মৃত্যু বরণ করব এবং তোমারই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)* [৪৬২]

١٤٦٢/٤. وَعَنْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؛ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » قَالَ : «قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال: « حديث حسن صحيح »

৪/১৪৬২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল!

[৪৬১] মুসলিম ২৭০৯, আহমাদ ৮৬৬৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৭৪
[৪৬২] আবূ দাউদ ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৮, আহমাদ ৮৪৩৫, ১০৩৮৪

আমাকে কিছু বাক্য বাতলে দিন, যেগুলি সকাল-সন্ধ্যায় আমি পড়তে থাকব।' তিনি বললেন, "বল, 'আল্লা-হুম্মা ফা-ত্বিরাস সামা-ওয়া-তি অল আরযি আ-লিমাল গায়বি অশশাহা-দাহ, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন অমালীকাহ, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আঊযু বিকা মিন শার্রি নাফসী অশার্রিশ শায়ত্বা-নি অশির্কিহ।'

অর্থাৎ, হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

সকাল-সন্ধ্যা তথা শোবার সময় পাঠ করো। *(আবু দাঊদ, তিরিমিযী হাসান সহীহ)* [৪৬৩]

١٤٦٣/٥. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أَمسَى قَالَ : « أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ للهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ » قَالَ الرَّاوِي : أَرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ : « لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ ، وَسُوءِ الكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ » ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيضاً : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ للهِ » . رواه مسلم

৫/১৪৬৩। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ সন্ধ্যাবেলায় এই দুআ পড়তেন,

'আম্‌সাইনা অ আমসাল মুলকু লিল্লা-হ, অলহামদু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহ্‌দাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হাম্‌দু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। রাব্বি আস্‌আলুকা খাইরা মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ খাইরা মা বা'দাহা, অ আঊযু বিকা মিন শার্রি মা ফী হা-যিহিল লাইলাতি অ শার্রি মা বা'দাহা, রাব্বি আঊযু বিকা মিনাল কাসালি অ সূইল কিবার, রাব্বি আঊযু বিকা মিন আযা-বিন ফিন্না-রি অ আযা-বিন ফিল ক্বাব্‌র।'

অর্থাৎ, আমরা এবং সারা রাজ্য আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হলাম। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে বললেন,) তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই জন্য যাবতীয় স্তুতি, এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট এই রাতে যে কল্যাণ নিহিত আছে তা এবং তার পরেও যে কল্যাণ আছে তাও প্রার্থনা করছি। আর আমি তোমার নিকট এই রাত্রে যে অকল্যাণ আছে তা এবং তারপরেও যে অকল্যাণ আছে তা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট অলসতা এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে পানাহ চাচ্ছি। হে আমার প্রভু! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের এবং কবরের সকল প্রকার আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

তিনি যখন সকালে উঠতেন তখনও এই দুআ পাঠ করতেন; বলতেন 'আস্‌বাহনা ও আসবাহাল

[৪৬৩] তিরমিযজ ৩৩৯২, আহমাদ ৭৯০১, দারেমী ২৬৮৯

মুলকু লিল্লাহ------ ।' *(মুসলিম)* [৪৬৪]

١٤٦٤/٦. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ خُبَيْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اِقْرَأْ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِيْنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৬/১৪৬৪। আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন, "সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' তিনবার ক'রে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৪৬৫]

١٤٦٥/٧. وَعَنْ عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، إلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৭/১৪৬৫। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুআ তিনবার করে পড়বে,

'বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা য়্যাযুর্রু মাআসমিহী শাইউন ফিল আরযি অলা ফিসসামা-ই অহুওয়াস সামীউল আলীম।'

অর্থাৎ, আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যাঁর নামের সাথে পৃথিবীর ও আকাশের কোন জিনিস ক্ষতি সাধন করতে পারে না এবং তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

কোন জিনিস সে ব্যক্তির ক্ষতি করতে পারবে না।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান)* [৪৬৬]

٢٤٩– بَابُ مَا يَقُوْلُهُ عِنْدَ النَّوْمِ

পরিচ্ছেদ - ২৪৯ : ঘুমাবার সময়ের দুআ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إنَّ فِي خَلْقِ السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০-১৯১ আয়াত)*

١٤٦٦/١. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ، وَأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، قَالَ :

---

[৪৬৪] মুসলিম ২৭২৩, তিরমিযী ৩৩৯০, আবূ দাউদ ৫০৭১, আহমাদ ৪১৮১

[৪৬৫] তিরমিযী ৩৫৭৫, আবূ দাউদ ৫০৮২, নাসায়ী ৫৪২৮, ৫৪২৯

[৪৬৬] তিরমিযী ৩৩৮৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৯, আহমাদ ৪৪৮, ৫২৯

«بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ» . رواه البخاري

১/১৪৬৬। হুযাইফা ও আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ শোবার সময় এই দুআ পড়তেন, 'বিস্‌মিকাল্লাহুম্মা আহ্‌ইয়াহ অ আমূত।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি বাঁচি ও মরি)। *(বুখারী)*[৪৬৭]

١٤٦٧/٢. وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا – أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا – فَكَبِّرَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، واحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ» وَفِي رِوَايَةٍ : التَّسْبِيحُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : التَّكْبِيرُ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ . متفق عَلَيْهِ

২/১৪৬৭। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁকে ও ফাতেমাকে বললেন, "যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করবে।" অন্য এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'সুবহানাল্লাহ', আর এক বর্ণনা অনুপাতে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' পড়তে আদেশ করেছিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৬৮]

١٤٦٨/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ». متفق عَلَيْهِ

৩/১৪৬৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সে যেন নিজ লুঙ্গীর একাংশ দ্বারা তার বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, তার অনুপস্থিতিতে কি কি জিনিস সেখানে এসেছে। তারপর এই দুআ পড়বে,

'বিসমিকা রাব্বি অযা'তু যামবী অবিকা আরফাউহু ফাইন আম্‌সাকতা নাফসী ফারহামহা অইন আরসালতাহা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহী ইবা-দাকাস স্বা-লিহীন।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। অতএব যদি তুমি আমার আত্মাকে আবদ্ধ ক'রে নাও, তাহলে তার প্রতি করুণা করো। আর যদি তা ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে ঐ জিনিস দ্বারা হিফাযত কর, যার দ্বারা তুমি তোমার নেক বান্দাদের ক'রে থাক।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৬৯]

١٤٦٩/٤. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ،

---

[৪৬৭] সহীহুল বুখারী ৬৩১২, ৬৩১৪, ৬৩২৪, ৭৩৯৪, তিরমিযী ৩৪১৭, আবূ দাউদ ৫০৪৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৮০, আহমাদ ২২৭৩৩, ২২৭৬০, ২২৭৭৫, ২২৮৬০, ২২৯৪৯, দারেমী ২৬৮৬

[৪৬৮] সহীহুল বুখারী ৩১১৩, ৩৭০৫, ৫৩৬১, ৫৩৬২, ৬৩১৮, মুসলিম ২৭২৭, তিরমিযী ৩৪০৮, ৩৪০৯, আবূ দাউদ ২৯৮৮, ৫০৬২, আহমাদ ৬০৫, ৭৪২, ৮৪০, ৯৯৯, ১১৪৪, ১২৩৩, ১২৫৩, ১৩১৫, দারেমী ২৬৮৫

[৪৬৯] সহীহুল বুখারী ৬৩২০, ৭৩৯৩, মুসলিম ২৭১৪, তিরমিযী ৩৪০১, আবূ দাউদ ৫০৪০, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৪, আহমাদ ৭৩১৩, ৭৭৫২, ৭৮৭৮, ৯১৭৩, ৯৩০৬, দারেমী ২৬৮৪

وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » ثُمَّ مَسَحَ بِهِما مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . متفق عَلَيْهِ

৪/১৪৬৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শয্যা-গ্রহণ করতেন, তখন নিজ হাত দু'টিতে 'মুআউবিযাত' (তিন কুল) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং তার দ্বারা নিজ সমগ্র শরীরে বুলাতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৭০]

এক অন্য বর্ণনায় আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক রাতে যখন ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু' হাতের চেটো একত্রে জমা করতেন এবং তাতে তিন কুল পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর তার দ্বারা দেহের ওপর যতদূর সম্ভব বুলাতেন; মাথা, চেহারা ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

١٤٧٠/٥ـ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا أَتَيتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن ، وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ ». متفق عَلَيْهِ

৫/১৪৭০। বারা' ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, তখন নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। তারপর ডানপাশে শুয়ে এই দুআ পড়বে, 'আল্লা-হুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইক, অ অজ্জাহতু অজহিয়া ইলাইক, অফাউওয়ায্‌তু আমরী ইলাইক, অ আলজা'তু যাহরী ইলাইক, রাগ্‌বাতাঁউ অরাহবাতান্ ইলাইক্, লা মাল্‌জাআ' অলা মান্‌জা মিনকা ইল্লা ইলাইক, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা অ বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসাল্‌ত্।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ তোমার প্রতি সমর্পণ করেছি, আমার মুখমণ্ডল তোমার প্রতি ফিরিয়েছি, আমার সকল কর্মের দায়িত্ব তোমাকে সোপর্দ করেছি, আমার পিঠকে তোমার দিকে লাগিয়েছি (তোমার উপরেই সকল ভরসা রেখেছি), এসব কিছু তোমার সওয়াবের আশায় ও তোমার আযাবের ভয়ে করেছি। তোমার নিকট ছাড়া তোমার আযাব থেকে বাঁচতে কোন আশ্রয়স্থল নেই। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ তার উপর এবং তুমি যে নবী প্রেরণ করেছ তার উপর ঈমান এনেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৭১]

---

[৪৭০] সহীহুল বুখারী ৪৪৩৯, ৫০১৬, ৫০১৮, ৫৭৩৫, ৫৭৪৮, ৫৭৫১, ৬৩১৯, মুসলিম ২১৯২, ৩৯০২, ইবনু মাজাহ ৩৫৯২, আহমাদ ২৪২০৭, ২৪৩১০, ২৪৪০৬, ২৪৮০৭, ২৪৯৫৫, ২৫৬৫৭, ২৫৭৩১, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৫৫

[৪৭১] সহীহুল বুখারী ২৪৭, ৬৩১৩, ৬৩১৫, ৭৪৮৮, মুসলিম ২৭১০, তিরমিযী ৩৩৯৪, ৩৫৭৪, আবূ দাউদ ৫০৫৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৭৬, আহমাদ ১৮০৪৪, ১৮০৮৯, ১৮১১৪, ১৮১৪৩, ১৮১৭৭, ১৮২০৫, দারেমী ২৬৮৩

١٤٧١/٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : « اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ» . رواه مسلم

৬ /১৪৭১। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন এই দুআ পড়তেন, 'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্বআমানা অ সাক্বা-না অকাফা-না অ আ-ওয়া-না, ফাকাম মিম্মাল লা কা-ফিয়া লাহু অলা মু'বী।'

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন, তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ কত এমন লোক আছে যাদের যথেষ্টকারী ও আশ্রয়দাতা নেই। *(মুসলিম)*[৪৭২]

١٤٧٢/٧. وَعَنْ حُذَيفَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ ، وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن » .

ورواه أَبُو داود ؛ من رواية حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، وفيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৭/১৪৭২। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় ডান হাতটি গালের নিচে স্থাপন করতেন, তারপর এই দুআ পাঠ করতেন। 'আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা য়্যাওমা তাব্আসু ইবাদাকা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! সেই দিনের আযাব থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরুত্থান ঘটাবে। *(তিরমিযী-হাসান)* [৪৭৩]

আবূ দাঊদ এ হাদীসটিকে হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে যে, তিনি ঐ দুআ তিনবার পড়তেন। *(কিন্তু তা সহীহ নয়।)*

[৪৭২] মুসলিম ২৭১৫, তিরমিযী ৩৩৯৬, আবূ দাউদ ৫০৫৩, আহমাদ ১২১৪২, ১২৩০১, ১৩২৪১

[৪৭৩] তিরমিযী ৩৩৯৮, আহমাদ ২২৭৩৩

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

অধ্যায় (১৬) : (প্রার্থনামূলক) দুআসমূহ

٢٥٠ – بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ - ২৫০ : দুআর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এবং নবী ﷺ-এর কতিপয় দুআর নমুনা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ وقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر : ٦٠]

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। *(সূরা গাফের ৬০ আয়াত)*

তিনি বলেন, ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٥]

অর্থাৎ, তোমরা কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(সূরা আ'রাফ ৫৫ অয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। *(সূরা বাক্বারাহ১৮৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل : ٦٢]

অর্থাৎ, অথবা (উপাস্য) তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন। *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

١٤٧٣/١. وَعَنْ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ » . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

১/১৪৭৩। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "দুআই হল (মূল) ইবাদত।" *(আবূ দাউদ তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৪৭৪]

١٤٧٤/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ . رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ

২/১৪৭৪। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ অল্প শব্দে বহুল অর্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন এবং তা ছাড়া অন্য দুআ পরিহার করতেন।' *(আবূ দাউদ, উত্তম সানাদে)*[৪৭৫]

---

[৪৭৪] তিরমিযী ৩৩৭২, ২৯৬৯, ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ৩৮২৮

[৪৭৫] আবূ দাউদ ১৪৮২, আহমাদ ২৭৬৫০, ২৭৬৪৯

Contents

١٤٧٥/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » متفقٌ عَلَيْهِ .

زاد مسلم في روايتهِ قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا ، فَـإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهِ.

৩/১৪৭৫। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর অধিকাংশ দুআ এই হত, 'আল্লাহুম্মা আ-তিনা ফিদ্দুন্‌য়্যা হাসানাহ, অফিল আ-খিরাতে হাসানাহ, অক্বিনা আযাবান্নার।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৭৬]

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, আনাস (রাঃ) যখন একটি দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন ঐ দুআ করতেন। আবার যখন (বিভিন্ন) দুআ করার ইচ্ছা করতেন, তখন তার মাঝেও ঐ দুআ করতেন।

١٤٧٦/٤. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى ، وَالتُّقَى ، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى» . رواه مسلم

৪/১৪৭৬। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হেদায়াত, পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*[৪৭৭]

١٤٧٧/٥. وَعَنْ طَارِقِ بنِ أَشْيَمَ ﷺ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي » . رواه مسلم

وفي روايةٍ له عن طارق: أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وارْزُقْنِي ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ ».

৫/১৪৭৭। ত্বারেক ইবনে আশ্‌য়্যাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে নবী (ﷺ) তাকে নামায শিখাতেন। তারপর তাকে এই দুআ পাঠ করতে আদেশ করতেন, 'আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী, অরহামনী, অহ্‌দিনী, অ আ-ফিনী, অরযুক্বনী।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে সঠিক পথ দেখাও, আমাকে নিরাপত্তা দান কর এবং আমাকে জীবিকা দাও। *(মুসলিম)*[৪৭৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ত্বারেক নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, যখন তাঁর নিকটে একটি লোক

---

[৪৭৬] সহীহুল বুখারী ৪৫২২, ৬৩৮৯, মুসলিম ২৬৮৮, তিরমিযী ৩৪৮৩, আবূ দাউদ ১৫১৯, আহমাদ ১১৫৭০, ১১৫৩৮, ১২৭৫১, ১২৭৭৪, ১৩১৬৮, ১৩৫২৪, ১৩৬৫৩

[৪৭৭] মুসলিম ২৭২১, তিরমিযী ৩৪৮৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৩২, আহমাদ ৩৬৮৪, ৩৮৯৪, ৩৯৪০, ৪১২৪, ৪১৫১, ৪২২১

[৪৭৮] মুসলিম ২৬৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৪৫, আহমাদ ১৫৪৪৮, ২৫৬৭০

এসে নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! যখন আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করব, তখন কী বলব?' তখন তিনি বললেন, "বল, 'আল্লাহুম্মাগ ফিরলী---।' কারণ, এই শব্দগুলিতে তোমার ইহকাল-পরকাল উভয়ই শামিল রয়েছে।"

١٤٧٨/٦. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ » . رواه مسلم

৬/১৪৭৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা মুসার্রিফাল ক্বুলূবি স্বার্রিফ ক্বুলূবানা আলা ত্বা-আ'তিক।'

অর্থঃ- হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহকে আবর্তনকারী! তুমি আমাদের হৃদয়সমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর। *(মুসলিম)*[৪৭৯]

١٤٧٩/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». متفق عَلَيْهِ

وفي روايةٍ قَالَ سُفيَانُ : أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا .

৭/১৪৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে বল, '(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা) মিন জাহদিল বালা-ই অদারাকিশ শাক্বা-ই অসূইল ক্বাযা-ই অশামা-তাতিল আ'দা-'।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দুরবস্থা (অল্প ধনে জনের আধিক্য), দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি। *(মুসলিম)*[৪৮০]

এক বর্ণনায় সুফিয়ান বলেছেন, 'আমার সন্দেহ হয় যে, ঐ কথাগুলির মধ্যে একটি কথা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি।'

١٤٨٠/٨. وَعَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِيْنِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ، وَاجْعَلِ المَوتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ » . رواه مسلم

৮/১৪৮০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা আস্বলিহ লী দীনিয়াল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী, অ আস্বলিহ লী দুন্য়্যা-য়্যাল্লাতী ফীহা মাআ-শী, অ আস্বলিহ লী আ-খিরাতিয়াল্লাতী ফীহা মাআ-দী। অজআলিল হায়া-তা যিয়া-দাতাল লী ফী কুল্লি খাইর্। অজআলিল মাউতা রা-হাতাল লী মিন কুল্লি শার্র্।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে শুধ্রে দাও, যা আমার সকল কর্মের হিফাযতকারী। আমার পার্থিব জীবনকে শুধ্রে দাও, যাতে আমার জীবিকা রয়েছে। আমার পরকালকে শুধ্রে দাও,

---

[৪৭৯] মুসলিম ২৬৫৪, আহমাদ ৬৫৩৩, ৬৫৭৩

[৪৮০] সহীহুল বুখারী ৬৩৪৭, ৬৬১৬, মুসলিম ২৭০৭, নাসায়ী ৫৪৯১, ৫৪৯২, ৭৩০৮

যাতে আমার প্রত্যাবর্তন হবে। আমার জন্য হায়াতকে প্রত্যেক কল্যাণে বৃদ্ধি কর এবং মওতকে প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে আরামদায়ক কর। *(মুসলিম)*[৪৮১]

١٤٨١/٩. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قُلْ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي ، وَسَدِّدْنِي».

وفي رواية : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالسَّدَادَ » . رواه مسلم g

৯/১৪৮১। আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন, "তুমি বল, 'আল্লাহুম্মাহদিনী অসাদ্দিদনী।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত কর ও সোজাভাবে রাখ।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অস্সাদা-দ' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হেদায়াত ও সরল পথ কামনা করছি। *(মুসলিম)* [৪৮২]

١٤٨٢/١٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ ، وَالكَسَلِ ، وَالجُبْنِ ، وَالهَرَمِ ، وَالبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» .

وفي رواية : « وَضَلَعِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ» . رواه مسلم

১০/১৪৮২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল আজ্যি অল-কাসালি অল-জুব্নি অল-হারামি অল-বুখ্ল, অ আঊযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহ্য়্যা অল-মামাতি, (অ য্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল।)'

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, স্থবিরতা ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় কামনা করছি জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে (এবং ঋণের ভার ও মানুষের প্রতাপ থেকে)।

[৪৮৩]'(অ য্বালাইদ্ দাইনি অ গালাবাতির রিজা-ল.' অপর বর্ণনায় (যুক্ত) আছে. *(মুসলিম*

١٤٨٣. وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ : أَنَّه قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ : «قُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ». متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : « وَفِي بَيتِيْ » وَرُوِيَ : « ظُلماً كَثِيراً » وَرُوِي : « كَبِيراً » بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة ؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال : كَثِيراً كَبِيراً .

---

[৪৮১] মুসলিম ২৭২০

[৪৮২] মুসলিম ২৭২৫, নাসায়ী ৫২১০, ৫২১২, ৫৩৭৬, আবূ দাউদ ৪২২৫, আহমাদ ৬৬৬, ১১৬৬, ১৩২৩

[৪৮৩] সহীহুল বুখারী ২৮২৩, ৪৭০৭, ৬৩৬৭, ৬৩৬৯, ৬৩৭১, মুসলিম ২৭০৬, তিরমিযী ৩৪৮৪, ৩৪৮৫, নাসায়ী ৫৪৪৮-৫৪৫২, ৫৪৫৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৬, ৫৪৯৫, ৫৫০৩, আবূ দাউদ ১৫৪০, ৩৯৭২, আহমাদ ১১৭০৩, ১১৭৫৬, ১১৮১৬, ১২৪২২, ১৩৬৬৩, ১২৭২০, ১২৭৬০, ১২৮২১, ১২৮৯১

১১/১৪৮৩। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন, 'আমাকে এমন দুআ শিখিয়ে দিন, যা দিয়ে আমি আমার নামাযে প্রার্থনা করব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম। *(বুখারী-মুসলিম)* [৪৮৪]

এক বর্ণনায় আছে, '(যা দিয়ে আমি আমার নামাযে) এবং আমার ঘরে (প্রার্থনা করব।)' 'যুলমান কাসীরান'-এর স্থলে কোন কোন বর্ণনায় 'যুলমান কাবীরান'ও বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উচিত হল, উভয় বর্ণনা একত্র করে 'যুলমান কাসীরান কাবীরান' বলা।

١٤٨٤/١٢. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّه كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : « اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي ؛ وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». متفق عَلَيْهِ

১২/১৪৮৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুআ পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মাগফির লী খাত্বীআতী অজাহলী অইসরা-ফী ফী আমরী, অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আল্লা-হুম্মাগফির লী জিদ্দী অহাযলী অখাত্বাঈ অআম্‌দী, অকুল্লু যা-লিকা ইন্দী। আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু অআন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ, মূর্খামি, কর্মে সীমালংঘনকে এবং যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান, তা আমার জন্য ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ গো! তুমি আমার অযথার্থ ও যথার্থ, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃতভাবে করা পাপসমূহকে মার্জনা করে দাও। আর এই প্রত্যেকটি পাপ আমার আছে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী এবং তুমি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৪৮৫]

١٤٨٥/١٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ ». رواه مسلم

১৩/১৪৮৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ দুআতে এই শব্দগুলি বলতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (অথবা অপরের কৃত পাপের ব্যাপক শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) *(মুসলিম)* [৪৮৬]

---

[৪৮৪] সহীহুল বুখারী ৮৩৪, ৬৩২৬, ৭৩৮৮, মুসলিম ২৭০৫, তিরমিযী ৩৫৩১, নাসায়ী ১৩০২, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৫, আহমাদ ৮, ২৯

[৪৮৫] সহীহুল বুখারী ৬৩৯৮, ৬৩৯৯, মুসলিম ২৭১৯, আহমাদ ১৯২৩৯

[৪৮৬] মুসলিম ২৭১৬, নাসায়ী ১৩০৭, ৫৫২৩, ৫৫২৪ থেকে ৫৫২৮, আবূ দাউদ ১৫৫০, ইবনু মাজাহ ৩৮৩৯, আহমাদ ২৩৫১৩, ২৪৫৬১, ২৫২৫৬, ২৫৬৭৩, ২৫৮৩৬

١٤٨٦/١٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ مِن دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ » . رواه مسلم

১৪/১৪৮৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর একটি দুআ ছিল,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা অতাহাউবুলি আ-ফিয়াতিকা অফুজাআতি নিক্বমাতিকা অজামী-ই সাখাত্বিক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহের অপসরণ, নিরাপত্তার প্রত্যাবর্তন, আকস্মিক পাকড়াও এবং যাবতীয় অসন্তোষ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*[৪৮৭]

١٤٨٧/١٥. وَعَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ ، وَعَذَابِ القَبْرِ ، اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا » .رواه مسلم

১৫/১৪৮৭। যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এই দুআ পাঠ করতেন,

"আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল আজ্যি অলকাসালি অলবুখ্লি অলহারামি অ আযা-বিল ক্বাব্র্। আল্লা-হুম্মা আ-তি নাফসী তাক্বওয়া-হা অযাক্কিহা আন্তা খাইরু মান যাক্কা-হা, আন্তা অলিয়্যুহা অমাউলা-হা। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন ইলমিল লা য়্যানফা', অমিন ক্বালবিল লা য়্যাখশা', অমিন নাফসিল লা তাশবা', অমিন দা'ওয়াতিল লা য়্যুস্তাজা-বু লাহা।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি , যা কবুল হয় না। *(মুসলিম)*[৪৮৮]

١٤٨٨/١٦. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وإِلَيْكَ حَاكَمْتُ . فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنتَ المُقَدِّمُ ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » . زَادَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : « وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». متفق عَلَيْهِ

---

[৪৮৭] মুসলিম ২৭৩৯, আবূ দাউদ ১৫৪৫

[৪৮৮] মুসলিম ২৭২২, তিরমিযী ৩৫৭২, নাসায়ী ৫৪৫৮, ৫৫৩৮

১৬/১৪৮৮। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই দুআটি পড়তেন,

'আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু, অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু, অ ইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-স্বামতু অ ইলাইকা হা-কামতু ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা (অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।)'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার প্রার্থী হয়েছি। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই অগ্রসরকারী ও তুমিই পশ্চাদপদকারী। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। (কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা) তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ করার সাধ্য নেই। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৮৯]

١٤٨٩/١٧. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدعُو بِهَؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ : « **اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الغِنَى وَالفَقْرِ** »

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১৯/১৪৯১। শাকাল ইবনে হুমাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন।' তিনি বললেন, "বল,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি সাম্‌য়ী, অমিন শার্রি বাস্বারী, অমিন শার্রি লিসানী, অমিন শার্রি ক্বালবী, অমিন শার্রি মানিইয়্যী।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, অন্তর এবং বীর্য (যৌনাঙ্গে)র অনিষ্ট থেকে শরণ চাচ্ছি। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান)*[৪৯২]

٢٠/١٤٩٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البَرَصِ ، وَالجُنُونِ ، وَالجُذَامِ، وَسَيِّيءِ الأَسْقَامِ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২০/১৪৯২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল বারাস্বি অলজুনূনি অলজুযা-মি অমিন সাইয়্যিইল আসক্বা-ম।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সানাদ)* [৪৯৩]

٢١/١٤٩٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الخِيَانَةِ ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ البِطَانَةُ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২১/১৪৯৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দুআটি পাঠ করতেন, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল জূ-', ফাইন্নাহু বি'সায্ য্বাজী-'। অ আঊযু বিকা মিনাল খিয়ানাহ, ফাইন্নাহা বি'সাতিল বিত্বা-নাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষুধা থেকে পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট শয়ন-সাথী। আর আমি খেয়ানত থেকেও পানাহ চাচ্ছি, কারণ তা নিকৃষ্ট সহচর। *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সানাদ)*[৪৯৪]

٢٢/١٤٩٤. وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ : أَنَّ مُكَاتِباً جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ؟ قُلْ: « اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن »

২২/১৪৯৪। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একজন 'মুকাতিব' (লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কৃতদাস) তাঁর নিকট এসে নিবেদন করল, 'আমি আমার নির্ধারিত অর্থ দিতে অপারগ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন।' (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, 'তোমাকে কি এমন

[৪৯২] তিরমিযী ৩৪৯২, নাসায়ী ৫৪৫৫, ৫৪৫৬, আবূ দাউদ ১৫৫১

[৪৯৩] আবূ দাউদ ১৫৫৪, নাসায়ী ৫৪৯৩, আহমাদ ১২৫৯২

[৪৯৪] আবূ দাউদ ১৫৪৭, নাসায়ী ৫৪৬৮, ৫৪৬৯

দুআ শিখিয়ে দিব না, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিখিয়েছিলেন? যদি তোমার উপর পর্বত সমপরিমাণ ঋণও থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ ক'রে দেবেন। বল, 'আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা আন হারা-মিক, অআগনিনী বিফায্বলিকা আম্মান সিওয়া-ক।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার হালাল রুযী দিয়ে হারাম রুযী থেকে আমার জন্য যথেষ্ট কর এবং তুমি ছাড়া অন্য সকল থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী কর। *(তিরমিযী হাসান)*[৪৯৫]

١٤٩٥/٢٣. وعَنْ عِمْرانَ بنِ الحُصينِ رَضي اللهُ عنهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ علَّم أَباهُ حُصيْناً كَلِمَتَيْنِ يدعُو بهما : « اللَّهُمَّ أَلهِمْني رُشْدِي ، وأَعِذْني مِن شَرِّ نفسي » . رواهُ الترمذيُّ وقَالَ : حديثٌ حسنٌ

২৩/১৪৯৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর (রাবী) পিতা হুসাইন ﷺ-কে দু'টি কালিমা শিখিয়েছেন যা দিয়ে তিনি দুআ করতেন : "হে আল্লাহ! আমার অন্তকরণে হিদায়াত পৌঁছাও, আর হৃদয়ের অনিষ্টতা থেকে আমাকে রক্ষা কর।" (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৪৯৬]

١٤٩٦/٢٤. وَعَنْ أَبِي الفَضلِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ تَعَالَى، قَالَ : « سَلوا اللهَ العَافِيَةَ » فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله تَعَالَى ، قَالَ لِي : « يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ ، سَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

২৪/১৪৯৬। আবূল ফায্ল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দান করুন, যা মহান আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব।' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাও।" অতঃপর আমি কিছুদিন থেমে থাকার পর পুনরায় এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেব।' তিনি আমাকে বললেন, "হে আব্বাস! হে আল্লাহর রসূলের চাচা! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা কর।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[৪৯৭]

١٤٩٧/٢٥. وَعَنْ شَهْرِ بنِ حَوشَبٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ ، مَا كَانَ أَكثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَائِهِ : « يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى

---

[৪৯৫] তিরমিযী ৩৫৬৩, আহমাদ ১৩২১

[৪৯৬] আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন। সম্ভবত (এরূপ হাসান বলাটা) তিরমিযীর কোন কোন কপিতে এসেছে। কিন্তু বূলাক ছাপায় (২/২৬১) তিনি বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। অর্থাৎ দুর্বল। এর সনদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ হওয়াই উচিত। কারণ এর সনদে বিচ্ছিন্নতা এবং দুর্বলতা রয়েছে। [এর বর্ণনাকারী শাবীবকে হাফিয যাহাবী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন]। এটিকে ইবনু হিব্বান (২৪৩১) ও আহমাদ (৪/৪৪৪) অন্য সূত্রে اللَّهُمَّ قني شر نفسي واعزم على رشدي أمري ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ ভাষার সনদটি শাইখাইনের (বুখারী এবং মুসলিমের) শর্তানুযায়ী সহীহ্।
আর ইমাম আহমাদ (৪/২১৭) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى ذَنْبِي خَطَئِي وَعَمْدِى اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَهْدِيكَ لأَرْشَدِ أَمْرِى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى এর সনদটিও ভালো।

[৪৯৭] তিরমিযী ৩৫৯৪

دِينِكَ ». رواه الترمذي، وقال: « حديث حسن »

২৫/১৪৯৭। শাহ্‌র ইবনে হাওশাব হতে (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, হে মু'মিন জননী! আল্লাহর রসূল যখন আপনার নিকট অবস্থান করতেন, তখন কোন্ দুআ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অধিকাংশ এই দুআ পড়তেন, 'ইয়া মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ষাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক।' অর্থাৎ, হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। *(তিরমিযী, হাসান)* [৪৯৮]

١٤٩٨/٢٦. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام: « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَّفْسِيْ، وَأَهْلِيْ، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ » رَوَاهُ التِرمذِيُّ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ.

২৬/১৪৯৮। আবুদ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ দাউদ (আঃ)-এর একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইয়্যুহিব্বুকা ওয়াল 'আমালাল্লাযী ইউবাল্লিগুনী হুব্বাকা, আল্লাহুম্মাজআল হুব্বাকা আহাব্বা ইলাইয়্যা মিন নাফসী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মিনাল মাইল বারিদ" (হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার ভালবাসা চাচ্ছি এবং সেই লোকের ভালবাসা চাচ্ছি, যে তোমাকে ভালবাসে, আর এমন আমল চাচ্ছি, যা আমাকে তোমার ভালবাসার নিকট পৌঁছিয়ে দিবে। হে আল্লাহ! আমার কাছে তোমার ভালবাসাকে আমার জীবন, আমার পরিবার-পরিজন ও ঠাণ্ডা পানির চেয়ে অধিক প্রিয় কর)। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৪৯৯]

١٤٩٨/٢٧. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « أَلِظُّوا بِـ (يَاذا الجَلاَلِ والإِكْرَامِ) ». رواه الترمذي، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامرٍ الصحابي، قَالَ الحاكم: «حديث صحيح الإسناد »

২৭/১৪৯৯। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ইয়া যাল জালালি অলইকরাম!' বাক্যটি আবশ্যিকভাবে বড্ড গুরুত্ব দাও।" *(তিরমিযী,নাসায়ী সাহাবী রাবীআহ বিন আমের থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকেম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ)* [৫০০]

١٥٠٠/٢٨. وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﷺ قَالَ: دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ، لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيْرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، فَقَالَ: « أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ تَقُوْلُ: « اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ » رواهُ الترمذيُّ وقَالَ: حديثٌ حَسَنٌ.

---

[৪৯৮] তিরমিযী ৩৫২২, আহমাদ ২৫৯৮০, ২৬০৩৬, ২৬১৩৯

[৪৯৯] আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী এরূপই বলেছেন। অথচ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ হাদীসটির সনদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাবী'য়াহ্ দেমাস্কী রয়েছেন। আর তিনি হচ্ছেন মাজহূল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

[৫০০] তিরমিযী ৩৫২৪, ৩৫২৫

২৮/১৫০০। আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগণিত দু'আ করেছিলেন, তার কোনটি আমরা স্মরণ রাখতে পারলাম না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আপনি অধিক সংখ্যক দু'আ করেছেন, তার কিছুই আমরা মনে রাখতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তোমাদেরকে আমি কি এরূপ একটি দু'আ শিখিয়ে দেব না, যা সব দু'আকে সংযুক্ত করবে? তোমরা বল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ওয়া আ'উযু বিকা মিন শাররি মাস্তা'আযাকা মিনহু নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদুন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ওয়া আনতাল মুসতা'আনু ওয়া আলাইকাল বালাগ, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহ" (হে আল্লাহ! তোমার নিকট সেই সকল কল্যাণ কামনা করছি, যা তোমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমার নিকট প্রার্থনা করেছেন। আর তোমার নিকট সেই সকল অকল্যাণ হতে আশ্রয় কামনা করছি যে সকল অকল্যাণ হতে তোমার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। তুমিই সাহায্যকারী। তোমার নিকট সব পৌঁছে যাবে এবং তোমার সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকার ও পুণ্য করার ক্ষমতা কারো নেই। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৫০১]

١٥٠١/٢٩.وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، ﷺ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : « اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالفَوْزَ بِالْجَنَّةِ ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ » .

২৯/১৫০১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি দু'আ ছিল ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মুজিবাতি রহমাতিকা, ওয়া 'আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াস সালামাতা মিন কুল্লি ইসমিন ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতি ওয়ান নাজাতা মিনান নার" (হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার রাহমাত নির্ধারণকারী বিষয় প্রার্থনা করছি, তোমার মাগফিরাতের কার্যকারণসমূহ প্রার্থনা করছি, আর (প্রার্থনা করছি) প্রতিটি গুনাহ হতে দূরে থাকা ও প্রতিটি নেকী লাভ করা এবং জান্নাতের সাফল্য ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি)[৫০২]

٢٥١- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

পরিচ্ছেদ - ২৫১ : কারো পশ্চাতে তার জন্য দুআর ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ ﴾

---

[৫০১] এ হাদীসটি দুর্বল। লাইস ইবনু আবী সুলাইমের মস্তিষ্ক বিকৃত ঘটার কারণে। দেখুন "য'ঈফা" (৩৩৫৬), "য'ঈফু তিরমিযী" (৩৫২১) ও "য'ঈফু আদাবিল মুফরাদ" (৬৭৯)।

[৫০২] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম এরূপই বলেছেন অথচ এর সনদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। বিস্তারিত জানতে দেখুন "য'ঈফা" (২৯০৮)। তিনি "য'ঈফা" হাদীসটিকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এর বর্ণনাকারী খালাফ ইবনু খালীফাহ্ হেফযের দিক থেকে বিতর্কিত ব্যক্তি। কেউ কেউ তাকে মিথ্যা বর্ণনা করার দোষে দোষী করেছেন। হাফিয যাহাবী তাকে "আযযু'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু ওয়াইনাহ্ বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যা বলেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত্তাক্বরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী তবে শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। দু'আটির শুধুমাত্র প্রথম (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك) এ অংশের সাথে মিল রয়েছে অবশিষ্ট অংশের মিল নেই এরূপ সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "সহীহাহ্" (৩২২৮)

অর্থাৎ, যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা কর (এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না)।' *(সূরা হাশ্‌র ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ واسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد:١٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর দুআ উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

﴿ رَبَّنا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَومَ يَقُومُ الحِسَابُ ﴾ [إبراهيم : ٤١]

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমা করো। *(সূরা ইব্রাহীম ৪১ আয়াত)*

١/١٥٠٢. وَعَنْ أَبي الدرداء ﷺ : أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ إلاَّ قَالَ المَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ » . رواه مسلم

১/১৫০২। আবূ দার্দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যখনই কোন মুসলিম বান্দা তার ভাইয়ের জন্য পশ্চাতে অদৃশ্যে দুআ করে, তখনই তার (মাথার উপর নিযুক্ত) ফিরিশ্‌তা বলেন, 'আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম)* [৫০৩]

٢/١٥٠٣. وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : « دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ المَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ». رواه مسلم

২/১৫০৩। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, কোন মুসলিম তার ভাইয়ের অবর্তমানে তার জন্য নেক দুআ করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত থাকেন, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য নেক দুআ করে, তখনই ফিরিশ্‌তা বলেন, 'আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম)* [৫০৪]

٢٥٢- بَابُ فِيْ مَسَائِلِ مِنَ الدُّعَاءِ

পরিচ্ছেদ - ২৫২ : দুআ সম্পর্কিত কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

١/١٥٠٤. وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

১/১৫০৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির জন্য কোন উপকার করা হল এবং সে উপকারকারীকে 'জাযাকাল্লাহু খায়রা' (অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেন) বলে দুআ দিল, সে নিঃসন্দেহে (উপকারীর) পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশংসা করল।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৫০৫]

---

[৫০৩] মুসলিম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবূ দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ ২১২০০, ২৭০১০

[৫০৪] মুসলিম ২৭৩২, ২৭৩৩, আবূ দাউদ ১৫৩৪, ইবনু মাজাহ ২৮৯৫, আহমাদ ২১২০০, ২৭০১০

[৫০৫] তিরমিযী ২০৩৫

١٥٠٥/٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ وَلاَ تَدعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَموَالِكُمْ، لاَ تُوافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ». رواه مسلم

২/১৫০৫। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধে, নিজেদের সন্তান-সন্ততির বিরুদ্ধে, নিজেদের ধন-সম্পদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করো না (কেননা, হয়তো এমন হতে পারে যে,) তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটি সময় পেয়ে বস, যখন আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করবে, তোমাদের জন্য তা কবূল ক'রে নেবেন।" (কাজেই বদ দুআও কবূল হয়ে যাবে। অতএব এ থেকে সাবধান)। *(মুসলিম)*[৫০৬]

١٥٠٦/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ». رواه مسلم

৩/১৫০৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "বান্দা সিজদার অবস্থায় স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব তোমরা অধিক মাত্রায় (ঐ অবস্থায়) দুআ কর।" *(মুসলিম)*[৫০৭]

١٥٠٧/٤. وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوتُ رَبِّي ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي ». متفق عَلَيْهِ

وفي روايةٍ لمسلمٍ : « لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإثْمٍ ، أَوْ قَطيعَةِ رَحِمٍ ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ». قيل : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الاِسْتِعْجَالُ ؟ قَالَ : « يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ».

৪/১৫০৭। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের কোন ব্যক্তির দুআ গৃহীত হয়; যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে; বলে, 'আমার প্রভুর নিকট দুআ তো করলাম, কিন্তু তিনি আমার দুআ কবূল করলেন না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫০৮]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "বান্দার দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত কবূল করা হয়, যতক্ষণ সে গুনাহর জন্য বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার জন্য দুআ না করে, আর যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাড়াহুড়ো মানে কী?' তিনি বললেন, "দুআকারী বলে, 'দুআ করলাম, আবার দুআ করলাম, অথচ দেখলাম না যে, তিনি আমার দুআ কবূল করছেন।' কাজেই সে তখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে ও দুআ করা ত্যাগ ক'রে দেয়।"

١٥٠٨/٥. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ » . رواه الترمذي ،وقال : « حديث حسن »

---

[৫০৬] মুসলিম ৩০০৯

[৫০৭] মুসলিম ৪৮২, নাসায়ী ১১৩৭, আবূ দাউদ ৫৭০, আহমাদ ৯১৬৫

[৫০৮] সহীহুল বুখারী ৬৩৪০, মুসলিম ২৭২৯, তিরমিযী ৩৩২৭, আবূ দাউদ ১৪৮৪, ইবনু মাজাহ ৩৮৫৩, আহমাদ ৮৯০৩, ৯৯২৯, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৫

৫/১৫০৮। আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দুআ সর্বাধিক শোনা (কবূল করা) হয়?' তিনি বললেন, "রাত্রির শেষভাগে এবং ফরয নামাযসমূহের শেষাংশে।" *(তিরমিযী হাসান)*[৫০৯]

١٥٠٩/٦. وَعَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، أَوْ صَرفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: إِذاً نُكْثِرُ قَالَ: «اللهُ أَكْثَرُ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ : « أَوْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَهَا » .

৬/১৫০৯। উবাদাহ ইবনে স্বামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ধরার বুকে যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দুআ করে (তা ব্যর্থ যায় না); হয় আল্লাহ তা তাকে দেন অথবা অনুরূপ কোন মন্দ তার উপর থেকে অপসারণ করেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে (দুআকারী) গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার দুআ না করবে।" একটি লোক বলল, 'তাহলে তো আমরা অধিক মাত্রায় দুআ করব।' তিনি বললেন, "আল্লাহ সর্বাধিক অনুগ্রহশীল।" *(তিরমিযী-হাসান সহীহ)*[৫১০]

হাকেম আবূ সাঈদ হতে এগুলি বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, "অথবা তার সম পরিমাণ পুণ্য তার জন্য সঞ্চিত রাখা হয় (যা তার পরকালে কাজে আসবে)।"

١٥١٠/٧. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الكَرْبِ : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ، وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ ». متفق عَلَيْهِ

৭/১৫১০। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিপদ ও কষ্টের সময় এই দুআ পড়তেন,

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি অরাব্বুল আরযি অরাব্বুল আরশিল কারীম।'

অর্থ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি। *(বুখারী-মুসলিম)*[৫১১]

[৫০৯] তিরমিযী ৩৪৯৯

[৫১০] তিরমিযী ৩৫৭৩, আহমাদ ২২২৭৯

[৫১১] সহীহুল বুখারী ৫৩৪৫, ৬৩৬৬, ৭৪২৬, ৭৪৩১, মুসলিম ২৭৩০, তিরমিযী ৩৪৩৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৮৩, আহমাদ ২০১৩, ২২৯৭, ২৩৪০, ২৪০৭, ২৫২৭, ২৫৬৪, ৩১৩৭, ৩৩৪৪

٢٥٣- بَابُ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَفَضْلِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ২৫৩ : আল্লাহর প্রিয় বন্ধুদের কারামত (অলৌকিক কর্মকাণ্ড) এবং তাঁদের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ﴾ [يونس : ٦٢- ٦٤]

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ণ হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনে তাক্বওয়া (সাবধানতা, পরহেযগারী) অবলম্বন ক'রে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً، فَكُلِي وَاشْرَبِي ﴾

অর্থাৎ, তুমি তোমার দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড হিলিয়ে দাও; ওটা তোমার সামনে সদ্যপক্ক তাজা খেজুর ফেলতে থাকবে। সুতরাং আহার কর, পান কর---। *(সূরা মারয়্যাম ২৫-২৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران : ٣٧]

অর্থাৎ, যখনই যাকারিয়া মিহরাবে (কক্ষে) তার সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখনই তার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, 'হে মারয়্যাম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে?' সে বলত, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত জীবিকা দান ক'রে থাকেন।' *(সূরা আলে ইমরান ৩৭ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّيءْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ [الكهف : ١٦-١٧]

অর্থাৎ, তোমরা যখন তাদের ও তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করে তাদের সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হলে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর; তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করবার ব্যবস্থা করবেন। তুমি দেখলে দেখতে, সূর্য উদয়কালে তাদের গুহার ডান দিকে হেলে অতিক্রম করছে এবং অস্তকালে তাদেরকে অতিক্রম করছে বাম পাশ দিয়ে---। *(সূরা কাহাফ ১৬-১৭ আয়াত)*

١٥١١/١. وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ

كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً : « **مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ ، فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ** » أَوْ كَمَا قَالَ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﷺ ، جَاءَ بِثَلاَثَةٍ ، وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى العِشَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ . قَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ ؟ قَالَ : أَوَمَا عَشَّيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ وَقَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَهَبتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ : كُلُوا لاَ هَنِيئاً وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَداً ، قَالَ : وَايْمُ اللهِ مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسفَلِهَا أَكْثَرَ مِنهَا حَتَّى شَبِعُوا ، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبلَ ذَلِكَ ، فَنَظَرَ إِلَيهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لاِمرَأَتِهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا ؟ قَالَتْ : لاَ وَقُرَّةِ عَينِيْ لَهِيَ الآنَ أَكثَرُ مِنهَا قَبلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ ! فَأَكَلَ مِنهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيطَانِ ، يَعنِيْ : يَمِينَهُ . ثُمَّ أَكَلَ مِنهَا لُقْمَةً ، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ. وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ ، فَتَفَرَّقْنَا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ ، اللهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ .

وَفِي رِوَايَةٍ : فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَتِ المَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ ، فَحَلَفَ الضَّيْفُ . - أَو الأَضْيَافُ - أَنْ لاَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لُقْمَةً إِلاَّ رَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَقَالَ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَتْ : وَقُرَّةِ عَيْنِي إِنَّهَا الآنَ لأَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نَأكُلَ ، فَأَكَلُوا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا .

وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ : دُونَكَ أَضْيَافَكَ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُم قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمانِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : اِطْعَمُوا ؛ فَقَالُوا : أَينَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ قَالَ : اِطْعَمُوا ، قَالُوا : مَا نَحنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ، قَالَ : اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ، فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا ، لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَأَبَوْا ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحمانِ ، فَسَكَتُّ : ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمانِ ، فَسَكَتُّ ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوتِي لَمَا جِئْتَ ! فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَضْيَافَكَ ، فَقَالُوا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي وَاللهِ لاَ أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ . فَقَالَ الآخَرُونَ : وَاللهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ : وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ، فَجَاءَ بِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ، الأُولَى مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَأَكَلَ وَأَكَلُوا. متفق عَلَيْهِ

১/১৫১১। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 'আসহাবে সুফ্‌ফাহ' (তৎকালীন মসজিদে নববীতে একটি ছাউনিবিশিষ্ট ঘর ছিল। সেখানে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তত্ত্বাবধানে কিছু সাহাবা আশ্রয় গ্রহণ করতেন ও বসবাস করতেন। তাঁরা) গরীব মানুষ ছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যার কাছে দু'জনের আহার আছে সে যেন (তাদের মধ্য থেকে) তৃতীয় জনকে সাথে নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজনের আহারের অবস্থা আছে, সে যেন পঞ্চম অথবা ষষ্ঠজনকে সাথে নিয়ে যায়।" আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহর ঘরেই রাতের আহার করেন এবং এশার নামায পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এশার নামাযের পর তিনি পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরে ফিরে আসেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'বাইরে কিসে আপনাকে আটকে রেখেছিল?' তিনি বললেন, 'তুমি এখনো তাঁদেরকে খাবার দাওনি?' স্ত্রী বললেন, 'আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে রাজি হলেন না। তাঁদের সামনে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা তা খাননি।' আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, (পিতার তিরস্কারের ভয়ে) আমি লুকিয়ে গেলাম। তিনি (রাগান্বিত হয়ে) বলে উঠলেন, 'ওরে মূর্খ!' অতঃপর নাক কাটা ইত্যাদি বলে গালাগালি করলেন এবং (মেহমানদের উদ্দেশ্যে) বললেন, 'আপনারা স্বচ্ছন্দে খান, আল্লাহর কসম! আমি মোটেই খাব না।'

আব্দুর রহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমরা লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে নিতেই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল।' তিনি বলেন, 'সকলেই পেট ভরে খেলেন। অথচ পূর্বের চেয়ে বেশি খাবার রয়ে গেল।' আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাবারের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী?' তিনি বললেন, 'আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এ তো পূর্বের চেয়ে তিনগুণ বেশি!' সুতরাং আবূ বাক্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তা থেকে আহার করলেন এবং বললেন, 'আমার (খাব না বলে) সে কসম শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছিল।' তারপর তিনি আরো খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাবার তাঁর নিকটেই ছিল।

এদিকে আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে যে চুক্তি ছিল তার সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যায়। (এবং তারা মদীনায় আসে।) অতঃপর আমরা তাদেরকে তাদের বারো জনের নেতৃত্বে ভাগ ক'রে দিই। প্রত্যেকের সাথেই কিছু কিছু লোক ছিল। তবে প্রত্যেকের সাথে কতজন ছিল তা আল্লাহই বেশি জানেন। তারা সকলেই সেই খাদ্য আহার করে।

অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র 'খাবেন না' বলে কসম করলেন, তা দেখে তাঁর স্ত্রীও 'খাবেন না' বলে কসম করলেন। আর তা দেখে মেহমানরাও তিনি সঙ্গে না খেলে 'খাবেন না' বলে কসম করলেন! আবূ বাক্‌র বললেন, 'এ সব (কসম) শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খাবার আনতে বলে নিজে খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন। তাঁরা যখনই লুকমা (খাদ্যগ্রাস) উঠিয়ে খাচ্ছিলেন, তখনই নীচ থেকে তা অধিক পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছিল। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (স্ত্রীকে) বললেন, 'হে বনু ফিরাসের বোন! এ কী?' স্ত্রী বললেন, 'আমার চোখের প্রশান্তির কসম! এখন এ তো খেতে শুরু করার আগের চেয়ে অধিক বেশি!' সুতরাং সকলেই খেলেন এবং অতিরিক্ত খাবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। আব্দুর রহমান বলেন, 'তিনি তা হতে খেলেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্‌র আব্দুর রহমানকে বললেন, 'তোমার মেহমান নাও। (তুমি তাদের খাতির কর) আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যাচ্ছি। আমার ফিরে আসার আগে আগেই তুমি

(খাইয়ে) তাঁদের খাতির সম্পন্ন করো।' সুতরাং আব্দুর রহমান তাঁর নিকট যে খাবার ছিল, তা নিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনারা খান।' কিন্তু মেহমানরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা কোথায়?' তিনি বললেন, 'আপনারা খান।' তাঁরা বললেন, 'আমাদের বাড়ি-ওয়ালা না আসা পর্যন্ত আমরা খাব না।' আব্দুর রহমান বললেন, 'আপনারা আমাদের তরফ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করুন। কারণ তিনি এসে যদি দেখেন যে, আপনারা খাননি, তাহলে অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট থেকে (বড় ভর্ৎসনা) পাব।' কিন্তু তাঁরা (খেতে) অস্বীকার করলেন।

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি বুঝে নিলাম যে, তিনি আমার উপর খাপ্পা হবেন। অতঃপর তিনি এলে আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। তিনি বললেন, ' কী করেছ তোমরা?' তাঁরা তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন। অতঃপর তিনি ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান!' আব্দুর রহমান নিরুত্তর থাকলেন। তিনি আবার ডাক দিলেন, 'আব্দুর রহমান?' কিন্তু তখনও তিনি নীরব থাকলেন। তারপর আবার বললেন, 'এ বেওকুফ! আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি, যদি তুমি আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাহলে এসে যাও।'

(আব্দুর রহমান বলেন,) তখন আমি (বাধ্য হয়ে) বের হয়ে এলাম। বললাম, 'আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, (আমি তাঁদেরকে খেতে দিয়েছিলাম কি না?)' তাঁরা বললেন, 'ও সত্যই বলেছে। ও আমাদের কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। (আমরাই আপনার অপেক্ষায় খাইনি।)' আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তোমরা আমার অপেক্ষা ক'রে বসে আছ। কিন্তু আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমি আহার করব না।' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না।' তিনি বললেন, 'ধিক্কার তোমাদের প্রতি! তোমাদের কী হয়েছে যে, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমান-নেওয়াযী গ্রহণ করবে না?' (অতঃপর আব্দুর রহমানের উদ্দেশ্য বললেন,) 'নিয়ে এস তোমার খাবার।' তিনি খাবার নিয়ে এলে আবূ বাক্র তাতে হাত রেখে বললেন, 'বিস্‌মিল্লাহ। প্রথম (রাগের অবস্থায় কসম) ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে।' সুতরাং তিনি খেলেন এবং মেহমানরাও আহার করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫১২]

٢/١٥١٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ نَاسٌ مُحَدَّثُونَ، فَإنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ» . رواه البخاري ورواه مسلم من رواية عائشة . وفي روايتهما قَالَ ابن وهب : « مُحَدَّثُونَ » أيْ مُلْهَمُونَ .

২/১৫১২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে অনেক 'মুহাদ্দাস' লোক ছিল। যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ 'মুহাদ্দাস' থাকে, তাহলে সে হল উমার।" *(বুখারী)*[৫১৩]

ইমাম মুসলিমও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত দুই গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, ইবনে অহাব বলেন, 'মুহাদ্দাস' হলেন তাঁরা, যাঁদের মনে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম (ভালো-মন্দের জ্ঞান প্রক্ষেপ) করা হয়।

---

[৫১২] সহীহুল বুখারী ৬০২, ৩৫৮১, ৬১৪০, ৬১৪১, মুসলিম ২০৫৭, আবূ দাউদ ৩২৭০, আহমাদ ১৭০৪

[৫১৩] সহীহুল বুখারী ৩৪৬৯, ৩৬৮৯, মুসলিম ২৩৯৮, তিরমিযী ৩৬৯৩, আহমাদ ২৩৭৬৪, ৮২৬৩

١٥١٣/٣. وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : شَكَا أَهْلُ الكُوفَةِ سَعْداً يَعنِي : ابنَ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ، إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، لاَ أَخْرِمُ عَنْها ، أُصَلِّي صَلاَتَي العِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ ، وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ . قَالَ : ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رِجَالاً - إِلَى الكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ الكُوفَةِ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكَنَّى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْداً كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَاللهِ لأَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً ، وَسُمْعَةً ، فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ . وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيْرٍ الرَّاوِي عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي فِي الطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ . متفق عَلَيْهِ

৩/১৫১৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, কুফাবাসীরা উমার ইবনে খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কাছে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে বলল, 'সে ভালভাবে নামায পড়তে জানে না।' কাজেই তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং (যখন তিনি উমার (রাঃ)-এর কাছে হাযির হলেন, তখন) তিনি তাঁকে বললেন, 'হে ইসহাকের পিতা! ওরা বলছে যে, তুমি উত্তমভাবে নামায আদায় কর না।' জবাবে তিনি বললেন, 'যাই হোক, আল্লাহর কসম! আমি তো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামাযের মত নামায পড়াই, তা থেকে (একটুও) কম করি না। যোহর ও আসরের দুই নামাযের প্রথম দু' রাকআতে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করি এবং দ্বিতীয় দু-রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করি।' উমার (রাঃ) (এ কথা শুনে বললেন,) 'ইসহাকের পিতা! তোমার সম্পর্কে ঐ ধারণাই ছিল।' পরে তিনি তাঁর সঙ্গে একজন বা কয়েকজন লোক কূফা নগরীতে প্রেরণ করলেন। যাতে করে কূফা নগরীর প্রতিটি মসজিদে গিয়ে সা'দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক মসজিদেই তাঁর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল এবং সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বনু আব্সার মসজিদে উপনীত হল। তখন সেখানে আবূ সা'দাহ উসামাহ ইবনে ক্বাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'যখন আপনারা আমাদেরকে জিজ্ঞাসাই করলেন, তখন (প্রকাশ ক'রে দিচ্ছি শুনুন,) সা'দ সেনা বাহিনীর সঙ্গে (জিহাদে) যান না, নায্যভাবে (কোন জিনিস) বন্টন করেন না এবং ইনসাফের সাথে বিচার করেন না।' সা'দ তখন (জবাবে) বলে উঠলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তিনটি বদ্দুআ করব ঃ হে আল্লাহ! যদি তোমার বান্দা মিথ্যাবাদী হয়, রিয়া (লোকপ্রদর্শন হেতু) ও খ্যাতির জন্য এভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তুমি ওর আয়ু দীর্ঘ ক'রে দাও এবং ওর দরিদ্রতা বাড়িয়ে দাও এবং ওকে ফিতনার কবলে ফেল।' (বাস্তবিক তার অবস্থা

ঐরূপই হয়েছিল।) সুতরাং যখন তাকে (কুশল) জিজ্ঞাসা করা হত, তখন উত্তরে বলত, 'অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি এবং ফিত্নায় পতিত হয়েছি; সা'দের বদ্দুআ আমাকে লেগে গেছে।'

জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনাকারী আব্দুল মালেক বিন উমাইর বলেন, 'আমি পরে তাকে দেখেছি যে, সে অত্যন্ত বার্ধক্যের কারণে তার চোখের ভ্রূগুলি চোখের উপরে লটকে পড়েছে আর রাস্তায় রাস্তায় দাসীদেরকে উত্যক্ত করত ও আঙ্গুল বা চোখ দ্বারা তাদেরকে ইশারা করত।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫১৪]

١٥١٤/٤. وَعَنْ عُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ : أَنَّ سَعِيدَ بنَ زَيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفَيلٍ ، خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، وَادَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا كُنْتُ آخُذُ شَيئاً مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ !؟ قَالَ : مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً ، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ » فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ : لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : اَللّٰهُمَّ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً ، فَأَعْمِ بَصَرَها ، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ، قَالَ : فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ، وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ . متفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ زَيدِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بِمَعْنَاهُ ، وَأَنَّهُ رَآهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الجُدُرَ تَقُوْلُ : أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدٍ ، وَأَنَّهَا مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ الَّتِي خَاصَمَتْهُ فِيهَا ، فَوَقَعَتْ فِيهَا ، وكانتْ قَبْرَها .

৪/১৫১৪। উরওয়াহ বিন যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আম্র ইবনে নুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিন্তে আওস নামক এক মহিলা মারওয়ান ইবনে হাকামের দরবারে মোকাদ্দামা পেশ করল; সে দাবি জানাল যে, 'সাঈদ আমার কিছু জমি আত্মসাৎ করেছেন।' সাঈদ বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে (এ বিষয়ে ধমক) শোনার পরও কি আমি তার কিছু জমি দাবিয়ে নিতে পারি?' মারওয়ান বললেন, 'আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কি (ধমক) শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমি দাবিয়ে নেবে, (কিয়ামতের দিনে) সাত তবক যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে মারওয়ান বললেন, 'এরপর আমি আপনার কাছে কোন প্রমাণ তলব করব না।' সুতরাং সাঈদ (বাদী পক্ষীয়) মহিলার প্রতি বদ্দুআ ক'রে বললেন, 'হে আল্লাহ! এ মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে ওর চক্ষু অন্ধ ক'রে দাও এবং ওকে ওর জমিতেই মৃত্যু দাও।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'মহিলাটির মৃত্যুর পূর্বে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল এবং একবার সে নিজ জমিতে চলছিল। হঠাৎ একটি গর্তে পড়ে মারা গেল।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫১৫]

মুহাম্মাদ বিন যায়দ বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক মুসলিমের অনুরূপ এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে দেখেছেন, সে অন্ধ অবস্থায় দেওয়াল হাতড়ে বেড়াত। বলত, 'আমাকে সাঈদের বদ্দুআ লেগে গেছে।' আর সে যে জায়গার ব্যাপারে সাঈদের বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশ করেছিল, সেই জায়গার এক কুঁয়াতে পড়ে গিয়ে সেটাই তার কবর হয়ে গেছে!

---

[৫১৪] সহীহুল বুখারী ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৭০, ৩৭২৮, ৫৪১২, ৬৪৫৩, মুসলিম ৪৫৩, ২৯৬৬, তিরমিযী ২৩৬৫, নাসায়ী ১০০২, ১০০৩, আবূ দাউদ ৮০৩, ইবনু মাজাহ ১৩১, আহমাদ ১৫১৩, ১৫৫১, ১৫৬০

[৫১৫] সহীহুল বুখারী ৩১৯৮, মুসলিম ১৬১০, তিরমিযী ১৪১৮, আহমাদ ১৬৩১, ১৬৩৬, ১৬৫২, দারেমী ২৬০৬

١٥١٥/٥. وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أُحُدٌ دعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ : مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْناً فَاقْضِ ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْراً ، فَأَصْبَحْنَا ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ ، وَدَفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ فِي قَبْرِهِ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ آخَرَ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ غَيْرَ أُذُنِهِ ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . رواه البخاري

৫/১৫১৫। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, উহুদের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়। রাতে আমাকে আমার পিতা ডেকে বললেন, 'আমার মনে হয় যে, নবী ﷺ-এর সহচরবৃন্দের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম শহীদ হবেন, আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর, তোমাকে ছাড়া ধরাপৃষ্ঠে প্রিয়তম আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমার উপর ঋণ আছে, তা পরিশোধ ক'রে দেবে। তোমার বোনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' সুতরাং যখন আমরা ভোরে উঠলাম, তখন দেখলাম যে, সর্বপ্রথম উনিই শাহাদত বরণ করেছেন। আমি তাঁর সাথে আর এক ব্যক্তিকে সমাধিস্থ করলাম। তারপর অন্যজনকে তাঁর সঙ্গে একই কবরে দাফন করাতে আমার মনে শান্তি হল না। সুতরাং ছমাস পর আমি তাঁকে কবর হতে বের করলাম। (দেখা গেল) তার কান ব্যতীত (তার দেহ) সেদিনকার মত অবিকল ছিল, যেদিন তাকে কবরে রাখা হয়েছিল। অতঃপর আমি তাকে একটি আলাদা কবরে দাফন করলাম। *(বুখারী)* [৫১৬]

١٥١٦/٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَجُلَينِ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ ﷺ ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا. فَلَمَّا افْتَرَقَا، صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. رواهُ البُخاري مِنْ طُرُقٍ؛ وفي بَعْضِهَا أنَّ الرَّجُلَيْنِ أُسَيْدُ بنُ حُضير، وَعَبّادُ بنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

৬/১৫১৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর সাহাবার মধ্য থেকে দু'জন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বাইরে গমন করেন। আর তাঁদের আগে আগে প্রদীপের ন্যায় কোন আলো বিদ্যমান ছিল। পরে যখন তাঁরা একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, তখনও প্রত্যেকের সঙ্গে আলো ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে পৌঁছে গেলেন। *(এটিকে বুখারী কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায়, ঐ দুই সাহাবীর নাম ছিল, উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র। রাযিয়াল্লাহু আনহুমা।)* [৫১৭]

١٥١٧/٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ رَهْطٍ عَيْناً سَرِيَّة، وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَاصِمَ بنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ﷺ ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالهَدْأَةِ ؛ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ؛ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقالُ لَهُمْ : بَنُو لِحيَانَ ، فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِئَةِ رَجُلٍ رَامٍ ، فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ

[৫১৬] সহীহুল বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮, ১৩৫১, ১৩৫২, ১৩৫৩, তিরমিযী ১০৩৬, নাসায়ী ১৯৫৫, ২০২১, আবূ দাউদ ৩১৩৮, ইবনু মাজাহ ১৫১৪, আহমাদ ১৩৭৭৭

[৫১৭] সহীহুল বুখারী ৪৬৫, ৩৬৩৯, ৩৮০৫, আহমাদ ১১৯৯৬, ১২৫৬৮, ১৩৪৫৮

وَأَصْحَابُهُ ، لَجَأُوْا إِلَى مَوْضِعٍ ، فَأَحَاطَ بِهِمُ القَوْمُ ، فَقَالُوا : انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيثَاقُ أَنْ لاَ نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحداً . فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ : أَيُّهَا القَوْمُ ، أَمَّا أَنَا ، فَلاَ أَنْزِلُ عَلَى ذِمَّةِ كَافِرٍ : اَللّٰهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ ، فَرَمَوهُمْ بِالنَّبْلِ فَقتلُوا عَاصِماً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ وَالمِيثاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ، وَزَيدُ بنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ ، فَرَبطُوهُمْ بِهَا . قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هَذَا أَوَّلُ الغَدْرِ وَاللهِ لاَ أَصْحَبُكُمْ إنَّ لِي بِهَؤُلاَءِ أُسْوَةً ، يُرِيدُ القَتْلَى ، فَجَرُّوهُ وعَالَجُوهُ ، فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ، فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا بِخُبَيبٍ ، وَزَيْدِ بنِ الدَّثِنَةِ ، حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ؛ فَابْتَاعَ بَنُو الحارِثِ بنِ عامِرِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ مَنَافٍ خُبيباً ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ . فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ، فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ ، فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ ، فَوَجَدَتهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخْذِهِ وَالمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَزِعَتْ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ . فَقَالَ : أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ ! قَالَتْ : وَاللهِ مَا رَأيْتُ أَسِيراً خَيراً مِنْ خُبَيْبٍ ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأكُلُ قِطْفاً مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ خُبَيْباً . فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : وَاللهِ لَوْلاَ أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ : اَللّٰهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً ، وَاقْتُلهُمْ بِدَداً ، وَلاَ تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً . وَقَالَ :

فَلَسْتُ أُبَالِي حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِماً * عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ للهِ مَصْرَعِي

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلَهِ وَإنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

وَكَانَ خُبَيبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً الصَّلاَةَ . وَأَخْبَرَ - يَعني : النَّبِيَّ ﷺ - أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا خَبَرَهُمْ ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بنِ ثَابِتٍ حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوا بِشَيءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وكَانَ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ ، فَبَعَثَ اللهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئاً . رواه البخاري

৭/১৫১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য) আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে একটি গুপ্তচরের দল কোথাও পাঠালেন। যেতে যেতে তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্আহ নামক স্থানে পৌঁছলে হুযায়ল গোত্রের একটি শাখা বানী লিহইয়ানের নিকট তাঁদের আগমনের কথা জানিয়ে দেওয়া হল। এ সংবাদ পাওয়ার পর তারা প্রায় একশজন তীরন্দাজ সমভিব্যাহারে তাঁদের প্রতি ধাওয়া করল। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। আসেম ও তাঁর সাথীগণ বুঝতে পেরে একটি (উঁচু)

জায়গায় (পাহাড়ে) আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল, 'নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের জন্য (নিরাপত্তার) প্রতিশ্রুতি রইল; তোমাদের কাউকে আমরা হত্যা করব না।' আসেম বিন সাবেত বললেন, 'আমি কোন কাফেরের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের এ সংবাদ তোমার নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়ে দাও।' অতঃপর তারা মুসলিম গোয়েন্দাদলের প্রতি তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। তারা আসেমকে শহীদ ক'রে দিল। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নেমে এলেন। তাঁরা হলেন, খুবাইব, যায়দ বিন দাসিনাহ ও অন্য একজন (আব্দুল্লাহ বিন ত্বারিক)। অতঃপর তারা তাঁদেরকে কাবু ক'রে ফেলার পর নিজেদের ধনুকের তার খুলে তার দ্বারা তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তাঁদের সাথে তৃতীয় সাহাবী (আব্দুল্লাহ) বললেন, 'এটা প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। ঐ শহীদগণই আমার আদর্শ।' কিন্তু তারা তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু টানা-হেঁচড়া করল এবং বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে কাফেরগণ তাঁকে শহীদ ক'রে দিল এবং খুবাইব ও যায়দ বিন দাসিনাকে বদর যুদ্ধের পরে মক্কার বাজারে গিয়ে বিক্রি ক'রে দিল। বনী হারেস বিন আমের বিন নাওফাল বিন আব্দে মানাফ গোত্রের লোকেরা খুবাইবকে ক্রয় ক'রে নিল। আর খুবাইব বদর যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের নিকট বেশ কিছুদিন বন্দী অবস্থায় কাটালেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে একমত হল। একদা তিনি নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করার জন্য হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে একখানা ক্ষুর চাইলেন। সে তাঁকে তা দিল। সে অন্যমনস্ক থাকলে তার একটি শিশু বাচ্চা (খেলতে খেলতে) তাঁর নিকট চলে গেল। অতঃপর সে খুবাইবকে দেখল যে, তিনি বাচ্চাটাকে নিজের উরুর উপর বসিয়ে রেখেছেন এবং ক্ষুরটি তাঁর হাতে রয়েছে। এতে সে ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেল। খুবাইব তা বুঝতে পেরে বললেন, 'একে হত্যা করে ফেলব ভেবে তুমি কি ভয় পাচ্ছ? আমি তা করব না।'

(পরবর্তী কালে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! আমি খুবাইব অপেক্ষা উত্তম বন্দী আর কখনও দেখিনি। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে একদিন আঙ্গুরের থোকা থেকে আঙ্গুর খেতে দেখেছি। অথচ তখন মক্কায় কোন ফলই ছিল না। অধিকন্তু তিনি তখন লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলেন। এ আঙ্গুর তাঁর জন্য আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযক ছাড়া আর কিছুই নয়।'

অতঃপর তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে গেল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আমাকে দু' রাকআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও।' সুতরাং তারা তাঁকে ছেড়ে দিল এবং তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। (নামায শেষে তিনি তাদেরকে) বললেন, 'আমি মৃত্যুর ভয়ে শংকিত হয়ে পড়েছি, তোমরা যদি এ কথা মনে না করতে, তাহলে আমি (নামাযকে) আরও দীর্ঘায়িত করতাম।' অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে ধ্বংস কর

এবং তাদের মধ্যে কাউকেও বাকী রেখো না।

তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন,

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করছি
তাই আমার কোন পরোল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন্ পার্শ্বে আমি লুটিয়ে পড়ি।
আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যুবরণ করছি,
আর তিনি ইচ্ছা করলে আমার ছিন্নভিন্ন প্রতিটি অঙ্গে বরকত দান করতে পারেন।'

খুবাইবই প্রথম ছিলেন, যিনি প্রত্যেক সেই মুসলিমের জন্য (হত হওয়ার পূর্বে দুই রাকআত) নামায সুন্নত ক'রে যান, যাকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

এদিকে নবী ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গকে সেই দিনই তাঁদের খবর জানালেন, যেদিন তাঁদেরকে হত্যা করা হয়।

অপর দিকে কুরাইশের কিছু লোক আস্বেম বিন সাবেতের খুন হওয়া শুনে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃতদেহ থেকে পরিচিত কোন অংশ নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল। আর তিনি বদর যুদ্ধের দিন তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। তখন আল্লাহ মেঘের মত এক ঝাঁক মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন; যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আস্বেমের লাশকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর দেহ থেকে কোন অংশ কেটে নিতে সক্ষম হল না। *(বুখারী)*[৫১৮]

এ পরিচ্ছেদে আরো অন্যান্য বহু সহীহ হাদীস রয়েছে, যার কিছু এই কিতাবের যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন সেই কিশোরের হাদীস, যে একজন পাদরী ও যাদুকরের কাছে যাতায়াত করত, জুরাইজের হাদীস, গুহার মুখে পাথর চাপা পড়া তিন গুহাবন্দীর হাদীস, সেই সৎলোকের হাদীস, যিনি মেঘ থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন, 'অমুকের বাগানে পানি বর্ষণ কর' ইত্যাদি। এ পরিচ্ছেদের দলীল প্রচুর ও প্রসিদ্ধ। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

١٥١٨/٨. وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ عُمَرَ ﷺ يَقُوْلُ لِشَيءٍ قَطُّ : إِنِّي لأَظُنُّهُ كَذَا ، إلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ . رواه البخاري

৮/১৫১৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখনই কোন বিষয়ে আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)-কে বলতে শুনতাম, 'আমার মনে হয়, এটা এই হবে' তখনই (দেখতাম) বাস্তবে তাই হত; যা তিনি ধারণা করতেন!" *(বুখারী)*[৫১৯]

[৫১৮] সহীহুল বুখারী ৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৩৮০৮৬, ৭৪০২, আবূ দাউদ ২৬৬০, আহমাদ ৭৮৬৯, ৮০৩৫
[৫১৯] সহীহুল বুখারী ৩৮৬৪, ৩৮৬৫, ৩৮৬৬

Contents

সপ্তদশ অধ্যায়

كِتَابُ الْأُمُوْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

٢٥٤- بَابُ تَحْرِيْمِ الْغِيْبَةِ وَالْأَمْرِ بِحِفْظِ اللِّسَانِ

পরিচ্ছেদ - ২৫৪ : গীবত (পরনিন্দা) নিষিদ্ধ এবং বাক্ সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা (গীবত) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে চাইবে? বস্তুতঃ তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

তিনি বলেছেন,

﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق : ١٨],

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

জেনে রাখুন যে, যে কথায় উপকার আছে বলে স্পষ্ট হয়, সে কথা ছাড়া অন্য সব (অসঙ্গত) কথা হতে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখা প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত মুসলিম ব্যক্তির উচিত। যেখানে কথা বলা ও চুপ থাকা দুটোই সমান, সেখানে চুপ থাকাটাই সুন্নত। কেননা, বৈধ কথাবার্তাও অনেক সময় হারাম অথবা মাকরূহ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অধিকাংশ এরূপই ঘটে থাকে। আর (বিপদ ও পাপ থেকে) নিরাপত্তার সমতুল্য কোন বস্তু নেই।

١/١٥١٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৫১৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে; নচেৎ চুপ থাকে।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫২০]

---

[৫২০] সহীহুল বুখারী ৬০১৮, ৩৩৩১, ৫১৮৬, ৬১৩৬, ৬১৩৮, ৬৪৭৫, মুসলিম ৪৭, ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১, ৯২৪০, ৯৩১২, ৯৫০৩, ১০০৭১, ১০৪৭৫, দারেমী ২২২২

এ হাদীসে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, উপকারী কথা ছাড়া কোন কথা বলা উচিত নয়। অর্থাৎ, সেই কথা যার উপকারিতা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যে কথার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, সে কথা বলা উচিত নয়।

١٥٢٠/٢. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ». متفق عَلَيْهِ

২/১৫২০। আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে?' তিনি বললেন, "যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" *(মুসলিম)*[৫২১]

١٥٢١/٣. وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ ». متفق عَلَيْهِ

৩/১৫২১। সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী (অঙ্গ জিভ) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী (অঙ্গ গুপ্তাঙ্গ) সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" *(বুখারী)* [৫২২]

١٥٢٢/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : « إنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا يَزِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ». متفق عَلَيْهِ

৪/১৫২২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক'রে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ'টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*[৫২৩]

١٥٢٣/٥. وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله تَعَالَى مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ تَعَالَى لاَ يُلْقِي لَهَا بَالاً يَهْوِيْ بِهَا فِي جَهَنَّمَ ». رواه البخاري

৫/১৫২৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বান্দা আল্লাহ তাআলার সন্তোষজনক এমন কথা অন্যমনস্ক হয়ে বলে ফেলে, যার ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা উন্নীত ক'রে দেন। আবার কখনো বান্দা অন্যমনস্ক হয়ে আল্লাহর অসন্তোষজনক এমন কথা বলে ফেলে, যার ফলে সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয়।" *(বুখারী)* [৫২৪]

---

[৫২১] সহীহুল বুখারী ১১, মুসলিম ৪২, তিরমিযী ২৫০৪, ২৬২৮, নাসায়ী ৪৯৯৯

[৫২২] সহীহুল বুখারী ৬৪৭৪, ৬৮০৭, তিরমিযী ২৪০৮, আহমাদ ২২৩১৬

[৫২৩] সহীহুল বুখারী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, আহমাদ ৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯৪

[৫২৪] সহীহুল বুখারী ৬৪৭৭, ৬৪৭৮, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, আহমাদ ৭১৭৪, ৭৮৯৮, ৮২০৬, ৮৪৪৪, ৮৭০৩, ৮৯৬৭, ১০৫১৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯৪

١٥٢٤/٦. وَعَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَانِ بِلاَلِ بنِ الحَارِثِ المُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ تَعَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَومِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ». رواه مالك في المُوَطَّأ، والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

৬/১৫২৪। আবূ আব্দুর রহমান বিলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মানুষ আল্লাহ তাআলার সন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেন। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, আর সে কল্পনাও করে না যে, তা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, আল্লাহ তার দরুন তাঁর সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন।" *(মুঅত্তা মালেক, তিরমিযী, হাসান সহীহ)* [৫২৫]

١٥٢٥/٧. وَعَنْ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ : « قُلْ : رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « هَذَا » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৭/১৫২৫। সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাত্‌লে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, "এটাকে।" *(তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৫২৬]

١٥٢٦/٨.وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي » . رواه الترمذي .

৮/১৫২৬। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহর যিকর ভিন্ন অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার যিকর শূন্য অধিক কথা বার্তা অন্তরকে শক্ত করে ফেলে আর শক্ত অন্তরের লোক আল্লাহ থেকে সবচাইতে দূরে। (তিরমিযি)[৫২৭]

١٥٢٧/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

---

[৫২৫] তিরমিযী ২৩১৯, ৩৯৬৯, আহমাদ ১৫৪২৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৮

[৫২৬] মুসলিম ৩৮, তিরমিযী ২৪১০, ইবনু মাজাহ ৩৯৭২, আহমাদ ১৪৯৯০, ১৮৯৩৮, দারেমী ২৭১০

[৫২৭] আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এরূপই বলেছেন। অথচ এর সনদে ইবরাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনে হাতেব রয়েছেন তিনি মাজহূল হাল। তাকে ইবনু হিব্বান তার নীতি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর শাইখ আহমাদ শাকের এর দ্বারা অভ্যাসগতভাবে বিভ্রান্ত হয়ে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আর হাদীসটিকে ইমাম মালেক ঈসা (আ) হতে পৌঁছেছে এ কথা বলে বর্ণনা করেছেন। সে ব্যাপারে আমি "য'ঈফা" গ্রন্থে (নং ৯২০) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৯/১৫২৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত অঙ্গ (জিহ্বা) ও দু'পায়ের মাঝখানের অঙ্গ (লজ্জাস্থান)এর ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখবেন, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী হাসান)* [৫২৮]

١٠/١٥٢٨. وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامرٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১০/১৫২৮। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?' তিনি বললেন, "তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর।" *(তিরমিযী হাসান)* [৫২৯]

١١/١٥٢٩. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فِينَا ، فَإِنَّما نَحْنُ بِكَ ؛ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا » . رواه الترمذي

১১/১৫২৯। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।" *(তিরমিযী)* [৫৩০]

١٢/١٥٣٠. وَعَنْ مُعَاذٍ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ: « لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَتُؤتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ البَيْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ » ثُمَّ تَلاَ : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٦-١٧] ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : « رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةِ سِنَامِهِ الجِهادُ » ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ! » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ ». رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح»

---

[৫২৮] তিরমিযী ২৪০৯

[৫২৯] তিরমিযী ২৪০৬

[৫৩০] তিরমিযী ২৪০৭, আহমাদ ১১৪৯৮

১২/১৫৩০। মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাত্লে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন, "তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ ক'রে দেবেন। (আর তা হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে।" পুনরায় তিনি বললেন, "তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাত্লে দেব না কি? রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি এই আয়াত দু'টি পড়লেন- যার অর্থ, "তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় ক'রে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত নয়।" *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত)* তারপর বললেন, "আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, "তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?' তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?" *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*[৫৩১]

١٣/١٥٣١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ » قَالُوا : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ » قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ». رواه مسلم

১৩/১৫৩১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বললেন, "তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?" লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা।" বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কী? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, "তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।" *(মুসলিম)* [৫৩২]

---

[৫৩১] তিরমিযী ২৬১৬, মা ৩৯৭৩, আহমাদ ২১৫১১, ২১৫৪২, ২১৫৬৩, ২১৬১৭

[৫৩২] মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, ৮৭৫৯, ২৭৪৭৩, ৯৫৮৬, দারেমী ২৭১৪

١٥٣٢/١٤. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ : « **إِنَّ دِمَاءَكُمْ ، وَأَمْوَالَكُمْ ، وَأَعْرَاضَكُمْ ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ** ». متفق عَلَيْهِ

১৪/১৫৩২। আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বিদায়ী হজ্জে মিনায় ভাষণ দানকালে বলেছেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম, যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে রয়েছে। শোন! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী-মুসলিম)* [৫৩৩]

١٥٣٣/١٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا . قَالَ بَعْضُ الرُّوَاةِ : تَعْنِي قَصِيرَةً ، فقالَ : « **لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَزَجَتْهُ** ! » قَالَتْ : وَحَكَيْتُ لَهُ إنْسَاناً فَقَالَ : « **مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إنْسَاناً وَإنَّ لِي كَذَا وَكَذَا** ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح ».

১৫/১৫৩৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী (ﷺ)-কে বললাম, 'আপনার জন্য সাফিয়ার এই এই হওয়া যথেষ্ট।' (কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সাফিয়া বেঁটে।) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (আমাকে) বললেন, "তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তাহলে তার স্বাদ পরিবর্তন করে দেবে!"

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা তাঁর নিকট একটি লোকের পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করলাম। তিনি বললেন, "কোন ব্যক্তির পরিহাসমূলক ভঙ্গি নকল করি আর তার বিনিময়ে এত এত পরিমাণ ধনপ্রাপ্ত হই, এটা আমি আদৌ পছন্দ করি না।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [৫৩৪]

مَزَجَتْه এর ভাবার্থ হল, তার সাংঘাতিক দুর্গন্ধ ও নিকৃষ্টতার কারণে সমুদ্রের পানিতে মিশে তার স্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্তন ক'রে দেয়। এই উপমাটি গীবত নিষিদ্ধ হওয়া ও তা থেকে সতর্কীকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও পরিণত বাক্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

অর্থাৎ, (আমার নবী) মনগড়া কথা বলে না, (সে যা কিছু বলে) তা প্রত্যাদেশকৃত অহী ব্যতীত আর কিছুই নয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

١٥٣٤/١٦. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبرِيلُ ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ لُحُومَ النَّاسِ** ،

---

[৫৩৩] সহীহুল বুখারী ৬৭, ১০৫, ১৪৪১, ৩১৯৭, ৪৪০৬, ৪৬৬২, ৫৫৫০, ৭০৭৮, ৭৪৪৭, মুসলিম ১৬৭৯, ইবনু মাজাহ ২৩৩, আহমাদ ১৯৮৭৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯৩৬, ১৯৯৮৫, দারেমী ১৯১৬

[৫৩৪] আবূ দাউদ ৪৮৭৫, তিরমিযী ২৫০২, আহমাদ ২৫০৩২

وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ! » . رواه أبو داود

১৬/১৫৩৪। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, সে সময় এমন ধরনের কিছু মানুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, তা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল খামচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি, প্রশ্ন করলাম, ওরা কারা? হে জিব্রীল! তিনি বললেন, ওরা সেই লোক, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত।" *(আবূ দাউদ)*[৫৩৫]

١٥٣٥/١٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ » . رواه مسلم

১৭/১৫৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদ অন্য মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম)*[৫৩৬]

---

[৫৩৫] সহীহুল বুখারী ৬৫৮১, ৭৫১৭, আবূ দাউদ-৪৭৪৮, ৪৮৭৮

[৫৩৬] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম ২৫৬৩, ২৫৬৪, তিরমিযী ১১৩৪, ১৯৮৮, নাসায়ী ৩২৩৯, ৪৪৯৬, ৪৫০৬, ৪৫০৭, ৪৫০৮, আবূ দাউদ ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৪৯১৭, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, আহমাদ ৭৬৭০, ৭৮১৫, ৮০৩৯, ২৭৩৩৪, ১০৫৬৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯১, ১৬৮৪

٢٥٥- بَابُ تَحْرِيْمِ سِمَاعِ الْغِيْبَةِ

وَأَمْرِ مَنْ سَمِعَ غِيْبَةً مُحَرَّمَةً بِرَدِّهَا ، وَالْإِنْكَارِ عَلَى قَائِلِهَا

فَإِنْ عَجِزَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَارَقَ ذٰلِكَ الْمَجْلِسَ إِنْ أَمْكَنَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৫৫ : গীবতে (পরচর্চায়) অংশগ্রহণ করা হারাম। যার নিকট গীবত করা হয় তার উচিত গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করা এবং তার সমর্থন না করা। আর তাতে সক্ষম না হলে সম্ভব হলে উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়া

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص : ٥٥]

অর্থাৎ, ওরা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন ওরা তা পরিহার করে চলে। *(সূরা ক্বাস্বাস ৫৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ والَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون : ٣]

অর্থাৎ, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে। *(সূরা মু'মিনূন ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বনী ইসরাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ القَومِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام : ٦٨]

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

١٥٣٦/١. وَعَنْ أَبِي الدَّرداءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَومَ القِيَامَةِ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/১৫৩৬। আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন থেকে তার চেহারাকে রক্ষা করবেন।" *(তিরমিযী- হাসান)* [১]

١٥٣٧/٢. وَعَنْ عِتبَانَ بنِ مَالِكٍ ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ المَشْهُورِ الَّذِيْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الرَّجَاءِ قَالَ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فَقَالَ : « **أَيْنَ مَالِكُ بنُ الدُّخْشُمِ ؟** » فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَلاَ رَسُولَهُ،

---

[১] তিরমিযী ১৯৩১, আহমাদ ২৬৯৮৮, ২৬৯৯৫

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لاَ تَقُلْ ذَلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ! وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৫৩৭। ইত্বান ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যা বিগত 'আল্লাহর প্রতি আশা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। তিনি বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মালেক ইবনে দুখ্‌শুম কোথায়!" একটি লোক বলে উঠল, 'সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **"ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কালিমাহ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়?** যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কালিমাহ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেন।" *(বুখারী, মুসলিম)* [২]

١٥٣٨/٣. وَعَنْ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ ﷺ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ التَّوبَةِ. قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي القَومِ بِتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بنُ مَالِكٍ ؟ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمنَا عَلَيْهِ إلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . متفقٌ عَلَيْهِ

৩/১৫৩৮। কা'ব ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যা তাওবাহ পরিচ্ছেদে ২২ নম্বরে সুদীর্ঘ হাদীস তাঁর তাওবার কাহিনী অতিবাহিত হয়েছে, তিনি বলেন, তাবূক পৌঁছে যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের মাঝে বসে ছিলেন, তখন আমার ব্যাপারে বললেন, "কা'ব বিন মালেকের কী হয়েছে?" বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব (বাহু) দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে।' (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, **"তুমি নিকৃষ্ট কথা বললে। আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাকে ভালই জানি।"** সুতরাং আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নীরব থাকলেন। *(বুখারী, মুসলিম)* [৩]

٢٥٦- بَابُ بَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيْبَةِ

পরিচ্ছেদ - ২৫৬ : যে সব কারণে গীবত বৈধ

জেনে রাখুন যে, সঠিক শরয়ী উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ; যখন গীবত ছাড়া সে উদ্দেশ্য পূরণ হওয়া সম্ভবপর হয় না। এমন কারণ ৬টিঃ-

১। অত্যাচার ও নির্যাতন ঃ নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে বৈধ যে, সে শাসক, বিচারক প্রমুখ (প্রভাবশালী) ব্যক্তি যাঁরা অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা

---

[২] সহীহুল বুখারী ৭৭, ১৮৯, ৪২৪, ৪২৫, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ১১৮৬, ৪০১০, ৫৪০১, ৬৩৫৪, ৬৪২২, ৬৯৩৮, মুসলিম ৩৩, আবূ দাউদ ১৪১১, ইবনু মাজাহ ৬৬০, ৭৫৪, আহমাদ ২৩১০৯, ২৩১২৬

[৩] সহীহুল বুখারী ২৭৫৮, ২৯৪৭- ২৯৫০, ৩০৮৮, ৩৫৫৬, ৩৮৮৯, ৩৯৫১, ৪৪১৮, ৪৬৭৭, ৪৬৭৩, ৪৬৭৬, ৪৬৭৭, ৪৬৭৮, ৬২৫৫, ৬৬৯০, ৭২২৫, মুসলিম ২৭৬৯, তিরমিযী ৩১০২, নাসায়ী ৩৮২৪- ৩৮২৬, আবূ দাউদ ২২০২, ৩৩১৭, ৩৩১৯, ৩৩২১, ৪৬০০, আহমাদ ১৫৩৪৩, ১৫৩৪৫, ১৫৩৫৪, ২৬৬২৯, ২৬৬৩৪, ২৬৬৩৭

রাখেন তাঁদের নিকট নালিশ করবে যে, 'অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে।'

২। মন্দ কাজের অপসারণ ও পাপীকে সঠিক পথ ধরানোর কাজে সাহায্য কামনা। বস্তুতঃ শরীয়ত বহিঃর্ভূত কর্মকাণ্ড বন্ধ করার ব্যাপারে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে গিয়ে বলবে যে, 'অমুক ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত। সুতরাং আপনি তাকে তা থেকে বাধা দিন' ইত্যাদি। তবে এর পিছনে কেবল অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে; অন্যথা তা হারাম হবে।

৩। ফতোয়া জানা। মুফতী (বা আলেমের) নিকট গিয়ে বলবে, 'আমার পিতা আমার ভাই বা আমার স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এই অন্যায় অত্যাচার আমার প্রতি করেছে। তার কি কোন অধিকার আছে? (এমন করার অধিকার যদি না থাকে) তবে তা থেকে মুক্তি পাবার এবং অন্যায়ের প্রতিকার করার ও নিজ অধিকার অর্জন করার উপায় কী?' অনুরূপ আবেদন পেশ করা। এরূপ বলা প্রয়োজনে বৈধ। তবে সতর্কতামূলক ও উত্তম পন্থা হল, নাম না নিয়ে যদি বলে, 'এক ব্যক্তি, বা লোক বা স্বামী এই করেছে, সে সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম না নিয়ে এরূপ বললে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যাবে। এ সত্ত্বেও নির্দিষ্ট ক'রে নাম নিয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা বৈধ। যেমন এ মর্মে পরবর্তীতে হিন্দের হাদীস উল্লেখ করব---ইন শাআল্লাহ তাআলা।

৪। মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল কামনা করা। এটা অনেক ধরণের হতে পারে। তার মধ্যে যেমন ঃ-

(ক) হাদীসের দোষযুক্ত রাবী ও (বিচারকার্যে) সাক্ষীর দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা। সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ করা বৈধ; বরং প্রয়োজনবশতঃ ঐরূপ করা অত্যাবশ্যক।

(খ) কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্য, কোন ব্যবসায়ে অংশীদারি গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্য, কারো সাথে আদান-প্রদান করার মানসে অথবা কারো প্রতিবেশী হবার জন্য ইত্যাদি উদ্দেশ্যে পরামর্শ চাওয়া। আর সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা। বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ত্রুটি থাকবে সব ব্যক্ত ক'রে দেবে। অনুরূপভাবে যখন কোন দ্বীনী জ্ঞান পিপাসুকে দেখবে যে, সে কোন বিদআতী ও মহাপাপী লোকের নিকট জ্ঞানার্জন করতে যাচ্ছে এবং আশংকা বোধ করবে যে, ঐ বিদআতী ও ফাসেক (মহাপাপী) দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাহলে সে আবশ্যিকভাবে তাকে তার অবস্থা ব্যক্ত ক'রে তার মঙ্গল সাধন করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শর্ত হল যে, এর পিছনে তার উদ্দেশ্য যেন হিতাকাঙ্ক্ষাই হয়। এ ব্যাপারটি এমন যে, সাধারণতঃ এতে ভুল হয়ে থাকে। কখনো বা বক্তা হিংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ কথা বলে। কিন্তু শয়তান তার ব্যাপারটা গোলমাল ক'রে দেয় এবং তার মাথায় গজিয়ে দেয় যে, সে হিত উদ্দেশ্যেই ঐ কাজ করছে (অথচ বাস্তব তার বিপরীত)। এ জন্য মানুষের সাবধান থাকা উচিত।

(গ) যখন কোন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, গভর্নর বা শাসক, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে---হয় তার অযোগ্যতার কারণে কিংবা পাপাচারী বা উদাসীন থাকার কারণে ইত্যাদি---তাহলে উক্ত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতার নিকট তার স্বরূপ তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে কিংবা কমপক্ষে তার সম্পর্কে তার জানা থাকবে এবং সেই অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে এবং তার প্রতারণা থেকে মুক্ত থাকবে, আর সে তাকে সংশোধন হবার জন্য উৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, তারপর তাকে পরিবর্তন ক'রে দেবে।

Contents

৫। প্রকাশ্যভাবে কেউ পাপাচরণ বা বিদআতে লিপ্ত হলে তার কথা বলা। যেমন প্রকাশ্যভাবে মদ্য পান করলে, লোকের ধন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করলে, বলপূর্বক ট্যাক্স বা চাঁদা আদায় করলে, অন্যায়ভাবে যাকাত ইত্যাদি অসূল করলে, অন্যায় কাজের কর্তৃত্ব করলে, তার কেবল সেই প্রকাশ্য অন্যায়ের কথা উল্লেখ করা বৈধ। (যাতে তার অপনোদন সম্ভব হয়) পক্ষান্তরে তার অন্যান্য গোপন দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা বৈধ নয়। তবে যদি উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে অন্য কোন কারণ থাকে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, তাহলে তাও ব্যক্ত করা বৈধ হবে।

৬। প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেওয়া। সুতরাং যখন কোন মানুষ কোন মন্দ খেতাব দ্বারা সুপরিচিত হয়ে যাবে; যেমন চোখ-ওঠা, খোঁড়া, কালা, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি তখন সেই পরিচায়ক খেতাবগুলি উল্লেখ করা সিদ্ধ। তবে অবমাননা বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে সে সব উল্লেখ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে উক্ত পদবী ছাড়া অন্য শব্দ বা নাম দ্বারা যদি পরিচয় দান সম্ভব হয়, তাহলে সেটাই সব চাইতে উত্তম।

এই হল ছয়টি কারণ, যার ভিত্তিতে গীবত করা বৈধ। আর এর অধিকাংশ সর্ববাদিসম্মত। সহীহ হাদীস থেকে এর বিভিন্ন দলীলও প্রসিদ্ধ। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

١٥٣٩/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : « **ائْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ ؟** » . متفق عَلَيْهِ . احتَجَّ بِهِ البُخَارِيُّ فِي جَوَازِ غِيبَةِ أَهلِ الفَسَادِ وَأَهلِ الرِّيبِ .

১/১৫৩৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "ওকে অনুমতি দাও। **ও নিজ বংশের অত্যন্ত মন্দ ব্যক্তি।**" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪]

এ হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ) ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের গীবত করার বৈধতা প্রমাণ করেছেন।

١٥٤٠/٢. وَعَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **مَا أَظُنُّ فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً** » . رواه البخاري . قَالَ : قَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعدٍ أَحَدُ رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ : هَذَانِ الرَّجُلاَنِ كَانَا مِنَ المُنَافِقِينَ .

২/১৫৪০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, **"আমার মনে হয় না যে, অমুক ও অমুক লোক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে।"** *(বুখারী)*[৫]

এই হাদীসের অন্যতম রাবী লাইস বিন সা'দ বলেন, 'ঐ লোক দু'টি মুনাফিক ছিল।'

١٥٤١/٣. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : أَتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقُلْتُ : إنَّ أَبَا الجَهْمِ وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو الجَهْمِ ، فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ** ». متفق عَلَيْهِ

৩/১৫৪১। ফাত্বেমাহ বিন্তে ক্বাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর

[৪] সহীহুল বুখারী ৬০৩২, ৬০৫৪, ৬১৩১, মুসলিম ২৫৯১, তিরমিযী ১৯৯৬, আবূ দাউদ ৪৭৯১, ৪৭৯২, আহমাদ ২৩৫৮৬, ২৩৯৮৪, ২৪২৭৭, ২৪৭২৬, ২৪৮৭৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৭২

[৫] সহীহুল বুখারী ৬০৬৮

নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, 'আবুল জাহ্‌ম ও মুয়াবিয়াহ আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন। (এ ক্ষেত্রে আমি কী করব?)' রসূল ﷺ বললেন, **"মুআবিয়াহ তো গরীব মানুষ, তার নিকট মালধনই নেই। আর আবুল জাহ্‌ম, সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না।"** *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, 'আবুল জাহ্‌ম তো স্ত্রীদেরকে অত্যন্ত মারধর করে।' আর এই বর্ণনাটি 'সে তো নিজ কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না'--এর ব্যাখ্যা স্বরূপ। কারো মতে তার অর্থ, সে অধিকাংশ সময় সফরে থাকে।

٤/١٥٤٢. وَعَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أُبَيِّ : ﴿لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ ، وَقَالَ : ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ﴾ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ : مَا فَعلَ ، فَقَالُوا : كَذَبَ زَيدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقِي : ﴿إِذَا جَاءكَ المُنَافِقُونَ﴾ ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ . متفق عَلَيْهِ

৪/১৫৪২। যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, যাতে লোকেরা সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের সর্দার, স্বমতাবলম্বী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলল, 'তোমরা আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে দাঁড়ায়।' এবং সে আরো বলল, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে।' (যায়েদ বলেন,) **আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা জানিয়ে দিলাম**। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (কিন্তু) বারবার শপথ ক'রে বলল যে, সে তা বলেনি। লোকেরা বলল, 'যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা কথা বলেছে।' (যায়েদ বলেন,) লোকেদের কথা শুনে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। অবশেষে আল্লাহ আমার কথার সত্যতায় সূরা 'ইয়া জা-আকাল মুনাফিকূন' অবতীর্ণ করলেন। তারপর নবী ﷺ (আল্লাহর নিকট) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকলেন। কিন্তু তারা নিজেদের মাথা ফিরিয়ে নিল। *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭]

٥/١٥٤٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : « خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ » . متفق عَلَيْهِ

৫/১৫৪৩। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফয়ানের স্ত্রী হিন্দ্‌ নবী ﷺ-কে বললেন যে, **'আবূ সুফয়ান একজন কৃপণ লোক**। আমি তার সম্পদ থেকে (তার অজান্তে) যা কিছু

---

[৬] মুসলিম ১৪৮০, তিরমিযী ১১৩৫, ১১৮০, নাসায়ী ৩২২২, ৩২৩৭, ৩২৪৪, ৩২৪৫, ৩৪০৩, ৩৪০৪, ৩৪০৫, ৩৪১৮, ৩৫৪৫ ৩৫৪৯, ৩৫৫১, ৩৫৫২, আবূ দাউদ ২২৮৪, ২২৮৮, আহমাদ ২৬৫৬০, ২৬৭৭৫, ২৬৭৮৭, ২৬৭৯১, ২৬৭৯৩, ২৬৭৯৭, মুওয়াত্তা মালিক ১২৩৪, দারেমী ২১৭৭, ২২৭৪, ২২৭৫

[৭] সহীহুল বুখারী ৪৯০০, মুসলিম ২৭৭২, তিরমিযী ৩৩১২-৩৩১৪, আহমাদ ১৮৭৯৯, ১৮৮০৯, ১৮৮৪৬

নিই তা ছাড়া সে আমার ও আমার সন্তানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে খরচ দেয় না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমার ও তোমার সন্তানের প্রয়োজন মোতাবেক খরচ (তার অজান্তে) নিতে পার।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮]

٢٥٧- بَابُ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ

وَهِيَ نَقْلُ الْكَلَامِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَىٰ جِهَةِ الْإِفْسَادِ

পরিচ্ছেদ - ২৫৭ : চুগলী করা হারাম

মানুষের মাঝে ফাসাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলা কথা লাগিয়ে দেওয়াকে 'চুগলি করা' বলে।

মহান আল্লাহ বলেন, [ن : ١١] ﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾

অর্থাৎ, (অনুসরণ করো না তার যে --- পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। *(সূরা নূন ১১ আয়াত)*

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(সূরা ক্বা-ফ ১৮ আয়াত)*

١٥٤٤/١. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ». متفق عَلَيْهِ

১/১৫৪৪। হুযাইফা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৯]

١٥٤٥/٢. وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ : أَمَّا أَحَدُهُمَا ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ » . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ إحدى روايات البخاري

২/১৫৪৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন,) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী ক'রে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" *(বুখারী)* [১০]

---

[৮] সহীহুল বুখারী ২২১১, ২৪৬০, ৫৩৫৯, ৫৩৬৪, ৫৩৭০, ৬৬৪১, ৭১৬১, ৭১৮০, মুসলিম ১৭১৪, নাসায়ী ৫৪২০, আবূ দাউদ ৩৫৩২, ৩৫৩৩, ইবনু মাজাহ ২২৯৩, আহমাদ ২৩৫৯৭, ২৩৭১১, ২৫১৮৫, ২৫৩৬০, দারেমী ২২৫৯

[৯] সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, মুসলিম ১০৫, তিরমিযী ২০২৬, আবূ দাউদ ৪৮৭১, আহমাদ ২২৭৩৬, ২২৭৯৪, ২২৮১৪, ২২৮৫০, ২২৮৫৯, ২২৮৭৮, ২২৯১১, ২২৯২৪, ২২৯৪০

[১০] সহীহুল বুখারী ২১৬, ২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫, মুসলিম ২৯২, তিরমিযী ৭০, নাসায়ী ৩১, ২০৬৮, আবূ দাউদ ২০, ইবনু মাজাহ ৩৪৭, আহমাদ ১৯৮১, দারেমী ৭৩৯

'ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধের জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না'-এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, এর মানে তাদের দু'জনের ধারণা অনুপাতে তা বড় অপরাধ ছিল না। কারো মতে, এমন অপরাধ ছিল না, যা ত্যাগ করা তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল।

١٥٤٦/٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ مَا العَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ؛ القَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رواه مسلم

৩/১৫৪৬। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মিথ্যা ও অপবাদ' কী জিনিস আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না? তা হচ্ছে চুগলী করা, লোকালয়ে কারো সমালোচনা করা।" *(মুসলিম)* [১১]

٢٥٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَقْلِ الْحَدِيْثِ وَكَلاَمِ النَّاسِ إِلَى وُلاَةِ الْأُمُوْرِ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَخَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ২৫৮ : জনগণের কথাবার্তা নিষ্প্রয়োজনে শাসক ও সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানো নিষেধ। তবে যদি কোন ক্ষতি বা বিশৃঙ্খলার আশংকা হয় তাহলে তা করা সিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوانِ﴾ [المائدة : ٢]

অর্থাৎ, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের হাদীসগুলিও এই পরিচ্ছেদের জন্য প্রযোজ্য।

١٥٤٧/١.وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَا يُبَلِّغْنِيْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِيْ عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ، فَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ » رواه أبو داود والترمذي .

১/১৫৪৭। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন ঃ আমার সম্মুখে আমার সাহাবীদের কেউ যেন অন্য কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করে। কেননা তোমাদের সঙ্গে আমি প্রশান্ত মন নিয়ে সাক্ষাৎ করতে চাই। (আবূ দাউদ ও তিরমিযী)[১২]

---

[১১] সহীহুল বুখারী ৬১৩৪, মুসলিম ২৬০৬, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৮৬, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, ২৭৮৩৯

[১২] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গারীব মনে করে তার দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর এর সনদে মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন যেমনটি আমি "মিশকাত" গ্রন্থে (নং ৪৮৫২) বর্ণনা করেছি। [আর মাজহূল বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওয়ালীদ ইবনু আবী হিশাম]। শু'য়াইব আলআরনাউতও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ্ নায়াঅনী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ ঃ "মাজমূ'আতুল আহাদীসুয য'ঈফাহ্ ফী কিতাবি রিয়াযিস সালেহীন" (২৯)।*

٢٥٩– بَابُ ذَمِّ ذِي الْوَجْهَيْنِ

পরিচ্ছেদ - ২৫৯ : দু'মুখোপনার নিন্দাবাদ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾. [النساء : ١٠٨]

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

١٥٤٨/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ : خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأنِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لَهُ ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৫৪৮। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা মানবমণ্ডলীকে বিভিন্ন (পদার্থের) খণির ন্যায় পাবে। জাহেলী (অন্ধযুগে) যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামে (দীক্ষিত হবার পরও) উত্তম থাকবে; যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে। তোমরা শাসন-ক্ষমতা ও কর্তৃত্বভার গ্রহণের ব্যাপারে সে সমস্ত লোককে সর্বাধিক উত্তম পাবে, যারা ঐ সবপদগুলিকে সবচেয়ে বেশী ঘৃণা বোধ করবে। আর সর্বাধিক নিকৃষ্ট পাবে দু'মুখো লোককে, যে এদের নিকট এক মুখ নিয়ে আসে আর ওদের কাছে আর এক মুখ নিয়ে আসে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৩]

١٥٤٩/٢. وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَيدٍ : أَنَّ نَاساً قَالُوا لِجَدِّهِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ . قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

২/১৫৪৯। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)' তিনি উত্তর দিলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।" *(বুখারী)* [১৪]

---

[১৩] সহীহুল বুখারী ২৯২৮, ২৯২৯, ৩৪৯৩, ৩৪৯৪, ৩৪৯৬, ৩৫৮৯, ৩৫৯০, ৩৫৯১, ৬০৫৮, ৭১৭৯, মুসলিম ১৮১৮, ২৫২৬, ২৯১২, তিরমিযী ২০২৫, ২২১৫, আদ ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৮৭২, ইবনু মাজাহ ৪০৯৬, ৪০৯৭, আহমাদ ৭২২২, ৭২৯৬, ৭৪৪৪, ৭৪৯০, ৭৬৯০, ৭৬১৯, ৭৮৩০, ৮০০৮, ৮২৩৩, ৮৯২০, ৯২৮৪, ৯৯২২, ১০০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৬৪

[১৪] সহীহুল বুখারী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫

٢٦٠- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَذِبِ

পরিচ্ছেদ - ২৬০ : মিথ্যা বলা হারাম

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

١٥٥٠/١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ ، وَإنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً . وَإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً». متفقٌ عَلَيْهِ

১/১৫৫০। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন, "নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে পথ নির্দেশনা করে। আর মানুষ সত্য কথা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহাসত্যবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। **আর নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদিতা নির্লজ্জতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়।** আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট তাকে 'মহামিথ্যাবাদী' রূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫]

١٥٥١/٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ ، كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৫৫১। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র বিন আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। **সে কথা বললে মিথ্যা বলে।** ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬]

---

[১৫] সহীহুল বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৫৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৩৮৮৬, ৪০১২, ৪০৮৪, ৪০৯৭, ৪১৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৯, দারেমী ২৭১৫

[১৬] সহীহুল বুখারী ৩৪২, ৪৫৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবূ দাউদ ৪৬৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০

এ মর্মে আবূ হুরাইরার হাদীস 'অঙ্গীকার পালন' পরিচ্ছেদে ১/৬৯৪ নম্বরে (এবং উক্ত হাদীস ২/৬৯৫ নম্বরে) গত হয়েছে।

١٥٥٢/٣. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ، كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنافِخٍ ». رواه البخاري

৩/১৫৫২। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "**যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন ব্যক্ত করল, যা সে দেখেনি। (কিয়ামতের দিনে) তাকে দু'টি যব দানার মাঝে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে তা কস্মিনকালেও পারবে না**। যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর কথা শুনবার জন্য কান পাতে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন (প্রাণীর) ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করা হবে, অথচ সে তা করতে পারবে না।" *(বুখারী)* [১৭]

١٥٥٣/٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَيَا ». رواه البخاري

৪/১৫৫৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সবচেয়ে নিকৃষ্ট মিথ্যা হল, **মানুষ আপন চক্ষুকে এমন কিছু দেখায়, যা সে দেখেনি**।" (অর্থাৎ, সে যা দেখেনি সে সম্পর্কে মিথ্যা ক'রে বলে, 'আমি দেখেছি।') *(বুখারী)* [১৮]

١٥٥٤/٥. وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ : « هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا ؟ » فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : « إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي : انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ ، فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ ، فَيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأُوْلَى! » قَالَ: « قُلْتُ لَهُمَا : سُبْحانَ اللهِ ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجَانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجَانِبِ الأَوَّلِ ، فَمَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجانبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا

[১৭] সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, ২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪, ২১৬৩

[১৮] সহীহুল বুখারী ৭০৪৩, আহমাদ ৫৬৭৮, ৫৯৬২

فَعَلَ فِي المَرَّةِ الأُوْلَى » قَالَ : « قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ » فَأَحْسِبُ أَنَّهُ قَالَ : «فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ ، وَأَصْوَاتٌ ، فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا . قُلْتُ : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ » حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « أَحْمَرُ مِثْلُ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ، مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةَ ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ، فَيُلْقِمُهُ حَجَراً، فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَغَرَ لَهُ فَاهُ ، فَأَلْقَمَهُ حَجَراً ، قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَانِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيهِ المَرْآةِ ، أَوْ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْأىً ، فَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا . قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَذَا ؟ قَالاَ لي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّبيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَويلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّماءِ ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ، قُلْتُ : مَا هَذَا ؟ وَمَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالاَ لِي : انْطَلقِ انْطَلقْ ، فَانْطَلَقْنَا ، فَأَتَيْنَا إِلَى دَوْحَةٍ عَظيمةٍ لَمْ أَرَ دَوْحَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا ، وَلاَ أَحْسَنَ ! قَالاَ لِي : اِرْقَ فِيهَا ، فَارْتَقَيْنَا فِيهَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنتَ رَاءٍ ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ كَأقْبَحِ مَا أَنتَ رَاءٍ ! قَالاَ لَهُمْ : اِذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ ، وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ فِي البَيَاضِ ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ . ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ ، فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ » قَالَ : « قَالاَ لِي : هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ ، فَسَمَا بَصَرِي صُعُداً ، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيضَاءِ ، قَالاَ لِي : هَذَاكَ مَنْزِلُكَ ؟ قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا ، فَذَرَانِي فَأَدخُلَهُ . قَالاَ لِي : أَمَّا الآنَ فَلاَ ، وَأَنتَ دَاخِلُهُ ، قُلْتُ لَهُمَا : فَإِنِّي رَأَيتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَباً ؟ فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالاَ لِي : أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ : أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأسُهُ بِالحَجَرِ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ القُرآنَ فَيَرفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ ، ومِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ ، فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ هُمْ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ ، وَيُلقَمُ الحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا ، وأَمَّا الرَّجُلُ الكَريهُ المَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا ، فَإِنَّهُ مَالِكٌ خازِنُ جَهَنَّمَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ،

فَإِنَّهُ إِبرَاهِيم ﷺ ، وَأَمَّا الوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ، فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ » وَفِي رِوَايَةِ البَرْقَانِيِّ : «وُلِدَ عَلَى الفِطْرَةِ » فَقَالَ بعض المُسلمينَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَأَولاَدُ المُشرِكِينَ ، وَأَمَّا القَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ ، وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ ، فَإِنَّهُمْ قَومٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنهُمْ » . رواه البخاري

৫/১৫৫৪। সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, যেন তিনি বললেন,) আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ

ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং এমন একজন কুৎসিত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যা তোমার দৃষ্টিতে সর্বাধিক কুৎসিত বলে মনে হয়। আর দেখলাম, তার নিকট রয়েছে আগুন, যা সে জ্বালাচ্ছে ও তার চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ লোকটি কে?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা সবুজ-শ্যামল বাগানে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে বসন্তের সব রকমের ফুল রয়েছে আর বাগানের মাঝে এত বেশী দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, আকাশে যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। আবার দেখলাম, তার চারদিকে এত বেশী পরিমাণ বালক-বালিকা রয়েছে, যত বেশী পরিমাণ আর কখনোও আমি দেখিনি। আমি তাদেরকে বললাম, 'উনি কে? এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটা বিশাল (বাগান বা) গাছের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এমন বড় এবং সুন্দর (বাগান বা) গাছ আমি আর কখনো দেখিনি। তারা আমাকে বলল, 'এর উপরে চড়ুন।' আমরা উপরে চড়লাম। শেষ পর্যন্ত সোনা-রূপার ইঁটের তৈরী একটি শহরে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছলাম এবং দরজা খুলতে বললাম। আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হল। আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে কতক লোক আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করল, যাদের অর্ধেক শরীর এত সুন্দর ছিল, যত সুন্দর তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। আর অর্ধেক শরীর এত কুৎসিত ছিল যত কুৎসিত তুমি দেখেছ, তার থেকেও অধিক। সাথীদ্বয় ওদেরকে বলল, 'যাও ঐ নদীতে গিয়ে নেমে পড়।' আর সেটা ছিল সুপ্রশস্ত প্রবহমান নদী। তার পানি যেন ধপধপে সাদা। ওরা তাতে গিয়ে নেমে পড়ল। অতঃপর ওরা আমাদের কাছে ফিরে এল। দেখা গেল, তাদের ঐ কুশ্রী রূপ দূর হয়ে গেছে এবং তারা খুবই সুন্দর আকৃতির হয়ে গেছে। (তিনি বলেন,) তারা আমাকে বলল, 'এটা জান্নাতে আদ্ন এবং ওটা আপনার বাসস্থান।' (তিনি বলেন,) উপরের দিকে আমার দৃষ্টি গেলে, দেখলাম ধপধপে সাদা মেঘের মত একটি প্রাসাদ রয়েছে। তারা আমাকে বলল, 'ঐটা আপনার বাসগৃহ।' (তিনি বললেন,) আমি তাদেরকে বললাম, 'আল্লাহ তোমাদের মাঝে বরকত দিন, আমাকে ছেড়ে দাও; আমি এতে প্রবেশ করি।' তারা বলল, 'আপনি অবশ্যই এতে প্রবেশ করবেন। তবে এখন নয়।'

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে--- তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। **সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।**

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে, তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর

ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

আর ঐ কুৎসিত ব্যক্তি যে আগুনের কাছে ছিল এবং আগুন জ্বালাচ্ছিল আর তার চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছিল। সে হল মালেক (ফিরিশ্‌তা); জাহান্নামের দরোগা।

আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন। তিনি হলেন ইব্রাহীম ﷺ। আর তাঁর চারপাশে যে বালক-বালিকারা ছিল, ওরা হল তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।"

বারক্বানীর বর্ণনায় আছে, "ওরা তারা, যারা (ইসলামী) প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে (মৃত্যুবরণ করেছে)।" তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও কি (সেখানে আছে)?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "মুশরিকদের শিশু-সন্তানরাও (সেখানে আছে)।

আর ঐ সব লোক যাদের অর্ধেকাংশ অতি সুন্দর ও অর্ধেকাংশ অতি কুৎসিত ছিল, তারা হল ঐ সম্প্রদায় যারা সৎ-অসৎ উভয় প্রকারের কাজ মিশ্রিতভাবে করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন।" *(বুখারী)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আজ রাতে আমি দেখলাম, দু'টি লোক এসে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে বের করে নিয়ে গেল।" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।"

এই বর্ণনায় আছে, "একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম।" বর্ণনাকারী এতে সন্দেহ করেননি। "সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাচ্ছে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "তারা উভয়ে আমাকে নিয়ে ঐ (বাগান বা) গাছে উঠে গেল। অতঃপর সেখানে এমন একটি গৃহে আমাকে প্রবেশ করাল, যার চেয়ে অধিক সুন্দর গৃহ আমি কখনো দেখিনি। সেখানে বহু বৃদ্ধ ও যুবক লোক ছিল।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; **যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত**। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে। আর প্রথম যে গৃহটি আপনি দেখলেন, তা হল সাধারণ মু'মিনদের। পক্ষান্তরে এই গৃহটি হল শহীদদের। আমি জিবরীল, আর ইনি মীকাঈল। অতএব

আপনি মাথা তুলুন। সুতরাং আমি মাথা তুললাম। তখন দেখলাম, আমার উপর দিকে মেঘের মত কিছু রয়েছে। তাঁরা বললেন, 'ওটি হল আপনার গৃহ।' আমি বললাম, 'আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার গৃহে প্রবেশ করি।' তাঁরা বললেন, '(দুনিয়াতে) আপনার আয়ু অবশিষ্ট আছে; যা আপনি পূর্ণ করেননি। যখন আপনি তা পূর্ণ করবেন, তখন আপনি আপনার গৃহে চলে আসবেন।" *(বুখারী)* [১৯]

* *(প্রকাশ থাকে যে, হাদীসে উক্ত মিথ্যাবাদীদের দলে তারা পড়তে পারে, যারা প্রচার মাধ্যমে; রেডিও, টিভি প্রভৃতিতে মিথ্যা বলে। কারণ তাদের মিথ্যা কথা দিকচক্রবালে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।)*

٢٦١- بَابُ بَيَانِ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْكَذِبِ

পরিচ্ছেদ - ২৬১ : বৈধ মিথ্যা

জেনে রাখুন যে, নিঃসন্দেহে মিথ্যা বলা মূলতঃ যদিও হারাম তবুও কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ। যার ব্যাপারে আমি আমার **'কিতাবুল আযকার'** নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছি। যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কথাবার্তা উদ্দেশ্য সফল হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং কোন সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকে সাধন সম্ভবপর হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে সে সৎ উদ্দেশ্য যদি মিথ্যা বলা ছাড়া সাধন সম্ভব না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা বৈধ। পরন্তু যদি বাঞ্ছিত লক্ষ্য বৈধ পর্যায়ের হয়, তাহলে মিথ্যা বলা বৈধ হবে। আর যদি অভীষ্ট লক্ষ্য ওয়াজেবের পর্যায়ভুক্ত হয়, তাহলে তা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলাও ওয়াজেব হবে। যেমন কোন মুসলিম এমন অত্যাচারী থেকে আত্মগোপন করেছে, যে তাকে হত্যা করতে চায় অথবা তার মাল-ধন ছিনিয়ে নিতে চায় এবং সে তা লুকিয়ে রেখেছে। এখন যদি কেউ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয় (যে তার ঠিকানা জানে), তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে গোপন (ও নিরাপদ) রাখার জন্য তার পক্ষে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অনুরূপভাবে যদি কারো নিকট অপরের আমানত থাকে, আর কোন যালেম যদি তা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চায়, তাহলে তা গোপন করার জন্য মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অবশ্য এ সমস্ত বিষয়ে সরাসরি স্পষ্টাক্ষরে মিথ্যা না বলে 'তাওরিয়াহ' করার পদ্ধতি অবলম্বন করাই উত্তম।

'তাওরিয়াহ' হল এমন বাক্য ব্যবহার করা, যার অর্থ ও উদ্দেশ্য শুদ্ধ তথা তাতে সে মিথ্যাবাদী নয়; যদিও বাহ্যিক শব্দার্থে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির বুঝ মতে সে মিথ্যাবাদী হয়। পক্ষান্তরে যদি উক্ত পরিস্থিতিতে 'তাওরিয়াহ' পরিহার করে প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা বলা হয়, তবুও তা হারাম নয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মিথ্যা বলার বৈধতার প্রমাণে উলামায়ে কিরাম উম্মে কুলসুম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন। উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপনকারী মিথ্যাবাদী নয়। সে হয় ভাল কথা পৌঁছায়, না হয় ভাল কথা বলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমে আছে উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তাঁকে মানুষের কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি, তিন ক্ষেত্র ছাড়া ঃ (১) যুদ্ধকালে (২) লোকেদের ঝগড়া মিটাবার ক্ষেত্রে ও (৩) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম বর্ধক) কথোপকথনে।

---

[১৯] মুসলিম ১৩৮৬, ৮৪৫, ১১৪৩, ২০৮৫, ২৭৯১, ৩২৩৬, ৩৩৫৪, ৪৬৭৪, ৬০৯৬, ৭০৪৭, মুসলিম ২২৭৫, তিরমিযী ২২৯৪, আহমাদ ১৯৫৯০, ১৯৫৯৫, ১৯৬৫২

٢٦٢- بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّثَبُّتِ فِيْمَا يَقُوْلُهُ وَيَحْكِيْهِ

পরিচ্ছেদ - ২৬২ : যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে কথাবার্তা বলা ও কোন কিছু নকল করে লেখার প্রতি উৎসাহ দান

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি বলেছেন, ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

(এ মর্মে মহান আল্লাহর এ বাণীও অনেকে উল্লেখ করে থাকেন, "হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" - সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)

١/١٥٥٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». رواه مسلم

১/১৫৫৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (বিনা বিচারে) তা-ই বর্ণনা করে।" *(মুসলিম)* [২০]

٢/١٥٥٦. وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَيْنَ » . رواه مسلم

২/১৫৫৬। সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সে দুই মিথ্যুকের একজন।" *(মুসলিম)*[২১]

٣/١٥٥٧. وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي ضَرَّةً فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ». متفق عَلَيْهِ

৩/১৫৫৭। আসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একটি মহিলা বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এক সতীন আছে, সুতরাং স্বামী আমাকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি, তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২]

'পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী' যে প্রকাশ করে যে, সে পরিতৃপ্ত, অথচ আসলে সে তা নয়। এখানে

---

[২০] মুসলিম ৫, আবূ দাউদ ৪৯৯২

[২১] সহীহুল বুখারী ১২৯১, তিরমিযী ২৬৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯, ৪১, আহমাদ ১৭৭৩৭, ১৭৭৭৬, ১৯৬৫০, ১৯৭১২, মুসলিম (ভূমিকা)

[২২] সহীহুল বুখারী ৫২১৯, মুসলিম ২১৩০, আবূ দাউদ ৪৯৯৭, আহমাদ ২৬৩৮১, ২৬৩৮৯, ২৬৪৩৭

উদ্দেশ্য হল, যে প্রকাশ করে যে, সে মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ সে তা লাভ করেনি। আর 'মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারী' হল সেই, যে লোকচক্ষুতে মেকী সাজে। লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সংসার-বিরাগী, আলেম অথবা ধনবান ব্যক্তির পোশাক পরিধান করে, অথচ সে তা নয়। এ ছাড়া অন্য কিছুও বলা হয়েছে। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

٢٦٣- بَابُ بَيَانِ غَلْظِ تَحْرِيمِ شَهَادَةِ الزُّوْرِ

পরিচ্ছেদ - ২৬৩ : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক। *(সূরা হজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق : ١٨]

অর্থাৎ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। *(ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر : ١٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজর ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ [الفرقان : ٧٢]

অর্থাৎ, (তারাই পরম দয়াময়ের দাস) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। *(সূরা ফুরক্বান ৭২ আয়াত)*

١٥٥٨/١. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ ؟ » قُلْنَا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ » وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « أَلاَ وَقَولُ الزُّورِ » فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ. متفق عَلَيْهِ

১/১৫৫৮। আবূ বাক্রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলুন হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা এবং মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা।" তারপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "শোন! আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" শেষোক্ত কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি অনুরূপ বলাতে আমরা (মনে মনে) বললাম, 'যদি তিনি চুপ হতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩]

---

[২৩] সহীহুল বুখারী ২৬৪৫, ৫৯৭৬, ৬২৭৩, ৬৯১৯, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, ২৩০১, ৩০১৯, আহমাদ ১৯৮৭২, ১৯৮৮১

٢٦٤- بَابُ تَحْرِيمِ لَعْنِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَوْ دَابَّةٍ

পরিচ্ছেদ - ২৬৪ : নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিসম্পাত করা ঘোর নিষিদ্ধ

١٥٥٩/١. عَنْ أَبِي زَيدٍ ثَابِتِ بنِ الضَّحَّاك الأَنصَارِيِّ ، وَهُوَ مِنْ أهلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُهُ، وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ». متفق عَلَيْهِ

১/১৫৫৯। আবূ যায়েদ সাবেত ইবনে যাহ্হাক আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 'বায়আতে রিয্ওয়ান' (হুদাইবিয়াহ সন্ধির সময়ে কুরাইশের বিরুদ্ধে কৃত প্রতিজ্ঞার) অন্যতম সদস্য ছিলেন; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত ভিন্ন ধর্মের মিথ্যা কসম খেল, তাহলে সে তেমনি হয়ে গেল, যেমন সে বলল। যে ব্যক্তি কোন বস্তু দ্বারা আত্মহত্যা করল, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেওয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, তার মানত পূরণ করা তার পক্ষে জরুরী নয়। আর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে **অভিসম্পাত করা**, তাকে হত্যা করার সমান।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪]

١٥٦٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً » . رواه مسلم

২/১৫৬০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোন মহাসত্যবাদীর জন্য **অভিসম্পাতকারী** হওয়া সঙ্গত নয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৫]

١٥٦١/٣. وَعَنْ أَبِي الدَّردَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ ، وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ ». رواه مسلم

৩/১৫৬১। আবূ দার্দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "**অভিসম্পাত-কারীরা** কিয়ামতের দিনে না সুপারিশকারী হবে, আর না সাক্ষ্যদাতা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২৬]

١٥٦٢/٤. وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ ، وَلاَ بِغَضَبِهِ ، وَلاَ بِالنَّارِ ». رواه أَبُو داود والترمذي ، وقال : « حديث حسن صحيح »

৪/১৫৬২। সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা একে অন্যের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তাঁর গযব এবং জাহান্নামের আগুন দ্বারা **অভিসম্পাত করো না**।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)* [২৭]

١٥٦٣/٥. وعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ

---

[২৪] সহীহুল বুখারী ১৩৬৪, ৪১৭১, ৪৮৪৩, ৬১০৫, ৬৬৫৩, মুসলিম ১১০, তিরমিযী ১৫৪৩, নাসায়ী ৩৭৭০, ৩৭৭১, ৩৮১৩, আবূ দাউদ ৩২৫৭, ইবনু মাজাহ ২০৯৮, আহমাদ ১৫৯৫০, ১৫৯৫৬

[২৫] মুসলিম ২৫৯৭, আহমাদ ৮২৪২, ৮৫৬৪

[২৬] মুসলিম ২৫৯৮, আবূ দাউদ ৪৯০৭, আহমাদ ২৬৯৮১

[২৭] আবূ দাউদ ৪৯০৬, তিরমিযী ১৯৭৬, ১৯৬৬২

الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ ». رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৫/১৫৬৩। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মু'মিন খোঁটা দানকারী, **অভিশাপকারী**, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না।" *(তিরমিযী -হাসান)* [২৮]

১٥٦٤/٦. وَعَنْ أَبِي الدَّرداءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً ، صَعَدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ ، فَتُغْلَقُ أَبوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيناً وَشِمَالاً ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغاً رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذلِكَ ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا** » . رواه أَبُو داود

৬/১৫৬৪। আবূ দার্দা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন বান্দা কোন জিনিসকে অভিসম্পাত করে, তখন সেই অভিশাপ আকাশের দিকে উঠে যায়। কিন্তু তার সামনে আকাশের দ্বার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, ফলে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। তখনও তার সামনে (পৃথিবীর) দরজা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। কাজেই ডানে-বামে (এদিক ওদিক) ফিরতে থাকে। পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়; যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়)। নচেৎ তা অভিশাপকারীর প্রতি ফিরে আসে।" *(আবু দাঊদ)* [২৯]

١٥٦٥/٧. وَعَنْ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : « **خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ** ». قَالَ عِمْرانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ . رواه مسلم

৭/১৫৬৫। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সফরে ছিলেন। আনসারী এক মহিলা এক উটনীর উপর সওয়ার ছিল। সে বিরক্ত হয়ে উটনীটিকে অভিসম্পাত করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শুনে (সঙ্গীদেরকে) বললেন, "এ উটনীর উপরে যা কিছু আছে সব নামিয়ে নাও এবং ওকে ছেড়ে দাও। কেননা, ওটি (এখন) অভিশপ্ত।" ইমরান বলেন, 'যেন আমি এখনো উঁটনীটিকে দেখছি, উটনীটি লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, আর কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না।' *(মুসলিম)* [৩০]

١٥٦٦/٨٩. وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ القَوْمِ . إِذْ بَصُرَتْ بِالنَّبِيِّ ﷺ ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **لاَ تُصَاحِبْنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ** » . رواه مسلم

৮/১৫৬৬। আবূ বার্যাহ নাযলাহ ইবনে উবাইদ আসলামী বলেন, একবার এক যুবতী মহিলা

---

[২৮] তিরমিযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, ৩৯৩৮

[২৯] আবূ দাউদ ৪৯০৫

[৩০] মুসলিম ২৫৯৫, আবূ দাউদ ২৫৫১, আহমাদ ১৯৩৫৮, ১৯৩৬৯, দারেমী ২৬৭৭

একটি উটনীর উপর সওয়ার ছিল। আর তার উপর লোকেদের (সহযাত্রীদের) কিছু আসবাব-পত্র ছিল। ইত্যবসরে মহিলাটি নবী ﷺ-কে প্রত্যক্ষ করল। আর লোকেদের জন্য পার্বত্য পথটি সংকীর্ণ বোধ হল। মহিলাটি উটনীকে (দ্রুত গতিতে চলাবার উদ্দেশ্যে) বলল, 'হাঃ! হে আল্লাহ! এর উপর অভিশাপ কর।' তা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ঐ উটনী যেন আমাদের সাথে না থাকে, যাকে অভিশাপ করা হয়েছে।" *(মুসলিম)* [৩১]

জেনে রাখুন যে, দৃশ্যতঃ এই হাদীসের অর্থের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দিতে পারে। অথচ এতে কোন জটিলতা নেই। কারণ, এর মর্মার্থ হল যে, উটনীটিকে অভিশাপ করা হয়েছে, অতএব তা যেন তাঁদের সাথে না থাকে। এর মানে এই নয় যে, উটনীটিকে যবেহ করা, বিক্রি করা, তার উপর আরোহণ করা ইত্যাদি নিষেধ। বরং এ সকল তথা অন্য সমস্ত প্রকার উপকার তার দ্বারা গ্রহণ করা বৈধ। যা নিষিদ্ধ হল, তা নবী ﷺ-এর কাফেলায় থাকা। সুতরাং তা ব্যতীত অবশিষ্ট দিকগুলি পূর্ববৎ বৈধ থাকবে।

٢٦٥- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِيْ غَيْرَ الْمُعَيَّنِيْنِ

পরিচ্ছেদ - ২৬৫ : অনির্দিষ্টরূপে পাপিষ্ঠদেরকে অভিসম্পাত করা বৈধ

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [هود : ١٨]

অর্থাৎ, সাবধান! অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। *(সূরা হূদ ১৮ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন, ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف : ٤٤]

অর্থাৎ, অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের নিকট ঘোষণা করবে, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। *(সূরা আ'রাফ ৪৪ আয়াত)*

সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ».

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে অপরের মাথায় নকল চুল জুড়ে দেয়। আর সেই নারীর উপরেও, যে অন্য নারীর দ্বারা (নিজ মাথায়) নকল চুল সংযুক্ত করায়।"

وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا ». তিনি বলেন, "আল্লাহ সূদখোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)।"

وأَنَّهُ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ. তিনি ছবি নির্মাতাকে অভিশাপ করেছেন।

وأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ ». أيْ حُدُودَهَا.

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জমি জায়গার সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন)।

---

[৩১] মুসলিম ২৫৯৬, আহমাদ ১৯২৯১

وأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ ».

তিনি বলেন, "আল্লাহ চোরকে অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে চোর ডিম চুরি করে।"

وأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ ».

তিনি বলেন, "যে নিজ মাতা-পিতাকে অভিশাপ ও ভর্ৎসনা করে তাকেও আল্লাহ অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন)।"

وَلَعَنَ اللهُ من ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ . "এবং সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ অভিশাপ করুন (অথবা করেছেন), যে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশু যবেহ করে।"

وَأَنَّه قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনায় কোন প্রকার বিদআত (আবিষ্কার) করে অথবা কোন বিদআতী লোককে আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্‌তামণ্ডলী এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।"

وأَنَّه قَالَ : « اَللّٰهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً ، وَذَكْوَانَ، وعُصَيَّةَ : عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ ». وهٰذِهِ ثَلاَثُ قَبَائِلَ مِنَ العَرَبِ .

তিনি এভাবে (বদ্দুআ) ক'রে বলেছেন, "হে আল্লাহ! রি'ল, যাকওয়ান ও উসাইয়াহ গোত্রসমূহের উপর অভিশাপ কর। কেননা, তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতা করেছে।" আর এ তিনটিই ছিল আরবের এক একটি গোত্রের নাম।

وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ».

তিনি বলেন, "আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিসম্পাত করুন (অথবা করেছেন), তারা তাদের পয়গম্বরদের সমাধিসমূহকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।"

وَأَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

তিনি সেই সকল পুরুষকেও অভিশাপ করেছেন, যারা নারীদের সাদৃশ্য ও আকৃতি গ্রহণ করে। তেমনি সেই সব নারীদেরকেও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষদের সাদৃশ্য ও আকৃতি অবলম্বন করে থাকে।

উক্ত বাণীসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে কিছু হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। আর কিছু হাদীস তার মধ্যে কোন একটিতে উদ্ধৃত হয়েছে। আমি এখানে তার প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে আভাস দিয়েছি মাত্র। উক্ত হাদীসগুলির অধিকাংশই এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখ করব ইনশা আল্লাহ।

٢٦٦- بَابُ تَحْرِيمِ سَبِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ

পরিচ্ছেদ - ২৬৬ : কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি-গালাজ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্‌যাব ৫৮ আয়াত)*

١٥٦٧/١. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». متفق عَلَيْهِ

১/১৫৬৭। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী (আল্লাহর অবাধ্যাচরণ) এবং তার সাথে লড়াই ঝগড়া করা কুফরী।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩২]

١٥٦٨/٢. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفِسْقِ أَوِ الكُفْرِ ، إلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ ، إنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ » . رواه البخاري

২/১৫৬৮। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, "যখন কোন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি 'ফাসেক' অথবা 'কাফের' বলে অপবাদ দেয়, তখনই তা তার উপরেই বর্তায়; যদি তার প্রতিপক্ষ তা না হয়।" *(বুখারী)* [৩৩]

١٥٦٩/٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « المُتَسَابَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى البَادِي مِنهُمَا حَتَّى يَعْتَدِي المَظْلُومُ ». رواه مسلم

৩/১৫৬৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আপোসে গালাগালিতে রত দু'জন ব্যক্তি যে সব কুবাক্য উচ্চারণ করে, সে সব তাদের মধ্যে সূচনাকারীর উপরে বর্তায়; যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি (প্রতিশোধ গ্রহণে) সীমা অতিক্রম করে।" *(মুসলিম)* [৩৪]

١٥٧٠/٤. وَعَنْهُ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شرِبَ قَالَ : « اِضرِبُوهُ ». قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ . فَلَمَّا انصَرَفَ ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ : أَخْزَاكَ اللهُ ! قَالَ : «لا تَقُولُوا هَذَا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ». رواه البخاري

৪/১৫৭০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ পান করেছে এমন এক ব্যক্তিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হাজির করা হল। তিনি আদেশ দিলেন, 'ওকে তোমরা মার।' আবূ হুরাইরা বলেন, (তাঁর আদেশ অনুযায়ী আমরা তাকে মারতে আরম্ভ করলাম।) আমাদের কেউ তাকে হাত দ্বারা মারতে লাগল, কেউ আপন জুতা দ্বারা, কেউ নিজ কাপড় দ্বারা। অতঃপর যখন সে ফিরে যেতে লাগল, তখন কিছু লোক বলে উঠল, 'আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক।' তা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এরূপ বলো না এবং ওর বিরুদ্ধে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।" *(বুখারী)* [৩৫]

---

[৩২] সহীহুল বুখারী ৪৮, ৬০৪৫, ৭০৭৬, মুসলিম ৬৪, তিরমিযী ১৯৮৩, ২৬৩৪, ২৬৩৫, নাসায়ী ৪১০৫, ৪১০৬, ৪১০৮-৪১১৩, ইবনু মাজাহ ৬৯, ৩৮৯৩, ৩৯৪৭, ৪১১৫, ৪১৬৭, ৪২৫০, ৪৩৩২, ৪৩৮০

[৩৩] সহীহুল বুখারী ৬০৪৫, মুসলিম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪, ২১০৬১

[৩৪] মুসলিম ২৫৮৭, আহমাদ ৭১৬৪, ৯৯৫৬, ১০৩২৫

[৩৫] সহীহুল বুখারী ৬৭৭৭, ৬৭৮১, আবূ দাউদ ৪৪৭৭, আহমাদ ৭৯২৬

١٥٧١/٥. وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ». متفق عَلَيْهِ

৫/১৫৭১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ মালিকানাধীন দাসের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তার উপর হদ্ (দণ্ডবিধি) প্রয়োগ করা হবে। তবে সে যা বলেছে, দাস যদি তাই হয় (তাহলে ভিন্ন কথা।)" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৬]

٢٦٧- بَابُ تَحْرِيْمِ سَبِّ الْأَمْوَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَمَصْلَحَةٍ شَرْعِيَّةٍ

পরিচ্ছেদ - ২৬৭ : মৃতদেরকে অন্যায়ভাবে শরয়ী স্বার্থ ছাড়াই গালি দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

শরয়ী স্বার্থ হচ্ছে এই যে, কোন বিদআতী বা ফাসেক (অনাচারী) মৃতব্যক্তির বিদআত ও ফাসেকী কার্যকলাপে তার অনুকরণ করা থেকে সতর্কীকরণ। এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আয়াত ও হাদীসসমূহ উল্লিখিত হয়েছে।

١٥٧٢/١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا » . رواه البخاري

১/১৫৭২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" (অর্থাৎ, তার ফল ভোগ করছে।) *(বুখারী)* [৩৭]

٢٦٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِيْذَاءِ

পরিচ্ছেদ - ২৬৮ : (অন্যায় ভাবে) কাউকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

١٥٧٣/١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৫৭৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত

[৩৬] সহীহুল বুখারী ৬৮৫৮, মুসলিম ১৬৬০, তিরমিযী ১৯৪৭, আবূ দাউদ ৫১৬৫, আহমাদ ৯২৮৩, ১০১১০
[৩৭] সহীহুল বুখারী ১৩৯৩, ৬৫১৬, নাসায়ী ১৯৩৬, আবূ দাউদ ৪৮৯৯, আহমাদ ২৪৯৪২, দারেমী ২৫১১

মুহাজির (দ্বীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ত্যাগ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৩৮]

١٥٧٤/٢. وَعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ » . رواه مسلم

২/১৫৭৪। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ, যা ৬৭৩ নম্বরে গত হয়েছে।)* [৩৯]

٢٦٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّقَاطُعِ وَالتَّدَابُرِ

পরিচ্ছেদ - ২৬৯ : পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন, [الحجرات : ١٠] ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজুরাত ৩-১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, [المائدة : ٥٤] ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

অর্থাৎ, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। *(সূরা মায়েদাহ ৫৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, [الفتح : ٢٩] ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। *(সূরা ফাত্‌হ ২৯ আয়াত)*

١٥٧٥/١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৫৭৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৪০]

---

[৩৮] সহীহুল বুখারী ১০, ৬৪৮৪, মুসলিম ৪০, নাসায়ী ৪৯৯৬, আবূ দাউদ ২৪৮১, আহমাদ ৬৪৫১, ৬৪৭৮, ৬৭১৪, ৬৭৫৩, ৬৭৬৭, ৬৭৭৪, ৬৭৯৬, ৬৮৭৩, দারেমী ২৭১৬

[৩৯] মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবূ দাউদ ৪২৪৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, আহমাদ ৬৪৬৫, ৬৭৫৪, ৬৭৭৬

[৪০] সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসলিম ২৫৫৯, তিরমিযী ১৯৩৫, আবূ দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৩

٢/١٥٧٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « تُفْتَحُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! أَنْظِرُوا هَذَينِ حَتَّى يَصْطَلِحَا ! » . رواه مسلم

وفي روايةٍ لَهُ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنَيْنِ » وذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/১৫৭৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। (ঐ দিনে) প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও, এদের দু'জনকে সন্ধি হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দাও।" *(মুসলিম)* [৪১]

অন্য বর্ণনায় আছে, "প্রত্যেক বৃহস্পতি ও সোমবারে আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়।" আর অবশিষ্ট হাদীসটি অনুরূপ।

٢٧٠- بَابُ تَحْرِيمِ الْحَسَدِ

পরিচ্ছেদ - ২৭০ : কারো হিংসা করা হারাম

হিংসা হল, কোন ব্যক্তির কোন নিয়ামত (সম্পদ বা মঙ্গল) তা দ্বীনী হোক অথবা পার্থিব, তার ধ্বংস কামনা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء : ٥٤]

অর্থাৎ, অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের হিংসা করে? *(সূরা নিসা ৫৪ আয়াত)*

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত (১৫৭৫নং) হাদীসটি পঠিতব্য।

١/١٥٧٧.وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ، أَوْ قَالَ العُشْبَ » رواه أبو داود .

১/১৫৭৭। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা থেকে দূরে থাক। কেননা হিংসা মানুষের উত্তম কাজগুলো এভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেভাবে আগুন শুকনো কাঠ বা ঘাস ছাই করে ফেলে। (আবূ দাঊদ)[৪২]

---

[৪১] মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ ১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, ১৬৮৭

[৪২] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদে নাম না নেয়া বর্ণনাকারী রয়েছেন। দেখুন "য'ঈফা" (১৯০২)। তিনি হচ্ছেন বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনু আবী উসায়েদের দাদা। এ দাদা মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। আর ইমাম বুখারী বলেন: হাদীসটি সহীহ্ নয়।*

٢٧١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّجَسُّسِ وَالتَّسَمُّعِ لِكَلَامِ مَنْ يَكْرَهُ اِسْتِمَاعَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৭১ : অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা, অপরের অপছন্দ সত্ত্বেও তার কথা কান পেতে শোনা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ وَلاَ تَجَسَّسُوا ﴾ [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, তোমরা অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

١٥٧٨/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً كَمَا أَمَرَكُمْ . المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا التَّقْوَى هاهُنَا » وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ « بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ . إنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ » .

وَفِي رواية : « لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً ».

وفي رواية : « لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخْوَاناً ».

وَفِي رِوَايَة : « وَلاَ تَهَاجَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » . رواه مسلم بكلّ هذِهِ الروايات، وروى البخاريُّ أَكْثَرَهَا .

১/১৫৭৮। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা কুধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। কারণ কুধারণা সব চাইতে বড় মিথ্যা কথা। অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, অপরের জাসূসী করো না, একে অপরের সাথে (অসৎ কাজে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও; যেমন তিনি তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না এবং তাকে তুচ্ছ ভাববে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (এই সাথে তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।) কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার

জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দেহ ও আকার-আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, অপরের জাসূসী করো না, অপরের গোপনীয় দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না, পরস্পরের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।"

আর এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও।"

অন্য আরো এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো না এবং অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না।" *(এ সবগুলি মুসলিম বর্ণনা করেছেন এবং এর অধিকাংশ বর্ণনা করেছেন বুখারী)* [৪৩]

١٥٧٩/٢. وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ » . حديث صحيح ، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/১৫৭৯। মুআবিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যদি তুমি মুসলমানদের গুপ্ত দোষগুলি খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি ক'রে দেবে অথবা তাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উপক্রম হবে।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সানাদ)* [৪৪]

١٥٨٠/٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً ، فَقَالَ : إِنَّا قَدْ نُهِيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ، نَأْخُذْ بِهِ . حديث حسن صحيح ، رواه أَبُو داود بإسنادٍ عَلَى شَرْطِ البخاري ومسلم

৩/১৫৮০। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তাঁর নিকট একটি লোককে নিয়ে আসা হল এবং তার সম্পর্কে বলা হল যে, 'এ লোকটি অমুক, এর দাড়ি থেকে মদ ঝরছে।' ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমাদেরকে জাসূসী করতে (গুপ্ত দোষ খুঁজে বেড়াতে) নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কোন (প্রমাণ) আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমরা তা দিয়ে তাকে পাকড়াও করব।' *(হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ দাঊদ)* [৪৫]

٢٧٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

পরিচ্ছেদ - ২৭২ : অপ্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি কুধারণা করা নিষেধ

---

[৪৩] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, তিরমিযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, ৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী ২১৭৫

[৪৪] আবূ দাউদ ৪৮৮৮

[৪৫] আবূ দাউদ ৪৮৯০

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ [الحجرات : ١٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। *(সূরা হুজুরাত ১২ আয়াত)*

١٥٨١/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৫৮১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৪৬]

٢٧٣- بَابُ تَحْرِيمِ اِحْتِقَارِ الْمُسْلِمِيْنَ

পরিচ্ছেদ - ২৭৩ : মুসলমানদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَومٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات : ١١]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! একদল পুরুষ যেন অপর একদল পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং একদল নারী যেন অপর একদল নারীকেও উপহাস না করে; কেননা যাদেরকে উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণী দল অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা (এ ধরনের আচরণ হতে) নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন, ﴿وَيلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لمزَةٍ﴾ [الهمزة : ١]

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। *(সূরা হুমাযাহ ১ আয়াত)*

١٥٨٢/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ» . رواه مسلم

১/১৫৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে **তুচ্ছ ভাবে**।" *(মুসলিম, হাদীসটি ইতোপূর্বে দীর্ঘ আকারে*

---

[৪৬] সহীহুল বুখারী ৫১৪৪, ৬০৬৪, ৬০৬৬, ৬৭২৪, মুসলিম ১৪১৩, ২৫৬৩, তিরমিযী ১৯৮৮, ইবনু মাজাহ ৩২৩৯-৩২৪২, আবূ দাউদ ৩২৮০, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭৪, আহমাদ ৭২৯২, ৭৬৪৩, ৭৬৭০, ৭৭৯৮, ৭৮১৫, ৮২৯৯, ৮৫০৫, ৮৮৬৫, ৮৮৭৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, ১৬৮৪, দারেমী ২১৭৫

অতিবাহিত হয়েছে।) [৪৭]

١٥٨٣/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : « لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : « إنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ ، الكِبْرُ : بَطَرُ الحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ » . رواه مسلم

২/১৫৮৩। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (এ কথা শুনে) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষ তো পছন্দ করে যে, তার কাপড়-চোপড় সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, (তাহলে সেটাও কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা ও **মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান** করা।" *(মুসলিম, হাদীসটি 'অহংকার' পরিচ্ছেদে ৬১৭ নম্বরে উল্লিখিত হয়েছে।)* [৪৮]

١٥٨٤/٣. وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : « قَالَ رَجُلٌ : وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ، فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ! فَإنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رواه مسلم

৩/১৫৮৪। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "একজন বলল, 'আল্লাহর কসম! **আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না**।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, 'কে সে আমার উপর কসম খায় এ মর্মে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। আমি তাকেই ক্ষমা করলাম এবং তোর (শপথকারীর) কৃতকর্ম নষ্ট করে দিলাম!" *(মুসলিম)* [৪৯]

٢٧٤- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُسْلِمِ

পরিচ্ছেদ - ২৭৪ : কোন মুসলিমের দুঃখ-কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ করা নিষেধ

আল্লাহ বলেছেন, ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

---

[৪৭] মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯, ৪১৭৩, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮

[৪৮] মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮, ১৯৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, ইবনু মাজাহ ৫৯

[৪৯] মুসলিম ২৬২১

Contents

١/١٥٨٥.وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيْكَ » رواه الترمذي وقال : حديث حسنٌ .

১/১৫৮৫। ওয়াসিলাহ্ ইবনুল আসক্বা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ তার প্রতি করুনা করবেন এবং ঐ তোমাকে বিপদে নিমজ্জিত করবেন। (তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)[৫০]

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত **'অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান'** নামক পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত (১৫৭৮নং) হাদীস বিদ্যমান। যাতে আছে, "প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্ভ্রম ও সম্পদ অপর মুসলমানের উপর হারাম।" ---আল হাদীস।

٢٧٥– بَابُ تَحْرِيْمِ الطَّعْنِ فِي الْأَنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِيْ ظَاهِرِ الشَّرْعِ

পরিচ্ছেদ - ২৭৫ : শরয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত কারো বংশে খোঁটা দেওয়া হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

١/١٥٨٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ». رواه مسلم

১/১৫৮৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকের মধ্যে দু'টি এমন দোষ রয়েছে, যা আসলে কাফেরদের (আচরণ) ঃ বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম)*[৫১]

٢٧٦– بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ وَالْخِدَاعِ

পরিচ্ছেদ - ২৭৬ : জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি হারাম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإِثماً مُبِيناً ﴾

---

[৫০] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এটি মাকহূলের আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত।*
ইমাম বুখারী বলেন : মাকহূল সহাবী ওয়াসিলাহ্ (রাযি) হতে শ্রবণ করেননি। আবূ হাতিম রাযীও ইমাম বুখারীর সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "য'ইফাহ্" (৫৪২৬)

[৫১] মুসলিম ৬৭, তিরমিযী ১০০১, আহমাদ ৭৮৯৪৮, ৮৬৮৮, ৯১০১, ৯২৯১, ৯৩৯৭, ৯৫৬২, ১০০৫৭, ১০৪২৮, ১০৪৯০

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

١/١٥٨٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « **مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا** ». رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : « **مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟** » قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « **أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا** » .

১/১৫৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম)*[৫২]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (বাজারে) এক খাদ্যরাশির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাতে নিজ হাত ঢুকালেন। তিনি আঙ্গুলে অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, "ওহে ব্যাপারী! এ কি ব্যাপার?" ব্যাপারী বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওতে বৃষ্টি পড়েছে।' তিনি বললেন, "ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? (জেনে রেখো!) যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

٢/١٥٨٨. وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « **لاَ تَنَاجَشُوا** ». متفق عَلَيْهِ

২/১৫৮৮। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "(ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য ক্রেতা আকৃষ্ট ক'রে) দালালি করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৩]

٣/١٥٨٩. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، نَهَى عَنِ النَّجْشِ . متفق عَلَيْهِ

৩/১৫৮৯। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) 'নবী (ﷺ) (ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি করার) দালালি করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৫৪]

---

[৫২] মুসলিম ১০১, ইবনু মাজাহ ২৫৭৫, আহমাদ ৮১৫৯, ২৭৫০০ (দ্বিতীয়াংশ) মুসলিম ১০২, তিরমিযী ১৩১৫, ইবনু মাজাহ ২২৪, আহমাদ ৭২৫০, ২৭৫০০

[৫৩] সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, ২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসলিম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, তিরমিযী ১১৩৪, ১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯, ৩২৪০, ৩২৪১, ৩২৪২, ৪৪৮৭, ৪৪৯০, ৪৪৮৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, ৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৮৫০৫, ৮৭১৩, ৮৭৮০, ৮৮৭৬, ৯০১৩, ৯০৫৫, ৯৬১১, ৯৯০৬, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১ দারেমী ২১৭৫, ২৫৫৩

[৫৪] সহীহুল বুখারী ২১৪২, ৬৯৬৩, মুসলিম ১৫১৬, নাসায়ী ৪৪৯৭, ৪৫০৫, ইবনু মাজাহ ২১৭৩, আহমাদ ৫৮২৮, ৬৪১৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯২

١٥٩٠/٤. وَعَنْهُ ، قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ » . متفق عَلَيْهِ

৪/১৫৯০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি লোক এসে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নিবেদন করল যে, সে ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা খায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যার সাথে তুমি কেনা-বেচা করবে, তাকে বলে দেবে যে, ধোঁকা যেন না হয়।" (অর্থাৎ, আমার পণ্য বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার থাকবে।) *(বুখারী ও মুসলিম)*[৫৫]

١٥٩١/٥ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ ، أَوْ مَمْلُوكَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا » . رواهُ أَبُو داود

৫/১৫৯১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে কারো স্ত্রী অথবা কারো ভৃত্যকে প্ররোচনা বা প্রলোভন দ্বারা নষ্ট করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাঊদ)*[৫৬]

٢٧٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

পরিচ্ছেদ - ২৭৭ : চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন, [المائدة : ١] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর। *(সূরা মায়েদাহ ১ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, [الإسراء : ٣٤] ﴿ وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾

অর্থাৎ, আর প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ঈস্রাঈল ৩৪ আয়াত)*

١٥٩٢/١. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » . متفق عَلَيْهِ .

১/১৫৯২। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র বিন আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক্ব গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

---

[৫৫] সহীহুল বুখারী ২১১৭, ২৪০৭, ২৪১৪, ৬৯৬৪, মুসলিম ১৫৩৩, নাসায়ী ৪৪৮৪, আবূ দাউদ ৩৫০০, আহমাদ ৫০১৫, ৫২৪৯, ৫৩৮২, ৫৪৯১, ৫৮২০, ৬০৯৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৩

[৫৬] আবূ দাউদ ৫১৭০

৫৭

٢/١٥٩٣. وعَنِ ابنِ مَسعودٍ ، وَابنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ - رَضِيَ الله عَنهُم - قَالُوا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৫৯৩। ইবনে মাসঊদ, ইবনে উমার ও আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে (বিশেষ) পতাকা নির্দিষ্ট হবে। বলা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির (বিশ্বাসঘাতকতার) প্রতীক।" *(বুখারী, মুসলিম)* [৫৮]

٣/١٥٩٤. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ ، أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ » . رواه مسلم

৩/১৫৯৪। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের পাছায় একটা পতাকা থাকবে, যাকে তার বিশ্বাসঘাতকতা অনুপাতে উঁচু করা হবে। জেনে রেখো! রাষ্ট্রনায়কের (বিশ্বাসঘাতক হলে তার) চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর অন্য কেউ হতে পারে না।" *(মুসলিম)* [৫৯]

٤/١٥٩٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « قَالَ الله تَعَالَى : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » . رواه البخاري

৪/১৫৯৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; (১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। (২) সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি ক'রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। (৩) সে ব্যক্তি, যে কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না।" *(বুখারী)* [৬০]

٢٧٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ২৭৮ : কাউকে কিছু দান বা অনুগ্রহ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করা নিষেধ

[৫৭] সহীহুল বুখারী ৩৪, ২৪৫৯, ৩১৭৮, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০ আবূ দাউদ ৪৫৮৮, আহমাদ ৬৭২৯, ৬৮২৫, ৬৮৪০

[৫৮] সহীহুল বুখারী ৩১৮৬, ৩১৮৭, ৩১৮৮, ৬১৭৭, ৬১৭৮, ৬৯৬৬, ৭১১১, মুসলিম ১৭৩৬, ১৭৩৭, ইবনু মাজাহ ২৮৭২, আহমাদ ৩৮৯০, ২৯৪৯, ৪১৮৯, ১২০৩৫, ১২১০৯, ১৩২০০, ১৩৪৪৬, দারেমী ২৫৪২

[৫৯] মুসলিম ১৭৩৮, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ২৮৭৩, আহমাদ ১০৬৫১, ১০৭৫৯, ১০৯১০, ১০৯৫৮, ১১০৩৫, ১১১৯৩, ১১২২২, ১১২৬৯, ১১৩৮৪

[৬০] সহীহুল বুখারী ২২২৭, ২২৭০, ইবনু মাজাহ ২৫৪২, আহমাদ ৮৪৭৭

আল্লাহ তাআলা বলেন, [البقرة : ٢٦٤] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট ক'রে দিও না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلاَ أَذىً ﴾ [البقرة : ٢٦٢]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে অতঃপর যা ব্যয় করে, তার কথা বলে বেড়ায় না (এবং ঐ দানের বদলে কাউকে) কষ্টও দেয় না, (তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।) *(সূরা বাক্বারাহ ২৬২ আয়াত)*

١/١٥٩٦. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « **ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ : خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « **المُسْبِلُ ، وَالمَنَّانُ ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ** » . رواه مسلم

وفي رِوايةٍ لَهُ : « **المُسْبِلُ إِزَارَهُ** » يَعْنِي : المُسْبِلَ إِزَارَهُ وَثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيَلاَءِ .

১/১৫৯৬। আবূ যার্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী (ﷺ) বললেন, "কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।" বর্ণনাকারী বলেন, এরূপ তিনি তিনবার বললেন। তখন আবূ যার্র বললেন, 'ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল?' রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "যে (পায়ের) গাঁটের নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে, **দান করে যে প্রচার করে বেড়ায়** এবং মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।" (মুসলিম) [৬১]

এর অন্য বর্ণনায় আছে, "যে গাঁটের নীচে লুঙ্গি ঝুলিয়ে পরে।" এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার লুঙ্গি, কাপড় ইত্যাদি অহংকারের সাথে গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

٢٧٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْاِفْتِخَارِ وَالْبَغْيِ

পরিচ্ছেদ - ২৭৯ : গর্ব ও বিদ্রোহাচরণ করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন, [النجم: ٣٢] ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(সূরা নাজ্ম ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

---

[৬১] মুসলিম ১০৬, তিরমিযী ১২১১, নাসায়ী ২৫৬৩, ২৫৬৪, ৪৪৫৮, ৪৪৫৯, ৫৩৩৩, আবূ দাউদ ৪০৮৭, ইবনু মাজাহ ২২০৮, আহমাদ ২০৮১১, ২০৮৯৫, ২০৯২৫, ২০৯৭০, ২১০৩৪, দারেমী ২৬০৫

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। *(সূরা শূরা ৪২ আয়াত)*

١٥٩٧/١. وَعَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ». رواه مسلم

১/১৫৯৭। ইয়ায ইবনে হিমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মহান আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা পরস্পরের প্রতি নম্রতা ও বিনয় ভাব প্রদর্শন কর। যাতে কেউ যেন অন্যের প্রতি অত্যাচার না করতে পারে এবং কেউ কারো সামনে গর্ব প্রকাশ না করে।" *(মুসলিম)*[৬২]

بغي শব্দের অর্থ ঃ সীমালংঘন করা, অত্যাচার করা, বিদ্রোহাচরণ করা ইত্যাদি।

١٥٩٨/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». رواه مسلم

২/১৫৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি (গর্বভরে) বলে, লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে গেল, সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।" *(মুসলিম)*[৬৩]

প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী (أَهْلَكُهُمْ) 'কাফ' বর্ণে পেশ হবে। (যার অর্থ হবে ঃ সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ধ্বংসোন্মুখ।) 'কাফ' বর্ণে যবর দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। (যার অর্থ ঃ সেই তাদেরকে ধ্বংস করল।) 'সবাই উচ্ছন্নে গেল বা ধ্বংস হয়ে গেল' বলা সেই বক্তির জন্য নিষেধ, যে গর্বভরে সকলকে অবজ্ঞা করে ও নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ঐ কথা বলে। এটাই হল হারাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি লোকদের মধ্যে দ্বীনদারীর অভাব প্রত্য করে দ্বীনী আবেগের বশীভূত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করার মানসে ঐ কথা মুখ থেকে বের করে, তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। উলামাগণ এরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উক্ত ব্যাখ্যাকারী উলামাগণের মধ্যে ইমাম মালেক ইবনে আনাস, খাত্ত্বাবী, হুমাইদী (রহঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আমি আমার 'আযকার' নামক গ্রন্থে তার উপর আলোকপাত করেছি।

٢٨٠- بَابُ تَحْرِيْمِ الْهُجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا لِبِدْعَةٍ فِي الْمَهْجُوْرِ أَوْ تَظَاهُرٍ بِفِسْقٍ أَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ২৮০ : তিনদিনের অধিক এক মুসলিমের অন্য মুসলিমের সাথে কথা-বার্তা বন্ধ রাখা হারাম। তবে যদি বিদআতী, প্রকাশ্য মহাপাপী ইত্যাদি হয়, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার কথা ভিন্ন

[৬২] মুসলিম ২৮৬৫, আবূ দাউদ ৪৮৯৫, ইবনু মাজাহ ৪১৭৯, আহমাদ ১৭০৩০, ১৭৮৭৪

[৬৩] মুসলিম ২৬২৩, আবূ দাউদ ৪৯৮৩, আহমাদ ৮৩০৯, ৯৬৭৮, ১০৩১৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৫

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠],

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾ [المائدة : ٢],

অর্থাৎ, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে তোমরা একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

١٥٩٩/١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৫৯৯। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা পরস্পর সম্পর্ক-ছেদ করো না, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর হিংসা করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬৪]

١٦٠٠/٢. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৬০০। আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন এ এ দিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৬৫]

١٦٠١/٣. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً ، إلاَّ امْرَءاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيَقُولُ : اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا » . رواه مسلم

৩/১৬০১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। সুতরাং প্রত্যেক সেই বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থাপন করেনি। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা থাকে। (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দু'জনকে সন্ধি করা

---

[৬৪] সহীহুল বুখারী ৬০৫৬, ৬০৭৬, মুসলিম ২৫৫৯, তিরমিযী ১৯৩৫, আবূ দাউদ ৪৯১০, আহমাদ ১১৬৬৩, ১২২৮০, ১২৬৪০, ১২৭৬৭, ১২৯৪১, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৩

[৬৫] সহীহুল বুখারী ৬০৭৭, ৬২৩৭, মুসলিম ২৫৬০, তিরমিযী ১৯৩২, আবূ দাউদ ৪৯১১, আহমাদ ২৩০১৭, ২৩০৬৪, ২৩০৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮২

পর্যন্ত অবকাশ দাও।" *(মুসলিম)* [৬৬]

١٦٠٢/٤. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ » . رواه مسلم

৪/১৬০২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আরব দ্বীপে নামাযী (মুসলিম)রা তার পূজা করবে। তবে (এ বিষয়ে সুনিশ্চিত) যে, সে তাদের মধ্যে উস্কানি দিয়ে (উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত করতে সফল হবে।)" *(মুসলিম)* [৬৭]

١٦٠٣/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ ، دَخَلَ النَّارَ » . رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط البخاري ومسلم

৫/১৬০৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য এ কাজ বৈধ নয় যে, তার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তিন দিনের ঊর্ধ্বে কথাবার্তা বন্ধ রাখবে এবং সেই অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাঊদ বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে)* [৬৮]

١٦٠٤/٦. وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسلَمِيِّ . وَيُقَالُ : السُّلَمِيّ الصَّحَابِيِّ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৬/১৬০৪। আবূ খিরাশ হাদরাদ ইবনে আবূ হাদরাদ আসলামী, মতান্তরে সুলামী সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে ব্যক্তি তার কোন (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে বছরব্যাপী বাক্যালাপ বন্ধ করবে, তা হবে তার রক্তপাত ঘটানোর মত।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৬৯]

١٦٠٥/٧.وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : « لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَّهْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ ، فَلْيَلْقَهُ ، وَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَدِ اشْتَرَكَا فِيْ الْأَجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ ». رواهُ أبو داود بإسنادٍ حسن . قال أبـو داود : إذا كانَـتِ الهجْرَةُ للهِ تعالى فَلَيْس مِنْ هذَا فِي شيْءٍ .

৭/১৬০৫। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন মু'মিন লোকের পক্ষে অন্য কোন মু'মিন লোককে তিনদিনের বেশি ত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়। তিন দিন অতিক্রম

---

[৬৬] মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, ২০২৩, আবূ দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ ১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, ৮১৬১, ৮৯৪৬, ৯৯০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৮৬, ১৬৮৭

[৬৭] মুসলিম ২৮১২, তিরমিযী ১৯৩৭, আহমাদ ১৩৯৭৫, ১৪৪০২, ১৪৫২৩, ১৪৬১৮

[৬৮] আবূ দাউদ ৪৯১২, ৪৯১৪, মুসলিম ২৫৬২, আহমাদ ৮৮৪৮

[৬৯] আবূ দাউদ ৪৯১৫, আহমাদ ১৭৪৭৬

হওয়ার পর যদি সাক্ষাৎ করে ও তাকে সালাম দেয় এবং অপরজনও সালামের জবাব দেয়, তবে দু'জনই সাওয়াব পাবে। যদি সে সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে গুনাহগার হবে এবং সালামকারী ত্যাগ করার গুনাহ থেকে পরিত্রাণ যাবে। (আবূ দাঊদ হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)[৭০]

٢٨١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَنَاجِيْ اِثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَهُوَ أَنْ يَّتَحَدَّثَا سِرًّا بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُمَا، وَفِيْ مَعْنَاهُ مَا إِذَا تَحَدَّثَ اِثْنَانِ بِلِسَانٍ لَا يَفْهَمُهُ

পরিচ্ছেদ - ২৮১ : তিনজনের একজনকে ছেড়ে দু'জনের কানাকানি

কোনস্থানে একত্রে তিনজন থাকলে, একজনকে ছেড়ে তার অনুমতি না নিয়ে দু'জনে কানাকানি করা (বা প্রথম ব্যক্তিকে গোপন ক'রে কোন কথা বলাবলি করা) নিষেধ। তবে প্রয়োজনবশতঃ এমন গোপনভাবে কোন গুপ্ত কথা বলা যে, যাতে তৃতীয়জন যেন তা না শুনতে পায়, তাহলে তা বৈধ। অনুরূপ দু'জনের এমন ভাষায় কথা বলা যা তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না, তাও নিষিদ্ধের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ বলেছেন, ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [المجادلة : ١٠]

অর্থাৎ, গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা। *(সূরা মুজাদিলাহ ১০ আয়াত)*

١٦٠٦/١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ » . متفق عَلَيْهِ .

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ : قَالَ أَبُو صَالِحٍ : قُلْتُ لابنِ عُمرَ : فَأَرْبَعَةً ؟ قَالَ : لاَ يَضُرُّكَ.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطأ": عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بنُ عُقْبَةَ الَّتِي فِي السُّوقِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ ، وَلَيْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي ، فَدَعَا ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الثَّالِثِ الَّذِي دَعَا : اسْتَأْخِرَا شَيْئاً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ : « لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ » .

১/১৬০৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন (কোন স্থানে) একত্রে তিনজন থাকবে, তৃতীয়জনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৭১]

উক্ত হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (স্বীয় গ্রন্থে) বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন, আবূ স্বালেহ বলেন,

---

[৭০] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এর সনদে হিলাল মাদানী রয়েছেন। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না। দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (২০২৯)।*

[৭১] সহীহুল বুখারী ৬২৮৮, মুসলিম ২১৮৩, আবূ দাউদ ৪৮৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৬, আহমাদ ৪৫৫০, ৪৬৭১, ৪৮৫৬, ৫০০৩, ৫০২৬, ৫২৩৬, ৫৪০২, ৬০২১, ৬১৯০, ৬৩০২, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৫৬, ১৮৫৭

আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যদি (একত্রে) চারজন হয় (তাহলে দু'জনে কানাকানি করা বৈধ কি না)?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

ইমাম মালেক উক্ত হাদীসকে তাঁর 'মুঅত্তা' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি ও ইবনে উমার খালেদ ইবনে উক্ববার বাজারের বাড়ির নিকট অবস্থান করছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক এসে পৌঁছল, যার ইচ্ছা ছিল ইবনে উমারের সাথে কানে কানে কিছু বলবে। আর ইবনে উমারের সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতরাং ইবনে উমার তৃতীয় একজন লোককে ডাকলেন। পরিশেষে আমরা মোট চারজন হয়ে গেলে তিনি আমাকে ও আহূত তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, 'তোমরা একটু সরে দাঁড়াও। কেননা, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি যে, "(একত্রে তিনজন থাকলে) একজনকে ছেড়ে যেন দু'জনে কানাকানি না করে।"

١٦٠٧/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً ، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৬০৭। ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন (একত্রে) তিনজন থাকবে, তখন লোকেদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া অবধি একজনকে ছেড়ে দু'জনে যেন কানাকানি না করে। কারণ, এতে (ত্যক্ত ব্যক্তিকে) মনঃকষ্টে ফেলা হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭২]

٢٨٢- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَعْذِيْبِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى قَدْرِ الْأَدَبِ

পরিচ্ছেদ - ২৮২ : দাস-দাসী, পশু, নিজ স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়েকে শরয়ী কারণ ছাড়া আদব দেওয়ার জন্য যতটুকু জরুরী তার থেকে বেশি শাস্তি দেওয়া নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾

অর্থাৎ, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। *(সূরা নিসা ৩৬ আয়াত)*

١٦٠٨/١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا

---

[৭২] সহীহুল বুখারী ৬২৯০, মুসলিম ২১৮৪, তিরমিযী ২৮২৫, আবূ দাউদ ৪৮৫১, ইবনু মাজাহ ৩৭৭৫, আহমাদ ৩৫৫০, ৪০২৯, ৪০৮২, ৪০৯৫, ৪১৬৪, ৪৪১০, ৪৪২২, দারেমী ২৬৫৭

حَتَّى مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا ، إِذْ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৬০৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৩]

١٦٠٩/٢. وَعَنْهُ : أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً . متفق عَلَيْهِ

২/১৬০৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৪]

١٦١٠/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ . متفق عَلَيْهِ

৩/১৬১০। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [৭৫]

١٦١١/٤. وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ سُوَيدِ بن مُقَرِّنٍ ﷺ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رواه مسلم. وفي رواية: «سَابِعَ إِخْوَةٍ لِي».

৪/১৬১১। আবূ আলী সুয়াইদ ইবনে মুক্বার্রিন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি লক্ষ্য করেছি যে, মুক্বার্রিনের সাত ছেলের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম। আমাদের একটি মাত্র দাসী ছিল। তাকে আমাদের ছোট ভাই চড় মেরেছিল। তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তাকে মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ করলেন।' *(মুসলিম)* [৭৬] অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আমার ভাইদের মধ্যে আমি সপ্তম ছিলাম।'

١٦١٢/٥. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاماً لِي بِالسَّوْطِ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً مِنْ

---

[৭৩] সহীহুল বুখারী ২৩৬৫, ৩৩১৮, ৩৪৮২, মুসলিম ২২৪২, দারেমী ২৮১৪

[৭৪] সহীহুল বুখারী ৫৫১৪, ৫৫১৫, মুসলিম ১৯০৮, নাসায়ী ৪৪৪১, ৪৪৪২, আহমাদ ৪৬০৮, ৪৯৯৮, ৫২২৫, ৫৫৬২, ৫৬৪৯, ৫৭৬৭, ৬২২৩, দারেমী ১৯৭৩

[৭৫] সহীহুল বুখারী ৫৫১৩, মুসলিম ১৯৫৬, নাসায়ী ৪৪৩৯, আবূ দাউদ ২৮১৬, ইবনু মাজাহ ৩১৮৬, আহমাদ ১১৭৫১, ১২৩৩৫, ১২৪৫১, ১২৫৭০

[৭৬] মুসলিম ১৬৫৮, তিরমিযী ১৫৪২, আবূ দাউদ ৫১৬৬, ৫১৬৬, ৫১৬৭, আহমাদ ১৫২৭৬, ২৩২২৮

خَلْفِي : « اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ » فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ : « اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الغُلامِ » . فَقُلْتُ : لاَ أَضْرِبُ مَمْلُوكاً بَعْدَهُ أَبَداً . وَفِي رِوَايَةٍ : فَسَقَطَ السَّوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَيْبَتِهِ . وَفِي رِوَايَةٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَ : « أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ ، لَلَفَحَتْكَ النَّارُ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ» . رواه مسلم بهذه الروايات .

৫/১৬১২। আবূ মাসঊদ বাদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল, তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি বলছিলেন, 'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, 'এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।'

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন ক'রে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ করত।" *(মুসলিম)* [৭৭]

١٦١٣/٦. وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ غُلاَمَاً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ ، أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » . رواه مسلم

৬/১৬১৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত ক'রে দেবে।" *(মুসলিম)* [৭৮]

١٦١٤/٧. وَعَنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّه مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي الخَرَاجِ - وَفِي رِوَايَةٍ : حُبِسُوا فِي الجِزْيَةِ - فَقَالَ هِشَامٌ : أَشهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاس فِي الدُّنْيَا». فَدَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا. رواه مسلم

৭/১৬১৪। হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, সিরিয়ায় এমন কিছু চাষী লোকের নিকট দিয়ে তাঁর যাত্রা হচ্ছিল, যাদেরকে রোদে দাঁড় করিয়ে তাদের মাথার উপর তেল ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কী?' বলা হল, 'ওদেরকে জমির কর (আদায় না দেওয়ার) জন্য সাজা দেওয়া হচ্ছে।' অন্য বর্ণনায় আছে যে, 'রাজস্ব (আদায় না করার) কারণে ওদেরকে বন্দী করা

[৭৭] মুসলিম ১৬৫৯, তিরমিযী ১৯৪৮, আবূ দাউদ ৫১৫৯, আহমাদ ১৬৬৩৮, ২১৮৪৫, ২১৮৪৯

[৭৮] মুসলিম ১৬৫৭, আবূ দাউদ ৬১৬৮, আহমাদ ৪৭৬৯, ৫০৩১, ৫২৪৪

হয়েছে।' হিশাম বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকেদেরকে কষ্ট দেবেন, যারা লোকেদেরকে কষ্ট দেয়।" অতঃপর হিশাম আমীরের নিকট গিয়ে এ হাদীসটি শুনালেন। তিনি তাদের সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলেন এবং তাদেরকে মুক্ত ক'রে দিলেন। *(মুসলিম)* [৭৯]

١٦١٥/٨. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الوَجْهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ فَقَالَ : « واللهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَجْهِ ». وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ . رواه مسلم

৮/১৬১৫। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন একটি গাধা দেখতে পেলেন, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তা দেখে তিনি অত্যধিক অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি ওর চেহারা থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অঙ্গে দাগব। (আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে চিহ্ন দেব।)" অতঃপর তিনি নিজ গাধা সম্পর্কে নির্দেশ করলেন এবং তার পাছায় দাগা হল। সুতরাং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি (গাধার) পাছা দেগেছিলেন। *(মুসলিম)* [৮০]

١٦١٦/٩. وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ». رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الوَجْهِ، وَعَنِ الوَسْمِ فِي الوَجْهِ.

৯/১৬১৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর নিকট দিয়ে একটি গাধা অতিক্রম করল, যার চেহারা দাগা হয়েছিল। তখন তিনি বললেন, "যে এর চেহারা দেগেছে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক।" *(মুসলিম)* [৮১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ চেহারায় মারতে ও দাগতে নিষেধ করেছেন।'

٢٨٣- بَابُ تَحْرِيمِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ حَتَّى النَّمْلَةَ وَنَحْوَهَا

পরিচ্ছেদ - ২৮৩ : যে কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়েকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া নিষেধ

١٦١٧/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْثٍ، فَقَالَ : « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَناً وَفُلاناً » لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا « فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: «إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلاناً وَفُلاناً ، وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ الله ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا ». رواه البخاري .

১/১৬১৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একবার আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠালেন এবং কুরাইশ বংশীয় দুই ব্যক্তির নাম নিয়ে আদেশ দিলেন

---

[৭৯] মুসলিম ২৬১৩, আবূ দাউদ ৩০৪৫, আহমাদ ১৪৯০৬, ১৪৯১০, ১৫৪১৯

[৮০] মুসলিম ২১১৮

[৮১] মুসলিম ২১১৭, তিরমিযী ১৭১০, আবূ দাউদ ২৫৬৪, আহমাদ ১৪০১৫, ১৪০৫০, ১৪৬২৮

যে, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুককে পাও, তাহলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিও।' অতঃপর যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে অমুক অমুক লোককে আগুন দিয়ে জ্বালাতে বলেছিলাম। কিন্তু আগুন দিয়ে জ্বালানোর শাস্তি কেবল আল্লাহই দেন। বিধায় তোমরা যদি তাদেরকে পাও, তাহলে তাদেরকে হত্যা ক'রে দিও।" *(বুখারী)* [৮২]

١٦١٨/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ ، فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا ، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : « مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ ، رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا » . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : « مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا : نَحْنُ، قَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ » . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/১৬১৮। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা আছে। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদে)র আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, "এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।" তারপর তিনি পিঁপড়ের একটি গর্ত দেখতে পেলেন, যেটাকে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তা দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এ গর্তটি কে জ্বালাল?" আমরা জবাব দিলাম যে, 'আমরা (জ্বালিয়েছি)।' তিনি বললেন, "আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৮৩]

٢٨٤- بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ غَنِيٍّ بِحَقٍّ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ

পরিচ্ছেদ - ২৮৪ : পাওনাদারের পাওনা আদায়ে ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা বৈধ নয়

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٣]

অর্থাৎ, যদি তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস কর, তাহলে যাকে বিশ্বাস করা হয় (যার কাছে আমানত রাখা হয়) সে যেন (বিশ্বাস বজায় রেখে) আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩ আয়াত)*

١٦١٩/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى

---

[৮২] সহীহুল বুখারী ৩০১৬, তিরমিযী ১৫৭১, আবূ দাউদ ২৬৭৩, আহমাদ ৮০০৭, ৮২৫৬, ৯৫৩৪, দারেমী ২৪৬১
[৮৩] আবূ দাউদ ২৬৭৫, আহমাদ ৩৮২৫

مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৬১৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হবে, তখন তার উচিত, তার অনুসরণ করা।" (অর্থাৎ তার কাছে ঋণ তলব করা।) *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৪]

٢٨٥- بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدِ الْإِنْسَانِ فِيْ هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَى الْمَوْهُوْبِ لَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৮৫ : উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয় কাজ

যে দানের বস্তু গ্রহীতাকে আদৌ অর্পণ করা হয়নি, তা ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয়। আর নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান করার পর---তা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আর না হোক---তা পুনরায় ফেরৎ নেওয়া অবৈধ। অনুরূপভাবে সাদকা, যাকাত বা কাফ্ফারা স্বরূপ কোন বস্তু কাউকে দেওয়ার পর তার নিকট থেকে দাতার সরাসরি খরিদ করা অপছন্দনীয়। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার নিকট থেকে যদি তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে তা ক্রয় করলে কোন ক্ষতি নেই।

١/١٦٢٠. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ . وفي رواية : « مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ » . وفي روايةٍ : « العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » .

১/১৬২০। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাদকার মাল ফেরৎ নেয় তার উদাহরণ ঠিক ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর আবার তা ভক্ষণ করে।"

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, "দান ক'রে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত।"

٢/١٦٢١. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : « لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৬২১। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একটি ঘোড়া ছিল, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে) দান করলাম। যার কাছে এটা ছিল, সে এটাকে নষ্ট ক'রে দিল। (অর্থাৎ, যথোচিত যত্ন করতে না পারলে ঘোড়াটি রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ল)। ফলে আমি তা

---

[৮৪] সহীহুল বুখারী ২২৮৭, ২২৮৮, ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪, তিরমিযী ১৩০৮, নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪০৩, আহমাদ ৭২৯১, ৭৪৮৮, ৮৬৭৯, ৮৭১৫, ৯৬৭৬, ২৭৭৭৮, ২৭৩৯২, ২৭২৩৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৭, দারেমী ২৫৮৬

[৮৫] সহীহুল বুখারী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ১৬২২, তিরমিযী ১২৯৮, নাসায়ী ৩৬৯৩-৩৭০৫, ৩৭১০, আবূ দাউদ ৩৫৩৮, ইবনু মাজাহ ২৩৮৫, আহমাদ ১৮৭৫, ২১২০, ২২৫০, ২৫২৫, ২৬১৭, ৩০০৬, ৩২১১

مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৬১৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ের ব্যাপারে) টাল-বাহানা করা অন্যায়। আর তোমাদের কাউকে যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা ক'রে দেওয়া হবে, তখন তার উচিত, তার অনুসরণ করা।" (অর্থাৎ তার কাছে ঋণ তলব করা।) *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৪]

٢٨٥- بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدِ الْإِنْسَانِ فِيْ هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَى الْمَوْهُوْبِ لَهُ

পরিচ্ছেদ - ২৮৫ : উপহার বা দানের বস্তু ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয় কাজ

যে দানের বস্তু গ্রহীতাকে আদৌ অর্পণ করা হয়নি, তা ফেরৎ নেওয়া অপছন্দনীয়। আর নিজ সন্তানদেরকে কোন কিছু দান করার পর---তা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক আর না হোক---তা পুনরায় ফেরৎ নেওয়া অবৈধ। অনুরূপভাবে সাদকা, যাকাত বা কাফ্ফারা স্বরূপ কোন বস্তু কাউকে দেওয়ার পর তার নিকট থেকে দাতার সরাসরি খরিদ করা অপছন্দনীয়। তবে হ্যাঁ, গ্রহীতার নিকট থেকে যদি তা অন্য কারো কাছে হস্তান্তরিত হয়, তবে তা ক্রয় করলে কোন ক্ষতি নেই।

١٦٢٠/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ . وفي رواية : « مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ » . وفي روايةٍ : « العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » .

১/১৬২০। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[৮৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি সাদকার মাল ফেরৎ নেয় তার উদাহরণ ঠিক ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে তারপর আবার তা ভক্ষণ করে।"

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, "দান ক'রে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত।"

١٦٢١/٢. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : « لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৬২১। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একটি ঘোড়া ছিল, যা আমি আল্লাহর রাস্তায় (ব্যবহারের জন্য এক মুজাহিদকে) দান করলাম। যার কাছে এটা ছিল, সে এটাকে নষ্ট ক'রে দিল। (অর্থাৎ, যথোচিত যত্ন করতে না পারলে ঘোড়াটি রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়ল)। ফলে আমি তা

[৮৪] সহীহুল বুখারী ২২৮৭, ২২৮৮, ২৪০০, মুসলিম ১৫৬৪, তিরমিযী ১৩০৮, নাসায়ী ৪৬৮৮, ৪৬৯১, আবূ দাউদ ৩৩৪৫, ইবনু মাজাহ ২৪০৩, আহমাদ ৭২৯১, ৭৪৮৮, ৮৬৭৯, ৮৭১৫, ৯৬৭৬, ২৭৭৭৮, ২৭৩৯২, ২৭২৩৯, মুওয়াত্তা মালিক ১৩৯৭, দারেমী ২৫৮৬

[৮৫] সহীহুল বুখারী ২৫৮৯, ২৬২১, ২৬২২, ৬৯৭৫, মুসলিম ১৬২২, তিরমিযী ১২৯৮, নাসায়ী ৩৬৯৩-৩৭০৫, ৩৭১০, আবূ দাউদ ৩৫৩৮, ইবনু মাজাহ ২৩৮৫, আহমাদ ১৮৭৫, ২১২০, ২২৫০, ২৫২৫, ২৬১৭, ৩০০৬, ৩২১১

কিনে নিতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি সস্তা দামে বিক্রি করবে। (এ সম্পর্কে) আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার (দেওয়া) সাদকাহ ফিরিয়ে নিয়ো না; যদিও সে তোমাকে তা এক দিরহামের বিনিময়ে দিতে চায়। কেননা, দান করে ফেরৎ গ্রহণকারী ব্যক্তি, বমি করে পুনর্ভক্ষণকারীর মত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৬]

٢٨٦- بَابُ تَأْكِيدِ تَحْرِيمِ مَالِ الْيَتِيمِ

পরিচ্ছেদ - ২৮৬ : এতীমের মাল ভক্ষণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾

অর্থাৎ; নিশ্চয় যারা পিতৃহীন (এতীম)দের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা আসলে নিজেদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে। আর অচিরেই তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। *(সূরা নিসা ১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام : ١٥٢]

অর্থাৎ, পিতৃহীন (অনাথ) বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة : ٢٢٠]

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে পিতৃহীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, তাদের উপকারের চেষ্টা করাই উত্তম। আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলে মিশে থাক, তাহলে তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী ও কে অনিষ্টকারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২২০ আয়াত)*

١٦٢٢/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ ! » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». متفق عَلَيْهِ

১/১৬২২। আবূ হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে দূরে থাক।" লোকেরা বলল, 'সেগুলো কী কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, (১) "আল্লাহর সাথে শির্ক করা। (২) যাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। (৪) সূদ খাওয়া। (৫) **এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা**। (৬) ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করা। (৭) সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিন নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [৮৭]

---

[৮৬] সহীহুল বুখারী ২৬২৩, ১৪৯০, ২৬৩৬, ২৯৭০, ৩০০৩, মুসলিম ১৬২০, তিরমিযী ৬৬৮, নাসায়ী ২৬১৫, ২৬১৬, আবূ দাউদ ১৫৯৩, ইবনু মাজাহ ২৩৯০, ২৩৯২, আহমাদ ১৬৭, ২৬০, ২৮৩, ৩৮৬, মুওয়াত্তা মালিক ৬২৪, ৬২৫

[৮৭] সহীহুল বুখারী ২৭৬৭, ২৭৬৬, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী ৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪

Contents

٢٨٧- بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الرِّبَا

পরিচ্ছেদ - ২৮৭ : সূদ খাওয়া সাংঘাতিক হারাম কাজ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾

"যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দণ্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ব্যবসা তো সূদের মতই।' অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সূদকে অবৈধ করেছেন। অতএব যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে তারপর সে (সূদ খাওয়া থেকে) বিরত হয়েছে, সুতরাং (নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে) যা অতীত হয়েছে তা তার (জন্য ক্ষমার্হ হবে), আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কিন্তু যারা পুনরায় (সূদ খেতে) আরম্ভ করবে, তারাই দোযখবাসী; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। ....হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা বর্জন কর; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। তোমরা কারো উপর অত্যাচার করবে না এবং নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৯ আয়াত)*

এ বিষয়ে সহীহ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ অনেক হাদীস বিদ্যমান। তার মধ্যে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত (১৬২১নং) হাদীসটি অন্যতম।

١/١٦٢٣. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ . رَوَاهُ مُسلِمٌ

زَادَ التِّرمِذِي وَغَيرُهُ : وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .

১/১৬২৩। ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদখোর ও সূদদাতাকে অভিশাপ করেছেন।' *(মুসলিম)* [৮৮]

তিরমিযী ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ এ শব্দগুলি বর্ধিত আকারে বর্ণিত করেছেন, 'এবং সূদের সাক্ষীদ্বয় ও সূদের লেনদেন লেখককে (অভিশাপ করেছেন।)'

٢٨٨- بَابُ تَحْرِيْمِ الرِّيَاءِ

পরিচ্ছেদ - ২৮৮ : 'রিয়া' (লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ) হারাম

---

[৮৮] মুসলিম ১৫৯৭, তিরমিযী ১২০৬, নাসায়ী ৩৪১৬, আবূ দাউদ ৩৩৩৩, ইবনু মাজাহ ২২৭৭, আহমাদ ৩৭১৭, ৩৭২৯, ৩৭৯৯, ৩৮৭১, ৪০৭৯, ৪২৭১, ৪৩১৫, ৪৪১৪, দারেমী ২৫৩৫

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ [البقرة : ٢٦٤]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। *(সূরা বাকারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২)*

١/١٦٢٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » . رواه مسلم

১/১৬২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) *(মুসলিম)* [৮৯]

٢/١٦٢٥. وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟

[৮৯] সহীহুল বুখারী ২৯৮৫, ইবনু মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৩৯, ৯৩৩৬

قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ » . رواه مسلم

২/১৬২৫। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)* [৯০]

١٦٢٦/٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ نَاساً قَالُوا لَهُ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلاَطِينِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ بِخِلاَفِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رواه البخاري

৩/১৬২৬। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, কিছু লোক তাঁর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা

---

[৯০] মুসলিম ১৯০৫, তিরমিযী ২৩৮২, নাসায়ী ৩১৩৭, আহমাদ ৮০৮৭

আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?)' ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উত্তর দিলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।' *(বুখারী)* [৯১]

١٦٢٧/٤. وَعَنْ جُنْدُبِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سُفيَان ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ » . متفق عَلَيْهِ . ورواه مسلم أيضاً من رواية ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا .

৪/১৬২৭। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুফয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম, মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন।)* [৯২]

** 'যে ব্যক্তি শোনাবে' অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। 'আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। 'যে ব্যক্তি দেখাবে' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্হ হয়। 'আল্লাহ তা দেখিয়ে দিবেন' অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে অপমানিত) করবেন।

١٦٢٨/٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ » يَعْنِي : رِيحَهَا. رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ

৫/১৬২৮। আবূ হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবূ দাউদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)* [৯৩]

আর এ মর্মে আরো প্রসিদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

٢٨٩- بَابُ مَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ رِيَاءٌ وَلَيْسَ بِرِيَاءٍ

পরিচ্ছেদ - ২৮৯ : যাকে লোক 'রিয়া' বা প্রদর্শন ভাবে অথচ তা প্রদর্শন নয়

١٦٢٩/١. وَعَنْ أَبِي ذرٍ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ الَّذِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ ». رواه مسلم

১/১৬২৯। আবূ যার্র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল; বলুন, 'যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক'রে থাকে (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ।" *(মুসলিম)* [৯৪]

---

[৯১] সহীহুল বুখারী ৭১৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৫, আহমাদ ৫৭৯৫

[৯২] সহীহুল বুখারী ৭১৫২, ৬৪৯৯, মুসলিম ২৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৪২০৭, আহমাদ ১৮৩৩০

[৯৩] ইবনু মাজাহ ২৫২, আবূ দাউদ ২৬৬৪, আহমাদ ৮২৫২

[৯৪] মুসলিম ২৬৪২, ইবনু মাজাহ ৪২২৫, আহমাদ ২০৮৭২, ২০৯৬৬

(আমলকারীর মনে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে; লোক-সমাজে তার সুনাম হলেও তা 'রিয়া' বলে গণ্য হবে না। বরং তা হবে তার সওয়াবের একটি অংশ সত্বর প্রতিদান।)

٢٩٠- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَمْرَدِ الْحَسَنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ

পরিচ্ছেদ - ২৯০ : বেগানা নারী এবং কোন সুদর্শন বালকের দিকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাকানো হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন, ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور : ٣٠]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে। *(সূরা নূর ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء : ٣٦]

অর্থাৎ, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾ [غافر : ١٩]

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্র ১৪ আয়াত)*

١٦٣٠/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ : العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا ، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ » . متفق عَلَيْهِ . هَذَا لفظ مسلمٍ ، ورواية البخاري مختصرةٌ .

১/১৬৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন; যা সে অবশ্যই পাবে। সুতরাং চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।" *(মুসলিম)* [৯৫]

١٦٣١/٢. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ ! » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ ، نَتَحَدَّثُ فِيهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ

---

[৯৫] সহীহুল বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২, মুসলিম ২৬৫৭, আবূ দাউদ ২১৫২, আহমাদ ৭৬৬২, ৮১৫৬, ৮৩২১, ৮৩৩৪, ৮৩৯২, ৮৬২৬, ৯০৭৬, ৯২৭৯

الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالأَمرُ بِالمَعْرُوفِ ، وَالنَّهيُ عَنِ المُنْكَرِ ». متفق عَلَيْهِ

২/১৬৩১। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওখানে আমাদের বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আমরা (ওখানে) বসে বাক্যালাপ করি।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "যদি তোমরা রাস্তায় বসা ছাড়া থাকতে না পার, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর।" তারা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন, "দৃষ্টি অবনত রাখা, (অপরকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ভাল কাজের আদেশ দেওয়া ও মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৯৬]

('কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা' যেমন, পরচর্চা-পরনিন্দা করা, কুমন্তব্য করা, কুধারণা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা এবং রাস্তা আগলে সংকীর্ণ করার মাধ্যমে পথচারীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।)

١٦٣٢/٣. وَعَنْ أَبِي طَلحَةَ زَيدِ بنِ سَهلٍ ﷺ قَالَ : كُنَّا قُعُوداً بِالأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : « مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اِجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ » فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأسٍ ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ ، وَنَتَحَدَّثُ . قَالَ : « إِمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّهَا : غَضُّ البَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَحُسْنُ الكَلاَمِ » . رواه مسلم

৩/১৬৩২। আবূ ত্বালহা যায়েদ ইবনে সাহ্ল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ঘরের বাইরে অবস্থিত প্রাঙ্গনে বসে কথাবার্তায় রত ছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সেখানে) এসে আমাদের নিকট দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমরা রাস্তায় বৈঠক করছ? তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" আমরা নিবেদন করলাম, 'আমরা তো এখানে এমন উদ্দেশ্যে বসেছি, যাতে (শরীয়তের দৃষ্টিতে) কোন আপত্তি নেই। আমরা এখানে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা ও কথাবার্তা বলার জন্য বসেছি।' তিনি বললেন, "যদি রাস্তায় বসা ত্যাগ না কর, তাহলে তার হক আদায় কর। আর তা হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া এবং সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলা।" *(মুসলিম)* [৯৭]

١٦٣٣/٤. وَعَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن نَظرِ الفَجْأَةِ فَقَالَ: «اِصْرِفْ بَصَرَكَ». رواه مسلم

৪/১৬৩৩। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আচমকা দৃষ্টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" *(মুসলিম)* [৯৮]

١٦٣٤/٥.وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَهُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وَذَلِكَ بَعْدَ أنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « اِحْتَجِبَا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمىٰ : لَا يُبْصِرُنَا ، وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟ » رواه أبو داود والترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.

---

[৯৬] সহীহুল বুখারী ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম ১২১১, ২১১৬, আবূ দাউদ ৪৮১৫, আহমাদ ১০৯১৬, ১১০৪৪, ১১১৯২

[৯৭] মুসলিম ২১৬১, আহমাদ ১৫৯৩২

[৯৮] মুসলিম ২১৫৯, তিরমিযী ২৭৭৬, আবূ দাউদ ২১৪৮, আহমাদ ১৮৬৭৯, ১৮৭১৫, দারেমী ২৬৪৩

৫/১৬৩৪। উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ছিলাম। তখন তাঁর নিকট মাইমুনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতুম এসে হাজির হন। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার পরবর্তী ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ "তার সম্মুখে পর্দা কর। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদেরকে দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ? তাকে কি তোমরা দেখতে পাও না?" (আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন)[৯৯]

١٦٣٥/٦. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الواحِدِ » . رواه مسلم

৬/১৬৩৫। আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কোন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে যেন না তাকায়। কোন নারী অন্য নারীর গুপ্তস্থানের দিকে যেন না তাকায়। কোন পুরুষ অন্য পুরুষের সঙ্গে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। (অনুরূপভাবে) কোন নারী, অন্য নারীর সাথে একই কাপড়ে যেন (উলঙ্গ) শয়ন না করে। *(মুসলিম)* [১০০]

٢٩١- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

পরিচ্ছেদ - ২৯১ : বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্রবাস করার নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب : ٥٣]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। *(সূরা আহযাব ৫৩ আয়াত)*

١٦٣٦/١. وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ! » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : « الحَمْوُ المَوْتُ ! » . متفق عَلَيْهِ

১/১৬৩৬। উক্ববা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা (বেগানা) নারীদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" (এ কথা শুনে) জনৈক আনসারী নিবেদন করল, 'স্বামীর আত্মীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম (বিপজ্জনক)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০১]

---

[৯৯] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এরূপই বলেছেন। আর এর সনদের মধ্যে উম্মু সালামার দাস নাবহান রয়েছেন। তার ব্যাপারে অজ্ঞতা রয়েছে। অর্থাৎ তিনি মাজহূল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "আররাদ্দুল মুফহিম" (১/৬২ হা নং ৫)।*

[১০০] মুসলিম ৩৩৮, আহমাদ ১১২০৭

[১০১] সহীহুল বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১, আহমাদ ১৬৮৯৬, ১৬৯৪৫, দারেমী ২৬৪২

**'স্বামীর আত্মীয়' যেমন, তার ভাই, ভাইপো, চাচাতো (মামাতো, খালাতো ফুফাতো) ভাই ইত্যাদি।

(প্রকাশ থাকে যে, স্বামীর ছোট ভাই কোন মুসলিম মহিলার 'দেওর' 'দেবর' বা দ্বিতীয় বর হতে পারে না। মহিলার উচিত, তাকে দ্বিতীয় বর বা উপহাসের পাত্র মনে না করে নিজ ছোট ভাই সম গণ্য করা। যেমন ঐ ভাইয়ের উচিত, ভাবীকে 'ভাবের ই' মনে না করে নিজ বড় বোন সম গণ্য করা।)

١٦٣٧/٢. وعَنِ ابنِ عباس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَخْلُونَّ أَحَدكُمْ بامْرَأَةٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৬৩৭। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মাহরামের উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে নির্জনবাস না করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১০২]

(যার সাথে চিরতরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম, তাকেই মাহরাম বা এগানা বলে। আর এর বিপরীত যার সাথে কোনও সময় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন জায়েয, তাকেই গায়র মাহরাম বা বেগানা বলে।)

١٦٣٨/٣. وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى » ثُمَّ التَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ ؟». رواه مسلم

৩/১৬৩৮। বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের পক্ষে মুজাহিদদের স্ত্রীদের মর্যাদা তাদের নিজেদের মায়ের মর্যাদার মত। স্বগৃহে অবস্থানকারী লোকেদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদ ব্যক্তির পরিবারের প্রতিনিধিত্ব (দেখা-শুনা) করে, অতঃপর তাদের ব্যাপারে সে তার খেয়ানত ক'রে বসে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে মুজাহিদের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে এবং সে তার নেকীসমূহ থেকে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছামত নেকী নিয়ে নেবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমাদের ধারণা কী? (সে কি তখন তার কাছ থেকে নেকী নিতে ছাড়বে?)" *(মুসলিম)* [১০৩]

٢٩٢ - بَابُ تَحْرِيمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَتَشَبُّهِ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ فِيْ لِبَاسٍ وَحَرَكَةٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ২৯২ : বেশ-ভূষায়, চাল-চলন ইত্যাদিতে নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণ হারাম

١٦٣٩/١. عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ

---

[১০২] সহীহুল বুখারী ১৮৬২, ৩০০৬, ৩০৬১, ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১

[১০৩] মুসলিম ১৮৯৭, নাসায়ী ৩১৮৯, ৩১৯০, ৩১৯১, আবূ দাউদ ২৪৯৬, আহমাদ ২২৪৬৮, ২২৪৯৫

مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ . رواه البخاري

১/১৬৩৯। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' *(বুখারী)* [১০৪]

١٦٤٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةِ ، وَالمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

২/১৬৪০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) সেই পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন, যে মহিলার পোশাক পরে এবং সেই মহিলাকে অভিসম্পাত করেছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।' *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সনদ)*[১০৫]

١٦٤١/٣. وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ». رواه مسلم

৩/১৬৪১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেছেন, "দুই প্রকার জাহান্নামী লোক আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করিনি (অর্থাৎ, পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে) ঃ (১) এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। (২) এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরবে যে, (বাস্তবে) উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত। এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং তার সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে।" *(মুসলিম)* [১০৬]

উক্ত হাদীসে كَاسِيَات عَارِيَات এর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, তারা আল্লাহর নেয়ামতের লেবাস পরে থাকবে, কিন্তু তাঁর শুকর আদায় থেকে নগ্ন বা শূন্য হবে। অথবা তারা এমন পোশাক পরবে, যাতে তারা তাদের দেহের কিছু অংশ ঢাকবে এবং সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রকাশের জন্য কিছু অংশ বের ক'রে রাখবে। অথবা তারা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের ভিতরের চামড়ার রঙ বুঝা যাবে।

مَائِلاَت مُمِيلاَت এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তারা আল্লাহর আনুগত্য এবং যা হিফাযত করা দরকার তার হিফাযতের পথ থেকে বিচ্যুত থাকবে। আর তারা অপরকে তাদের ঐ নিন্দনীয় কর্ম

---

[১০৪] সহীহুল বুখারী ৫৮৮৫, ৫৮৮৬, ৬৮৩৬, তিরমিযী ২৭৮৪, আবূ দাউদ ৪০৯৭৮, ৪৯৩০, ইবনু মাজাহ ১৯০৪, আহমাদ ১৯৮৩, ২০০৭, ২১২৪, ২২৬৩, ২২৯১, ৩১৪১, ৩৪৪৮, দারেমী ২৬৪৯

[১০৫] আবূ দাউদ ৪০৯৮, আহমাদ ৮১১০

[১০৬] মুসলিম ২১২৮, আহমাদ ৮৪৫১, ৯৩৩৮৮

শিক্ষা দেবে। অথবা তারা হেলে-দুলে অহংকারের সাথে চলাফিরা করবে এবং নিজেদের কাঁধ বাঁকা করবে। অথবা তারা বেশ্যাদের মত টেরা করে চুলের সিঁথি কাটবে এবং অপরের সিঁথিও অনুরূপ টেরা ক'রে কেটে দেবে।

'তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত' অর্থাৎ, মাথার চুলের সাথে (পরচুলা বা বস্ত্রখণ্ডের) টেসেল বেঁধে বড় করে খোঁপা বাঁধবে। (এরা সকলে জাহান্নামী হবে।)

٢٩٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالْكُفَّارِ

পরিচ্ছেদ - ২৯৩ : শয়তান ও কাফেরদের অনুকরণ করা নিষেধ

١/١٦٤٢. عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِالشِّمَالِ » . رواه مسلم .

১/১৬৪২। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা বাম হাতে আহার করো না। কারণ, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে।" *(মুসলিম)*[১০৭]

٢/١٦٤٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » . رواه مسلم

২/১৬৪৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে অবশ্যই আহার না করে এবং তা দিয়ে অবশ্যই পানও না করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার ক'রে থাকে।" *(মুসলিম)*[১০৮]

٣/١٦٤٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارى لاَ يَصْبِغُونَ ، فَخَالِفُوهُمْ» . متفق عَلَيْهِ

৩/১৬৪৪। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ইহুদী-খৃষ্টানরা (দাড়ি-মাথার চুলে) কলপ লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।" (অর্থাৎ, তোমরা তা লাগাও।) *(বুখারী ও মুসলিম)*[১০৯]

উদ্দেশ্য হল, হলুদ অথবা লাল রঙ দিয়ে দাড়ি ও মাথার চুল রঙানো। পক্ষান্তরে কালো কলপ ব্যবহার নিষিদ্ধ। যেমন পরবর্তী পরিচ্ছেদে সে কথা উল্লেখ করব---ইন শাআল্লাহু তাআলা।

---

[১০৭] মুসলিম ২০১৯, ইবনু মাজাহ ৩২২৮, আহমাদ ১৩৭০৪, ১৩৭৬৬, ১৪০৪৩, ১৪০৯৫, ১৪১৭৭, ১৪২৯৫, ১৪২৯৫, ১৪৪৪২, ১৪৭৩৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৭১১

[১০৮] মুসলিম ২০২০, তিরমিযী ১৭৯৯, ১৮০০, আবূ দাউদ ৩৭৭৬, আহমাদ ৪৫২৩, ৪৮৭১, ৫৪১০, ৫৮১৩, ৬০৮২, ৬০৮২, ৬১৪৯, ৬২৯৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৭১২, দারেমী ২০৩০

[১০৯] সহীহুল বুখারী ৩৪৬২, ৫৮৯৯, মুসলিম ২১০৩, নাসায়ী ৫০৬৯, ৫০৭১, ৫০৭২, ৪২০৩, ইবনু মাজাহ ৩৬২১, আহমাদ ৭২৩২, ৭৪৮৯, ৮০২২, ৮৯৫৬

٢٩٤- بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ

পরিচ্ছেদ - ২৯৪ : কালো কলপ ব্যবহার নর-নারী সকলের জন্য নিষিদ্ধ

١٦٤٥/١. عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ**» . رواه مسلم

১/১৬৪৫। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পিতা আবূ কুহাফাকে, মক্কা বিজয়ের দিনে এমন অবস্থায় আনা হল যে, তার মাথা ও দাড়ি 'সাগামাহ' ঘাসের (সাদা ফুলের) মত সাদা ছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এ (সাদা রঙ) পরিবর্তন কর। আর কালো রং থেকে দূরে থাকো।" *(মুসলিম)* [১১০]

٢٩٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ دُوْنَ بَعْضٍ ، وَإِبَاحَةِ حَلْقِهِ كُلِّهِ لِلرَّجُلِ دُوْنَ الْمَرْأَةِ

পরিচ্ছেদ - ২৯৫ : মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা ও কিছু অংশ ছেড়ে রাখা অবৈধ। পুরুষ সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করতে পারে; কিন্তু নারীর জন্য তা বৈধ নয়।

١٦٤٦/١. عَنِ ابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عن القَزَعِ . متفق عَلَيْهِ

১/১৬৪৬। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথার কিছু অংশ নেড়া করতে ও কিছু অংশে চুল রেখে দিতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১১]

١٦٤٧/٢. وَعَنْه، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «**احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ**». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

২/১৬৪৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি শিশুকে দেখলেন যে, তার মাথার কিছু চুল কামানো হয়েছে এবং কিছু চুল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। (এরূপ দেখে) তিনি তাদের (লোকদের)কে এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "(হয়) সম্পূর্ণ মাথার চুল চেঁছে দাও; না হয় সম্পূর্ণ মাথার চুল রেখে দাও।" *(আবূ দাউদ, বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীন সূত্রে)* [১১২]

١٦٤٨/٣. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثاً ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : « لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ اليَوْمِ » ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي » فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ ، فَقَالَ: «

---

[১১০] মুসলিম ২১০২, নাসায়ী ৫০৭৬, ৫২৪২, আবূ দাউদ ৪২০৪, ইবনু মাজাহ ৩৬২৪, আহমাদ ১৩৯৯৩, ১৪০৪৬, ১৪২৩১

[১১১] সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, ৫২২৮-৫২৩১, অদা ৪১৯৩, ৪১৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, আহমাদ ৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৮১২, ৬৪২৩

[১১২] সহীহুল বুখারী ৫৯২০, ৫৯২১, মুসলিম ২১২০, নাসায়ী ৫০৫০, ৫০৫১, ৫২২৮-৫২৩১, আবূ দাউদ ৪১৯৩, ৪১৯৪, ৪১৯৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৩৭, ৩৬৩৮, আহমাদ ৪৪৫৯, ৪৯৫৩, ৫১৫৩, ৫৩৩৩, ৫৫২৩, ৫৫২৫, ৫৫৮৩, ৫৮১২, ৬৪২৩

ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ » فَأَمَرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم

৩/১৬৪৮। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জা'ফরের পরিবারকে (তার শাহাদৎ বরণের সময় শোক পালনের উদ্দেশ্যে) তিনদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তাদের কাছে এসে বললেন, "তোমরা আজ থেকে আমার ভাইয়ের জন্য কান্না করবে না।" তারপর বললেন, "আমার জন্য আমার ভাইপোদেরকে ডেকে দাও।" সুতরাং আমাদেরকে (রসূলুল্লাহ-এর সামনে) এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হল, যেন আমরা পাখীর ছানা। অতঃপর তিনি বললেন, "নাপিত ডেকে নিয়ে এসো।" (সে উপস্থিত হলে) তাকে (আমাদের চুল কামানোর জন্য) আদেশ করলেন। সে আমাদের মাথা নেড়া ক'রে দিল। *(আবু দাঊদ, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ সনদসূত্রে)* [১১৩]

١٦٤٩/٤.وعَن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى رسُول اللهِ ﷺ أنْ تَحْلِقَ المَرأةُ رَأسَهَا . رواهُ النّسائي .

৪/১৬৪৯। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীদেরকে তাদের মাথার চুল মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী)[১১৪]

٢٩٦- بَابُ تَحْرِيمِ وَصْلِ الشَّعْرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَهُوَ تَحْدِيْدُ الأَسْنَانِ

পরিচ্ছেদ - ২৯৬ : (মহিলাদের কৃত্রিম রূপচর্চা)

নকল চুল বা পরচুলা লাগানো, উলকি উৎকীর্ণ করা (চামড়ায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়ে তাতে রং ঢেলে নক্সা আঁকা বা নাম লেখা) সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘষে সরু করা বা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾

অর্থাৎ, তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল দেবীদের পূজা করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।' (আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।) *(সূরা নিসা ১১৭-১১৯ আয়াত)*

١٦٥٠/١. وَعَنْ أَسمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي

---

[১১৩] আবূ দাউদ ৪১৯২, নাসায়ী ৫২২৭, আহমাদ ১৭৫৩

[১১৪] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এর সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে বলে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। আমি "য'ঈফাহ্" গ্রন্থে (নং ৬৭৮) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।*

أَصَابَتْهَا الحَصْبَةُ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا ، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا ، أَفَأَصِلُ فِيهِ ؟ فَقَالَ : « لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ » .

متفق عليه . وفي روايةٍ : « الوَاصِلَةَ ، والمُسْتَوْصِلَةَ » .

১/১৬৫০। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার মেয়ে এক প্রকার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আর আমি তার বিয়েও দিয়েছি। এখন কি আমি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দেব?' তিনি বললেন, "যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যার লাগানো হয় উভয় মহিলাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৫]

অন্য বর্ণনায় আছে, "যে মহিলা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে লাগাতে বলে (তাদের উভয়কে আল্লাহ অভিসম্পাত করুন বা করেছেন।)"

١٦٥١/٢. وعَنْ عائشة رضي اللهعنْهَا نَحْوُهُ ، متفقٌ عليه.

২/১৬৫১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেও উক্তরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১১৬]

١٦٥٢/٣. وَعَنْ حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَانِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ﷺ ، عامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ : يَا أَهْلَ المَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ ، وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ » . متفق عليه

৩/১৬৫২। হুমাইদ ইবনে আব্দুর রাহমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি হজ্জ করার বছরে মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন---ঐ সময়ে তিনি জনৈক দেহরক্ষীর হাত থেকে এক গোছা চুল নিজ হাতে নিয়ে বললেন, 'হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এরূপ জিনিস (ব্যবহার) নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, "বানী ইস্রাঈল তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তাদের মহিলারা এই জিনিস ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিল।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৭]

١٦٥٣/٤. وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوشِمَةَ . متفق عليه

৪/১৬৫৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরচুলা যে মহিলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগাতে বলে, আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে ও যে উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১১৮]

---

[১১৫] সহীহুল বুখারী ৫৯৩৫, ৫৯৩৬, ৫৯৩৬, ৫৯৪১, মুসলিম ২১২২, নাসায়ী ৫০৯৪, ৫২৫০, ইবনু মাজাহ ১৯৮৮, আহমাদ ২৪২৮২, ২৬৩৭৮, ৩৬৩৯১, ২৬৪২০, ২৬৪৩৯

[১১৬] সহীহুল বুখারী ৫২০৫, মুসলিম ২১২৩, নাসায়ী ৫০৯৭, আহমাদ ২৪২৮২, ২৪৩২৯, ২৫৩৮১, ২৫৪৩৮, ২৫৫৯৭, ২৫৬৭৪

[১১৭] সহীহুল বুখারী ৩৪৬৮, ৩৪৮৮, ৫৯৩৩, ৫৯৩৮, মুসলিম ২১২৭, তিরমিযী ২৭৮১, নাসায়ী ৫২৪৫, ৫২৪৬, আবূ দাউদ ৪১৬৭, আহমাদ ১৬৩৮৮, ১৬৪০১, ১৬৪২৩, ১৬৪৮২, ২৭৫৭৮, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬৫

[১১৮] সহীহুল বুখারী ৫৯৩৭, ৫৯৪০, ৫৯৪২, ৫৯৪২, ৫৯৪৭, মুসলিম ২১২৪, তিরমিযী ১৭৫৯, ২৭৮৩, নাসায়ী ৩৪১৬, ১৫৯৫, ৫২৫১, আবূ দাউদ ৪১৬৮, ইবনু মাজাহ ১৯৮৭, আহমাদ ৪৭১০

١٦٥٤/٥. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. متفق عليه

৫/১৬৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর, যারা জ্র চেঁছে সরু (প্লার্ক) করে, যারা সৌন্দর্যের মানসে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে।' জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসঊদের) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, 'আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহর কিতাবে আছে? আল্লাহ বলেছেন, "রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)*[১১৯]

٢٩٧- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَغَيْرِهِمَا وَعَنْ نَتْفِ الأَمْرَدِ شَعْرَ لِحْيَتِهِ عِنْدَ أَوَّلِ طُلُوْعِهِ

পরিচ্ছেদ - ২৯৭ : মাথা ও দাড়ি ইত্যাদি থেকে সাদা চুল উপড়ে ফেলা এবং সাবালক ছেলের সদ্য গজিয়ে উঠা দাড়ি উপড়ে ফেলা নিষিদ্ধ

١٦٥٥/١. عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ » حديث حسن ، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي : « هو حديث حسن »

১/১৬৫৫। আম্‌র ইবনে শুআইব (রাঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমরা সাদা পাকা চুল উপড়ে ফেলো না। কেননা, কিয়ামতের দিন তা মুসলিমের জন্য জ্যোতি হবে।" *(হাসান হাদীস, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাসান সূত্রে, ইমাম তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস)* [১২০]

١٦٥٦/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » . رواه مسلم

২/১৬৫৬। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন কর্ম করল, যার সম্পর্কে আমাদের কোন প্রকার নির্দেশ নেই---তা প্রত্যাখ্যাত।"*(মুসলিম)* [১২১]

---

[১১৯] সহীহুল বুখারী ৪৮৮৬, ৪৮৮৭, ৫৯৩১, ৫৯৩৯, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮, মুসলিম ২১২৫, তিরমিযী ২৭৮২, নাসায়ী ৫০৯৯, ৫১০৭-৫১০৯, ৫২৫২-৫২৫৪, আবূ দাউদ ৪১৬৯, ইবনু মাজাহ ১৯৮৯, আহমাদ ৩৮৭১, ৩৯৩৫, ৩৯৪৫, ৩৯৪৬, ৪০৭৯, ৪১১৮, ৪২১৮, ৪২৭১, ৪৩৩১, ৪৩৮৯, ৪৪১৪, ৪৪২০, দারেমী ২৬৪৭

[১২০] আবূ দাউদ ৪২০২, তিরমিযী ২৮২১, নাসায়ী ৫০৬৮, ইবনু মাজাহ ৩৭২১

[১২১] সহীহুল বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনু মাজাহ ১৪, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭

٢٩٨- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَمَسِّ الْفَرْجِ بِالْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ - ২৯৮ : ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা এবং বিনা কারণে ডান হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা মাকরূহ

١/١٦٥٧. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ » . متفق عليه .

১/১৬৫৭। আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ পেশাব করবে তখন সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ডান হাত দিয়ে না ধরে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। আর (পান করার সময়) পানির পাত্রের মধ্যে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১২২]

এ ছাড়া এ বিষয়ে আরো অনেক বিশুদ্ধ হাদীস আছে।

٢٩٩- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَرَاهَةِ لُبْسِ النَّعْلِ وَالْخُفِّ قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ - ২৯৯ : বিনা ওজরে এক পায়ে জুতা বা মোজা পরে হাঁটা ও দাঁড়িয়ে জুতা বা মোজা পরা অপছন্দনীয়

١/١٦٥٨. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً » . وفي رواية : « أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً » . متفق عليه

১/১৬৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় জুতা পরবে, নচেৎ উভয় জুতা খুলে রাখবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নচেৎ উভয় পা খালি রাখবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১২৩]

٢/١٦٥٩. وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ ، فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا » . رواهُ مسلم

২/১৬৫৯। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিঁড়ে যাবে, তখন সে যেন তা না সারা পর্যন্ত অন্য জুতাটি

---

[১২২] সহীহুল বুখারী ১৫৩, ১৫৪, ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, তিরমিযী ১৫, ১৮৮৯, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭, আবূ দাউদ ৩১, ইবনু মাজাহ ৩১০, আহমাদ ১৮৯২৭, ২২০১৬, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, দারেমী ৬৭৩

[১২৩] সহীহুল বুখারী ৫৮৫৫, মুসলিম ২০৯৭, তিরমিযী ১৭৭৪, আবূ দাউদ ৪১৩৬, ইবনু মাজাহ ৩৬১৭, আহমাদ ৭৩০২, ৯২৭৩, ৯৪২২, ৯৮৩২, ৯৮৬৪, ১০৪৫৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭০১

পরে না হাঁটে।” (মুসলিম) [১২৪]

١٦٦٠/٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً . رواه أبو داود بإسناد حسن

৩/১৬৬০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষকে দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)* [১২৫]

٣٠٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ النَّارِ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ وَنَحْوِهِ سَوَءً كَانَتْ فِيْ سِرَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩০০ : ঘুমন্ত, (অনুপস্থিত) ইত্যাদি অবস্থায় ঘরের মধ্যে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ না নিভিয়ে ছেড়ে রাখা নিষেধ

١٦٦١/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ». متفق عليه

১/১৬৬১। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন তোমাদের ঘরগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [১২৬]

١٦٦٢/٢. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ ، قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَأْنِهِم ، قالَ : « إنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا ». متفق عليه

২/১৬৬২। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাতের বেলায় মদীনার এক ঘরে আগুন লেগে ঘরের লোকজনসহ পুড়ে গেল। এদের অবস্থা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানানো হলে তিনি বললেন, “এ আগুন নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য চরম শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন (তোমাদের নিরাপত্তার খাতিরে) তা নিভিয়ে দাও।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [১২৭]

١٦٦٣/٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « غَطُّوا الإنَاءَ ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ. وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً . فَإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَائِهِ عُوداً ، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ ، فَلْيَفْعَل ، فَإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ ». رواه مسلم

---

[১২৪] মুসলিম ২০৯৮, নাসায়ী ৫৩৬৯, ৫৩৭০, আবূ দাউদ ৪১৩৬, আহমাদ ৭৩০০, ৭৩৯৮, ৯১৯৯, ৯৪২২, ৯৮৩২, ৯৮৬৪, ১০৪৫৭, ২৭৩৬৫

[১২৫] আবূ দাউদ ৪১৩৫

[১২৬] সহীহুল বুখারী ৬২৯৩, মুসলিম ২০১৫, তিরমিযী ১৮১৩, আবূ দাউদ ৫২৪৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৬৯, আহমাদ ৪৫০১, ৪৫৩২, ৫০০৮, ৫৩৭৩

[১২৭] সহীহুল বুখারী ৬২৯৪, মুসলিম ২০১৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৭০, আহমাদ ১৯০৭৬

৩/১৬৬৩। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজাসমূহ বন্ধ ক'রে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উন্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখে 'বিসমিল্লাহ' বলে আড় ক'রে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে। কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দেয়।" *(মুসলিম)*[১২৮]

٣٠١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَهُوَ فِعْلٌ وَقَوْلٌ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيْهِ بِمَشَقَّةٍ

পরিচ্ছেদ - ৩০১ : স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করা নিষেধ

(লৌকিকতার বশবর্তী হয়ে অথবা সুনাম ও প্রশংসার লোভে সাধ্যাতীত বা কষ্টসাধ্য) এমন কাজ করা বা কথা বলা নিষিদ্ধ, যাতে কোন মঙ্গল নেই।

আল্লাহ পাক বলেন, ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص : ٨٦]

অর্থাৎ, বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত)*

١/١٦٦٤. وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ . رواه البخاري

১/১৬৬৪। উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।' *(বুখারী)*[১২৯]

٢/١٦٦٥. وَعَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ ﷺ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَلِمَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ : اللهُ أَعْلَمُ . قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ . رواه البخاري

২/১৬৬৫। মাসরূক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন 'হে লোক সকল! যে ব্যক্তির কিছু জানা থাকে, সে যেন তা বলে। আর যার জানা নেই, সে যেন বলে, 'আল্লাহই ভালো জানেন।' কারণ তোমার অজানা বিষয়ে 'আল্লাহই ভালো জানেন' বলাও এক প্রকার ইল্‌ম (জ্ঞান)। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন, "বল, আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাধ্যাতীত কর্ম করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(সূরা স্বাদ ৮৬ আয়াত, বুখারী)*[১৩০]

---

[১২৮] সহীহুল বুখারী ৩২৮০, মুসলিম ২০১২, ২০১৩, ২০১৪, তিরমিযী ১৮১২, ২৮৫৭, আবূ দাউদ ৩৭৩১, ৩৭৩৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১০, আহমাদ ১৩৮১৬, ১৩৮৭১, ১৪০২৫, ১৪৫৯৭, ১৪৭১৭, ১৪৭৪৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭২৭

[১২৯] সহীহুল বুখারী ৭২৯৩

[১৩০] সহীহুল বুখারী ১০০৭, ১০২০, ৪৬৯৩, ৪৭৬৮, ৪৭৭৪, ৪৮০৯, ৪৮২০, ৪৮২১-৪৮২৫, মুসলিম ২৭৯৮, তিরমিযী ৩২৫৪, আহমাদ ৩৬০২, ৪৯৩, ৪১৯৪

٣٠٢- بَابُ تَحْرِيْمِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، وَلَطْمِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ ، وَالدُّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ

পরিচ্ছেদ - ৩০২ : মৃতের জন্য মাতম করে কাঁদা, গাল চাপড়ানো, বুকের কাপড় ছিঁড়া, চুল ছেঁড়া, মাথা নেড়া করা ও সর্বনাশ ও ধ্বংস ডাকা নিষিদ্ধ

١٦٦٦/١. عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » . وَفِي روايةٍ : « مَا نِيحَ عَلَيْهِ » . متفق عليه

১/১৬৬৬। উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, (ততক্ষণ মৃতব্যক্তির আযাব হয়।) [১৩১]

١٦٦٧/٢. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ » . متفق عليه

২/১৬৬৭। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (শোকের সময়) গালে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের ন্যায় ডাক ছাড়ে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩২]

* *(অর্থাৎ চিল্লে চিল্লে মৃত ব্যক্তির বীরত্ব, দানশীলতা ও বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে, যেমন ঃ ও আমার বাঘ! ও আমার চাঁদ! ও আমার রাজা! ও আমার সাত কোদালের মুনিস! ইত্যাদি)*

١٦٦٨/٣. وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : وَجِعَ أَبُو مُوسَى ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ . متفق عليه

৩/১৬৬৮। আবূ বুরদাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (তাঁর পিতা) আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আর (ঐ সময়) তাঁর মাথা তাঁর এক স্ত্রীর কোলে রাখা ছিল এবং সে চিৎকার ক'রে কান্না করতে লাগল। তিনি (অজ্ঞান থাকার কারণে) তাকে বাধা দিতে পারলেন না। সুতরাং যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বলে উঠলেন, 'আমি সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত, যে মহিলা থেকে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই মহিলা থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়েছেন, যে শোকে উচ্চ স্বরে মাতম ক'রে কান্না করে, মাথা মুণ্ডন করে এবং

---

[১৩১] সহীহুল বুখারী ১২৮৮, ১২৯০, ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, তিরমিযী ১০০২, নাসায়ী ১৮৫৩, ১৮৫৮, ইবনু মাজাহ ১৫৯৩, আহমাদ ২৯০৩৮৮, ৪৮৫০, ৪৯৩৯, ৫২৪০, ৬১৪৭

[১৩২] সহীহুল বুখারী ১২৯৪, ১২৯৭, ১২৯৮, ৩৫১৯, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী ৯৯৯, নাসায়ী ১৮৬২, ১৮৬৪, ১৫৮৪, আহমাদ ৩৬৫০, ৪১০০, ৪১০৩, ৪৩৪৮, ৪৪১৬

কাপড় ছিঁড়ে ফেলে।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৩]

١٦٦٩/٤. وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ » . متفق عليه

৪/১৬৬৯। মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, "যার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, তাকে কিয়ামতের দিনে তার জন্য মাতম করার দরুন শাস্তি দেওয়া হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*[১৩৪]

١٦٧٠/٥. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ . متفق عليه

৫/১৬৭০। উম্মে আত্বিআহ নুসাইবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বায়আতের সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, আমরা মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম করব না।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৩৫]

١٦٧١/٦. وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ : وَاجَبَلاهُ ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ . فقالَ حِينَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئاً إلاَّ قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَلِكَ ؟! . رواه البخاري

৬/১৬৭১। নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (একবার) অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁর বোন কান্না করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, 'ও (আমার) পাহাড় গো! ও আমার এই গো! ও আমার ওই গো!' এভাবে তাঁর একাধিক গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন। সুতরাং যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, 'তুমি যা কিছু বলেছ, সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছিল যে, তুমি ঐরূপ ছিলে নাকি?' *(বুখারী)* [১৩৬]

١٦٧٢/٧. وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ﷺ شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمانِ بْنِ عَوفٍ ، وَسَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ ﷺ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ فَقَالَ : « أَقَضَى ؟ » قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا ، قَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَو يَرْحَمُ » . متفق عليه

[১৩৩] মুসলিম ১০৪, নাসায়ী ১৮৬১, ১৮৬৩, ১৮৬৫-১৮৬৭, আবূ দাউদ ৩১৩০, ইবনু মাজাহ ১৫৮৬, আহমাদ ১৯০৪১, ১৯০৫৩, ১৯১১৯, ১৯১২৯, ১৯১৯১, ১৯২৩০

[১৩৪] সহীহুল বুখারী ১২৯১, মুসলিম ৪, ৯৩৩, তিরমিযী ১০০০, আহমাদ ১৭৬৭৪, ১৭৭১৯, ১৭৭৩৭, ১৭৭৭৩

[১৩৫] সহীহুল বুখারী ১৩০৬, ৪৮৯২, ৭২১৫, মুসলিম ৯৩৬, নাসায়ী ৪১৭৯, ৪১৮০, আবূ দাউদ ৩১২৭, আহমাদ ২০২৬৭, ২৬৭৫৩, ২৬৭৬০

[১৩৬] সহীহুল বুখারী ৪২৬৮

৭/১৬৭২। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)দের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি মারা গেছে?" লোকেরা জবাব দিল, 'হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৩৭]

١٦٧٣/٨. وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » . رواه مسلم

৮/১৬৭৩। আবূ মালেক আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তাওবাহ না করে, তাহলে আল-কাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিনে দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম)*[১৩৮]

١٦٧٤/٩. وَعَنْ أُسَيدِ بنِ أَبِي أُسَيدٍ التَّابِعِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ المُبَايِعَاتِ ، قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ : أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهاً ، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً ، وَلاَ نَشُقَّ جَيْباً ، وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْراً . رواه أبو داود بإسناد حسن

৯/১৬৭৪। উসাইদ ইবনে আবূ উসাইদ তাবেয়ী, এমন এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বায়আতকারিণী মহিলাদের একজন ছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সব সৎকর্ম করতে ও তাতে তাঁর অবাধ্যতা না করতে আমাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, সে সবের মধ্যে এটিও ছিল যে, (শোকাহত হয়ে) আমরা চেহারা খামচাব না, ধ্বংস ও সর্বনাশ কামনা করব না, বুকের কাপড় ছিঁড়ব না এবং মাথার চুল আলুথালু করব না।' *(আবূ দাঊদ হাসানসূত্রে)*[১৩৯]

١٦٧٥/١٠. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ : وَاجَبَلاَهُ، وَاسَيِّدَاهُ ، أَو نَحْوَ ذَلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهَكَذَا كُنْتَ ؟ » . رواه الترمذي، وقال : « حديث حسن »

১০/১৬৭৫। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখনই কোন মৃত্যুগামী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে। আর তার পাশে দাঁড়িয়ে রোদনকারিণী রোদন করে এবং বলে, 'ও

---

[১৩৭] সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪

[১৩৮] মুসলিম ৯৩৪, ইবনু মাজাহ ১৫৮১, আহমাদ ২২৩৮৬, ২২৩৯৭, ২২৪০৫

[১৩৯] আবূ দাউদ ৩১৩১

আমার পাহাড় গো! ও আমার সর্দার গো!' অথবা অনুরূপ আরো কিছু বলে, তখনই সেই মৃতের জন্য দু'জন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হয়, যাঁরা তার বুকে ঘুষি মেরে বলতে থাকেন, 'তুই কি ঐ রকম ছিলি নাকি?' *(তিরমিযী হাসান)* [১৪০]

١٦٧٦/١١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ ». رواه مسلم

১১/১৬৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের মধ্যে দুটো আচরণ এমন পাওয়া যায়, যা তাদের ক্ষেত্রে কুফরীমূলক কর্ম; বংশে খোঁটা দেওয়া ও মৃতের জন্য মাতম ক'রে কান্না করা।" *(মুসলিম)* [১৪১]

٣٠٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَالْمُنَجِّمِيْنَ وَالعَرَّافِ وَأَصْحَابِ الرَّمْلِ ، وَالطَّوَارِقِ بِالْحَصٰى وَالشَّعِيْرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ৩০৩ : গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন নিষেধ

যারা কাঁকর, যবদানা ইত্যাদি মেরে (ফালনামা খুলে বা হাত চালিয়ে বা হস্তরেখা পড়ে অথবা রাশি গণনা করে) ভাগ্য-ভবিষ্যৎ তথা অজানা ও গায়েবী বিষয়ের খবর বলে, তাদের নিকট এসে ঐ শ্রেণীর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৈধ নয়।

١٦٧٧/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ : « لَيْسُوا بِشَيءٍ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَاناً بِشَيءٍ، فَيَكُونُ حَقّاً ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ يَخْطَفُهَا الجِنِّيُّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ». متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إنَّ المَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِي العَنَانِ - وَهُوَ السَّحَابُ - فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّماءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ ، فَيَسْمَعُهُ ، فَيُوحِيهِ إِلَى الكُهَّانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِئَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ » .

১/১৬৭৭। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ওরা অপদার্থ।" (অর্থাৎ ওদের কথার কোন মূল্য নেই)। তারা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো কখনো কখনো আমাদেরকে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে, আর তা সত্য ঘটে যায়।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "এই সত্য কথাটি জিন (ফিরিশ্তার নিকট

---

[১৪০] তিরমিযী ১০০৩, ইবনু মাজাহ ১৫৯৪

[১৪১] মুসলিম ৬৭, তিরমিযী ১০০১, আহমাদ ৭৮৪৮, ৮৬৮৮, ৯১০১, ৯২৯১, ৯৩৯৭, ৯৫৬২, ১০০৫৭, ১০৪২৮, ১০৪৯০

থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে তার ভক্তের কানে পৌঁছে দেয়। তারপর সে ঐ (একটি সত্য) কথার সাথে একশ'টি মিথ্যা মিশিয়ে দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৪২]

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "ফিরিশ্‌তাবর্গ আল্লাহর বিধানসমূহ নিয়ে মেঘমালার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন এবং সে সব কথাবার্তা আলোচনা করেন, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়েছে। সুতরাং শয়তান অতি সংগোপনে লুকিয়ে তা শুনে ফেলে এবং ভবিষ্যৎ-বক্তা গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। তারপর তার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একশত মিথ্যা মিশ্রণ করে তা প্রচার করে।"

١٦٧٨/٢. وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ ، عَن بَعضِ أَزوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: « مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً » . رواه مسلم

২/১৬৭৮। স্বাফিয়্যাহ বিন্তে আবূ উবাইদ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন স্ত্রী (হাফসাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' *(মুসলিম)* [১৪৩]

(অন্য হাদীসে আছে, আর যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আহমাদ, তিরমিযী)

١٦٧٩/٣.وعنْ قَبِيصَةَ بن المُخَارِقِ ﷺ قَالَ : سمِعْتُ رسُول الله ﷺ يقُولُ: « العِيَافَةُ ، والطِّيرَةُ ، والطَّرْقُ ، مِنَ الجِبْتِ » .

৩/১৬৭৯। কাবীসাহ্ ইবনুল মুখারিক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি বলতে শুনেছি ঃ 'ইয়াফাহ' অর্থাৎ রেখা টেনে, 'তিয়ারাহ' অর্থাৎ কোন কিছু দর্শন করে এবং 'তারক' অর্থাৎ পাখি দিয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় আল্লাহর সাথে বিদ্রোহিতামূলক কাজ।[১৪৪]

١٦٨٠/٤. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » . رواه أبو داود بإسناد صحيح

৪/১৬৮০। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।" *(আবূ দাঊদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [১৪৫]

---

[১৪২] সহীহুল বুখারী ৩২১০, ৫৭৬২, ৬২১৩, ৭৫৬১, মুসলিম ২২২৮, আহমাদ ২৪০৪৯

[১৪৩] মুসলিম ২২৩০, আহমাদ ১৬২০২, ২২৭১১

[১৪৪] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এরূপই বলেছেন অথচ এর সনদে হাইয়্যান ইবনু আলা রয়েছেন তিনি মাজহূল। দেখুন "গায়াতুল মারাম" (২৯৯)।*

[১৪৫] আবূ দাউদ ৩৯০৫, ইবনু মাজাহ ৩৭২৬, আহমাদ ২০০১, ২৮৩৬

Contents

١٦٨١/٥. وَعَنْ مُعاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ ﷺ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِالجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ تَعَالَى بِالإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الكُهَّانَ ؟ قَالَ : « فَلاَ تَأْتِهِمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : « ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلاَ يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ ؟ قَالَ : « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ » . رواه مسلم

৫/১৬৮১। মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেও না।" আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, "এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কর্মে) বাধা না দেয়।" আমি নিবেদন করলাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, "(প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।" *(মুসলিম)*[১৪৬]

١٦٨٢/٦. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ البَدْرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. متفق عَلَيْهِ

৬/১৬৮২। আবূ মাসউদ বাদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৪৭]

(অর্থাৎ, কুকুর বিক্রি করে, নিজের দাসীকে বেশ্যার কাজে এবং দাসকে গণকের কাজে খাটিয়ে অর্থ উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন।)

٣٠٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّطَيُّرِ

পরিচ্ছেদ - ৩০৪ : অশুভ লক্ষণ মানা নিষেধ

এ বিষয়ে পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদে বহু হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

١٦٨٣/١. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ » قَالُوا : وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ : « كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৬৮৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম

---

[১৪৬] মুসলিম ৫৩৭, নাসায়ী ১২১৮, আবূ দাউদ ৯৩০, ৯৩১, ৩২৮২, ৩৯০৯, আহমাদ ২৩২৫০, ২৩২৫৬, দারেমী ১৫০২
[১৪৭] সহীহুল বুখারী ২২৩৭, ২২৮২, ৫৩৪৬, ৫৭৬১

বাক্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৪৮]

(অর্থাৎ, উত্তম বাক্য শুনে মনে মনে কল্যাণের আশা পোষণ করা, যেমন চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে গিয়ে কারো জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল, মঞ্জুর আলী। তখন আপনার মনে দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ার আশা করা বিধি-সম্মত।)

١٦٨٤/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ . وَإِنْ كَانَ الشُّؤمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالمَرْأَةِ ، وَالفَرَسِ» . متفق عَلَيْهِ

২/১৬৮৪। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "ছোঁয়াচে ও অশুভ বলে কিছু নেই। অশুভ বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা ঘর, স্ত্রী ও ঘোড়ার মধ্যে আছে।" *(বুখারী)* [১৪৯]

(কোন বস্তু প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলময় নয়। তবে বিশেষ কিছু গুণাগুণের ভিত্তিতে কোন কোন ব্যক্তির জন্য কষ্ট ও দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে অমঙ্গলময় বোধ করা হয় যেমন, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর, অবাধ্য বাহন ইত্যাদি।)

١٦٨٥/٣. وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ . رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/১৬৮৫। বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) (কোন কিছুকে) অশুভ লক্ষণ মানতেন না। *(আবূ দাঊদ-বিশুদ্ধ হাদীস)* [১৫০]

١٦٨٦/٤.وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرٍ ﷺ قَالَ : ذُكِرتِ الطِّيَرَةُ عِنْد رَسُولِ الله ﷺ فقَالَ : « أَحْسَنُهَا الْفَألُ ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً ، فَإذا رأى أَحَدُكُمْ ما يَكْرَه ، فَلْيقُلْ : اَللّٰهُمَّ لا يَأْتِي بالحَسَناتِ إلاَّ أَنتَ ، وَلا يَدْفَعُ السَّيِّئاتِ إلاَّ أَنْتَ ، وَلا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بِكَ » حديثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ أبو داودَ بإسنادٍ صَحيحٍ .

৪/১৬৮৬। উরওয়াহ ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সম্মুখে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ এর মধ্যে ভাল হলো ফাল। কিন্তু কোন মুসলিমকে অশুভ লক্ষণ তার কর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের মধ্যে কেউ অপছন্দীয় কোন বিষয় দেখলে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কেউ কল্যাণ দিতে পারে না এবং তুমি ব্যতীত কেউ অকল্যাণ দূর করতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন করা বা মঙ্গল ও অমঙ্গল বিধান করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তোমারই"। (আবূ দাঊদ)[১৫১]

---

[১৪৮] সহীহুল বুখারী ৫৭৫৬, ৫৭৭৬, মুসলিম ২২২৪, তিরমিযী ১৬১৫, আবূ দাউদ ৩৯১৬, ইবনু মাজাহ ৩৫৩৭, আহমাদ ১১৭৬৯, ১১৯১৪, ১২১৫৪, ১২৩৬৭, ১২৪১১, ১৩২২১, ১৩৫০৮, ১৩৫৩৭

[১৪৯] সহীহুল বুখারী ৫৭৫৩, ২০৯৯, ২৮৫৮, ৫০৯৩, ৫০৯৪, ৫৭৭২, মুসলিম ২২৫, তিরমিযী ২৮২৪, নাসায়ী ৩৫৬৮, ৩৫৬৯, আবূ দাউদ ৩৯২২, ইবনু মাজাহ ১৯৯৫, ৩৫৪০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮১৭

[১৫০] আবূ দাউদ ৩৯২০, আহমাদ ২২৪৩৭

[১৫১] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সহীহ্ আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ উরওয়া ইবনু আমেরের রসূল (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ ছাড়াও এর সনদে আনআনাহ মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। দেখুন "আলকালিমুত তাইয়্যিব টীকা নং (১৯৩)।*

٣٠٥- بَابُ تَحْرِيْمِ تَصْوِيْرِ الْحَيَوَانِ فِيْ بِسَاطٍ أَوْحَجَرٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ مُخَدَّةٍ أَوْ دِيْنَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَتَحْرِيْمِ اِتِّخَاذِ الصُّوْرَةِ فِيْ حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَسِتْرٍ وَعِمَامَةٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرُ بِإِتْلَافِ الصُّوَرِ

পরিচ্ছেদ - ৩০৫ : পাথর, দেওয়াল, ছাদ, মুদ্রা ইত্যাদিতে প্রাণীর মূর্তি খোদাই করা হারাম। অনুরূপভাবে দেওয়াল, ছাদ, বিছানা, বালিশ, পর্দা, পাগড়ী, কাপড় ইত্যাদিতে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা হারাম এবং মূর্তি ছবি নষ্ট করার নির্দেশ

١٦٨٧/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . متفق عليه

১/১৬৮৭। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যারা এ জাতীয় (প্রাণীর) মূর্তি বা ছবি তৈরী করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমার যা বানিয়েছিলে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।" *(বুখারী)* [১৫২]

١٦٨٨/٢. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: « يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ» قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ . متفق عليه

২/১৬৮৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি আমার কক্ষের তাক বা জানালায় পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলাম; তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলি চিত্র। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ওটা দেখলেন, তখন তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন সেসব মানুষের সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করবে।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'সুতরাং আমরা তা ছিঁড়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দু'টি হেলান-বালিশ তৈরী করলাম।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৫৩]

١٦٨٩/٣. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ » . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَاصْنعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوحَ فِيهِ. متفق عليه

---

[১৫২] সহীহুল বুখারী ৫৯৫১, ৭৫৫৮, মুসলিম ২১০৮, নাসায়ী ৫৩৬১, আহমাদ ৪৪৬১, ৪৬৯৩, ৪৭৭৭, ৫১৪৬, ৫৭৩৩, ৬০৪৮, ৬২০৫, ৬২২৬, ৬২৯০

[১৫৩] সহীহুল বুখারী ৫৯৫৪, মুসলিম ২১০৭

৩/১৬৮৯। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক ছবি (বা মূর্তি) নির্মাতা জাহান্নামে যাবে, তার নির্মিত প্রতিটি ছবি বা মূর্তির পরিবর্তে একটি ক'রে প্রাণ সৃষ্টি করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যদি তুমি করতেই চাও, তাহলে গাছপালা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি বা মূর্তি তৈরী করতে পার।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৪]

١٦٩٠/٤. وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » . متفق عليه

৪/১৬৯০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তির দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র বানিয়েছে তাকে কিয়ামতের দিনে তাতে রূহ ফুঁকার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে রূহ ফুঁকতে পারবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৫]

١٦٩١/٥. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ ». متفق عليه

৫/১৬৯১। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৫৬]

١٦٩٢/٦. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً ». متفق عليه

৬/১৬৯২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চাইতে বড় যালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি তৈরী করতে চায়? সুতরাং তারা একটি ধূলিকণা বা পিঁপড়ে সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবদানা সৃষ্টি করুক।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৫৭]

١٦٩٣/٧. وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : « لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ». متفق عليه

৭/১৬৯৩। আবূ ত্বালহা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সে ঘরে (রহমতের)

[১৫৪] সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, ২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪

[১৫৫] সহীহুল বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, ২২৮৩, নাসায়ী ৫৩৫৮, ৫৩৫৯, আবূ দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, আহমাদ ১৮৬৯, ২১৬৩, ২২১৪, ২৮০৬, ৩২৬২, ৩৩৭৩, ৩৩৮৪

[১৫৬] সহীহুল বুখারী ৫৯৫০, মুসলিম ২১০৯, নাসায়ী ৫৩৬৪, আহমাদ ৩৫৪৮, ৪০৪০

[১৫৭] সহীহুল বুখারী ৫৯৫৩, ৭৫৫৯, মুসলিম ২১১১, আহমাদ ৭১২৬, ৭৪৬৯, ৮৮৩৪, ১০৪৩৮, ২৭৭৯৪

ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর থাকে এবং সে ঘরেও নয়, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৫৮]

١٦٩٤/٨. وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : وَعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبْرِيلُ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبرِيلُ فَشَكَا إِلَيهِ ، فَقَالَ : إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواهُ البُخاري

৮/১৬৯৪। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) জিব্রীল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসার ওয়াদা দিলেন। কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত (এ বিলম্ব) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষে অত্যন্ত ভারী বোধ হতে লাগল। অবশেষে তিনি বাইরে বের হয়ে গেলেন। তখন জিব্রীল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ করলে জিব্রীল বললেন, **'আমরা সেই ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর কিম্বা ছবি থাকে।'** *(বুখারী)*[১৫৯]

١٦٩٥/٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها ، قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِبرِيلُ عليه السلام، في سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَجَاءتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصاً ، فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « **مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلُهُ** » . ثُمَّ التَفَتَ ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ . فَقَالَ : « **مَتَى دَخَلَ هَذَا الكَلْبُ ؟** » فَقُلْتُ : وَاللهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **وَعَدْتَنِي ، فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي** » فَقَالَ : مَنَعَنِي الكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ ، إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ . رواه مسلم

৯/১৬৯৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে কোন এক সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য ওয়াদা করেন। সুতরাং সে নির্ধারিত সময়টি এসে পৌঁছল; কিন্তু জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) আসলেন না। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহ নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না এবং তাঁর দূতগণও না।" তারপর তিনি ফিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাটের নীচে একটি কুকুর ছানা বসে আছে। তখন তিনি বললেন, "এ কুকুরটি কখন এখানে ঢুকে পড়েছে?" (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি ওর ব্যাপারে জানতেই পারিনি।' সুতরাং তিনি আদেশ দিলে ওটাকে বাইরে বের করা হল। তারপর জিব্রীল (আলাইহিস সালাম)-এর আগমন ঘটল। তখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (অভিযোগ ক'রে) বললেন, "আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, আর আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম, অথচ আপনি আসলেন না?" জিব্রীল বললেন, 'আমাকে ঐ কুকুর ছানাটি (ঘরে ঢুকতে) বাধা দিয়েছিল; যেটা আপনার ঘরের মধ্যে ছিল। **নিশ্চয় আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কুকুর কিম্বা কোন ছবি বা মূর্তি থাকে।'** *(মুসলিম)*[১৬০]

---

[১৫৮] সহীহুল বুখারী ৩২২৫, ৩২২৬, ৩৩২২, ৪৩০২, ৪০০২, ৫৯৪৯, ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬, তিরমিযী ২৮০৪, নাসায়ী ৪২৮২, ৫৩৪৭-৫৩৫০, আবূ দাউদ ৪১৫৩, ৪১৫৫, ইবনু মাজাহ ৩৬৪৯, আহমাদ ১৫৯১০, ১৫৯১৮, ১৫৯৩৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮০২

[১৫৯] সহীহুল বুখারী ৫৯৬০, ৩২২৭

[১৬০] মুসলিম ২১০৪, আহমাদ ২৪৫৭৬

١٦٩٦/١٠. وَعَنْ أَبِي الهَيَّاجِ حَيَّانَ بنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ ﷺ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْراً مُشْرَفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ. رواه مسلم

১০/১৬৯৬। আবুল হাইয়াজ হাইয়ান ইবনে হুস্বাইন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আলী ইবনে আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, 'তোমাকে সে কাজের জন্য পাঠাব না কি, যে কাজের জন্য আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে পঠিয়েছিলেন? (তা হচ্ছে এই যে,) কোন (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি দেখলেই তা নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান ক'রে দেবে।' *(মুসলিম)* [১৬১]

٣٠٦- بَابُ تَحْرِيمِ اِتِّخَاذِ الْكَلْبِ إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ

পরিচ্ছেদ - ৩০৬ : শিকার করা, পশু রক্ষা বা ক্ষেত খামার, ঘরবাড়ি পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকর পোষা হারাম

١٦٩٧/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ ». متفق عليه. وفي رواية : « قِيرَاطٌ » .

১/১৬৯৭। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি শিকারী অথবা পশুরক্ষক কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, তার নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬২] অন্য বর্ণনায় আছে, "এক ক্বীরাত্ব সওয়াব কমে যায়।"

١٦٩٨/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ».

২/১৬৯৮। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুকুর বাঁধে (পালে), তার আমল (নেকী) থেকে প্রত্যহ এক ক্বীরাত্ব পরিমাণ কমে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬৩]

অন্য বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে, যা শিকারের জন্য নয়, পশু রক্ষার জন্য নয় এবং ক্ষেত পাহারার জন্য নয়, সে ব্যক্তির নেকী থেকে প্রত্যেক দিন দুই ক্বীরাত্ব পরিমাণ সওয়াব কমে যায়।" *(ক্বীরাত ঠিক কত পরিমাণ, তা আল্লাহই জানেন।)*

---

[১৬১] মুসলিম ৯৬৯, তিরমিযী ১০৪৯, নাসায়ী ২০৩১, আবূ দাউদ ৩২১৮, আহমাদ ৬৮৫, ৭৪৩, ৮৯১, ১০৬৭, ১১৭৪, ১১৭৯, ১২৪৩, ১২৮৬

[১৬২] সহীহুল বুখারী ৫৪৮০, ৫৪৮১, ৫৪৮২, মুসলিম ১৫৭৪, তিরমিযী ১৪৮৭, নাসায়ী ৪২৮৪, ৪২৮৬, ৪২৮৭, ৪২৯১, আহমাদ ৪৪৬৫, ৪৫৩৫, ৪৭৯৮, ৪৯২৫, ৫০৫৩, ৫১৪৯, ৫২৩১, ৫৩৭০, ৫৪৮১, ৫৭৪১, ৫৮৮৯, ৬৩০৬, ৬৪০৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৮০৮

[১৬৩] সহীহুল বুখারী ২৩২২, ৩৩২৪, মুসলিম ১৫৭৫, তিরমিযী ১৪৯০, নাসায়ী ৪২৮১, ৪২৯০, আবূ দাউদ ২৮৪৪, ইবনু মাজাহ ৩২০৪, আহমাদ ৭৫৬৬, ৮৩৪২, ৯২০৯, ৯৭৬৫

Contents

٣٠٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَعْلِيْقِ الْجَرَسِ فِي الْبَعِيْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ وَكَرَاهِيَةِ اِسْتِصْحَابِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

পরিচ্ছেদ - ৩০৭ : উট বা অন্যান্য পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা বা সফরে কুকুর এবং ঘুঙুর সঙ্গে রাখা মকরূহ

١٦٩٩/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ». رواه مسلم

১/১৬৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশতা থাকেন না, যাতে কুকুর কিম্বা ঘুঙুর থাকে।" *(মুসলিম)*[১৬৪]

١٧٠٠/٢. وَعَنْه : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « الجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ » . رواه مسلم

২/১৭০০। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "ঘণ্টা বা ঘুঙুর শয়তানের বাঁশি।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৬৫]

٣٠٨- بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ وَهِيَ الْبَعِيْرُ أَوِ النَّاقَةُ الَّتِيْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلَفًا طَاهِرًا فَطَابَ لَحْمُهَا ، زَالَتِ الْكَرَاهَةُ

পরিচ্ছেদ - ৩০৮ : নোংরাভোজী পশুকে সওয়ারী বানানো মকরূহ

যে হালাল পশু (উট, গরু ইত্যাদি) সাধারণতঃ মানুষের পায়খানা খায়, তার উপর সওয়ার হওয়া মকরূহ। এরূপ নোংরাভোজী উঁট যদি ঘাস খেতে লাগে (এবং নোংরা ভক্ষণ করা ত্যাগ করে) তাহলে তার মাংস পবিত্র হবে বিধায় মকরূহ থাকবে না।

١٧٠١/١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلاَّلَةِ فِي الإبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/১৭০১। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাঃ) নোংরা-ভোজী উঁটনীর উপর চড়তে বারণ করেছেন।' *(আবূ দাঊদ-বিশুদ্ধ সূত্রে)*[১৬৬]

(প্রকাশ থাকে যে, এরূপ পশুর দুধ ও মাংস খাওয়ার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এসেছে।)

---

[১৬৪] মুসলিম ২১১৩, তিরমিযী ১৭০৩, আবূ দাউদ ২৫৫৫, আহমাদ ৭৫১২, ৮০৩৬, ৮২৩৭, ৮৩২৩, ৮৭৭২, ৮৮৪৫, ৯০৯৮, ৯৪৪৫, ৯৮০৫, ১০৫৫৮, দারেমী ২৫৭৬

[১৬৫] মুসলিম ২১১৪, আবূ দাউদ ২৫৫৬, আহমাদ ৮৫৬৫, ৮৬৩৪

[১৬৬] আবূ দাউদ ২৫৫৭, ২৫৫৮, ১৭০২, সহীহুল বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২, তিরমিযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ দাউদ ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, ১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, ১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দারেমী ১৩৯৫

٣٠٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرِ بِإِزَالَتِهِ مِنْهُ إِذَا وُجِدَ فِيهِ وَالْأَمْرِ بِتَنْزِيهِ الْمَسْجِدِ عَنِ الْأَقْذَارِ

পরিচ্ছেদ - ৩০৯ : মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। যদি থুথু ফেলা হয়ে থাকে তাহলে তা পরিষ্কার করা এবং যাবতীয় আবর্জনাদি থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখার নির্দেশ

١/١٧٠٢. عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه

১/১৭০২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মসজিদের ভিতর থুথু ফেলা পাপ। আর তার কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হল তা মাটিতে পুঁতে দেওয়া।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬৭]

অর্থাৎ, মসজিদের মেঝে কাঁচা মাটি বা বালির হলে তা মাটি বা বালি ঢাকা দিতে হবে। আমাদের (শাফেয়ী) মাযহাবের আলেম আবুল মাহাসিন রুয়ানী তাঁর 'আল-বাহ্‌র' গ্রন্থে বলেন, বলা হয়েছে যে, দাফন করার অর্থ হল, তা মসজিদ থেকে দূর ক'রে দেওয়া। কিন্তু মসজিদের মেঝে যদি মোজাইক করা বা পাকা হয়, তাহলে তা জুতা বা অন্য কিছু দিয়ে রগড়ে দেওয়া---যেমন বহু জাহেল ক'রে থাকে---দাফন করা নয়। বরং তাতে পাপ বৃদ্ধি করা এবং মসজিদকে বেশি নোংরা করা হয়। যে কেউ এমন ক'রে থাকে, তার উচিত হল, তা কাপড়, হাত অথবা অন্য কিছু দিয়ে মুছে দেওয়া অথবা পানি দিয়ে ধুয়ে দেওয়া।

٢/١٧٠٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ القِبْلَةِ مُخَاطاً ، أَوْ بُزَاقاً ، أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَّهُ . متفق عَلَيْهِ

২/১৭০৩। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) কিবলার দিকের দেওয়ালে পোঁটা, থুথু কিম্বা শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। সুতরাং তিনি রগড়ে পরিষ্কার ক'রে দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৬৮]

٣/١٧٠٤. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلاَ القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ، وَقِراءةِ القُرْآنِ » أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . رواه مسلم

৩/১৭০৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "নিশ্চয় এ মসজিদসমূহ পেশাব ও নোংরা-আবর্জনার উপযুক্ত স্থান নয়। এসব তো মহান আল্লাহর যিক্‌র এবং কুরআন তেলাওত করার জন্য।" অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুরূপ কিছু বলেছেন। *(মুসলিম)* [১৬৯]

---

[১৬৭] সহীহুল বুখারী ৪১৫, মুসলিম ৫৫২, তিরমিযী ৫৭২, নাসায়ী ৭২৩, আবূ দাউদ ২৭৪, ৪৭৪, ৪৭৫, আহমাদ ১১৬৫১, ১২৩৬৪, ১২৪৭৯, ১২৭৭০, ১২৮০৪, ১৩০২১, ১৩০৩৮, ১৩০৮৮, ১৩২৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৫, ১৩৪৯৪, ১৩৫৩৬, ১৩৬৬১, দারেমী ১৩৯৫

[১৬৮] সহীহুল বুখারী ৪০৭, মুসলিম ৫৪৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৪, আহমাদ ২৪৬৩০, ২৫৪০৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪৫৭

[১৬৯] সহীহুল বুখারী ২১৯, ২২১, ৬০২৫, মুসলিম ২৮৪, ২৮৫, তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৩, ৫৫, ৩২৯, ইবনু মাজাহ ৫২৮, আহমাদ ১১৬৭২, ১১৭২২, ১২২৯৮, ১২৫৭২, ১২৯৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৪, দারেমী ৭৪০

٣١٠- بَابُ كَرَاهَةِ الْخُصُوْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْهِ، وَنَشْدِ الضَّالَّةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

পরিচ্ছেদ - ৩১০ : মসজিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হল্লা করা, হারানো বস্তুর খোঁজ বা ঘোষণা করা, কেনা-বেচা করা, ভাড়া বা মজুরী বা ইজারা চুক্তি ইত্যাদি অনুরূপ কর্ম নিষেধ

١/١٧٠٥. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لاَ رَدَّها اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا » . رواه مسلم

১/১৭০৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি কাউকে হারানো জিনিস সন্ধান (ঘোষণা) করতে শোনে, সে যেন বলে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।' কারণ, মসজিদ এর জন্য বানানো হয়নি।" *(মুসলিম)*[১৭০]

٢/١٧٠٦. وَعَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا : لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

২/১৭০৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন তোমরা কাউকে মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে দেখবে, তখন বলবে, 'আল্লাহ তোমার ব্যবসায়ে যেন লাভ না দেন।' আর যখন কাউকে হারানো জিনিস খুঁজতে দেখবে, তখন বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।" *(তিরমিযী)* [১৭১]

٣/١٧٠٧. وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ المَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » . رواه مسلم

৩/১৭০৭। বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একটি লোক মসজিদের মধ্যে (হারানো বস্তু সম্পর্কে) ঘোষণা পূর্বক বলল, 'আমাকে আমার লাল উটের সন্ধান কে দিতে পারবে?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তুমি যেন তা না পাও। মসজিদ সেই কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে, যে কাজের জন্য নির্মিত হয়েছে।" *(মুসলিম)* [১৭২] *(অর্থাৎ, ইবাদতের জন্য, হারানো জিনিস খোঁজার জন্য নয়।)*

٤/١٧٠٨. وَعَنْ عَمرِو بنِ شُعَيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ

---

[১৭০] মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭, আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১
[১৭১] মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, ইবনু মাজাহ ৭৬৭, আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১, দারেমী ১৪০১
[১৭২] মুসলিম ৫৬৯, ইবনু মাজাহ ৭৬৫, আহমাদ ২২৫৩৫

وَالْبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ؛ أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»

৪/১৭০৮। আম্‌র ইবনে শুআইব (রাঃ) স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তাঁর (আম্‌রের) দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন মসজিদের মধ্যে কেনা-বেচা করতে, হারানো বস্তু সন্ধান করতে অথবা তাতে (অবৈধ) কবিতা আবৃত্তি করতে। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)* [১৭৩]

١٧٠٩/٥. وَعَنْ السَّائِبِ بنِ يَزِيدَ الصَّحَابِي ﷺ قَالَ : كُنْتُ فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﷺ فَقَالَ : اِذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَينِ ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاَ : مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ ، لأَوْجَعْتُكُمَا ، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ! رواه البخاري

৫/১৭০৯। সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। এমন সময় একটি লোক আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল। আমি তার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)। তিনি বললেন, 'যাও, ঐ দু'জনকে আমার নিকট নিয়ে এস।' আমি তাদেরকে নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা কোথাকার?' তারা বলল, 'আমরা তায়েফের অধিবাসী।' তিনি বললেন, 'তোমরা যদি এই শহর (মদীনার) লোক হতে, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ!' *(বুখারী)* [১৭৪]

٣١١- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ عَنْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ زَوَالِ رَائِحَتِهِ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ

পরিচ্ছেদ - ৩১১ : (কাঁচা) রসুন, পিঁয়াজ, লীক পাতা তথা তীব্র দুর্গন্ধ জাতীয় কোন জিনিস খেয়ে, দুর্গন্ধ দূর না করে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ। তবে নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ জায়েয।

١٧١٠/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي : الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » . متفق عَلَيْهِ . وفي روايةٍ لمسلم : « مَسَاجِدَنَا » .

১/১৭১০। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই গাছ---অর্থাৎ রসুন ---থেকে কিছু খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৭৫]

---

[১৭৩] তিরমিযী ৩২২, আবূ দাউদ ১০৭৯, নাসায়ী ৭১৪, ৭১৫, ইবনু মাজাহ ৭৪৯

[১৭৪] সহীহুল বুখারী ৪৭০

[১৭৫] সহীহুল বুখারী ৮৫৩, ৪২১৫, ৪২১৭, ৪২১৮, ৫৫২২, মুসলিম ৫৬১, আবূ দাউদ ৩৮২৫, ইবনু মাজাহ ১০১৬, আহমাদ ৪৭০১, ৪৭০৬, ৫৭৫২, ৬২৫৫, ৬২৭৪, ২৭৮৩৬, দারেমী ২০৫৩

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদসমূহের নিকটবর্তী না হয়।"

١٧١١/٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا» . متفق عَلَيْهِ

২/১৭১১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এই (রসুন) গাছ থেকে কিছু ভক্ষণ করল, সে যেন অবশ্যই আমাদের নিকটবর্তী না হয়, আর না আমাদের সাথে নামায পড়ে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৭৬]

١٧١٢/٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلنَا، أَو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا». متفق عَلَيْهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ أَكَلَ البَصَلَ ، وَالثُّومَ ، وَالكُرَّاثَ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ » .

৩/১৭১২। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৭৭]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসূন এবং লীক পাতা খায়, সে যেন অবশ্যই আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা, ফিরিশতাগণ সেই জিনিসে কষ্ট পান, যাতে আদম-সন্তান কষ্ট পায়।"

١٧١٣/٤. وَعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﷺ : أَنَّهُ خَطَبَ يَومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ: البَصَلَ وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا وَجدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم

৪/১৭১৩। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি এক জুমআর দিন খুতবা দিলেন, সে খুতবায় তিনি বললেন, "....অতঃপর তোমরা হে লোক সকল! দুই শ্রেণীর এমন গাছ (সব্জি) খেয়ে থাক; যা (কাঁচা অবস্থায়) খাওয়ার অনুপযুক্ত মনে করি; পিঁয়াজ আর রসুন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, যখন তিনি মসজিদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ দুই (সব্জি)র দুর্গন্ধ পেতেন, তখন তাকে (মসজিদ থেকে বহিষ্কার করতে) আদেশ দিতেন। ফলে তাকে বাকী' (নামক জায়গা) পর্যন্ত বের করে দেওয়া হত। সুতরাং যে ঐ দুই সব্জি খেতে চায়, সে যেন ঐগুলি রান্না ক'রে তার গন্ধ মেরে খায়।" *(মুসলিম)* [১৭৮]

---

[১৭৬] সহীহুল বুখারী ৮৫৬, ৫৪৫১, মুসলিম ৫৬২, আহমাদ ২৭৮৩৩

[১৭৭] সহীহুল বুখারী ৮৫৪, ৮৫৫, ৫৪৫২, ৭৩৫৯, মুসলিম ৫৬৪, তিরমিযী ১৮০৬, নাসায়ী ৭০৭, আবূ দাউদ ৩৮২২, আহমাদ ১৪৫৯৬, ১৪৬৫১, ১৪৭৩৯, ১৪৮৫০, ১৪৮৭৫

[১৭৮] মুসলিম ৫৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৩৬৩, ১০১৪, নাসায়ী ৭০৩, আহমাদ ৯০, ৩৪৩

Contents

٣١٢- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لِأَنَّهُ يَجْلُبُ النَّوْمَ فَيُفَوِّتُ اِسْتِمَاعَ الْخُطْبَةِ وَيُخَافُ اِنْتِقَاضُ الْوُضُوْءِ

পরিচ্ছেদ - ৩১২ : জুমআর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসা অপছন্দনীয়

কেননা, তাতে ঘুম চলে আসে, যার ফলে খুৎবা শোনা থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং ওযূ নষ্ট হওয়ার (অনুরূপ পড়ে যাওয়ার) আশংকা থাকে। (যেমন নিচে থেকে লুঙ্গি সরে গিয়ে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।)

١/١٧١٤. عَنْ مُعاذِ بنِ أَنَسٍ الجُهَنِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ . رواه أَبُو داود والترمذي ، وقالا : « حديث حسن »

১/১৭১৪। মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) জুমআর দিনে ইমামের খুৎবা চলা অবস্থায় দুই হাঁটুকে পেটে লাগিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)* [১৭৯]

٣١٣- بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُّضَحِّيَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ مِّنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ

পরিচ্ছেদ - ৩১৩ : যুলহিজ্জার চাঁদ উঠার পর কুরবানী হওয়া পর্যন্ত কুরবানী করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিজ নখ, চুল-গোঁফ ইত্যাদি কাটা নিষিদ্ধ

١/١٧١٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ ، فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ » . رواه مسلم

১/১৭১৫। উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যার কাছে এমন কুরবানীর পশু আছে যাকে যবেহ করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন যুলহিজ্জার চন্দ্রোদয়ের পর থেকে কুরবানী যবেহ না করা পর্যন্ত নিজ চুল, নখ কিছু অবশ্যই না কাটে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮০]

---

[১৭৯] আবূ দাউদ ১১১০, তিরমিযী ৫১৪, আহমাদ ১৫২০৩

[১৮০] মুসলিম ১৯৭৭, তিরমিযী ১৫২৩, আবূ দাউদ ২৭৯১, নাসায়ী ৪৩৬১, ৪৩৬২, ৪৩৬৪, ইবনু মাজাহ ৩১৪৯, ৩১৫০, আহমাদ ২৫৯৩৫, দারেমী ১৯৪৭, ১৯৪৮

٣١٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلَفِ بِمَخْلُوْقٍ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالسَّمَاءِ وَالْآبَاءِ وَالْحَيَاةِ وَالرُّوْحِ وَالرَّأْسِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتُرْبَةِ فُلَانٍ وَالْأَمَانَةِ ، وَهِيَ مِنْ أَشَدِّهَا نَهْيًا

পরিচ্ছেদ - ৩১৪ : **গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা নিষেধ**

আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টি; যেমন পয়গম্বর, কা'বা, ফিরিশ্তা, আসমান, বাপ-দাদা, জীবন, আত্মা, মাথা, রাজার জীবন, রাজার অনুগ্রহ, অমুকের কবর, আমানত প্রভৃতির কসম খাওয়া নিষেধ। আমানতের কসম অধিকতর কঠিনভাবে নিষিদ্ধ।

١٧١٦/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « **إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً ، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ ، أَوْ لِيَصْمُتْ** » . متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ : « **فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ** » .

১/১৭১৬। ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে; নচেৎ চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮১]

সহীহতে অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যে কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম না করে অথবা চুপ থাকে।"

١٧١٧/٢. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي ، وَلاَ بِآبَائِكُمْ** » . رواه مسلم

২/১৭১৭। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তাগূত (শয়তান ও মূর্তি)র নামে শপথ করো না এবং তোমাদের বাপ-দাদার নামেও না।" *(মুসলিম)*[১৮২]

١٧١٨/٣. وَعَنْ بُرَيدَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « **مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا** ». حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৩/১৭১৮। বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধসূত্রে)* [১৮৩]

---

[১৮১] সহীহুল বুখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, আবূ দাউদ ৩২৪৯, ইবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, ৪৫৩৪, ৪৫৭৯, ৪৬৫৩, ৪৬৮৯, ১৮৮৬, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩৭, দারেমী ২৩৪১

[১৮২] মুসলিম ১৬৪৮, নাসায়ী ৩৭৭৪, ইবনু মাজাহ ২০৯৫, আহমাদ ২০১০১

[১৮৩] আবূ দাউদ ৩২৫৩, আহমাদ ২২৪৭১

١٧١٩/٤. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً ، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً ». رواه أَبُو داود

৪/১৭১৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম খেয়ে বলল যে, 'আমি ইসলাম হতে (দায়) মুক্ত।' অতঃপর যদি (তাতে) সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তেমনি হবে, যেমন সে বলেছে। আর যদি সে (তাতে) সত্যবাদী হয়, তাহলে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না।" *(আবূ দাঊদ)*[১৮৪]

(কেউ যদি কসম খেয়ে বলে যে, 'এই কাজ করলে, আমি মুসলমান নই।' অতঃপর সে তাতে মিথ্যাবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ করে ফেলে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; যদি মনে সত্যই সেই নিয়ত করে থাকে। নচেৎ কেবল তাকীদ উদ্দেশ্য হলে মহাপাপ গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তার কসমে সত্যবাদী হয়, অর্থাৎ সেই কাজ সে না করে, তাহলেও সে নিখুঁতভাবে ইসলামে কখনোই ফিরতে পারবে না। কারণ ইসলাম নিয়ে এরূপ কসমের খেলা বৈধ নয়।)

١٧٢٠/٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لاَ تَحْلِفْ بَغَيْرِ اللهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ».

رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

وَفَسَّرَ بَعْض الْعُلَمَاء قوله : «كَفَرَ أو أَشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيْظ كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : " اَلرِّيَاءُ شِرْكٌ "

৫/১৭২০। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একটি লোককে বলতে শুনলেন 'না, কা'বার কসম!' ইবনে উমার বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক করে।" *(তিরমিযী-হাসান)* [১৮৫]

কোন কোন আলেমের ব্যাখ্যানুসারে শেষোক্ত বাক্যটি কঠোরতা ও কঠিন তাকীদ প্রদর্শনার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন বর্ণনা করা হয় যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "রিয়া শির্ক।" (যার অর্থ ছোট শির্ক।)

---

[১৮৪] আবূ দাউদ ৩২৫৮, নাসায়ী ৩৭৭২, ইবনু মাজাহ ২১০০, আহমাদ ২২৪৯৭

[১৮৫] *হাদীসটি সহীহ্। আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুসান্নিফ (রাহি) "রুবিয়া" শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। আসলে তিনি যেরূপ বলেছেন সেরূপই। আমি "য'ঈফা" গ্রন্থে (১৮৫০) এটির তাখরীজ করেছি এবং এর সমস্যা বর্ণনা করেছি (এ সব কথাগুলো পূর্বের)। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সহীহ্ তারগীব অত্তারহীব" (২৯৫২), "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২০৪২), "সহীহ্ জামে'উস সাগীর" (১৫৩৫), "ইরওয়াউল গালীল" (২৫৬১)]। সহীহুল বুখারী ২৬৭৯, ৩৮৩৬, ৬১০৮, ৬৬৪৬, ৬৬৪৭, ৬৬৪৮, ৭৪০১, মুসলিম ১৬৪৬, তিরমিযী ১৫৩৩, ১৫৩৪, ১৫৩৫, নাসায়ী ৩৭৬৬-৩৭৬৮, আবূ দাউদ ৩২৪৯, ইবনু মাজাহ ২০৯৪, আহমাদ ৪৫০৯, ৪৫৩৪, ৪৫৭৯, ৪৬৫৩, ৪৬৮৯, ১৮৮৬, ৫৩৫২, ৫৪৩৯, ৫৫৬৮, ৫৭০২, ৬০৩৬, ৬২৫২, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩৭, দারেমী ২৩৪১*

Contents

٣١٥- بَابُ تَغْلِيْظِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ عَمَدًا

পরিচ্ছেদ - ৩১৫ : ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কসম খাওয়া কঠোর নিষিদ্ধ

١٧٢١/١. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران : ٧٧]. متفق عَلَيْهِ

১/১৭২১। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ব্যক্তির মাল নাহক আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা কসম খাবে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন। অতঃপর এর সমর্থনে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাব থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াত পড়ে শুনালেন, যার অর্থ, 'যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও নিজেদের শপথ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।" *(আলে ইমরান ৭৭ আয়াত, বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৬]

١٧٢٢/٢. وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ . وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ ». رواه مسلم

২/১৭২২। আবূ উমামাহ ইয়াস বিন সা'লাবাহ হারেসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তির অধিকার নিজ কসম দ্বারা আত্মসাৎ করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন ওয়াজেব ক'রে দেবেন এবং তার উপর জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।" এ কথা শুনে তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি তা সামান্য জিনিস হয় তবুও?' তিনি বললেন, "যদিও পিলু গাছের একটি ডালও হয়।" *(মুসলিম)* [১৮৭]

١٧٢٣/٣. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ » . رواه البخاري .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ ؟ قَالَ : «الإِشْرَاكُ بِاللهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اليَمِينُ الغَمُوسُ » قُلْتُ : وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ ؟ قَالَ: « الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ! » يَعنِي: بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ .

---

[১৮৬] সহীহুল বুখারী ২৩৫৭, ২৪১৭, ২৫১৬, ২৬৬৭, ২৬৭০, ২৬৭৩, ২৬৭৭, ৪৫৫০, ৬৬৫৯, ৬৬৭৬, ৭১৮৩, ৭৪৪৫, মুসলিম ১৩৮, তিরমিযী ১২৫৯, ২৯৯৬, আবূ দাউদ ৩২৪৩, ইবনু মাজাহ ২৩২৩, আহমাদ ৩৫৬৬, ৩৫৮৬, ৩৯৩৬, ৪০৩৯, ৪২০০, ৪৩৮১

[১৮৭] মুসলিম ১৩৭, নাসায়ী ৫৪১৯, ইবনু মাজাহ ২৩২৪, আহমাদ ২১৩৬, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৩৫, দারেমী ২৬০৩

৩/১৭২৩। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "কাবীরাহ গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শির্ক করা। মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, (অন্যায় ভাবে) কোন প্রাণ হত্যা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী)* [১৮৮]

এর অন্য বর্ণনায় আছে, জনৈক মরুবাসী নবী (সাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, 'মহাপাপ কী কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক (অংশীদার স্থাপন) করা।" সে বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "মিথ্যা কসম।" (সে বলল,) আমি বললাম, 'মিথ্যা কসম কী?' তিনি বললেন, "যার দ্বারা মুসলিমের মাল আত্মসাৎ করা হয়।" অর্থাৎ এমন কসম দ্বারা, যাতে সে মিথ্যাবাদী থাকে।

٣١٦- بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ ، فَرَاى غَيْرَهَا خَيْرًا مِّنْهَا أَنْ يَّفْعَلَ ذٰلِكَ الْمَحْلُوْفِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُكَفِّرُ عَنْ يَّمِيْنِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩১৬ : নির্দিষ্ট বিষয়ে কসম খাওয়ার পর যদি তার বিপরীতে ভালাই প্রকাশ পায়, তাহলে কসমের কাফ্ফারা দিয়ে ভালো কাজটাই করা উত্তম

١٧٢٤/١. عَنْ عَبدِ الرَّحْمَانِ بنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » . متفق عَلَيْهِ

১/১৭২৪। আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাঃ) আমাকে বললেন, "যখন তুমি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খাবে এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পাবে, তবে নিজ কসমের কাফ্ফারা দিয়ে (যাতে কল্যাণ নিহিত আছে) সেই উত্তমটি গ্রহণ করো।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৮৯]

١٧٢٥/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . رواه مسلم

২/১৭২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন কিছুর ব্যাপারে কসম খায় এবং তা ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পায়, তাহলে সে যেন তার কসমের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটি গ্রহণ করে।" *(মুসলিম)* [১৯০]

١٧٢٦/٣. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيراً مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . متفق عَلَيْهِ

---

[১৮৮] সহীহুল বুখারী ৬৬৭৫, ৬৮৭০, ৬৯২০, তিরমিযী ৩০২১, নাসায়ী ৪০১১, আহমাদ ৬৮৪৫, ৬৯৬৫, দারেমী ২৩৬০

[১৮৯] সহীহুল বুখারী ৬৬২২, ৬৭২২, ৭১৪৬, ৭১৪৭, মুসলিম ১৬৫২, তিরমিযী ১৫২৯, নাসায়ী ৩৭৮২, ৩৭৮৩, ৩৭৮৪, ৫৩৮৪, আবূ দাউদ ২৯২৯, ৩২৭৭, আহমাদ ২০০৯৩, ২০০৯৫, ২০১০৫, দারেমী ২৩৪৬

[১৯০] মুসলিম ১৬৫০, তিরমিযী ১৫৩০, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩৪

৩/১৭২৬। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “আল্লাহর শপথ! ইন শাআল্লাহ, আমি যখনই কিছুর ব্যাপারে হলফ করব, তারপর তার চেয়ে উত্তম কিছু দেখতে পাব, তখন আমার কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দিয়ে যেটি উত্তম সেটিই করব।” *(বুখারী-মুসলিম)* [১৯১]

١٧٢٧/٤: وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي يَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ». متفق عَلَيْهِ

৪/১৭২৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আপন পরিবার পরিজনের ব্যাপারে কসম খায় ও (তার চেয়ে উত্তম অন্য কিছুতে জেনেও) তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট এই কর্মটি বেশি গোনাহর কারণ হবে এই কর্ম থেকে যে, সে (কসম ভেঙ্গে) সেই কাফ্ফারা আদায় করবে, যা আল্লাহ তার উপর ফরয করেছেন।” *(বুখারী ও মুসলিম)* [১৯২]

٣١٧- بَابُ الْعَفْوِ عَنْ لَغْوِ الْيَمِيْنِ

وَأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ ، وَهُوَ مَا يَجْرِيْ عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْيَمِيْنِ

كَقَوْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ : لَا وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ

পরিচ্ছেদ - ৩১৭ : নিরর্থক কসম

অহেতুক কথায় কথায় নিরর্থক কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন পাকড়াও হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও দিতে হবে না। যেমন অকারণে অনিচ্ছাপূর্বক অভ্যাসগতভাবে ‘আল্লাহর কসম! এটা বটে। আল্লাহর কসম! এটা নয়।’ ইত্যাদি শব্দাবলী মুখ থেকে বের হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে অর্থহীন কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে সেই কসমের জন্য পাকড়াও করবেন, যাতে তোমরা দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ। সুতরাং তার কাফ্ফারা হচ্ছে দশটি মিসকিনকে অন্নদান করা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে, যা তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র, পরিজনকে খেতে দাও অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান করা অথবা একজন দাসমুক্ত করা। যদি কেউ (এ ৩টির মধ্যে একটি আদায় করতে) অসমর্থ হয়, তাহলে সে তিনদিন রোযা রাখবে। তোমরা যখন

---

[১৯১] সহীহুল বুখারী ৩১৩৩, ৪৩৮৫, ৪৪১৫, ৫৫১৭, ৫৫১৮, ৬৬২৩, ৬৬৪৯, ৬৬৭৮, ৬৬৮০, ৬৭১৮, ৬৭২১, ৭৫৫৫, মুসলিম ১৬৪৯, তিরমিযী ১৮২৬, ১৮২৭, নাসায়ী ৪৩৪৬, ৪৩৪৭, ইবনু মাজাহ ২১০৭, আহমাদ ১৯০২৫, ১৯০৬০, ১৯০৭৪, ১৯১২৫, ১৯১৪৩, ১৯২৫০, দারেমী ২০৫৫

[১৯২] সহীহুল বুখারী ৬৬২৫, ৬৬২৬, মুসলিম ১৬৫৫, ইবনু মাজাহ ২১৪৪, আহমাদ ৭৬৮৫, ২৭৪২৭

কসম করবে, তখন এটাই তোমাদের কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত)। আর তোমরা তোমাদের কসমসমূহকে রক্ষা কর। *(মা-য়েদাহ ৮৯ আয়াত)*

١٧٢٨/١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَة : ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : لاَ وَاللهِ ، وَبَلَى وَاللهِ . رواه البخاري

১/১৭২৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এই আয়াত (যার অর্থ) "আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" *(সূরা মায়েদা ৮৯ আয়াত)* এমন লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যে (অজ্ঞাতসারে অভ্যাসগতভাবে কথায় কথায় কসম ক'রে) বলে, আল্লাহর কসম! এটা নয়। আল্লাহর কসম! এটা বটে।' *(বুখারী)*[১৯৩]

٣١٨- بَابُ كَرَاهَةِ الْحَلَفِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

পরিচ্ছেদ - ৩১৮ : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কসম খাওয়া মকরূহ; যদিও তা সত্য হয়

١٧٢٩/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ » . متفق عليه

১/১৭২৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "কসম পণ্যদ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করে বটে; (কিন্তু) তা লাভ (বর্কত) বিনষ্ট করে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [১৯৪]

١٧٣٠/٢. وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » . رواه مسلم

২/১৭৩০। আবূ ক্বাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "তোমরা কেনা-বেচার সময় অধিকাধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক। কেননা, তা বিক্রয় বৃদ্ধি করে; (কিন্তু) বর্কত মুছে দেয়।" *(মুসলিম)*[১৯৫]

٣١٩- بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانُ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ الْجَنَّةِ وَكَرَاهَةِ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ تَعَالَى وَتَشَفَّعَ بِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩১৯ : আল্লাহর সত্তার দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মকরূহ। অনুরূপ আল্লাহর নামে কেউ কিছু চাইলে না দেওয়া বা সুপারিশ করলে তা অগ্রাহ্য করা মাকরূহ।

[১৯৩] সহীহুল বুখারী ৪৬১৩, ৬৬৬৩, আবূ দাউদ ৩২৫৪, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩২

[১৯৪] সহীহুল বুখারী ২০৮৭, মুসলিম ১৬০৬, নাসায়ী ৪৪৬১, আবূ দাউদ ৩৩৩৫, আহমাদ ৭১৬৬, ৭২৫১, ৯০৮৫

[১৯৫] মুসলিম ১৬০৭, নাসায়ী ৪৪৬০, ইবনু মাজাহ ২২০৯, আহমাদ ২২০৩৮, ২২০৬৫

١٧٣١/١. عَنْ جابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : « لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الْجَنَّةُ » رواه أبو داود .

৩/১৭৩১। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর সত্ত্বার দ্বারা জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়। (আবূ দাউদ)[১৯৬]

١٧٣٢/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ ، فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ ، فأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ، فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ » . حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين

২/১৭৩২। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "কেউ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, তাকে আশ্রয় দাও। আর যে আল্লাহর নামে যাচ্ঞা করবে, তাকে দান কর। যে তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ দেবে, তোমরা তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর। যে তোমাদের উপকার করবে, তোমরা তার (যথোচিত) প্রতিদান দাও। আর যদি তোমরা তার (যথার্থ) প্রতিদানযোগ্য কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত দুআ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, তোমরা তার (সঠিক) প্রতিদান আদায় ক'রে দিয়েছ। *(সহীহ হাদীস, আবূ দাউদ, নাসায়ী বুখারী-মুসলিমের সানাদযোগে)*[১৯৭]

٣٢٠ بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ شَاهَنْشَاهْ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَلِكُ الْمُلُوْكِ ، وَلَا يُوْصَفُ بِذٰلِكَ غَيْرُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

পরিচ্ছেদ - ৩২০ : রাজা বা অন্য কোন নেতৃস্থানীয় মানুষকে 'রাজাধিরাজ' বলা হারাম। কেননা, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত ঐ গুণে কেউ গুণান্বিত হতে পারে না

١٧٣٣/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ » . متفق عليه . قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ : « مَلِكُ الأَمْلاَكِ » مِثْلُ : شَاهِنْ شَاهِ

১/১৭৩৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট নিকৃষ্টতম নাম সেই ব্যক্তির, যে নিজের নাম রাখে রাজাধিরাজ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[১৯৮]

'সুফয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, 'মালিকুল আমলাক' যেমন 'শাহানশাহ'।

---

[১৯৬] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদটি দুর্বল। যেমনটি মুনযেরী প্রমুখ বলেছেন। দেখুন "মাজমূ' ফাতাওয়াল আলবানী" (১/২৩৪)। উল্লেখ্য আল্লাহর সত্বার দ্বারা কিছু চাইলে তাকে প্রদান করার জন্য রসূল (স) নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অথচ এ দুর্বল হাদীসে আল্লাহর সত্বার দ্বারা শুধুমাত্র জান্নাত চাওয়াকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৫১০৮) ও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২৫৩)।*

[১৯৭] নাসায়ী ২৫৬৭, আবূ দাউদ ১৬৭২, আহমাদ ৫৭০৯, ৬০৭১

[১৯৮] সহীহুল বুখারী ৬২০৫, ৬২০৬, মুসলিম ২১৪৩, তিরমিযী ২৮৩৭, আবূ দাউদ ৪৯৬১, আহমাদ ৭২৮৫, ২৭৩৯৩

٣٢١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُخَاطَبَةِ الفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا بِسَيِّدِيْ وَنَحْوِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩২১ : কোন মুনাফিক, পাপী ও বিদআতী প্রভৃতিকে 'সর্দার' প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ

١/١٧٣٤. عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ » . رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح

১/১৭৩৪। বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মুনাফিককে 'সর্দার' বলো না। কেননা, সে যদি তোমাদের 'সর্দার' হয়, তাহলে তোমরা (অজ্ঞাতসারে) তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট ক'রে ফেলবে।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[১৯৯]

* *(কোন মুনাফিক, কাফের, পাপী ও বিদআতী মানুষকে সাইয়েদ, মালিক, লর্ড, মহাশয়, স্যার, প্রভু, কর্তা, সর্দারজী প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ।)*

٣٢٢- بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الْحُمَّى

পরিচ্ছেদ - ৩২২ : জ্বরকে গালি দেওয়া মকরূহ

١/١٧٣٥. عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ ، أَو أُمِّ المُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ ـ أَو يَا أُمَّ المُسَيَّبِ ـ تُزَفْزِفِينَ ؟ » قَالَتْ : الحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا ! فَقَالَ : « لاَ تَسُبِّي الحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِ » . رواه مسلم

১/১৭৩৫। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (একবার) উম্মে সায়েব কিম্বা উম্মে মুসাইয়িবের নিকট প্রবেশ ক'রে বললেন,"হে উম্মে সায়েব কিম্বা উম্মে মুসাইয়িব! তোমার কী হয়েছে যে, থর্‌থর্‌ করে কাঁপছ?" সে বলল, 'জ্বর হয়েছে; আল্লাহ তাতে বর্কত না দেন।' (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, "জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর ক'রে ফেলে।" *(মুসলিম)*[২০০]

٣٢٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ ، وَبَيَانِ مَا يُقَالُ عِنْدَ هُبُوْبِهَا

পরিচ্ছেদ - ৩২৩ : ঝড়কে গালি দেওয়া নিষেধ ও ঝড়ের সময় দুআ

١/١٧٣٦. عَنْ أَبِي المُنْذِرِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ ، فَقُولُوا : اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ . وَنَعُوذُ بِكَ

---

[১৯৯] আবূ দাউদ ৪৯৭৭, আহমাদ ২২৪৩০

[২০০] মুসলিম ২৫৭৫, তিরমিযী ২২৫০

مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح»

১/১৭৩৬। আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা ঝড়কে গালি দিও না। যখন তোমরা অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করবে, তখন এই দুআ পড়বে। 'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খাইরি হাযিহির রীহি অখাইরি মা ফীহা অখাইরি মা উমিরাত বিহ। অনাঊযু বিকা মিন শার্রি হাযিহির রীহি অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উমিরাত বিহ।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই ঝড়ের কল্যাণ, ওর মধ্যে নিহিত কল্যাণ এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার কল্যাণ। এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এই বায়ুর অনিষ্ট হতে ওর মধ্যে নিহিত অনিষ্ট এবং যার আদিষ্ট হয়েছে তার অনিষ্ট হতে। *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*[২০১]

١٧٣٧/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « الرِّيحُ مِنْ رَوحِ اللهِ ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ، وَتَأْتِي بِالعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا » . رواه أبو داود بإسناد حسن

২/১৭৩৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "বায়ু আল্লাহর আশিস, যা রহমত আনে এবং আযাবও আনে। কাজেই তোমরা যখন তা বইতে দেখবে, তখন তাকে গালি দিও না। বরং আল্লাহর নিকট তার ইষ্ট প্রার্থনা কর এবং তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(আবূ দাউদ হাসান সূত্রে)* [২০২]

١٧٣٨/٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » . رواه مسلم

৩/১৭৩৮। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঝড়-তুফান চলা কালে আল্লাহর রসূল এই দুআ করতেন,

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাহা অখাইরা মা ফীহা অখাইরা মা উরসিলাত বিহ, অআঊযু বিকা মিন শার্রিহা অশার্রি মা ফীহা অশার্রি মা উরসিলাত বিহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। আর এর অনিষ্ট, এর মধ্যে যা আছে তার অনিষ্ট এবং যার সাথে এ প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি। *(মুসলিম)*[২০৩]

---

[২০১] তিরমিযী ২২৫২, আহমাদ ২০৬৩৫

[২০২] আবূ দাউদ ৫০৯৭, ইবনু মাজাহ ৩৭২৭

[২০৩] সহীহুল বুখারী ৪৮২৯, মুসলিম ৮৯৯, তিরমিযী ৩২৫৭, আবূ দাউদ ৫০৯৮, ইবনু মাজাহ ৩৮৯১, আহমাদ ২৩৮৪৮, ২৫৫০৬

Contents

٣٢٤- بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّيْكِ

পরিচ্ছেদ - ৩২৪ : মোরগকে গালি দেওয়া নিষেধ

١٧٣٩/١. عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ». رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/১৭৩৯। যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কারণ, সে নামাযের জন্য জাগিয়ে থাকে।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)*[২০৪]

٣٢٥- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ :مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا

পরিচ্ছেদ - ৩২৫ : অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল বলা নিষেধ

١٧٤٠/١. عَنْ زَيدِ بنِ خَالِدٍ ﷺ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَّةِ فِي إثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ . قَالَ : « قَالَ : أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي ، وَكَافِرٌ ، فَأمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكَبِ ، وَأمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ » . متفق عليه

১/১৭৪০। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৫]

٣٢٦- بَابُ تَحْرِيمِ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ : يَا كَافِرُ

পরিচ্ছেদ - ৩২৬ : কোন মুসলিমকে 'কাফের' বলে ডাকা হারাম

---

[২০৪] আবূ দাউদ ৫১০১, আহমাদ ২১১৭১

[২০৫] সহীহুল বুখারী ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭,৭৫০৩, মুসলিম ৭১, নাসায়ী ১৫২৫, আবূ দাউদ ৩৯০৬, আহমাদ ১৬৬১৩, মুওয়াত্তা মালিক ৪৫১

١٧٤١/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ ». متفق عليه

১/১৭৪১। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে 'কাফের' বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়, যা বলেছে তা যদি সঠিক হয়, তাহলে তো ভাল। নচেৎ (যে বলেছে) তার উপর ঐ কথা ফিরে যায় (অর্থাৎ, সে 'কাফের' হয়)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২০৬]

١٧٤٢/٢. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُوْلُ : « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَو قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلاَّ حَارَ عَلَيْهِ ». متفق عليه

২/১৭৪২। আবূ যার্র (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে কাউকে 'ওরে কাফের' বলে ডাকে অথবা 'ওরে আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ বাস্তবিক ক্ষেত্রে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[২০৭]

٣٢٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفُحْشِ وَبَذَاءِ اللِّسَانِ

পরিচ্ছেদ - ৩২৭ : অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করা নিষেধ

١٧٤٣/١. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ ، وَلاَ اللَّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِشِ ، وَلاَ البَذِيِّ » رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

১/১৭৪৩। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মু'মিন খোঁটা দানকারী, অভিশাপকারী, নির্লজ্জ ও অশ্লীলভাষী হয় না।" *(তিরমিযী হাসান)* [২০৮]

١٧٤٤/٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا كَانَ الفُحْشُ فِي شَيْءٍ إلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إلاَّ زَانَهُ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

২/১৭৪৪। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে বস্তুর মধ্যে অশ্লীলতা থাকবে, তা তাকে দূষিত ক'রে ফেলবে, আর যে জিনিসের মধ্যে লজ্জা-শরম থাকবে, তা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ক'রে তুলবে।" *(তিরমিযী হাসান)* [২০৯]

---

[২০৬] সহীহুল বুখারী ৬১০৪, মুসলিম ৬০, তিরমিযী ২৬৩৭, আবূ দাউদ ৪৬৮৭, আহমাদ ৪৬৭৩, ৪৭৩১, ৫০১৫, ৫০৫৭, ৫২৩৭, ৫৭৯০, ৫৮৭৮, ৫৮৯৭, ৬২৪৪, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৪

[২০৭] সহীহুল বুখারী ৬০৫৫, মুসলিম ৬১, আহমাদ ২০৯৫৪, ২১০৬১

[২০৮] তিরমিযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, ৩৯৩৮

[২০৯] তিরমিযী ১৯৭৪, ইবনু মাজাহ ৪১৮৫

٣٢٨- بَابُ كَرَاهَةِ التَّقْعِيْرِ فِي الْكَلَامِ بِالتَّشَدُّقِ وَتَكَلُّفِ الْفَصَاحَةِ وَاسْتِعْمَالِ وَحْشِيِّ اللُّغَةِ وَدَقَائِقِ الْإِعْرَابِ فِيْ مُخَاطَبَةِ الْعَوَامِّ وَنَحْوِهِمْ

পরিচ্ছেদ - ৩২৮ : কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে কথা বলা, মিথ্যা বাক্‌পটুতা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষকে সম্বোধনকালে উদ্ভট ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা প্রয়োগ অবাঞ্ছনীয়

١٧٤٥/١. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ » قَالَهَا ثَلاَثاً . رواه مسلم

১/১৭৪৫। ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বাগাড়ম্বরকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল (বা ধ্বংস হোক)।" এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। *(মুসলিম)*[২১০]

١٧٤٦/٢. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ البَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ البَقَرَةُ». رواه أبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»

২/১৭৪৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ এমন বাক্‌পটু মানুষকে ঘৃণা করেন, যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।" *(আবূ দাঊদ, তিরিমিযী হাসান)*[২১১]

١٧٤٧/٣. وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ ، وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ ، أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ ، وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَومَ القِيَامَةِ ، الثَّرْثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ » . رواه الترمذي ، وقال : « حديث حسن »

৩/১৭৪৭। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী হাসান)*[২১২]

٣٢٩- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِهِ : خَبُثَتْ نَفْسِيْ

পরিচ্ছেদ - ৩২৯ : আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে বলা নিষেধ

[২১০] মুসলিম ২৬৭০, আবূ দাউদ ৩৬০৮, আহমাদ ৩৬৪৭

[২১১] তিরমিযী ২৮৫৩, আবূ দাউদ ৫০০৫, আহমাদ ৬৫০৭, ৬৭১৯

[২১২] তিরমিযী ২০১৮

١٧٤٨/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : خَبُثَتْ نَفْسي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسي » متفق عليه .

১/১৭৪৮। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে অবশ্যই কেউ যেন 'আমার আত্মা খবীস হয়ে গেছে' না বলে। তবে বলতে পারে যে, 'আমার অন্তর কলুষিত হয়ে গেছে।" *(বুখারী)* [২১৩]

উলামাগণের মতে 'খবীস' হওয়া ও 'কলুষিত' হওয়ার অর্থ প্রায় একই। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'খবীস' শব্দটির প্রয়োগ অপছন্দ করেছেন।

٣٣٠- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

পরিচ্ছেদ - ৩৩০ : আরবীতে আঙ্গুরের নাম 'কর্‌ম' রাখা মাকরূহ

١٧٤٩/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ الكَرْمَ ، فَإنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ» متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم . وفي رواية : « فَإنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤمِنِ » . وفي رواية للبخاري ومسلم : « يَقُولُونَ الكَرْمُ ، إنَّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ » .

১/১৭৪৯। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা আঙ্গুরের নাম 'কার্‌ম' (বদান্য) রেখো না। কেননা, 'কার্‌ম' (বদান্য) তো মুসলিম হয়।" *(মুসলিম)* [২১৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "কার্‌ম' (বদান্য) তো মু'মিনের হৃদয়।" বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনা মতে ঃ "লোকে (আঙ্গুরকে) 'কার্‌ম' (বদান্য) বলে। 'কার্‌ম' (বদান্য) তো কেবল মু'মিনের হৃদয়।"

١٧٥٠/٢. وَعَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَقُولُوا : الكَرْمُ ، وَلَكِنْ قُولُوا : العِنَبُ ، وَالحَبَلَةُ ». رواه مسلم

২/১৭৫০। ওয়ায়েল ইবনে হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আঙ্গুরকে 'কর্‌ম' বলো না। বরং 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বল।" *(মুসলিম)* [২১৫]

(আঙ্গুরকে আরবী ভাষায় 'ইনাব' ও 'হাবালাহ' বলা হয়। এর উৎকৃষ্টতা ও উপকারিতার জন্য লোকে সম্মানের সাথে তাকে 'কর্‌ম' (বদান্য) নামে আখ্যায়িত করত। অথচ এ বিশেষণের অধিকারী একমাত্র মু'মিন মানুষ। তাই এই নিষেধাজ্ঞা।

বলাই বাহুল্য যে, যে শব্দ প্রয়োগে শরয়ী বাধা আছে, তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, রামধনু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দৈবাৎক্রমে, দেবর, লক্ষ্মী মেয়ে, হরিলুট ইত্যাদি।)

---

[২১৩] সহীহুল বুখারী ৬১৭৯, মুসলিম ২২৫০, আবূ দাউদ ৪৯৭৯, আহমাদ ২৩৭২৩, ২৩৮৫৪, ২৫২২০, ২৫৪০৮, ২৭৬৬০

[২১৪] সহীহুল বুখারী ৪৮২৬, ৬১৮১, ৬১৮৩, ৭৪৯১, মুসলিম ২২৪৬, আবূ দাউদ ৪৯৭৪, ৫২৭৪, আহমাদ ৭২০৪, ৭২১৬, ৭৪৬৬, ৭৬২৫, ৭৬৫৯, ৮৮৭২, ৮৮৯২, ৯৮০৭, ৯৯৯৪, ১০০৬১, ১০১০১, ১০২০০, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৪৬, দারেমী ২৭০০

[২১৫] মুসলিম ২২৪৮, দারেমী ২১১৪

٣٣١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَصْفِ مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ لِرَجُلٍ إِلَّاأَنْ يَّحْتَاجَ إِلَى ذٰلِكَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَنِكَاحِهَا وَنَحْوِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩১ : শরয়ী কারণ যেমন বিবাহ প্রভৃতি উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পুরুষের সামনে কোন নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ

١٧٥١/١. عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » . متفق عليه

১/১৭৫১। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে (নগ্ন) কোলাকুলি না করে। (কারণ) সে পরে তার স্বামীর কাছে তা এমনভাবে বর্ণনা করবে যে, যেন সে (তা শুনে) ঐ মহিলাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করছে।” *(মুসলিম)* [২১৬]

(হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নারী যেন অন্য নারীর কাছেও নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। কারণ, সে তার স্বামীর কাছে যখন তার ঐ সৌন্দর্য বর্ণনা করবে, তখন হয়ত তার স্বামী ফিতনায় পড়ে গিয়ে স্বয়ং বর্ণনাকারিণীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং প্রতিটি নারীকে নিজের মাথায় হাঁড়ি ভাঙ্গা থেকে সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য।)

٣٣٢- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ فِي الدُّعَاءِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ بَلْ يَجْزِمُ بِالطَّلَبِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩২ : ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’ কারো এরূপ দুআ করা মাকরূহ; বরং দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করা উচিত

١٧٥٢/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ» . متفق عليه

وفي رواية لمسلم : « وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » .

১/১৭৫২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর’ অবশ্যই না বলে। বরং যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।” *(মুসলিম)* [২১৭]

---

[২১৬] সহীহুল বুখারী ৫২৪০, ৫২৪১, তিরমিযী ২৭৯২, আবূ দাউদ ২১৫০, আহমাদ ৩৫৮৬, ৩৬৫৯, ৪১৬৪, ৪১৭৯, ৪১০০, ৪৩৮১, ৪৩৯৩, ৪৪১০

[২১৭] সহীহুল বুখারী ৬৩৩৯, ৭৪৭৭, মুসলিম ২৬৭৯, তিরমিযী ৩৪৯৭, আবূ দাউদ ১৪৮৩, আহমাদ ৭২৭২, ৯৬৫২, ৯৯৩৭, ১০১১৬, ১০৪৮৬, ২৭২৩৬, ২৭৪৫৬, মুওয়াত্তা মালিক ৪৯৪

Contents

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "বরং সে যেন দৃঢ়চিত্তে চায় এবং যেন বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে প্রার্থিত বস্তু দান করা কোন বড় ব্যাপার নয়।"

١٧٥٣/٢. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اَللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ » . متفق عليه

২/১৭৫৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন দুআ করবে, সে যেন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে চায়। আর যেন না বলে যে, 'আল্লাহ গো! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে দাও।' কেননা, তাঁকে বাধ্য করার মত কেউ নেই।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২১৮]

٣٣٣- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৩ : 'আল্লাহ এবং অমুক যা চায় (তাই হবে)' বলা মকরূহ

١٧٥٤/١. عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ؛ وَلَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ » . رواه أبو داود بإسناد صحيح

১/১৭৫৪। হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা 'আল্লাহ ও অমুক যা চায় (তাই হবে)' বলো না, বরং বলো, 'আল্লাহ যা চান, তারপর অমুক যা চায় (তাই হবে)।" *(আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সূত্রে)* [২১৯]

** (এবং বা ও যোগ করে বললে আল্লাহর ইচ্ছার সঙ্গে সৃষ্টির ইচ্ছাকে একাকার করে দেওয়া হয়। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তাঁর চাওয়ার পরে কারো চাওয়ার কথাকে প্রকাশ করতে হলে, 'তারপর' বা 'অতঃপর' বলে সংযোগ করতে হবে।)*

٣٣٤- بَابُ كَرَاهَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৪ : এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ

اَلْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ يَكُونُ مُبَاحًا فِي غَيْرِ هٰذَا الْوَقْتِ وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ. فَأَمَّا الْحَدِيْثُ الْمُحَرَّمُ أَوِ الْمَكْرُوهُ فِي غَيْرِ هٰذَا الْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا وَكَرَاهَةً، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي الْخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْحَدِيثُ مَعَ الضَّيْفِ وَمَعَ طَالِبِ حَاجَةٍ وَنَحْوَ ذٰلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ، وَكَذَا الْحَدِيثُ لِعُذْرٍ وَعَارِضٍ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ. وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ.

---

[২১৮] সহীহুল বুখারী ৬৩৩৮, ৭৪৬৪, মুসলিম ২৬৭৮, আহমাদ ১১৫৬৯

[২১৯] আবূ দাউদ ৪৯৮০, আহমাদ ২২৭৫৪, ২২৮২৮, ২২৮৭২

উদ্দেশ্য, যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে বলা মুবাহ (অর্থাৎ, যা করা না করা সমান)। নচেৎ যে সব কথাবার্তা অন্য সময়ে হারাম বা মাকরূহ, সে সব এ সময়ে আরো অধিকভাবে হারাম ও মাকরূহ। পক্ষান্তরে কল্যাণমূলক কথাবার্তা; যেমন জ্ঞানচর্চা, নেক লোকদের কাহিনী ও চরিত্র আলোচনা, মেহমানের সঙ্গে বাক্যালাপ, কারো প্রয়োজন পূরণ প্রসঙ্গে কথা ইত্যাদি বলা মকরূহ নয়; বরং তা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে আকস্মিক কোন ঘটনাবশতঃ বা কোন সঠিক ওযরে কথা বলা অপছন্দনীয় কাজ নয়। উক্ত বিবৃতির সমর্থনে বহু বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

١٧٥٥/١. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا . متفقٌ عليه

১/১৭৫৫। আবূ বারযা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*[220]

١٧٥٦/٢. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى العِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ اليَومَ أَحَدٌ». متفق عليه

২/১৭৫৬। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিজ জীবনের অন্তিম দিনগুলির কোন একদিন (লোকেদেরকে নিয়ে) এশার নামায পড়লেন এবং যখন সালাম ফিরলেন, তখন বললেন, "আচ্ছা বলত। এটা তোমাদের কোন রজনী? (এ কথা) সুনিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি আজ ধরাপৃষ্ঠে জীবিত আছে, একশত বছরের মাথায় সে ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না (অর্থাৎ, মারা যাবে)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*[221]

١٧٥٧/٣. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّهُم انتَظَرُوا النَّبِيَّ ﷺ ، فَجَاءَهُمْ قَرِيباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ - يَعْنِي : العِشَاءَ - ثُمَّ خَطَبنا فَقَالَ : « أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ » . رواه البخاري

৩/১৭৫৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদিন (মসজিদে) সাহাবায়ে কেরাম নবী (ﷺ)-এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রায় অর্ধ রাত্রিতে তাঁদের নিকট আগমন করলেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে নামায অর্থাৎ, এশার নামায পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। তাতে তিনি বললেন, "শোন! লোকে নামায সমাধা ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের অপেক্ষা করছিলে, ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে নামাযের মধ্যেই ছিলে।" *(বুখারী)* [222]

---

[220] সহীহুল বুখারী ৫৪১, ৫৪৭, ৫৬৮, ৫৯৯, ৭৭১, মুসলিম ৬৪৭, নাসায়ী ৪৯৫, ৫৩০, ৯৪৪, আবূ দাউদ ৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৬৭৪, দারেমী ১৩০০

[221] সহীহুল বুখারী ১১৬, ৫৬৪, ৬০১, মুসলিম ২৫৩৭, তিরমিযী ২২৫১, আবূ দাউদ ৪৩৪৮, আহমাদ ৫৫৮৫, ৫৯৯২, ৬১১৩

[222] ১৭৫৭. সহীহুল বুখারী ৫৭২, ৬০০, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯, মুসলিম ৬৪০, নাসায়ী ৫৩৯, ৫২০২, ৫২৮৫, ইবনু মাজাহ ৬৯২, আহমাদ ১২৪৬৯, ১২৫৫০, ১২৬৫৬, ১৩৪০৭

٣٣٥- بَابُ تَحْرِيمِ اِمْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَّهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৫ : যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী বিছানায় ডাকে, তাহলে কোন শরয়ী ওজর ছাড়া তার তা উপেক্ষা করা হারাম

١/١٧٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ». متفق عَلَيْهِ . وفي رواية : « حَتَّى تَرْجِعَ » .

১/১৭৫৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যখন কেউ তার স্ত্রীকে স্বীয় বিছানার দিকে (দেহ মিলনের জন্য) ডাকে, আর সে তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তার প্রতি (তার স্বামী) রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তখন ফজর পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা তাকে অভিশাপ করতে থাকেন।" *(বুখারী)* [২২৩]

অন্য বর্ণনায় আছে, "তার স্বামীর কাছে না আসা পর্যন্ত (তাকে অভিশাপ করতে থাকেন)।"

٣٣٦- بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ تَطَوُّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৬ : স্বামীর উপস্থিতিতে কোন স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া কোন নফল রোযা রাখতে পারে না

١/١٧٥٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৭৫৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "কোন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া (নফল) রোযা রাখবে। আর না তার বিনা অনুমতিতে (কোন আত্মীয় পুরুষ বা মহিলাকে) তার ঘরে ঢুকতে অনুমতি দেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২২৪]

٣٣٧- بَابُ تَحْرِيمِ رَفْعِ الْمَأْمُومِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৭ : রুকূ সাজদাহ থেকে ইমামের আগে মাথা তোলা হারাম

١/١٧٦٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ

---

[২২৩] সহীহুল বুখারী ৩২৩৭, ৫১৯৩, ৫১৯৪, মুসলিম ১৪৩৬, আবূ দাউদ ২১৪১, আহমাদ ৭৪২২, আহমাদ ৮৩৭৩, ৮৭৮৬, ৯৩৭৯, ৯৭০২, ৯৮৬৫, ১০৩৫৩, দারেমী ২২২৮

[২২৪] সহীহুল বুখারী ২০৬৬, ৫১৯২, ৫১৯৫, মুসলিম ১০২৬, তিরমিযী ৭৮২, আবূ দাউদ ১৬৮৭, ২৪৫৮, ইবনু মাজাহ ১৭৬১, আহমাদ ৯৪৪১, ৯৮১২, ১০১১৭, ২৭৪০৫, দারেমী ১৭২০

يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৭৬০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার মাথা, গাধার মাথায় পরিণত ক'রে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি ক'রে দেবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২২৫]

٣٣٨- بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلاَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৮ : নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ

١٧٦١/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ . متفق عَلَيْهِ

১/১৭৬১। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নামাযরত অবস্থায় কোমরে হাত রাখতে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*[২২৬]

(নামাযে কোমরে হাত রাখা নিষেধের কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে, যেহেতু এ তরীকা ইয়াহুদীদের অথবা যেহেতু জাহান্নামীরা কোমরে হাত রেখে বিশ্রাম নিবে অথবা যেহেতু তা শয়তানের অভ্যাস অথবা যেহেতু তা অহংকারীর লক্ষণ; আর নামায আগাগোড়া সম্পূর্ণ কাকুতি-মিনতি ও বিনয় প্রকাশের ক্ষেত্র মাত্র। অবশ্য যদি কেউ অসুবিধার কারণে কোমরে হাত রাখে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।)

٣٣٩- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَنَفْسُهُ تَتَوَّقُ إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ : وَهُمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ

পরিচ্ছেদ - ৩৩৯ : খাবারের চাহিদা থাকা কালে খাবার উপস্থিত রেখে এবং পেশাব-পায়খানার খুব চাপ থাকলে উভয় অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ

١٧٦٢/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ » . رواه مسلم

১/১৭৬২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "খাবার হাযির থাকা কালীন অবস্থায় নামায নেই, আর পেশাব পায়খানার চাপ সামাল দেওয়া অবস্থায়ও নামায নেই।" *(মুসলিম)* [২২৭]

٣٤٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৪০ : নামাযে আসমান বা উপরের দিকে তাকানো নিষেধ

---

[২২৫] সহীহুল বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭, তিরমিযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, আবূ দাউদ ৬২৩, ইবনু মাজাহ ৯৬১, আহমাদ ৭৪৮১, ৭৬১২, ৯২১১, ৯৫৭৪, ৯৭৫৪, ১০১৬৮, ২৭২৭০, দারেমী ১৩১৬

[২২৬] সহীহুল বুখারী ১২১৯, ১২২০, মুসলিম ৫৪৫, তিরমিযী ৩৮৩, নাসায়ী ৮৯০, আবূ দাউদ ৯৪৭, আহমাদ ৭১৩৫, ৭৮৩৭, ৭৮৭১, ৮১৭৪, ৮৯৩০, দারেমী ১৪২৮

[২২৭] মুসলিম ৫৬০, আবূ দাউদ ৮৯, আহমাদ ২৩৬৪৬, ২৩৭৪৯, ২৩৯২৮

١٧٦٣/١. عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا بَالُ أَقْوامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ ! » فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ!». رواه البخاري

১/১৭৬৩। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "লোকদের কী হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে?" এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, "তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে।" *(বুখারী)* [২২৮]

٣٤١- بَابُ كَرَاهَةِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ - ৩৪১ : বিনা ওযরে নামাযে এদিক-ওদিক তাকানো মাকরূহ

١٧٦٤/١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الاِلتفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ » . رواه البخاري

১/১৭৬৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "এটা এক ধরণের অপহরণ, যার মাধ্যমে শয়তান নামাযের অংশ বিশেষ অপহরণ করে।" *(বুখারী)* [২২৯]

١٧٦٥/٢.وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رسُولُ اللهِ ﷺ : « إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّ الالْتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كَان لابُدَّ، فَفِي التَّطَوُّعِ لا فِي الْفَرِيضَةِ».

২/১৭৬৫। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ সালাতরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকিও না। কেননা নামাযের ভিতর এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত একটি বিপর্যয়। যদি ডানে-বামে তাকানো ছাড়া কোন উপায় না থাকে তবে তা নফল সালাতে কর, কিন্তু ফরয সালাতে তা করা যাবে না।[২৩০]

[২২৮] সহীহুল বুখারী ৭৫০, নাসায়ী ১১৯৩, আবূ দাউদ ৯১৩, ইবনু মাজাহ ১০৪৪, আহমাদ ১১৬৫৪, ১১৬৯৪, ১১৭৩৬, ১২০১৮, ১৩২৯৯, দারেমী ১৩০২

[২২৯] সহীহুল বুখারী ৭৫১, ৩১৯১, তিরমিযী ৫৯০, নাসায়ী ১১৯৬, ১১৯৯, আবূ দাউদ ৯১০, আহমাদ ২৩৮৯১, ২৪২২৫

[২৩০] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ আসলে এরূপই আর সম্ভবত তিরমিযীর কোন কোন ছাপাতে এরূপই এসেছে। কিন্তু বূলাক ছাপায় (১/১১৬) হাদীসুন হাসানুন বলা হয়েছে আর তার টীকাতে (বাদাল ছাপায়) হাসান গারীব উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি বলুন ঃ অর্থাৎ দুর্বল আর হাদীসটির সনদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটিই বেশী উপযোগী। কারণ এর মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে এবং সনদে বিচ্ছিন্নিতাও রয়েছে। আমি "মিশকাত" গ্রন্থের টীকা (১৭২, ৪৬৫, ৯৯৭) এবং "আত্তারগীব" গ্রন্থে (১/১৯১) তা বর্ণনা করেছি।*

٣٤٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُوْرِ

পরিচ্ছেদ - ৩৪২ : কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ

١٧٦٦/١. عَن أَبِي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا » . رواه مسلم

১/১৭৬৬। আবূ মারসাদ কান্নায ইবনে হুস্বাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কবরের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" *(মুসলিম)* [২৩১]

٣٤٣- بَابُ تَحْرِيْمِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّيْ

পরিচ্ছেদ - ৩৪৩ : নামাযীর সামনে দিয়ে পার হওয়া হারাম

١٧٦٧/١. عَنْ أَبِي الجُهَيْمِ عَبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الراوي : لاَ أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوماً ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً .متفق عَلَيْهِ

১/১৭৬৭। আবুল জুহাইম আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে স্বিম্মাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, তা তার জন্য কত ভয়াবহ (অপরাধ), তাহলে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত।" রাবী বলেন, আমি জানি না যে, তিনি চল্লিশ দিন, নাকি চল্লিশ মাস, নাকি চল্লিশ বছর বললেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩২]

٣٤٤- بَابُ كَرَاهَةِ شُرُوْعِ الْمَأْمُوْمِ فِيْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ فِيْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّافِلَةُ سُنَّةَ تِلْكَ الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ - ৩৪৪ : নামাযের ইকামত শুরু হবার পর নফল বা সুন্নত নামায পড়া মাকরূহ

মুআয্যিন ইকামত শুরু করলে আর কোন নামায শুরু করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়; সে নামায ঐ নামাযের পূর্ববর্তী সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হোক বা অন্য কোন সুন্নত বা নফল নামায।

---

[২৩১] মুসলিম ৯৭২, তিরমিযী ১০৫০, নাসায়ী ৭৬০, আবূ দাউদ ৩২২৯, আহমাদ ১৬৭৬৪

[২৩২] সহীহুল বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫৯৭, তিরমিযী ৩৩৬, নাসায়ী ৭৫৬, আবূ দাউদ ৭০১, ইবনু মাজাহ ৯৪৫, আহমাদ ১৭০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৩৬৫, দারেমী ১৪১৬, ১৪১৭

١٧٦٨/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». رواه مسلم

১/১৭৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যখন নামাযের জন্য ইকামত দেওয়া হবে, তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।" *(মুসলিম)* [২৩৩]

٣٤٥- بَابُ كَرَاهَةِ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ أَوْ لَيْلَتِهِ بِصَلَاةٍ مِّنْ بَيْنَ اللَّيَالِيْ

পরিচ্ছেদ - ৩৪৫ : রোযার জন্য জুমআর দিন এবং নামাযের জন্য জুমআর রাত নির্দিষ্ট করা মাকরূহ

١٧٦٩/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ » . رواه مسلم

১/১৭৬৯। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "রাত্রিসমূহের মধ্যে জুমআর রাতকে কিয়াম (নফল নামায) পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করো না এবং দিনসমূহের মধ্যে জুমআর দিনকে (নফল) রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত করো না। তবে যদি তা তোমাদের কারো রোযা রাখার তারীখ পড়ে (তাহলে সে কথা ভিন্ন)।" *(মুসলিম)* [২৩৪]

** (যেমন ঐ দিন যদি আরাফাত বা আশূরার দিন হয়, তাহলে রোযা রাখা যাবে।)*

١٧٧٠/٢. وَعَنْه ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৭৭০। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "অবশ্যই কেউ যেন স্রেফ জুমআর দিনে রোযা না রাখে; তবে যদি তার একদিন আগে কিম্বা পরে রাখে (তাহলে তাতে ক্ষতি নেই।)" *(বুখারী, মুসলিম)* [২৩৫]

(অর্থাৎ, শুক্রবারের সাথে বৃহস্পতিবার কিম্বা শনিবার রোযা রাখলে রাখা চলবে।)

١٧٧١/٣. وَعَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً ﷺ : أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفق عَلَيْهِ

৩/১৭৭১। মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী ﷺ কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

---

[২৩৩] মুসলিম ৭১০, তিরমিযী ৪২১, নাসায়ী ৮৬৫, ৮৬৬, আবূ দাউদ ১২৬৬, ইবনু মাজাহ ১১৫১, আহমাদ ৮৪০৯, ৯৫৬৩, ১০৩২০, ১০৪৯৩, দারেমী ১৪৪৮

[২৩৪] সহীহুল বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, ৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২

[২৩৫] সহীহুল বুখারী ১৯৮৫, মুসলিম ১১৪৪, তিরমিযী ৭৪৩, আবূ দাউদ ২৪২০, ইবনু মাজাহ ১৭২৩, আহমাদ ৭৩৪১, ৭৭৮০, ৭৯৬৫, ৮৫৫৪, ৮৮৫৩, ৮৮৮২, ৯০৩১, ৯১৭১, ১০০৫২

(বুখারী ও মুসলিম) [২৩৬]

١٧٧٢/٤. وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيرِيَّةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أمْسِ ؟ » قَالَتْ : لاَ ، قَالَ: « تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً ؟ » قَالَتْ : لاَ . قَالَ : « فَأَفْطِرِي » . رواه البخاري

৪/১৭৭২। মু'মিন জননী জুয়াইরিয়্যাহ বিন্তে হারেষ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর দিনে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন, তখন তিনি (জুয়াইরিয়াহ) রোযা অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে?" তিনি বললেন, 'না।' (নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বললেন, "আগামীকাল রোযা রাখার ইচ্ছা আছে তো?" তিনি জবাব দিলেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাহলে রোযা ভেঙ্গে ফেল।" *(বুখারী)* [২৩৭]

٣٤٦- بَابُ تَحْرِيْمِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ
وَهُوَ أَنْ يَّصُوْمَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا يَأْكُل وَلَا يَشْرَبَ بَيْنَهُمَا

পরিচ্ছেদ - ৩৪৬ : সওমে বিসাল, অর্থাৎ একাদিক্রমে দুই বা ততোধিক দিন ধরে বিনা পানাহারে রোযা রাখা হারাম

١٧٧٣/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ .متفق عَلَيْهِ

১/১৭৭৩। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওমে বিসাল করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৮]

١٧٧٤/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ . قَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى » . متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ البخاري

২/১৭৭৪। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করলেন। লোকেরা নিবেদন করল, 'আপনি তো সওমে বিসাল রাখেন? তিনি বললেন, "(এ বিষয়ে) আমি তোমাদের মত নই। আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) পানাহার করানো হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৩৯]

** (অর্থাৎ, এ ব্যাপারে আমি তোমাদের মত নই। এতে যে কষ্ট তোমরা পাবে, আমি পাব না। কারণ মহান আল্লাহ আমাকে পানাহার করান। সুতরাং এ রোযা আল্লাহর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট, অন্যের জন্য তা বৈধ নয়।)*

---

[২৩৬] সহীহুল বুখারী ১৯৮৪, মুসলিম ১১৪৩, ইবনু মাজাহ ১৭২৪, আহমাদ ১৩৭৫০, ১৩৯৪৩, দারেমী ১৭৪৮

[২৩৭] সহীহুল বুখারী ১৯৮৬, আবূ দাউদ ২৪২২, আহমাদ ৬৭৩২, ২৬২১৫

[২৩৮] সহীহুল বুখারী ১৯৬৪, ১৯৬৫, মুসলিম ১১০৫, আহমাদ ২৪০৬৫, ২৪১০৩, ২৪৪২৪, ২৫৫২৩, ২৫৬৭৯

[২৩৯] সহীহুল বুখারী ১৯২২, ১৯৬২, মুসলিম ১১০২, আবূ দাউদ ২৩৬০, আহমাদ ৪৭০৭, ৪৭৩৮, ৫৭৬১, ৫৮৮১, ৬০৯০, ৬২৬৩, ৬৩৭৭, মুওয়াত্তা মালিক ৬৭৩

Contents

٣٤٧- بَابُ تَحْرِيْمِ الْجُلُوْسِ عَلَى قَبْرٍ

পরিচ্ছেদ - ৩৪৭ : কবরের উপর বসা হারাম

١٧٧٥/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتُحرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رواه مسلم

১/১৭৭৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কারো অঙ্গারের উপর বসা---যা তার কাপড় জ্বালিয়ে তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়---কবরের উপর বসা অপেক্ষা তার জন্য উত্তম।" *(মুসলিম)* [২৪০]

٣٤٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقُبُوْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهَا

পরিচ্ছেদ - ৩৪৮ : কবর পাকা করা ও তার উপর ইমারত নির্মাণ করা নিষেধ

١٧٧٦/١. عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم

১/১৭৭৬। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ করেছেন।' *(মুসলিম)* [২৪১]

٣٤٩- بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৪৯ : মনিবের ঘর ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন নিষিদ্ধ

١٧٧٧/١. عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ». رواه مسلم

১/১৭৭৭। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে গোলামই মনিবের ঘর ছেড়ে পলায়ন করে, তার ব্যাপারে সব রকম ইসলামী দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।" *(মুসলিম)* [২৪২]

١٧٧٨/٢. وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ». رواه مسلم، وفي رواية: «فَقَدْ كَفَرَ».

২/১৭৭৮। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন গোলাম পলায়ন করবে, তখন তার নামায কবূল হবে না।" *(মুসলিম)* [২৪৩] অন্য বর্ণনা মতে, "সে কুফ্রী করবে।"

---

[২৪০] মুসলিম ৯৭১, নাসায়ী ২০৪০, আবূ দাউদ ৩২২৮, ইবনু মাজাহ ১৫৬৬, আহমাদ ৮৮১১, ৯৪৩৯, ১০৪৫১

[২৪১] মুসলিম ৯৭০, তিরমিযী ১০৫২, নাসায়ী ২০২৭-২০২৯, আবূ দাউদ ৩২২৫, ইবনু মাজাহ ১৫৬২, ১৫৬৩, আহমাদ ১৩৭৩৫, ১৪১৫৫, ১৪২৩৭, ১৪৮৬২

[২৪২] মুসলিম ৬৮-৭০, ৪০৪৯-৪০৫৬, আবূ দাউদ ৪৩৬০, আহমাদ ১৮৬৭৪, ১৮৭২৭, ১৮৭৪০, ১৮৭৫৪

[২৪৩] মুসলিম ৬৮-৭০, ৪০৪৯-৪০৫৬, আবূ দাউদ ৪৩৬০, আহমাদ ১৮৬৭৪, ১৮৭২৭, ১৮৭৪০, ১৮৭৫৪

٣٥٠- بَابُ تَحْرِيْمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

পরিচ্ছেদ - ৩৫০ : ইসলামী দণ্ড বিধান প্রয়োগ না করার জন্য সুপারিশ করা হারাম

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ [النور : ٢]

অর্থাৎ, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, এদের প্রত্যেককে একশো করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার সময় তাদের প্রতি কোন দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে; যদি (সত্যিকারে) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনে থাক। *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

١٧٧٩/١. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا : أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : **«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟!»** ثُمَّ قَامَ فاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ : **«إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»**. متفق عَلَيْهِ.

وفي روايةٍ : فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : **«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!»** فَقَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ المَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

১/১৭৭৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে, চুরির অপরাধে অপরাধিণী মাখযুম গোত্রের একজন মহিলার ব্যাপার কুরাইশ বংশের লোকেদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে?' তাঁরা বললেন, 'রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কেউ এ সাহস পাবে না।' সুতরাং উসামা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বলে উঠলেন, "তুমি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (প্রয়োগ না করার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?" পরক্ষণেই তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিলেন এবং বললেন, "(হে লোক সকল!) নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিল যে, যখন তাদের কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন তাদের কোন দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (উসামার সুপারিশে) আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা রঙিন (লাল) হয়ে গেল। তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর এক দণ্ডবিধান (কায়েম না করার) ব্যাপারে সুপারিশ

---

[২৪৪] সহীহুল বুখারী ২৬৪৮, ৩৪৭৫, ৩৭৩৩, ৪৩০৪, ৬৭৮৭, ৬৭৮৮, ৬৮০০, মুসলিম ১৬৮৮, তিরমিযী ১৪৩০, নাসায়ী ৪৮৯৫, ৪৮৯৭-৪৯০৩, আবূ দাউদ ৪৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২৫৪৭, আহমাদ ২২৯৬৮, ২৪৭৬৯, দারেমী ২৩০২

করছ?!" উসামা বললেন, 'আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, হে আল্লাহর রসূল!' বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর নবী ﷺ আদেশ দিলে ঐ মহিলার হাত কেটে দেওয়া হল।'

٣٥١- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّغَوُّطِ فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ وَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَنَحْوِهَا

পরিচ্ছেদ - ৩৫১ : লোকেদের রাস্তা-ঘাটে এবং ছায়াতলে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾

অর্থাৎ, যারা বিনা অপরাধে বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা অবশ্যই মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে। *(সূরা আহ্যাব ৫৮ আয়াত)*

١٧٨٠/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « اِتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ » قَالُوا : وَمَا اللاَّعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ » : رواه مسلم

১/১৭৮০। আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম থেকে দূরে থাক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'টি অভিসম্পাত আনয়নকারী কর্ম কী কী?" তিনি (উত্তরে) বললেন, "যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় এবং তাদের ছায়ার স্থলে পায়খানা করে (তার এ দু'টি কাজ অভিসম্পাতের কারণ)।" *(মুসলিম)*[২৪৫]

** (প্রকাশ থাকে যে, আম বাথরুমে পেশাব-পায়খানা করার পর পানি ঢেলে পরিষ্কার না ক'রে দিলে ঐ অভিসম্পাত আসতে পারে।)*

٣٥٢- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

পরিচ্ছেদ - ৩৫২ : অপ্রবহমান বদ্ধ পানিতে পেশাব ইত্যাদি করা নিষেধ

١٧٨١/١. عَنْ جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ . رواه مسلم

১/১৭৮১। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম)*[২৪৬]

٣٥٣- بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيْلِ الْوَالِدِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৫৩ : উপহার ও দান দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতার এক সন্তানকে অন্য সন্তানের উপর প্রাধান্য দেওয়া মাকরূহ

١٧٨٢/١. عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَماً كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ » فَقَالَ : لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « فَأَرْجِعهُ » .

---

[২৪৫] মুসলিম ২৬৯, আবূ দাউদ ২৫, আহমাদ ৮৬৩৫

[২৪৬] মুসলিম ২৮১, নাসায়ী ৩৫ ইবনু মাজাহ ৩৪৩, আহমাদ ১৪২৫৮, ১৪৩৬৩

وَفي رِوَايةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ » قَالَ : لاَ ، قَالَ : « اِتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

وفي روايةٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا ؟ » قَالَ : لاَ ، قَالَ : « فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».

وفي روايةٍ : « لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ » .

وفي رواية : « أَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي ! » ثُمَّ قَالَ : « أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ : بَلَى ، قَالَ : « فَلا إِذاً » . متفق عليه

১/১৭৮২। নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৭]

٣٥٤- بَابُ تَحْرِيمِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشَرَةَ أَيَّامٍ

পরিচ্ছেদ - ৩৫৪ : মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম। তবে স্ত্রী তার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করবে

١٧٨٣/١. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

[২৪৭] সহীহুল বুখারী ২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩, তিরমিযী ১৩৬৭, নাসায়ী ৩৬৭২-৩৬৮৫, আবূ দাউদ ৩৫৪২, ইবনু মাজাহ ২৩৭৫, ২৩৭৬, আহমাদ ১৭৮৯০, ১৭৯০২, ১৭৯১১, ১৭৯৪৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৪৭৩

، زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بنُ حَرب ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيرِهِ ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، إلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً». قالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ ، غَيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ : «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراً». متفق عليه

১/১৭৮৩। যয়নাব বিন্তে আবূ সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন শাম (সিরিয়া) থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র পিতা আবূ সুফয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছল, তখন আমি তাঁর বাসায় প্রবেশ করলাম। (মৃত্যুর তিনদিন পর) তিনি হলুদ বর্ণ দ্রব্য বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি আনালেন। তা থেকে কিছু নিয়ে স্বীয় দাসীকে এবং নিজের দুই গালে মাখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরের উপর (খুতবাদান কালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।" যয়নাব বলেন, তারপর যখন যয়নাব বিন্তে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ভাই মারা গেলেন, তখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা থেকে কিছু নিয়ে মাখার পর বললেন; আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিম্বরের উপর (খুতবা দানকালে) এ কথা বলতে শুনেছি যে, "যে স্ত্রীলোক আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয নয়। অবশ্য তার স্বামীর জন্য সে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৪৮]

((শোকপালনে মহিলা সৌন্দর্যময় কাপড় পরবে না, কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, কোন অলঙ্কার ব্যবহার করবে না, কোন প্রসাধন (পাউডার, সুরমা, কাজল, লিপষ্টিক ইত্যাদি) ব্যবহার করবে না এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।))

٣٥٥- بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ وَتَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَالْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَّأْذَنَ أَوْ يَرُدَّ

পরিচ্ছেদ - ৩৫৫ : ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিধি-নিষেধ

শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি করা, পণ্যদ্রব্য বাজারে পৌঁছনোর পূর্বেই বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করা হারাম, মুসলিম ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের

[২৪৮] সহীহুল বুখারী ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২, ৫৩৩৫, ৫৩৪৫, মুসলিম ১৪৮৬, তিরমিযী ১১৯৫, নাসায়ী ৩৫০২, ৩৫২৭, ৩৫৩৩, ৩৫৪১, আবূ দাউদ ২২৯৯, ইবনু মাজাহ ২০৮৪, আহমাদ ২৬২২৫, ২৬২২৬, মুওয়াত্তা মালিক ১২৬৯, দারেমী ২২৮৪

ক্রয়-বিক্রয়ের কথা উত্থাপন করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব পেশ করা; যতক্ষণ না সে ক্রয়-বিক্রয় বা বৈবাহিক প্রস্তাব সম্পর্কে অনুমতি দেয় অথবা তা প্রত্যাখ্যান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম।

١٧٨٤/١. عَنْ أَنَسٍ ﷺ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.

১/১৭৮৪। আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, যেন কোন শহুরে লোক কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে; যদিও সে তার সহোদর ভাই হয়।' *(বুখারী, মুসলিম)* [২৪৯]

١٧٨٥/٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ ». متفق عليه

২/১৭৮৫। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "বাজারে নামার পূর্বে কোন পণ্য (বাজারের বাইরে) আগে বেড়ে ক্রয় করবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৫০]

١٧٨٦/٣. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ » فَقَالَ لَهُ طَاوُوسٌ: مَا لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً . متفق عليه

৩/১৭৮৬। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "(বাজারের) বাইরে গিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না। আর কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে।" ত্বাউস তাঁকে বললেন, 'কোন শহুরে লোক যেন কোন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে' এর অর্থ কী? তিনি বললেন, 'সে যেন তার দালালি না করে।' *(বুখারী, মুসলিম)* [২৫১]

١٧٨٧/٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ. متفق عليه

৪/১৭৮৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য বেচতে শহুরে লোককে নিষেধ করেছেন। (তিনি বলেছেন,) "ক্রেতাকে প্রতারিত ক'রে মূল্য বৃদ্ধির জন্য দালালি করো না। কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না। আর কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবে না। কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিণী হয়।)"

---

[২৪৯] সহীহুল বুখারী ২১৬১, মুসলিম ১৫২৩, নাসায়ী ৪৪৯২-৪৪৯৪, আবূ দাউদ ৩৪৪০

[২৫০] সহীহুল বুখারী ২১৪৯, ২১৫০, ২১৬৪, মুসলিম ১৫১৮, তিরমিযী ১২২০, ইবনু মাজাহ ২১৮০, ২২৪১, আহমাদ ৪০৮৫

[২৫১] সহীহুল বুখারী ২১৫৮, ২১৬৩, ২২৭৪, মুসলিম ১৫২১, নাসায়ী ৪৫০০, আবূ দাউদ ৩৪৩৯, ইবনু মাজাহ ২১৭৭, আহমাদ ৩৪৭২

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পণ্য ক্রয় করার জন্য (বাজারের) বাইরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে, মুহাজির হয়ে মরুবাসীর পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, (বিয়ের সময়) মহিলার তার বোনের (সতীনকে) তালাক দিতে হবে এরূপ শর্তারোপ করতে এবং (মুসলিম) ভাইয়ের দর-দাম করার উপর দর-দাম করতে বারণ করেছেন। আর তিনি (প্রতারণার দালালি ক'রে) পণ্যের দাম বাড়াতে এবং কয়েকদিন ধরে পশুর স্তনে দুধ জমা রেখে তা ফুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫২]

١٧٨٨/٥. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » . متفق عليه ، وهذا لفظ مسلم

৫/১৭৮৮। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন অপরের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার মুসলিম ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব না দেয়। কিন্তু যদি সে তাকে সম্মতি জানায় (তবে তা বৈধ)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৩]

١٧٨٩/٦. وَعَنْ عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يذَرَ » . رواه مسلم

৬/১৭৮৯। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মু'মিন অপর মু'মিনের ভাই। কোন মু'মিনের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা বলবে। আর এটাও বৈধ নয় যে, সে ভাইয়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের বিবাহ-প্রস্তাব দেবে; যতক্ষণ না সে বর্জন করে।" *(মুসলিম)* [২৫৪]

٣٥٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فِيْ غَيْرِ وُجُوْهِهِ الَّتِيْ أَذِنَ الشَّرْعُ فِيْهَا

পরিচ্ছেদ - ৩৫৬ : শরীয়ত-সম্মত খাত ছাড়া, অন্য খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট করা নিষিদ্ধ

١٧٩٠/١. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثاً ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثاً : فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ : قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ » . رواه مسلم

১/১৭৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মহান আল্লাহ

---

[২৫২] সহীহুল বুখারী ২১৪০, ২১৪৮, ২১৫০, ২১৫১, ২১৬০, ২১৬০, ২১৬২, ২৭২৩, ২৭২৭, ৫১৫২, ৬৬০১, মুসলিম ১০৭৬, ১৪১৩, ১৫১৫, তিরমিযী ১১২৪, ১১৯০, ১২২১, ১২২২, ১২৫১, ১২৫২, ১৩০৪, নাসায়ী ৩২৩৯-৩২৪২, ৪৪৮৭-৪৪৮৯, ৪৪৯১, ৪৪৯৬, ৪৫০২, ৪৫০৬, ৪৫০৭, আবূ দাউদ ২০৮০, ৩৪৩৭, ৩৪৩৮, ৩৪৪৩, ৩৪৪৪, ৩৪৪৫, ইবনু মাজাহ ১৮৬৭, ২১৭২, ২১৭৪, ২১৭৫, ২১৭৮, ২২৩৯, আহমাদ ৭২০৭, ৭২৬৩, ৭২৭০, ৭৩৩৩, ৭৪০৬, ৭৪৭১, ৭৬৪১, ৮০৩৯, ৯০১৩, ৯০৫৫, মুওয়াত্তা মালিক ১১১১, দারেমী ২১৭৫, ২৫৫৩, ২৫৬৬

[২৫৩] সহীহুল বুখারী ২১৩৯, ২১৬৫, ১৫৪২, মুসলিম ১৪১২, তিরমিযী ১২৯২, নাসায়ী ৩২৪৩, ৪৫০৪, আবূ দাউদ ২০৮১, ৩৪৩৬, ইবনু মাজাহ ২১৭১, আহমাদ ৪৭০৮, মুওয়াত্তা মালিক ১১১২, ১৩৯০, দারেমী ২১৭৬, ২৫৬৭

[২৫৪] মুসলিম ১৪১৪, ইবনু মাজাহ ২২৪৬, আহমাদ ১৬৮৭৬, দারেমী ২৫৫০

তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করো না এবং আল্লাহর রজ্জুকে জামাআতবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না। আর তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেন তা হল, অহেতুক আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া, অধিকাধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা।" *(মুসলিম)* [২৫৫]

١٧٩١/٢. وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ : « لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ » وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةِ المَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدِ البَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ . متفق عليه

২/১৭৯১। মুগীরাহ ইবনে শু'বাহর লেখক অর্রাদ হতে বর্ণিত, মুআবিয়া (রাঃ)-এর নামে একটি পত্রে মুগীরা আমার দ্বারা এ কথা লিখালেন যে, নবী (সাঃ) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দুআ পড়তেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহূ লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ'ত্বাইতা, অলা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।"

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।

(তাছাড়া তাতে এ কথাও লিখালেন যে,) 'রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অহেতুক কথাবার্তা বলতে, **ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে** এবং অধিকাধিক প্রশ্ন করতে নিষেধ করতেন। আর তিনি মাতা-পিতার সাথে অবাধ্যাচরণ করতে, মেয়েদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং প্রাপকের নায্য অধিকার রোধ করতে ও অনধিকার বস্তু তলব করতেও নিষেধ করতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৬]

٣٥٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ إِلَى مُسْلِمٍ بِسِلَاحٍ سَوَاءٌ كَانَ جَادًّا أَوْ مَازِحًا ، وَالنَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُوْلًا

পরিচ্ছেদ - ৩৫৭ : কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র দ্বারা ইশারা করা হারাম, তা সত্যিসত্যি হোক অথবা ঠাট্টা ছলেই হোক। অনুরূপভাবে নগ্ন তরবারি দেওয়া-নেওয়া করা নিষিদ্ধ

١٧٩٢/١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ

---

[২৫৫] মুসলিম ১৭১৫, আহমাদ ৮১৩৪, ৮৫০১, ৮৫৮১, মুওয়াত্তা মালিক ১৮৬৩

[২৫৬] সহীহুল বুখারী ৮৪৪, ১৪৭৭, ২৪০৮, ৫৯০৫, ৬৩৩০, ৬৪৭৩, ৬৬১৫, ৭২৯২, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১-১৩৪৩, আবূ দাউদ ১৫০৫, আহমাদ ১৭৬৭৩, ১৭৬৮১, ১৭৬৯৬, ১৭৭১৪, ১৭৭১৮, ১৭৭৩৪, ১৭৭৬৬, দারেমী ১৩৪৯, ২৭৫১

لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » . متفق عليه

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ ، فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ » .

১/১৭৯২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন ক'রে ইশারা না করে। কেননা, সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে দেবে, ফলে (মুসলিম হত্যার অপরাধে) সে জাহান্নামের গর্তে নিপতিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৫৭]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহদণ্ড (লোহার অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, সে ব্যক্তিকে ফিরিশতাবর্গ অভিশাপ করেন; যতক্ষণ না সে তা ফেলে দিয়েছে। যদিও সে তার নিজের সহোদর ভাই হোক না কেন।"

(অর্থাৎ, তাকে মারার ইচ্ছা না থাকলেও ইঙ্গিত ক'রে ভয় দেখানো গোনাহর কাজ।)

١٧٩٣/٢. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً . رواه أبو داود والترمذي، وقال : « حديث حسن »

২/১৭৯৩। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নগ্ন তরবারি পরস্পর দেওয়া-নেওয়া করতে নিষেধ করেছেন। (কারণ, তাতে হাত-পা কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান)* [২৫৮]

٣٥٨- بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا لِعُذْرٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْبَةَ

পরিচ্ছেদ - ৩৫৮ : আযানের পর বিনা ওযরে ফরয নামায না পড়ে মসজিদ থেকে চলে যাওয়া মাকরূহ

١٧٩٤/١. عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : كُنَّا قُعُوداً مَعَ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ فِي المَسْجِدِ ، فَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيرَةَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ . رواه مسلم

১/১৭৯৪। আবূ শা'সা' হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা (একবার) আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। (এমন সময়) মুআয্যিন আযান দিল। তখন একটি লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। আবূ হুরাইরা (রাঃ) তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, শেষ পর্যন্ত সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, 'এই লোকটি আবুল কাসেম (ﷺ)-এর অবাধ্যাচরণ করল।' *(মুসলিম)* [২৫৯]

---

[২৫৭] সহীহুল বুখারী ৭০৭২, মুসলিম ২৬১৭, তিরমিযী ২১৬৩, আহমাদ ২৭৪৩২

[২৫৮] তিরমিযী ২১৬৩, আবূ দাউদ ২৫৮৮, আহমাদ ১৩৭৮৯

[২৫৯] মুসলিম ৬৫৫, তিরমিযী ২০৪, নাসায়ী ৬৮৩, ৬৮৪, আবূ দাউদ ৫৩৬, ইবনু মাজাহ ৭৩৩, আহমাদ ৯১১৮, ১০৫৫০, দারেমী ১২০৫

٣٥٩- بَابُ كَرَاهَةِ رَدِّ الرَّيْحَانِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

পরিচ্ছেদ - ৩৫৯ : বিনা কারণে সুগন্ধি উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ

١/١٧٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ ، فَلاَ يَرُدَّهُ ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ » . رواه مسلم

১/১৭৯৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যার কাছে সুগন্ধি পেশ করা হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কারণ তা হাল্কা বহনযোগ্য সুবাস।" *(মুসলিম)*[২৬০]

٢/١٧٩٦. وَعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيبَ . رواه البخاري

২/১৭৯৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। *(বুখারী)* [২৬১]

٣٦٠- بَابُ كَرَاهَةِ الْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ مِّنْ إِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ ، وَجَوَازِهِ لِمَنْ أُمِنَ ذٰلِكَ فِيْ حَقِّهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬০ : কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা মাকরূহ

এরূপ নির্দেশ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার প্রশংসা শুনে আত্মগর্বে লিপ্ত হবার আশংকা থাকবে। অন্যথা যে তা থেকে নিরাপদ থাকবে তার মুখের সামনে প্রশংসা করা জায়েয।

١/١٧٩٧. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ﷺ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي المِدْحَة ، فَقَالَ : « أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ » . متفق عليه

১/১৭৯৭। আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত প্রশংসা করতে শুনে বললেন, "তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন করলে অথবা তাকে ধ্বংস ক'রে দিলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬২]

٢/١٧٩٨. وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِندَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْراً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَيْحَكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ» يَقُولُهُ مِرَاراً : « إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ ، وَلاَ يُزَكَّى عَلَى اللهِ أَحَدٌ ». متفق عليه

২/১৭৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি অন্য একজনের (তার সামনে) ভাল প্রশংসা করলে নবী (সাঃ) বললেন, 'হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!' এরূপ বার-বার বলার পর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে হয়, তাহলে সে যেন বলে, 'আমি ওকে এরূপ মনে করি' - যদি জানে যে, সে

---

[২৬০] মুসলিম ২২৫৩, নাসায়ী ৫২৬০, আবূ দাউদ ৪১৭২, আহমাদ ৮০৬৫

[২৬১] সহীহুল বুখারী ২৫৮২, ৫৯২৯, তিরমিযী ২৭৮৯

[২৬২] সহীহুল বুখারী ২৬৬৩, ৬০৬০, মুসলিম ৩০০১, আহমাদ ১৯১৯৩

প্রকৃতই এরূপ - 'এবং আল্লাহ ওর হিসাব গ্রহণকারী। আর আল্লাহর (জ্ঞানের) সামনে কাউকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র ঘোষণা করা যায় না।" *(বুখারী ও মুসলিম)* [২৬৩]

١٧٩٩/٣. وَعَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ ، عَنِ المِقْدَادِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمانَ ﷺ ، فَعَمِدَ المِقْدَادُ ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ » . رواه مسلم

৩/১৭৯৯। হাম্মাম ইবনে হারেস হতে বর্ণিত, তিনি মিক্বদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন; এক ব্যক্তি উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিক্বদাদ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। তখন উসমান তাঁকে বললেন, ' কী ব্যাপার তোমার?' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ো।" *(মুসলিম)* [২৬৪]

এ সব হাদীস নিষেধাজ্ঞামূলক। পক্ষান্তরে বৈধতা সংক্রান্ত বহু বিশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। উলামাগণ বলেন, বৈধ-অবৈধ সম্বলিত পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের বিরোধ নিরসনের উপায় এই হতে পারে যে, যদি প্রশংসিত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের অধিকারী হয়, আত্মা অনুশীলনী ও পূর্ণ জ্ঞান লাভে ধন্য হয়, যার ফলে সে কারো প্রশংসা শুনে ফিতনা ও ধোঁকার শিকার না হয় এবং তার মন তাকে প্রতারিত না করে, তাহলে এ ধরনের লোকের মুখোমুখি প্রশংসা, না হারাম, আর না মাকরূহ। অন্যথা যদি কারো ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়াদির কিছুর আশংকা বোধ হয়, তবে তা ঘোর অপছন্দনীয়। এই ব্যাখ্যার নিকষে পরস্পর-বিরোধী হাদীসসমূহকে মান্য করতে হবে।

যে সব হাদীসে মুখোমুখি প্রশংসার বৈধতা এসেছে তার একটি এই যে, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন; "আমার আশা এই যে, তুমিও তাদের একজন হবে।" অর্থাৎ সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবে, যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত দ্বার থেকে আহবান জানানো হবে। *(বুখারী)*

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হাদীসটি হচ্ছে এই যে, একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন; "তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।" অর্থাৎ, ঐসব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নও যারা অহংকারবশতঃ লুঙ্গী-পায়জামা গাঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরে।

যেমন একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "শয়তান তোমাকে যে পথে চলতে দেখে সে পথ ত্যাগ করে সে অন্য পথ ধরে।" *(বুখারী)*

এ ছাড়াও বৈধতা সম্পর্কিত হাদীস অনেক আছে, তার মধ্যে কিছু হাদীসের অংশ আমি আমার **'আযকার'** নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

٣٦١- بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوْجِ مِنْ بَلَدٍ وَقَعَ فِيْهَا الْوَبَاءُ فِرَارًا مِّنْهُ وَكَرَاهَةِ الْقُدُوْمِ عَلَيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬১ : মহামারী-পীড়িত গ্রাম-শহরে প্রবেশ ও সেখান থেকে অন্যত্র পলায়ন করা নিষেধ

---

[২৬৩] সহীহুল বুখারী ২৬৬২, ৬০৬১, ৬১৬২, মুসলিম ৩০০০, আবূ দাউদ ৪৮০৫, আহমাদ ১৯৯০৯, ১৯৯৪৯, ১৯৯৫৫, ১৯৯৭১, ২৭৫৩৯

[২৬৪] মুসলিম ৩০০২, তিরমিযী ২৩৯৩, আবূ দাউদ ৪৮৯৪, ইবনু মাজাহ ৩৭৪২, আহমাদ ২৩৩১১

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ [النساء : ٧٨]

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন, ﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة : ١٩٥]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫ আয়াত)*

١٨٠٠/١. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ ـ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ـ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : فَقَالَ لِي عُمَرُ : ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، فَاخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خَرَجْتَ لأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعضُهُم : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ . فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي الأَنْصَارَ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلاَفِهِمْ ، فَقَالَ : ارْتَفِعُوا عَنِّي . ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ ، فَنَادَى عُمَرُ ﷺ فِي النَّاسِ : إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بنِ الجَرَّاحِ ﷺ : أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ ! – وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ – نَعَمْ ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لَكَ إِبِلٌ ، فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدْوَتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ ؟ قَالَ : فَجَاءَ عَبدُ الرَّحمانِ بنُ عَوفٍ ﷺ ، وَكَانَ مُتَغَيِّباً فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْماً ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « **إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ** » فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى عُمَرُ ﷺ وَانصَرَفَ . متفق عَلَيْهِ

১/১৮০০। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সৈন্যবাহিনীর প্রধানগণ - আবূ উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ - সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন উমার আমাকে বললেন, 'আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে আনো।' আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। উমার ﷺ তাঁদেরকে শাম দেশে প্রাদুর্ভূত মহামারীর কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বললেন, 'আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পছন্দ করি না।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'আপনার সাথে রয়েছেন অবশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী

ﷺ-এর সাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন।' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।' তারপর তিনি বললেন, 'আমার নিকট আনসারদেরকে ডেকে আনো।' সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মতই তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে আনো।' আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, 'আমাদের রায় হল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না।' তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, 'আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর।' আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আপনি কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন?' উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'হে আবূ উবাইদাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত।' আসলে উমার তাঁর বিরোধিতা করতে অপছন্দ করতেন। বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা আল্লাহর তকদীর থেকে আল্লাহর তকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উঁটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে এস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহলে তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহলেও তা আল্লাহর তকদীর অনুযায়ীই চরাবে?' বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে আর তোমরা সেখানে থাক, তাহলে পলায়ন ক'রে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।" সুতরাং (এ হাদীস শুনে) উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং (মদীনা) ফিরে গেলেন। *(বুখারী, মুসলিম)* [২৬৫]

١٨٠١/٢. وَعَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ ، وَأَنْتُمْ فِيهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا » . متفق عَلَيْهِ

২/১৮০১। উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমরা কোন ভূখণ্ডে প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়তে শুনবে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর তা ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভূখণ্ডে তোমরা যদি থাক, তাহলে সেখান থেকে বের হয়ো না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৬৬]

---

[২৬৫] সহীহুল বুখারী ৫৭২৯, ৫৭৩০, ৬৯৭৩, মুসলিম ২২১৯, আবূ দাউদ ৩১০৩, আহমাদ ১৬৬৯, ১৬১৮, ১৬৮৫, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫৫, ১৬৫৭

[২৬৬] সহীহুল বুখারী ৩৪৭৩, ৫৭২৮, ৬৯০৪, মুসলিম ২২১৮, তিরমিযী ১০৬৫, আহমাদ ২১২৪৪, ২১২৫৬, ২১২৯১, ২১২৯৯, ২১৩০৪, ২১৩১১, ২১৩২০, ২১৩৫০, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৫৬

٣٦٢- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَحْرِيْمِ السِّحْرِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬২ : যাদু-বিদ্যা কঠোরভাবে হারাম

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة : ١٠٢]

অর্থাৎ, সুলায়মান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল; তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। *(সূরা বাক্বারাহ ১০২ আয়াত)*

١٨٠٢/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : « اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». متفق عَلَيْهِ

১/১৮০২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা সাত প্রকার সর্বনাশী কর্ম থেকে দূরে থাক।" লোকেরা বলল, 'সেগুলো কী কী হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, (১) "আল্লাহর সাথে শির্ক করা। (২) যাদু করা। (৩) অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন। (৪) সূদ খাওয়া। (৫) এতীমের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করা। (৬) ধর্মযুদ্ধ কালীন সময়ে (রণক্ষেত্র) থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে পলায়ন করা। (৭) সতী-সাধ্বী উদাসীনা মু'মিনা নারীদের চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৬৭]

٢٦٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيْفَ وُقُوْعُهُ بِأَيْدِي الْعَدُوِّ

পরিচ্ছেদ - ৩৬৩ : অমুসলিম দেশে বা অঞ্চলে কুরআন মাজীদ সঙ্গে নিয়ে সফর করা নিষেধ; যদি সেখানে তার অবমাননা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে

١٨٠٣/١. عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ . متفق عَلَيْهِ

১/১৮০৩। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শত্রুর দেশে কুরআন সঙ্গে নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী-মুসলিম)* [২৬৮]

---

[২৬৭] সহীহুল বুখারী ২৭৬৬, ২৭৬৭, ৫৭৬৪, ৬৮৫৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী ৩৬৭১, আবূ দাউদ ২৮৭৪

[২৬৮] সহীহুল বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ১৮৬৯, আবূ দাউদ ২৬১০, ইবনু মাজাহ ২৮৭৯, ২৮৮০, আহমাদ ৪৪৯৩, ৪৫১১, ৪৫৬২, ৫১৪৮, ৫২৭১, ৫৪৪২, ৬০৮৯, মুওয়াত্তা মালিক ৯৭৯

٣٦٤- بَابُ تَحْرِمِ اِسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَإِنَاءِ الْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬৪ : পানাহার, পবিত্রতা অর্জন তথা অন্যান্য ক্ষেত্রে সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা হারাম

١/١٨٠٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِيْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ». متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ : « إِنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ وَالذَّهَبِ ».

১/১৮০৪। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্ ক'রে পান করে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৬৯]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি রূপা ও সোনার পাত্রে আহার অথবা পান করে (সে আসলে তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢক্‌ঢক্ করে পান করে)।"

٢/١٨٠٥. وَعَنْ حُذَيفَةَ ؓ ، قَالَ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَقَالَ : « هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ ». متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ عَنْ حُذَيفَةَ ؓ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا ».

২/১৮০৫। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, মোটা ও পাতলা রেশমের বস্ত্র পরিধান করতে এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে। আর তিনি বলেছেন, "উল্লিখিত সামগ্রীগুলো দুনিয়াতে ওদের (কাফেরদের) জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের (মুসলমানদের) জন্য।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭০]

এ গ্রন্থদ্বয়ের অন্য বর্ণনায়, হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করো না, সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না এবং তার থালা-বাসনে আহার করো না।"

٣/١٨٠٦. وَعَنْ أَنَسِ بنِ سِيرِين ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ؓ ، عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ ؛ فَجِيءَ بِفَالُوذَجٍ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمْ يَأكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ : حَوِّلْهُ ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ .

---

[২৬৯] সহীহুল বুখারী ৫৬৩৪, মুসলিম ২০৬৫, ইবনু মাজাহ ৩৪১৩, আহমাদ ২৬০, ২৮, ২৬০৪২, ২৬৫৫, ২৬০৭১, মুওয়াত্তা মালিক ১৭১৭, দারেমী ২১২৯

[২৭০] সহীহুল বুখারী ৫৮৩১, ৫৪২৬, ৫৬৩২, ৫৬৩৩, ৫৮৩৭, মুসলিম ২০৬৭, তিরমিযী ১৮৭৮, নাসায়ী ৫৩০১, আবূ দাউদ ৩৭২৩, ইবনু মাজাহ ৩৪১৪, ৩৫৯০, আহমাদ ২২৭৫৮, ২২৮০৩, ২২৮৪৮, ২২৮৫৫, ২২৮৬৫, ২২৮৯২, ২২৯২৭, দারেমী ২১৩০

رواه البيهقي بإسناد حسن

৩/১৮০৬। আনাস ইবনে সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের কাছে আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রূপার পাত্রে 'ফালূযাজ' (নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন) আনা হল। তিনি (আনাস ইবনে মালেক) তা খেলেন না। তাদেরকে বলা হল যে, ওটার পাত্র পাল্টে দাও। সুতরাং তা পাল্টে কাঠের পাত্রে রাখা হল এবং তা তাঁর নিকট হাজির করা হল। তখন তিনি তা খেলেন।" *(বাইহাকী হাসানসূত্রে)*

٣٦٥- بَابُ تَحْرِيمِ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبًا مُزَعْفَرًا

পরিচ্ছেদ - ৩৬৫ : পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের পোশাক হারাম

١/١٨٠٧. عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُل . متفق عَلَيْهِ

১/১৮০৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদের জন্য জাফরানী রঙ্গের কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭১]

٢/١٨٠٨. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ : « أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهٰذا ؟ » قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا ؟ قَالَ: « بَلْ أَحْرِقْهُمَا » .

وَفِي رِوَايَةٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا » . رواه مسلم

২/১৮০৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড় দেখে বললেন, "তোমার মা কি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করতে আদেশ করেছে?" আমি বললাম, 'আমি কি তা ধুয়ে ফেলব?' তিনি বললেন, "বরং তা পুড়িয়ে ফেলো।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "এ হল কাফেরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এ পরিধান করো না।" *(মুসলিম)*[২৭২]

٣٦٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَمْتِ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬৬ : রাত পর্যন্ত সারাদিন কথা বন্ধ রাখা নিষেধ

١/١٨٠٩. عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : « لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ ، وَلاَ صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ » . رواه أَبُو داود بإسناد حسن

১/১৮০৯। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী মনে রেখেছি যে; "সাবালক হবার পর ইয়াতীম বলা যাবে না এবং কোন দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাক্ বন্ধ রাখা যাবে না।" *(আবূ দাঊদ, হাসান সূত্রে)* [২৭৩]

---

[২৭১] সহীহুল বুখারী ৫৮৪৬, মুসলিম ২১০১, তিরমিযী ২৮১৫, নাসায়ী ৫২৫৬, ৫২৫৭, আবূ দাউদ ৪১৭৯, আহমাদ ১১৫৬৭, ১২৫৩০

[২৭২] মুসলিম ২০৭৭, নাসায়ী ৫৩১৬, ৫৩১৭, আহমাদ ৬৪৭৭, ৬৫০০, ৬৭৮২, ৬৮৯২, ৬৯৩৩

[২৭৩] আবূ দাউদ ২৮৭৩, ইবনু মাজাহ ২৭১৮

ইমাম খাত্তাবী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'জাহেলিয়াতের যুগে বাক্ বন্ধ রাখা এক প্রকার ইবাদত ছিল। সুতরাং ইসলাম তা করতে নিষেধ করেছে এবং তার পরিবর্তে আল্লাহর যিক্র ও উত্তম কথাবার্তা বলার নির্দেশ দিয়েছে।'

١٨١٠/٢. وَعَنْ قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق ﷺ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا : زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ . فَقَالَ : مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي ، فَإنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ . رواه البخاري

২/১৮১০। কায়েস ইবনে আবূ হাযেম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) আহ্‌মাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট এসে দেখলেন যে, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, 'ওর কী হয়েছে যে, কথা বলে না?' তারা বলল, 'ও নীরব থেকে হজ্জ করার সংকল্প করেছে।' তিনি বললেন, 'কথা বল। কারণ, এ (নীরবতা) বৈধ নয়। এ হল জাহেলী যুগের কাজ।' সুতরাং সে কথা বলতে লাগল। *(বুখারী)* [২৭৪]

٣٦٧- بَابُ تَحْرِيمِ اِنْتِسَابِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَتَوَلِّيْهِ إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৬৭ : নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করা বা নিজ মনিব ছাড়া অন্যকে মনিব বলে দাবী করা হারাম

١٨١١/١. عَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ». متفق عَلَيْهِ

১/১৮১১। সা'দ বিন আবী অক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে দাবী করে, অথচ সে জানে যে, সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭৫]

١٨١٢/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ ، فَهُوَ كُفْرٌ » . متفق عَلَيْهِ

২/১৮১২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেছেন; "তোমরা তোমাদের পিতাকে অস্বীকার করো না। কারণ, নিজ পিতা অস্বীকার করা হল কুফরী।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭৬]

١٨١٣/٣. وَعَنْ يَزِيدَ بنِ شَرِيكِ بنِ طَارِقٍ ، قَالَ : رَأَيتُ عَلِيّاً ﷺ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَسَمِعْتُهُ يقُوْلُ :

---

[২৭৪] সহীহুল বুখারী ৩৮৩৫

[২৭৫] সহীহুল বুখারী ৪৩২৭, ৬৭৬৭, মুসলিম ৬৩, আবূ দাউদ ৫১১৩, ইবনু মাজাহ ১৬১০, আহমাদ ১৪৫৭, ১৫০০, ১৫৫৬, ১৯৮৮৩, ১৯৯৫৩, দারেমী ২৫৩০

[২৭৬] সহীহুল বুখারী ৬৭৬৮, মুসলিম ৬২, আহমাদ ১০৪৩২

لاَ وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ نَقْرَؤُهُ إلاَّ كِتَابَ اللهِ ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ ، وَفِيهَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً ، أَوْ آوَى مُحْدِثاً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً . وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً » . متفق عَلَيْهِ

৩/১৮১৩। ইয়াযীদ ইবনে শারীক ইবনে ত্বারেক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মিম্বরের উপর খুতবা দিতে দেখেছি এবং তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর কিতাব ব্যতীত আমাদের কাছে আর কোন কিতাব নেই যা আমরা পাঠ করতে পারি। তবে এ লিপিখানা আছে।' এরপর তা তিনি খুলে দিলেন। দেখা গেল তাতে (রক্তপণে প্রদেয়) উটের বয়স ও বিভিন্ন যখমের দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে আরো লিপিবদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনার হারাম-সীমা। এখানে যে ব্যক্তি (ধর্মীয় বিষয়ে) অভিনব কিছু (বিদআত) রচনা করবে বা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্‌তাদল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবুল করবেন না। সমস্ত মুসলিমদের প্রতিশ্রুতি ও নিরাপত্তাদানের মর্যাদা এক। তাদের কোন নিম্নশ্রেণীর মুসলিম (কাউকে আশ্রয় প্রদানের) কাজ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিমের ঐ কাজকে বানচাল করে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা ও সকল মানুষের লানত। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত কবূল করবেন না। আর যে ব্যক্তি প্রকৃত বাপ ছাড়া অন্যকে বাপ বলে দাবী করে বা প্রকৃত মনিব ছাড়া অন্য মনিবের সাথে সম্বন্ধ জুড়ে, তার উপর আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কোন ফরয ও নফল ইবাদত গ্রহণ করবেন না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৭৭]

١٨١٤/٤. وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ ». متفق عَلَيْهِ ، وهذا لفظ رواية مسلم

৪/১৮১৪। আবূ যার্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "যে কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অন্যকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে কুফরী করে। যে ব্যক্তি এমন কিছু দাবী করে, যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর সে যেন নিজস্ব বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।

[২৭৭] সহীহুল বুখারী ১১১, ১৮৭০, ৩০৪৭, ৩১৭২, ৩১৮০, ৬৭৫৫, ৬৯০৩, ৬৯১৫, ৬৩০০, মুসলিম ১৩৭০, তিরমিযী ১৪১২, ২১২৭, নাসায়ী ৪৭৩৪, ৪৭৩৫, ৪৭৪৪, ৪৭৪৫, ৪৭৪৬, আবূ দাউদ ২০৩৪, ৪৫৩০, ইবনু মাজাহ ২১৬৫৮, আহমাদ ৬০০, ৬১৬, ৭৮৪, ৮০০, ৮৬০, ৮৭৬, ৯৫৭, ৯৬২, ৯৯৪, দারেমী ২৩৫৬

আর যে ব্যক্তি কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে বা 'আল্লাহর দুশমন' বলে, অথচ বাস্তবে যদি সে তা না হয়, তাহলে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৭৮]

٣٦٨- بَابُ التَّحْذِيْرِ مِنْ اِرْتِكَابِ مَا نَهَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ رَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

পরিচ্ছেদ ৩৬৮ : আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল ও তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্কীকরণ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران : ٣٠]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩০ আয়াত)*

অন্যত্র তিনি বলেছেন, ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [البروج : ١٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। *(সূরা বুরূজ ১২ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود : ١٠٢]

অর্থাৎ, এরূপই তাঁর পাকড়াও; যখন তিনি কোন অত্যাচারী জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত যাতনাদায়ক কঠিন। *(সূরা হুদ ১০২ আয়াত)*

١٨١٥/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللهِ ، أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ » . متفق عليه

১/১৮১৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহর ঈর্ষা আছে এবং আল্লাহর ঈর্ষা জাগে, যখন মানুষ আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৭৯]

٣٦٩- بَابُ مَا يَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ اِرْتَكَبَ مَنْهِيًّا عَنْهُ

পরিচ্ছেদ - ৩৬৯ : হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে কী বলা ও করা কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ [فصلت : ٣٦]

---

[২৭৮] সহীহুল বুখারী ৩৫০৮, মুসলিম ৫১, ইবনু মাজাহ ২৩১৯, আহমাদ ২০৯৫৪

[২৭৯] সহীহুল বুখারী ৫২২৩, ৫২২২, তিরমিযী ১১৬৮, আহমাদ ২৬৪০৩, ২৬৪২৯, ২৬৪৩১

অর্থাৎ, যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(সূরা ফুস্সিলাত ৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف : ٢٠١]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা সাবধান হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। *(সূরা আ'রাফ ২০১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ ﴾ [آل عمران : ١٣٥ - ١٣٦]

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। ঐ সকল লোকের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং জান্নাত; যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এবং (সৎ)কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না উত্তম। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ -১৩৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور : ٣١]

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

١٨١٦/١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ » .متفق عليه

১/১৮১৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্যার কসম', সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস তোমার সাথে জুয়া খেলি', সে যেন সাদকাহ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৮০]

---

[২৮০] সহীহুল বুখারী ৪৮৬০, ৬১০৭, ৬৩০১, ৬৬৫০, মুসলিম ১৬৪৭, তিরমিযী ১৫৪৫, নাসায়ী ৩৭৭৫, আবূ দাউদ ৩২৪৭, ইবনু মাজাহ ২০৯৬, আহমাদ ৮০২৫

অষ্টম অধ্যায়

كِتَابُ الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ

অধ্যায় (১৮) : বিবিধ চিত্তকর্ষী হাদীসসমূহ

٣٧٠- بَابُ اَحَادِيْثِ الدَّجَّالِ وَاَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَغَيْرِهَا

পরিচ্ছেদ - ৩৭০ : দাজ্জাল ও কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে

١٨١٧/١. عَنِ النَّوَّاسِ بنِ سَمعَانَ ﷺ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَلَمَّا رُحْنَا إلَيْهِ ، عَرَفَ ذلِكَ فِينَا ، فَقالَ : « **مَا شَأْنُكُمْ ؟** » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الغَدَاةَ ، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْت ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَقَالَ : « **غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ؛ وَإنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ؛ إنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً ، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا** » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : « **أَرْبَعُونَ يَوْماً : يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ** » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : « **لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ** » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا إسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : « **كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى القَوْمِ ، فَيدْعُوهُم فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرىً وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَولَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُّ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ ، فَيُقبِلُ ، وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعاً كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ ، إذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ ، فَلاَ يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ﷺ، قوماً قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ**

إِذْ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى ﷺ : أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ . وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِئَةِ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ ، وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتَنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى ﷺ وَأَصْحَابُهُ ﷺ إِلَى اللهِ تَعَالَى ، فَيُرْسِلُ اللهُ تَعَالَى طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُخْتِ ، فَتَحْمِلُهُمْ ، فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَطَراً لاَ يُكِنُّ مِنهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَقَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الفِئَامَ مِنَ النَّاسِ ؛ وَاللِّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي القَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ؛ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى رِيحاً طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ ؛ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » . رواه مسلم

১/১৮১৭। নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তাতে তিনি একবার নিম্ন স্বরে এবং একবার উচ্চ স্বরে বাক ভঙ্গিমা অবলম্বন করলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা (প্রভাবিত হয়ে) মনে মনে ভাবলাম যে, সে যেন সামনের এই খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে। তারপর আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাদের উদ্বিগ্নতা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কী হয়েছে?" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আজ সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এমন নিম্ন ও উচ্চ কণ্ঠে বর্ণনা করলেন, যার ফলে আমরা ধারণা করে বসি যে, সে যেন খেজুর বাগানের মধ্যেই রয়েছে।' তিনি বললেন, "দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ব্যাপারে অন্যান্য জিনিসকে আমার আরো বেশী ভয় হয়। আমি তোমাদের মাঝে থাকাকালে দাজ্জাল যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকে তার প্রতিরোধ করব। আর যদি তার আত্মপ্রকাশ হয় এবং আমি তোমাদের মাঝে না থাকি, তাহলে (তোমরা) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ আত্মরক্ষা করবে। আর আল্লাহ স্বয়ং প্রতিটি মুসলমানের জন্য (আমার) প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সে দাজ্জাল নব-যুবক হবে, তার মাথার কেশরাশি হবে খুব বেশি কোঁচকানো। তার একটি চোখ (আঙ্গুরের ন্যায়) ফোলা থাকবে। যেন সে আব্দুল উয্যা ইবনে ক্বাত্বানের মত দেখতে হবে। সুতরাং

তোমাদের যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্‌ফের শুরুর (দশ পর্যন্ত) আয়াতগুলি পড়ে। সে শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে আবির্ভূত হবে। আর তার ডাইনে-বামে (এদিকে ওদিকে) ফিতনা ছড়াবে। হে আল্লাহর বান্দারা। (ঐ সময়) তোমরা অবিচল থাকবে।"

আমরা বললাম, 'পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন থাকবে?' তিনি বললেন, "চল্লিশদিন পর্যন্ত। আর তার একটি দিন এক বছরের সমান দীর্ঘ হবে। একটি দিন হবে এক মাসের সমান লম্বা। একটা দিন এক সপ্তাহের সমান হবে এবং বাকি দিনগুলি প্রায় তোমাদের দিনগুলির সম পরিমাণ হবে।"

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যেদিনটি এক বছরের সমান লম্বা হবে, তাতে আমাদের একদিনের (পাঁচ ওয়াক্তের) নামাযই কি যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "তোমরা (দিন রাতের ২৪ ঘণ্টা হিসাবে) অনুমান ক'রে নামায আদায় করতে থাকবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ভূপৃষ্ঠে তার দ্রুত গতির অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, তীব্র বায়ু তাড়িত মেঘের ন্যায় (দ্রুত বেগে ভ্রমণ করে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়াবে।) সুতরাং সে কিছু লোকের নিকট আসবে ও তাদেরকে তার দিকে আহ্বান জানাবে এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনবে ও তার আদেশ পালন করবে। সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে আদেশ করবে, আকাশ আদেশক্রমে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। আর যমীনকে (গাছ-পালা) উদ্‌গত করার নির্দেশ দেবে। যমীন তার নির্দেশক্রমে তাই উদ্‌গত করবে। সুতরাং (সে সব গাছ-পালা ভক্ষণ ক'রে) সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুদের কুঁজ (ও ঝুঁটি) অধিক উঁচু হবে ও তাদের পালানে অধিক পরিমাণে দুধ ভরে থাকবে। উদর পূর্ণ আহার জনিত তাদের পেট টান হয়ে থাকবে। অতঃপর দাজ্জাল (অন্য) লোকের নিকট যাবে ও তার দিকে (আস্থার জন্য) তাদেরকে আহ্বান জানাবে। তারা কিন্তু তার ডাকে সাড়া দেবে না। ফলে সে তাদের নিকট থেকে ফিরে যাবে। সে সময় তারা চরম দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে পড়বে ও সর্বস্বান্ত হবে। তারপর সে কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেটাকে সম্বোধন ক'রে বলবে, 'তুই তোর গচ্ছিত রত্নভাণ্ডার বের ক'রে দে।' তখন সেখানকার গুপ্ত রত্নভাণ্ডার মৌমাছিদের নিজ রাণী মৌমাছির অনুসরণ করার মতো (মাটি থেকে বেরিয়ে) তার পিছন ধরবে। তারপর এক পূর্ণ যুবককে ডেকে তাকে অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত ক'রে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বে নিক্ষেপ ক'রে দেবে। তারপর তাকে ডাক দেবে। আর সে উজ্জ্বল সহাস্যবদনে তার দিকে (অক্ষত শরীরে) এগিয়ে আসবে।

দাজ্জাল এরূপ কর্ম-কাণ্ডে মগ্ন থাকবে। ইত্যবসরে মহান আল্লাহ তাআলা মসীহ বিন মারয়্যাম عليه السلام-কে পৃথিবীতে পাঠাবেন। তিনি দামেস্কের পূর্বে অবস্থিত শ্বেত মিনারের নিকট অর্স ও জাফরান মিশ্রিত রঙের দুই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দু'জন ফিরিশ্‌তার ডানাতে হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন, তখন মাথা থেকে বিন্দু বিন্দু পানি ঝরবে এবং যখন মাথা উঁচু করবেন, তখনও মতির আকারে তা গড়িয়ে পড়বে। যে কাফেরই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের নাগালে আসবে, সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টি যত দূর যাবে, তত দূর পৌঁছবে। অতঃপর তিনি দাজ্জালের সন্ধান চালাবেন। শেষ পর্যন্ত (জেরুজালেমের) 'লুদ' প্রবেশ দ্বারে তাকে ধরে ফেলবেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে হত্যা ক'রে দেবেন।

তারপর ঈসা عليه السلام এমন এক জনগোষ্ঠীর নিকট আসবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের চক্রান্ত ও ফিৎনা থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলাবেন (বিপদমুক্ত করবেন) এবং জান্নাতে তাদের মর্যাদাসমূহ সম্পর্কে তাদেরকে জানাবেন। এসব কাজে তিনি ব্যস্ত থাকবেন এমন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট অহী পাঠাবেন যে, "আমি আমার কিছু বান্দার আবির্ভাব ঘটিয়েছি, তাদের

বিরুদ্ধে কারো লড়ার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার প্রিয় বান্দাদের নিয়ে 'তুর' পর্বতে আশ্রয় নাও।" আল্লাহ তাআলা য়্যা'জুজ-মা'জুজ জাতিকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচ্চস্থান থেকে দ্রুত বেগে ছুটে যাবে। তাদের প্রথম দলটি ত্বাবারী হ্রদ পার হবার সময় তার সম্পূর্ণ পানি এমনভাবে পান ক'রে ফেলবে যে, তাদের সর্বশেষ দলটি সেখান দিয়ে পার হবার সময় বলবে, এখানে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়বেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে একটি গরুর মাথা, বর্তমানে তোমাদের একশ'টি স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। সুতরাং আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ এবং তাঁর সঙ্গীগণ ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের (য়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতির) ঘাড়সমূহে এক প্রকার কীট সৃষ্টি ক'রে দেবেন। যার শিকারে পরিণত হয়ে তারা এক সঙ্গে সবাই মারা যাবে। তারপর আল্লাহ তাআলার নবী ঈসা ﷺ ও তাঁর সাথীগণ ﷺ নিচে নেমে আসবেন। তারপর (এমন অবস্থা ঘটবে যে,) সেই অঞ্চল তাদের মৃতদেহ ও দুর্গন্ধে ভরে থাকবে; এক বিঘত জায়গাও তা থেকে খালি থাকবে না। সুতরাং ঈসা ﷺ ও তাঁর সঙ্গীরা ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করবেন। ফলে তিনি বুখতী উটের ঘাড়ের ন্যায় বৃহদকায় এক প্রকার পাখি পাঠাবেন। তারা উক্ত লাশগুলিকে তুলে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ যেখানে চাইবেন সেখানে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করবে। তারপর আল্লাহ তাআলা এমন প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যে, কোন ঘর ও শিবির বাদ পড়বে না। সুতরাং সমস্ত যমীন ধুয়ে মসৃণ পাথরের ন্যায় অথবা স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। তারপর যমীনকে আদেশ করা হবে যে, 'তুমি আপন ফল-মূল যথারীতি উৎপন্ন কর ও নিজ বর্কত পুনরায় ফিরিয়ে আন।' সুতরাং (বর্কতের এত ছড়াছড়ি হবে যে,) একদল লোক একটি মাত্র ডালিম ফল ভক্ষণ করে পরিতৃপ্ত হবে এবং তার খোসার নীচে ছায়া অলম্বন করবে। পশুর দুধে এত প্রাচুর্য প্রদান করা হবে যে, একটি মাত্র দুগ্ধবতী উটনী একটি সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে। একটি দুগ্ধবতী গাভী একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে। আর একটি দুগ্ধবতী ছাগী কয়েকটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

তারা ঐ অবস্থায় থাকবে, এমন সময় আল্লাহ তাআলা এক প্রকার পবিত্র বাতাস পাঠাবেন, যা তাদের বগলের নীচে দিয়ে প্রবাহিত হবে। ফলে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জীবন হরণ করবে। তারপর স্রেফ দুর্বৃত্ত ও অসৎ মানুষজন বেঁচে থাকবে, যারা এই ধরার বুকে গাধার ন্যায় প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। সুতরাং এদের উপরেই সংঘটিত হবে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)।" *(মুসলিম)*[২৮১]

٢/١٨١٨. وَعَنْ رِبعِيّ بنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : اِنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِي إِلَى حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فِي الدَّجَّالِ ، قَالَ : « إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَاراً ، فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَاراً ، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَـذْبٌ . فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَاراً، فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ » فقال أبو مسعود: وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ . متفق عليه

২/১৮১৮। রিবঈ ইবনে হিরাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ মাসঊদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে

[২৮১] মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী ২২৪০, ৪০০১, আবূ দাউদ ৪৩২১, ইবনু মাজাহ ৪০৭৫, আহমাদ ১৭১৭৭

Contents

আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট গেলাম। আবূ মাসঊদ তাঁকে বললেন, 'দাজ্জাল সম্পর্কে যা আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে শুনেছেন, তা আমাকে বর্ণনা করুন।' তিনি বলতে লাগলেন, 'দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে পানি ও আগুন। যাকে লোক পানি মনে করবে, বাস্তবে তা দগ্ধকারী আগুন এবং লোকে যাকে আগুন বলে মনে করবে, তা বাস্তবে সুমিষ্ট শীতল পানি হবে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে (দেখতে) পাবে, সে যেন তাতে পতিত হয় যাকে আগুন মনে করে। কেননা, তা বাস্তবে মিষ্ট উত্তম পানি।' আবূ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এ হাদীসটি আমিও (স্বয়ং) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি। *(বুখারী-মুসলিম)* [২৮২]

١٨١٩/٣. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَخْـرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ، لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوماً أَو أَرْبَعِينَ شَهْراً ، أَو أَرْبَعِينَ عَاماً ، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ، رِيحاً بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ ، فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيرٍ أَو إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلٍ ، لَدَخَلَتْهُ عَلَيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ ، وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ ، لاَ يَعْرِفُـونَ مَعْرُوفـاً، وَلاَ يُنْكِـرُونَ مُنْكـراً ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، فيَقُولُ : أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتاً وَرَفَعَ لِيتـاً ، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ وَيُصْعَقُ النَّاسُ حَولَهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ – أَو قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ – مَطَراً كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيـهِ أُخْـرَى فَـإِذَا هُـمْ قِيَـامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ؛ فَذَلِكَ يَومٌ يَجْعَلُ الوِلْدَانَ شِيباً، وَذَلِكَ يَومَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ». رواه مسلم

৩/১৮১৯। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র আ'স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না চল্লিশদিন, চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ঈসা ইবনে মারয়্যাম -কে পাঠাবেন। তিনি তাকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করবেন। অতঃপর লোকেরা (দীর্ঘ) সাত বছর ব্যাপী (এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে) কাল উদ্যাপন করবে, যাতে দুজনের পারস্পরিক কোন প্রকার শত্রুতা থাকবে না। তারপর মহান আল্লাহ শাম দেশ থেকে শীতল বায়ু চালু করবেন যা যমীনের বুকে এমন কোন ব্যক্তিকে জীবিত ছাড়বে না, যার অন্তরে অণু পরিমাণ মঙ্গল অথবা ঈমান থাকবে। এমনকি

---

[২৮২] সহীহুল বুখারী ৩৪৫০-৩৪৫২, ২০৭৭, ২৩৯১, ৩৪৭৯, ৬৪৮০, ৭১৩০, মুসলিম ২৫৬০, ২৯৩৪, ২৯৩৫, নাসায়ী ২০৮০, ইবনু মাজাহ ২৪২০, আহমাদ ২২৭৪২, ২২৮৪৩, ২২৮৭৫, ২২৯৫৩, দারেমী ২৫৪৬

তোমাদের কেউ যদি পর্বত-গর্ভে প্রবেশ করে, তাহলে সেখানেও প্রবেশ করে তার জীবন নাশ করবে। (তারপর ভূপৃষ্ঠে) দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোক থেকে যাবে, যারা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের ব্যাপারে ক্ষিপ্ত গতিমান পাখির মত হবে, একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও রক্তপাত করার ক্ষেত্রে হিংস্র পশুর ন্যায় হবে। যারা কখনো ভাল কাজের আদেশ করবে না এবং কোন মন্দ কাজে বাধা দেবে না। শয়তান তাদের সামনে মানবরূপ ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ করবে ও বলবে, 'তোমরা আমার আহবানে সাড়া দেবে না?' তারা বলবে, 'আমাদেরকে আপনি কী আদেশ করছেন?' সে তখন তাদেরকে মূর্তি পূজার আদেশ দেবে। আর এসব কর্মকাণ্ডে তাদের জীবিকা সচ্ছল হবে এবং জীবন সুখের হবে। অতঃপর শিঙ্গায় (প্রলয় বীণায়) ফুৎকার দেওয়া হবে। যে ব্যক্তিই সে শব্দ শুনবে, সেই তার ঘাড়ের একদিক কাত ক'রে দেবে ও অপর দিক উঁচু ক'রে দেবে। সর্বাগ্রে এমন এক ব্যক্তি তা শুনতে পাবে, যে তার উটের (জন্য পানি রাখার) হওয লেপায় ব্যস্ত থাকবে। সে শিঙ্গার শব্দ শোনামাত্র অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। তার সাথে সাথে তার আশে-পাশের লোকরাও অজ্ঞান হয়ে (ধরাশায়ী হয়ে) যাবে। অতঃপর আল্লাহ শিশিরের ন্যায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পাঠাবেন। যার ফলে পুনরায় মানবদেহ (উদ্ভিদের ন্যায়) গজিয়ে উঠবে। তারপর যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজানো হবে, তখন তারা উঠে দেখতে থাকবে। তাদেরকে বলা হবে, 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে এসো।' (অন্য দিকে ফিরিশতাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) 'তোমরা ওদেরকে থামাও। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' তারপর বলা হবে, 'ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের ক'রে নাও।' জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কত থেকে কত?' বলা হবে, 'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন।' বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন।" *(মুসলিম)* [২৮৩]

١٨٢٠/٤ وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لَيسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ ؛ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهِمَا إِلاَّ عَلَيْهِ المَلاَئِكَةُ صَافِّينَ تَحْرُسُهُمَا ، فَيَنْزِلُ بالسَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ المَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ ، يُخْرِجُ اللهُ مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ » . رواه مسلم

৪/১৮২০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "মক্কা ও মদীনা ব্যতীত অন্য সব শহরেই দাজ্জাল প্রবেশ করবে। মক্কা ও মদীনার গিরিপথে ফিরিশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উক্ত শহরদ্বয়ের প্রহরায় রত থাকবেন। দাজ্জাল (মদীনার নিকটস্থ) বালুময় লোনা জমিতে অবতরণ করবে। সে সময় মদীনা তিনবার কেঁপে উঠবে। মহান আল্লাহ সেখান থেকে প্রত্যেক কাফের ও মুনাফিককে বের ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম)* [২৮৪]

١٨٢١/٥ وَعَنْه ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفاً عَلَيْهِم الطَّيَالِسَةُ» . رواه مسلم

৫/১৮২১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আসফাহান (ইরানের একটি প্রসিদ্ধ শহরে)র সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসরণ করবে; তাদের কাঁধে থাকবে ত্বাইলেসী

---

[২৮৩] মুসলিম ২৯৪০, আহমাদ ৬৫১৯

[২৮৪] সহীহুল বুখারী ১৮৮১, ৭১২৪, ৭১৩৪, ৭৪৭৩, মুসলিম ২৯৪৩, তি২২৪২, আহমাদ ১১৮৩৫, ১২৫৭৪, ১২৬৭৬, ১২৭৩২, ১২৯৮০, ১৩০৮৩, ১৩৫৩৫

রুমাল।" (মুসলিম)[২৮৫]

١٨٢٢/٦. وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : « لَيَنْفِرَنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ » . رواه مسلم

৬/১৮২২। উম্মে শারীক (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "অবশ্যই লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে।" (মুসলিম)[২৮৬]

١٨٢٣/٧. وَعَنْ عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ » . رواه مسلم

৭/১৮২৩। ইমরান ইবনে হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের (ফিতনা-ফাসাদ) অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় (বড় বিপজ্জনক) হবে না।" (মুসলিম)[২৮৭]

١٨٢٤/٨. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَيَتَلَقَّاهُ المَسَالِحُ : مَسَالِحُ الدَّجَّال . فَيقُولُونَ لَهُ : إِلَى أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ فَيَقُولُ : أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ . فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا ؟ فَيَقُولُ : مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ ! فَيَقُولُونَ : اقْتُلُوهُ . فَيقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَداً دُونَهُ ؟ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ المُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا الدَّجَّالَ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ ؛ فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْباً ، فَيَقُولُ : أَوَمَا تُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : أَنْتَ المَسِيحُ الكَذَّابُ ! فَيُؤْمَرُ بِهِ ، فَيُؤْشَرُ بِالمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرِّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ القِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : قُمْ ، فَيَسْتَوِي قَائِماً . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤْمِنُ بِي ؟ فَيَقُولُ : مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً . ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ؛ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ ، فَيَجْعَلُ اللهُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاساً، فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيهِ سَبِيلاً، فَيَأْخُذُهُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الجَنَّةِ » . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا أَعْظَمُ النَّاس شَهَادَةً عِندَ رَبِّ العَالَمِينَ » . رواه مسلم . وروى البخاري بعضه بمعناه .

৮/১৮২৪। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "দাজ্জালের আবির্ভাব হলে মু'মিনদের মধ্য থেকে একজন মু'মিন তার দিকে অগ্রসর হবে। তখন (পথিমধ্যে) দাজ্জালের সশস্ত্র

---

[২৮৫] মুসলিম ২৯৪৪, আহমাদ ১২৯৩১
[২৮৬] মুসলিম ২৯৪৫, তিরমিযী ৩৯৩০, আহমাদ ২৭০৭৩
[২৮৭] মুসলিম ২৯৪৬, ১৫৮২০, ১৫৮৩১, ১৫৩৩

প্রহরীদের সাথে তার দেখা হবে। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা করছ?' সে উত্তরে বলবে, 'যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, তার কাছে যেতে চাচ্ছি।' তারা তাকে বলবে, 'তুমি কি আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর না?' সে উত্তর দেবে, 'আমাদের প্রভু (আল্লাহ তো) গুপ্ত নন যে, (অন্য কাউকে প্রভু বানিয়ে মানতে লাগব)।' (এরূপ শুনে) তারা বলবে, 'একে হত্যা ক'রে দাও।' তখন তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে বলবে, 'তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে নিষেধ করেননি যে, তোমরা তার বিনা অনুমতিতে কাউকে হত্যা করবে না?' ফলে তারা ঐ মু'মিনকে ধরে দাজ্জালের কাছে নিয়ে যাবে। যখন মু'মিন দাজ্জালকে দেখতে পাবে, তখন সে (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) বলে উঠবে, 'হে লোক সকল! এই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ আলোচনা করতেন।' তখন দাজ্জাল তার জন্য আদেশ দেবে যে, 'ওকে উপুড় করে শোয়ানো হোক।' তারপর বলবে, 'ওকে ধরে ওর মুখে-মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত কর।' সুতরাং তাকে মেরে মেরে তার পেট ও পিঠ চওড়া ক'রে দেওয়া হবে। তখন সে (দাজ্জাল) প্রশ্ন করবে, 'তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস রাখ?' সে উত্তর দেবে, 'তুই তো মহা মিথ্যাবাদী মসীহ।' সুতরাং তার সম্পর্কে আবার আদেশ দেওয়া হবে, ফলে তার মাথার সিঁথির উপর করাত রেখে তাকে দ্বিখণ্ড ক'রে দেওয়া হবে; এমনকি তার পা-দুটোকে আলাদা ক'রে দেওয়া হবে। তারপর দাজ্জাল তার দেহখণ্ডদ্বয়ের মাঝখানে হাঁটতে থাকবে এবং বলবে, 'উঠ।' সুতরাং সে (মু'মিন) উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে! দাজ্জাল আবার তাকে প্রশ্ন করবে, 'তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনছ?' সে জবাব দেবে, 'তোর সম্পর্কে তো আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে গেল।' তারপর মু'মিন বলবে, 'হে লোক সকল! আমার পরে ও অন্য কারো সাথে এরূপ (নির্মম) আচরণ করতে পারবে না।' সুতরাং দাজ্জাল তাকে যবেহ করার মানসে ধরবে। কিন্তু আল্লাহ তার ঘাড় থেকে কণ্ঠাস্থি পর্যন্ত তামায় পরিণত ক'রে দেবেন। ফলে দাজ্জাল তাকে যবেহ করার কোন উপায় খুঁজে পাবে না। তারপর তার হাত-পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন লোকে ধারণা করবে যে, সে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করল। কিন্তু (বাস্তবে) তাকে জান্নাতে নিক্ষেপ করা হবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "বিশ্বচরাচরের পালনকর্তার নিকট ঐ ব্যক্তিই সবার চেয়ে বড় শহীদ।" *(মুসলিম, ইমাম বুখারী অনুরূপ অর্থে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন।)*[২৮৮]

١٨٢٥/٩. وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ ؛ وَإِنَّهُ قَالَ لِي : « مَا يَضُرُّكَ؟ » قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ . قَالَ : « هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ » . متفق عليه

৯/১৮২৫। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দাজ্জাল সম্পর্কে যত জিজ্ঞাসা করেছি, তার চেয়ে বেশি আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে বললেন, "ও তোমার কী ক্ষতি করবে?" আমি বললাম, 'লোকেরা বলে যে, তার সাথে রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকবে।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কাছে তা অতি সহজ।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৮৯]

[২৮৮] সহীহুল বুখারী ১৮৮২, ৭১২৩, মুসলিম ২৯৩৮, আহমাদ ১০৯২৫, ১১৩৪৩

[২৮৯] সহীহুল বুখারী ৭১২২, মুসলিম ২৯৩৯, ইবনু মাজাহ ৪০৭৩, আহমাদ ১৭৬৯০, ১৭৭০২, ১৭৭৩৯

١٨٢٦/١٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر » . متفق عليه

১০/১৮২৬। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এমন কোন নবী নেই, যিনি নিজ উম্মতকে মহামিথ্যাবাদী কানা (দাজ্জাল) সম্পর্কে সতর্ক করেননি। কিন্তু (মনে রাখবে,) সে (এক চোখের) কানা হবে। আর নিশ্চয় তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালক কানা নন। তার কপালে 'কাফ-ফা-রা' (কাফের) শব্দ লেখা থাকবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৯০]

١٨٢٧/١١. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَومَهُ ! إِنَّهُ أَعوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثالِ الجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ » . متفقٌ عليهِ

১১/১৮২৭। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শোন! তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে আমি কি এমন কথা বলব না, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি? তা হল এই যে, সে হবে কানা। আর সে নিজের সাথে নিয়ে আসবে জান্নাত ও জাহান্নামের মত কিছু। যাকে সে জান্নাত বলবে, বাস্তবে সেটাই জাহান্নাম হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯১]

١٨٢٨/١٢. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ ، فَقَالَ : «إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ». متفق عليه

১২/১৮২৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেদের সামনে দাজ্জাল সংক্রান্ত আলোচনা ক'রে বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। সাবধান! মসীহ দাজ্জালের ডান চোখ কানা এবং তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯২]

* *(অর্থাৎ, অন্য চোখটির তুলনায় এ চোখটি বাইরে বেরিয়ে থাকবে।)*

١٨٢٩/١٣. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ اليَهُودَ ، حَتَّى يَخْتَبِئَ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ . فَيَقُولُ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي تَعَالَ فَاقْتُلْهُ ؛ إِلاَّ الغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ اليَهُودِ ». متفق عليه

১৩/১৮২৯। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

---

[২৯০] সহীহুল বুখারী ৭১৩১, ৭৪০৮, মুসলিম ২৯৩০, তিরমিযী ২২৪০, আবূ দাউদ ৪৩১৬, আহমাদ ১১৫৯৩, ১১৭৩৫, ১২৩৫৯, ১২৬৬৮, ১২৭৩৭, ১২৭৯৪, ১২৯৭২, ১২৯৮১, ১৩০২৬, ১৩১৮৭, ১৩২০৯, ১৩৫১৩, ১৩৬৮০

[২৯১] সহীহুল বুখারী ৩৩৩৮, মুসলিম ২৯৩৬

[২৯২] সহীহুল বুখারী ১৩৫৫, ২৬৩৮, ৩০৫৫-৫০৫৭, ৩৩৩৭, ৩৪৪০, ৩৪৪১, ৫৯০২, ৬১৭৩, ৬৬১৮, ৬৯৯৯, ৭০২৬, ৭১২৭, ৭১২৮, ৭৪০৭, মুসলিম ১৬৯, ১৭১, ২৯৩১, আহমাদ ৪৭২৯, ৪৭৮৯, ৪৯৫৭, ৫৫২৮, ৫৯৯৭, ৬০৬৪, ৬১৫০, ৬২৭৬, ৬৩২৪, ৬৩২৭, ৬৩৮৯

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত মুসলিমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। এমনকি ইহুদী পাথর ও গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলে পাথর ও গাছ বলবে 'হে মুসলিম! আমার পিছনে ইহুদী রয়েছে। এসো, ওকে হত্যা কর।' কিন্তু গারক্বাদ গাছ (এরূপ বলবে) না। কেননা এটা ইহুদীদের গাছ।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৩]

١٨٣٠/١٤. وَعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ ، مَا بِهِ إِلاَّ البَلاَءُ ». متفق عليه

১৪/১৮৩০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া বিনাশ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে উক্ত কবরের উপর গড়াগড়ি দেবে আর বলবে, 'হায়! হায়! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হতাম!' এরূপ উক্তি সে দ্বীন রক্ষার মানসে বলবে না। বরং তা বলবে পার্থিব বালা-মুসীবতে অতিষ্ঠ হওয়ার কারণে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৯৪]

١٨٣١/١٥. وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يُقْتَتَلُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، فَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ أَنَا أَنْجُو». وَفِي رواية : « يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ». متفق عليه

১৫/১৮৩১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ততদিন পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে না, যতদিন পর্যন্ত ফুরাত নদী (তার গর্ভস্থ) একটি সোনার পাহাড় বের না ক'রে দেবে; যা নিয়ে যুদ্ধ চলবে। তাতে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ নিহত হবে! তাদের প্রত্যেকেই বলবে যে, 'সম্ভবতঃ আমি বেঁচে যাব।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অদূর ভবিষ্যতে ফুরাত নদী তার গর্ভস্থ স্বর্ণের খনি বের ক'রে দেবে। সুতরাং সে সময় যে সেখানে উপস্থিত হবে, সে যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[২৯৫]

١٨٣٢/١٦. وَعَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « يَتْرُكُونَ المَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ العَوَافِي يُرِيدُ - عَوَافِي السِّبَاعِ وَالطَّيرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ المَدِينَةَ

[২৯৩] সহীহুল বুখারী ২৯২৬, মুসলিম ১৫৭, ২৯২২, আহমাদ ৮৯২১, ১০৪৭৬, ২০৫০২

[২৯৪] সহীহুল বুখারী ৮৫, ১০৩৬, ১৪১২, ৩৬০৯, ৪৬৩৫-৪৬৩৬, ৬০৩৭, ৬৫০৬, ৬৩৩৬, ৬৯৩৬, ৭০৬১, ৭১২১, মুসলিম ১৫৭, আবূ দাউদ ৪২৫৫, ইবনু মাজাহ ৪০৪৭, ৪০৫২, আহমাদ ৭১৪৬, ৭৪৯৬, ৭৮১২, ৮৬১৫, ৯১২৯, ৯২৪৩, ৯৫৮৩, ৯৮৭১, ১০০২, ১০৩৪৬, ১০৪০৯, ১০৪৮২, ১০৫৪৩, ১০৫৭২, ১০৬০১

[২৯৫] সহীহুল বুখারী ৭১১৯, মুসলিম ২৮৯৪, তিরমিযী ২৫৬৯, আবূ দাউদ ৪৩১৩, আহমাদ ৭৫০১, ৮০০১, ৮১৮৮, ৮৩৫৪, ৯১০৩

يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوشاً ، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا » . متفق عليه

১৬/১৮৩২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "মদীনার অবস্থা উত্তম থাকা সত্ত্বেও তার অধিবাসীরা মদীনা ত্যাগ ক'রে চলে যাবে। (সে সময়) সেখানে কেবল বন্য হিংস্র পশু-পক্ষীতে ভরে যাবে। সব শেষে যাদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে, তারা মুযাইনাহ গোত্রীয় দু'জন রাখাল, যারা নিজেদের ছাগলের পাল হাঁকাতে হাঁকাতে মদীনা অভিমুখে নিয়ে যাবে। তারা মদীনাকে হিংস্র জীব-জন্তুতে ঠাসা অবস্থায় পাবে। তারপর যখন তারা (মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত) 'সানিয়্যাতুল্ অদা' নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন তারা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৬]

١٨٣٣/١٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « يَكُونُ خَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائِكُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَحْثُو المَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ » . رواه مسلم

১৭/১৮৩৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "শেষ যুগে তোমাদের একজন খলীফা হবে, যে দু' হাতে ক'রে ধন-সম্পদ দান করবে এবং গুণবেও না।" *(মুসলিম)* [২৯৭]

١٨٣٤/١٨. وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » . رواه مسلم

১৮/১৮৩৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লোকেদের উপর এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে, যখন মানুষ সোনার যাকাত নিয়ে ঘোরাঘুরি করবে; কিন্তু সে এমন কাউকে পাবে না যে, তার নিকট হতে তা গ্রহণ করবে। আর দেখা যাবে যে, পুরুষের সংখ্যা কম ও মহিলার সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন একটি পুরুষের দায়িত্বে চল্লিশজন মহিলা হবে, যারা তার আশ্রিতা হয়ে থাকবে।" *(মুসলিম)* [২৯৮]

** (ব্যাপক যুদ্ধ ও ধ্বংসকারিতার কারণে অধিকমাত্রায় পুরুষ মারা যাবার ফলে এরূপ হবে কিংবা এমনিতেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্মহার বৃদ্ধি পাবে।)*

١٨٣٥/١٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « اِشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ : خُذْ ذَهَبَكَ ، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَشْتَرِ الذَّهَبَ ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضُ : إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا ، فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ : أَلَكُمَا وَلَدٌ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لِي غُلاَمٌ ، وَقَالَ الآخَرُ : لِي جَارِيَةٌ، قَالَ : أَنْكِحَا

[২৯৬] সহীহুল বুখারী ১৮৭৪, মুসলিম ১৩৮৯, আহমাদ ৮৭৭৩, মুওয়াত্তা মালিক ১৬৪৩
[২৯৭] মুসলিম ২৯১৪, ২৯১৩, আহমাদ ১০৬২৯, ১০৯৪৫, ১১০৩৪, ১১১৮৭, ১১৫০৪, ১১৫২৯, ১৩৯৯৭, ১৪১৫৭
[২৯৮] সহীহুল বুখারী ১৪১৪, মুসলিম ১০১২

الغُلاَمَ الجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا » . متفق عليه

১৯/১৮৩৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "(প্রাচীনকালে) একটি লোক অন্য ব্যক্তির কাছ হতে কিছু জায়গা ক্রয় করল। ক্রেতা ঐ জায়গায় (প্রোথিত) একটি কলসী পেল, যাতে স্বর্ণ ছিল। জায়গার ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, 'তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার জায়গা খরিদ করেছি, স্বর্ণ তো খরিদ করিনি।' জায়গার বিক্রেতা বলল, 'আমি তোমাকে জায়গা এবং তাতে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করেছি।' অতঃপর তারা উভয়েই এক ব্যক্তির নিকট বিচার প্রার্থী হল। বিচারক ব্যক্তি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের সন্তান আছে কি?' তাদের একজন বলল, 'আমার একটি ছেলে আছে।' অপরজন বলল, 'আমার একটি মেয়ে আছে।' বিচারক বললেন, 'তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দাও এবং ঐ স্বর্ণ থেকে তাদের জন্য খরচ কর এবং দান কর।" *(বুখারী-মুসলিম)* [২৯৯]

٢٠/١٨٣٦. وَعَنْهُ ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا ، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ ، وَقَالَتِ الأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ ﷺ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى ، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ﷺ فَأَخْبَرَتَاهُ . فَقَالَ : ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لاَ تَفْعَلْ ! رَحِمَكَ اللهُ ، هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى » . متفق عليه

২০/১৮৩৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, "দু'জন মহিলার সাথে তাদের দু'টি ছেলে ছিল। একদা একটি নেকড়ে বাঘ এসে তাদের মধ্যে একজনের ছেলেকে নিয়ে গেল। একজন মহিলা তার সঙ্গিনীকে বলল, 'বাঘে তোমার ছেলেকেই নিয়ে গেছে।' অপরজন বলল, 'তোমার ছেলেকেই বাঘে নিয়ে গেছে।' সুতরাং তারা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট বিচারপ্রার্থিনী হল। তিনি (অবশিষ্ট ছেলেটি) বড় মহিলাটির ছেলে বলে ফায়সালা ক'রে দিলেন। অতঃপর তারা দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর পুত্র সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট বের হয়ে গিয়ে উভয়েই আনুপূর্বিক ঘটনাটি বর্ণনা করল। তখন তিনি বললেন, 'আমাকে একটি চাকু দাও। আমি একে দু টুকরো ক'রে দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে দেব।' তখন ছোট মহিলাটি বলল, 'আপনি এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনাকে রহম করুন। ছেলেটি ওরই।' তখন তিনি ছেলেটি ছোট মহিলার (নিশ্চিত জেনে) ফায়সালা দিলেন।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩০০]

٢١/١٨٣٧. وَعَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ ، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لاَ يُبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً » . رواه البخاري

---

[২৯৯] সহীহুল বুখারী ৩৪৭২, মুসলিম ১৭২১, ইবনু মাজাহ ২৫১১, আহমাদ ২৭৪০৮

[৩০০] সহীহুল বুখারী ৩৪২৭, ৬৪৮৩, ৬৭৬৯, মুসলিম ১৭২০, ২২৮৪, ৫৪০২, ৫৪০৩, ৫৪০৪, আহমাদ ৮০৮১, ৮২৭৫, ১০৫৮০, ২৭৭৩৮, ২৭৩৩২

Contents

২১/১৮৩৭। মিরদাস আসলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সৎ লোকেরা একের পর এক (ক্রমান্বয়ে) মৃত্যুবরণ করবে। আর অবশিষ্ট লোকেরা নিকৃষ্ট মানের যব অথবা খেজুরের মত পড়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা এদের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করবেন না।" *(বুখারী)*[৩০১]

١٨٣٨/٢٢. وَعَنْ رِفَاعَةَ بِنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﷺ قَالَ : جَاءَ جِبرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا تَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ؟ قَالَ : « **مِنْ أَفْضَلِ المُسْلِمِينَ** » أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا . قَالَ : وَكَذلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ المَلائِكَةِ . رواه البخاري

২২/১৮৩৮। রিফাআহ ইবনে রাফে' যুরাক্বী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদেরকে আপনাদের মাঝে কিরূপ গণ্য করেন?' তিনি বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিমদের শ্রেণীভুক্ত গণ্য করি।" অথবা অনুরূপ কোন বাক্যই তিনি বললেন। (জিবরীল) বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশতাগণও অনুরূপ (সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতাগণের শ্রেণীভুক্ত)।' *(বুখারী)*[৩০২]

١٨٣٩/٢٣. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **إِذَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَاباً ، أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ** » . متفق عليه

২৩/১৮৩৯। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যখন কোন জাতির উপর মহান আল্লাহ আযাব অবতীর্ণ করেন, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত লোককে তা গ্রাস ক'রে ফেলে। তারপর (বিচারের দিনে) তাদেরকে স্ব স্ব কৃতকর্মের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করা হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩০৩]

١٨٤٠/٢٤. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ـ يَعْنِي فِي الخُطْبَةِ ـ فَلَمَّا وُضِعَ المِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلجِذْعِ مِثْلَ صَوْتِ العِشَارِ ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَيهِ فَسَكَنَ .

وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمَّا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ .

وفي رواية : فصَاحَتْ صِيَاحَ الصَّبِيِّ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيهِ ، فَجَعَلَتْ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِي الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ ، قَالَ : « **بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ** » . رواه البخاري

২৪/১৮৪০। জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি (খুঁটি) ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুতবাহ দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর (তৈরী ক'রে) রাখা

[৩০১] সহীহুল বুখারী ৪১৫৬, ৬৪৩৪, আহমাদ ১৭২৭৪, দারেমী ২৭১৯
[৩০২] সহীহুল বুখারী ৩৯৯২, ৩৯৯৪
[৩০৩] সহীহুল বুখারী ৭১০৮, মুসলিম ২৮৭৯, আহমাদ ৪৯৬৫, ৫৮৫৬, ৬১৭২

হল, তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির (কান্নার) শব্দ শুনতে পেলাম। পরিশেষে নবী ﷺ (মিম্বর হতে) নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন জুমআর দিন এল এবং নবী ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন, তখন খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন, তা এমন চিল্লিয়ে কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল!'

অপর বর্ণনায় আছে, 'শিশুর মত চিল্লিয়ে উঠল। সুতরাং নবী ﷺ (মিম্বর থেকে) নেমে তাকে ধরে নিজ বুকে জড়ালেন। তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর ক'রে) চুপ করানো হয়, (তাকে চুপ করানো হল এবং) পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে পড়েছে)।" *(বুখারী)* [৩০৪]

١٨٤١/٢٥. وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ جُرثُومِ بنِ نَاشِرٍ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : « إنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا ». حديث حسن ، رواه الدارقطني وغيره

২৫/১৮৪১। আবূ সা'লাবাহ খুশানী জুরসূম ইবনে নাশের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "মহান আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন করো না, অনেক জিনিসকে হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে তার (মর্যাদার পর্দা) ছিন্ন করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া ক'রে---ভুল করে নয়---বহু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা অনুসন্ধান করো না।" *(হাসান হাদীস, দারাকুত্বনী প্রমুখ)* [৩০৫]

١٨٤٢/٢٦. وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ . وَفِي رِوَايَةٍ : نَأكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ . متفق عليه

২৬/১৮৪২। আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল

---

[৩০৪] সহীহুল বুখারী ৪৪৯, ৯১৮, ২০৯৫, ৩৫৮৪, ৩৫৮৫, ইবনু মাজাহ ১৪১৭, আহমাদ ১৩৭০৫, ১৩৭২৯, ১৩৭৯৪, ১৩৮৭০, ১৪০৫৯, দারেমী ৩৩, ১৫৬২

[৩০৫] আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীসটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। আমি আমার "গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজে আহাদীসিল হালাল অল হারাম-লিল উসতায শাইখ ইউসুফ কারযাবী" গ্রন্থে (নং ৪) এ মর্মে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি (এটি আলমাকতাবুল ইসলামী কর্তৃক ছাপানো)। এ ছাড়া সা'লাবা আলখুশানীর নাম নিয়ে বহু আজব ধরনের মতভেদ সংঘটিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার হাফেয এবং জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত প্রকাশ করতে সক্ষম হননি। বরং তিনি তার বিষয়টি আল্লাহর উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন। এ কারণে লেখকের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয় তিনি কিভাবে দৃঢ়তার সাথে তার নাম উল্লেখ করলেন তার ব্যাপারে মতভেদের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত না করেই।

আবূ মুসহের দেমাস্কি, আবূ নু'য়াঈম ও ইবনু রাজাব বলেন ঃ আবূ সা'লাবা হতে মাকহূলের শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি। হাফিয ইবনু হাজার ও হাফিয যাহাবীও বলেছেন ঃ সনদটি বিচ্ছিন্ন। [দেখুন "ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ্ আলমুনজিদ" (পৃ ৩)]।

ﷺ-এর সাথে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি, তাতে আমরা পঙ্গপাল খেয়েছি।'

অন্য বর্ণনায় আছে, 'আমরা তাঁর সাথে পঙ্গপাল খেয়েছি।' *(বুখারী-মুসলিম)*[৩০৬]

* *(অর্থাৎ, পঙ্গপাল খাওয়া হালাল এবং তা মাছের মত মৃতও হালাল।)*

١٨٤٣/٢٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ». متفق عليه

২৭/১৮৪৩। আবূ হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "মু'মিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩০৭]

* *(অর্থাৎ, মু'মিন একবার ঠকলে দ্বিতীয়বার ঠকে না। মু'মিন হয় সতর্ক ও সচেতন।)*

١٨٤٤/٢٨. وَعَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ » . متفق عليه

২৮/১৮৪৪। উক্ত রাবী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) যে মরু প্রান্তরে অতিরিক্ত পানির মালিক, কিন্তু সে মুসাফিরকে তা থেকে পান করতে দেয় না। (২) যে আসরের পর অন্য লোকের নিকট সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে কসম খেয়ে এই বলে যে, আল্লাহর কসম! এটা আমি এত দিয়ে নিয়েছি। ফলে ক্রেতা তাকে বিশ্বাস করে অথচ সে তার বিপরীত (অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী)। আর (৩) যে কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে রাষ্ট্রনেতার হাতে বায়আত করে। সুতরাং সে যদি তাকে পার্থিব সম্পদ প্রদান করে, তাহলে সে (তার বায়আত) পূর্ণ করে। আর যদি প্রদান না করে, তাহলে বায়আত পূর্ণ করে না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩০৮]

١٨٤٥/٢٩. وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ » قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيرَةَ أَرْبَعُونَ يَوماً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ ، قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْراً ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . « وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ الذَّنَبِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الخَلْقُ ، ثُمَّ يُنَزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ البَقْلُ » . متفق عليه

২৯/১৮৪৫। উক্ত রাবী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(কিয়ামতের পূর্বে) শিঙ্গায় দু'বার ফুৎকার দেওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান হবে চল্লিশ।" লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হে আবূ হুরাইরা! চল্লিশ

---

[৩০৬] সহীহুল বুখারী ৫৪৯৫, মুসলিম ১৯৫২, তিরমিযী ১৮২১, ১৮২২, নাসায়ী ৪৩৫৬, ৪৩৫৭, আবূ দাউদ ৩৮১২, আহমাদ ১৮৬৩৩, ১৮৬৬৯, ১৮৯০৮, দারেমী ২০১০

[৩০৭] সহীহুল বুখারী ৬১৩৩, মুসলিম ২৯৯৮, আবূ দাউদ ৪৮৬২, ইবনু মাজাহ ৩৯৮২, আহমাদ ৮৭০৯, দারেমী ২৭৮১

[৩০৮] সহীহুল বুখারী ২৩৫৮, ২৩৬৯, ২৬৭২, ৭২১২, ৭৪৪৬, মুসলিম ১০৮, তিরমিযী ১৫৯০, নাসায়ী ৪৪০২, আবূ দাউদ ৩৪৭৪, ইবনু মাজাহ ২২০৭, ২৮৭০, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৮৬৬

দিন?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' তারা প্রশ্ন করল, 'তবে কি চল্লিশ বছর?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কি চল্লিশ মাস?' তিনি বললেন, 'উঁহুঁ।' "মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের অস্থি ব্যতীত মানবদেহের সমস্ত হাড় পচে যাবে। তারপর উক্ত অস্থি থেকে মানুষকে পুনর্গঠিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যার ফলে শাক-সব্জি গজিয়ে উঠার মত মানুষ গজিয়ে উঠবে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩০৯]

١٨٤٦/٣٠. وَعَنْهُ ، قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَومَ ، جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ القَومِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟» قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ : «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ : كَيفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» . رواه البخاري

৩০/১৮৪৬। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মসজিদে) লোকেদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এক বেদুঈন এসে প্রশ্ন করল, 'কিয়ামত কখন হবে?' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্ণপাত না ক'রে আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বলল যে, 'তার কথা তিনি শুনেছেন এবং তার কথা তিনি অপছন্দ করেছেন।' কেউ কেউ বলল, 'বরং তিনি শুনতে পাননি।' অতঃপর তিনি যখন কথা শেষ করলেন, তখন বললেন, "কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়?" সে বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে, আমি।' তিনি বললেন, "যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।" সে বলল, 'কিভাবে আমানত বিনষ্ট হবে?' তিনি বললেন, "অনুপযুক্ত লোকের প্রতি যখন নেতৃত্ব সমর্পণ করা হবে, তখন তুমি কিয়ামতের প্রতীক্ষা করো।" *(বুখারী)* [৩১০]

١٨٤٧/٣١. وَعَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». رواه البخاري

৩১/১৮৪৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "ইমামগণ তোমাদের নামায পড়ায়। সুতরাং তারা যদি নামায সঠিকভাবে পড়ায়, তাহলে তোমাদের নেকী অর্জিত হবে। আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের নেকী (যথারীতি) অর্জিত হবে এবং ভুলের খেসারত তাদের উপরেই বর্তাবে।" *(বুখারী, আহমাদ)* [৩১১]

١٨٤٨/٣٢. وَعَنْه ﷺ : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران : ١١٠] قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ . رواه البخاري

---

[৩০৯] সহীহুল বুখারী ৫৮১৪, ৪৯৩৫, মুসলিম ২৯৫৫, নাসায়ী ২০৭৭, আবূ দাউদ ৪৭৪৩, ইবনু মাজাহ ৪২৬৬, আহমাদ ৮০৮৪, ৯২৪৪, ১০০৯৯, ২৭৩৯৭, দারেমী ৫৬৫

[৩১০] সহীহুল বুখারী ৫৯, ৬৪৯৬, আহমাদ ৮৫১২

[৩১১] সহীহুল বুখারী ৬৯৪, আহমাদ ৮৪৪৯, ১০৫৪৭

৩২/১৮৪৮। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, (মহান আল্লাহ বলেছেন,) "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য বের করা হয়েছে।" *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)* এর ব্যাখ্যায় তিনি (আবূ হুরাইরা) বলেছেন যে, 'মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তারা, যারা তাদের গর্দানে শিকল পরিয়ে নিয়ে আসে এবং পরিশেষে তারা ইসলামে প্রবেশ করে।' *(বুখারী)* [৩১২]

١٨٤٩/٣٣. وَعَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « عَجِبَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ قَومٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاسِلِ». رواه البخاري .

৩৩/১৮৪৯। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল সেই সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বিস্মিত হন, যারা শিকল পরিহিত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী)* [৩১৩]

অর্থাৎ, তাদেরকে বন্দী করা হবে, তারপর তাদের শিকল দিয়ে বাঁধা হবে, অতঃপর তারা মুসলমান হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٨٥٠/٣٤. وَعَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رواه مسلم

৩৪/১৮৫০। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।" *(মুসলিম)* [৩১৪]

١٨٥١/٣٥. وَعَنْ سَلمَانَ الفَارِسِي ﷺ مِنْ قَولِهِ قَالَ : لاَ تَكُونَنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ ، وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَهُ . رواه مسلم هكذا ، ورواه البرقاني فِي صحيحهِ عَنْ سَلمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لاَ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ ، وَلاَ آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا . فِيهَا بَاضَ الشَّيْطَانُ وَفَرَّخَ » .

৩৫/১৮৫১। সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি (মওকূফ সূত্রে) বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে।' *(মুসলিম)* [৩১৫]

বারক্বানী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কারণ, সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।"

١٨٥٢/٣٦. وَعَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سَرْجِسَ ﷺ قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللهِ ، غَفَرَ اللهُ لَكَ ، قَالَ : « وَلَكَ » . قَالَ عَاصِمٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكَ

---

[৩১২] সহীহুল বুখারী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবূ দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, ৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯

[৩১৩] সহীহুল বুখারী ৩০১০, ৪৫৫৭, আবূ দাউদ ২৬৭৭, আহমাদ ৭৯৫৩, ৯০১৮, ৯৪৯০, ৯৫৭৯

[৩১৪] মুসলিম ৬৭১

[৩১৫] সহীহুল বুখারী ৩৬৩৪, মুসলিম ২৪৫১

، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ١٩]. رواه مسلم

৩৬/১৮৫২। আসেম আহওয়াল হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে সার্জিস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য দুআ ক'রে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।' তিনি বললেন, "আর তোমাকেও (আল্লাহ ক্ষমা করুন)।" আসেম বলেন, আমি আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, 'আল্লাহর রসূল (ﷺ) কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আর তোমার জন্যও তো।' অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ ঃ "(হে নবী!) তুমি নিজের জন্য ও মু'মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত, মুসলিম)*[৩১৬]

١٨٠٣/٣٧. وَعَنْ أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِي ﷺ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » . رواه البخاري

৩৭/১৮৫৩। আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বলেছেন, "পূর্ববর্তী (আঃ) পয়গম্বরগণের বাণীসমূহের মধ্যে যে বাণীসমূহ লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি এই যে, যদি তুমি লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই কর।" *(বুখারী)* [৩১৭]

** (অর্থাৎ, লজ্জা-শরম না থাকলে মানুষ যাচ্ছে তাই করতে পারে। আর লজ্জা থাকলে কোন অশ্লীল বা পাপকাজ করতে পারে না। যেহেতু লজ্জা মুমিনের ঈমানের একটি অঙ্গ।)*

١٨٠٤/٣٨. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ » . متفق عليه

৩৮/১৮৫৪। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন (মানবিক অধিকারের বিষয়) সর্বপ্রথমে লোকেদের মধ্যে যে বিচার করা হবে তা রক্ত সম্পর্কিত হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩১৮]

١٨٠٥/٣٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » . رواه مسلم

৩৯/১৮৫৫। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "ফিরিশতাদেরকে জ্যোতি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।" *(মুসলিম)*[৩১৯]

---

[৩১৬] মুসলিম ২৩৪৬, আহমাদ ২০২৫০

[৩১৭] সহীহুল বুখারী ৩৪৮৩, ৩৪৮৪, ৬১২০, আবূ দাউদ ৪৭৯৭, ইবনু মাজাহ ৪১৮৩, আহমাদ ১৬৬৪১, ১৬৬৫৮, ২১৪০, মুওয়াত্তা মালিক ৩৭৭

[৩১৮] সহীহুল বুখারী ৬৫৩৩, ৬৮৬৪, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী ১৩৯৬, ১৩৯৭, নাসায়ী ২৯৯১, ৩৯৯২, ৩৯৯৩, ৩৯৯৪, ইবনু মাজাহ ২৬১৫, ইবনু মাজাহ ২৬২৭, আহমাদ ৩৬৬৫, ৪১৮৮, ৪২০১

[৩১৯] মুসলিম ২৯৯৬, আহমাদ ২৪৬৬৮, ২৪৮২৬

١٨٥٦/٤٠. وَعَنها رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَت : كَانَ خُلُقُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ القُرآنَ . رواهُ مسلم في جملة حديث طويل .

৪০/১৮৫৬। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চরিত্র ছিল কুরআন।' *(মুসলিম, এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ)*[৩২০]

١٨٥٧/٤١. وَعَنها ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَكَرَاهِيَةُ المَوتِ ، فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوتَ ؟ قَالَ : « لَيسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ فَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَسَخَطِهِ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ » . رواه مسلم

৪১/১৮৫৭। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" এ কথা শুনে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! তার মানে কি মরণকে অপছন্দ করা? আমরা তো সকলেই মরণকে অপছন্দ করি।' তিনি বললেন, "ব্যাপারটি এরূপ নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, (মৃত্যুর সময়) মু'মিনকে যখন আল্লাহর করুণা, তাঁর সন্তুষ্টি তথা জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর কাফেরের (অন্তিমকালে) যখন তাকে আল্লাহর আযাব ও তাঁর অসন্তুষ্টির সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ অপছন্দ করে। আর আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩২১]

١٨٥٨/٤٢. وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَكِفاً ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيلاً ، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ، فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا . فَقَالَ ﷺ : « عَلَى رِسْلِكُمَا ، إنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ » فَقَالاَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : « إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإنِّي خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً - أَوْ قَالَ : شَيْئاً - » . متفق عليه

৪২/১৮৫৮। মু'মিন জননী সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (মসজিদে) ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে রাত্রি বেলায় দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তার পর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সুতরাং তিনিও আমাকে (বাসায়) ফিরিয়ে দেবার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (অতঃপর যখন আমরা মসজিদের দরজার কাছে এলাম) তখন আনসারদের দু'জন লোক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) (সেদিক দিয়ে) চলে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা উভয়েই

[৩২০] মুসলিম ৭৪৬

[৩২১] সহীহুল বুখারী ৭৫০৪, মুসলিম ১৫৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫, তিরমিযী ১০৬৭, নাসায়ী ১৮৩৪, ১৮৩৫, ১৮৩৮, ইবনু মাজাহ ৪২৬৪, আহমাদ ৮৩৫১, ৯১৫৭, ২৩৬০৫২, ২৩৭৬৩, ২৫২০০, ২৫৩০৩, ২৫৪৫৮, ২৭২৩০, মুওয়াত্তা মালিক ৫৬৭, ১৫৬৯

নবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন, তখন দ্রুত বেগে চলতে লাগলেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "ধীরে চল। এ হল সাফিয়্যাহ বিন্তে হুয়াই।" তাঁরা বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?)' তিনি (তাঁদেরকে) বললেন, "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্ত চলাচলের ন্যায় চলাফিরা করে। তাই আমার আশংকা হল যে, সম্ভবতঃ সে তোমাদের অন্তরে মন্দ---অথবা তিনি বললেন---কোন কিছু (সন্দেহ) প্রক্ষেপ করতে পারে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩২২]

١٨٥٩/٤٣. وَعَنْ أَبِي الفَضلِ العَبَّاسِ بنِ عَبدِ الْمُطَّلِبِ ﷺ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَومَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بنُ الحَارِثِ بنِ عَبدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ نُفَارِقْهُ ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ ، فَلَمَّا التَقَى المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ ، وَلَّى المُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الكُفَّارِ ، وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لاَ تُسْرِعَ ، وأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « **أَيْ عَبَّاسُ ، نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ** ». قالَ العَبَّاسُ - وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً - فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ ، فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَرِ عَلَى أَوْلاَدِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ ، فَاقْتَتَلُوا هُمْ وَالكُفَّارُ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ، ثُمَّ قَصُرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ ، فَقَالَ : « **هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ** » ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : « **انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ** » ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا القِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى ، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. رواه مسلم

৪৩/১৮৫৯। আবূল ফায্ল আব্বাস বিন মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমি ও আবূ সুফয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতে লাগলাম। আমরা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হলাম না। (সে সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর যখন মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং (প্রথমতঃ) মুসলমানরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে (রণভূমি ছেড়ে) চলে গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ স্বীয় খচ্চরকে কাফেরদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য পায়ের আঘাত হানলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলাম। তাকে ধরে থামাচ্ছিলাম যাতে দ্রুত বেগে না চলে। অন্য দিকে আবূ সুফ্য়ান আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (সওয়ারীর) পা-দান ধরে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আব্বাস! বাবলা গাছ তলে

---

[৩২২] সহীহুল বুখারী ২০৩৫, ২০৩৮, ২০৩৯, ৩১০১, ৩২৮১, ৬২১৯, ৭১৭১, মুসলিম ২১৭৫, আবূ দাউদ ২৪৭০, ৪৯৯৪, ইবনু মাজাহ ১৭৭৯, আহমাদ ২৬৩২২, দারেমী ১৭৮০

'রিযওয়ান' বায়আতকারীদেরকে ডাক দাও।" আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, সুতরাং আমি উচ্চ স্বরে হেঁকে বললাম, 'বাবলা গাছ তলে বায়আতকারীরা কোথায়?' আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল, তখন গাভী যেমন তার বাচ্চার শব্দ শুনে তার দিকে দ্রুত গতিতে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি তারা দ্রুত গতিতে ফিরে এল। তারা বলে উঠল, 'আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির আছি।' তারপর আবার তাদের ও কাফেরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। সে সময় আনসারদেরকে সাধারণভাবে ডাক দেওয়া হল, 'হে আনসারগণ! হে আনসারগণ!' তারপর আহবান কেবল হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রের লোকেদের মাঝে সীমিত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খচ্চরের উপর থেকেই রণক্ষেত্রের দিকে তাকালেন। তিনি যেন সামরিক সংঘর্ষের কলাকৌশল ও বীরত্বের দৃশ্য গর্দান বাড়িয়ে অবলোকন করছিলেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধ তুঙ্গে উঠার ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করার এটাই সময়।" অতঃপর তিনি কিছু কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "মুহাম্মাদের রবের শপথ! ওরা (কাফেররা) পরাজিত হয়ে গেছে।" আমিও দেখলাম যে, যুদ্ধ পূর্ণতা ও উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! যখনি তিনি ঐ কাঁকরগুলি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখনি আমি নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকলাম যে, তাদের শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। *(মুসলিম)* [৩২৩]

١٨٦٠/٤٤. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ » . فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ [المؤمنون : ٥١] ، وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة : ١٧٢] . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ رواه مسلم

৪৪/১৮৬০। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ মু'মিনদেরকে সেই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, যার নির্দেশ পয়গম্বরদেরকে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকর্ম কর।' *(সূরা মু'মিনূন ৫১ আয়াত)* তিনি আরো বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; যদি তোমরা শুধু তাঁরই উপাসনা করে থাক।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৭২ আয়াত)*

অতঃপর তিনি সেই লোকের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, যে এলোমেলো চুলে, ধূলামলিন পায়ে সুদীর্ঘ সফরে থেকে আকাশ পানে দু' হাত তুলে 'ইয়া রব্ব্! 'ইয়া রব্ব্!' বলে দুআ করে। অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং হারাম বস্তু দিয়েই তার শরীর পুষ্ট হয়েছে। তবে তার দুআ কিভাবে কবূল করা হবে?" *(মুসলিম)* [৩২৪]

---

[৩২৩] মুসলিম ১৭৭৫, আহমাদ ১৭৭৮

[৩২৪] মুসলিম ১০১৫, তিরমিযী ২৯৮৯, ৮১৪৮, ২৭১৭

١٨٦١/٤٥. وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ » . رواه مسلم

৪৫/১৮৬১। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) তাকাবেনও না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; (তারা হচ্ছে,) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী রাজা এবং অহংকারী গরীব।" *(মুসলিম)* [৩২৫]

١٨٦٢/٤٦. وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ». رواه مسلم

৪৬/১৮৬২। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "(শামের) সাইহান ও জাইহান, (ইরাকের) ফুরাত এবং (মিসরের) নীল প্রত্যেক নদীই জান্নাতের নদ-নদীসমূহের অন্যতম।" *(মুসলিম)* [৩২৬]

١٨٦٣/٤٧. وَعَنْه ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ : « خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الاِثْنَيْنِ ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الثُّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ ، بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فِي آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ ». رواه مسلم

৪৭/১৮৬৩। উক্ত রাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একদা) আমার হাত ধরে বললেন, "আল্লাহ তাআলা শনিবার যমীন সৃষ্টি করেছেন, রবিবার তার মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা। মঙ্গলবার মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। বুধবার আলো সৃষ্টি করেছেন। তাতে (যমীনে) জীবজন্তু ছড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করার পর পরিশেষে জুমআর দিন আসরের পর দিনের শেষভাগে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে (আদি পিতা) আদম (আলাইহিস সালাম)-কে সৃষ্টি করেছেন।" *(মুসলিম)* [৩২৭]

١٨٦٤/٤٨. وَعَنْ أَبِي سُلَيمَانَ خَالِدِ بنِ الوَلِيدِ ﷺ قَالَ : لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلاَّ صَفِيحَةٌ يَمَانِيَّةٌ . رواه البخاري

৪৮/১৮৬৪। আবূ সুলায়মান খালেদ ইবনে অলীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মু'তাহ যুদ্ধে আমার হাতে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছে। কেবলমাত্র একটি ইয়ামানী ক্ষুদ্র তলোয়ার আমার হাতে অবশিষ্ট ছিল।" *(বুখারী)* [৩২৮]

---

[৩২৫] মুসলিম ১০৭, আহমাদ ৭৩৯৩, ৯৩১১, ১৮৬৬

[৩২৬] মুসলিম ২৮৩৯, আহমাদ ৭৪৯১, ৭৮২৬, ৯৩৮২

[৩২৭] মুসলিম ২৭৮৯, আহমাদ ৮১৪১

[৩২৮] সহীহুল বুখারী ৪২৬৫, ৪২৬৬

١٨٦٥/٤٩. وَعَنْ عَمرِو بنِ العَاصِ ﷺ : أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ ، فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ، فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ » متفق عَلَيْهِ

৪৯/১৮৬৫। আম্‌র ইবনে আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যখন কোন বিচারক (বিচার করার সময়) চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে বিচার করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে, তখন তার দু'টি নেকী হবে। আর যখন চেষ্টা সত্ত্বেও বিচারে ভুল ক'রে ফেলবে, তখনও তার একটি নেকী হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩২৯]

١٨٦٦/٥٠. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ». متفق عَلَيْهِ

৫০/১৮৬৬। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "জ্বর জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ। অতএব তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৩০]

١٨٦٧/٥١. وَعَنْها رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عن النبيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عَلَيْهِ

৫১/১৮৬৭। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যদি মারা যায়, আর তার (মানত) রোযা বাকি থাকে, তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ থেকে (ঐ মানতের) রোযা পূরণ করবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৩১]

সঠিক অভিমত এই যে, এই হাদীসের ভিত্তিতে যে রোযা পালন না ক'রে মারা গেছে, তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয। আর অভিভাবক বলতে উদ্দেশ্য, নিকটাত্মীয়; সে ওয়ারেস হোক অথবা না হোক।

((ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যদি কোন লোক রমাযানে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, অতঃপর সে মারা যায় এবং রোযা (কাযা করার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও) রোযা না রেখে থাকে, তাহলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাইয়ে দিতে হবে; তার জন্য রোযা কাযা নেই। কিন্তু যদি সে নযরের রোযা না রেখে মারা যায়, তাহলে তার অভিভাবক (বা নিকটাত্মীয়) তার তরফ থেকে সেই রোযা কাযা করে দেবে।')) (সহীহ আবূ দাউদ ২১০১নং প্রমুখ)

١٨٦٨/٥٢. وَعَنْ عَوفِ بنِ مَالِكِ بنِ الطُّفَيْلِ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، حُدِّثَتْ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهَا: وَاللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هٰذَا ! قَالُوا : نَعَمْ . قَالَتْ : هُوَ للهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَداً ، فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِيْنَ طَالَتِ الهِجْرَةُ . فَقَالَتْ : لاَ ، وَاللهِ لاَ أُشَفِّعُ فِيهِ أَبداً ، وَلاَ أَتَحَنَّثُ

[৩২৯] সহীহুল বুখারী ৭৩৫২, মুসলিম ১৭১৬, আবূ দাউদ ২৫৭১, ইবনু মাজাহ ২৩১৪, আহমাদ ৬৭১৬, ১৭৩২০, ১৭৩৬০

[৩৩০] সহীহুল বুখারী ৩২৬৩, ৫৭২৫, মুসলিম ২২১০, তিরমিযী ২০৭৪, ইবনু মাজাহ ৩৪৭১, আহমাদ ২৩৭০৮, ২৪০৭৭, মুওয়াত্তা মালিক ১৭৬১

[৩৩১] সহীহুল বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭, আবূ দাউদ ২৪০০, ৩৩১১, আহমাদ ২৩৮৮০

إِلَى نَذْرِي . فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ، وَعبدَ الرحْمَانِ ابْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وقَالَ لَهُمَا : أَنْشُدُكُمَا اللهَ لَمَا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَإنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي ، فَأَقْبَلَ بِهِ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالاَ : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا . قَالُوا : كُلُّنَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ ، وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ معَهُمَا ابْنَ الزُّبَيرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيرِ الحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ المِسْوَرُ ، وَعَبدُ الرَّحْمَانِ يُنَاشِدَانِهَا إلاَّ كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولاَنِ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهِجْرَةِ ؛ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا وَتَبْكِي ، وَتَقُولُ : إنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ ، فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا . رواه البخاري

৫২/১৮৬৮। আওফ ইবনে মালিক ইবনে তুফাইল হতে বর্ণিত, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা র সামনে ব্যক্ত করা হল যে, আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা যে (নিজ বাড়ি) বিক্রয় বা দান করেছেন, সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, 'হয় (খালাজান) আয়েশা (অবাধে দান-খয়রাত করা হতে) অবশ্যই বিরত থাকুন, নচেৎ তাঁর উপর (আর্থিক) অবরোধ প্রয়োগ করবই।' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই বক্তব্য শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যিই কি সে এ কথা বলেছে?' লোকেরা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে আমি আল্লাহর নামে মানত করলাম যে, এখন থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কখনোও কথা বলব না।' তারপর যখন বাক্যালাপ ত্যাগ দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আয়েশার নিকট (এ ব্যাপারে) সুপারিশ করালেন। আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ইবনে যুবাইরের সম্পর্কে কোন সুপারিশ গ্রহণ করব না, আর আপন মানত ভঙ্গও করব না।' বস্তুতঃ যখন ব্যাপারটা ইবনে যুবাইরের উপর অতীব দীর্ঘ হয়ে পড়ল, তখন তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও আব্দুর রাহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সাহাবীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং তাঁদেরকে বললেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, তোমরা (আমার স্নেহময়ী খালা) আয়েশার কাছে আমাকে নিয়ে চল। কেননা, আমার সাথে বাক্যালাপ বন্ধ রাখার মানতে অটল থাকা তাঁর জন্য আদৌ বৈধ নয়।' সুতরাং মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়ে ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আয়েশার নিকট অনুমতিও চাইলেন এবং বললেন, 'আসসালামু আলাইকি অরাহ্মাতুল্লাহি অবারাকা-তুহ! আমরা কি ভিতরে আসতে পারি?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হ্যাঁ এসো।' বললেন, 'আমরা সকলেই কি?' আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হ্যাঁ, সকলেই প্রবেশ কর।' কিন্তু তিনি জানতেন না যে, ওই দু'জনের সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত আছেন। সুতরাং এঁরা যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর পর্দার ভিতরে চলে গেলেন এবং (খালা)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর শপথ দিতে লাগলেন। এ দিকে পর্দার বাইরে থেকে মিসওয়ার ও আব্দুর রহমান উভয়েই আয়েশাকে কসম দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও তাঁর ওযর গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন এবং বললেন, 'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাক্যালাপ বন্ধ রাখতে নিষেধ করেছেন---যে সম্বন্ধে আপনি অবহিত। আর কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথাবার্তা বন্ধ রাখে।' সুতরাং যখন তাঁরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সামনে উপদেশ ও সম্পর্ক ছিন্ন করা যে গুনাহ---তা বারবার বলতে লাগলেন, তখন তিনিও উপদেশ আরম্ভ করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি তো মানত মেনেছি। আর মানতের ব্যাপারটা বড় শক্ত।' কিন্তু তাঁরা তাঁকে অব্যাহতভাবে বুঝাতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বললেন এবং স্বীয় মানত ভঙ্গ করার কাফ্ফারা স্বরূপ চল্লিশটি গোলাম মুক্ত করলেন। তারপর থেকে তিনি যখনই উক্ত মানতের কথা স্মরণ করতেন, তখনই এত বেশী কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত। *(বুখারী)* [৩৩২]

(প্রকাশ থাকে যে, নযর বা মানত ভঙ্গের কাফ্ফারা কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার ন্যায় অর্থাৎ, একটি দাসমুক্ত করা অথবা দশ মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দান করা। যদি এ সবের শক্তি না রাখে তাহলে তিনটি রোযা রাখা। আর বেশী সাদকাহ করার কথা স্বতন্ত্র।)

١٨٦٩/٥٣. وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ إِلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ : « إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا » قَالَ : فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ . متفق عَلَيْهِ

وفي رواية : « وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » . قَالَ عُقْبَةُ : فَكَانَ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ .

وفي روايةٍ قَالَ : « إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا » .

৫৩/১৮৬৯। উক্ববাহ ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (একবার) উহুদের শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাযা পড়লেন (অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুআ করলেন)। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন, "আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের

[৩৩২] সহীহুল বুখারী ৬০৭৫, ৩৫০৫

প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউসার)। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।" (রাবী বলেন,) 'এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি নবী ﷺ-এর প্রতি নিবদ্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ, এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন)।' *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৩৩]

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, "কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।" উক্ববা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে, "আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হাওযে কাওসার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শির্ক করবে; বরং এ আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।"

হাদীসে উল্লিখিত 'শহীদদের উপর জানাযা পড়লেন' অর্থাৎ, তাঁদের জন্য দুআ করলেন। (তকবীর সহ) পরিচিত জানাযার নামায নয়।

١٨٧٠/٥٤. وَعَنْ أَبِي زَيدٍ عَمرِو بنِ أَخْطَبَ الأنصاريِّ ﷺ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الفَجْرَ ، وَصَعِدَ المِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ العَصْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . رواه مسلم

৫৪/১৮৭০। আবূ যায়েদ আম্‌র ইবনে আখত্বাব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, অতঃপর মিম্বরে চড়ে ভাষণ দিলেন। শেষ পর্যন্ত যোহরের সময় হয়ে গেল। সুতরাং তিনি নীচে নামলেন ও নামায পড়লেন। তারপর আবার মিম্বরে চাপলেন (ও ভাষণ দানে প্রবৃত্ত হলেন) শেষ পর্যন্ত আসরের সময় হয়ে গেল। তিনি পুনরায় নীচে অবতরণ করলেন ও নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আবার মিম্বরে উঠলেন এবং খুতবা পরিবেশনে ব্রতী হলেন, শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত গেল। সুতরাং অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে সে সমস্ত বিষয়গুলি তিনি আমাদেরকে জানালেন। অতএব আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বড় জ্ঞানী, যিনি এসব কথাগুলি সবার চাইতে বেশি মনে রেখেছেন।' *(মুসলিম)*[৩৩৪]

١٨٧١/٥٥. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ ،

---

[৩৩৩] সহীহুল বুখারী ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৫০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০

[৩৩৪] মুসলিম ২৮৯২, আহমাদ ২২৩৮১

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ ». رواه البخاري

৫৫/১৮৭১। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর অবাধ্যতা করবে, সে যেন তাঁর অবাধ্যতা না করে।" *(বুখারী)*[৩৩৫]

١٨٧٢/٥٦. وَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وَقَالَ : « كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ». متفق عَلَيْهِ

৫৬/১৮৭২। উম্মে শারীক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) টিকটিকি মারতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "এ ইব্রাহীম (আঃ)-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়েছিল।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৩৬]

١٨٧٣/٥٧. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأُولَى ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ».

وفي رواية : « مَنْ قَتَلَ وَزَغاً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ ». رواه مسلم .

قَالَ أَهلُ اللُّغَة : « الوَزَغُ » العِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَص .

৫৭/১৮৭৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা ক'রে ফেলে, তার জন্য এত এত নেকী হয়, আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তার জন্য প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা কম এত এত নেকী হয়। আর যদি তৃতীয় আঘাতে তাকে হত্যা করে, তাহলে তার জন্য (অপেক্ষাকৃত কম) এত এত নেকী হয়।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতেই টিকটিকি হত্যা করে, তার জন্য একশত নেকী, দ্বিতীয় আঘাতে তার চাইতে কম (নেকী) এবং তৃতীয় আঘাতে তার চাইতে কম (নেকী) হয়।" *(মুসলিম)*[৩৩৭]

আরবী ভাষাবিদ্দের মতে, وزغ বড় টিকটিকিকে বলে। (পক্ষান্তরে গিরগিটির আরবী ঃ حرباء। আর তাকে মারার নির্দেশ হাদীসে নেই।)

١٨٧٤/٥٨. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ! فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ

---

[৩৩৫] সহীহুল বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০ তিরমিযী ১৫২৬, নাসায়ী ৩৮০৬, ৩৮০৭, ৩৮০৮, আবূ দাউদ ৩২৮৯, আবূ দাউদ ২১২৬, আহমাদ ২৩৫৫৫, ২৩৬২১, ২৫২১০, ২৫৩৪৯, মুওয়াত্তা মালিক ১০৩১, দারেমী ২৩৩৮

[৩৩৬] সহীহুল বুখারী ৩৩০৭, ৩৩৫৯, মুসলিম ২২৩৭, নাসায়ী ২৮৮৫, ইবনু মাজাহ ৩২২৮, আহমাদ ২৬৮১৯, ২৭০৭২, দারেমী ২০০০

[৩৩৭] মুসলিম ২২৪০, তিরমিযী ১৪৮২, ইবনু মাজাহ ৩২২৯, আহমাদ ৮৪৪৫

لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ؛ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ! فَقَالَ : اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ! لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ ؟ فَقَالَ : اَللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وعلى غَنِيٍّ ! فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ » . رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه .

৫৮/১৮৭৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "একটি লোক বলল, '(আজ রাতে) আমি অবশ্যই সাদকাহ করব।' সুতরাং সে আপন সাদকার বস্তু নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক চোরের হাতে তা দিয়ে দিল। লোকে সকালে উঠে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক চোরের হাতে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' সাদকাকারী বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা! (আজ রাতে) অবশ্যই আবার সাদকা করব।' সুতরাং সে নিজ সাদকা নিয়ে বের হল এবং (অজান্তে) এক বেশ্যার হাতে তা দিয়ে দিল। সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ রাতে এক বেশ্যাকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' সে তা শুনে আবার বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই প্রশংসা যে, বেশ্যাকে সাদকা করা হল। আজ রাতে পুনরায় অবশ্যই সাদকাহ করব।' সুতরাং তার সাদকা নিয়ে বের হয়ে গেল এবং (অজান্তে) এক ধনী ব্যক্তির হাতে সাদকা দিল। সকাল বেলায় লোকেরা আবার বলাবলি করতে লাগল যে, 'আজ এক ধনী ব্যক্তিকে সাদকা দেওয়া হয়েছে।' লোকটি শুনে বলল, 'হে আল্লাহ! তোমারই সমস্ত প্রসংশা যে, চোর, বেশ্যা তথা ধনী ব্যক্তিকে সাদকা করা হয়েছে।' সুতরাং (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, '(তোমার সাদকা ব্যর্থ যায়নি; বরং) তোমার যে সাদকা চোরের হাতে পড়েছে তার দরুন হয়তো চোর তার চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ ক'রে দেবে। বেশ্যা হয়তো তার দরুন তার বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করবে। আর ধনী; সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং সে তার আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করবে।" *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুলি বুখারীর)*[৩৩৮]

١٨٧٥/٥٩. وَعَنْه ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي دَعْوَةٍ ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ : « أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي ، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسُ : أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَبُوكُمْ آدَمُ ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً

---

[৩৩৮] সহীহুল বুখারী ১৪২১, মুসলিম ১০২২, নাসায়ী ২৫২৩, আহমাদ ৮০৮৩, ২৭২৯৫

لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهلِ الأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغنَا ، أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فيقُولُ لَهُمْ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ؛ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى أَنتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ؛ اِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى . فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي المَهْدِ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ » .

وَفِي رِوايَةٍ : « فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ » . ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ مَا بَيْنَ المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى » . متفق عَلَيْهِ

৫৭/১৮৭৫। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক দাওয়াতে ছিলাম। তাঁকে সামনের পায়ের একটি রান তুলে দেওয়া হল। তিনি এই রান বড় পছন্দ করতেন। তা থেকে তিনি (দাঁতে কেটে) খেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "কিয়ামতের দিন আমি হব সকল

মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, 'দেখ, তোমাদের সবার কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন।' লোকেরা বলবে, 'চল আদমের কাছে যাই।' সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, 'আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর 'রূহ' আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফিরিশ্‌তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' আদম ﷺ বলবেন, 'আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' নূহ ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি

দেখছেন না, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?' তিনি বলবেন, 'আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।'

অতঃপর তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৩৯]

١٨٧٦/٦٠. وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ إِبرَاهِيمُ ﷺ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيل وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعهَا عِنْدَ البَيْتِ، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المَسْجِدِ، وَلَيْسَ

[৩৩৯] সহীহুল বুখারী ৩৩৪০, ৩৩৬১, ৪৭১২, মুসলিম ১৯৪, তিরমিযী ২৪৩৪, ২৫৫৭

بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ ، فَوَضَعَهُمَا هُنَاكَ ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَاباً فِيهِ تَمْرٌ ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقاً ، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ : يَا إِبْرَاهِيمُ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلاَ شَيْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَاراً ، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ : آللهُ أَمَرَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : إِذاً لاَ يُضَيِّعُنَا ؛ ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَونَهُ ، اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَيْتَ ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم : ٣٧] . وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ، وَعَطِشَ ابْنُهَا ، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى - أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَرْضِ يَلِيهَا ، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً . فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الوَادِي ، رَفَعَت طَرفَ دِرْعِهَا ، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الإنْسَانِ المَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الوَادِي ، ثُمَّ أَتَتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا ، فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَداً ؟ فَلَمْ تَرَ أَحَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **فَلِذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا** » ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاً ، فَقَالَتْ : صَهْ - تُرِيدُ نَفْسَهَا - ثُمَّ تَسَمَّعَتْ ، فَسَمِعَتْ أيضاً ، فَقَالَتْ : قَدْ أَسْمَعْتَ إنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ ، فَإِذَا هِيَ بِالمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ - أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ - حَتَّى ظَهَرَ المَاءُ ، فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ . وَفِي رِوَايَةٍ : بِقَدَرِ مَا تَغْرِفُ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **رَحِمَ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْناً مَعِيناً** » قَالَ : فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَهَا المَلَكُ : لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتاً للهِ يَبْنِيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضَيِّعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ البَيْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ ، تَأتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ ، أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءَ ، فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ ؛ فَرَأَوْا طَائِراً عائِفاً ، فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنَا بِهَذَا الوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ. فَأَرْسَلُوا جَرِيّاً أَوْ جَرِيَّيْنِ ، فَإِذَا هُمْ بِالمَاءِ . فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ ؛ فَأَقْبَلُوا وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ ، فَقَالُوا : أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ، قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « **فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، وَهِيَ تُحِبُّ الأُنْسَ** » فَنَزَلُوا ، فَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِهَا أَهْلَ أَبْيَاتٍ وَشَبَّ الغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ ،

وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ : وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَما تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ؛ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا - وفي روايةٍ : يَصِيدُ لَنَا - ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِشَرٍّ ، نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ ؛ وَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ . فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئاً ، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَسَأَلَنِي : كَيْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ . قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكَ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ ! اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ . فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ . قَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ : كَيفَ أَنْتُمْ ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيرٍ وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَت : الماءُ ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ، قَالَ : فَهُمَا لاَ يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إلاَّ لَمْ يُوافِقَاهُ .

وَفِي رواية : فَجَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ ؟ فَقَالَتْ امْرأَتُهُ : ذَهَبَ يَصِيدُ ؛ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : أَلاَ تَنْزِلُ ، فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ ؟ قَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ ؟ قَالَتْ : طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا المَاءُ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرابِهِمْ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ : بَرَكَةُ دَعوَةِ إبْرَاهِيمَ . قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الهَيْئَةِ ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرتُهُ ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ : فَأَوْصَاكِ بِشَيءٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ . قَالَ : ذَاكَ أَبِي ، وَأَنْتِ العَتَبَةُ ، أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ . ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ ، فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ وَالوَلَدُ بِالوَالِدِ . قَالَ : يَا إِسْمَاعِيلُ ، إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ ، قَالَ : فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ ؟ قَالَ : وَتُعِينُنِي ، قَالَ : وَأُعِينُكَ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِي بَيْتاً هَاهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا، فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ، فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ البِنَاءُ، جَاءَ بِهذَا الحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولاَنِ: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

وفي روايةٍ : إنَّ إبْرَاهِيمَ خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمّ إسْمَاعِيلَ، مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إبْرَاهِيمُ إلَى أَهْلِهِ ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إسْمَاعِيلَ حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ : يَا إبْرَاهِيمُ إلَى مَنْ تَتْرُكُنَا ؟ قَالَ : إلَى اللهِ ، قَالَتْ : رَضِيْتُ بِاللهِ ، فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ المَاءُ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً . قَالَ : فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَداً ، فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، فَلَمَّا بَلَغَتِ الوَادِيَ سَعَتْ، وَأَتَتِ المَرْوَةَ ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطاً ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِيُّ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَإذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ ، كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ ، فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فقَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَداً ، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَداً ، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعاً، ثُمَّ قَالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ، فَإذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ : أَغِثْ إنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإذَا جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هَكَذَا ، وَغَمَزَ بِعَقِبِهِ عَلَى الأَرْضِ ، فَانْبَثَقَ المَاءُ فَدَهِشَتْ أُمُّ إسْمَاعِيلَ، فَجَعَلَتْ تَحْفِنُ ... وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ ، رواه البخاري بهذه الروايات كلها.

৬০/১৮৭৬। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইব্রাহীম ﷺ ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, 'হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু?' তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।' অতঃপর হাজেরা ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ ক'রে দু'হাত তুলে এই দুআ করলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী ক'রে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ

মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশু মাটির উপর ছট্‌ফট্ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা'কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মত দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, 'চুপ!' অতঃপর তিনি কান খাড়া ক'রে ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর।' হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফিরিশ্‌তাকে দেখতে পেলেন। ফিরিশ্‌তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।"

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা নিজে পানি পান করলেন এবং শিশু পুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফিরিশ্‌তা তাঁকে বললেন, 'ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই মহান আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনর্নির্মাণ করবেন। আর আল্লাহ তাঁর খাস লোককে ধ্বংস করেন না।' ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) যমীন থেকে টিলার মত উঁচু হয়ে ছিল। স্রোতের পানি এলে তার ডান-বাম দিয়ে বয়ে যেত।

হাজেরা এইভাবে দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত জুরহুম গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' নামক স্থানের পথ বেয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। তারা মক্কার নীচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতকগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, 'নিশ্চয় এই পাখিগুলি পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কখনো এখানে কোন পানি দেখিনি।' অতঃপর তারা একজন বা দু'জন দূত সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির

খবর দিল। খবর পেয়ে সবাই সেদিকে এসে দেখল, ইসমাঈলের মা পানির নিকট বসে আছেন। তারা তাঁকে বলল, 'আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই। আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কি?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ। তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন স্বত্বাধিকার থাকবে না।' তারা বলল, 'ঠিক আছে।'

ইবনে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এ ঘটনা ইসমাঈলের মায়ের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল। যেহেতু তিনি তো সঙ্গী-সাথীই চাচ্ছিলেন। সুতরাং তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের অনেক ঘর-বাড়ি হল। ইসমাঈলও বড় হলেন। তাদের নিকট থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। বড় হলে তারা তাঁকে পছন্দ করল এবং তাঁর প্রতি মুগ্ধ হল। অতঃপর তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলে তারা তাদেরই এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। এরপর ইসমাঈলের মা মৃত্যুবরণ করলেন।

ইসমাঈলের বিবাহের পর ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে এলেন। কিন্তু এসে ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলেন। স্ত্রী বললেন, 'তিনি আমাদের রুযীর সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন।' এক বর্ণনা অনুযায়ী -'আমাদের জন্য শিকার করতে গেছেন।' আবার তিনি পুত্রবধুর কাছে তাঁদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বধু বললেন, 'আমরা অতিশয় দুর্দশা, দুরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি।' তিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট নানা অভিযোগ করলেন। তিনি তাঁর পুত্রবধুকে বললেন, 'তোমার স্বামী বাড়ি এলে তাঁকে আমার সালাম জানাবে এবং বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলে নেয়।' এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ইসমাঈল যখন বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তিনি ইব্রাহীমের আগমন সম্পর্কে একটা কিছু ইঙ্গিত পেয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ কি এসেছিলেন?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বয়স্ক লোক এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি তাঁকে আপনার খবর দিলাম। পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা খুবই দুঃখ-কষ্ট ও অভাবে আছি।' ইসমাঈল বললেন, 'তিনি তোমাকে কোন কিছু অসিয়ত ক'রে গেছেন কি?' স্ত্রী জানালেন, 'হ্যাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আপনাকে তার সালাম পৌঁছাতে এবং আরো বলেছেন, আপনি যেন আপনার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেলেন।' ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) বললেন, 'তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিই। কাজেই তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও।'

সুতরাং ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং 'জুরহুম' গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিবাহ করলেন। অতঃপর যতদিন আল্লাহ চাইলেন ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ততদিন এঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবার দেখতে এলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) সেদিনও বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং ইসমাঈল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী জানালেন তিনি আমাদের খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেমন আছ?' তিনি তাঁর নিকট তাঁদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জানতে চাইলেন? পুত্রবধু উত্তরে বললেন, 'আমরা ভাল অবস্থায় এবং সচ্ছলতার মধ্যে আছি।' এ বলে তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন।

ইব্রাহীম ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের প্রধান খাদ্য কী?' পুত্রবধু উত্তরে বললেন, 'গোশ্ত।' বললেন, 'তোমাদের পানীয় কী?' বধু বললেন, 'পানি।' ইব্রাহীম ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।' নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "ঐ সময় তাদের এলাকায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হত না। যদি হত, তাহলে ইব্রাহীম ﷺ সে ব্যাপারে তাঁদের জন্য দুআ ক'রে যেতেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, মক্কার বাইরে কোন লোকই শুধু গোশ্ত এবং পানি দ্বারা জীবন-যাপন করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশ্ত ও পানি (সর্বদা) তার স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না।

আলাপ শেষে ইব্রাহীম ﷺ পুত্রবধুকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ﷺ এসে বললেন, 'ইসমাঈল কোথায়?' পুত্রবধু বললেন, 'তিনি শিকার করতে গেছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আপনি কি নামবেন না, কিছু পানাহার করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী?' বধু বললেন, 'আমাদের খাদ্য গোশ্ত এবং পানীয় পানি।' তিনি দুআ দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! এদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দাও।" আবুল কাসেম ﷺ বলেন, "ইব্রাহীমের দুআর বর্কত, (মক্কায় প্রকাশ পেয়েছে)।"

ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'তোমার স্বামী এলে তাকে সালাম বলে দিয়ো এবং আদেশ করো, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখে।'

অতঃপর ইসমাঈল ﷺ যখন বাড়ি এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন। (অতঃপর স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন ও বললেন,) তারপর তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আমি তখন তাঁকে আপনার খবর বললাম। অতঃপর তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে খবর দিলাম যে, আমরা ভালই আছি।' স্বামী বললেন, 'আর তিনি তোমাকে কোন অসিয়ত করেছেন কি?' স্ত্রী বললেন, 'তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।' ইসমাঈল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তিনি আমার আব্বা, আর তুমি হলে চৌকাঠ। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, আমি যেন তোমাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি।'

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁদের থেকে দূরে থাকলেন। পরে আবারো তাঁদের নিকট এলেন। ইসমাঈল ﷺ তখন যমযমের নিকটস্থ একটি বড় গাছের নীচে বসে নিজের তীর ছুলছিলেন। পিতাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর উভয়ে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎকালীন যথাযথ আচরণ প্রদর্শন করলেন। তারপর ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন।' ইসমাঈল ﷺ বললেন, 'আপনার প্রতিপালক যা আদেশ দিয়েছেন, তা সম্পাদন ক'রে ফেলুন।' ইব্রাহীম ﷺ বললেন, 'তুমি আমার সহযোগিতা করবে কি?' ইসমাঈল ﷺ বললেন, '(হ্যাঁ, অবশ্যই) আমি আপনার সহযোগিতা করব।' ইব্রাহীম ﷺ পার্শ্ববর্তী যমীনের তুলনায় উঁচু একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, 'এখানে একটি ঘর বানাতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।'

অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ কা'বা ঘরের ভিত উঠাতে লেগে গেলেন। পুত্র ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকলেন। আর তিনি দেওয়াল গাঁথতে লাগলেন। অতঃপর যখন দেওয়াল উঁচু হল, তখন ইসমাঈল এই পাথর (মাক্বামে ইব্রাহীম) নিয়ে এসে তাঁর সামনে রাখলেন। তিনি তার উপর খাড়া হয়ে পাথর গাঁথতে লাগলেন। আর ইসমাঈল ﷺ তাঁকে পাথর তুলে দিতে থাকলেন। সেই সময় উভয়েই এই দুআ করতে থাকলেন 'হে আমাদের মহান প্রতিপালক! আমাদের নিকট থেকে এ কাজটুকু গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।' *(সূরা বাক্বারাহ ১২৭ আয়াত)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইব্রাহীম ইসমাঈল ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল একটি মশক; তাতে পানি ছিল। ইসমাঈলের মা সেই পানি পান করতেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠত। পরিশেষে মক্কায় পৌঁছে ইব্রাহীম তাঁদেরকে বড় গাছের নিচে রেখে নিজ (অন্যান্য) পরিজনের নিকট ফিরে যেতে লাগলেন। ইসমাঈলের মা তাঁর পিছন ধরলেন। অতঃপর যখন তাঁরা কাদা' নামক স্থানে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর পিছন থেকে ডাক দিলেন, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আমাদেরকে কার ভরসায় ছেড়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর ভরসায়।' (হাজেরা) বললেন, 'আল্লাহকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।' তারপর তিনি ফিরে এলেন। তিনি সেই পানি পান করতে লাগলেন ও তাতেই তাঁর শিশুর জন্য দুধ জমে উঠতে লাগল। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি (মনে মনে) বললেন, 'অন্যত্র গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই।'

বর্ণনাকারী বলেন, "সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। অতএব (স্বাফা থেকে নেমে অন্যত্র হাঁটতে লাগলেন এবং) যখন উপত্যকায় এসে পৌঁছলেন, তখন ছুটতে লাগলেন। অতঃপর মারওয়াতে এসে পৌঁছলেন। এইভাবে তিনি কয়েক চক্র করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, 'গিয়ে দেখি আবার ছেলে কী করছে?' সুতরাং তিনি গিয়ে দেখলেন, সে পূর্বের অবস্থায় আছে। সে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে। তা দেখে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি (মনে মনে) বললেন, 'গিয়ে দেখি, যদি কারো সন্ধান পাই।' সুতরাং তিনি গিয়ে স্বাফা পর্বতে চড়লেন। অতঃপর তিনি চারিদিকে নজর ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন, কেউ কোথাও আছে কি না? কিন্তু কেউ কোথাও আছে বলে তিনি অনুভব করলেন না। এইভাবে তিনি সাতবার (আসা-যাওয়া) পূর্ণ করলেন। তারপর (মনে মনে) বললেন, 'গিয়ে দেখি আবার ছেলে কী করছে?' এমন সময় এক (গায়বী) আওয়াজ শুনলেন। তিনি বললেন, 'আপনার নিকট যদি কোন মঙ্গল থাকে, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করুন।' দেখলেন, তিনি জিব্রীল ﷺ। তিনি তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এইভাবে আঘাত করলেন। আর অমনি পানির ঝর্ণাধারা বের হয়ে এল। তা দেখে ইসমাঈলের মা বিস্ময়াবিষ্টা হলেন এবং অঞ্জলি ভরে মশকে ভরতে লাগলেন----।" অতঃপর বর্ণনাকারী বাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। *(এ সকল বর্ণনাগুলি বুখারীর)*[৩৪০]

١٨٧٧/٦١. وَعَنْ سَعِيدِ بنِ زَيدٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَلْكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ ، وَمَاؤُهَـا

[৩৪০] সহীহুল বুখারী ২৩৬৮, ৩৩৬৩-৩৩৬৫, আহমাদ ২২৮৫, ৩২৪০, ৩৩৮০

Contents

شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ». متفق عَلَيْهِ

৬১/১৮৭৭। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, "ছত্রাক 'মান্ন'-এর অন্তর্ভুক্ত আর এর রস চক্ষুরোগ নিরাময়কারী।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৪১]

* *((প্রকাশ থাকে যে, বানী ইস্রাঈলের উপর 'মান্ন' নামক খাদ্য (মধুর ন্যায় মিষ্ট বরফ বা পানি) আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ করা হত। যেহেতু তারা তা বিনা কষ্টে ও পরিশ্রমে লাভ করত সেহেতু ছত্রাককে তারই শ্রেণীভুক্ত বলা হয়েছে। কেননা, এটি বিনা কষ্টে ও বিনা যত্নে পাওয়া যায়।))*

[৩৪১] সহীহুল বুখারী ৪৪৭৮, ৪৬৩৯, ৫৭০৮, মুসলিম ২০৪৯, তিরমিযী ২০৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৪৫৪, আহমাদ ১৬২৮, ১৬৩৫

كتاب الْاِسْتِغْفَارِ

অধ্যায় (১৯) : ক্ষমাপ্রার্থনামূলক নির্দেশাবলী

٣٧١- بَابُ الْاَمْرِ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَفَضْلِهِ

পরিচ্ছেদ - ৩৭১ : ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ ও তার মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, [محمد: ١٩] ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন, [النساء : ١٠٦] ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১০৬ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন, [النصر : ٣] ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী। *(সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّات ﴾ إِلَى قَوْلِهِ - عز وجل - : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ ﴾

অর্থাৎ, যারা সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চলে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যানসমূহ যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তার দাসদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত। যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করেছি; অতএব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।' যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, দানশীল এবং রাত্রির শেষাংশে ক্ষমাপ্রার্থী। *(সূরা আলে ইমরান ১৫-১৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً ﴾ [النساء : ١١٠]

অর্থাৎ, আর যে কেউ মন্দ কার্য করে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে, কিন্তু পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালুরূপে পাবে। *(সূরা নিসা ১১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٣]

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(সূরা আনফাল ৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٣٥]

অর্থাৎ, যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) করে ফেলে তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৫ আয়াত)*

এ প্রসঙ্গে আরো বিদিত বহু আয়াতসমূহ রয়েছে।

١٨٧٨/١. وَعَنْ الأَغَرِّ المُزَنِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ » . رواه مسلم

১/১৮৭৮। আগার্র মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।" *(মুসলিম)* [৩৪২]

١٨٧٩/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : « وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي اليَومِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ». رواه البخاري

২/১৮৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ করে থাকি।" *(বুখারী)* [৩৪৩]

١٨٨٠/٣. وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ ». رواه مسلم

৩/১৮৮০। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনয়ন করবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম)* [৩৪৪]

** (এ হাদীস দ্বারা পাপ করার পর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার গুরুত্ব ব্যক্ত করা হয়েছে। পাপ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়নি। কেননা, মানুষ মাত্রই ভুলে জড়িত। তাই ভুলে জড়িত হয়ে পড়লে আবশ্যিকরূপে ক্ষমা চাওয়া কর্তব্য।)*

---

[৩৪২] মুসলিম ২৭০২, আবূ দাউদ ১৫১৫, আহমাদ ১৭৩৯১, ১৭৮২৭

[৩৪৩] সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮৬১, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫

[৩৪৪] মুসলিম ২৭৪৯, তিরমিযী ২৫২৬, আহমাদ ৭৯৮৩, ৮০২১

١٨٨١/٤. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَجْلِسِ الوَاحِدِ مِئَةَ مَرَّةٍ : «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : «حديث حسن صحيح غريب» .

৪/১৮৮১। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একই মজলিসে বসে নবী (ﷺ)-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় একশো বার পর্যন্ত গুণতাম,

'রাব্বিগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্‌তাত তাউওয়াবুর রাহীম।'

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তওবাহ্ কবূলকারী দয়াবান। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ গারীব)*[৩৪৫]

١٨٨٢/٥.وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اللهُ عنْهُما قال : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « منْ لَزِم الاسْتِغْفَار ، جعل اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مخْرجاً ، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لا يَحْتَسِبُ » رواه أبو داود .

৫/১৮৮২। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে লোক সবসময় গুনাহ মাফ চাইতে থাকে (আস্তাগফিরুল্লাহ পড়তে থাকে) আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা অথবা কষ্টকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে তাকে মুক্ত করেন এবং তিনি তাকে এমন সব উৎস থেকে রিযক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। (আবূ দাঊদ)[৩৪৬]

١٨٨٣/٦. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُومُ وَأَتُوبُ إِلَيهِ ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ » . رواه أبو داود والترمذي والحاكم ، وقال : « حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم »

৬/১৮৮৩। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি এ দুআ পড়বে,

'আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুমু অ আতূবু ইলাইহ্।'

অর্থাৎ, আমি সেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করছি।

সে ব্যক্তির পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও সে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে (যাওয়ার পাপ করে) থাকে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম; ইনি বলেন, হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তাধীনে বিশুদ্ধ)*[৩৪৭]

---

[৩৪৫] আবূ দাঊদ ১৫১৬, তিরমিযী ৩৪৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৮১৪

[৩৪৬] *আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু হাদীসটির সনদে মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছেন যেমনটি আমি "য'ঈফা" গ্রন্থে (৭০৬) আলোচনা করেছি। তিনি হচ্ছেন বর্ণনাকারী হাকাম ইবনু মুস'য়াব মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। তাকে আবূ হাতিম মাজহূল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বানও তাকে দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন। [বিস্তারিত জানতে দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ-আলউম্মু" (২৬৮)]*

[৩৪৭] আবূ দাঊদ ১৫১৭, তিরমিযী ৩৫৭৭

١٨٨٤/٧. وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « سَيِّدُ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْـدُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . مَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِي ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ » . رواه البخاري

৭/১৮৮৪। শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সায়্যিদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠতম ক্ষমা প্রার্থনার দুআ) হল বান্দার এই বলা যে,

'আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা খালাক্বতানী, অ আনা আব্দুকা অ আনা আলা আহদিকা অ অ'দিকা মাসতাত্বা'তু, আঊযুবিকা মিন শার্রি মা স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা অ আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্।'

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।

যে ব্যক্তি দিনে (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দুআটি পড়বে অতঃপর সে সেই দিনে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মারা যাবে, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (সন্ধ্যায়) এ দুআটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পড়বে অতঃপর সে সেই রাতে ভোর হওয়ার পূর্বেই মারা যাবে, তাহলে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(বুখারী)* [৩৪৮]

١٨٨٥/٨. وَعَنْ ثَوبَانَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ، اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاَثاً وَقَالَ : « اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ » قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ - : كَيفَ الاِسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ . رواه مسلم

৮/১৮৮৫। সাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযান্তে সালাম ফিরে তিনবার ইস্তিগফার ক'রে এই দুআ পড়তেন, 'আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্‌কাস সালা-ম, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব!

এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী ইমাম আওযায়ীকে প্রশ্ন করা হল, ইস্তিগফার কিভাবে হবে? তিনি বললেন, 'বলবে, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ।' (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।) *(মুসলিম)* [৩৪৯]

---

[৩৪৮] সহীহুল বুখারী ৬৩০৬, ৬৩২৩, তিরমিযী ৩৩৯৩, নাসায়ী ৫৫২২, আহমাদ ১৬৬৬২, ১৬৬৮১

[৩৪৯] মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, ইবনু মাজাহ ৯২৮, আহমাদ ২১৯০২, দারেমী ১৩৪৮

١٨٨٦/٩. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ : « سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ». متفق عليه

৯/১৮৮৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর আগে এই দুআটি অধিকমাত্রায় পড়তেন,

'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ্।'

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর নিকট তওবাহ করছি। *(মুসলিম)*

١٨٨٧/١٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » . رواه الترمذي ، وقال : «حديث حسن»

১০/১৮৮৭। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান! যখন তুমি আমাকে ডাকবে ও আমার ক্ষমার আশা রাখবে, আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করব; আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর; কিন্তু আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না ক'রে থাক, তাহলে পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার নিকট উপস্থিত হব।" *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*[৩৫০]

١٨٨٨/١١. وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : « يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، وَأَكْثِرْنَ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ». قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : مَا لَنَا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ قَالَ : «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ». قَالَتْ: مَا نُقْصَانُ العَقْلِ وَالدِّينِ ؟ قَالَ : « شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَتَمْكُثُ الأَيَّامَ لاَ تُصَلِّي». رواه مسلم

১১/১৮৮৮। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও

---

[৩৫০] তিরমিযী ৩৫৪০

বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম)* [৩৫১]

٣٧٢- بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ

পরিচ্ছেদ - ৩৭২ : আল্লাহ তাআলা মু'মিনদের জন্য জান্নাতের মধ্যে যা প্রস্তুত রেখেছেন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر : ٤٥- ٤٨]

অর্থাৎ, নিশ্চয় পরহেযগাররা বাস করবে উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে,) তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা থাকবে তা দূর করে দেব; তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেথায় তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং তারা সেথা হতে বহিষ্কৃতও হবে না। *(সূরা হিজ্র ৪৫-৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ يَا عِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الزخرف : ٦٨ – ٧٣]

অর্থাৎ, হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। *(সূরা যুখরুফ ৬৮-৭৩ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ

---

[৩৫১] সহীহুল বুখারী ৩০৪, ১৪৬২, মুসলিম ৭৯, ৮০, নাসায়ী ১৫৭৬, ১৫৭৯, আবূ দাউদ ৪৬৭৯, ইবনু মাজাহ ১২৮৮, ৪০০৩, আহমাদ ৫৩২১, ১০৯২২, ১০৯৮৮, ১১১১৫

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [الدخان : ٥١ – ٥٧]

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে- বাগানসমূহে ও ঝরনারাজিতে, ওরা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই ঘটবে ওদের; আর আয়তলোচনা হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব। সেখানে তারা নিশ্চিন্তে বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে। (ইহকালে) প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (এ প্রতিদান) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ। এটিই তো মহাসাফল্য। *(সূরা দুখান ৫১-৫৭ আয়াত)*

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ [المطففين : ٢٢ – ٢٨]

অর্থাৎ, পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (পানির)। এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পান করবে। *(সূরা মুত্বাফিফীন ২২-২৮)*

এ মর্মে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

١٨٨٩/١. وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا ، وَيَشْرَبُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ، وَلاَ يَبُولُونَ ، وَلٰكِنْ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ جُشَاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ » . رواه مسلم

১/১৮৮৯। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতবাসীরা জান্নাতের মধ্যে পানাহার করবে; কিন্তু পেশাব-পায়খানা করবে না, তারা নাক ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। বরং তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবীহ ও তাকবীর পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।" *(মুসলিম)*[৩৫২]

١٨٩٠/٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا

---

[৩৫২] মুসলিম ২৮৩৫, আবূ দাউদ ৪৭৪১, আহমাদ ১৩৯৯২, ১৪৩৫৫, ১৪৪০১, ১৪৫০৫, ১৪৬৯৭, দারেমী ২৮২৮৭

أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧] » . متفق عَلَيْهِ

২/১৮৯০। আবূ হুরাইরা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি।’ তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, “কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।” *(সূরা সাজদাহ ১৭ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*[৩৫৩]

١٨٩١/٣. وَعَنْه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَتْفُلُونَ ، وَلاَ يَمْتَخِطُونَ . أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ – عُودُ الطِّيبِ – أَزْوَاجُهُمُ الحُورُ العِيْنُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعاً فِي السَّمَاءِ». متفق عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةِ البُخَارِي وَمُسلِمٍ : « آنِيَتُهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ المِسْكُ . وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ، وَلاَ تَبَاغُضَ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِياً » .

৩/১৮৯১। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “জান্নাতে প্রথম প্রবেশকারী দলটির আকৃতি পূর্ণিমা রাতের চাঁদের মত হবে। অতঃপর তাদের পরবর্তী দলটি আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। তারা (জান্নাতে) পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না, থুথু ফেলবে না, নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণের। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের ধুনুচিতে থাকবে সুগন্ধ কাঠ। তাদের স্ত্রী হবে আয়তলোচনা হুরগণ। তারা সকলেই একটি মানব কাঠামো, আদি পিতা আদমের আকৃতিতে হবে (যাদের উচ্চতা হবে) ষাট হাত পর্যন্ত।” *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৫৪]

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে যে, “(জান্নাতে) তাদের পাত্র হবে স্বর্ণের, তাদের গায়ের ঘাম হবে কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধময়। তাদের প্রত্যেকের জন্য এমন দু’জন স্ত্রী থাকবে, যাদের সৌন্দর্যের দরুন মাংস ভেদ করে পায়ের নলার হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না। পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর একটি অন্তরের মত হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠে রত থাকবে।”

١٨٩٢/٤. وَعَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « سَأَلَ مُوسَى ﷺ رَبَّهُ : مَا أَدْنَى أَهْلِ

---

[৩৫৩] সহীহুল বুখারী ৩২৪৪, ৪৭৭৯, ৪৭৮০, ৪৭৯৮, মুসলিম ২৮২৮৪, তিরমিযী ৩১৯৭, ইবনু মাজাহ ৪৩২৮, আহমাদ ২৭৩৬০, ৮৬০৯, ৯০২৬, ৯১২৫, ৯৩৬৫, ৯৬৪১, ৯৬৮৮, ১০০৫১, ১০১৯৯, দারেমী ২৮২৮

[৩৫৪] সহীহুল বুখারী ৩২৪৫, ৩২৪৬, ৩২৫৪, ৩৩২৭, মুসলিম ১৬২৫, ২৮৩৪, তিরমিযী ২৪৩৭, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৩, আহমাদ ৭১১২, ৭১২৫, ৭৩২৮, ৭৩৮৭, ৭৪৩৭, ৮৩৩৭, ৮৯৪৯, ৫১৬৬, ৯৭৭২, ১০১০৪৬, ১০১৭০, ১০২১৫, ২৭৪১৫, দারেমী ২৮২৩

الجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أُدْخُلِ الجَنَّةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ ، كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ؟ فَيقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ ، فَيقُولُ : لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَيقُولُ فِي الخَامِسَةِ . رَضِيتُ رَبِّ، فَيقُولُ : هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ . فَيقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ . قَالَ : رَبِّ فَأَعْلاَهُمْ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ ؛ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي ، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» . رواه مسلم

৪/১৮৯২। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মূসা (আলাইহিস সালাম) স্বীয় প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জান্নাতীদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নমানের জান্নাতী কে হবে?' আল্লাহ তাআলা উত্তর দিলেন, সে হবে এমন একটি লোক, যে সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর (সর্বশেষে) আসবে। তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি কিভাবে (কোথায়) প্রবেশ করব? অথচ সমস্ত লোক নিজ নিজ জায়গা দখল করেছে এবং নিজ নিজ অংশ নিয়ে ফেলেছে।' তখন তাকে বলা হবে, 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে কোন রাজার মত তোমার রাজত্ব হবে?' সে বলবে, 'প্রভু! আমি এতেই সন্তুষ্ট।' তারপর আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য তাই দেওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য (অর্থাৎ, ওর চার গুণ রাজত্ব দেওয়া হল)।' সে পঞ্চমবারে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি (ওতেই) সন্তুষ্ট।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব তোমাকে দেওয়া হল)। এ ছাড়াও তোমার জন্য রইল সে সব বস্তু, যা তোমার অন্তর কামনা করবে এবং তোমার চক্ষু তৃপ্তি উপভোগ করবে।' তখন সে বলবে, 'আমি ওতেই সন্তুষ্ট, হে প্রভু!'

(মূসা (আলাইহিস সালাম)) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আর সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতী কারা হবে?' আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তারা হবে সেই সব বান্দা, যাদেরকে আমি চাই। আমি স্বহস্তে যাদের জন্য সম্মান-বৃক্ষ রোপণ করেছি এবং তার উপর সীল-মোহর অংকিত ক'রে দিয়েছি (যাতে তারা ব্যতিরেকে অন্য কেউ তা দেখতে না পায়)। সুতরাং কোন চক্ষু তা দর্শন করেনি, কোন কর্ণ তা শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তা কল্পিতও হয়নি।" *(মুসলিম)* [৩৫৫]

١٨٩٣/٥. وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةَ . رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ : اذْهَبْ فادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ، فَيقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ! فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا ، فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّها مَلأَى ، فيَرْجِعُ . فَيَقُوْلُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ . فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ؛ أَوْ إِنَّ

[৩৫৫] মুসলিম ১৮৯, তিরমিযী ৩১৯৮

لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي ، أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ المَلِكُ ؟ » قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَكَانَ يَقُوْلُ : « ذَلِكَ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً ». متفق عليه

৫/১৮৯৩। ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।" বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, "এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৫৬]

١٨٩٤/٦. وَعَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلاً . لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً ». متفق عليه

৬/১৮৯৪। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "নিশ্চয় জান্নাতে মু'মিনদের জন্য একটি শূন্যগর্ভ মোতির তাঁবু থাকবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর মধ্যে মু'মিনদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে। যাদের সকলের সাথে মু'মিন সহবাস করবে। কিন্তু তাদের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৫৭]

এক মাইল ঃ ছয় হাজার হাত সমান দীর্ঘ।

١٨٩٥/٧. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا ». متفق عليه

وَرَوَيَاهُ فِي الصَّحِيحَينِ أَيضاً مِن رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ قَالَ : « يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ سَنَةٍ مَا يَقْطَعُهَا » .

৭/১৮৯৫। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি

---

[৩৫৬] সহীহুল বুখারী ৬৫৭১, ৭৫১১, মুসলিম ১৮৬, তিরমিযী ২৫৯৫, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৯, আহমাদ ৩৫৮৪, ৩৭০৬, ৩৮৮৯, ৪৩৭৭

[৩৫৭] সহীহুল বুখারী ৩২৪৩, ৪৮৭৮, ৪৮৮০, ৭৪৪৪, মুসলিম ১৮০, ২৮৩৮, আহমাদ ১৯০৭৯, ১৯১৮২, ১৯২৩২, ১৯২৬২, দারেমী ২৮২২, ২৮৩৩

বৃক্ষ আছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী উৎকৃষ্ট, বিশেষভাবে প্রতিপালিত হালকা দেহের দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে একশো বছর চললেও তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৫৮]

এটিকেই আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বুখারী-মুসলিম সহীহায়নে বর্ণনা করেছেন যে, "একটি সওয়ার (অশ্বারোহী) তার ছায়ায় একশো বছর ব্যাপী চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।"

١٨٩٦/٨. وَعَنْه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِن فَوْقِهِمْ كَمَا تَـرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الغَابِرَ فِي الأُفُقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ » قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُها غَيْرُهُمْ قَالَ : « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ » . متفق عليه

৮/১৮৯৬। উক্ত রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অবশ্যই জান্নাতীগণ তাদের উপরের বালাখানার অধিবাসীদের এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে উজ্জ্বল অস্তগামী তারকা গভীর দৃষ্টিতে দেখতে পাও। এটি হবে তাদের মর্যাদার ব্যবধানের জন্য।" (সাহাবীগণ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো নবীগণের স্থান; তাঁরা ছাড়া অন্যরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না।' তিনি বললেন, "অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সেই লোকরাও (পৌঁছতে পারবে) যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে রসূলগণকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৫৯]

١٨٩٧/٩. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَقَابُ قَوْسٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْـهِ الشَّمْسُ أَو تَغْرُبُ ». متفق عليه

৯/১৮৯৭। আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতে ধনুক পরিমাণ স্থান (দুনিয়ার) যেসব বস্তুর উপর সূর্য উদিত কিম্বা অস্তমিত হচ্ছে সেসব বস্তু চেয়েও উত্তম।" *(বুখারী-মুসলিম)* [৩৬০]

١٨٩٨/١٠. وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إنَّ فِي الجَنَّةِ سُوْقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ . فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِم وَثِيَابِهِمْ ، فَيَزدَادُونَ حُسناً وَجَمَالاً فَيَرْجِعُـونَ إِلَى أَهْلِـيهِمْ ، وَقَـد ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً ، فَيقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللهِ لقدِ ازْدَدْتُم حُسْناً وَجَمَالاً ! فيقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْناً وَجَمَالاً ! » . رواه مسلم

১০/১৮৯৮। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাতীগণ প্রত্যেক শুক্রবার আসবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের

---

[৩৫৮] সহীহুল বুখারী ৬৫৫৩, মুসলিম ২৮২৮

[৩৫৯] সহীহুল বুখারী ৩২৫৬, ৬৫৫৬, মুসলিম ২৮৩০, ২৮৩১, আহমাদ ১২৩৬৯, দারেমী ২৮৩০

[৩৬০] সহীহুল বুখারী ২৭৯৩, ৩২৫৩, ৪৮৮১, মুসলিম ১৮৮২, ২৮২৬, তিরমিযী ১৬৪৯, ২৫২৩, ৩২৯২, ইবনু মাজাহ ৪৩৩৫, আহমাদ ৯৩৬৫, ৯৫২২, ৯৫৬০, ৯৯০০, ২৭৩৮৪, ২৭৬১৬, ২৭২৭৮৮, দারেমী ২৮৩৮, ২৮৩৯

চেহারায় ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরো বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে উঠবে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!" *(মুসলিম)* [৩৬১]

١٨٩٩/١١. وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعدٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الغُرَفَ فِي الجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الكَوكَبَ فِي السَّمَاءِ ». متفق عليه

১১/১৮৯৯। সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতীগণ জান্নাতের বালাখানাগুলিকে এমন গভীরভাবে দেখবে, যেভাবে তোমরা আকাশের তারকা দেখে থাক।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৬২]

١٩٠٠/١٢. وَعَنْه ﷺ ، قَالَ : شَهِدْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجْلِساً وَصَفَ فِيهِ الجَنَّةَ حَتَّى انْتَهَى ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : « فِيهَا مَا لاَ عَينٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » ثُمَّ قَرَأَ : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ﴾ إِلَى قَولِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧] . رواه البخاري

১২/১৯০০। উক্ত রাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর এমন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, যেখানে তিনি জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তা সমাপ্ত করলেন এবং আলোচনার শেষে বললেন, "জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান আছে যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি. তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হল, 'তারা শয্যাত্যাগ করে আকঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি তা হতে তারা দান করে। কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।" *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত, বুখারী)*[৩৬৩]

١٩٠١/١٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلاَ تَمُوتُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا ، فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا ، فَلاَ تَبْأَسُوا أَبَداً » . رواه مسلم

১৩/১৯০১। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমাদের জন্য এখন অনন্ত জীবন; তোমরা আর কখনো মরবে না। তোমাদের জন্য এখন চির সুস্বাস্থ্য; তোমরা আর কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য এখন চির যৌবন; তোমরা আর কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের

[৩৬১] মুসলিম ২৮৩৩, আহমাদ ১৩৬২১, দারেমী ২৮৪১
[৩৬২] সহীহুল বুখারী ৩২৫৬, ৬৫৫৬, মুসলিম ২৮৩০, ২৮৩১, আহমাদ ১২৩৬৯, দারেমী ২৮৩০
[৩৬৩] মুসলিম ২৮২৫, আহমাদ ২১৯

জন্য এখন চির সুখ ও পরমানন্দ; তোমরা আর কখনো দুঃখ-কষ্ট পাবে না।" *(মুসলিম)*[৩৬৪]

١٤/١٩٠٢. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ : تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيقُولُ لَهُ : هَلْ تَمَنَّيتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ » . رواه مسلم

১৪/১৯০২। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে নিম্নতম জান্নাতীর মর্যাদা এই হবে যে, তাকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তুমি কামনা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর (আমি অমুক জিনিস চাই, অমুক বস্তু চাই ইত্যাদি)।' সুতরাং সে কামনা করবে আর কামনা করতেই থাকবে। তিনি বলবেন, 'তুমি কামনা করলে কি?' সে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ।' তিনি তাকে বলবেন, 'তোমার জন্য সেই পরিমাণ রইল, যে পরিমাণ তুমি কামনা করেছ এবং তার সাথে সাথে তার সমতুল্য আরো কিছু রইল।" *(মুসলিম)*[৩৬৫]

١٥/١٩٠٣. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ : لَبَّيكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُم ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحداً مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَلاَ أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُونَ : وَأَيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيقُولُ : أُحِلُّ عَلَيكُمْ رِضْوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً » . متفق عليه

১৫/১৯০৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন, 'হে জান্নাতের অধিবাসিগণ!' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে।' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।' তখন তিনি বলবেন, 'এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?' তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কী হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে বলবেন, 'তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৬৬]

١٦/١٩٠٤. وَعَنْ جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، وَقَالَ : «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَاناً كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ». متفق عليه

---

[৩৬৪] মুসলিম ২৮৩৬, ২৮৩৭, তিরমিযী ২৫২৫, ২৫২৬, ৩২৪৬, আহমাদ ৮৬০৯, ৯০২৬, ৯১২৫, ৯৬৪১, ১০৯৩৯, ১১৪৯৫, দারেমী ২৮২১, ২৮২৪

[৩৬৫] সহীহুল বুখারী ৮০৬, ৪৫৮১, ৬৫৭৪, ৭৪৩৮, মুসলিম ১৮২, ২৯৬৮, তিরমিযী ২৫৪৯, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৭, নাসায়ী ১১৪০, আবূ দাউদ ৪৭৩০, ইবনু মাজাহ ১৭৮, ৭৬৬০, ৭৮৬৮, ৮৮১৫, ১০৫২৩, ১০৬৯৩, ১০৭৬৭, ১০৮১৬, ১১৩৩৭, দারেমী ২৮০১, ২৮০৩, ২৮২৯

[৩৬৬] সহীহুল বুখারী ৬৫৪৯, ৭৫১৮, মুসলিম ১৮৩, ২৮২৯, তিরমিযী ২৫৫৪, আহমাদ ১১৪২৫

১৬/১৯০৪। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।" *(বুখারী-মুসলিম)*[৩৬৭]

١٩٠٥/١٧. وَعَنْ صُهَيبٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيئاً أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ».رواه مسلم .

১৭/১৯০৫। সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম)*[৩৬৮]

মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তাদের বাক্য হবে, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' (হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র)! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর তাদের শেষ বাক্য হবে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য)। *(সূরা ইউনুস ৯-১০)*

الحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ . اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبراهيم فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

৬৭০ হিজরীর রমযান মাসের ৪ তারীখে সোমবার দেমাশ্‌কে এ লেখা সমাপ্ত হল।
(১৪২৯ হিজরীর রমযান মাসের ২৩ তারীখে সোমবার মাজমাআতে এর অনুবাদের সম্পাদনা সমাপ্ত হল।)

[৩৬৭] সহীহুল বুখারী ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৪৩৬, মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনু মাজাহ ১৭৭, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭৬৬

[৩৬৮] মুসলিম ১৮১, তিরমিযী ২৫৫২, ১৮৭, আহমাদ ১৮৫৫৬, ১৮৪৬২, ২৩৪০৭